ধর্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৭ম ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ শুক্রবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

বিগত সম্বৎসর।

যে দয়াময় মঙ্গলসঙ্কল্প বিধাতা পুরুষের াশীর্ব্বাদে অদ্য আমরা নববর্ষে পদার্পণ ারিতেছি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার প্রণিপাত করি। সম্বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" তাঁহার মহিমা প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিয়া য কিছু মঙ্গল ফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহার ান্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। আমরা ৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা নানা দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের অনুরাগ াাকর্ষণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ ইহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সহৃদয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ আরও উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

ধর্ম্মজগতের সমুদায় বিভাগের বার্ষিক বিবরণ সমালোচনা করিবার বিশেষ কিছুই নাই। পুরাতন ভাবে যন্ত্রের ন্যায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ চলিয়া আসিতেছে। সজীব ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির গতি অবধারণপূর্ব্বক ইহার মধ্যে বিধাতার মঙ্গল হস্ত দর্শন করাতেই আমাদের বিশেষ কল্যাণ। বিগত বৎসরে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধনতত্ত্বের নূতন আলোক এবং নূতন ভাব যাহা আমরা পাইয়াছি তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ণতাজনিত বিপদ ও পরীক্ষা এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিদ্বেষপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই সমুদায় বাহ্য প্রতিবন্ধকের মধ্যে বৈরাগ্য সাধনা এবং উপাসনার অভিনব গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম এই দুইটী এবারকার বিশেষ শিক্ষা। ইহার স্বর্গীয় প্রভা যদিও পুরাতন জীবনের উপর আশানুরূপ অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই, সুতরাং সাধারণ ভাবে তাহা প্রচারও হয় নাই, তথাপি ইহা দ্বারা আশার দিক্ উজ্জ্বলতর হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অতলস্পর্শ গভীর মাহাত্ম্য কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সাধকের ভবিষ্যৎ যে অতি আশাঞ্জনক এবং সুখপ্রদ, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় যে যথেষ্ট মধুরতা ও আকর্ষণ আছে তাহাও আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সকল সত্য মানব জীবনে প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত না হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য, ব্রহ্মোপাসনা, প্রেমোন্মত্ততা কল্পনা বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইবে। কোন্ দুরবগাহ্য কারণে

আমরা এখনও সঙ্কল্পসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই জানেন। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ঈশ্বরের প্রেম ভাণ্ডারের দ্বার আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিলেও মূঢ়তা এবং অন্ধতা বশতঃ আমরা তাহা সম্ভোগে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঘোর পরীক্ষায় পতিত হইয়াও আমরা প্রকৃতরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলাম না। দয়াময় ঈশ্বর নববর্ষের প্রথম হইতে আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র পথে পরিচালিত করুন। তাঁহার কৃপাপ্রসাদে আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাউক।

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানজ্যোতিঃ পরম ভক্তিভাজন ঈশ্বর! তুমি বহির্জ্জগতে প্রকৃতির বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে এবং মানবসমাজের ইতিহাসে জ্ঞানের যে শত সহস্র উৎস উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছ তদ্দারা নিরন্তর সত্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে। সংসার ঘোর অন্ধকার মধ্যে আমরা সেই আলোকের সাহায্যে জীবনপথে চলিতেছি। তদ্ব্যতীত বিবেকের মধ্য দিয়া তোমার অভ্রান্ত বাণী প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু হে নাথ! আমাদের গাঢ় মোহাচ্ছন্ন নয়ন তোমার স্বর্গীয় শাস্ত্র পাঠ করিতে জানে না। তোমার আলোক না পাইলে কে তোমার জ্ঞান লাভ করিতে পারে? বাহিরের জ্ঞানে জীবন পাই না, কিন্তু হে জীবন্ত দেব! তোমার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। সেই দিব্যজ্ঞান তুমি আমাদিগকে দান কর। অন্ধকারের আলোক, নিরাশার আশা, দরিদ্রের সম্বল সেই দিব্যজ্ঞান তুমি আমাদিগকে দিয়া কৃতার্থ কর। যখন আমরা বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়া পথভ্রান্ত হই, হৃদয়ের ধৈর্য্য শান্তি হারাইয়া ফেলি তখন হে করুণাসিন্ধো! তোমার আলোক ভিন্ন তখন আমাদের আর অন্য গতি নাই। এই অজ্ঞানান্ধ মানবগণের এক মাত্র ভরসা কেবল তুমি। আমরা জানি না কিসে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। অন্য শাস্ত্র অন্য জ্ঞান আর প্রার্থনা করি না, তোমার মুখ বিনিঃসৃত মুক্তি শাস্ত্রের কথা তুমি আমাদিগকে ক্রমাগত শিক্ষা দাও। পৃথিবীর নিকট যে সকল জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হই, এবং সেই জ্ঞান সম্বল করিয়া ইহ পরকালে জীবন ধারণ করিতে পারি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

একথা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার আপনার রুচি এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণ লক্ষ্য মনে করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করেন। যাঁহার যে ভাবটী মনে ভাল লাগিয়াছে তিনি সেইটীকে সারজ্ঞান করিয়া তাহা প্রচার করিতে চাহেন। অন্যের সঙ্গে সে বিষয়ের ঐক্য না হইলে তিনি মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে থাকেন, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে ঘোর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রুচির এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এইরূপে আপনাপন সীমার মধ্যে বিচরণ করত বিরুদ্ধ পক্ষীয়দিগকে নিন্দা ও তিরস্কারে প্রবৃত্ত হন। কেবল তিরস্কার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, ন্যায় এবং সত্যপ্রিয়তার নামে পরস্পর পরস্পরকে ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটি প্রদর্শন করেন। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া আর এক প্রকার নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন করিয়াছে। কেহ বলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার, দেবদেবী পূজা, জাতিভেদের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া এক অদৃশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচার কর; বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ দাও, জনসমাজকে নূতনবিধ সভ্যতম আচার ব্যবহারের দ্বারা সজ্জিত কর; যাহাতে দেশের

স্ত্রী পুরুষ উভয়ে জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া উন্নত হয়, এবং বিবিধ সৎ কার্য্যের দ্বারা সামাজিক কুশল বৃদ্ধি হয়, রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের লোক স্বাধীন হইয়া উঠে তজ্জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর, ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। কেহ বলেন, হিন্দুদিগের সহিত একীভূত হইয়া পুত্তলিকা পূজার স্থানে এক নিরাকার ব্রহ্মকে সংস্থাপন কর, বেদ পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সকলকে তর্কে পরাস্ত কর এবং বুঝাইয়া দাও যে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, কেবল হিতানুষ্ঠান কর তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। চতুর্থ ব্যক্তি বলেন, ও সকল সমাজ সংস্কারের আড়ম্বর কোন কার্য্যের নহে, কেবল ঈশ্বরের নামগুণ গানে আনন্দিত হও। সকলে মিলিয়া কোলাহল করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, আপনার দুই চারি জন মনেরমানুষ লইয়া নির্জ্জনে প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তরাত্মাকে সুখে শান্তিতে রক্ষা কর।

যে কয়েকটী ভাব ব্যক্ত করা হইল ইহার মধ্যে কোনটীই একটী নূতন ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনের উপযুক্ত উপায় নহে। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের জীবন কোনরূপে চলিতে পারে, মনের বিশেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাজ এবং নিত্য ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। কতিপয় সমাজসংস্কারক দলবদ্ধ হইয়া বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ব্যয় করিয়া যদি ভাবীবংশধরদিগের জন্য একটী বর্ণশঙ্কর পরিবার রাখিয়া চলিয়া যান, বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা, স্ত্রী জাতির উন্নতির স্রোতঃ প্রবাহিত করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? অথবা যদি বেদ পুরাণোক্ত এক ঈশ্বর প্রতিপাদক কতকগুলি কথা প্রচার করিয়া পৌত্তলিকতার ভ্রম অপনয়ন করিয়া দেওয়া হয় তাহাতেই কি ভবিষ্যতের ব্রাহ্মধর্ম্ম বদ্ধমূল হইবে? তুমি আমি যদি এক প্রকার উদ্ভট ব্রাহ্মধর্ম্ম সংগঠন করিয়া তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ আনন্দানুভব করিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাই তাহাতেই কি ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইবে? কোন ধর্ম্মসমাজ এ ভাবে রক্ষা পায় নাই পাইবেও না। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম সকল যদিও এখন নিতান্ত নিস্তেজাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন পূর্ব্বতন ধর্ম্মাত্মাদিগের জীবনের উচ্চ আদর্শ তাহাদের ভবিষ্যৎ আশার অবলম্বন হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গৌরব এবং আশাস্থল তদন্তর্গত সাধুজীবন। সেই সকল পবিত্র চিত্ত মহা পুরুষদিগের নামে এখনও সকল ধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে। কেবল মাত্র সমাজ সংস্কারের উপর ধর্ম্মসমাজ স্থায়ী হইতেপারে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমরা যদি কেবল আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব সকল মোচন করিয়া, অজ্ঞানতা কুসংস্কার বিনাশ করিয়া যাইতে পারি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইবে না। যদি কতকগুলি ধার্ম্মিক, সাধক, উপাসক, ভক্ত তাঁহাদের জীবনে এক্ষণকার প্রচারিত উচ্চতর মত সকল পরিণত করিয়া ভবিষ্যদ্বংশগণের আত্মার জন্য অন্ন পানের কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে উন্নতির স্রোতঃ অবাধে ভবিষ্যতের দিকে চলিতে থাকিবে। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই এইটী মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহাতে প্রকৃত সাধক কতকগুলি প্রস্তুত হন। সমাজসংস্কার সাংসারিক উন্নতির ফল তাহা বিদ্যা ও বাহ্য সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে আপনিই হইবে, যে হেতু ইহার আবশ্যকতা এবং ফলোপধায়িতা ধর্ম্মহীন সংশয়বাদীরাও অনুভব করে; সুতরাং একজন অব্রাহ্মের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি ইহাকে সর্ব্বস্ব মনে করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য গৌন উদ্দেশ্যে পরিণত হইল। জীবন সংস্কার হইলে তাহার আনুষঙ্গিক ফল অন্যান্য সংস্কার কার্য্য আপনিই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন নাই। বাহ্য সংস্কারের শত সহস্র

যন্ত্র চতুর্দ্দিকে মহা পরাক্রমের সহিত কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহাদের সহায়তা লইয়া যাহাতে কতিপয় সাধুজীবন সংগঠন করিতে পারি তাহাই একান্ত প্রার্থনীয়। পৃথিবীতে এবং ধর্ম্মসমাজে সাধুজীবন অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী। একটী পবিত্র জীবনে কত অসংখ্য সৎকার্য্য হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি কোন বিশেষ কার্য্য থাকে তবে তাহা এই যে, কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু প্রস্তুত করা। বর্ত্তমানের সাধুরাই কেবল ভবিষ্যৎ সমাজের অক্ষয় স্তম্ভ হইয়া বংশ-পরম্প্রায় সকলের অবলম্বনস্বরূপ হইবেন। সাধুতাই একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যতের স্থায়ী চিহ্ন, সুতরাং ইহাই ব্রহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

মুসলমান সাধক মহর্ষি আবুহফজ।

আবু হফজ বোগদাদ দেশের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ছিল। এক সময়ে একটী যুবতীর প্রতি তিনি ঘোর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপন দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোক-টীকে নানা উপায়ে বশীভূত করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। একদা কেহ তাঁহাকে এই পরামর্শ দেয় যে, নেশাপুরে এক জাদুকর য়িহুদী আছে, তাহার নিকটে যাও, জাদুবলে সে তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবে। আবু হফজ তাহাই করিলেন। সেই য়িহুদীর নিকটে যাইয়া স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। তখন য়িহুদী বলিল, আমি কয়েকটী নিয়ম বলি তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল্লিশ দিন তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদি করিবে না, মনের মধ্যে কোন সাধু সঙ্কল্প রাখিবে না, তাহা হইলে আমি জাদু করিব ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিব। আবুহফজ তাহাতে সম্মত হয়েন। চল্লিশ দিন সেরূপ করিয়া আবার য়িহুদীর নিকটে আগমন করেন। তখন য়িহুদী মায়া বিদ্যার প্রক্রিয়া সকল করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সে আপনার বিদ্যা বিফল দেখিয়া আবুহফজকে বলিল, এই চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয় তুমি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ, উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ। নতুবা আমার জাদু কখন নিস্ফল হইত না। আবুহফজ বলিলেন এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আমি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করি নাই। কিন্তু এক দিন চলিয়া যাইতেছিলাম, পথে একটা পাথর পড়িয়াছিল উহা পায়ে লাগিলে কেহ ব্যথা না পায় এই মনে করিয়া সরাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই মাত্র জানি। য়িহুদী বলিল প্রভুকে আর আঘাত করিও না। চল্লিশ দিন তুমি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছ, তথাপি দেখ তাঁহার কত দয়া! তুমি যে একটী সৎকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তিনি বিফল হইতে দেন নাই। সেই একটী পরোপকারের জন্য মহা পাপে পতিত হইতে বাধা দিলেন।

য়িহুদির এই কথায় আবুহফজের হৃদয়ে অনু-তাপের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর কখন দুষ্কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন সেই হইতে তাঁহার জীবনের স্রোতঃ স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। তিনি লৌহকারের ব্যবসায়ী ছিলেন, তখনও সেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন দিবাভাগে লোহার কায করিতেন, তাহাতে প্রত্যহ প্রায় তিন টাকা লাভ হইত, উহা তিনি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন, এবং দুঃখিনী অনাথাদিগের সাহায্যের জন্য তাহাদিগের গৃহে মুদ্রা এরূপ গোপনে রাখিয়া আসিতেন, তিনি যে উহা দান করিয়াছেন কেহ জানিতে পারিত না। প্রতিদিন রোজা (উপবাস ব্রত) পালন করিয়া সন্ধ্যা কালের উপাসনার উপর স্বয়ং ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা লব্ধ যৎসামান্য অন্ন ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। বহুকাল এই ভাবে গত হয়। এক দিন একটী অন্ধ বাজারের পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী গভীরভাব পূর্ণ ধর্ম্মশ্লোক সুর করিয়া পড়িতেছিল, আবু হফজ সেই শ্লোক শুনিয়া তাহার ভাবেএমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি গাঢ় অন্য মনস্কভাবে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড হস্তে করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিবার জন্য সহকারী কর্ম্মকারদিগের নিকটে ধারণ

করিয়া ছিলেন। তখন সহকারীগণ তাঁহাকে এ বিষয়ে চৈতন্য করিয়া দেয়। এই ঘটনার পরেই আবু হফজ দোকান উঠাইয়া দেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও এক জন পরম যোগী হইয়া পরমেশ্বরের সেবাতে দিবা রজনী নিযুক্ত থাকেন। ইনি এক জন সুপণ্ডিত ও সদ্বক্তা ছিলেন। শেষ অবস্থায় আবু হফজ দেওয়ানা (ধর্ম্মক্ষিপ্ত) হইয়া উঠেন। তাঁহার সেই ক্ষিপ্ততার মধ্যে অনেক মাধুর্য্য ছিল। সেই ক্ষিপ্তাচারের কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আবু ওস্‌মান নামক এক জন ধর্ম্মসাধক এক দিন আবু হফজের নিকটে উপস্থিত হয়েন, কয়েকটী দ্রাক্ষা ফল আবু হফেজের পার্শ্বে স্থাপিত ছিল ওস্‌মান তাহার একটী উঠাইয়া আপন মুখে অর্পণ করেন। আবু হফজ ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ওস্‌মানের গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন "দুষ্ট! তুই আমার দ্রাক্ষা খাইলি কেন?" আবু ওস্‌মান কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন," আমি তোমার এক জন আত্মীয়, তোমার মন বুঝিতে পারি, এবং তোমাকে আমি বিশ্বাস করি ভাবিয়াছিলাম এই দ্রাক্ষাফলটী খাওয়াতে তুমি বরং আহ্লাদিত হইবে।" আবু হফজ বলিলেন, "রে মুর্খ,আমি নিজে আমার মনকে বিশ্বাস করি না, তুই কিরূপে তাহাকে বিশ্বাস করিলি? মন কি ভাবে কি করে এতাধিক বয়স হইল আমি তাহার ভাব গতি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই তুই কেমন করিয়া বুঝিলি? আমার মনের ব্যাপার তুই কি জানিস্. আমিই যে জানি না?"

আবু ওস্‌মান এক দিন আবু হফজের নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি সভাতে উপদেশ দিব,মন বড় উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে। আবু হফজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমাকে এরূপ উৎসাহিত করিল? ওস্‌মান বলিলেন, লোকের প্রতি দয়া। আবু হফজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই দয়ার সীমা কত দূর? ওস্‌মান বলিলেন " এত দূর যে, যদি ঈশ্বর আমাকে নরকে প্রেরণ করেন, মহা যন্ত্রণা দান করেন সেই মানব জাতির প্রতি দয়ার অনুরোধে আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। আবু হফজ বলিলেন ভাল, উপদেশ দান কর। আবু ওস্‌মান্ উপদেশ দিবার জন্য মম্বরে (এক প্রকার বেদী) আরোহণ করিলেন। তখন আবু হফজ উপস্থিত হইয়া সভার এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া বসিয়া রহিলেন। উপদেশ শেষ হইয়া গেলে এক জন ভিক্ষুক আসিয়া সভাতে বস্ত্র প্রার্থনা করিল, ওস্‌মান তৎক্ষণাৎ আপন গাত্রাবরণ তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়াই আবু হফজ উঠিয়া বলিল, মম্বর হইতে অবতরণ, কর তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। ওস্‌মান বলিলেন, " কি মিথ্যা বলিয়াছি।" হফজ বলিলেন, তুমি গৌরব করিয়া বলিয়াছিলে, লোকের প্রতি আমার অসীম দয়া, কিন্তু দানের বেলায় তাহার বিপরীত আচরণ করিলে। অন্য লোককে তুমি দানের পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিলে, তোমার এই সত্বর দানের জন্য আর কেহ এই দুঃখীকে দান করিবার অবকাশ পাইল না। এটী ধর্ম্ম বিরুদ্ধকার্য হইয়াছে। এজন্য তুমি মিথ্যাবাদী, মম্বরে মিথ্যাবাদী স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

সবলি রেখ নামক এক জন ধার্ম্মিক চারি মাস কাল অতিথিরূপে আবু হফজকে আপন আলয়ে রাখিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি যোগাইয়া সেবা করিয়াছিল। হফজ বিদায় হইয়া যাইবার সময় বলিলেন সবুলি! এক সময় নেশাপুরে আমার আশ্রমে গমন করিও, পুরুষকার কিরূপ ও আথিত্য সৎকার কি প্রকারে করিতে হয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। সবুলি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন। হে আবু হফজ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি? আবুহফজ বলিলেন, অন্যায় আর কি, কষ্ট স্বীকার করিয়াছ! এরূপ ক্লেশবহন পুরুষকার নহে। অতিথিকে এ প্রকার সৎকার করিবে, যেন অতিথির আগমনে আপনার কোন ভার বোধ না হয় ও তাহার গমনে আহ্লাদ না হয়। যদি অতিথি শুশ্রূষাতে ক্লেশ স্বীকার কর, তবে তাহার আগমনে তোমার ভার বোধ ও গমনে আহ্লাদের কারণ হইবে। অতিথি সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অবস্থা হয় তাহার পুরুষকার নহে। অতঃপর সবুলি এক দিন নেশাপুরে যাইয়া আবু হফজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই দিন একচল্লিশ জন অতিথি উপস্থিত ছিল। আবু হফজ একচল্লিশটী দীপ জ্বালিয়া ছিলেন, সবুলি বলিলেন অদ্য তুমি কষ্ট স্বীকার

করিয়া এতগুলি দীপ জ্বালিলে কেন? তিনি বলিলেন সখে! তোমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করি নাই, অতিথি ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয় দান, এই একচল্লিশটী দানের জন্য তাঁহার নামে এই একচল্লিশটী কৃতজ্ঞতার দীপ জ্বালিয়াছি।

আবুহফজের উপদেশ।

যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া দর্শন করে, আশা করি সে মৃত্যুর অধীন হইবে না।

পরমেশ্বরেতে নির্ভয় হইবে, অসি আছে বলিয়া নির্ভয় হইবে না।

হৃদয়কে বিনয়ী করিতে যিনি ভাল বাসেন, তিনি যেন সাধুপুরুষদিগের সহবাসে থাকেন, ও তাঁহাদের সেবার জন্য আপনাকে উপযুক্ত করেন।

সেবাতে শরীরের জ্যোতিঃ বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতিঃ।

কোন ব্যক্তি উপদেশ চাহিয়াছিল। আবুহফজ তাঁহাকে বলিলেন, এক দ্বারের উপযুক্ত হও, তাহা হইলে সকল দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে। এক প্রভুর সেবক হও, তাহা হইলে সকল প্রভু তোমার নিকটে মস্তক নত করিবে।

ঈশ্বরভয় হৃদয়ের দীপ, অন্তরে ভাল মন্দ যাহা কিছু থাকে এই দীপের আলোকে প্রকাশ পায়।

যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতে সকল সময়ে আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার না করে, ও স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম না করে, সে অহঙ্কারী। যে ব্যক্তি ভাবে আমার চরিত্রের প্রতি পরমেশ্বরের অত্যন্ত প্রসন্ন ভাব, সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি দান করে প্রতিগ্রহণ করে না, সে মনুষ্য। যে ব্যক্তি দান করে ও প্রতিগ্রহণ করে সে অর্দ্ধ মনুষ্য। যে ব্যক্তি শুদ্ধ গ্রহণ করে দান করে না, সে মনুষ্য নয় মক্ষিকা।

যে ব্যক্তি সকল সময়ে আপনার অবস্থা ও আচরণ, ধর্ম্ম বিধিরূপ তুলা দণ্ডে পরিমাণ করে না এবং আপনাকে পাপী মনে করে না তাহাকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিও না।

বাধ্যতা কি? আবুহফজ বলিলেন, যাহা কিছু তোমার তাহা পরিত্যাগ করিবে, যাহা তিনি আদেশ করেন তাহা পালন করিবে, ইহাই বাধ্যতা।

দীনতা কি? বলিলেন, ভগ্নহৃদয়ে প্রার্থী থাকা।

প্রেমিকের লক্ষণ কি? বলিলেন, মৃত্যুর সময় প্রফুল্ল থাকা অর্থাৎ এ প্রকার বিমুক্তভাবে এই সংসার পরিত্যাগ করা যে তিনি ভিন্ন কিছুই হৃদয়ে থাকিবে না।

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ভাবে ঈশ্বরের নিকটে আস? বলিলেন, ভিক্ষুক ধনীর নিকটে কি ভাবে আসে? নিরুপায় ও অকিঞ্চনের ভাব ভিন্ন আর কি?

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে প্রাণসখা হৃদয়-বল্লভ প্রেমময় ঈশ্বর! তোমার স্বরূপের মনোহর মাধুর্য্যরসে কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? তোমার ঐ প্রসন্ন মূর্ত্তি সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া দুর্ব্বল পাপ-ভারাক্রান্ত মানব সন্তানগণকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। তুমি আনন্দময় প্রিয়দর্শন, শান্তিরসের আধার, তোমার পানে চাহিলে আত্মার গভীর গ্লানি বিষাদ সন্তাপ নিমেষের মধ্যে চলিয়া যায়। হে ভক্ত-হৃদয়বিহারী প্রাণারাম! তুমি নিজে চিরসৌন্দর্য্য ও প্রেমপীযূষ রসে পরিপূর্ণ থাকিয়াও পাপীকে দণ্ড-বিধান কর। সহজেই তুমি আবার তাহার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হও। তোমার পরম রমণীয় সুন্দর স্বভাব, এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে অতি কঠোর হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়। স্বরূপতঃ তুমি পরম আনন্দময়, প্রেমের প্রতিমা, প্রেমিক যোগী এবং পাপবিমুক্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তুমি নিরন্তর হৃদয়রঞ্জন আনন্দদাতা হইয়া বিরাজ করিয়া থাক। তোমাকে বাস্তবিক যে যখন দেখিয়াছে সে প্রিয়রূপেই দেখিয়াছে। অতি সুকোমল সুধাময় তোমার প্রকৃতি, সরল, মধুর এবং উদার তোমার ব্যবহার। কোন্ মহাপাপী তোমাকে নিন্দা করিতে পারে? যে তোমাকে কখন দেখে নাই সেই কেবল নিন্দা করে। হে পরম শান্তির উৎস, প্রীতির প্রবাহ! কোথায় না তোমার প্রেমমুখের জ্যোতিঃ প্রকাশিত রহিয়াছে? তুমি অমৃতনিকেতন, সুধার ভাণ্ডার, প্রেমের অনন্ত জলধি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে হৃদয়ের দেবতা জীবনের স্বামী! তুমি স্বয়ং বস্তুতঃ চিরকালই প্রসন্নবদন, উদারস্বভাব, কেবল পাপের কলঙ্কিত দর্পণের ভিতর দিয়া যখন আমি তোমাকে দেখিতে যাই তখনই তোমাকে অতি ভয়ঙ্কর ভীষণঃ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে তোমার যথার্থ মূর্ত্তি নহে। পাপের

মলিনতায় বিশ্বাসের জ্যোতিকে হীন-প্রভ করিয়া দেয় তাই তে তোমার প্রকৃত ভাব আমি তখন উপলব্ধি করিতে পারি না। অমিশ্রিত আনন্দের উপাদানে তুমি সংগঠিত, সদা শুভাকাঙ্ক্ষী কল্যাণদাতা, তোমার সম্মুখে যাইতে আমার কোন ভয় নাই, ভয় কেবল পাপকে; পাপই তোমাকে দেখিতে না দিয়া ক্রমাগত কেবল ভয় ও নিরাশার দিকেই লইয়া যায়। আবার যখন দেখায় তখন বিকৃত করিয়া দেখায়। হে পরম সুহৃদ্ প্রিয়দেবতা! আমি তোমাকে লইয়া সর্ব্বদা সুখে কালযাপন করিব। তোমার মত সুন্দর মুগ্ধকর বস্তু আর কিছুই নাই। আমি বিরলে বসিয়া তোমাকে পিতা গুরু বন্ধু এবং মাতা বলিয়া ডাকিয়া একটী প্রণাম করিব, আর হৃদয় অমনি শীতল হইয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, নামগুণ গান করিব, এবং ঐ আনন্দময় মূর্ত্তি ধ্যান করিব; আবার আহ্লাদের সহিত পদ সেবাতে নিযুক্ত হইব। তোমাকে ভাল বাসিব, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিব, এবং তুমি যাহা যাহা ভালবাস তাহাও ভাল বাসিব। হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর! তুমি সর্ব্বোত্তম সার এবং পরম পদার্থ, আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম তুমি গ্রহণ কর।

প্রেমের অধীনতা।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৪ আসাঢ় ১৭৯৭ শক।

আমরা এইমাত্র শুনিলাম, "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলি সুখের কারণ।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথা সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরের অধীনতা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? যদি সকল বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সুখ কিরূপে হইবে? যে পরিমাণে আত্মবশ, যে পরিমাণে স্বাধীন, নিজ অভীষ্ট সাধনে সক্ষম, সেই পরিমাণে সুখী, সেই পরিমাণে আত্মদুঃখ বিমোচনে সমর্থ। এ কথায় প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত সোপানে আরোহণ করিলে, এ কথা অসার বুঝিতে পারা যায়। "যাহা কিছু আত্মবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু পরবশ সকলি সুখের কারণ" উন্নত অবস্থায় এই কথা সঙ্গত হয়। আত্মবশে দুঃখী, পরের অধীনতায় সুখী, পৃথিবীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থাতে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরের প্রেমে, জগতের প্রেমে নিমগ্ন হইলে তবে সম্ভব। সেই নিমগ্ন অবস্থা না হইলে এ সত্য বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না।

যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছাপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে শিখিলে, ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতাভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে, প্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সেই পরিমাণে। যত দিন এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে না; বিষয়কর্ম্ম যত বাড়িবে সকল বিষয়ে উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্বব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে কিছু হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে, দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। দাসত্বাবস্থায় আত্মবিস্মৃতি জন্মে। আমি বড় হইব, প্রভুত্ব সংস্থাপন করিব, সকলকে পদতলে আনিব, এরূপ মনে থাকিলে পৃথিবীর কার্য্য কর, ধর্ম্মরাজ্যে সুখী হইতে পারিবে না। এরূপ লোক আপনার হস্তে আপনি পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে বুঝিতে যায়, সহজে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া পড়ে। অন্যকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া মিল করিতে যায় কিছুতেই হয় না, কিছুতেই প্রণয় হয় না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে, বিচারপতি করিলে, তাহার আদেশে চলিলে কখন মিল হইবে না, ঐক্য হইবে না। স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অতি উন্নত উপায় বাহির করিয়া বুদ্ধি অনুসারে চল, বিচার বিবেচনা কর, দুই জনের মধ্যেও মিল হইবে না। দেখিতে পাইবে, দুইজন সাধু ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ প্রণয় না হইয়া প্রণয়স্থলে ভয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক জন আর এক জনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিবাদ কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে নষ্ট করে।

অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র

লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ হয় হউক অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পর সেবায় আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্মইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, সমস্ত জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ্ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না,পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর। স্বাধীন ইচ্ছাতে না পারে জগৎকে আপনার দিকে টানিতে, না পারে আপনাকে জগতের দিকে টানিতে। ইহাতে আপনার মঙ্গলও হয় না, জগদ্বাসী নরনারীগণেরও মঙ্গল হয় না। প্রেমের স্রোত; সহজে জগৎকে আপনার দিকে, আপনাকে জগতের দিকে টানিতে পারে। ইহাতে আপনার কল্যাণ পরের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বাধীন বুদ্ধি সামান্য বিপদে বিপরীত ভাব ধারণ করে। নূতন সত্য গ্রহণ করে; বার বার উহা পরিবর্ত্তন করে, কোন স্থানে স্থির ভাবে থাকে না। কি করিলে সব ঐক্য হয় কিছুই স্থির হইয়া উঠে না। পরের ইষ্ট সাধন জন্য সমুদায় ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, প্রেমে আপনার ও সমুদায় জগতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমুদায় কর্ত্তব্য অভ্রান্তভাবে সাধিত হইবে। প্রেমের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই সত্য ও মঙ্গল লাভ হইবে অজ্ঞান বুদ্ধি ইহা বুঝিল না। দীনতাব অবলম্বন কর, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্যভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধি সহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম স্থির করিয়া শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে সুখী হইতে পারিবে না, প্রেমপরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সদ্ভাবের স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে একযোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল এই ভাবে সকলের চরণ তলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসদ্ভাব, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে। এক কথায় দশ জনের, সহস্র জনের মনে এই ভাব উদিত হইবে; সকলের মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখী হইবে। আর মতের সঙ্গে মিলিবে না, এ আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরের অমৃতময় বাণী তাঁহার আদেশ হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, বুদ্ধির স্থলে প্রেম অধিকার পাইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইয়াছি, নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করি না কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করি, আর মতের অমিল থাকিবে কেন? এ প্রকার ভাব হইলে সমুদায় সংশয় মীমাংসা হইয়া যায়। অধীনতার সুখে সমুদায় জীবন প্লাবিত হয়।

নর নারী দাস দাসীর ব্রত গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন অধীনতায় সুখ আছে কি না? এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে আর ভাবিবার কিছুই থাকিল না। বুদ্ধির আলোক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, পাইলেও মতের বিকার উপস্থিত হয়। বুদ্ধি চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলের অধীনতা, ঈশ্বরের অধীনতা, জগতের অধীনতা স্বীকার কর, সকলি বুঝিতে সক্ষম হইবে। প্রেমে অধীন হইলে সমুদায় জগৎকে আপনার দিকে টানিতে পারিবে। পৃথিবীর কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার কল্যাণে পৃথিবীর কল্যাণ এইরূপ যাহার হইয়াছে সেই প্রাণ মন সমুদায় জগৎকে দিয়াছে। এরূপ এক জন মানুষ হইতে পাঁচ জন হইবে, পাঁচজন হইতে সহস্র জন হইবে। সকলের কথা এক হইবে, সকলের মন্ত্র এক মন্ত্র হইবে। অধীনতার সুখই সমুদায় পৃথিবীর সুখ হইবে, অধীনতার সুখই সমুদায় পরিবারের সুখ হইবে। প্রেমের উদয় হইয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, শান্তি ও সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে। বুদ্ধির অধীন হইলে কেবলই কষ্ট। কেবল দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বিপাকে সঙ্কটে পড়িতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে বিনাশ উপস্থিত হইবে, জগৎ কখন এক হইতে পারিবে না। সেবক হইলে সুখের উদয় হয়, নিজের ধর্ম্ম জগতের সুখের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। ঈশ্বরের নামরস আস্বাদন করিয়া আমাদের জিহ্বা তৃপ্ত হউক, রসনা সর্ব্বদা তাঁহারই নাম গ্রহণ করুক, জগতের অধীন সেবক হইয়া

সকলকে সেবা করা আমাদের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হউক, আর ভাবিবার কিছু থাকিবে না, আর বুদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর জ্ঞান দিবেন, হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া লইবেন। হৃদয়ে সর্ব্বদা কেবল আনন্দের আবির্ভাব থাকিবে।

যদি স্বাধীনতার অহঙ্কার আশ্রয় করিতে চাও তবে "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ,যাহা কিছু আত্ম-বশ সকলি সুখের কারণ।" এই নীতি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন কর। আত্মবশ হইতে গিয়া স্বাধীনতা অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় হইবে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে,তত্রাপি দুজনের মধ্যে সম্পুর্ণ একতা হইবে না। স্বাধীনতা প্রণয়ের স্থলে বিবাদ, যোগের স্থলে বিয়োগ আনিয়া উপস্থিত করিবে। অধীনতার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অধীন অনুগত দাস না হইলে, মনুষ্যের মনে প্রেম সঞ্চয় হয় না। "আত্মবশ দুঃখের কারণ, পরবশ সুখের কারণ।" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অধীন হইয়া সেবা কর, আপনার দুঃখভার অন্যে বহন করিবে সকল বিষয় নির্ভর হইবে। অন্যকে প্রভু করিয়া নিজে দাস হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অনৈক্য হইবে না। এখানে কেবলই প্রেম বিরাজ করিবে। প্রত্যেকে প্রভু যে রাজ্যের মূলমন্ত্র সেখানে ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভাব ভিন্ন মত না হইয়া যায় না। এক লোকে এক রাজ্য হয়, ভিন্ন ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তি ভিন্ন ধর্ম্মে এক রাজ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যে এক জনও স্বাধীন নহে। পরের দাস হইয়া জীবন ধারণ করিলে সুখলাভ হইবে, এবং যে প্রেম-রাজ্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা সংস্থাপিত হইবে। যদি পাঁচ জনও এখন স্বাধীনতাকে শত্রু দুরন্ত রাক্ষস বলিয়া বিদায় দেন, অহঙ্কার এবং স্বতন্ত্র সত্তাকে বিনাশ করেন, তখনি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হয়, স্বাধীনতা অহঙ্কারকে পোষণ করিয়া সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও কিছু হইবে না। অধীন হইয়া প্রাণেশ্বরের নাম গান কর, শান্তিধামে যাইবে, স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য।

মনুষ্য আপনাকে যেমন ভালবাসে, দয়া করে এমন কাহাকেও ভালবাসে না দয়া করে না। অতি সুচতুর জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও আপনার প্রতি এমনি অন্ধ হন যে, তিনি অপরের দোষ যে সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডে পরিমাণ করেন আপনি তাহা অপেক্ষা দশগুণ দোষে দোষী হইয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন না। স্বার্থপরতার মূল অস্থির মধ্যে, মজ্জার ভিতরে সংবদ্ধ, এই জন্য মনুষ্য আপনি আপনাকে অতিশয় উদারভাবে দেখে। দেখিতে দেখিতে শেষ এমনি আত্মপ্রতারিত হয় যে, কেবল অন্যের দুর্ব্বলতা পাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেই তাহার সময় যায়, আপনার প্রতি আর দৃষ্টি পড়ে না; যে কিঞ্চিৎ পড়ে তাহা এত দূর প্রশস্তভাবে যে, নিজের গূঢ় দোষগুলিন দোষ বলিয়া প্রতীত হয় না। কিন্তু তাহার এমন সকল দুর্ব্বল এবং ব্যথিত স্থান আছে যেখানে অপরের অঙ্গুলী স্পর্শ হইবামাত্র তাহাকে অতিমাত্র কাতর হইতে হয়। ঈশ্বরের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এবং আত্মদর্শী সরলান্তঃকরণ মনুষ্যদিগের চক্ষেতে সে ব্যক্তি নিতান্ত উপহাস্যাস্পদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতারক ব্যবসায়ীদিগের যেমন ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাপক যন্ত্র এক প্রকার নহে, আত্মপ্রবঞ্চিত ধর্ম্মাভিমানীদিগের আপনার এবং অপরের বিচারের আদর্শ তেমনি এক নহে। এই হেতু সে অন্যের সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারে না। দোষীকে দণ্ডবিধান করিতে গিয়া সে সেই দোষে আপনাকে আপনি কলঙ্কিত করিয়া ফেলে, তথাপি তাহার নিজদোষ বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। আবার অধিকাংশ বিষয়ে মনুষ্য মনুষ্যকে বুঝিতে না পারিয়া অনেক গণ্ডগোল করে। যেখানে অন্ধ প্রীতি অথবা বিদ্বেষ মিশ্রিত থাকে সেখানে সূক্ষ্ম বিচারের সম্ভাবনা অতি অল্প। তুমি আমি কিরূপ লোক তাহা আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না, অন্যেও বুঝিতে পারে না। আর একটী বিচারের পথ আছে, সেটী ঈশ্বরের দৃষ্টির মধ্য দিয়া। তিনি কি ভাবে আমাকে দেখেন, আমার সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ মত ইহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনি আপনাকে আপনি জানেন। কিন্তু ঈশ্বর যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখেন তাহা যদি পুর্ণমাত্রায় আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে গভীর নিরাশ সাগরে পড়িয়া প্রাণ হারাইতাম। সে প্রকার করিয়া দেখা অসম্ভব, আমাদের কল্যাণের জন্য তিনি সেরূপ করিয়া বুঝিতে দেন নাই। তথাপি যত টুকু তাঁহার মধ্য দিয়া আপনাকে বুঝিতে পারি সেই টুকুই খাটি। নির্জ্জনে বসিয়া বিবেককে মধ্যস্থ রাখিয়া যখন তাঁহার পানে চাহিয়া আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি ঠিক কথা বলিয়া দেন। সে অবস্থায় নিজেকে প্রতারণা করা যায় না, অন্তর্যামী ঈশ্বরকেও কোন বিষয় গোপন করা যায় না। আমি দুর্ব্বল, পাপাসক্ত তাহা তিনিও জানেন আমিও জানি; আমার ভাল হইবার, পরিত্রাণ পাইবার, তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা সাময়িক কি স্থায়ী, সরল কি কপট, তাহা তিনিও জানেন আমিও জানি; সুতরাং এখানে কোন প্রকার প্রতারণা চাতুরী চলিতে পারে না। যখন আপনার অন্তঃকরণে এইটী স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমার মনোগত সরল অভিপ্রায় তাঁহাকে লাভ করা, একমাত্র তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া এ কথা তিনিও বলিতেছেন, তখন আশা

হয়, আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। আমার মধ্যে কোন প্রকার কুটিলতা নাই, প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা নাই, কেবল দুর্ব্বলতা আছে, সময়ে সময়ে পাপের সুখভোগ করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র চিত্ত সাধু হইবার উচ্চতর সঙ্কল্প আছে এবং তাহাই জীবনের এক মাত্র প্রার্থনীয়, যেমন করিয়াই হউক, সেই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার বলবতী স্পৃহা আছে, এ কথা গুলিন যখন তাঁহার দিক্ হইতে শুনিতে পাই তখন প্রাণ শীতল হয়। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া এই রূপে আপনাকে সূক্ষ্ম বিচারে বিচারিত না করিলে মনের ভয় দুঃখ অন্তর্হিত হয় না। তিনি যদি আমাকে মহাপাপী কপট ধূর্ত্ত প্রতারক বলেন, লোকে আমাকে সাধু বলিল তাহাতে কি হইবে? আর তিনি যদি আমাকে সরল প্রার্থী, দুর্ব্বল অকপট সাধক এবং সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন, লোকে আমাকে নিন্দা করিল বা প্রবঞ্চক বলিল তাহাতে ক্ষতি কি? আমার প্রাণ তাঁহার জন্য কাঁদে কি না, তাহা সেই প্রাণসখা ভিন্ন আর কে জানিবে? পাপ করিয়া যে দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, পবিত্রাত্মা হইয়া তাঁহার পদাশ্রিত পবিত্র ভক্তবৃন্দের মধ্যে বাস করিবার জন্য মন যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তাহা আর অন্যে কেমন করিয়া জানিবে? এ সকল তিনি জানেন বলিয়াই জীবনের আশা আছে। তিনি আমার ভাল মন্দ উভয়ই দেখিতেছেন, এবং উভয়ের মধ্যে আমার সাধু ইচ্ছা, পবিত্র কামনার প্রাধান্য বুঝিতেছেন, এই চিন্তা আমার হৃদয়ের পরম সান্ত্বনা।

মুসলমান ঋষি সহলবন্ আবদুল্লার উক্তি।

সার কথা।

জগতে তিন প্রকার লোক আছে; কতকগুলি লোক ঈশ্বরের জন্য আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করে, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের জন্য অপরের সঙ্গে সংগ্রাম করে, কতক গুলি লোক ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করে যে, কেন তোমার আদেশ আমার ইচ্ছানুরূপ নয়? এবং তোমার ইচ্ছা আমার সুবিধা অনুরূপ নয়?

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যেতে স্থিরতর থাকিতে চাহে, তাহাকে বল যে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে।

সে পর্য্যন্ত উপাসনা ঠিক নয়, যে পর্য্যন্ত উপাসনার অন্তে অন্য সময়ে জীবনে প্রেমের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোগী তপস্বী জ্ঞানী সকল সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় আবরণের মধ্যে রহিয়াছে, উন্মুক্ত হয় নাই। কিন্তু প্রেমিকের এবং ধর্ম্মের জন্য মৃত্যু ব্যক্তির হৃদয় উন্মুক্ত হইয়াছে।

মনুষ্যের বিশ্বাস মহীয়ান্ হয় না যদি তাহার কার্য্য মহীয়ান্ না হয়, ও তাহার বৈরাগ্য প্রেমেতে এবং প্রেম দর্শনেতে না হয় এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু সে তাহা হইতে অনুরাগ শূন্য না হয়।

প্রকৃত ঈশ্বরভীরু প্রেমিক, সেই সকল লোক, যাহাদের প্রেম মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থিতি করে।

ঈশ্বর ব্যতীত যে হৃদয় সুস্থির থাকিতে পারে, তাহাকে ধিক্। তাহাতে কখন বিশ্বাসের সৌরভ পঁহুছে না।

যে হৃদয়ে এমত কিছু স্থিতি করে যে তজ্জন্য ঈশ্বর তাহার মধ্যে জ্যোতিঃ সঞ্চারণ করিতে সম্মত নহেন, সেই হৃদয়ের বিশ্বাসকে ধিক্।

যে মন জ্ঞানযোগে কঠিন হয়, তাহা সকল মন অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। সেই রূপ কঠোর মনের চিহ্ন এই যে উহা কর্ত্তৃত্ব ও কৌশলে বাঁধা থাকে। নিজের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে পারে না। ঈশ্বর যাহাকে তাহার নিজের কর্ত্তৃত্বে ছাড়িয়াছেন, তাহাকে ইহলোকে দূরে রাখেন, পরলোকেও নরকে সমর্পণ করেন।

জ্ঞানী তিন প্রকার। এক প্রকার বাহ্য জ্ঞানের জ্ঞানী; সে আপন জ্ঞান বাহ্যিক লোকের নিকটে প্রচার করে। দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক জ্ঞানী, সে নিজের বিদ্যা আভ্যন্তরিক পুরুষের নিকটে বলিয়া থাকে। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে, সেই জ্ঞানে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জ্ঞান অনির্ব্বচনীয়।

জীবনের প্রথমে অনুতাপ আবশ্যক। অনুতাপ মনের সঙ্কোচভাব, পাপের অভিলাষকে অন্তর হইতে উন্মূলিত করা, অসাধুতাকে ছাড়িয়া সাধুতায় প্রবৃত্ত হওয়া।

অসাধু ভাব ছাড়িয়া সাধুভাবে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পদ।

মনুষ্যের মৃত্যুর কারণ দুইটী বিষয়;—গৌরবাভিলাষ, এবং বৈরাগ্যে ভয়।

পাঁচটী দ্রব্য মণিমুক্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দীনতা যাহা সম্পদ আনয়ন করে। ক্ষুধা যাহা পরিতৃপ্তি দান করে। দুঃখ যাহা আহ্লাদ জন্মায়। বীরত্ব যাহা কাহার সঙ্গে শত্রুতা থাকিলে বন্ধুতা প্রদর্শন করে। এবং ব্যবসায়, যাহা দিবাব্যাপী উপবাস ব্রতে ও নিশাব্যাপী উপাসনায় প্রবৃত্ত রাখে।

প্রভু এবং দাসের মধ্যে দাসের "আমার ইহা অধিকার" এই ভাব অপেক্ষা কঠিন আবরণ নাই। দীনতা অপেক্ষা ঈশ্বরের দিকে নিকটতর পথ নাই।

নিকৃষ্ট জীবনের মৃত্যু না হইলে কখন হৃদয় জীবিত হয় না।

বিষয় কামনার সঙ্গে শত্রুতা করা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

যিনি আপনাকে চিনেন, তিনি আপনার প্রভুকেও চিনেন।

যে আপনার পশুভাবের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে, সে প্রিয় হইয়াছে। অন্যের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব লাভ হইয়াছে। যথা কথিত আছে, "শত্রু তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, যদি তুমি আপনাকে পরাজয় কর।" যে শরীরকে জয় করে সে শরীরীর উপরেও জয় লাভ করে।

এমন কোন দিন গত হয় না যে দিনে ঈশ্বর বলেন না যে হে আমার কিঙ্কর! তুমি বিবেচনা করিতেছ না যে আমি তোমাকে স্মরণ করি এবং তুমি আমাকে ভুলিয়া থাক। তোমাকে নিকটে ডাকি, তুমি অন্য লোকের গৃহে যাও। আমি বিপদ্ হইতে তোমাকে উদ্ধার করি, তুমি পাপে যাইয়া লিপ্ত হও। হে আদমের সন্তান! কল্য তুমি আমার নিকটে কি উত্তর দিবে?

সম্বাদ।

আলাহাবাদ, মুঙ্গের, জামালপুরের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্তৎ স্থানের ব্রাহ্মগণ দুঃখী গরিবদিগকে ভোজন করাইয়া পরিধান ও শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। রামপুর হাটের ব্রাহ্মগণ সম্প্রতি কতকগুলি গরিবকে আহার ও শীতবস্ত্র দিয়াছেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দয়ার কার্য্য সকল স্থানেই প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মসমাজ কেবল মাত্র উপাসনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। জীবের হিতার্থে বিবিধ সদনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে না থাকিলে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না, চির দিন উৎসাহও থাকে না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের মাসিক আয় হ্রাস হওয়ায় তথাকার আবশ্যক ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। উপাসক মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

ষটচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। ইহার যদি কোন পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরে মিরারে প্রকাশিত হইবে।

৭ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	...	ইংরাজি উপাসনা।
৮ই	শুক্রবার	...	ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।
৯ই	শনিবার	...	প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় টাউন হলে বক্তৃতা।
১০ই	রবিবার	...	ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব।
১১ই	সোমবার	...	প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, এবং নগর সঙ্কীর্ত্তন।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ কৃতজ্ঞতার সহিত দান স্বীকার।

মাসিক দান সংগ্রহ।

৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত	কলিকাতা	...	২
,, ,, জয়গোপাল সেন	ঐ	...	৫
,, ,, শ্রীনাথ পাল	ঐ	...	।৹
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	ঐ	...	৶৵৫
,, ,, মৃপালচন্দ্র মল্লিক	ঐ	..	১
,, ,, নিমাইচরণ শীল	ঐ	এক জোড়া বস্ত্র	১৷৹
,, ,, কালীনাথ দেব	কুমিল্লা	...	৬
,, ,, আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন	ঐ	...	২৷৹
,, ,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী	ঐ	...	৫
,, ,, পীতাম্বর সিংহ	ঐ	...	১
,, ,, যদুনাথ রায়	রামপুরহাট	...	২
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২
গয়া ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১২৶৹
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১২৷৶৹
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার	লাহোর	...	৫
চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ	...	...	।৹

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায়	এলাহাবাদ	...	১০
,, ,, গদাধার খাঁ	বহরমপুর	...	৫
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দে	জলন্দর	...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুর্শিদাবাদ		৫৷৹
,, ,, হরিনাথ নিয়োগী	সুবর্ণখুগী	..	২
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল	এলাহাবাদ পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র	...	৮
জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ ২টা জামা		...	২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দে	জলন্দর	...	৫

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী	রামপুরহাট		১
,, ,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	...	১
,, ,, শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	লক্ষ্ণৌ	...	৭।/৫
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৷/১০
জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৶১০
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ	...	...	[illegible]
রামপুরহাটস্থ একটী ব্রাহ্মপরিবার		...	১

ষটচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

উৎসব উপলক্ষে আগামী ১০ই মাঘ রবিবার হইতে তৎপর শনিবার পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইবে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। মূল্য নগদ দিতে হইবে। বিদেশস্থ গ্রাহকগণ ডাকমাসুল সহিত মূল্য পাঠাইবেন।

BOOKS TO BE SOLD AT REDUCED PRICE ON ACCOUNT OF THE 46TH ANNIVERSARY OF THE BRAHMO SOMAJ.

Just published.	Rs.	As.	P.
3rahmo Pocket Diary, 1876	0	8	0
Ditto ditto best binding ...	0	10	0
Theistic Annual, 1876	1	0	0
Behold the Light of Heaven in India ...	0	6	0
Sacred Anthology	2	0	0
Last days of Rajah Ram Mohun Roy	1	0	0
Essays, Theological and Ethical ...	0	12	0
Historical Sketches of the Brahmo Somaj	0	4	0
Jesus Christ, Europe and Asia ...	0	3	0
Future Church	0	3	0
Lecture at the Brahmo School ...	0	1	0
True Faith	0	2	0
Appeals to Young India	0	0	6
Brahmo Somaj Vindicated	0	2	0
Popular Tracts, Nos. 1 to 4	0	2	0
Destiny of Human Life	0	2	0
Reconstruction of Native Society ...	0	1	0
Welcome Soiree in England	0	1	0
Lecture on Inspiration	0	4	0
Essential Principles of Brahma Dharma	0	1	0
Procedings of the Marriage Law meeting at the Town Hall	0	2	0
Theistic Annual 1872	0	8	0
Ditto ditto 1873	0	8	0
Ditto ditto 1874	0	8	0
Ditto ditto 1875	1	0	0
Lecture on Progress of Theism ...	0	2	0
Ditto Age of Enlightenment ...	0	3	0
Life of Educated Native ..	0	2	0
Lecture on Marriage Law	0	1	0
Ditto on the Jainas	0	2	0
Man the Son of God	0	1	0
Order of Service	0	1	0
Prayers for Different Occasions of Life	0	2	0
Divine Service in Hindee	0	1	0
Theistic Devotions	0	5	0
Epistles to the Theists in India ...	0	0	6
Lecture on Prayer	0	1	0
Ditto Alcohal	0	1	0
Practical Sermons of Rev. Dr. Carpenter	0	12	0
Memoir of Rev. Dr. Carpenter ...	0	12	0

নূতন প্রকাশিত।

পুস্তক	মূল্য
সংগীত ও সংকীর্ত্তন তিন খণ্ড একত্রে কতকগুলি নূতন গান সহ বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত কাগজের মলাট)	১৲
ঐ ঐ ভাল বাধান ...	১৷০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ...	॥৵০
শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত (ভাল বাঁধান)	১৷০
ঐ ঐ কাগজের মলাট ...	১৲
জগতের বাল্য ইতিহাস	॥০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ	॥০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ	৷৴০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৸০
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ	৴১০
তপস্বিনী রাবা	/০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত	/০

পুস্তক	মূল্য
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	॥০
ব্রহ্মোৎসব	/৫
নির্ম্মলার উপাখ্যান	৷০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৵০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	৴১০
প্রার্থনামালা (পার্কারের অনুবাদ) ..	৷৵০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী	/০
ঐ হিন্দি	৴১০
মতসার	৴১০
ঐ সংস্কৃত	৴১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৴১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	৵০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	/১০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	৷০
ধর্ম্ম ও নীতি	/০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ...	৸০
সুখী পরিবার	/০
সঙ্গীতমালা	৵০
সত্যমালা	/১০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ	৶০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প	৷০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা মাঘ শ্রীমানমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

[illegible]ম ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ শুক্রবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

বিগত সম্বৎসর।

যে দয়াময় মঙ্গলসঙ্কল্প বিধাতা পুরুষের আশীর্ব্বাদে অদ্য আমরা নববর্ষে পদার্পণ করিতেছে তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার প্রণিপাত করি। সম্বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" তাঁহার মহিমা প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিয়া যে কিছু মঙ্গল ফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। আমরা কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা নানা দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ ইহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সহৃদয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ আরও উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের গৌরব বৃদ্ধি করুন।

ধর্ম্মজগতের সমুদায় বিভাগের বার্ষিক বিবরণ সমালোচনা করিবার বিশেষ কিছুই নাই। পুরাতন ভাবে যন্ত্রের ন্যায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ চলিয়া আসিতেছে। সজীব ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির গতি অবধারণপূর্ব্বক ইহার মধ্যে বিধাতার মঙ্গল হস্ত দর্শন করাতেই আমাদের বিশেষ কল্যাণ। বিগত বৎসরে যে সকল গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধনতত্ত্বের নূতন আলোক এবং নূতন ভাব যাহা আমরা পাইয়াছি তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ণতাজনিত বিপদ ও পরীক্ষা এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বিদ্বেষপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই সমুদায় বাহ্য প্রতিবন্ধকের মধ্যে বৈরাগ্য সাধনা এবং উপাসনার অভিনব গভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম এই দুইটী এবারকার বিশেষ শিক্ষা। ইহার স্বর্গীয় প্রভা যদিও পুরাতন জীবনের উপর আশানুরূপ অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই, সুতরাং সাধারণ ভাবে তাহা প্রচারও হয় নাই, তথাপি ইহা দ্বারা আশার দিক্ উজ্জ্বলতর হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অতলস্পর্শ গভীর মাহাত্ম্য কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সাধকের ভবিষ্যৎ যে অতি আশাজনক এবং সুখপ্রদ, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় যে যথেষ্ট মধুরতা ও আকর্ষণ আছে তাহাও আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সকল সত্য মানব জীবনে প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত না হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য, ব্রহ্মোপাসনা, প্রেমোন্মত্ততা কল্পনা বলিয়া সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইবে। কোন্ দুরবগাহ্য কারণে

আমরা এখনও সঙ্কল্পসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই জানেন। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ঈশ্বরের প্রেম ভাণ্ডারের দ্বার আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিলেও মূঢ়তা এবং অন্ধতা বশতঃ আমরা তাহা সম্ভোগে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঘোর পরীক্ষায় পতিত হইয়াও আমরা প্রকৃতরূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলাম না। দয়াময় ঈশ্বর নববর্ষের প্রথম হইতে আমাদিগকে তাঁহার পবিত্র পথে পরিচালিত করুন। তাঁহার কৃপাপ্রসাদে আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাউক।

প্রার্থনা।

হে জ্ঞানজ্যোতিঃ পরম ভক্তিভাজন ঈশ্বর! তুমি বহির্জ্জগতে প্রকৃতির বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে এবং মানবসমাজের ইতিহাসে জ্ঞানের যে শত সহস্র উৎস উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছ তদ্দ্বারা নিরন্তর সত্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে। সংসার ঘোর অন্ধকার মধ্যে আমরা সেই আলোকের সাহায্যে জীবনপথে চলিতেছি। তদ্ব্যতীত বিবেকের মধ্য দিয়া তোমার অভ্রান্ত বাণী প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু হে নাথ! আমাদের গাঢ় মোহাচ্ছন্ন নয়ন তোমার স্বর্গীয় শাস্ত্র পাঠ করিতে জানে না। তোমার আলোক না পাইলে কে তোমার জ্ঞান লাভ করিতে পারে? বাহিরের জ্ঞানে জীবন পাই না, কিন্তু হে জীবন্ত দেব! তোমার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। সেই দিব্যজ্ঞান তুমি আমাদিগকে দান কর। অন্ধকারের আলোক, নিরাশার আশা, দরিদ্রের সম্বল সেই দিব্যজ্ঞান তুমি আমাদিগকে দিয়া কৃতার্থ কর। যখন আমরা বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়া পথভ্রান্ত হই, হৃদয়ের ধৈর্য্য শান্তি হারাইয়া ফেলি তখন হে করুণাসিন্ধো! তোমার আলোক ভিন্ন তখন আমাদের আর অন্য গতি নাই। এই অজ্ঞানান্ধ মানবগণের এক মাত্র ভরসা কেবল তুমি। আমরা জানি না কিসে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়। অন্য শাস্ত্র অন্য জ্ঞান আর প্রার্থনা করি না, তোমার মুখ বিনিঃসৃত মুক্তি শাস্ত্রের কথা তুমি আমাদিগকে ক্রমাগত শিক্ষা দাও। পৃথিবীর নিকট যে সকল জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়া আমরা যেন তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমার প্রদত্ত দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হই, এবং সেই জ্ঞান সম্বল করিয়া ইহ পরকালে জীবন ধারণ করিতে পারি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

একথা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার আপনার রুচি এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধারণ লক্ষ্য মনে করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করেন। যাঁহার যে ভাবটী মনে ভাল লাগিয়াছে তিনি সেইটীকে সারজ্ঞান করিয়া তাহা প্রচার করিতে চাহেন। অন্যের সঙ্গে সে বিষয়ের ঐক্য না হইলে তিনি মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে থাকেন, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে ঘোর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রুচির এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এইরূপে আপনাপন সীমার মধ্যে বিচরণ করত বিরুদ্ধ পক্ষীয়দিগকে নিন্দা ও তিরস্কারে প্রবৃত্ত হন। কেবল তিরস্কার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, ন্যায় এবং সত্যপ্রিয়তার নামে পরস্পর পরস্পরকে ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটি প্রদর্শন করেন। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত স্বার্থপরতা মিশ্রিত হইয়া আর এক প্রকার নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন করিয়াছে। কেহ বলেন, হিন্দু আচার ব্যবহার, দেবদেবী পূজা, জাতিভেদের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া এক অদৃশ্য ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচার কর, বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ দাও, জনসমাজকে নূতনবিধ সভ্যতম আচার ব্যবহারের দ্বারা সজ্জিত কর; যাহাতে দেশের

স্ত্রী পুরুষ উভয়ে জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া উন্নত হয়, এবং বিবিধ সৎ কার্য্যের দ্বারা সামাজিক কুশল বৃদ্ধি হয়, রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের লোক স্বাধীন হইয়া উঠে তজ্জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য পালন কর, ইহাই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। কেহ বলেন, হিন্দুদিগের সহিত একীভূত হইয়া পুত্তলিকা পূজার স্থানে এক নিরাকার ব্রহ্মকে সংস্থাপন কর, বেদ পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সকলকে তর্কে পরাস্ত কর এবং বুঝাইয়া দাও যে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, কেবল হিতানুষ্ঠান কর তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। চতুর্থ ব্যক্তি বলেন, ও সকল সমাজ সংস্কারের আড়ম্বর কোন কার্য্যের নহে, কেবল ঈশ্বরের নামগুণ গানে আনন্দিত হও। সকলে মিলিয়া কোলাহল করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, আপনার দুই চারি জন মনেরমানুষ লইয়া নির্জ্জনে প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তরাত্মাকে সুখে শান্তিতে রক্ষা কর।

যে কয়েকটী ভাব ব্যক্ত করা হইল ইহার মধ্যে কোনটীই একটী নূতন ধর্ম্মসমাজ সংস্থাপনের উপযুক্ত উপায় নহে। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের জীবন কোনরূপে চলিতে পারে, মনের বিশেষ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সমাজ এবং নিত্য ধর্ম্ম স্থাপিত হইতে পারে না। কতিপয় সমাজসংস্কারক দলবদ্ধ হইয়া বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ব্যয় করিয়া যদি ভাবীবংশধরদিগের জন্য একটী বর্ণশঙ্কর পরিবার রাখিয়া চলিয়া যান, বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ প্রথা, স্ত্রী জাতির উন্নতির স্রোতঃ প্রবাহিত করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? অথবা যদি বেদ পুরাণোক্ত এক ঈশ্বর প্রতিপাদক কতকগুলি কথা প্রচার করিয়া পৌত্তলিকতার ভ্রম অপনয়ন করিয়া দেওয়া হয় তাহাতেই কি ভবিষ্যতের ব্রাহ্মধর্ম্ম বদ্ধমূল হইবে? তুমি আমি যদি এক প্রকার উদ্ভট ব্রাহ্মধর্ম্ম সংগঠন করিয়া তদ্দারা কিঞ্চিৎ আনন্দানুভব করিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাই তাহাতেই কি ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইবে? কোন ধর্ম্মসমাজ এ ভাবে রক্ষা পায় নাই পাইবেও না। পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম সকল যদিও এখন নিতান্ত নিৰ্জ্জীবাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন পূর্ব্বতন ধর্ম্মাত্মাদিগের জীবনের উচ্চ আদর্শ তাহাদের ভবিষ্যৎ আশার অবলম্বন হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গৌরব এবং আশাস্থল তদন্তর্গত সাধুজীবন। সেই সকল পবিত্র চিত্ত মহা পুরুষদিগের নামে এখনও সকল ধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে। কেবল মাত্র সমাজ সংস্কারের উপর ধর্ম্মসমাজ স্থায়ী হইতেপারে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমরা যদি কেবল আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অভাব সকল মোচন করিয়া, অজ্ঞানতা কুসংস্কার বিনাশ করিয়া যাইতে পারি তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইবে না। যদি কতকগুলি ধার্ম্মিক, সাধক, উপাসক, ভক্ত তাঁহাদের জীবনে এক্ষণকার প্রচারিত উচ্চতর মত সকল পরিণত করিয়া ভবিষ্যদ্বংশগণের আত্মার জন্য অন্ন পানের কিছু সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে উন্নতির স্রোতঃ অবাধে ভবিষ্যতের দিকে চলিতে থাকিবে। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই এইটী মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহাতে প্রকৃত সাধক কতকগুলি প্রস্তুত হন। সমাজসংস্কার সাংসারিক উন্নতির ফল তাহা বিদ্যা ও বাহ্য সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে আপনিই হইবে, যে হেতু ইহার আবশ্যকতা এবং ফলোপধায়িতা ধর্ম্মহীন সংশয়বাদীরাও অনুভব করে; সুতরাং একজন অব্রাহ্মের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মেরা যদি ইহাকে সর্ব্বস্ব মনে করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য গৌন উদ্দেশ্যে পরিণত হইল। জীবন সংস্কার হইলে তাহার আনুসঙ্গিক ফল অন্যান্য সংস্কার কার্য্য আপনিই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন নাই। বাহ্য সংস্কারের শত সহস্র

যন্ত্র চতুর্দ্দিকে মহা পরাক্রমের সহিত কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহাদের সহায়তা লইয়া যাহাতে কতিপয় সাধুজীবন সংগঠন করিতে পারি তাহাই একান্ত প্রার্থনীয়। পৃথিবীতে এবং ধর্ম্মসমাজে সাধুজীবন অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী। একটী পবিত্র জীবনে কত অসংখ্য সৎকার্য্য হইয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যদি কোন বিশেষ কার্য্য থাকে তবে তাহা এই যে, কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু প্রস্তুত করা। বর্ত্তমানের সাধুরাই কেবল ভবিষ্যৎ সমাজের অক্ষয় স্তম্ভ হইয়া বংশ-পরম্প্রায় সকলের অবলম্বনস্বরূপ হইবেন। সাধুতাই একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যতের স্থায়ী চিহ্ন, সুতরাং ইহাই ব্রহ্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য।

মুসলমান সাধক মহর্ষি আবুহফজ।

আবু হফজ বোগদাদ দেশের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত ছিল। এক সময়ে একটী যুবতীর প্রতি তিনি ঘোর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপন দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোক-টীকে নানা উপায়ে বশীভূত করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। একদা কেহ তাঁহাকে এই পরামর্শ দেয় যে, নেশাপুরে এক জাদুকর য়িহুদী আছে, তাহার নিকটে যাও, জাদুবলে সে তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায় করিয়া দিবে। আবু হফজ তাহাই করিলেন। সেই য়িহুদীর নিকটে যাইয়া স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন। তখন য়িহুদী বলিল, আমি কয়েকটী নিয়ম বলি তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল্লিশ দিন তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনাদি করিবে না, মনের মধ্যে কোন সাধু সঙ্কল্প রাখিবে না, তাহা হইলে আমি জাদু করিব ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দিব। আবুহফজ তাহাতে সম্মত হয়েন। চল্লিশ দিন সেরূপ করিয়া আবার য়িহুদীর নিকটে আগমন করেন। তখন য়িহুদী মায়া বিদ্যার প্রক্রিয়া সকল করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সে আপনার বিদ্যা বিফল দেখিয়া আবুহফজকে বলিল, এই চল্লিশ দিনের মধ্যে নিশ্চয় তুমি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ, উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ। নতুবা আমার জাদু কখন নিষ্ফল হইত না। আবুহফজ বলিলেন এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আমি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করি নাই। কিন্তু এক দিন চলিয়া যাইতেছিলাম, পথে একটা পাথর পড়িয়াছিল উহা পায়ে লাগিলে কেহ ব্যথা না পায় এই মনে করিয়া সরাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই মাত্র জানি। য়িহুদী বলিল প্রভুকে আর আঘাত করিও না। চল্লিশ দিন তুমি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছ, তথাপি দেখ তাঁহার কত দয়া! তুমি যে একটী সৎকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তিনি বিফল হইতে দেন নাই। সেই একটী পরোপকারের জন্য মহা পাপে পতিত হইতে বাধা দিলেন।

য়িহুদির এই কথায় আবুহফজের হৃদয়ে অনুতাপের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর কখন দুষ্কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন সেই হইতে তাঁহার জীবনের স্রোতঃ স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। তিনি লৌহকারের ব্যবসায়ী ছিলেন, তখনও সেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন দিবাভাগে লোহার কায করিতেন, তাহাতে প্রত্যহ প্রায় তিন টাকা লাভ হইত, উহা তিনি দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন, এবং দুঃখিনী অনাথাদিগের সাহায্যের জন্য তাহাদিগের গৃহে মুদ্রা এরূপ গোপনে রাখিয়া আসিতেন, তিনি যে উহা দান করিয়াছেন কেহ জানিতে পারিত না। প্রতিদিন রোজা (উপবাস ব্রত) পালন করিয়া সন্ধ্যা কালের উপাসনার উপর স্বয়ং ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ভিক্ষা লব্ধ যৎসামান্য অন্ন ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। বহুকাল এই ভাবে গত হয়। এক দিন একটী অন্ধ বাজারের পথ দিয়া যাইতে যাইতে একটী গভীরভাব পূর্ণ ধর্ম্মশ্লোক সুর করিয়া পড়িতেছিল, আবু হফজ সেই শ্লোক শুনিয়া তাহার ভাবেএমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না। তিনি গাঢ় অন্যমনস্কভাবে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড হস্তে করিয়া হাতুড়ী দ্বারা পিটিবার জন্য সহকারী কর্ম্মকারদিগের নিকটে ধারণ

করিয়া ছিলেন। তখন সহকারীগণ তাঁহাকে এ বিষয়ে চৈতন্য করিয়া দেয়। এই ঘটনার পরেই আবু হফজ দোকান উঠাইয়া দেন, কৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও এক জন পরম যোগী হইয়া পরমেশ্বরের সেবাতে দিবা রজনী নিযুক্ত থাকেন। ইনি এক জন সুপণ্ডিত ও সদ্বক্তা ছিলেন। শেষ অবস্থায় আবু হফজ দেওয়ানা (ধর্ম্মক্ষিপ্ত) হইয়া উঠেন। তাঁহার সেই ক্ষিপ্ততার মধ্যে অনেক মাধুর্য্য ছিল। সেই ক্ষিপ্তাচারের কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আবু ওস্মান নামক এক জন ধর্ম্মসাধক এক দিন আবু হফজের নিকটে উপস্থিত হয়েন, কয়েকটী দ্রাক্ষা ফল আবু হফেজের পার্শ্বে স্থাপিত ছিল ওস্মান তাহার একটী উঠাইয়া আপন মুখে অর্পণ করেন। আবু হফজ ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ওস্মানের গলদেশ টিপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন "দুষ্ট! তুই আমার দ্রাক্ষা খাইলি কেন?" আবু ওস্মান কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন," আমি তোমার এক জন আত্মীয়, তোমার মন বুঝিতে পারি, এবং তোমাকে আমি বিশ্বাস করি ভাবিয়াছিলাম এই দ্রাক্ষাফলটী খাওয়াতে তুমি বরং আহ্লাদিত হইবে।" আবু হফজ বলিলেন, "রে মুর্খ,আমি নিজে আমার মনকে বিশ্বাস করি না, তুই কিরূপে তাহাকে বিশ্বাস করিলি? মন কি ভাবে কি করে এতাধিক বয়স হইল আমি তাহার ভাব গতি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই তুই কেমন করিয়া বুঝিলি? আমার মনের ব্যাপার তুই কি জানিস্. আমিই যে জানি না?"

আবু ওস্মান এক দিন আবু হফজের নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি সভাতে উপদেশ দিব,মন বড় উৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে। আবু হফজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসে তোমাকে এরূপ উৎসাহিত করিল? ওস্মান বলিলেন, লোকের প্রতি দয়া। আবু হফজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই দয়ার সীমা কত দূর? ওস্মান বলিলেন "এত দূর যে, যদি ঈশ্বর আমাকে নরকে প্রেরণ করেন, মহা যন্ত্রণা দান করেন সেই মানব জাতির প্রতি দয়ার অনুরোধে আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। আবু হফজ বলিলেন ভাল, উপদেশ দান কর। আবু ওস্মান উপদেশ দিবার জন্য মম্বরে (এক প্রকার বেদী) আরোহণ করিলেন। তখন আবু হফজ উপস্থিত হইয়া সভার এক পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া বসিয়া রহিলেন। উপদেশ শেষ হইয়া গেলে এক জন ভিক্ষুক আসিয়া সভাতে বস্ত্র প্রার্থনা করিল, ওস্মান তৎক্ষণাৎ আপন গাত্রাবরণ তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়াই আবু হফজ উঠিয়া বলিল, মম্বর হইতে অবতরণ, কর তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। ওস্মান বলিলেন, "কি মিথ্যা বলিয়াছি।" হফজ বলিলেন, তুমি গৌরব করিয়া বলিয়াছিলে, লোকের প্রতি আমার অসীম দয়া, কিন্তু দানের বেলায় তাহার বিপরীত আচরণ করিলে। অন্য লোককে তুমি দানের পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখিলে, তোমার এই সত্বর দানের জন্য আর কেহ এই দুঃখীকে দান করিবার অবকাশ পাইল না। এটী ধর্ম্ম বিরুদ্ধকার্য হইয়াছে। এজন্য তুমি মিথ্যাবাদী, মম্বরে মিথ্যাবাদী স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

সবলি রেখ নামক এক জন ধার্ম্মিক চারি মাস কাল অতিথিরূপে আবু হফজকে আপন আলয়ে রাখিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি যোগাইয়া সেবা করিয়াছিল। হফজ বিদায় হইয়া যাইবার সময় বলিলেন সবুলি! এক সময় নেশাপুরে আমার আশ্রমে গমন করিও, পুরুষকার কিরূপ ও আথিত্য সৎকার কি প্রকারে করিতে হয় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। সবুলি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন। হে আবু হফজ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি? আবুহফজ বলিলেন, অন্যায় আর কি, কষ্ট স্বীকার করিয়াছ! এরূপ ক্লেশবহন পুরুষকার নহে। অতিথিকে এ প্রকার সৎকার করিবে, যেন অতিথির আগমনে আপনার কোন ভার বোধ না হয় ও তাহার গমনে আহ্লাদ না হয়। যদি অতিথি শুশ্রূষাতে ক্লেশ স্বীকার কর, তবে তাহার আগমনে তোমার ভার বোধ ও গমন আহ্লাদের কারণ হইবে। অতিথি সম্বন্ধে যাহার এই প্রকার অবস্থা হয় তাহার পুরুষকার নহে। অতঃপর সবুলি এক দিন নেশাপুরে যাইয়া আবু হফজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। সেই দিন একচল্লিশ জন অতিথি উপস্থিত ছিল। আবু হফজ একচল্লিশটী দীপ জালিয়া ছিলেন, সবুলি বলিলেন অদ্য তুমি কষ্ট স্বীকার

করিয়া এতগুলি দীপ জ্বালিলে কেন? তিনি বলিলেন সবুন! তোমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করি নাই, অতিথি ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয় দান, এই একচল্লিশটী দানের জন্য তাঁহার নামে এই একচল্লিশটী কৃতজ্ঞতার দীপ জ্বালিয়াছি।

আবুহফজের উপদেশ।

যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতে আপনার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া দর্শন করে, আশা করি সে মৃত্যুর অধীন হইবে না।

পরমেশ্বরেতে নির্ভয় হইবে, অসি আছে বলিয়া নির্ভয় হইবে না।

হৃদয়কে বিনয়ী করিতে যিনি ভাল বাসেন, তিনি যেন সাধুপুরুষদিগের সহবাসে থাকেন, ও তাঁহাদের সেবার জন্য আপনাকে উপযুক্ত করেন।

সেবাতে শরীরের জ্যোতিঃ বিশ্বাসে প্রাণের জ্যোতিঃ।

কোন ব্যক্তি উপদেশ চাহিয়াছিল। আবুহফজ তাঁহাকে বলিলেন, এক দ্বারের উপযুক্ত হও, তাহা হইলে সকল দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইবে। এক প্রভুর সেবক হও, তাহা হইলে সকল প্রভু তোমার নিকটে মস্তক নত করিবে।

ঈশ্বরভয় হৃদয়ের দীপ, অন্তরে ভাল মন্দ যাহা কিছু থাকে এই দীপের আলোকে প্রকাশ পায়।

যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতে সকল সময়ে আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার না করে, ও স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম না করে, সে অহঙ্কারী। যে ব্যক্তি ভাবে আমার চরিত্রের প্রতি পরমেশ্বরের অত্যন্ত প্রসন্ন ভাব, সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি দান করে প্রতিগ্রহণ করে না, সে মনুষ্য। যে ব্যক্তি দান করে ও প্রতিগ্রহণ করে সে অর্দ্ধ মনুষ্য। যে ব্যক্তি শুদ্ধ গ্রহণ করে দান করে না, সে মনুষ্য নয় মক্ষিকা।

যে ব্যক্তি সকল সময়ে আপনার অবস্থা ও আচরণ, ধর্ম্ম বিধিরূপ তুলা দণ্ডে পরিমাণ করে না এবং আপনাকে পাপী মনে করে না তাহাকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিও না।

বাধ্যতা কি? আবুহফজ বলিলেন, যাহা কিছু তোমার তাহা পরিত্যাগ করিবে, যাহা তিনি আদেশ করেন তাহা পালন করিবে, ইহাই বাধ্যতা।

দীনতা কি? বলিলেন, ভগ্নহৃদয়ে প্রার্থী থাকা।

প্রেমিকের লক্ষণ কি? বলিলেন, মৃত্যুর সময় প্রফুল্ল থাকা অর্থাৎ এ প্রকার বিযুক্তভাবে এই সংসার পরিত্যাগ করা যে তিনি ভিন্ন কিছুই হৃদয়ে থাকিবে না।

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ভাবে ঈশ্বরের নিকটে আস? বলিলেন, ভিক্ষুক ধনীর নিকটে কি ভাবে আসে? নিরুপায় ও অকিঞ্চনের ভাব ভিন্ন আর কি?

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে প্রাণসখা হৃদয়-বল্লভ প্রেমময় ঈশ্বর! তোমার স্বরূপের মনোহর মাধুর্য্যরসে কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? তোমার ঐ প্রসন্ন মূর্ত্তি সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া দুর্ব্বল পাপ-ভারাক্রান্ত মানব সন্তানগণকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। তুমি আনন্দময় প্রিয়দর্শন, শান্তিরসের আধার, তোমার পানে চাহিলে আত্মার গভীর গ্লানি বিষাদ সন্তাপ নিমেষের মধ্যে চলিয়া যায়। হে ভক্ত-হৃদয়বিহারী প্রাণারাম! তুমি নিজে চিরসৌন্দর্য্য ও প্রেমপীযূষ রসে পরিপূর্ণ থাকিয়াও পাপীকে দণ্ড-বিধান কর। সহজেই তুমি আবার তাহার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হও। তোমার পরম রমণীয় সুন্দর স্বভাব, এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে অতি কঠোর হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়। স্বরূপতঃ তুমি পরম আনন্দময়, প্রেমের প্রতিমা, প্রেমিক যোগী এবং পাপবিমুক্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তুমি নিরন্তর হৃদয়রঞ্জন আনন্দদাতা হইয়া বিরাজ করিয়া থাক। তোমাকে বাস্তবিক যে যখন দেখিয়াছে সে প্রিয়রূপেই দেখিয়াছে। অতি সুকোমল সুধাময় তোমার প্রকৃতি, সরল, মধুর এবং উদার তোমার ব্যবহার। কোন্ মহাপাপী তোমাকে নিন্দা করিতে পারে? যে তোমাকে কখন দেখে নাই সেই কেবল নিন্দা করে। হে পরম শান্তির উৎস, প্রীতির প্রবাহ! কোথায় না তোমার প্রেমমুখের জ্যোতিঃ প্রকাশিত রহিয়াছে? তুমি অমৃত-নিকেতন, সুধার ভাণ্ডার, প্রেমের অনন্ত জলধি, আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে হৃদয়ের দেবতা জীবনের স্বামী! তুমি স্বয়ং বস্তুতঃ চিরকালই প্রসন্নবদন, উদারস্বভাব, কেবল পাপের কলঙ্কিত দর্পণের ভিতর দিয়া যখন আমি তোমাকে দেখিতে যাই তখনই তোমাকে অতি ভয়ঙ্কর ভীষণ; বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে তোমার যথার্থ মূর্ত্তি নহে। পাপের

মলিনতায় বিশ্বাসের জ্যোতিকে ক্ষীণ-প্রভ করিয়া দেয় তাই তোমার প্রকৃত ভাব আমি তখন উপলব্ধি করিতে পারি না। অমিশ্রিত আনন্দের উপাদানে তুমি সংগঠিত, সদা শুভাকাঙ্ক্ষী কল্যাণদাতা, তোমার সম্মুখে যাইতে আমার কোন ভয় নাই, ভয় কেবল পাপকে; পাপই তোমাকে দেখিতে না দিয়া ক্রমাগত কেবল ভয় ও নিরাশার দিকেই লইয়া যায়। আবার যখন দেখায় তখন বিকৃত করিয়া দেখায়। হে পরম সুহৃদ্ প্রিয়দেবতা! আমি তোমাকে লইয়া সর্ব্বদা সুখে কালযাপন করিব। তোমার মত সুন্দর মুগ্ধকর বস্তু আর কিছুই নাই। আমি বিরলে বসিয়া তোমাকে পিতা গুরু বন্ধু এবং মাতা বলিয়া ডাকিয়া একটী প্রণাম করিব, আর হৃদয় অমনি শীতল হইয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, নামগুণ গান করিব, এবং ঐ আনন্দময় মূর্ত্তি ধ্যান করিব; আবার আহ্লাদের সহিত পদ সেবাতে নিযুক্ত হইব। তোমাকে ভাল বাসিব, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিব, এবং তুমি যাহা যাহা ভালবাস তাহাও ভাল বাসিব। হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর! তুমি সর্ব্বোত্তম সার এবং পরম পদার্থ, আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম তুমি গ্রহণ কর।

প্রেমের অধীনতা।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৪ আষাঢ় ১৭৯৭ শক।

আমরা এইমাত্র শুনিলাম, "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু আত্মবশ সকলি সুখের কারণ।" জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথা সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরের অধীনতা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে? যদি সকল বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সুখ কিরূপে হইবে? যে পরিমাণে আত্মবশ, যে পরিমাণে স্বাধীন, নিজ অভীষ্ট সাধনে সক্ষম, সেই পরিমাণে সুখী, সেই পরিমাণে আত্মদুঃখ বিমোচনে সমর্থ। এ কথায় প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া উন্নত সোপানে আরোহণ করিলে, এ কথা অসার বুঝিতে পারা যায়। "যাহা কিছু আত্মবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহা কিছু পরবশ সকলি সুখের কারণ" উন্নত অবস্থায় এই কথা সঙ্গত হয়। আত্মবশে দুঃখী, পরের অধীনতায় সুখী, পৃথিবীর বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থাতে ইহা অসম্ভব। ঈশ্বরের প্রেমে, জগতের প্রেমে নিমগ্ন হইলে তবে সম্ভব। সেই নিমগ্ন অবস্থা না হইলে এ সত্য বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না।

যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছাপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নত সুখ উপভোগ করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বরের সহায়তায় ধর্ম্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অধীনতা সুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে সুখের অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতাভগ্নীগণের পদতলে সংস্থাপিত হয়। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়, ভিখারীর বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে, প্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সেই পরিমাণে। যত দিন এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে না; বিষয়কর্ম্ম যত বাড়িবে সকল বিষয়ে উহা আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্বব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রভু জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে কিছু হইবে না। তখন আপনার বলিয়া ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভুত্বের চেষ্টা আপনার দিক্ রক্ষা করে, দাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চায়। দাসত্বাবস্থায় আত্মবিস্মৃতি জন্মে। আমি বড় হইব, প্রভুত্ব সংস্থাপন করিব, সকলকে পদতলে আনিব, এরূপ মনে থাকিলে পৃথিবীর কার্য্য কর, ধর্ম্মরাজ্যে সুখী হইতে পারিবে না। এরূপ লোক আপনার হস্তে আপনি পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সে আপনার বুদ্ধিকে নিয়োগ করে। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে বুঝিতে যায়, সহজে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া পড়ে। অন্যকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া মিল করিতে যায় কিছুতেই হয় না, কিছুতেই প্রণয় হয় না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে, বিচারপতি করিলে, তাহার আদেশে চলিলে কখন মিল হইবে না, ঐক্য হইবে না। স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অতি উন্নত উপায় বাহির করিয়া বুদ্ধি অনুসারে চল, বিচার বিবেচনা কর, দুই জনের মধ্যেও মিল হইবে না। দেখিতে পাইবে, দুইজন সাধু ব্যক্তির মধ্যে যথার্থ প্রণয় না হইয়া প্রণয়স্থলে ভয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক জন আর এক জনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া, সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে, সমুদায় বিষয়ে বিবাদ কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহস্র সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।

অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র। ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহস্র

লোক এক হইয়া যায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হইব। পদে পদে বিপদ হয় হউক অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প। ইহাতে মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, পর সেবায় আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্মইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন হইয়া, সমস্ত জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে, তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্যের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, এ সময়ে বিপদ্ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিয়া স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না,পুস্তক না পাঠ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর। স্বাধীন ইচ্ছাতে না পারে জগৎকে আপনার দিকে টানিতে, না পারে আপনাকে জগতের দিকে টানিতে। ইহাতে আপনার মঙ্গলও হয় না, জগদ্বাসী নরনারীগণেরও মঙ্গল হয় না। প্রেমের স্রোত; সহজে জগৎকে আপনার দিকে, আপনাকে জগতের দিকে টানিতে পারে। ইহাতে আপনার কল্যাণ পরের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বাধীন বুদ্ধি সামান্য বিপদে বিপরীত ভাব ধারণ করে। নূতন সত্য গ্রহণ করে; বার বার উহা পরিবর্ত্তন করে, কোন স্থানে স্থির ভাবে থাকে না। কি করিলে সব ঐক্য হয় কিছুই স্থির হইয়া উঠে না। পরের ইষ্ট সাধন জন্য সমুদায় ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, প্রেমে আপনার ও সমুদায় জগতের কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমুদায় কর্ত্তব্য অভ্রান্তভাবে সাধিত হইবে। প্রেমের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই সত্য ও মঙ্গল লাভ হইবে অজ্ঞান বুদ্ধি ইহা বুঝিল না। দীনভাব অবলম্বন কর, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্যভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে না। যে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তাঁহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধি সহকারে যত্ন করিলে দশ বৎসরে, দশ সহস্র বৎসরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্ম্মত স্থির করিয়া শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশা দুরাশা বলিয়া পরিত্যাগ কর। পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে সুখী হইতে পারিবে না, প্রেমপরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সদ্ভাবের স্থলে নূতন অসদ্ভাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হইয়া পরের সেবা কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে একযোগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহাদিগের সুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল এই ভাবে সকলের চরণ তলে পড়িয়া থাক। এরূপে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত হইবেই। প্রেমব্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসদ্ভাব, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে। এক কথায় দশ জনের, সহস্র জনের মনে এই ভাব উদিত হইবে; সকলের মন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখী হইবে। আর মতের সঙ্গে মিলিবে না, এ আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরের অমৃতময় বাণী তাঁহার আদেশ হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, বুদ্ধির স্থলে প্রেম অধিকার পাইয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইয়াছি, নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করি না কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করি, আর মতের অমিল থাকিবে কেন? এ প্রকার ভাব হইলে সমুদায় সংশয় মীমাংসা হইয়া যায়। অধীনতার সুখে সমুদায় জীবন প্লাবিত হয়।

নর নারী দাস দাসীর ব্রত গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন অধীনতায় সুখ আছে কি না? এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে আর ভাবিবার কিছুই থাকিল না। বুদ্ধির আলোক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, পাইলেও মতের বিকার উপস্থিত হয়। বুদ্ধি চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ফেলে। কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলের অধীনতা, ঈশ্বরের অধীনতা, জগতের অধীনতা স্বীকার কর, সকলি বুঝিতে সক্ষম হইবে। প্রেমে অধীন হইলে সমুদায় জগৎকে আপনার দিকে টানিতে পারিবে। পৃথিবীর কল্যাণে আমার কল্যাণ, আমার কল্যাণে পৃথিবীর কল্যাণ এইরূপ যাহার হইয়াছে সেই প্রাণ মন সমুদায় জগৎকে দিয়াছে। এরূপ এক জন মানুষ হইতে পাঁচ জন হইবে, পাঁচজন হইতে সহস্র জন হইবে। সকলের কথা এক হইবে, সকলের মন্ত্র এক মন্ত্র হইবে। অধীনতার সুখই সমুদায় পৃথিবীর সুখ হইবে, অধীনতার সুখই সমুদায় পরিবারের সুখ হইবে। প্রেমের উদয় হইয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাইবে, শান্তি ও সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে। বুদ্ধির অধীন হইলে কেবলই কষ্ট। কেবল দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বিপাকে শঙ্কটে পড়িতে হইবে, নিজ নিজ স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে বিনাশ উপস্থিত হইবে, জগৎ কখন এক হইতে পারিবে না। সেবক হইলে সুখের উদয় হয়, নিজের ধর্ম্ম জগতের সুখের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। ঈশ্বরের নামরস আস্বাদন করিয়া আমাদের জিহ্বা ভক্ত হউক, রসনা সর্ব্বদা তাঁহারই নাম গ্রহণ করুক, জগতের অধীন সেবক হইয়া

সকলকে সেবা করা আমাদের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হউক, আর ভাবিবার কিছু থাকিবে না, আর বুদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর জ্ঞান দিবেন, হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া লইবেন। হৃদয়ে সর্ব্বদা কেবল আনন্দের আবির্ভাব থাকিবে।

যদি স্বাধীনতার অহঙ্কার আশ্রয় করিতে চাও তবে "যাহা কিছু পরবশ সকলি দুঃখের কারণ,যাহা কিছু আত্ম-বশ সকলি সুখের কারণ।" এই নীতি গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ধর্ম্ম সাধন কর। আত্মবশ হইতে গিয়া স্বাধীনতা অহঙ্কার বৃদ্ধি হইবে, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় হইবে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে,তত্রাপি দুজনের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা হইবে না। স্বাধীনতা প্রণয়ের স্থলে বিবাদ, যোগের স্থলে বিয়োগ আনিয়া উপস্থিত করিবে। অধীনতার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অধীন অনুগত দাস না হইলে, মনুষ্যের মনে প্রেম সঞ্চার হয় না। "আত্মবশ দুঃখের কারণ, পরবশ সুখের কারণ।" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অধীন হইয়া সেবা কর, আপনাব দুঃখভার অন্যে বহন করিবে সকল বিষয় নির্ভর হইবে।• অন্যকে প্রভু করিয়া নিজে দাস হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ অনৈক্য হইবে না। এখানে কেবলই প্রেম বিরাজ করিবে। প্রত্যেকে প্রভু যে রাজ্যের মূলমন্ত্র সেখানে ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভাব ভিন্ন মত না হইয়া যায় না। এক লোকে এক রাজ্য হয়, ভিন্ন ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তি ভিন্ন ধর্ম্মে এক রাজ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যে এক জনও স্বাধীন নহে। পরের দাস হইয়া জীবন ধারণ করিলে সুখলাভ হইবে, এবং যে প্রেম-রাজ্যের কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা সংস্থাপিত হইবে। যদি পাঁচ জনও এখন স্বাধীনতাকে শত্রু দুরন্ত রাক্ষস বলিয়া বিদায় দেন, অহঙ্কার এবং স্বতন্ত্র সত্তাকে বিনাশ করেন, তখনি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হয়, স্বাধীনতা অহঙ্কারকে পোষণ করিয়া সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও কিছু হইবে না। অধীন হইয়া প্রাণেশ্বরের নাম গান কর, শান্তিধামে যাইবে, স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতার্থ হইবে।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য।

মনুষ্য আপনাকে যেমন ভালবাসে, দয়া করে এমন কাহাকেও ভালবাসে না দয়া করে না। অতি সুচতুর জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিও আপনার প্রতি এমনি অন্ধ হন যে, তিনি অপরের দোষ যে সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডে পরিমাণ করেন আপনি তাহা অপেক্ষা দশগুণ দোষে দোষী হইয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন না। স্বার্থপরতার মূল অস্থির মধ্যে, মজ্জার ভিতরে সংবদ্ধ, এই জন্য মনুষ্য আপনি আপনাকে অতিশয় উদারভাবে দেখে। দেখিতে দেখিতে শেষ এমনি আত্মপ্রতারিত হয় যে, কেবল অন্যের দুর্ব্বলতা পাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেই তাহার সময় যায়, আপনার প্রতি আর দৃষ্টি পড়ে না; যে কিঞ্চিৎ পড়ে তাহা এত দূর প্রশস্তভাবে যে, নিজের গূঢ় দোষগুলিন দোষ বলিয়া প্রতীত হয় না। কিন্তু তাহার এমন সকল দুর্ব্বল এবং ব্যথিত স্থান আছে যেখানে অপরের অঙ্গুলী স্পর্শ হইবামাত্র তাহাকে অতিমাত্র কাতর হইতে হয়। ঈশ্বরের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এবং আত্মদর্শী সরলান্তঃকরণ মনুষ্যদিগের চক্ষেতে সে ব্যক্তি নিতান্ত উপহাস্যাস্পদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতারক ব্যবসায়ীদিগের যেমন ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাপক যন্ত্র এক প্রকার নহে, আত্মপ্রবঞ্চিত ধর্ম্মাভিমানীদিগের আপনার এবং অপরের বিচারের আদর্শ তেমনি এক নহে। এই হেতু সে অন্যের সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারে না। দোষীকে দণ্ডবিধান করিতে গিয়া সে সেই দোষে আপনাকে আপনি কলঙ্কিত করিয়া ফেলে, তথাপি তাহার নিজদোষ বুঝিবার ক্ষমতা হয় না। আবার অধিকাংশ বিষয়ে মনুষ্য মনুষ্যকে বুঝিতে না পারিয়া অনেক গণ্ডগোল করে। যেখানে অন্ধ প্রীতি অথবা বিদ্বেষ মিশ্রিত থাকে সেখানে সূক্ষ্ম বিচারের সম্ভাবনা অতি অল্প। তুমি আমি কিরূপ লোক তাহা আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না, অন্যেও বুঝিতে পারে না। আর একটী বিচারের পথ আছে, সেটী ঈশ্বরের দৃষ্টির মধ্য দিয়া। তিনি কি ভাবে আমাকে দেখেন, আমার সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ মত ইহা যিনি বুঝিতে পারেন তিনি আপনাকে আপনি জানেন। কিন্তু ঈশ্বর যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখেন তাহা যদি পূর্ণমাত্রায় আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে গভীর নিরাশ সাগরে পড়িয়া প্রাণ হারাইতাম। সে প্রকার করিয়া দেখা অসম্ভব, আমাদের কল্যাণের জন্য তিনি সেরূপ করিয়া বুঝিতে দেন নাই। তথাপি যত টুকু তাঁহার মধ্য দিয়া আপনাকে বুঝিতে পারি সেই টুকুই খাটি। নির্জ্জনে বসিয়া বিবেককে মধ্যস্থ রাখিয়া যখন তাঁহার পানে চাহিয়া আমার আন্তরিক অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি তখন তিনি ঠিক কথা বলিয়া দেন। সে অবস্থায় নিজেকে প্রতারণা করা যায় না, অন্তর্যামী ঈশ্বরকেও কোন বিষয় গোপন করা যায় না। আমি দুর্ব্বল, পাপাসক্ত তাহা তিনিও জানেন আমিও জানি; আমার ভাল হইবার, পরিত্রাণ পাইবার, তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা সাময়িক কি স্থায়ী, সরল কি কপট, তাহা তিনিও জানেন আমিও জানি; সুতরাং এখানে কোন প্রকার প্রতারণা চাতুরী চলিতে পারে না। যখন আপনার অন্তঃকরণে এইটী স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমার মনোগত সরল অভিপ্রায় তাঁহাকে লাভ করা, একমাত্র তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া এ কথা তিনিও বলিতেছেন, তখন আশা

হয়, আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। আমার হৃদয়ে কোন প্রকার কুটিলতা নাই, প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা নাই, কেবল দুর্ব্বলতা আছে, সময়ে সময়ে পাপের সুখভোগ করিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র চিত্ত সাধু হইবার উচ্চতর সঙ্কল্প আছে এবং তাহাই জীবনের এক মাত্র প্রার্থনীয়, যেমন করিয়াই হউক, সেই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার বলবতী স্পৃহা আছে, এ কথাগুলিন যখন তাঁহার দিক্‌ হইতে শুনিতে পাই তখন প্রাণ শীতল হয়। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া এই রূপে আপনাকে সূক্ষ্ম বিচারে বিচারিত না করিলে মনের ভয় দুঃখ অন্তর্হিত হয় না। তিনি যদি আমাকে মহাপাপী কপট ধূর্ত্ত প্রতারক বলেন, লোকে আমাকে সাধু বলিল তাহাতে কি হইবে? আর তিনি যদি আমাকে সরল প্রার্থী, দুর্ব্বল অকপট সাধক এবং সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন, লোকে আমাকে নিন্দা করিল বা প্রবঞ্চক বলিল তাহাতে ক্ষতি কি? আমার প্রাণ তাঁহার জন্য কাঁদে কি না, তাহা সেই প্রাণসখা ভিন্ন আর কে জানিবে? পাপ করিয়া যে দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, পবিত্রাত্মা হইয়া তাঁহার পদাশ্রিত পবিত্র ভক্তবৃন্দের মধ্যে বাস করিবার জন্য মন যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তাহা আর অন্যে কেমন করিয়া জানিবে? এ সকল তিনি জানেন বলিয়াই জীবনের আশা আছে। তিনি আমার ভাল মন্দ উভয়ই দেখিতেছেন, এবং উভয়ের মধ্যে আমার সাধু ইচ্ছা, পবিত্র কামনার প্রাধান্য বুঝিতেছেন, এই চিন্তা আমার হৃদয়ের পরম সান্ত্বনা।

মুসলমান ঋষি সহলবন্ আবদুল্লার উক্তি।

সার কথা

জগতে তিন প্রকার লোক আছে; কতকগুলি লোক ঈশ্বরের জন্য আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করে, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের জন্য অপরের সঙ্গে সংগ্রাম করে, কতকগুলি লোক ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করে যে, কেন তোমার আদেশ আমার ইচ্ছানুরূপ নয়? এবং তোমার ইচ্ছা আমার সুবিধা অনুরূপ নয়?

যে ব্যক্তি বৈরাগ্যেতে স্থিরতর থাকিতে চাহে, তাহাকে বল যে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে।

সে পর্য্যন্ত উপাসনা ঠিক নয়, যে পর্য্যন্ত উপাসনার অন্তে অন্য সময়ে জীবনে প্রেমের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোগী তপস্বী জ্ঞানী সকল সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয় আবরণের মধ্যে রহিয়াছে, উন্মুক্ত হয় নাই। কিন্তু প্রেমিকের এবং ধর্ম্মের জন্য মৃত্যু ব্যক্তির হৃদয় উন্মুক্ত হইয়াছে।

মনুষ্যের বিশ্বাস মহীয়ান্ হয় না যদি তাহার কার্য্য মহীয়ান্ না হয়, ও তাহার বৈরাগ্য প্রেমেতে এবং প্রেম দর্শনেতে না হয় এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহা কিছু সে তাহা হইতে অনুরাগ শূন্য না হয়।

প্রকৃত ঈশ্বরভীক প্রেমিক, সেই সকল লোক, যাহাদের প্রেম মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থিতি করে।

ঈশ্বর ব্যতীত যে হৃদয় সুস্থির থাকিতে পারে, তাহাকে ধিক্। তাহাতে কখন বিশ্বাসের সৌরভ পঁহুছে না।

যে হৃদয়ে এমত কিছু স্থিতি করে যে তজ্জন্য ঈশ্বর তাহার মধ্যে জ্যোতিঃ সঞ্চারণ করিতে সম্মত নহেন, সেই হৃদয়ের বিশ্বাসকে ধিক্।

যে মন জ্ঞানযোগে কঠিন হয়, তাহা সকল মন অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। সেই রূপ কঠোর মনের চিহ্ন এই যে উহা কর্ত্তৃত্ব ও কৌশলে বাঁধা থাকে। নিজের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিতে পারে না। ঈশ্বর যাহাকে তাহার নিজের কর্ত্তৃত্বে ছাড়িয়াছেন, তাহাকে ইহলোকে দূরে রাখেন, পরলোকেও নরকে সমর্পণ করেন।

জ্ঞানী তিন প্রকার। এক প্রকার বাহ্য জ্ঞানের জ্ঞানী; সে আপন জ্ঞান বাহ্যিক লোকের নিকটে প্রচার করে। দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক জ্ঞানী, সে নিজের বিদ্যা আভ্যন্তরিক পুরুষের নিকটে বলিয়া থাকে। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে, সেই জ্ঞানে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জ্ঞান অনির্ব্বচনীয়।

জীবনের প্রথমে অনুতাপ আবশ্যক। অনুতাপ মনের সঙ্কোচভাব, পাপের অভিলাষকে অন্তর হইতে উন্মূলিত করা, অসাধুতাকে ছাড়িয়া সাধুতায় প্রবৃত্ত হওয়া।

অসাধু ভাব ছাড়িয়া সাধুভাবে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পদ।

মনুষ্যের মৃত্যুর কারণ দুইটী বিষয়;—গৌরবাভিলাষ, এবং বৈরাগ্যে ভয়।

পাঁচটী দ্রব্য মণিমুক্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দীনতা যাহা সম্পদ আনয়ন করে। ক্ষুধা যাহা পরিতৃপ্তি দান করে। দুঃখ যাহা আহ্লাদ জন্মায়। বীরত্ব যাহা কাহার সঙ্গে শত্রুতা থাকিলে বন্ধুতা প্রদর্শন করে। এবং ব্যবসায়, যাহা দিবাব্যাপী উপবাস ব্রতে ও নিশাব্যাপী উপাসনায় প্রবৃত্ত রাখে।

প্রভু এবং দাসের মধ্যে দাসের "আমার ইহা অধিকার" এই ভাব অপেক্ষা কঠিন আবরণ নাই। দীনতা অপেক্ষা ঈশ্বরের দিকে নিকটতর পথ নাই।

নিকৃষ্ট জীবনের মৃত্যু না হইলে কখন হৃদয় জীবিত হয় না।

বিষয় কামনার সঙ্গে শত্রুতা করা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

যিনি আপনাকে চিনেন, তিনি আপনার প্রভুকেও চিনেন।

যে আপনার পশুভাবের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে, সে প্রিয় হইয়াছে। অন্যের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব লাভ হইয়াছে। যথা কথিত আছে, "শত্রু তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, যদি তুমি আপনাকে পরাজয় কর।" যে শরীরকে জয় করে সে শরীরীর উপরেও জয় লাভ করে।

এমন কোন দিন গত হয় না যে দিনে ঈশ্বর বলেন না যে হে আমার কিঙ্কর! তুমি বিবেচনা করিতেছ না যে আমি তোমাকে স্মরণ করি এবং তুমি আমাকে ভুলিয়া থাক। তোমাকে নিকটে ডাকি, তুমি অন্য লোকের গৃহে যাও। আমি বিপদ্ হইতে তোমাকে উদ্ধার করি, তুমি পাপে যাইয়া লিপ্ত হও। হে আদমের সন্তান! কল্য তুমি আমার নিকটে কি উত্তর দিবে?

সম্বাদ।

আলাহাবাদ, মুঙ্গের, জামালপুরের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তত্তৎ স্থানের ব্রাহ্মগণ দুঃখী গরিবদিগকে ভোজন করাইয়া পরিধান ও শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। রামপুর হাটের ব্রাহ্মগণ সম্প্রতি কতকগুলি গরিবকে আহার ও শীতবস্ত্র দিয়াছেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ দয়ার কার্য্য সকল স্থানেই প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মসমাজ কেবল মাত্র উপাসনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। জীবের হিতার্থে বিবিধ সদনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে না থাকিলে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় না, চির দিন উৎসাহও থাকে না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের মাসিক আয় হ্রাস হওয়ায় তথাকার আবশ্যক ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। উপাসক মহোদয়গণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

ষটচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। ইহার যদি কোন পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরে মিরারে প্রকাশিত হইবে।

৭ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	... ইংরাজি উপাসনা।
৮ই	শুক্রবার	... ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা।
৯ই	শনিবার	... প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় টাউন হলে বক্তৃতা।
১০ই	রবিবার	... ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব।
১১ই	সোমবার	... প্রাতে ও সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, এবং নগর সঙ্কীর্ত্তন।

প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ কৃতজ্ঞতার সহিত দান স্বীকার।

মাসিক দান সংগ্রহ।

৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ দত্ত কলিকাতা	...	২
,, ,, জয়গোপাল সেন ঐ	...	৫
,, ,, শ্রীনাথ পাল ঐ	...	৷৷০
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন ঐ	...	৸৵৫
,, ,, মৃণালচন্দ্র মল্লিক ঐ	...	১
,, ,, নিমাইচরণ শীল ঐ এক জোড়া বস্ত্র		১৷৷০
,, ,, কালীনাথ দেব কুমিল্লা	...	৬
,, ,, আনন্দচন্দ্র বর্দ্ধন ঐ	...	২৷৷০
,, ,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ঐ	...	৫
,, ,, পীতাম্বর সিংহ ঐ	...	১
,, ,, যদুনাথ রায় রামপুরহাট	...	২
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ ...	...	২
গয়া ব্রাহ্মসমাজ ...		১২৶০
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ...	...	১২৷৷৶০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার লাহোর	...	৫
চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৷৷০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় এলাহাবাদ	...	১০
,, ,, গদাধার খাঁ বহরমপুর	...	৫
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দে জলন্দর ...	...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ		৫৷৷০
,, ,, হরিনাথ নিয়োগী সুবর্ণখুগী	..	২
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল এলাহাবাদ পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র	...	৮
জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ ২টা জামা	...	২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দে জলন্দর ...	...	৫

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী রামপুরহাট		১
,, ,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	...	১
,, ,, শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ	...	৭৷৵৫
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৫৷৴১০
জামালপুর ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৫৸১০
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ...		১৬
রামপুরহাটস্থ একটী ব্রাহ্মপরিবার	...	১

ষটচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

উৎসব উপলক্ষে আগামী ১০ই মাঘ রবিবার হইতে তৎপর শনিবার পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইবে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে এবং প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। মূল্য নগদ দিতে হইবে। বিদেশস্থ গ্রাহকগণ ডাকমাসুল সহিত মূল্য পাঠাইবেন।

BOOKS TO BE SOLD AT REDUCED PRICE ON ACCOUNT OF THE 46TH ANNIVERSARY OF THE BRAHMO SOMAJ.

Just published.	Rs.	As.	P.
Brahmo Pocket Diary, 1876	2	8	0
Ditto ditto best binding ...	0	10	0
Theistic Annual, 1876	1	0	0
Behold the Light of Heaven in India ...	0	6	0
Sacred Anthology	2	0	0
Last days of Rajah Ram Mohun Roy	1	0	0
Essays, Theological and Ethical ...	0	12	0
Historical Sketches of the Brahmo Somaj	0	4	0
Jesus Christ, Europe and Asia ...	0	3	0
Future Church	0	3	0
Lecture at the Brahmo School ...	0	1	0
True Faith	0	2	0
Appeals to Young India	0	0	6
Brahmo Somaj Vindicated	0	2	0
Popular Tracts, Nos. 1 to 4	0	2	0
Destiny of Human Life	0	2	0
Reconstruction of Native Society ...	0	1	0
Welcome Soiree in England	0	1	0
Lecture on Inspiration	0	4	0
Essential Principles of Brahma Dharma	0	1	0
Procedings of the Marriage Law meeting at the Town Hall	0	2	0
Theistic Annual 1872	0	8	0
Ditto ditto 1873	0	8	0
Ditto ditto 1874	0	8	0
Ditto ditto 1875	1	0	0
Lecture on Progress of Theism ...	0	2	0
Ditto Age of Enlightenment ...	0	3	0
Life of Educated Native	0	2	0
Lecture on Marriage Law	0	1	0
Ditto on the Jainas	0	2	0
Man the Son of God	0	1	0
Order of Service	0	1	0
Prayers for Different Occasions of Life	0	2	0
Divine Service in Hindee	0	1	0
Theistic Devotions	0	5	0
Epistles to the Theists in India ...	0	0	6
Lecture on Prayer	0	1	0
Ditto Alcohal	0	1	0
Practical Sermons of Rev. Dr. Carpenter	0	12	0
Memoir of Rev. Dr. Carpenter ...	0	12	0

নূতন প্রকাশিত।	
সংগীত ও সংকীর্ত্তন তিন খণ্ড একত্রে কতকগুলি নূতন গান সহ বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত (কাগজের মলাট)	১)
ঐ ঐ, ভাল বাধান ...	১।০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ...	৷৶০
শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত (ভাল বাঁধান)	১।০
ঐ ঐ কাগজের মলাট ...	১)
জগতের বাল্য ইতিহাস	৷০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ	৷০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ	।/০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৸০
কতকগুলি প্রশ্নোত্তর	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ	৴১০
তপস্বিনী রাবা	/০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত	/০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	৷০
ব্রহ্মোৎসব	/৫
নির্ম্মলার উপাখ্যান	।০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	৴১০
প্রার্থনামালা (পার্কারের অনুবাদ) ..	।৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী	/০
ঐ হিন্দি	৴১০
মতসার	৴১০
ঐ সংস্কৃত	৴১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৴১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪তুর্থ পর্য্যন্ত	৶০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	/১০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	।০
ধর্ম্ম ও নীতি	/০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ...	৸০
সুখী পরিবার	/০
সঙ্গীতমালা	৶০
সত্যমালা	/১০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ	৵০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প	।০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা মাঘ শ্রীমনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ২।৩ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন শনিবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ, প্রেমের অপার জলধি পরমেশ্বর! তোমার প্রশস্ত শান্তিনিকেতনের কোথায় কি আছে তাহা দেখিয়া এবং সম্ভোগ করিয়া কে শেষ করিতে পারে? অতি গভীর সুবিস্তীর্ণ তোমার অমৃতের ভাণ্ডার, সেখানে কত সুখের সামগ্রী তুমি তোমার প্রিয় অনুগত সন্তানদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, ক্ষুদ্র মানব হৃদয় তাহার কণিকা মাত্র লাভ করিয়াই কৃতার্থ হইয়া যায়। যখন আমি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার পবিত্র আলোকে স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করি, যখন দেখিতে দেখিতে আমার বাসনার পরিসমাপ্তি হইয়া যায় আর ধারণ করিয়া উঠিতে পারি না, তখন ভাবি পার্থিব পদার্থ সকল কি অসার! তদীয় শ্রীপদ বিনিঃসৃত প্রেমনদী অনবরত প্রবাহিত হইতেছে; সাধকের উন্মুক্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়া তাহা প্রবল বেগে চলিয়া আসিতেছে, কত আশা আনন্দ সেখানে, কত জীবন্ত ভক্তি প্রেমের মধুর লহরী লীলা সেখানে। অনন্ত জীবনের উপজীবিকা তুমি দিবে অঙ্গীকার করিয়াছ, চিরকাল নূতন নূতন মহদ্ব্যাপার সকল দেখাইবে বলিয়াছ, তবে আর কেন আমি দুঃখ নিরাশায় বিষণ্ণ হইব? পরিবর্ত্তনের অধীন আমি, এক একবার শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া আশার দিক্ অন্ধকার দেখি, আপনার বল বুদ্ধি ক্ষমতার দিকে চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ি, সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া, পাপের দূষিত বায়ু সেবন করিয়া দুর্ব্বল মনে আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু হে দেব! তোমার এক বিন্দু প্রেমই যে আমার পক্ষে যথেষ্ট। এমন প্রেম তোমাতে কত রহিয়াছে, আমার ন্যায় অগণ্য অগণ্য পিপাসার্ত্ত হৃদয়কে তুমি শীতল করিতেছ। আমার পরম স্পৃহণীয়, চির জীবনের প্রিয় ভোগ্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে তোমার নিকট রহিয়াছে। এমন সময় কখন হইবে না যখন তোমার নিকট আর আমার চাহিবার কিছু থাকিবে না। সে ভয়ও নাই যে, আমার প্রাণ যে জন্য ব্যাকুল হইবে তাহা তুমি দিতে পারিবে না। তোমার অতলস্পর্শ প্রেমসাগরের অমৃতবারি পান করিয়া কি শেষ করা যায়? কিন্তু হে দয়াময় ঈশ্বর! তোমার শ্রীচরণে এই একটী নিবেদন, যেন দুঃখ দুর্দ্দিনে তোমার প্রদর্শিত আশা জ্যোতির কণা মাত্র আলোক আমি দেখিতে পাই। পৃথিবীর ব্যাপার সকলকে অসার

মিথ্যা বলি বটে, কিন্তু যখন তাহার মধ্যে পতিত হই, প্রতিদিনের ঘটনার বিচিত্রতা এবং ভয় ভাবনা দুশ্চিন্তা যখন হৃদয়কে অধিকার করে তখন তোমাতে আনন্দিত হইতে ভুলিয়া যাই; তোমার অতুল সম্পত্তি থাকিতেও আমি তখন দীনহীন দরিদ্রের ন্যায় ম্লান মুখে ভ্রমণ করি। আমার কিছুই নাই সত্য, চিরকাল সকল অবস্থাতেই ইহা সত্য, কিন্তু হে পাপীর সহায়, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বামী! তোমার স্নেহপূর্ণ সাহায্য হস্ত সদা কাল আমার নিকটে প্রসারিত রহিয়াছে। তুমি পূর্ণপ্রেম পূর্ণদয়ার আধার হইয়া আমার কাছে চিরকাল থাকিবে এই সুখের আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেন আমি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হই। আর আমার এই একটী প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে এমন একটী স্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত কর যেখান হইতে নিরাশার হৃদয়বিদারক বাক্য এবং পাপের মুগ্ধকর আহ্বান্ ধ্বনি আমি যেন শুনিতে না পাই। সদা সর্ব্বদা আশার কথা শুনিব আর প্রার্থিত আশালব্ধ বিষয় সম্ভোগ করিব এই আমার আন্তরিক কামনা। দয়াময়, তুমি আমার এই কামনা পূর্ণ কর।

পরিত্রাণ ও অনন্ত উন্নতি।

মনুষ্যত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া যখন দেবত্বের সীমায় পদার্পণ করা যায় তখনই পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। পরিত্রাণের অর্থ নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিজাত্মা হওয়া, পূর্ণতা প্রাপ্তি বা উন্নতির পরাকাষ্ঠা ইহার অর্থ নহে। পাপের রাজ্য সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, এখানে অনন্ত উন্নতির কোন ব্যবস্থা নাই। মুক্তির রাজ্য অসীম, প্রমুক্ত জীব সকল সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনন্তজীবনের পথে অনন্ত উন্নতির সোপানে উত্থিত হইতে থাকে। প্রকৃত জীবনই সেই খানে, এখানে কেবল প্রকৃতির অন্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেই কাল অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুতাপ ও বৈরাগ্যের প্রজ্বলিত হুতাশনে পুরাতন প্রকৃতিকে ভস্মসাৎ করিয়া নবজীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু নবজীবনে প্রবেশমাত্র যে তপস্যাব্রত উদ্যাপন হইল তাহা নহে, সে জীবনেও বাল্য যৌবন প্রভৃতি উন্নতির বিধান সকল বিধৃত আছে। পাপজীবনে যেমন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি জন্য সাধনের প্রয়োজন; নবজীবনের অবস্থাতেও তেমনি পুণ্যের অভাব, প্রেমের অভাব, ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলতার অভাব মোচনের জন্য কঠোর সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। রিপুপরতন্ত্র পাপের অধীন মনুষ্য যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করে, ক্রন্দন করে, ব্যাকুল হয়, মুক্ত ব্যক্তিকে যদিও সেরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতে বা ব্যাকুল হইতে হয় না; কিন্তু তাঁহার অভিলষিত বিষয় তখন এত বৃদ্ধি হইয়া উঠে, পুণ্য ও প্রেমস্পৃহা এত প্রবল হয় যে, সে জন্য তিনি অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। নিকৃষ্ট পাপের উত্তেজনা তখন থাকে না, নীচ বাসনা চরিতার্থ জনিত গভীর কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ণ পবিত্র আদর্শ তাঁহার নিকট তখন এমন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে, তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান এত প্রসারিত হয় যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর সমীপে উপস্থিত করিতে লজ্জিত হয়েন। মহাপাপী যেরূপ নিরাশার সহিত অনুতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া রোদন করে, তাঁহার ক্রন্দন সেরূপ নয়। শিশু বালক যেমন পিতা মাতার নিকট ক্রন্দন করে, মুক্তাত্মা ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট বার বার তেমনি ক্রন্দন করেন। এই জন্য ভক্তের লক্ষণের মধ্যে আছে যে, তিনি কখন ক্রন্দন করেন কখন হাস্য করেন। তাঁহার সে ক্রন্দনে পাপ যাতনা থাকে না কেবল উচ্চ শ্রেণীর অভাব অপূর্ণতা প্রকাশ পায়। পরিত্রাণের রাজ্যে

শিক্ষা ও সম্ভোগ করিবার, দেখিবার ও লাভ করিবার, বিষয় তাঁহার সম্মুখে এত উপস্থিত হয় যে তিনি আপনার বর্ত্তমান সৌভাগ্যে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। পাপবিমুক্ত ভক্তের জীবন বস্তুতঃ ঠিক বালকের মত। উন্নতির অগাধ সমুদ্র তাঁহার সম্মুখে, সুতরাং তিনি কেমন করিয়া অল্পে সুখী হইবেন? এক দিকে তাঁহার আশার বস্তু যেমন হস্তগত হইতে থাকে, অপর দিকে তেমনি নূতন বিধ হৃদয়ানন্দকর আশার সামগ্রী সকল সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক সময়েই আশা পূর্ণ ও লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে তিনি মুক্তিপথে ক্রমাগত অগ্রসর হয়েন, ইহাকে অনন্ত উন্নতি বলা যায়। মুক্তি এবং অনন্ত উন্নতি একত্রেই অবস্থিতি করে। তোমার আমার পক্ষে সে রাজ্য স্বপ্ন কল্পনার বস্তু হইয়া রহিয়াছে, কারণ নিকৃষ্ট পাপের রাজ্য আমরা এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারি নাই। নিজের সঙ্গে, অপরের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পশু প্রকৃতির উপর জয় লাভ করিয়া কবে পুণ্যরাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিব, কবে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিব এ প্রকার ভাবনাও অনেকের মনে উদয় হয় না। আমরা যদি ইহারই মধ্যে এই পাপ কলঙ্কিত মানবীয় অবস্থায় সংগ্রাম করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হই, যথেষ্ট হইয়াছে আর পারি না বলিয়া শেষাবস্থায় যদি বিশ্রাম শয্যায় নিদ্রা যাই, তবে আমাদের পক্ষে অনন্ত জীবন, অনন্ত উন্নতি, নবজীবন, দ্বিজাত্মা, এ সকল কল্পিত উপন্যাসের কথা ভিন্ন আর কি বোধ হইতে পারে? দুই চারিটী বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা শিক্ষা করিয়া কেহ মনে করিতেছে আমার আর কিছু জানিবার আবশ্যকতা নাই। জনসমাজে সচরাচর যে কার্য্য গুলি নিতান্ত ঘৃণিত তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হইয়া কেহ মনে করিলেন আমি বিশুদ্ধ চিত্ত ভদ্র স্বভাব হইয়াছি আর আমার অবশিষ্ট কি আছে? কিন্তু ও দিকে যে অনন্ত জ্ঞান প্রেম সাধুতার মহা সমুদ্র চিরদিন অপরিজ্ঞাত রহিল তাহার প্রতি কাহার দৃষ্টি পড়িল না। দশ বৎসরের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান প্রেম পুণ্য অনুষ্ঠানের শাস্ত্র নিঃশেষিত হয়, দিনান্তে একবার মাত্র ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াই যাহারা আপনাকে ধার্ম্মিক কৃতাত্মা পুরুষ মনে করে, তাহাদের ধর্ম্ম সংসার অপেক্ষাও পুরাতন, ঈশ্বর মনুষ্য অপেক্ষাও সৌন্দর্য্য ক্ষমতা বিহীন। এ প্রকার সঙ্কীর্ণ স্থানে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের জীবন কখন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা অসীম ব্রহ্মরাজ্যে অনন্ত জীবনের পথে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাই যথার্থ উন্নতিশীল ব্রাহ্ম। আমরা যদি এই নাম গ্রহণ করি তবে এক দিনের জন্য কোন স্থানে বসিয়া নিদ্রা যাইতে পারিব না। চির-উন্নতিশীল অবস্থাই পরিত্রাণ ও শান্তির অবস্থা।

নববর্ষের সঙ্কল্প।

সাম্বৎসরিক উৎসবের কাল আমাদের আত্মপরীক্ষার কাল। ইহা একটী আমোদজনক সামাজিক অনুষ্ঠান বা পর্ব্ব নহে যে আমরা পুষ্পমালা বা আলোকমালায় সভামণ্ডপ সাজাইয়া দুই চারিটী নূতন সঙ্গীত অথবা বক্তৃতা করিয়া কিম্বা আত্মপ্রশংসাপূর্ণ বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া জীবনের গুরুতর দায়িত্ব এবং তাহার উপর জনসমাজের প্রত্যাশা বিস্মৃত হইব। এক বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মজীবন তাহার অনুকরণীয় আদর্শের কত দূর নিকটবর্ত্তী হইল, সংকল্পিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হইবার আশা ক্রমশঃ সফল ও উজ্জ্বল হইতেছে কি না, যাহা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় তাহা পূর্ণ হইবার পক্ষে ভূতকাল কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যে সকল সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া গিয়াছিল তাহার স্থায়ী নিত্য ফল কি লাভ হইল, এই সমস্ত বিষয় বিচার না করিয়া যদি আমরা বৎসরের পর বৎসর কেবল সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদিগের নাম মৃতলোকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। যেখানে ছিলাম সেই খানেই দণ্ডায়মান আছি; আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারি নাই এবং পারিব না এরূপ মনে হইলে জীবন ধারণের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না। জ্ঞানের অহঙ্কারে, ধন ও পদের গৌরবে, ধর্ম্মের অভিমানে অন্ধ হইয়া অসার বিষয়ের কোলাহল করিতে করিতে কত বৎসর চলিয়া গেল। কি না একটু মতপ্রিয়তা চরিতার্থ

হইবে, সত্য ও ন্যায়পরতা প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য পাঁচ জনে সাধুবাদ করিবে এই আনন্দ ও আহ্লাদে প্রমত্ত হইয়া প্রকৃত সারতত্ত্ব উপার্জ্জনে আমি পরাংমুখ ছিলাম। লোকের স্তুতি বন্দনা শ্রবণে আমার গ্রিবা বক্র হইল, আত্ম-গৌরবে আপনাকে আপনি ধন্যবদাই মনে করিলাম, কিন্তু গৃহে আসিয়া দেখিলাম সকলই শূন্য অন্ধকারপূর্ণ। যত-ক্ষণ পরস্পরের তোসামোদ ও প্রশংসা বাক্য পরস্পরের কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকে, ততক্ষণ আপনার যথার্থ প্রতি-কৃতি কাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না; কিন্তু আপনার গৃহে আপনি মনুষ্য যখন প্রবেশ করিয়া দেখে, এক দিকে বিবেকের সাক্ষ্য অপর দিকে ঈশ্বরের বিচারাসন এবং পরকালের ভীষণ মূর্ত্তি, কেহ কোথাও নাই, চতুর্দ্দিক্ ঘোর নিস্তব্ধ-তায় পরিপূর্ণ, নিরপেক্ষ কবিবে ও ঈশ্বরের পবিত্র দৃষ্টির আলোকে অন্তর বাহির প্রকাশিত, তখন কোথায় বা কুটিল মন্দ বুদ্ধি, কোথায় বা জ্ঞানগর্ব্বিত তর্ক যুক্তি; সমস্ত সংসার জয় করিয়া আসিয়া এই খানে মনুষ্য বিপাকে পতিত হয়। এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে আর কি অভিমান অহঙ্কার থাকে? তখন স্বভাবতঃই এই ইচ্ছা হয়, অবশিষ্ট যে কয়েকটা দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিব আর কাহার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইব না; যাহাতে জনসমাজের মধ্যে প্রেম শান্তি বিস্তারিত হয় কেবল তাহাই করিব। পুরাতন বর্ষের পুরাতন নিকৃষ্ট ভাব সকল মস্তকে করিয়া আবার কি নূতন জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু যাহারা অভ্যাসের দাস হইয়াছে অসাধু অসদ্ভাব সকল তাহারা পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও শীঘ্র পারে না। তাহাদের প্রকৃতির কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তথাপি যদি কেহ সরলভাবে আপনাকে আপনি দেখিতে পায় তবে সে নিশ্চয় আর কখন শান্তিরাজ্যের কণ্টক হইয়া জীবন ধারণ করিতে ভাল বাসিবে না। গত জীবনের শিক্ষায় তাহাকে যদি কিছু মাত্র জ্ঞান দান করিয়া থাকে, তবে সে এই কথা বলিবে যে, "অসারের অসার সকলই অসার।" এই কথা বলিয়া অবশিষ্ট জীবন প্রেম উপা-র্জ্জন ও শান্তি বিতরণের জন্য সে আপনাকে ব্রহ্মপদে সমর্পণ করিবে। নিজের কোন বিশেষ রুচি এবং প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্য সাধারণ হিতানুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মাইলে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, আপনি অলস অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর হইয়া ক্রমাগত পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইলে কিছু মাত্র সুখ পাওয়া যায় না, অসার প্রকৃতি উদ্দেশ্যহীন লোকের চাটু বচনে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে অশান্তি বিপ্লব আনিলে নিজের জীবন শুষ্ক হইয়া যায়, সামান্য অসম্মিলন জন্য বিবাদ কলহ করিলে পরমার্থ ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়, অথচ কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিলে অধিক পাওয়া যায়, সামান্য ত্রুটির জন্য এক জনের রাশি রাশি উপকার বিস্মৃত হইয়া আবার তাহার বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হইলে কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতা অপরাধের মহা আত্মগ্লানিতে জীবনকে দগ্ধ করে, যে যে মত অনুষ্ঠান সরল বিশ্বাসে বদ্ধ থাকে তাহা কোন সারবান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করে না, এই সকল বিষয় আমরা নিজ জীবনের ও সমাজের বিগত ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে ইহা আমাদের ভবিষ্যৎ পথের সম্বলরূপে যদি পরিগৃহীত না হয় তবে আমরা উন্নতিশীল সমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহি। সাধারণের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে ঐক্য হয় না, এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত, সুতরাং সে জন্য যে সময়ে সময়ে মনোমধ্যে অসাধু ভাব উৎপন্ন হয় তাহা অতিশয় দুঃখের কারণ; অতএব এ সকল পশ্চাতে পড়িয়া থাকুক, আর যেন তাহারা সঙ্গের সঙ্গী না হয়। নববর্ষে আমরা এইরূপ উচ্চ অভিলাষকে মনে স্থান দিতে চাই যে, কে কত প্রেমিক, বিনয়ী, উদার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যপ্রিয়, নিস্বার্থ, পরোপকারী, শান্তিসংস্থাপক, ভক্ত, যোগী, বৈরাগী, পবিত্র চিত্ত হইতে পারি তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। অপরে আমাকে ভালবাসিলে শ্রদ্ধা করিলে আমি তাহাকে ভালবাসিব শ্রদ্ধা করিব এ কথা বলিয়া বসিয়া থাকিলে আর কাহাকে ভালবাসিতে পারা যাইবে না। যদি কোন বিষয়ের গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় তবে বিনয়ী, পুণ্যবান, ব্রহ্মযোগী, সেবক, ও ভক্তের গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিব। অসাধু হইয়া সাধুতার প্রশংসা আমরা এই পৃথিবীতে অনেক সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কেবল আপনাকে প্রবঞ্চনা করা ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় নাই। এখন যথার্থ সুচতুর জ্ঞানী ধার্ম্মিক সাধু হইয়া ব্রাহ্ম নামের গৌরব যাহাতে রক্ষা করিতে পারি তাহার জন্য যত্নবান্ হই। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি একবারে চিরদিনের জন্য বিদায় হউক, শেষের কয়েকটা দিন কেবল পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া যাইতে পারিলেও আমরা কৃতার্থ হইব। হে বাঞ্ছাকল্পতরু ঈশ্বর! তুমি আমাদিগকে অনেক দিয়াছ, নিস্বার্থভাবে তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি তাহা তুমি পূর্ণ করিয়াছ। এখন জীবনের যাহা একমাত্র উচ্চ আশা তাহা পূর্ণ কর। তোমার আশীর্ব্বাদের পবিত্র উত্তাপে আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা উত্তপ্ত করিয়া রাখ যেন আর তাহা শীতল হইয়া না যায়। যাহা কিছু অসার অস্থায়ী তাহা লইয়া যেন আর বৃথা সময় ক্ষয় না করি। অনেক হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে আর পাপের ভার বৃদ্ধি করিতে চাহি না। যাহা করিয়াছি তাহার প্রতিফল এখন বিলক্ষণ পাইতেছি, আরও কত দিন ভুগিতে হইবে তাহা জানি না। এক্ষণে এই নিবেদন যে, হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদা তুমি তোমার পুণ্যাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখ, যখন যে কোন পাপের ভাব মনে উদয় হইবে তৎক্ষণাৎ অমনি তাহা ঐ অগ্নিতে পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এইরূপে তুমি পাপ অপ্রেম অসার-তার মূলে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাক তাহা হইলেই আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।

ষট্‌চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

বিগত ৭ই মাঘ বৃহস্পতি বার হইতে ব্রহ্মোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। যুবরাজের আগমন উপলক্ষে এ বৎসর বিদেশীয় ব্রাহ্মগণ অনেকে এখানে আসিয়াছিলেন সেই জন্য উৎসবের সময় তাঁহারা অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তথাপি সিন্ধু, আহামদাবাদ, লাহোর, টুণ্ডলা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া, বাঁকিপুর, রামপুরহাট, বর্দ্ধমান, আসামের অন্তর্গত সিলং, বিশ্বনাথ, পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, কুমারখালী এবং কলিকাতার সন্নিহিত বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। বৃহস্পতি বার রজনী অষ্টম ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজিতে উপাসনা এবং একটী বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক মনুষ্যাত্মার মধ্যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ না হইলে অন্য প্রকার সাধনে জীবনের প্রকৃত উন্নতি হয় না, পরিত্রাণ লাভের আশা থাকে না এই বিষয় তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তা এইভাবে বলিয়াছিলেন, যে জগতের সমুদায়ই পরিবর্ত্তনশীল, এমন কিছু দেখা যায় না যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। পার্থিব বিষয় সমুদায় যেমন পরিবর্ত্তনশীল আমাদের আন্তরিক ভাবগতি সকলও তেমনি পরিবর্ত্তনশীল। এমন কি, ধর্ম্মসংক্রান্ত মতাদিও পরিবর্ত্তনশীল। কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়, কত ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া ভূতকাল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। তবে কি অপরিবর্ত্তনীয় এমন কিছু নাই যাহা আশ্রয় করিয়া আমরা অবাধে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারি? আছে, তাহা সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য বস্তু স্বর্গাধিপতির পূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা। ইহা সত্য বটে, তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় এবং জাতিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহার গূঢ় মঙ্গল ভাব অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। যাঁহাদের নিকট এই স্বর্গীয় ইচ্ছা প্রকাশিত হয় তাঁহারাই অপরিবর্ত্তনীয় আশ্রয় লাভ করেন। ইহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম নহে; প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম, ইহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম বলা যায়। এই ধর্ম্মাবলম্বন ব্যতীত আমাদের সদ্গতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

৮ই মাঘ শুক্রবার অপরাহ্নে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা হইয়া তথায় সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ পঠিত হয়। তৎকালে প্রায় দুই শত ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রচার কার্য্যের আয় ব্যয় ও প্রচার কার্য্যের বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের পোষকতায় স্থির হইল যে যাঁহারা দয়া করিয়া প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হয়। পরে আরও কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হইলে সভাপতি বলিলেন, গত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত অধ্যক্ষ সভা এ বৎসর পুনরায় আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করুন। দুই মাসের মধ্যে সভ্যগণ তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবেন এই প্রস্তাব স্থির হইলে তিনি এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন, যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা প্রভাবে যদি আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয় তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবে না ইহা হইতে পারে না। স্বাধীন ভাবে সকলেই আপনাপন উন্নতি সাধন করুন। যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম তখন নানা প্রকার মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা এক। অতঃপর তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের

প্রধান ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, যখন যাঁহার ইচ্ছা হইবে তিনি আমার নিকট আসিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন। আমি আহ্লাদের সহিত সকলের কথা শুনিব। গত বৎসরের আয় ব্যয়ের তালিকা আমরা এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

১৮৭৫ অব্দের ১ জানুয়ারী হইতে ৩১সে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্য্যালয়ের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

এককালীন দান		৮৭৮৷৴০
মাসিক দান		৯৯৬ ৫
শুভকর্ম্মের দান		৫৮৩
উৎসব		১৪৬৷৵০
বাৎসরিক দান		২৮
আনুষ্ঠানিক দান		৫
ভিক্ষাপ্রাপ্তি (নগদ ও দ্রব্যাদি)		১৫১৵১০
ব্রতহিসাবে		১০৪
ব্রহ্মমন্দির হইতে		৩০৯ /৫
ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা		১০৮১॥/১০
পাথেয়		৫৬৪ ৵১৫
ক্ষুদ্র আয়		৫৭৸০
ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা		৭২ /০
পুস্তক বিক্রয়		১৬২৬৵৫
প্রচারের	৮৭৬৷৶৫	
অপরের	৬৮৩॥৶১৫	
এজেন্টদিগের	২৬৫৸৶ ৫	
ভারত সংস্কারক সভা		৪৭৯
নিজসভা	৭০	
স্ত্রীবিদ্যালয়	৩৩০	
সুলভ সমাচার	৭৯	
ব্রহ্মমন্দির		৮৪৬ /৫
নির্দ্দিষ্ট আসন	৫৪৭৸০	
দান সংগ্রহ	১৬৫৷/৫	
উৎসব	১৩২	
ক্ষুদ্র আয়	১	
		৭৪০২৸/১৫

ব্যয়

উপজীবিকা	....	৩০৮৪৷/৫
পাথেয়	...	৭০০৷১০
উৎসব	...	১১৬৷৵৫
ব্রত হিসাব	...	১০৪৷/১৫
ক্ষুদ্র ব্যয়	...	৪৮৩৷১৫
ডাকমাসুল ও বিবিধ ২২১৸/০		
ঐ ধর্ম্মতত্ত্ব ২৬১৷৶১৫		
অপরের গচ্ছিত শোধ	...	৫০৪৷/১৫
মুদ্রাঙ্কন	...	৯৯৩৵০
ছাপাখানা ৪২৩৸/০		
কাগজ খরিদ ৪৭৬৷৵০		
দপ্তরী ৯২৸৶০		
আফিস হিসাব		২৩০৷৵১৫
ঘর ভাড়া ১৮৸৵১০		
কর্ম্মচারীর বেতন ২১১॥৫		
ভারত আশ্রমের ঋণ পরিশোধ জন্য সাহায্য করা যায়		৩০০
ব্রহ্মমন্দির		৮৬৪॥৵১০
বেতন ২৩২৷৵৫		
আলোক ১৬১৶১৫		
ক্ষুদ্র ব্যয় ৪৩৷৵৫		
দ্রব্যাদি খরিদ ৪৪৵০		
প্রচারে দান ৩০৯/৫		
উৎসবে ব্যয় ৩৪৷৶০		
ঋণ পরিশোধ ৪০		
		৭১৮১॥১০
হস্তে স্থিতি		২১৷/৫
		৭৪০২৸/১৫

৯ই মাঘ শনিবার প্রাতে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে যে উপাসনা হয় তাহা অতি মধুর ও উৎসাহপ্রদ হইয়াছিল। অপরাহ্লে টাউন হলে আচার্য্য মহাশয় "আমাদের বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতা" এই বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। লোক সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় হইয়াছিল। অনুমান দুই সহস্র শ্রোতা তথায় উপস্থিত ছিলেন; বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা সার্ রিচার্ড টেম্পল্, লর্ড বিষপ্ আরও কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব বিবি উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণের কাহার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই, বসিবার বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" সমস্বরে উচ্চারিত হইয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীত হয়।

রাগিণী আলেয়া।—তাল জৎ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে। যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।

দিবা নিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি, শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারি নে।

কে কোন্‌ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে, কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলি নে।

অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে।

তদনন্তর বক্তা উৎসাহ বিস্ফারিত নয়নে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপে বলিতে লাগিলেন;

সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, যখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার কার্য্যভার পবিত্রাত্মার (বিধাতার) হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা এবং দয়া দেখিতে পাইবেন। নেজারথ্‌বাসী সেই মহাপুরুষের নিকট তখন ইহা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার ধর্ম্মসমাজের জন্য এইরূপ বিধান করিয়া যান; তাহা না হইলে তাঁহার শিষ্যবর্গকে ঘোর বিবাদ অন্ধকার সন্দেহ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িতে হইত। তৎকালকার সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা মনে করিলে এখন পর্য্যন্ত হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়। এই জন্য দেখা যাইতেছে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্য তাঁহার এই সত্য ঘোষণা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদের বল শান্তি পরিত্রাণ এবং সৎপথের নেতা একমাত্র পবিত্রাত্মা। যখন ঈশা বলিলেন "সমাপ্ত" তখন কি মানব জাতির পরিত্রাণের মহৎ কার্য্য সমাপন হইল? না, তাঁহার শিষ্যদিগের জীবন রক্ষার জন্য পবিত্রাত্মার স্বর্গীয় শক্তির আবশ্যকতা ছিল। যাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রতার বল লাভ করিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে তজ্জন্য পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্য কোন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজককে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই। মুশা প্রভৃতি য়িহুদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কি ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছেন না? ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরের বাণী প্রকাশিত হয় না? সেণ্ট পলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয় অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার পত্রে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহারা এই মতটী লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীয় জীবন্ত নিরাকার ঈশ্বরের কথা যেমন উজ্জ্বল ও সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন দেশে কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রান্তরে চৈতন্যস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা সকল বর্ণিত রহিয়াছে। আমরা এই অমূল্য সম্পত্তি ভক্তিভাজন পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঈশ্বর নহেন, যিনি সারাৎসার চৈতন্যময় প্রাণরূপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল স্থানে বসিয়া যিনি সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহারই কথা আমরা এই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি কোন কল্পনাসম্ভূত নির্গুণ ঈশ্বরের পূজা করিতেন? না, তাঁহারা প্রকৃতযোগে পরম বস্তু নিত্য পদার্থ জীবন্ত দেবতাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন গুণহীন অপদার্থ নহেন, কিন্তু যথার্থ জ্বলন্ত সত্য, সার বস্তু। যোগী তপস্বীরা পৃথিবীর সুখ সম্ভোগে বিরত হইয়া, ধন মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোগানন্দ উপভোগের জন্য যেরূপ কঠোর সাধন করিতেন তাহার প্রত্যক্ষ ভাব দর্শন কর। ইহা কি কেবল অলঙ্কারের কথা না তাঁহারা বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই সকল সাধকদিগের সমস্ত জীবনের যোগানুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর যিনি মনুষ্যের বন্ধু তাঁহাকেই আমরা দেখিতেছি। তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন না, মানবকুলের যিনি পিতা মাতা তাঁহাকে তাঁহারা পূজা করিতেন।

বর্ত্তমান কালের আধুনিক একেশ্বরবাদীগণ এক নিরাকার ব্রহ্মকে মান্য করেন, কিন্তু তাঁহাদের অর্থ এই যে ঈশ্বর অনমুভবনীয় অপরিজ্ঞেয়। এই মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাঁহাকে মূল শক্তি এবং চিরসুহৃদরূপে প্রত্যেকে জীবনে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু "ঈশ্বর জীবন্ত শক্তি" এই মতটী কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শান্তি পাওয়া যায় না। কারণ, মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র এ কথা স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত করে এবং তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতি অস্বীকার করে। যাহারা অস্বীকার করিতে চায় এ সম্বন্ধে তাহারা পুরাকালের ঘটনা পাঠ করুক। ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে অবতরণ করিয়া বহু দিনের ঘোর সংগ্রামের পর শেষ বর্ত্তমান অবস্থায় নীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভগ্নাবস্থা, জাতিভেদ প্রথা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্য ও পবিত্রতা উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ব্বে দেব দেবীর নিকট যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব উৎসর্গ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা শিক্ষা দিতেন, সেই সকল প্রীতি ও ভক্তির ভাব আমরা এখন নিরাকার ব্রহ্মে অর্পণ করিতেছি। হৃদয় তৃপ্তির জন্য কোন জড় দেবতার পূজা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহ এবং ভক্তির সরস ভাব

আছে। কেহ কেহ অস্ত্বোৎসাহ ও কাল্পনিক ভাবুকতার দোষ আমাদের উপর আরোপ করেন, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে এখানে মত্ততা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অভাব আছে; বরং তাহার আতিশয্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। সমস্ত বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও অদ্যকার দিনে আমরা এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে, নিরাকার ঈশ্বর আমাদের প্রিয় দেবতা; তাঁহার সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে বিশ্বাসী সাধকদিগের হৃদয় বিমুগ্ধ হয় এবং অপৌত্তলিক হইয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় প্রেমেতে পূজা করা যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটী মত সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর জীবন্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমরা দায়ী। এই তিনটী মত একের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে পরকাল ও জীবনের দায়িত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। একটী ক্ষুদ্র গুটিকার মধ্যে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে।

বিশ্বাস সম্বন্ধে এই রূপ বলিয়া অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তা বলিলেন, ব্রাহ্মদের যেরূপ উচ্চ এবং সরল হওয়া উচিত ছিল সেরূপ তাঁহারা নহেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ভারতের নানা স্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকেও ইহা আকর্ষণ করিয়াছে, খৃষ্টীয়ান, অবিশ্বাসী, জড়বাদী ব্যতীত যে সকল শিক্ষিত লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবল ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু শতাব্দী গত হইবে। কিন্তু আমরা এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন তাহা কে বলিতে পারে? রক্ষণশীল হওয়া কখন উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর হইতে হইবে; যদি আমরা ভয় এবং বাধা পাই হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান বন্ধুগণ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি নির্যাতিত হইতে হয় হইব, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন আমরা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইব। এ অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্ব্ব অহঙ্কার থাকাও উচিত নহে, কারণ আমাদের সমাজ এখন শিশু, অপরের নিকটে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। আমাদের যাহারা বিপক্ষ তাঁহারা গ্যামেলাইলের মত বলুন যে, "ব্রাহ্মদিগকে পৃথক্ থাকিতে দাও, ইহাদের কার্য্য যদি মনুষ্যের কার্য্য হয় তবে ইহা আপনি বিনষ্ট হইবে, কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরের হয় তবে কেহই ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।" খৃষ্টের শিষ্যদিগের নিকট পবিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন স্মরণ কর, ইহা কি সম্ভব নয় যে ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল্প আলোক ভারতের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন? আমরা কোন মনুষ্যের দ্বারা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ততা সেই খানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্ত্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ যে দিকেই গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইয়া থাকিব। সত্যই এক মাত্র আমাদের প্রার্থনীয়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ইহার পূর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় বা সেই প্রেমের পরিবার? যাহা আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম পৃথিবীকে দিব বলিয়া তাহা কোথায়? বিবাদ বিরোধে আমাদের সমাজ দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে। অনেক দোষ অপরাধ পাপ ক্রটি দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এখন সকলে অগ্রগামী হও। হিন্দু খৃষ্টীয়ান সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কার করিবার আমাদের কিছু নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যান সেই দিকে চল। চল সকলে সাহস ও আশার সহিত উন্মত্ত বীরের ন্যায় আমরা অগ্রসর হই। শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দান করিয়া জীবনকে সার্থক করি। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব, এক স্থানে স্থির থাকিব না। সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন যোদ্ধার ন্যায় সকলে রণসজ্জা কর, উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হও, সাহসী বীর পুরুষের ন্যায় প্রধাবিত হও পশ্চাদ্গামী হইও না। অপ্রতিহত বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও, প্রভূত উৎসাহ শিখা উত্থিত কর, জীবন্ত অগ্নির তেজে তেজস্বান্ হও এবং সেই অগ্নিকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, যুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হও। এমন আমি বলিতেছি না যে যাহা কিছু অভিব্যক্ত হইল তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি থাকিবে। আমাদের সমাজের লোক সংখ্যা অধিক নয় সেই জন্য অনেকে বলিতে পারেন ইহা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। হে ঈশ্বর! হে পিতা! তুমি জীবিত আছ, তোমার কার্য্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার সন্তানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে মহিমান্বিত হউক, যাহাতে আমরা মতভেদ সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি এমন প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার নিকটে এস। আমরা সকলে আপনাপন স্থানে এখন যাইতেছি এ সময়ে এই গৃহের মধ্যে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে থাক। এস পিতা! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইয়োরোপবাসী, ধনী, দরিদ্র, সকলকে তোমার আশ্রয়ে তোমার পরিবার মধ্যে একত্রিত কর। যে কোন স্থানে সেই নিকেতন হউক তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পূর্ণ বিশ্বাস ও আশার সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে হে নর

নারীগণ। আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিন্দুস্থানের ঈশ্বর এবং জগতের ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে সমর্পণ করি। তিনি চিরদিন তোমাদিগকে সুখে রক্ষা করুন।

বক্তৃতাটীর প্রকৃত ভাব এই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দ্বারা যে অতি যৎসামান্য প্রকাশিত হইল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। ইহার মধ্যে অসার কল্পনা কিম্বা কবিত্বের কথা কিছুই ছিল না। ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে যখন বক্তা আত্ম মত ব্যক্ত করিতেছিলেন এবং এক একবার ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন তখনকার গাম্ভীর্য্য ও জীবন্ত ভাব স্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন বিশ্বাসী মাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই সুগম্ভীর দৃশ্য ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর অতি অল্পই আছে। অনুমান দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ শ্রান্তি বোধ করেন নাই। অন্যান্য বারের বক্তৃতা সাধক কিম্বা ব্রাহ্মসাধারণের রুচিপ্রদ হয়, এবার সর্ব্বসাধারণের সন্তোষকর হইয়াছে। দুই এক জন খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথম ভাগটী ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস বিষয়ে সুন্দর উপদেশে পরিপূর্ণ, শেষ ভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। ইংরাজিতে ইহার সমুদায় ভাগ ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

১০ ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে নানা দিগেশীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীতে ব্রহ্মমন্দির পরিপূর্ণ হইলে ঊষার স্নিগ্ধ জ্যোতির ও শীতল সমীরণের সুমন্দ হিল্লোলের সহিত সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যদিও ইহা উৎসবের প্রাতঃকাল নহে, তথাপি উপা[illegible] সকমণ্ডলী পরিপূর্ণ ব্রহ্মমন্দিরের শোভা [illegible] উপাসনার সজীব ভাব অবলোকনে তৎকালে উৎসবের আনন্দ অনুভূত হইতেছিল। উপাসনান্তে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

শাস্ত্রালোচনাতে মনুষ্যের প্রবৃত্তি। ঋষিরা শাস্ত্রালোচনা করিতেন। শাস্ত্র গর্ভ নিহিত মহারত্ন উত্তোলন করিয়া সাধকগণ কণ্ঠের হার করিয়া রাখেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য ধর্ম্মমন্দির সকল প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রই ধর্ম্মের মূল। কতবিধ শাস্ত্র পৃথিবীতে। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, গ্রন্থ সাহেব, জেন্দ ইত্যাদি। ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য শাস্ত্রমধ্যে অনেক আদেশ রহিয়াছে, অতএব মনুষ্য শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া চলে। শাস্ত্রের মূল কি? শাস্ত্রকর্ত্তা ঈশ্বর, যে শাস্ত্র ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ না করে তাহা শাস্ত্রই নহে। শাস্ত্রের মূল এক ঈশ্বর। শাস্ত্রের প্রকার দুই, লিখিত এবং অলিখিত। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ করা। সুশাস্ত্র এবং সুসম্বাদ এক। যদি লিখিত সমুদয় কপচ; [illegible] করা যায়, [illegible] কোন্ বিশেষ শাস্ত্র অবলম্ব; কেবল দেখাইবার জন্য এই [illegible] প্রত্যেক শাস্ত্রেই যেমন এক দিকে [illegible] কর্ত্তব্য-য়াছে। অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া ব্রাহ্ম কি গ্রহণ করিতে পারেন? যাহা দ্বারা পবিত্র দেবতার পবিত্র ইচ্ছা অবগত হওয়া যায় তাহাই সুশাস্ত্র। কিন্তু কোন পুরাতন শাস্ত্র দ্বারা আমাদের সম্পর্কে মঙ্গলময়ের বর্ত্তমান ইচ্ছা কি তাহা জানা যায় না, সুতরাং পুরাতন শাস্ত্রের আলোক এখনকার সম্পর্কে যথেষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রায়ের অভ্রান্ত সুসম্বাদ লাভ করিলে মনুষ্যের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বর আছেন, এই বিষয়ে যদি অভ্রান্ত আলোক মনুষ্য হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তবে যে তাহার কি আনন্দ হয় তাহা বলা যায় না। সে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে দেবত্ব লাভ করে। একেত ঈশ্বর আছেন এই সুসম্বাদ, তার পরে তাঁর সঙ্গে মনুষ্যের সাক্ষাৎ হয়; ব্রহ্মদর্শন সম্পর্কে এই গভীরতর সম্বাদ। তার পর ঈশ্বর সাধকের অন্তঃকরণের গভীরতম নিলয়ে পৃথিবীর সম্পর্কে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাঁহার কি ইচ্ছা, যখন তাহা প্রকাশ করেন তখন সাধকের কত আহ্লাদ হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে ঈশ্বর যখন তাঁহার বিধি প্রচার করিবার জন্য মুশাকে আহ্বান করেন, তখন মুশা সম্মুখে অগ্নি দেখিয়া বলিলেন, প্রভো! আর যে অগ্রসর হইতে পারি না। পরে যখন মুশা গম্ভীর ধ্বনি পূর্ণ এই কথা শ্রবণ করিলেন, মুশা [illegible] অগ্রসর হও। সেই শব্দ শুনিয়া তিনি সেই উজ্জ্বল আলোকের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুশাকে ঈশ্বর যাহা বলিলেন, তাহা প্রস্তরে লিখিত আছে। তাহা

খোদিরের কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রস্তর নহে। পাঁচ ছয় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল ;—মিথ্যা কহিও না, দুরাচার করিও না ইত্যাদি। এখন পৃথিবী তদপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে ; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কি শেষ হইয়াছে ? প্রেমপরিবার গঠন করিতে হইবে, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল, তার পর ভক্তিভাবে উন্মত্ত হইতে হইবে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ হইল। এখন কি আর তিনি কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন না ? বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে কি তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই ? এখান হইতে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব হইতে বম্বে পর্য্যন্ত গমন কর, দেখিবে শুষ্কতা অভক্তির কীট ব্রাহ্মসমাজ পুষ্পকে আক্রমণ করিতেছে। ধন্যবাদ করি ঈশ্বরকে, এখনও ব্রাহ্মসমাজের মূল বিনষ্ট হয় নাই। পুস্তক পাঠ কর, কাঙ্গালকে অন্ন বস্ত্র দাও, সদনুষ্ঠান করিয়া দেখ সেই কীটকে দূর করিতে পার কি না। অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই কীটের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন ; কিন্তু কিছুতেই এই কীট হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না, বরং ইহার মৃত্যু হইতে আরও সহস্র কীট জন্ম গ্রহণ করে, যেমন শুনিয়াছি রাক্ষসের এক বিন্দু রক্ত হইতে সহস্র [illegible] হইয়াছিল। কিন্তু এঁদিগের চিত্তকেও ইহা আকর্ষণ করিতা ও খৃষ্টীয়ান, অবিশ্বাসী, [illegible] ভিন্ন তাহা কেহ দূর করিতে পারে না। সেই শাস্ত্র চাই যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বরের বশবর্ত্তী হইলে, হৃদয় প্রস্তরে সেই শাস্ত্র লিখিত হইবে। তাহারাই কেবল প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য, পদবীতে আরোহণ করিবে যাহারা ঈশ্বরের বর্ত্তমান অভিপ্রায় অবগত হইবে। অন্যেরা কেবল সেই অবস্থার উপযুক্ত হইবার জন্য শিক্ষা করিবে। আজ্ঞা কর প্রভো ! কিসে তোমার ইচ্ছা জানা যায়, এই বলিয়া যখন ঈশ্বর সন্তান কাতর প্রাণে তাঁহার দিকে তাকাইবে, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ উজ্জ্বল কিরণ তাহার অন্তরে প্রকাশিত হইবে। জ্যোতিঃ কোথায় ? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে। ঐ শুভ্র বস্ত্র, ঐ তেজোময় মুকুট আমরা পরিতে চাই। ঐ ইচ্ছা যখন অবতীর্ণ হয়, মনুষ্যের আত্মা অলৌকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে। সেই ইচ্ছার সৌরভে সাধকের মন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই ইচ্ছাই শুদ্ধ জ্যোতিঃ, তাহাই সার শাস্ত্র। অশব্দ ঈশ্বরের সেই অশব্দময় কথা, সেই গভীর ইচ্ছা কেমন করিয়া বুঝিব ? সেই অশব্দ শব্দ না শুনিয়া কে যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারে ? আমি বলিলাম ঐ জ্যোতির্ম্ময় মুকুট আমরা চাই। যাঁহারা ঐ মুকুট পরিয়াছেন, যাঁহাদের মস্তকে ঈশ্বরেচ্ছারূপ উজ্জ্বল পবিত্র কিরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা গভীর এবং অলৌকিক উপাসনার কল্লোলে পৃথিবীকে পুণ্যবতী করিতেছেন। আমি বলিলাম, আমরাও ঐ মুকুট চাই। অন্ধেরও ইচ্ছা হয় সূর্য্য দর্শন করে ; কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে ? অগ্রে লৌহাস্ত্রে এই দাম্ভিক মস্তক চূর্ণ হউক, আগে বিনয়ের কন্থা, এবং বৈরাগ্যের কম্বলে শরীর আচ্ছাদিত হউক, তবে সেই অভিপ্রায়ময় ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হইবে। যদি ইচ্ছাময়ের রাজ্যে গিয়া তাঁহার পবিত্র ইচ্ছা জানিতে পারি, তবেই জীবন সার্থক হইবে। এইত মুকুট পাইবার সময়। মূঢ়মতি সংসারাসক্ত মনুষ্যগণ ! দেখ দেখি, যাহারা ঈশ্বর প্রদত্ত ঐ মুকুট পরিয়াছে, সে সকল নর নারীদিগের হৃদয় কি সুন্দর ভাব ধারণ করিল। তাহারা ঐ চির নিরাপদ দুর্গমধ্যে যাইতেছে। ঈশ্বরসন্তান পৃথিবীর প্রেমের প্রত্যাশা করিলেন না, সংসারের ভালবাসা সংসারে পড়িয়া রহিল, ঈশ্বরের ভৃত্য ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। ধন্য ধন্য ঐ সকল জীবন যাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হইল !! ব্রাহ্মগণ ! ব্রাহ্মিকাগণ ! ঐ শুন ঈশ্বরের নাম লইয়া কতক গুলি লোক শব স্কন্ধে করিয়া যাইতেছে। (এই সময় শবস্কন্ধে এক দল লোক "লা লা লেলেল্লা মহম্মদ রসুলেল্লা" বলিতে বলিতে সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল) মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রভুর ইচ্ছা জানিতে চেষ্টা কর। তাঁহার ইচ্ছা পালন করিয়া যাহারা মরিয়াছে তাহারা ধন্য। ঈশ্বরের কৃপাতে তাহাদের নামের মধ্যে আমাদের নাম লিখাইয়া লই। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিয়া যাহারা প্রাণ দিয়া স্বর্গধামে গিয়াছে আমরাও তাহাদের অনুবর্ত্তী হই, ঈশ্বর এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

একাদশ ঘটিকার সময় উপাসনা ভঙ্গ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পরে অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মগণ একত্রিত হয়েন। এ বৎসর গায়কের সংখ্যা অধিক না থাকায় ভাল রূপ সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই। লোক সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় কম। উৎসাহ মত্ততা যেরূপ থাকা উচিত, তাহারও কিছু অভাব দৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার তত উপকার হয় নাই। ভক্তি প্রেম স্বাভাবিক এবং সতেজ না হইলে, নামগানে সমধিক উৎসাহ মত্ততা না জন্মিলে সংকীর্ত্তনে বাহির হওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা। আগামী বর্ষে এ বিষয়ে সকলে যেন সতর্ক হন এবং যাহাতে নগরবাসী লোকেরা নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কোন বিশেষ উপায় নির্দ্ধারণ করেন।

বেলা প্রায় পঞ্চম ঘটিকার সময় ব্রাহ্মগণ রাজপথে বহির্গত হন। বাহির হইবার পূর্ব্বে আচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা দ্বারা অন্যান্য অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছিল। প্রার্থনান্তে মৃদঙ্গ করতালের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরাভিমুখে সকলে গমন করেন। প্রথমে আমাদের আমেরিকাবাসী বন্ধু মেঃ ডাল্ কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক সমভিব্যাহারে অগ্রসর হন। উৎসাহী বালকবৃন্দ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নিশান হস্তে অগ্রে অগ্রে, পশ্চাতে সঙ্কীর্ত্তনেরদল। পবিত্র গম্ভীরভাবে নিম্নলিখিত সঙ্কীর্ত্তনটী গাইতে গাইতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকলে উপাসনা করেন।

কর সার ব্রহ্মপদ রে মন আমার, এই অসার ভবে, সে ধন বিনে সকলি যে অন্ধকার।

কি লোভে রয়েছ ভুলে হয়ে নিঃসম্বল, ভজ প্রাণারাম সচ্চিদানন্দে হবে জীবন সফল; লহ পুণ্য সঞ্চয় করে, যে কয় দিন থাক সংসারে, ডাক তাঁহারে; সেই শেষের দিনে, কি করিবে ভেবে দেখ একবার।

তবে ছাড় রে বিষয় বাসনা, ও মন আর বিলম্ব কর না; (দিনত ফুরাইল) হয়ে অনুরাগী প্রেমবৈরাগী, কর প্রেম সাধনা। দীনহীন কাঙ্গালীর বেশে, চল যাই তাঁর উদ্দেশে (কাঁদি গিয়ে চরণে লুটায়ে; (ক্রন্দন বিনা আর যে গতি নাই রে) বহিতে পারি নে আর, এ পাপজীবন ভার, সে শ্রীপদে সঁপি প্রাণ মনরে; (কেঁদে প্রাণ শীতল করি রে) (পাপীর ক্রন্দন মাত্র সম্বল রে) ব্যাকুল হৃদয়ে, করিলে ক্রন্দন, দূরে যাইবে দুঃখ যন্ত্রণা।

প্রেম ভক্তি উপহারে, আশাপূর্ণ অন্তরে, করিব তাঁর সাধনা। প্রেম পুণ্য শান্তি সুধা, দিবেন তিনি প্রাণভরে। সংসারবন্ধন, হবে তাহে মোচন, মিলে সাধুসঙ্গে দয়াময়ের করিব জয় ঘোষণা। (প্রেমে মত্ত হয়ে) প্রেমযোগে যোগী হব, আনন্দে মাতিব, (ভুলে থাকিব নারে, অসার সংসারে) দেখে হৃদয় মাঝে স্বর্গধাম পূরাইব বাসনা।

ধন্য দয়াময় দীনবন্ধু মহিমা হে তোমার।

মন্দিরে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হওয়ায় প্রথমে উপাসনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করিলে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বেদী গ্রহণপূর্ব্বক নামসঙ্কীর্ত্তন ও প্রকৃত ভক্তির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে একটী আখ্যায়িকা লেখা আছে। এক দিন চৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া ভক্তদিগের সঙ্গে হরি নাম গান করিতেছিলেন। নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া পড়িল, তিনি এক কালে অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার শরীর ধূলায় ধূষরিত হইল। সেই প্রেম কি সামান্য প্রেম? কখনও তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল, কখনও তাঁহার সমস্ত শরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল, কখনও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই স্থানে এক মহাপুরুষ উপস্থিত ছিলেন, তিনি চৈতন্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর এক ব্যক্তি দেখিল, ভূমিতে পড়িয়া যদি নৃত্য করা যায় লোকের নিকট সম্মান পাওয়া যায়। এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ তাহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সে বলিল তুমি চৈতন্যের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে, আমাকে কেন প্রহার করিতেছ? সেই মহাপুরুষ বলিলেন তুমি কপট, তোমার অন্তরে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, তুমি কেবল দেখাইবার জন্য এই কপট ব্যবহার করিতেছ। অতএব তোমার প্রবঞ্চনার শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক জগতের অনেক স্থানেই এই প্রকার কপট ব্যবহার দেখা যায়। চৈতন্যের অকৃত্রিম স্বাভাবিক ভক্তি। সেই প্রকার ভক্তিতে যদি হৃদয় উদ্বেলিত না হয়, অথচ যে ব্যক্তি বাহিরে, সে প্রকার ভাব দেখায়, নিশ্চয়ই সে নিন্দনীয় ব্যক্তি। চৈতন্য বলিতেন একবার হরি নাম গান কর, সকল পাপতাপ ধৌত হইয়া যাইবে। তিনি নিশ্চয় জানিতেন নাম এবং ঈশ্বর অভিন্ন, একবার ভক্তির সহিত যে ব্যক্তি সে নাম গ্রহণ করে, সে পরিত্রাণ পায়। এই জন্য নিঃসংশয়চিত্তে তিনি এই কথা বলিতেন। তাঁহার মুখে হরি নাম শ্রবণ মাত্র জগতের কত লোক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। তিনি ভক্তির সহিত সে নাম গ্রহণ করিতেন। ভক্তির সহিত প্রভুর নাম কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করিলে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েরই এই পরিত্রাণ লাভ হয়। বৃথা নাম উচ্চারণ করিলে নামাপরাধ হয়। নামের গুণে পরিত্রাণ পাইব এই বিশ্বাসে ঈশ্বরের নাম গান করিতে হইবে। এই যে আমরা নাম গান করিলাম, এই নাম উচ্চারণে আমরা পরিত্রাণ পাইব এই প্রকার বিশ্বাস চাই। যে বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করে সেও পরিত্রাণ পাইবে। অতএব সকলে সাবধান হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবেন। অনেকে বলেন এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমাদের মন পবিত্র হইল, ইহা ভক্তির কথা সন্দেহ নাই। মূলে যদি বিশ্বাস থাকে নাম শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই হৃদয় পবিত্র হইবে।

ধারে নাম গান করুন আর না করুন, নাম শ্রবণ মাত্রেই ভক্তের প্রেম উথলিয়া উঠিবে। সুমিষ্ট স্বর পরিত্রাণ দিতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরের সুমধুর নামই আমাদের পরিত্রাণের উপায়। বিশ্বাস ভক্তির সহিত সেই নাম গ্রহণ করিলেই আমরা মুক্তি পাইব। ভক্তির সহিত সেই মধুর নাম উচ্চারণ করিলে, ভক্তিভাবে সেই নামের সৌন্দর্য্যে ডুবিলে, মনুষ্য স্থির থাকিতে পারে না। সে নামের মধুরতা আস্বাদ করিলেই মন উন্মত্ত হয়। এই জন্যই জগতে কেবল হরি নাম বিস্তার করিবার জন্য চৈতন্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেন। ভক্ত বিশ্বাস করেন, একবার যদি এই মধুর নাম কাহাকেও বলিতে পারি জগতের লোক পরিত্রাণ পাইবে। সেই নাম বিস্তার করিবার জন্য আমরাও উন্মত্ত হইব। নামের এমন ক্ষমতা আছে যে ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলে তাহা মনকে উন্মত্ত করে। এইরূপে যদি নামের সাধনা করিতে পারি আমরাও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইব। নামে যদি আমাদের তেমনি ভক্তি না হয়, আমরা জগতের কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিব না। কেবল এই অবিশ্বাসী ভক্তিরসশূন্য জিহ্বা দ্বারা সেই পবিত্র নামের অগৌরব হইবে। অতএব বন্ধুগণ! সাবধান, অবিশ্বাস, অভক্তির সহিত এই নাম গান করিও না। বিন্দুমাত্রও যদি নামের মধুরতা আস্বাদ করি, তবে নাম গান করিতে পারি। এই জন্য সকলেরই নাম সাধন করিতে হইবে। যত ক্ষণ নামরসে মন মত্ত না হইবে, যত ক্ষণ নামের সৌন্দর্য্য প্রাণে নিমগ্ন না হইবে, ততক্ষণ ব্যাকুলতার সহিত এই পথ সাধন করিব, কিছুতেই বিরত হইব না। নামের মহিমা বুঝিলে জীবন কৃতার্থ হইবে। ঘোর মহাপাতকী আমরা, সেই মধুর দয়াময় নামে আমাদের কচি কৈ? আমরা পাপে অসাড় হইয়াছি, এক বার যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত দয়াময় নাম করিতে পারি পরিত্রাণ পাইব। এই নাম আমাদের জীবন মরণের সহায়। যখন মৃত্যুকাল আসিবে তখন কি বেদ বাইবেল, কোরাণ, ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ আমরা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব? যখন দেখিব পাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি তখন কি উপদেষ্টার উপদেশ শুনিলে অন্তরের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে? সেই বিপদের সময় নাম ভিন্ন আর গতি নাই। তখন সেই নাম যদি আমাদের সম্বল থাকে, আমাদের আর দুঃখ থাকিবে না। এক বার নাম ধরিয়া প্রভুকে ডাকিলাম, আর তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল। যদি নিজে এই নাম ভুলিয়া যাই, তখন বন্ধুগণ এই নাম বলিয়া দিলেও পরিত্রাণ পাইব। এই নামে আমরা পরিত্রাণ পাইব আবার ইহাতে ভারতবর্ষের সমুদয় লোক পরিত্রাণ পাইবে। এই নাম সামান্য বস্তু নহে, এই নাম অবহেলা করিও না। এই ব্রহ্মমন্দিরে দেখিয়াছি, ব্রহ্মনাম হইতেছে, কেহ অন্যমনস্ক হইলেন, কেহ নিদ্রিত হইলেন। কেন এই দুর্দ্দশা? নামে ভক্তি না হওয়াই ইহার কারণ। চৈতন্য বলিয়াছেন কেহ যদি আলস্যের সহিত ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করে, সে নামের অপমান করে। যদি নামে ভক্তি না থাকে অভক্তির সহিত সেই নাম শ্রবণ করিও না। যত প্রকার পাপ থাকুক না কেন, এক বার ভক্তির সহিত যে নাম গ্রহণ করিলে মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, সেই নামে অবহেলা করিও না। যতই ভক্তির সহিত এই নাম গ্রহণ করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে এই নামে কত মধুরতা। যদি অহৈতুকী ভক্তির সহিত এই নাম উচ্চারণ করিতে পার সকল পাপ তাপ চলিয়া যাইবে। এই নাম আমাদের জীবন মরণের একমাত্র সম্বল। দয়াময় নাম মহাপাপীর সম্বল। সেই নামের মধ্যে ঈশ্বর। নামেতে আর তাঁহাতে ভিন্নতা নাই। নামেতে বিশ্বাসী হই। নামরসে উন্মত্ত হইয়া, নামের মহিমা জগতের লোককে দেখাইয়া আমরা কৃতার্থ হই।

১১ই মাঘ সোমবার সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে নর নারীতে পুনরায় উপাসনালয় পরিপূর্ণ হইল। উৎসবের আনন্দে সকলের হৃদয় পুলকিত হইল। স্থির গম্ভীর উপাসকগণ উপবেশন করিলেন, দুই চারিটী সঙ্গীত হইল, পরে আচার্য্য মহাশয় এইরূপে উৎসব আরম্ভ করিলেন।

উদ্বোধন।

ঈশ্বরের প্রেমের উদ্যান খুলিল। সুপ্রভাত হইল। মনের ভ্রমর অনুরাগের সহিত বাহির হইল, প্রেম পীযূষ পানে ব্যাকুল, ব্যস্ত হইয়া বাহির হইল। যেখানে স্বর্গধাম উপলব্ধি করা যায়, যাহা দেব ঋষিদিগের স্থান, সে স্থানে আমরা পৃথিবীর লোক হইয়া উপস্থিত হইলাম। এমনি করিয়া আজ এই উদ্যানের মধু পান করিব যে মত্ত হইয়া যাইব। পাপ যাও, পাপ প্রবৃত্তি যাও, অদ্যকার দিন উৎসবের দিন, শুভদিন, সংসার বাসনা যাও, পৃথিবীর আমোদ প্রমোদের বাসনা যাও। ধর্ম্ম, এস। ব্রহ্মের চরণপদ্ম, নিকটে এস। ভক্তি, তুমি এস, প্রেম তুমি এস। এ পথে যেন আর কেহ না আসে। এ আমাদের দয়াময়ের রাজ্যের পথ। এখানে কেবল প্রেম সুধা পান করিবার জন্য আসিয়াছি। একটা দিন কি কেবল এই উদ্দেশে কাটান যায় না? উত্তপ্ত চক্ষু দুইটীকে শীতল করিতে হইবে। তপ্ত প্রাণের ভিতরে অমৃত ঢালিয়া দিতে হইবে। আমি গরিব, এত গুলি ক্ষুধিত ভিখারীকে (প্রবৃত্তিদিগকে) আমি কিরূপে আরাম দিব। আমার আর অন্ন

নাই, আমি দিব কি, যদি না দিই আমি নিষ্ঠুর হইব। আমি যদি ভোজন না করাই আমি মহা পাতকী হইব। সামান্য ধনের কাঙ্গাল ইঁহারা নহে। এই আমার শরীর, চক্ষু, কর্ণ ইঁহাদিগকে প্রেমরসে প্রেমান্নে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ! কোথায় তুমি? ধন্য তাঁহারা যাঁহারা তোমাকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন। তবে মন চল, ঐ যে দেখিতেছ একজন রাজা, তাঁহার কাছে চল। দেখ না তিনি হাত বাড়াইয়াছেন। ঐ দেখ সকলকে দিবার জন্য তিনি স্বর্গের সামগ্রী আনিয়াছেন। চল সকলে তাঁহার কাছে যাই। কাঙ্গালী পাপীদের জন্য এই উৎসব। অনেক পাপ অপরাধ করিয়াছ, আজ কি পুরাতন জড়তা ভাল দেখায়? আজ উদার সদাব্রত, বাছ বিচার নাই, প্রেমস্পৃহা সকলে এস। যত শুভ বাসনা সকলে চল। সকলে একত্র হইয়া ব্রহ্ম পাদপদ্মের দিকে চল। খুব আকুল অন্তরে প্রবেশ কর। দুঃখ থাকিবে না, দুঃখী সুখী হইবে, দুর্ব্বল সবল হইবে। যে চরণতলে ভক্তেরা যান, সেই স্থানে তোমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এক দিকে আমি এক দিকে, আজ তোমাকে বাঁধিব, তোমাকে বলি দিব, তোমার সর্ব্বনাশ করিব, তোমার পাপাসক্তি যাহাতে বিনাশ হয় তাহা করিব। যাহাতে তোমার চিরসুখ হয় তাহা করিব। আর যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও চলুন। ঐ শ্রীচরণপদ্ম বিকসিত হইয়াছে। যাই, এখনই যাই, প্রাণের উৎসব আবার বৎসরান্তে আসিয়াছেন। উৎসব আরম্ভ হউক। কাঙ্গাল দুঃখীকে তিনি বৎসরে বৎসরে এই ঘরে সুধা বিতরণ করেন। ধন্য তিনি কাঙ্গালশরণ! আমাদিগের সহায় হউন। অনুমতি হয়, আমরা উৎসব আরম্ভ করি। জয় দয়াল, অন্তরের দয়াল, হৃদয়ের দয়াল, বলিয়া আমরা উৎসব আরম্ভ করি।

আরাধনা।

হে পরমেশ্বর! সত্য, সত্যের সত্য পরম সত্য তুমি। সমস্ত বৎসর যাহা করিলাম, সকলকে প্রেম দিলাম, সকলই অসার। হে ঈশ্বর! তুমি আছ, নিশ্চয়ই আছ। আমার চারিদিক্ ঘেরিয়া আছ। এই যে নিঃশ্বাস ফেলিলাম, ইহা তোমা হইতে আসিল। তবে আমার বলিবার আর? কি রহিল। আমি যে জগতের লোককে বলিয়া বেড়াই, এই দেখ আমার ধর্ম্ম, আমার পুণ্য, তবে ত ইহা মিথ্যা কথা হইল। আমার কিছুই রহিল না। আমিও অপদার্থ হইয়া গেলাম। এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছিলাম সেটা কোথায় গেল? এই মাত্র শুনিলাম অদৃশ্য হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গেল। হায়! কিছুই রহিল না, একটা চিহ্নও রহিল না। অনন্ত আকাশ পড়িয়া রহিল, আমিও চলিলাম, আমিও অসারের ভিতর বিলীন হইয়া গেলাম। তুমি সকলের আধার হইয়া রহিলে। তুমি প্রাণস্বরূপ তুমি জীবনের জীবন।

জগদীশ্বর! এরূপ আবার কেন ব্যবহার কর? বৎসরকার দিন মনের ভিতর দুই একটা কলঙ্ক থাকি লই বা। পাপী আমি আমার প্রতি এমন করিয়া তীর ছুড়িতেছ কেন? যাইতে দেও, কোথায় যাইব, ঘর নাই, সহায় নাই, রাজা আশ্রয় দিতে পারেন না। বন্ধু রক্ষা করিতে পারেন না, পর্ব্বতের গহ্বর লুকাইয়া রাখিতে পারে না। ঐ দৃষ্টি শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়, আমার প্রত্যেক পাপকে কাটিতেছে। আমি যত্নে পাপ গোপন রাখি, কিন্তু তোমার ঐ চক্ষু তাহা দেখিয়া ফেলিল। আবার ও দিকে চলিলে? এবার আমি যাই, সকল তুমি দেখিলে, এই বুঝি সর্ব্বসাক্ষী চক্ষু, কপটতা এখানে থাকে না। দাও হে ঈশ্বর শাস্তি দেও। দেখ তোমার দৃষ্টির অগ্নিতে আমার মনকে ছাড়খার করিল। হে ঈশ্বর! সকলই তবে দেখিলে, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্য্যামী তুমি।

অনন্ত তুমি, এই আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছিলাম, আমার ঠাকুর কে কাড়িয়া লইয়া গেল। আকাশ বলিল আমার ভিতরে। আকাশে উড়িবে কে, সকল শাস্ত্র এই কথা বলিতেছে, অচিন্ত্য ঈশ্বরকে কেহ কখন পায় নাই। তবে কি আমরা পাইব না? এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন। এবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, চিন্তার কাছে বুঝি ধরা দিবে না। তুমি এত বড় রাজা, তুমি পর্ব্বত সাগর সকল তুচ্ছ করিয়া যাইতে পার, আমরা ছোট প্রজা, আমরা এখানেই থাকি। অচিন্ত্য অপার মহান্ তুমি।

আনন্দ অমৃত শান্তি তুমি। অচিন্ত্য ঈশ্বরকে পৃথিবী পায় না, এইত শুনিয়াছি। তবে আবার সুবাতাস বহিতে লাগিল কেন? আরামের ঢেউ উঠিতেছে কেন? ভক্তেরা নাচিতেছেন কেন? ভূতলে পড়িতেছেন আবার উঠিতেছেন কেন। স্বর্গে আনন্দের ব্যাপার এইরূপ। হে ঈশ্বর! যাঁহাকে দেখিয়া ভক্তেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, সেই দেবতা বুঝি তুমি। সেই বলিয়াছিলে, সন্তান! আমার কোলে বস তোমাকে সুধা দিব। সেই তুমি হৃদয় ভরিয়া সুখ দিবার জন্য বসিয়া আছ। সকল নর নারী মিলিত হইয়া তোমার পবিত্র সহবাসে বসিব। চিরকাল যে কাঁদে, তাকেও তুমি হাসাইতে পার। যে চিরদুঃখী ছিল, তোমার দৃষ্টিতে দেখি তাহার মুখের চারিদিকে আনন্দ ধারা পড়িতেছে। আর তোমার মুখেরত কথাই নাই। ভক্তেরা অনিমেষ নয়নে তোমার মুখের পানে তাকাইয়া আছেন। হে ঈশ্বর! আনন্দের সাগর হইলে কি এরূপ হইতে হয়! আমরা যদি তোমাকে বারম্বার না ছাড়িয়া যাইতাম, আমরা রাজার চেয়ে সুখী হইতাম। যে তোমার চরণ পরিত্যাগ করিয়া আমোদ করিতে পৃথিবীতে যাই, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ। চির জ্যোৎস্না

তোমার মুখে, এই সুখচন্দ্র অস্ত যায় না। হে ঈশ্বর! তোমার কথাগুলি অতি সুমিষ্ট। তুমি সুখের সাগর, তুমি ভক্তদিগকে আনন্দে ভাসাইয়া দেও। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্র উথলিয়া উঠে, তোমার প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবী ভাসে।

তোমার দয়ার সাগর হইতে এই পাপ দগ্ধ জগতে জল আসিয়াছে, আর পৃথিবীতে সুখের সাগর উথলিয়া পড়িয়াছে। সেই যে শুষ্কতা পৃথিবীতে ছিল, তোমার প্রেমে তাহা সরস হইয়াছে। কি সুখের সমাচার তুমি প্রেরণ করিলে! তুমি কি দুঃখীর বন্ধু হইয়াছ? কৃপাসিন্ধু তুমি, সকলে দয়াময় নামের উৎসব আরম্ভ করিল কেন? তুমি কি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত এই করিতেছ? হে ঈশ্বর! যাহারা তোমায় তাড়াইয়া দেয়, তুমি তাদের ঘরে কেন? তোমার শত্রু আমরা আমাদের কাছে কেন? পুণ্যাত্মাদের কাছে যাও তাঁরা তোমায় সমাদর করিবেন। দয়ার নদী প্রেমনদী! মহাশত্রুর বন্ধু তুমি। যে তোমার নামের অবমাননা না করিয়া জল গ্রহণ করে না তার কাছে কেন? তাই বুঝি তোমাকে বলে দয়ার সাগর। তুমি কেন উচ্চ সিংহাসনে থাক না? পাছে আমরা মরিয়া যাই, সেই কান্দিতে ছিলাম তাই বুঝি আসিয়াছ, বুঝি কান্না শুনিয়া থাকিতে পারিলে না। সন্তানের দুঃখ দেখিয়া কোন মতেই থাকিতে পার না, অনন্ত দয়ার প্রেমসিন্ধু তোমারি নাম।

তুমি অদ্বিতীয় রাজা, তোমারি নামের কোটি কোটি নিশান উড়িতেছে। তোমার স্তব স্তুতি নিনাদে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। কে আগে হৃদয়ফুল তোমার চরণে নিক্ষেপ করিবে এই বলিয়া সকলে দৌড়িতেছে। একবারে ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপাইয়া বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বায়ু বহিতে থাকে। সমুদায়ের উপরে তোমার রাজত্ব। পাপী তাপীদের অদ্বিতীয় সম্বল তুমি। দীন দুঃখিদিগের একমাত্র আশা ভরসা তুমি।

হে পুণ্যের আধার! তোমার কি সীমা নাই? এই পর্য্যন্ত তুমি চলিবে, আর চলিবে না? স্বর্গের পুণ্য পৃথিবীতে আনিলে কেন? ব্রাহ্মরাজ্যে সহস্র সহস্র সূর্য্যের উদয় হইল কেন? একবারে পুণ্যের সমুদ্র প্রেরণ করিলে কেন? তুমি যে স্বয়ং পুণ্য হইয়া অবতীর্ণ হইলে। তোমার চারিদিকে কোটি কোটি সূর্য্য হে জ্যোতিঃ! তোমার জ্যোতিঃ আমাদিগকে গ্রাস করিল কেন? কোথায় ছিলাম আসিলাম কোথায়! তুমি আসিতেছ এই বার্ত্তা শুনিয়া পাপ সকল আপনার আপনার স্থানে গিয়া লুকাইয়াছে। পুণ্য জলের কি ক্ষমতা! নিমেষের মধ্যে পাপ প্রক্ষালন করে। কৈ সে সকল পাপ প্রবৃত্তি যাহারা এত নির্যাতন করিত? এখন তাহারা পলায়ন করিল কেন? হৃদয়ে পুণ্য জ্যোতিঃ প্রবেশ করিতেছে। যে তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পরশে পবিত্রতা জন্মে সেই পবিত্র পুরুষ তুমি। হে ধর্ম্ম, হে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা! তোমার ভিতরে আছি, ইহা ভাবিলেও হৃদয় পবিত্র হয়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি, অন্ধের চক্ষু তুমি, মৃতপ্রায় ব্যক্তির জীবন তুমি, নিরাশের আশা তুমি, এই পাপভগ্ন মহাপাতকী পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা তুমি, তোমাকে নমস্কার!

ধ্যান।

এই পৃথিবীতে থাকিয়া কিছুই হয় না, এই নিম্নতম স্থানে থাকিলে সূর্য্যের উত্তাপ পাওয়া যায় না। অত্যন্ত শুদ্ধভাবে থাকিলেও এখানে ভক্তদিগের আরাম সম্ভোগ করা কঠিন। একটী সোপান আছে, এই সোপান অবলম্বন করিয়া যোগীরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া উর্দ্ধে সেই মন্দিরে চলিয়া যান যেখানে যোগেশ্বর বসিয়া আছেন। ইহার চারিদিকে ঘোরান্ধকার, নিবিড় ঘনতম অন্ধকার, ইহার ভিতরে আর কিছুই নাই। ইহার ভিতরে যোগী যোগাসনে বসেন। সেখানে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মকথা শ্রবণ, কেবল তাঁহার কার্য্য হয়। এ স্থানে স্পর্শ করিলে মন পবিত্র হয়। যোগের স্থান, ধ্যানের স্থান অতি পবিত্র। এখান হইতে মনে করিলে স্বর্গের সংবাদ আনিতে পারা যায়। এখানে বসিয়া সমুদায় পরলোকবাসী যোগী ঋষিদিগের ভাব পাওয়া যায়। পরলোক সমুদ্রের ঢেউ কি ভয়ানক! ঝপাস্ ঝপাস্ করিতেছে শুনা যায়। ব্রহ্ম এই স্থানে বসিতে বলিয়া গিয়াছেন তাই বসি, তিনি আসিবেন। জয় পরমেশ্বর, জয় পরমেশ্বর, জয় ভবকাণ্ডারী, জয় অন্তঃরাত্মা, জীবিতেশ্বর এই কথা বলিয়া তাঁহার ধ্যান করি। কৃপাময় পরমেশ্বর একবার দেখা দিন, তাঁহার শুদ্ধ সহবাসে রাখিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।

জগতের জন্য প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! প্রেমময় রাজা! সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর! অনেক দিক্ অন্ধকার রহিল। তুমি সেই যে সুন্দর করিয়া নর নারীর মুখ রচনা করিয়াছিলে আজ আর সেরূপ নাই। তাহারা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, তোমার শত্রু হইয়া কি হইয়া পড়িয়াছে দেখ। তুমি যাহাদিগকে সুখী করিয়া রাখিবে মনে করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে আজ দশ জন মরিল, আরো কত মরিতে প্রস্তুত তোমার নিকট এই সংবাদ আসিতেছে। লোকে তোমাকে মানে না, কবে তোমার সন্তানগণ সুখী হইবে? দুঃখের আগুন যে খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বর শুন, তোমার সন্তানগণ কাঁদিতেছে, নৌকা ডুবিতেছে। গৃহ পাপের অগ্নিতে পুড়িল। তুমি স্নেহ করিয়া তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছিলে সেই রত্ন দিয়া তাহারা পাপ কিনিল। সুপ্রভাত বুঝি হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। দুঃখের পৃথিবী বুঝি আবার সুখের পৃথিবী হইল, এমন পিতা দেখি নাই। কবে সকলে মিলিয়া

তোমার নামের জয়ধ্বনি করিব? কবে বাহিরে হৃদয়ের ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইব? জানি না কত বৎসর পরে কত সহস্র বৎসর পরে সমস্ত পৃথিবীতে তোমার সত্যের জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যের জয় হইবে। কবে সেই শুভদিন আসিবে? জগদীশ্বর! আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশা ওসাহস দেও। আশীর্ব্বাদ কর, পাপের মলিনতা দূর করিয়া দাও। প্রকাণ্ড পৃথিবী তোমাকে জানে না, তোমাকে চিনিতে পারে না, যদি তোমার দয়া অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ প্রেম প্রচার করে তবে ইহার দুঃখ ঘুচে। হে প্রাণারাম! যেন প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবার মধ্যে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুর্ব্বলকে সবল নিরাশকে আশা পূর্ণ দুঃখীকে সুখী করে, জগদীশ্বর তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

উপদেশ।

ভক্ত যিনি তিনি পদ্মপ্রিয়, তিনি পদ্মপ্রয়াসী, ফুলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প লাভ করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কোন্ পুষ্পের কথা বলিতেছি? পৃথিবীর ফুল নহে। ফুলের ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপদ্ম। সেই পাদপদ্মের লোভে লোভী হইয়া দিন দিন তাঁহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না ভক্ত ইহাই দেখেন। সেই উন্নতি কিসে? সেই লোভ বাড়িতেছে কি না তাহা জানিলেই সেই উন্নতি জানা যায়। ধর্ম একটী পুষ্পোদ্যান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ করিবেন ইহাই ভক্তের হৃদয়ের একমাত্র ইচ্ছা। এই উদ্যানের পুষ্পই তাঁহার বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমরের ন্যায় উড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই তিনি বসেন। কবিত্বের কথা বলিতেছি ক্ষমা করিবে। সেই ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া ঐ চরণপদ্মের উপর বসে, আবার উড়ে, আবার বসে। চরণপদ্ম কেন বলা হইল? বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে? যিনি নিরাকার, তাঁহার আবার চরণ কোথায়? চরণপদ্মের উপমা দেওয়া হইল, তবে মনের সঙ্গে তাহার যে সম্পর্ক তাহা কি বলিব না? মন যদি মধুপ্রিয় না হয় পদ্ম ফুটিলইবা, তাহার মধ্যে মধু রহিলই বা আমার কি? আমার ভ্রাতা ভগ্নীর কি? সম্পর্ক আছে, যেখানে পুষ্প সেখানে ভ্রমর আসিবেই। হয় বল সৌরভযুক্ত কিছুই নাই তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব; কিন্তু যদি ব্রহ্মের উদ্যান থাকে, আর যদি সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একটী পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লোভ না হইয়া থাকিতে পারে? মনোলোভা সেই পরমেশ্বরের পাদপদ্মের শোভা যদি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার বাগান খুলিয়া দিয়াছেন, সেই উদ্যানের পুষ্পের এমনি লাবণ্য যে তাহা দেখিলে আর অন্য দিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু যদি থাকে সেই সৌন্দর্য্য দেখ। ব্রাহ্ম তুমি সেই সুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কি না? যদি দেখিয়া থাক তবে তুমি সেই ফুল দেখিয়া মত্ত হও নাই এই অসার কথা মানিব না। হয় বল তোমার বাগানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উৎসবের দিন আরো বিস্তৃত হইয়া অতুল সৌন্দর্য্য এবং সুমধুর সৌরভ বিস্তার করিতেছে। নতুবা বল তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই! তোমাকে বিশ্বাস করি না, তাহা হইলে তোমার চক্ষুঃ এমন হইত না, তোমার চক্ষে শুষ্কতা থাকিত না। প্রসন্নতা তোমার চক্ষে নাই। আর একটী ভাই তুমি আমোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া আমারও আরাম হইল; তুমি ঐ ফুল দেখিয়াছ কি না তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, ঋষি ভাই, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্মফুল না দেখিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয় না। উদ্যানবাসী তুমি, আমি বুঝিলাম; কিন্তু ঐ ভাইটীর কথা তেমন বলিতে পারিলাম না। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে যান, অনেক প্রার্থনা, উপাসনা করেন; কিন্তু এখনও তাঁহার চক্ষু তেমন প্রফুল্ল হয় নাই। ঈশ্বরের রাজ্যে বেড়ান সহজ নহে। কথা কহিতে হবে না, একবার তিনি কাছে বসুন, সেই বাগানে স্থান পাইয়াছেন কি না তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বুঝা যাইবে। যে ভ্রমর ফুলের মধুপান করিতেছে তাহাকে টান দেখি, প্রাণ থাকিতে সে সেই পুষ্প ছাড়িয়া যাইবে না। কেবল কি পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ভ্রমরকে আকর্ষণ করে? না, ভ্রমরের আরো এক আকর্ষণ আছে; সে যে পুষ্পের মধুপান করে। ঐ মধুর লোভেই তাহাকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করে। ভোর হইতে না হইতে হাজার হাজার ভ্রমর বাহির হইল। কিসের জন্য? ঐ মধুপান করিবার জন্য। আমাদেরও আজ শুভ প্রাতঃকাল হইয়াছে, তবে বন্ধুগণ! তোমরাও তৃষিত, কাতর ভ্রমরের ন্যায় মধুলোভী হইয়া কি বাহির হইবে না? কোন্ ফুলে যাইব? ব্রহ্মের পাদপদ্মে। ব্রহ্মের চরণ তলে সৌন্দর্য্য আছে, শান্তিরস আছে এবং কোমলতা আছে, তবে সেই শ্রীপাদ পদ্মে প্রবেশ করিলে দর্শন হইল, রসাস্বাদ হইল, এবং স্পর্শসুখ হইল, তিনই হইল। শত দল পদ্ম কাহাকে বলে? তাহা স্পর্শে কি সুখ হয় না? ভাগবতে কি বলা হয় নাই, ব্রহ্মস্পর্শে ভক্তেরা সুখ লাভ করেন? স্পর্শমাত্র হর্ষ, স্পর্শেই পরিত্রাণ। স্পর্শেই হৃদয় নির্ম্মল হয়। সুখরস পান করিয়া যে ভ্রমর মোহিত, হাজার তাহাকে তাড়াও সে যায় না। মধুপানের লালসা প্রাণের ভয় অপেক্ষা অধিক হইল। মধু পানে তার প্রাণ মত্ত, লালায়িত। বলপূর্ব্বক তাহাকে তাড়াইয়া দাও আবার সে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানেই আসিবে। কেন? আর তার গতি নাই।

[illegible]া অনন্যগতি ব্রহ্ম-ভক্ত। সেই ব্রহ্ম পাদপদ্ম দলের ভিতরে ভক্ত গুপ্ত ভাবে থাকে, গুপ্ত ভাবে মধুপান করে, সংসার শত্রু! তুমিত তাহাকে দেখিতে পাইলে না। সেই ঈশ্বরের ক্ষুদ্র জীব কোথায় গেল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভ্রমর লুকাইয়াছে। হায় ঈশ্বর! কবে আমাদের সে দিন হইবে? কবে তোমার মধ্যে আমরা লুকাইয়া থাকিব? ওরে প্রাণ! বল্ তোর কি হবে? জীবনের বন্দোবস্ত হউক। আমাকে বল গোপনে তুমি সেখানে যাইবে কি না? পৃথিবী-পরায়ণ মন, বিষয় বাসনায় পূর্ণ রহিয়াছে যে মন তোমার কি গতি হইবে? ঈশ্বরকে আমাদের মন চায়, ব্রাহ্মেরাও তাঁহাকে চান; কিন্তু নৈবেদ্য আগে তাঁহাকে দেন না। আগে তাঁহারা অন্য দেবতার পূজা করেন। ব্রাহ্ম! তোমার গৌরবের কথা বলিলাম কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করি নাই। তুমি উৎসবে আসিয়াছ ইহা আনন্দের বিষয়; কিন্তু তোমার সঙ্গে পাঁচটী কি লুকাইয়া রাখিয়াছ? আগে ব্রহ্মপূজা। যিনি স্বর্গের সুধাপান করিবেন তিনি আগে এই কথা বলিবেন, "হে ঈশ্বর! তোমাকে আমি সর্ব্বাগ্রে ভাল বাসিব; তোমার জন্য আমার প্রাণ লালায়িত" ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার মন এইরূপে একান্ত অনুরক্ত হইল তাঁহারই জন্য স্বর্গের দ্বার খুলিল, অন্যের জন্য খুলে না। নির্ব্বোধ মন, জ্ঞানী ভ্রমরের নিকট শিক্ষা কর, ভ্রমর দলের ভিতর লুকাইল। অন্য ভ্রমর তাহার কাছে আসিলে তাহাকে সে, বলে বাড়ীতে খবর দেও, আমার আর ফিরিবার উপায় নাই। ফুলের সৌন্দর্য্য এবং রসসাগরে এমনি মগ্ন হইয়াছি যে আমার হাত পা বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর আমার উড়িবার ক্ষমতা নাই। বাড়ী যাও সংবাদ বল। জ্ঞানী ভ্রমর! তুমি যাহা বলিলে ব্রাহ্ম তাহা বলিতে পারিল না। তুমি যেমন কোমল দলে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলে ব্রাহ্মসমাজ এখনও তেমন আরাম স্থল পাইল না। যদি পৃথিবীতে কখনও ব্রহ্মপিপাসু লোক আসে, ভ্রমর! তোমার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিব। ব্রাহ্ম! আমার কথায় তোমার কিছু হবে না, আমার কথায় তোমার জ্ঞান, চৈতন্য হবে না। এখনও তোমার কার্য্যের লোভ, টাকা কড়ির লোভ আছে। প্রভুত্ব লাভের অনেক অবশিষ্ট আছে। তুমি ভ্রমরের ন্যায় নহ, পৃথিবীর ব্রাহ্ম তুমি, পৃথিবীতে তোমার বাড়ী, একান্তই পৃথিবীতে তুমি ফিরিয়া যাইবে। এত গুলি ব্রাহ্মের ভিতরে তবে কি একটীও যোগী ব্রাহ্ম নাই? দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি পরলোকবাসী যোগী সন্ন্যাসী বৈরাগী উদাসী, তোমরা এখন কোথায়? তোমরা যে এই উদ্যানবাসী। এক স্বর্গ আমি জানি তার নাম বাগান, ইহাই আমার স্বর্গ, ইহাই আমার ব্রাহ্ম ভ্রাতার স্বর্গ, ইহাই আমার ব্রাহ্মিকা ভগিনীর স্বর্গ। এই স্বর্গেই সেই পরলোকবাসী মহাত্মারা আছেন। ব্রহ্ম পাদপদ্মে লুকাইয়া আছেন। নিশ্চয় এখানেই আছেন, ঐ ফুলের সৌরভের ভিতরে লুকাইয়া আছেন। কোথায় তোমরা সেই তপস্বী সন্ন্যাসী সেই যে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করিতে, স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পৃথিবীর মুখ দেখিতে না পাছে যোগ ভঙ্গ হয়, পাছে সেই সুখের বিলাস জাল তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে? গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে এবং বর্ষার অজস্র বারি ধারাতে তোমাদের ধ্যানভঙ্গ হইত না তোমরাও এই স্থানে আছ। প্রচারকগণ! তোমরাইবা কোথায় গেলে? সেই যে কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছ, অগ্নি সমুদয় শরীর দগ্ধ করিল কিন্তু তোমাদের চক্ষু কাঁদিল না। হাসিতে হাসিতে স্বর্গে চলিয়া গেলে। কোথায় রহিলে আজ তোমরা এই যে এখানেই তোমাদের গতি? পৃথিবীতে এতকাল খাইতে পাও নাই, পরিতে পাও নাই, কিন্তু এত কষ্টের পর ব্রহ্ম পবিত্রতার মুকুট তোমাদের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। যত যোগী ভাই, যত তপস্বী ভাই, সকলেই এই স্থানে আছেন। এত বড় পাপী আমি এমন মহাত্মাদিগকে আমার ভাই বলিলাম? পাপীর ভাই বলিলামই বা! আমাদের যোগী ঋষি ভাই সেই ভক্তেরা, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সব ঐ খানে। সন্ন্যাসী ভাইগণ! পৃথিবীতে দুঃখ তোমরা পরিধান করিতে, দুঃখ তোমরা আহার করিতে, কিন্তু দেখ, এই উদ্যানে আসিয়া তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই উদ্যানে দেখ সকলকেই পাওয়া যায়। শুদ্ধ আমাদের দেশে নহে, সকল দেশের সাধুরাই এখানে বাস করিতেছেন; এই একটী পদ্মফুল ইহাকে যদি হৃদয়ে রাখিতে পার সকল দেশের মহাত্মাদিগকে ইহার মধ্যে পাইবে। এমন কবি নাই, চিত্রকর নাই, যে ইহার রূপ গুণ বর্ণনা করে, ইহার সৌন্দর্য্য চিত্র করে। সকলেই ইহার মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের লোক আর আসিল না। দূর হইতে তাহারা দেখে আর পলাইয়া যায়। ঢের কায তাহাদের হাতে! তারা পরের পরোপকার করে, অনেক সদনুষ্ঠান করে; কিন্তু পাছে মত্ত হইয়া যায় এই ভয়ে ঐ পদ্মের মধু পান করে না। দূর হউক এমন ধর্ম্ম, দূর হউক এমন পরিশ্রম, দূর হউক এমন পরোপকার যাহা ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করে। শুন জ্ঞানবান ভাই! মৃত্যু শয্যাকে যদি কণ্টকময় করিতে না চাও তবে এই পদ্ম ভিন্ন আর গতি নাই ইহা জানিয়া ইহার মধ্যে লুকাইয়া থাক। যদি বাঁচিতে চাও, বাহিরের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। যে ভ্রমর মধুপান করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে সে গুন্ গুন্ করে না। সেইরূপ যে ভক্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে গুপ্তভাবে মধু পান করে সংসার কোলাহল তাহার অনেক দূরে। ভক্ত প্রমত্ত হইয়া সেখানে বসিলেন, সংসার তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। আসিবে না ভ্রমর? তবে সৃষ্টি কেন? এত আয়োজন কেন?

চন্দ্র সূর্য্য কেন? এত কাল নদ নদী চলিল কেন? ব্রাহ্ম-সমাজ কেন? নর নারী একত্র হইল কেন? উৎসব হইল কেন? যদি পদ্ম দেখিয়া বিমোহিত না হইবে। ঈশ্বর আছেন দয়া করিবেন। যাহারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের আমরা চাই না। দুই চারি জন যাঁহারা পদ্ম ফুলের ভিতরে আসিয়া বসিবেন তাঁহারা আসুন। এই কাযের ব্যস্ততা না শেষ হইলে বুঝিতেছি কেহই আসিবে না। কত দূর ভাই, কত দূর ভগিনী, পনর বৎসর বাহির হইয়াছেন, দৌড়িতেছেন না কেন? পদ্ম ফুলের যাত্রী যাহারা তাহারা কি অন্য ফুলে ভুলিল? কতকগুলি ফুল পথে আছে, তাহাদের রূপ আছে, কিন্তু মাধুর্য নাই; যাত্রীরা কি সেই ফুলে ভুলিল? তাহারা কি এই স্থানে আসিবে না? তাহাদের প্রাণের মধ্যে বাসনা আছে বড় লোক হয়, প্রভু হয়, নইলে তাহারা ব্রহ্মপাদপদ্ম ভুলিয়া থাকিবে কেন? বড় বড় যোগী ঋষিরা এখানে মত্ত হইয়া রহিলেন; কিন্তু ঐ বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মেরা এ দিকে আসিল না। তাহাদের ইচ্ছা, পৃথিবীতে তাহারা প্রভু হয় আর কতকগুলি লোক তাহাদের শিষ্য হয়। পরিবার মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করে, পারিবারিক সুখ ভোগ করে, এই আশা তাহাদের মনে আছে তাই তাহারা ঈশ্বরের পাদপদ্মের দিকে ফিরে না। ব্রাহ্মগণ! যদি পদ্ম পত্রের অরণ্যের মধ্যে গিয়া বসিতে পার বাঁচিবে। কাহারও কুমন্ত্রণা শুন না। ঐ এক গুরু আছেন পদ্মগুরু। ঐ চরণ তলে পড়িয়া থাক কত নূতন সৌন্দর্য্য দেখিবে। চারিদিকে কার্য্যের ব্যস্ততা, তোমারা সেই ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া এখন আহার কর, শয়ন কর ঐ পদ্মে। ঐ দেখ পিছনেসংসার ডাকিতেছে, ঐ ধ্যান ভক্তির কুলক্ষণ টাকা কড়ির কথা আসিতেছে। সংসারের কি দগ্ধ হৃদয়! আবার বিষপূর্ণ পাত্র মুখের ভিতর ঢালিবে। যদি এই পাদপদ্ম তলে আসিয়াছ, তবে বস না? সেই সুচতুর ভ্রমরকে কত টানিল সে তবু আসিল না। আমি যাব কেন? কুপ্রবৃত্তি তোমার কথায় ভুলিব না। এক একবার ব্রাহ্ম মধুপান করে, আবার সংসারে মাতিতে যায়। ওরে ব্রাহ্ম! তোমার কি গতি হইবে? যাদের প্রাণ সংসারে গিয়ে গিয়ে সুখী হইতে পারে না, শরীর যাদের ক্ষীণ, দুর্ব্বল, তাহাদের গতি কর হে ঈশ্বর! করিবেন গতি, তারই জন্য পদ্ম ফুল। এই ফুলেই সমস্ত জগতের গতি। শত সহস্র বৎসর পরে যত যোগী ঋষি হইবেন, তাঁহারাও এখানে আসিবেন। ভক্তিঘাট হইতে এক খানি দুখানি করিয়া নৌকা খুলিয়া সকল সাধুরা এখানে আসিবেন। ভক্তেরা নৌকা খুলিলেন, আর আনন্দ বাদ্য বাজিল, সেই বাদ্যে পৃথিবীর কোলাহল ডুবিয়া গেল। ভক্তেরা চলিয়া গেলেন, দুষ্ট সংসার তাঁহাদিগকে আর জব্দ করিতে পারিল না। ভক্ত যোগী যেখানে যাবার সেখানে গেলেন। ব্রাহ্মগণ! তোমাদের নৌকা কবে ছাড়িবে বল? ওপারে যাবে তবে ভক্ত যোগী ঋষিদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর উত্তর পাইবে। দয়াল আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিয়া আমাদের শান্তি হউক!

প্রার্থনা।

হে দয়ার সাগর পরম পিতা! এই যে দগ্ধ বক্ষ দেখিতেছ ইহাতে একটী দাগ আছে, এই দাগের সঙ্গে যেন তোমার চরণপদ্মের দাগের মিলন হয়। তোমার ঐ চরণপদ্ম যদি এখানে বসে, আঃ! বলিয়া প্রাণ জুড়াইব। তোমার পাদপদ্ম নিরাকার, আমার হৃদয়ও নিরাকার, তথাপি আমার হৃদয় তোমার ঐ পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া স্বর্গে যাইবে। অমুক মানুষ স্বর্গে গেল এই বিজ্ঞাপন পৃথিবীতে যাইবে। আমি লোভী, পৃথিবীর ধনের জন্য নয়, তোমার চরণপদ্মের জন্য। তোমার চরণপদ্মের যে গুণ শুনিলাম, তাহাতে কাহার না লোভ হয়? গরিব কাঙ্গাল অনেক প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, এখন ঐ চরণপদ্মে স্থান দাও। যদি ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া প্রতিকূল হইয়া শত্রুতা করিয়া তোমার কথা না শুনেন তবে কার্য্যবিহীন মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারিবে কেন? এই এক নিষ্ঠুরতা, সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। বুকের মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, তোমার কথা কহিতে পারিব না। ভিতরে ধাক্কা দিয়া উঠিতেছে কত সুন্দর কথা; কিন্তু বলিতে পারিব না, এ অত্যন্ত ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। সব কর্ণ শ্রান্ত হইয়া গেল, তোমার কথা আর তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা বলে জ্ঞানবানের কাছে এ সকল কথা বলিও না, ছেলেদের কাছে বল, এই কথা বলিয়া লোক গুল চলে যায়। কায করিতে দিবে না। তোমার কথা বলা কি অপরাধ? তোমার কথা না বলিয়া এমন চমৎকার কথা কোথায় হইতে আনিব যাহাতে সংসারের লোকদিগের মন তুষ্ট হইবে? আর সংসারের কথা সমস্ত দিন বলিবই বা কেমন করিয়া? তুমি যখন মুখে আসিয়া অবতীর্ণ হও, তখনই ভক্ত তোমার কথা বলে। মন যদি তোমাকে ভালবাসে, মুখ তোমার কথা বলিবেই বলিবে। তুমিইত তোমার কথা বলাও। কেহ কি তোমার গুণ গান করিতে পারেন তুমি না বল দিলে? ধন মানের গুণ গান করে এমন অনেক লোক আছে, দুই পাঁচটা লোক যদি সমস্ত জীবন দিয়া তোমার ধনের কথা বলে তাতে ক্ষতি কি? পাঁচটা লোককেও তারা তোমার কথা বলিতে দিবে না। হে ঈশ্বর! তুমি ধমক দিয়া জগতকে বল এমন কথা যেন আর না বলে। এমন কথা চাপা দিলে কি হবে? তবে কি মনের ভিতর যাব? সজনে সাধন হয় না, এই বলিয়া কি তবে নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব? তবে কি একা আপনার কুটীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিব? একটা লোক তাঁহাদের

উপরে নয়, তাঁহাদের চরণে এই জন্য থাকিতে চায় যে তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনাইবে, তাহাতে কি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না? যার স্থান তাঁদের পদতলে, সেই স্থান সে না পাইলে যে তাহার মৃত্যু। এত লোক দেশ দেশান্তর হইতে আসিলেন, এত দুঃখী পুরুষ, এত দুঃখিনী মেয়ে, এবার কি ইহাঁরা ভক্তিতে প্রেমেতে আর্দ্র হইবেন না? ইহাঁদের চক্ষু তোমাকে দেখুক, কেবলই ঐ শ্রীমুখ দেখুক, তোমার চরণপদ্মের ভিতরে, ঐ সুখের সমুদ্রের ভিতরে ইহাঁদের স্থান হউক। আরও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও ঐ পাদপদ্মের ভিতরে আসিয়া আরাম লাভ করুন। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, উৎসবের দিন কাঙ্গাল গরিবেরা ব্রহ্ম পাদপদ্মে স্থান পাউক, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

শান্তিবাচনের পর

হে দীনসখা! কি শুনিলাম, কি আশ্চর্য্য কথা, তোমার নিজের শ্রীমুখের কথা। আর কিছু চাও না, কেবল তোমার সন্তান তোমাকে একবার ডাকুক এই তুমি চাও। কে কখন তোমাকে ডাকে শুনিবার জন্য তুমি দিবা নিশি জেগে আছ। তুমি এমনি করে আপন মুখে বলেদাও। ভালবাসাটা কি সামগ্রী! তোমার ভালবাসার কাছে গেলে ভক্ত মূর্চ্ছিত হন। একবার ডাকিলে তুমি কাছে এস, এ কথা কত বার পরীক্ষা করিয়াছি, দুষ্ট মন তবু মানে না। একটু বিপত্তির মধ্যে পড়িলে সে তোমার নামে অবিশ্বাস করে। আমাদের দুষ্ট কুটিল মন তোমার দোষ দেয়। এই অবিশ্বাসী নিরাশ মনকে কুটিলতা হইতে রক্ষা কর। এইত দেখা দিলে উৎসবের দিনে। এখনত উৎসবের জল শুকায় নাই, প্রেমনদী শুকায় নাই। এই বুঝি সকল পাপীদের মন সিঞ্চন করিলে। অনুতপ্ত হৃদয় কাঁদিলে হু হু করিয়া জল বাড়িয়া যায়। এবার আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রস্ফুটিত পাদপদ্মের ভিতরে চিরকাল বাস করি। কঠোর নাস্তিক পাষণ্ড চক্ষুকে বলিব, আগে জল ফেল, যাই জল পড়ে, অমনি পদ্ম ফুল ফুটে কেন? একবার যাই বলে আমি গরিব কাঙ্গাল অমনি ফুল ফুটে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে—।" ইহা তোমারই মুখের কথা, যথার্থ কথা। এই ফুল যখন দেখাইলে আর অন্য ফুলের প্রয়াস রাখা হবে না। সকলকে বলিব ফুল দেখতে কে যাবি আয়। হে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ কর আজ যাহা শিখাইলে তাহা সাধন করি। এমনি করে তোমার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকি। তোমার পবিত্র পাদপদ্ম আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় সরস রাখিব, আরামে সুখে দিন যাপন করিব। হে দীনবন্ধু কাঙ্গালশরণ! উৎসবের রাজা, আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপ্ত হইলে আহার পানার্থ সকলে কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কতকগুলি সাধক সমস্ত সময় মন্দিরেই উপস্থিত ছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মিকা ও হিন্দুমহিলাগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর হিন্দু পরিবারস্থ ভদ্র বিশেষতঃ বৃদ্ধা স্ত্রীগণের এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ সন্দর্শন করিয়া আমরা বড় আহ্লাদিত হই। বাহ্য আমোদবিহীন ব্রহ্মোৎসবে স্বদেশীয় সাধারণ জনগণের ঈদৃশ উৎসাহ ইহা মঙ্গলের চিহ্ন সন্দেহ নাই। উৎসবের উপাসনা, সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা, অনেকের হৃদয়ে শান্তি দান করে। বৎসরের মধ্যে একটী দিন প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনে অতিবাহিত করা দুঃখী মানবাত্মার পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের অবস্থা। পুনরায় বেলা একটার সময় কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন "ফকির বায়জিদ্" নামক এক জন মুসলমান সাধকের জীবনচরিত পাঠ করেন। ইহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এ প্রকার উন্নত জীবনের কথা আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি; ইহা পাঠে কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহাতে অনেক সার কথা এবং গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ আছে। গিরিশ বাবু মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুজীবনের প্রতি আমাদিগের দিন দিন যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন। এই ফকিরের জীবনের আদ্যপান্ত সুমিষ্ট এবং জ্ঞানগর্ভ কথায় পরিপূর্ণ। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা পাঠে আমরা বিশেষ উপকার ও প্রীতি লাভ করিয়াছি। গিরিশ বাবুর পাঠ সাঙ্গ হইলে শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় নিম্ন লিখিত বিষয়টী পাঠ করেন। ইহা ব্যতীত যোগ বৈরাগ্য সম্বন্ধে তিনি মুখেও অনেক বলিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

যোগবৈরাগ্য।

গত বর্ষে যোগের সাধনোপায়গুলি সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, যোগের এই ত্রিবিধ প্রকার প্রদর্শন করা হইয়াছে। এ বার এ দেশে যোগানুষ্ঠানে কি প্রণালী অবলম্বিত হইত, এবং যোগের প্রধানোপায় বৈরাগ্যই বা কি ভাবে অনুসৃত হইত তদ্বিষয় বলিবার জন্য ভার হইয়াছে। গত বর্ষ যখন যোগ ও বৈরাগ্য সাধনে অতিবাহিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে উহার স্রোত চলিতে থাকিবে বিলক্ষণ আশা আছে, তখন বৈরাগ্যানুরক্ত যোগ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি প্রণালীতে কি উদ্দেশে যোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিতেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজন। সত্য বটে আমরা পুস্তকে যাহা পাঠ করি তাহা অবলম্বন করি না, কিন্তু যত দিন যাইতেছে, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে আমাদিগের যোগপরায়ণ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গে আমাদিগের আত্মার দিন দিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া আসিতেছে; তাঁহাদিগের আত্মার মূল ও স্থায়ী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমাদিগের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সম্মিলন হইতেছে। এমন কি তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত প্রণালী পর্য্যন্ত এ কালের উপযোগিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অনুষ্ঠিত প্রণালী সহ স্বজাতিত্ব প্রকাশ করিতেছে। এমত স্থলে প্রাচীন যোগ বৈরাগ্যের বিষয় সমালোচনা করা কে বৃথা সময় অপহরণ মনে করিবেন? বোধ হয় এতদপেক্ষা আর অন্য প্রকারে এ সময় টুকুর যথাযোগ্য ব্যবহার হইতে পারে না।

বিষয়টী অতি বিস্তৃত। এতৎ সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তত্ত্বালোচনা করিতে হইলে অধিক সময়ের প্রয়োজন। না আমি বিষয়টী সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিবার উপযোগী সময় পাইয়াছি, না আমাদের এ স্থলে তেমন সময় আছে যে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সকল বিস্তারিতরূপ সমালোচিত হইতে পারে। সুতরাং উহার স্থূল জ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে যত দূর অনুসন্ধান আবশ্যক বর্ত্তমানে কেবল তাহাই অনুসৃত হইতেছে।

চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগ পূর্ব্ববারে উল্লিখিত হইয়াছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য এ দুই চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায়। চিত্তকে বৃত্তি শূন্য করিয়া যাহাতে উহাকে প্রশান্তভাবে অবস্থিত করান যাইতে পারে তদ্বিষয়ের যত্নকে অভ্যাস বলে। চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল। উহা বাল্যকাল হইতে যে সকল সংস্কার সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে, যে বিষয়ের সঙ্গে যেরূপ ভাবযোগে নিবদ্ধ হইয়াছে, স্বভাবতঃ উহা তাহারই অনুসরণ করে। এই সংস্কার এবং ভাবযোগ বিলুপ্ত করিয়া এক ঈশ্বরে চিত্তকে প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করান যোগের উদ্দেশ্য। সুতরাং যোগে যত্নই সর্ব্ব প্রধানোপায়। বিষয়বিতৃষ্ণা না হইলে পূর্ব্ব সংস্কার ও ভাবযোগ কখন বিলুপ্ত হয় না, এজন্য এই যত্নের মূলে বৈরাগ্যকে স্থিরতর ভূমি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

> "জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যং,
> এতস্যৈব নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি।"

জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য বিনা কৈবল্য হইতে পারে না। ফলতঃ মূল বিষয় ধরিতে গেলে বৈরাগ্যই ধর্ম্মের আরম্ভ। যাহার মন বিষয়ে নিতান্ত আসক্ত, সে কখন ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে বিষয়ের অযথা উপভোগ নিবারণ করিবে। অনেকে মনে করিতে পারেন অনুরাগের পথে আরম্ভে বৈরাগ্যের প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাতে মন ঈশ্বরের নামগুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বতই তাঁহাতে নিবিষ্ট হয়; পরে ঈশ্বরের প্রতি যত অনুরাগ প্রগাঢ় হইতে থাকে, ততই অনুপযুক্ত বিষয় ভোগ হইতে আত্মার প্রতিনিবৃত্তি হয়। সুতরাং অনুরাগের পথে বৈরাগ্য প্রারম্ভে নয়, বৈরাগ্য পরিশেষে।

> "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।"

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গে প্রায় মঙ্গলের জন্য হয় না এই প্রাচীন বাক্য তাঁহারা প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহারা একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন, এ জ্ঞান ও বৈরাগ্য জ্ঞানবৈরাগ্যের প্রকার ভেদ মাত্র, সর্ব্বথা জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তিমার্গে

পরিত্যাজ্য ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। যাহার মন সংসারে আবদ্ধ, সে কি প্রকারে চিত্তকে ঈশ্বরের দিকে উত্থিত করিবে? সংসার বিমূঢ় চিত্তের এমন সময় নাই; প্রবৃত্তি নাই যে দুদণ্ড গভীর বিষয়ের অনুধ্যানে নিমগ্ন হয়। এই জন্য ঐ শ্লোকের কিছু দূর পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

নির্ব্বেদ হয় নাই অথচ অতিশয় আসক্ত নয় তাহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। এ স্থলে অতিশয় আসক্তি না থাকা বলাতে অতি প্রথমেও বৈরাগ্যের বীজ স্বীকার করা হইয়াছে। শাস্ত্রে দীক্ষাধিকারী শিষ্যের যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বে সংযতেন্দ্রিয় অনাসক্ত চিত্ত হওয়া প্রয়োজন স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। শুক যখন জনকের নিকট সংশয় নিরসনের জন্য গমন করিয়াছিলেন তখন দুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা কি না তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পরিক্ষীত হইয়াছিলেন। এই রূপ পরীক্ষার উদ্দেশেই গুরু শিষ্যের এক বৎসর একত্র সহবাস শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ফলতঃ আমরা যে দিক্ দিয়া দেখি না কেন অনাসক্তি ধর্ম্মের মূল, এবং উহাই বৈরাগ্যের প্রারম্ভ। পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তিমার্গে প্রেমোদয় জন্য যে প্রণালী অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে বৈরাগ্য কত দূর প্রধান।

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গ মাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতং॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায় মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্য মনিকেততাং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥
শ্রদ্ধা ভাগবতে শাস্ত্রে, অনিন্দ্যামন্যত্র চাপিহি।
মনোবাক্‌কর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥
শ্রবণং কীর্ত্তন ধ্যানং হরে রদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং॥

*　　*　　*

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকং তনুং।
কচিক্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্ব্বৃতাঃ॥"

অভ্যাস ও বৈরাগ্য যোগের প্রধান উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইল। এই উপায়দ্বয় সংসিদ্ধ করিবার জন্য যোগ শাস্ত্রে যত কিছু উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। অভ্যাস বৈরাগ্য ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান তৃতীয় উপায়। সমুদায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়া পরমগুরু ঈশ্বরে সমর্পণ অথবা তাহার ফলাভিলাষ শূন্য হওয়া ঈশ্বর প্রণিধান। সমুদায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ অথবা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ইহার মধ্যেও বৈরাগ্য অবস্থিতি করিতেছে। অতএব বৈরাগ্য সর্ব্বথা সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য স্বীকার করিতে হইবে।

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।"

নির্ব্বেদ বশতঃ যাহার কর্ম্মফলে অভিলাষ নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারই জ্ঞানযোগে অধিকার। এই জন্যই আলঙ্কারিকেরা নির্ব্বেদ শান্তরসের প্রধান সঞ্চারী ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তিযোগাবলম্বীরা শুষ্ক জ্ঞান শুষ্ক বৈরাগ্যের বিরোধী সত্য, কিন্তু প্রেমের পরাকাষ্ঠায় পরম বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥"

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস এবং বিষয়ে দোষদর্শন দ্বারা বৈরাগ্য সুদৃঢ় হয়।

পাঠ সমাপনান্তে কয়েকটী সহৃদয় ব্রাহ্মবন্ধু প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে কয়েকটী সঙ্গীত হয়। তদনন্তর আচার্য্য মহাশয় বেদীতে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন করিবার জন্য নিম্ন লিখিত উদ্বোধন দ্বারা সকলকে সেই অদৃশ্য ব্রহ্মরাজ্যে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ধ্যানের উদ্বোধন।

ব্রহ্মোপাসনার অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মধ্যান অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। ধ্যান করা এত কঠিন ব্যাপার যে ইহার জন্য

পূর্ব্ব কালের যোগীরা সংসার ত্যাগ করিয়া যেখানে কোলাহল নাই সেখানে যাইতেন। যেখানে সহস্র প্রকার বিপত্তি মনকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন। আমরা ধ্যান সাধন করিবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করি না; কিন্তু সেই জন্য যে আমরা সবল তাহা বলি না। এই সংসারের কার্য্য ব্যস্ততার মধ্যে এখনই ব্রহ্মরূপ সাগরে মনকে ডুবাইতে হইবে ইহা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। অভ্যাস সাধনা দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে হইবে। এমন সাধন অভ্যাস করিতে হইবে, ধ্যানের মূল মন্ত্র এমনি করিয়া ধারণ করিতে হইবে যে বাহিরের সহস্র বিপত্তি এবং প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও ব্রহ্ম পাদপদ্মের মধু পানে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। একটু পূর্ব্বকার কথা স্মরণ হইলে ভাবযোগ নিয়ম দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্মানন্দ রসপান করিতে সমর্থ না হও ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য বিশেষ একাগ্র হও। যতক্ষণ মন গাম্ভীর্য্য বিহীন হইয়া লঘুভাব ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়ায় ততক্ষণ ধ্যান করিতে পারা যায় না। গুরুত্ব না থাকিলে কিছুতেই সাগরে ডুবে না, লঘুতাবিশিষ্ট মন ভাসে। যখন আপনার মনের ভিতরে ভার বুঝিতে পারিলে, বিশ্বাসের ভার, প্রেমের ভার, অনুরাগের ভার, জানিবে সেই অবস্থা ধ্যানের অনুকূল। যতই সেই ভার অধিক হইবে, দেখিবে ততই তাহা বেগের সহিত তোমাকে জলের মধ্যে ব্রহ্ম সাগরের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। "তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" ধ্যানমন্দিরের যাত্রীদিগের ইহাই মূল সম্বল। যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর যোগী তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হয়। ব্রহ্মস্পর্শে তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কেবল আত্মাকে পরমাত্মার ভিতরে ছাড়িয়া দিবে, আর দেখিবে আত্মা গভীর যোগানন্দ রসে মত্ত হইয়া যাইবে। ধ্যানের নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট অধিকারী সকলেই প্রস্তুত হও, যাঁহার পক্ষে যে বিধি উপযুক্ত তিনি তাহা গ্রহণ করুন। কেবল যিনি যেখানে ছিলেন তাহা হইতে একটু অগ্রসর হউন। এক একটী দল চলিল ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য, কি অপূর্ব্ব শোভা! নিরবলম্ব ভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। গভীরভাবে অনুরাগ ভক্তির সহিত আপনার আত্মাকে ব্রহ্মসাগরে নিক্ষেপ কর। যদি দেখ তোমার চিত্ত আকাঙ্ক্ষানুসারে যথোচিত দূরে গেল না, আবার টানিয়া আরও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাহাকে নিক্ষেপ কর। ঈশ্বরের ভিতরে আমি, আমার ভিতরে ঈশ্বর। ব্রহ্মের সত্তার ভিতরে আমার সত্তা, আমার ক্ষুদ্র সত্তার ভিতরে ব্রহ্মের সত্তা। ব্রহ্মসাগরে আমি ওতপ্রোত ভাবে ডুবিয়া আছি আবার ব্রহ্ম ডুবিয়া আছেন আমার হৃদয় সরোবরে। ব্রহ্মময় জগতে ব্রহ্মকে দেখিবার আর চেষ্টা কি করিতে হইবে? মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত আত্মা ডুবিয়া চলিল। চারিদিকে ব্রহ্মসাগরের তরঙ্গ, মধ্যে আমি। আমি আমার পিতাকে ধ্যান করিতে বসিলাম। কৃপাসিন্ধু এই শুভক্ষণে আমাদিগকে দর্শন দিন! তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রত্যেকের শরীর মনকে পরিশুদ্ধ করুন।

ধ্যানান্তে প্রার্থনা।

হে সুন্দর অন্তরাত্মা, হে গভীর প্রকৃতি পরম পুরুষ! ঘোরান্ধকার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য, যে জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া তুমি পাপীকে সুখী করিলে তজ্জন্য তোমাকে কি দিব, তোমাকে ধন্যবাদ করি। এমনি করে ভক্তের ঘরে চির কাল থাক। এই ভগ্ন হৃদয়ে চিরকাল বাঁধা থাক। তোমাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া যেন কখন কাঁদিতে না হয়। অতি নিকটস্থ গভীর পরমাত্মা তুমি; দয়া করিয়া ধ্যানান্তে তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধ্যান ধারণার পর ভক্ত মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সায়ংকালীন পূজা আরম্ভ হইল। ছয়টী ধর্ম্ম পিপাসু আত্মা রীতিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার মধ্যে অনুমান পঞ্চাশ বর্ষ বয়স্ক কোন এক সাহসী মহাত্মা ছিলেন। ইনি বিগত পনর বৎসর হইতে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। অতি সামান্য পল্লীতে একাকী বিশুদ্ধভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা ইহা সহজ কথা নহে। যৎকালে বাবু আনন্দ মোহন বসু বারিষ্টার স্বদেশে গমন করেন,তখন ইনিই সাহসপূর্ব্বক আপন বাটীতে তাঁহার সঙ্গে আহারাদি করেন। দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ সহ সায়ংকালীন উপদেশটী এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ।

তোমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে প্রবেশ করিতেছ, তোমরা সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিয়া তুলিতেছ। তোমাদের সমক্ষে সর্ব্বদা কেবল এক জন বিদ্যমান থাকিবেন, সংসার রণক্ষেত্রে সর্ব্বদা এই সেনাপতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবে। ভক্তি একমাত্র তোমাদের সম্বল হইবে। যখনই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে দয়াময়ের কাছে যাইবে। অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের নিকট কপট উপাসনা শিক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে সদ্গুরু বলিয়া স্বীকার কর। কপট উপাসনাতে কেবল আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে যেন প্রার্থনা নিঃসৃত হয়।

এই সংসার শুষ্ক মরু ভূমিতে ভক্তিবারি সঙ্গে থাকিলে কোন ভয় নাই। যখনই শুষ্ক কণ্ঠ হইবে সেই বারি পানে তৃষ্ণা দূর করিবে। যতবার তোমাদের হৃদয় উত্তপ্ত হইবে, ততবার সেই জলে অবগাহন করিবে; কিন্তু কেবল প্রেম হইলে চলিবে না। কেবল মুখে আপনাকে প্রেমিক বলিলে কি হইবে যদি প্রাণের মধ্যে বিষ থাকে, যদি ইন্দ্রিয় প্রবল থাকে। দেখ দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে শত সহস্র জন্তু তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সম্মুখ যুদ্ধে ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে, নতুবা সেনাপতির কলঙ্ক হইবে। তাঁহার নিশান তোমাদের হস্তে। পুরাতন ব্রাহ্মের অবিশুদ্ধ চরিত্র যদি তোমাদের থাকে তবে তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের ক্ষতি হইবে। অন্যে আর ব্রাহ্মধর্ম্মকে আদর করিবে না। নূতন ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! তোমাদের চরিত্রকে সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখিতে হইবে। মন শুদ্ধ হইলে বড়ই সুখ হইবে। চিত্ত শুদ্ধ করিলে তোমরা যেমন আপনারা কৃতার্থ হইবে, তেমনি পৃথিবীর কাজেও তোমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে। কি বৃদ্ধ বয়সে, কি যৌবনে রিপুপরতন্ত্র হইও না। পাপ প্রলোভন প্রথমে চোরের ন্যায় আসে, অতএব সুচতুর হইয়া সামান্য পাপের হস্ত হইতেও আপনাকে রক্ষা করিবে। কে বলিতে পারে অদ্যকার বিন্দু পাপ কল্য সিন্ধু প্রায় হইবে না। ঈশ্বরের প্রতি যতক্ষণ তোমাদের ভক্তি থাকিবে ততক্ষণ তোমাদিগকে পাপ ভয় করিবে। একবার ব্রহ্মভক্তি শুকাইলে পুরাতন শত্রু সকল প্রবল হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ কঠিন ব্রত দ্বারা ইন্দ্রিয় দমনে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। তোমাদিগকে দেখিয়া আরও পৃথিবীর লোক ইহার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন নূতন উপাসক পাইয়া আপনার বল খ্যাতি বিস্তার করিবে। ঈশ্বরের চরণাশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য প্রাতঃকালে যে উপদেশ পাইলে জীবনে তাহা সাধন করিবে। দয়াময় পরমেশ্বর, যিনি সাধু অসাধু সকলের মিত্র, তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। শান্তিঃ।

সায়ংকালীন উপদেশ।

ধর্ম্মরাজ্যে শুভ দিন আছে এবং শুভক্ষণ আছে। সংসারের অনেক লোক কুসংস্কার পরতন্ত্র হইয়া দিন ক্ষণ অন্বেষণ করে। শুভযাত্রা আরম্ভ কি শেষ করিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া তাহারা সময় নিরূপণ করে। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় ব্যাপার সকল দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ধর্ম্মরাজ্যেও শুভক্ষণ আছে। ধর্ম্মপথে অনেকের যে দুর্গতি হয় তাহার কারণ তাহারা সেই দিন ক্ষণ নিরূপণ করিয়া কার্য্য করে না। পাপ প্রবৃত্তি বশতঃ তাহারা সে সকল শুভক্ষণ হারাইয়া ফেলে। দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও অনেক সময় পাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু উপযুক্ত দিন ক্ষণে কার্য্য না করাতে তাহাদের চেষ্টা বৃথা হয়। বিপত্তি দেখিলাম; কিন্তু সেই বিপত্তি যে সময়ে দূর করা উচিত ছিল, সেই সময় যদি তাহা দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া থাকি, পরে সহস্র গুণ চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না সন্দেহ। শুভক্ষণে যে বল প্রকাশিত হয় তাহা অন্য সময়ে হয় না। ব্রহ্মদেশে কাহার কখন কি করিতে হইবে বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কখন উত্তম পুস্তক পড়িতে হইবে, কখন সাধু সঙ্গ করিতে হইবে, কখন একাকী সাধন ভজন করিতে হইবে, এ সমুদয়ই ব্রহ্ম রাজ্যে স্থির রহিয়াছে। এতক্ষণ এই সাধন করিতে হইবে, যাই দশটা বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল আর তাহা করিবে না। ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া বলিয়া দিবেন, অমুক সময় বিলাস শত্রুর ভিতরে বসিয়া বিশেষ সাধন আরম্ভ করিতে হইবে, এই ভাবে বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, এই রূপে যোগাভ্যাস করিতে হইবে। যদি সন্ধ্যার সময় ঈশ্বর বলেন এই বীজ মন্ত্র পাঠ কর, তুমি যদি বল আজ পারিব না, আর এক দিন করিব, তবে তুমি নিজে তোমার সর্ব্বনাশ করিলে। প্রত্যেকে আপনার জীবন পুস্তক পাঠ করিয়া বল এই কথা সত্য কি না? নির্দ্দিষ্ট আদেশ যথা সময়ে এবং যথাবিধিমতে পালন না করিলে কেহই সিদ্ধ হইতে পারে না। যখন যাহা করিতে হয় তখন কেবল তাহাই করিবে। প্রাতঃকালের সঙ্গীত রাত্রে বিষ। আমার একটী কথা যাহা এখন বলিলে অমৃত ফল ফলাইবে অন্য সময় বলিলে তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইবে। আমার একটী মধুর ব্যবহার যাহাতে এক জন মহাশত্রু আমার মিত্র হইবে, সময়ান্তরে সেই ব্যবহার দেখিয়া আমার বন্ধু হয়ত আমাকে শত্রু মনে করিবে। অতএব জীবনের কার্য্য সকল যথাসময়ে সম্পন্ন করিবে। প্রার্থনা করিবে যথাসময়ে। ধর্ম্ম জীবনের শুভক্ষণ পঞ্জিকা বলিয়া দিবে না, কোন মনুষ্যের ক্ষমতা নাই আর এক জনকে তাহার জীবনের শুভক্ষণ বলিয়া দেয়। কে জানে তোমার মনের গুপ্ত যন্ত্র? তুমি যদি যোগাসনে বসিয়া সেই যোগেশ্বরকে ডাক, তিনি বলিয়া দিবেন মঙ্গলবার পাঁচটার সময় রিপু দমন করিবার জন্য এই কার্য্য করিবে। "তোমার রাগ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কলঙ্কিত, এখনই তুমি রাগ দমন করিবার জন্য এই উপায় গ্রহণ কর।" ঈশ্বরের মুখ হইতে তুমি এই গম্ভীর ধ্বনি শুনিলে, ইহা শুনিয়াও তুমি যদি বল আজ অন্য একটী কার্য্য আছে, অন্য দিন রাগ দমন করিতে চেষ্টা করিব, এই কথা বলিয়া যদি ঈশ্বরের বাক্য অবহেলা কর, তবে কি সর্ব্বনাশ করিলে তুমি তখন জানিতে পারিলে না। সেই শুভক্ষণে রাগ দমন করিতে নিযুক্ত হইলে না, পরে দুটী বৎসর পরিশ্রম করিলে, আর কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলে না। শুভক্ষণ পৃথিবীতে সর্ব্বদা হয় না, এক দিন একটী বিপদ

হইল, আর সেই বিপদ হইতে তোমার যাহা শিক্ষা করা উচিত ছিল তুমি শিক্ষা করিলে না। কাহারও মৃত্যু হইল, সেই ঘটনাতে তোমার প্রাণ কোমল হইল, বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার জন্য তোমার মন প্রস্তুত হইল; কিন্তু তুমি মনে করিলে অদ্য নহে, কাল প্রাতঃকালে বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিব। সেই প্রাতঃকাল আসিল; কিন্তু তোমার অন্তরে আর সেই বৈরাগ্য ভাব আসিল না। এক সময় দয়াল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার অন্তরে ইচ্ছা হইল প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দয়ালের চরণে উৎসর্গ করি; কিন্তু কোন বন্ধুর অনুরোধে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহা করিলে না; কিঞ্চিৎ বিলম্বে আর সেই ভাব রহিল না, এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতে তুমি হৃদয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখিলে সেই ভক্তির প্রাবল্য নাই, কেবল মৃত ভক্তি, মৃত প্রেম পড়িয়া আছে। বাহিরে মৃদঙ্গ বাজিল; কিন্তু তোমার অন্তরের ভক্তির বাদ্য আর বাজিল না। সে ভক্তি আর আসিল না। এক বার শুভক্ষণ হারাও, আর আসিবে না। শুভক্ষণের যেন রাগ আছে, সে যেন বলে, আমি ইহার নিকট আসিলাম, এ ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করিল না, অতএব আমি চলিয়া যাই, আর ইহার নিকট আসিব না। সেই যে তুমি হারাইলে, সেই মঙ্গল মুহূর্ত্ত, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ আর আসিল না। অতএব তুমি সর্ব্বদা প্রদীপ জ্বালিয়া প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাক, কখন শুভক্ষণ আসিবে, কখন তোমার প্রভু আসিয়া তোমাকে কি আদেশ করিবেন। শুভক্ষণের মূল্য যে জানিয়াছে সে শীঘ্র মরে না। অতএব ব্রাহ্মগণ! শুভক্ষণে কার্য্য করিও। সাধন ভজন যথাসময়ে করিও। শুভক্ষণে কার্য্য করিলে যেমন অনুকূল বায়ু পাইবে অন্য সময় ঠিক তেমন অনুকূলতা আসিবে না। কেন আর ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব কর। আজ রাত্রে যাহা করিতে হয় আজই তাহা কর। পৃথিবীতে ফুল ফল কাহাকে বলে তোমরা জান। ফুলের সময় আছে, ফলেরও সময় আছে। ফুল যতক্ষণ লাবণ্য এবং সৌরভযুক্ত থাকে ততক্ষণই তাহার আদর, ফল যতক্ষণ সরস, ততক্ষণই তাহা সুস্বাদু। পুষ্প শুষ্ক এবং ম্লান হইল, আর তাহা কাহারও মনহরণ করে না, ফল বিরস বিস্বাদু হইল, কেহই তাহা আর গ্রহণ করে না। সেইরূপ মনুষ্যের বিশ্বাস, প্রেম, বৈরাগ্যের এবং পুণ্যসাধনের শুভক্ষণ আছে; শুভক্ষণ অতীত হইল, আর সেই প্রতিজ্ঞার বল ক্ষীণ হইল। যতক্ষণ যে বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট, ততক্ষণ সেই বিষয়ের সাধন হইলেই, মনুষ্যের যথার্থ সিদ্ধি হইতে পারে। যে শুভক্ষণে ঈশ্বরের চরণ পদ্ম স্পর্শ করিতে হইবে, ঠিক সেই সময়ে তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করিব। যে সময়ে সাধুসঙ্গ করিতে হয়, ঠিক সেই সময়ে সাধুসঙ্গ করিব। যখন পুস্তক পড়া আবশ্যক ঠিক তখনই পুস্তক পড়িব। ভাল লাগা না লাগা তোমার হস্তে নহে, ঈশ্বরের হস্তে। শুভক্ষণ, তাঁহার প্রেরিত সাধুসঙ্গ তোমার ভৃত্যের ন্যায় তোমার ইচ্ছানুসারে আসিবে না। ব্রাহ্মগণ! আবার বলি শুভক্ষণে সাধন আরম্ভ কর, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদ পাইয়া চির সুখী হইবে।

হে দয়াময় পরমেশ্বর! আজ শুভ দিন, শুভদিনে প্রাণ যখন কোমল হয়, তখন যদি সংকল্প বীজ রোপণ করি তাহা ফলিবেই ফলিবে। আজ যেমন প্রাণ অনুকূল হইয়া আছে কাল হয়ত তেমন হইবে না। আজ যত কাঁদিয়াছি, আমার চক্ষের সেই জল যেন বৃথা মন্দিরে পড়িয়া না থাকে। শুভদিনে হে প্রাণনাথ! তোমার যে চরণ পদ্মের কথা শুনিলাম, ঐ পাদ পদ্মের মধুপানের জন্য উন্মত্ত হইতে হইবে, তাহা কি ভুলিয়া যাইব? ভুলিয়া গেলে কেহ কি সহায় হইয়া স্মরণ করাইয়া দিবে না। খুব ভাল ঈশ্বর তুমি, তোমার পূজা করিয়া আমাদের যেন মন্দ না হয়। যাহা কিছু দিবে আজ দাও। কাল কে জানে হয়ত অবসন্ন হইয়া পড়িব। আবার হয়ত কোন ঘটনা আসিয়া মনকে বিরক্ত করিয়া দিবে। আজ কেন বীজ দাও না, আজ কেন বৃষ্টি হউক না। শুভক্ষণে বীজ বপন, শুভক্ষণে (মাঘের শেষে) তোমার বৃষ্টি হউক। হে দীনবন্ধু! চির কাল এই দিন স্মরণ করিয়া রাখিব। নিঃসম্বলের সম্বল হইবে। আজ যে দুঃখীর বেশে ফিরিয়া যাইবে, তার স্ত্রী পুত্রের কি হইবে? আনন্দের সহিত নাম গান করিতে করিতে যদি ঘরে যাই, তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। আজ কি কোন শুভ সংকল্প করি নাই, বল না হে ঈশ্বর, কৃপা নয়নে তাকাও এই দগ্ধ মুখ সুন্দর হইয়া উঠিবে। স্বর্গের বীজ ছড়াইয়া দাও। শুভক্ষণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিব, দীননাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

দয়ার চন্দ্র প্রেম জলধি পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। দয়াময় ঈশ্বর তিনি। তাঁহার উৎসব করিতে আসিয়াছিলাম এখন আবার সেই সংসারে যাইব যেখান হইতে আসিয়াছি। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন যথা সময়ে শান্তি ফল, পুণ্য ফল লইয়া ঘরে যাইতে পারি। যাহাতে আমরা বৈরাগী প্রেমিক ভক্ত হইয়া তাঁহার চরণ পদ্মে লুকাইয়া থাকিতে পারি, ঐ পাদপদ্মের মধুপানে পুলকিত এবং প্রমত্ত হইয়া জীবন শেষ করিতে পারি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন!—হে দীনশরণ! উৎসব অনেক বার আসে না। কি শুভক্ষণে এমন সুখের উৎসব প্রকাশ করিয়াছ। দয়াময় ঈশ্বর! তোমাকে লইয়া যে পাপীরা সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতে পারে আমরাত জানিতাম না। উৎসবের ফল উৎসব থাকিতে থাকিতে দাও, এই শুভ সময়ে কিছু যত্ন দাও। তোমার সন্তানেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য

কিছু লইয়া যাক্। দুই পাঁচ দশ জনও যদি ভাল হয় পৃথিবীর খানিক দুর্দ্দশাত ঘুচিবে। ইহারা, এই উৎসব ভূমিতে পড়িয়া আছে ইহাদের অন্তরে কিছু ধন দাও। দয়াময় ঈশ্বর! বৎসরকার দিন এক খানা পবিত্র বস্ত্র দাও। ঐ পাদ পদ্ম বুকে বাঁধিয়া যেন চির কাল থাকিতে পারি। পাদ পদ্ম ধনের কাঙ্গালী আমরা। দয়াল! তোমার শ্রীচরণ দাও, অন্য কিছু চাই না। আমাদের ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকালের আরাম তোমার ঐ পাদপদ্ম। এক বার তোমার পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। ঐ চরণ পদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে শুদ্ধ হইব, দিন দিন উহার ভিতরে যাইতে চেষ্টা করিব, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে দিন যাপন করিব, সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া এই আশা করিয়া তোমার দেব দুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

সম্বাদ।

বিগত ২১শে পৌষ মঙ্গলবার দিল্লী নগরে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সেনের কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেনের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র শিখর ঘোষালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহ অসবর্ণ এবং নূতন রাজবিধি সঙ্গত ব্রাহ্ম বিবাহ। পাত্র ব্রাহ্মণ বংশীয়, পাত্রী কায়স্থ বংশীয়া। আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ এই বিবাহে পুরোহিত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। নবদম্পতীকে দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহারা তাঁহার দাস দাসী হইয়া পবিত্র ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

বিগত ২০শে মাঘ বুধবাসরে এখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু রতিকান্ত মল্লিক, নিবাস বাগআঁচড়া, বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ। পাত্রীর নাম শ্রীমতী কুসুম কুমারী, নিবাস গুপ্তিপাড়া, বয়ঃক্রম ষোলো, জাতিতে কায়স্থ। শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন রেজিষ্টারি করেন।

গত ১৯শে মাঘ ইটালী বেনিয়া পুকুর ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। নগর সঙ্কীর্ত্তন এবৎসর অতীব প্রীতিকর হইয়াছিল।

কল্পনা ব্যতীত উপাসনার আর কোন সদুপায় আছে কি না, লক্ষ্ণৌ হইতে একজন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কোন সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। বিশ্বাসেতেই উপাসনা হইয়া থাকে। সাকারবাদীরাও কেবল বিশ্বাসের বলে জড়মূর্ত্তিকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা জীবন্ত করিয়া লইয়া পরে পূজা আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ মূর্ত্তি পূজা কেহই করেন না, চৈতন্যময় নিরাকার প্রাণরূপী দেবতার পূজা সকলে করিয়া থাকেন। সুতরাং রূপ কল্পনার কিছু আবশ্যক দেখা যাইতেছে না। এ বিষয় অনেক বার ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্তারিত জানা যাইবে।

"কোন একটী ব্রাহ্ম বালক" স্বাক্ষরিত পত্র খানি অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে এবং ব্রাহ্ম বৃদ্ধদিগেরও অনেক কথা তাহাতে লিখিত আছে সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ হইলাম। কেবল তাড়িত ব্রাহ্ম বালকদিগের বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা পত্রস্থ করিতে পারি। কিন্তু পত্র প্রেরক ঐ সকল বালকদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার সময় এখন হয় নাই। ধর্ম্মের জন্য তাড়িত হইয়া আশ্রয় অভাবে পুনরায় হিন্দু হইয়াছে এরূপ বালক আমরা প্রায় দেখিতে পাই না। যাহা কিছু পাই তাহা বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় না। অন্তরে যাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ থাকে, দয়াময় ঈশ্বর তাহার উপায় করিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

মাণিক গঞ্জের "শ্রী দ. চ. সে." অষ্টম সংখ্যক সমদর্শির "ক্ষমা করিও না" এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন তাহা আর প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। যাহা কিছু বলিতে হয় পত্র প্রেরক তাহা উক্ত পত্রিকার সম্পাদককে বলিবেন। পুরাতন অসার বিতণ্ডায় হস্তক্ষেপ করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি নাই। আমাদের কোন মতের একটী দিক্ লইয়া যাঁহারা তর্ক করেন তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতে কেহ পারিবে না। পত্র প্রেরক তাঁহার পত্রের শেষ ভাগে যে বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল গম্ভীর সত্য কেবল সাধনা ও উপাসনা দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে এই প্রকার বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া প্রত্যেকে এ সকল বিষয় নিজ নিজ অন্তরে চিন্তা করিয়া যে সকল মীমাংসা করেন তাহাই প্রার্থনীয়। এই প্রকার বিতণ্ডা দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা কেবল সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইতেছেন, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রচার কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে।" ইহাই যথার্থ কথা। সমুদায় পত্র খানি প্রকাশিত হইল না তজ্জন্য পত্রপ্রেরক যেন দুঃখিত না হন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা নিবাসী ভদ্রকুলোদ্ভব কোন যুবা কিছু দিন পূর্ব্বে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি সে ধর্ম্মের ভ্রম বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ্য রূপে সপরিবারে এই ধর্ম্ম যাজন করিবার জন্য তিনি তাঁহার পরিবারকে আনিতে গিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ আগামী বারে তাঁহার প্রেরিত পত্র খানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা ফাল্গুন শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ৪ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন রবিবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে যোগিদিগের হৃদয়ধন পরমেশ্বর! এই কোলাহলময় সংসার মধ্যে তুমি একমাত্র আমার শান্তির আলয়। তোমার অতলস্পর্শ গম্ভীর প্রেমসিন্ধুনীরে এককালে নিমজ্জমান হইতে না পারিলে আর কিছুতেই আমার আ-রাম নাই। সেই অনন্ত সলিল রাশির মধ্যে অব-গাহন করিয়া এই পাপদগ্ধ জীবনকে আমি শীতল করিব এবং তোমার চরণামৃত পান করিয়া পুণ্যবান হইব। সংসারের উত্তপ্ত দূষিত জল বায়ু আমার আত্মাকে রুগ্ন এবং দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, হে নাথ! তোমার সুধাময় অমৃতময় পুণ্য জলধি গর্ভে আমাকে তুমি চিরদিন লুক্কায়িত করিয়া রাখ। সেখান-কার হৃদয় প্রফুল্লকর আনন্দ সমীরণ সেবন করিলেই আমার সকল ব্যাধি আরোগ্য হইবে। দয়াময় প্রভো! তুমিত অনেক প্রকার কৌশল জান, ইচ্ছা করিলে আমার মনকে ভুলাইয়া রাখিতে তুমি সহজেই পার। তোমার অনির্ব্বচনীয় রূপ সাগরের ভিতরে আমাকে একবারে এমন করিয়া ডুবাইয়া দাও যেন আর আমার উঠিবার ক্ষমতা না থাকে। মহাযোগরূপ সুদৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া আমাকে ঐ বিশাল প্রেম সমুদ্রের নিম্নতম স্থানে ডুবা-ইয়া দাও, নতুবা চঞ্চলতা ও লঘুতা বশতঃ আমি উপরে ভাসিয়া উঠি। উপরে ভাসিলেই আমি আবার সংসার জালে জড়িত হইব, হৃদয় মন পাপের উত্তাপে আবার শুকাইয়া যাইবে। এই জন্য হে দীনশরণ অগতির গতি! তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, যে তুমি আমাকে প্রেম ভক্তির গুরুত্ব প্রদান কর যাহা থাকিলে আর আমাকে ভাসিতে হইবে না। তোমার সহবাস হইতে একটু দূরে গমন করিলেই পিপাসায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতে থাকে; তোমার ঐ স্বরূপ সাগর আমার চিরআবাস স্থান; হে প্রেম-দাতা আমাকে অনন্ত কাল তুমি সেখানে রাখ। তোমাতে মগ্ন হইয়া দিবানিশি আমি তোমা-তেই বিচরণ করিব। মৎস্যগণ যে প্রকার জলের মধ্যে সুখে সঞ্চরণ করে আমার আত্মা যেন তেমনি করিয়া তোমার মধুর সত্তার অভ্য-ন্তরে আনন্দে অবস্থিতি করত সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়া করিতে পারে। হে জীবনের জীবন, প্রাণের আরাম, তোমায় ছাড়িয়া কোথায় আর সুখ আছে বল। এই দুস্তর ভব প্রান্তরের কোন স্থানে একটু জল নাই যে তাহা পান করিয়া শীতল হইব। হে করুণাসিন্ধু, দীন জনের তৃষিত চিত্তকে তুমি পরিতৃপ্ত কর।

যেখানে আমি সেইখানে তিনি।

আমি কোথায় আছি? এই জড়বুদ্ধি, স্থূল-দর্শী জীব সকল আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত বহির্ব্বিষয়ের পশ্চাতে প্রধাবিত হইতেছে; আমার গৃহ, আমার ধন সম্ভ্রম পুত্র পরিবার, আমার জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতা, আমি অতুল ঐশ্বর্য্য পরিপূরিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিস্বামী, বহুল গ্রাম নগর দাস দাসী অশ্ব রথ মণি মানিক্য আমার, আমার সৌন্দর্য্য বিদ্যা যৌবন মান মর্য্যাদা, আমার কীর্ত্তি-কলাপ ইত্যাদি অভিমান প্রকাশপূর্ব্বক চঞ্চল অলির ন্যায় সকলে ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু যে আমিত্বের এতাধিক অভিমান আড়ম্বর, সেই আমি কোথায়? যে আমি যাবতীয় বিষয় বিভবের উপর আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া চির কাল অন্যের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বেড়াইতেছে সে কাহার প্রজা, কোথায় বাস করে, কাহার আশ্রয়ে আশ্রিত? আত্মীয় স্বজন ধন সম্পত্তি, নিজের বল বীর্য্য এবং গৌরবান্বিত ক্রিয়া কলাপের মধ্যে মনুষ্য আপনাকে হারাইয়া এইরূপে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় কালযাপন করে। প্রেমিক যোগীরা যেমন সেই অমৃতময় পরমপুরুষ ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মহৈশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যান, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বিষয়াসক্ত জীবগণ তেমনি এই মায়াময় সংসারের আপাতরম্য সুখ বিলাসের মধ্যে পতিত হইয়া আপনাকে আর দেখিতে পায় না। সে সদা সর্ব্বদা আমার আমার করিয়াই ব্যস্ত, কিন্তু আমি কে? আমি কোথায় থাকি? এ প্রশ্ন একবারও তাহার মনে উদয় হয় না। নিজেই আমি আমার নই, অন্য এক জনের অধীন এ জ্ঞান তাহার নাই। ঈদৃশ চঞ্চলমতি আত্মাপহৃত যাহারা তাহারা কি রূপে সেই সূক্ষ্ম স্বভাব অতীন্দ্রিয় চৈতন্যময় পরব্রহ্মের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইবে? নানা কার্য্যে ব্যস্ত, নিমেষের জন্য চিত্তের স্থৈর্য্য নাই, অন্তরে-বাহিরে ক্রমাগত বিষয়ের তরঙ্গ উঠিতেছে, অথচ সে বলে আমি ঈশ্বরকে দেখিব! কিন্তু হে মূঢ় মানব! তোমার নিজেরই এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হইল না, তুমি কিরূপে তাঁহাকে সহসা দেখিতে পাইবে? অগ্রে আপনার অনুসন্ধান কর কোথায় তুমি আছ। যে সকল পদার্থকে তুমি আমার আমার বলিয়া উন্মাদপ্রায় হইলে তাহাদের অভ্যন্তরে আপনাকে আপনি অন্বেষণ কর; যে দেহের অভিমান সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্যে মত্ত হইয়া আছ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ তুমি কোথায়; যে সকল পরিবার পুত্র আত্মীয়গণের সুখ সম্বর্দ্ধনে জীবন অতিবাহিত করিলে তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি কোথায়; কোন স্থানেই তুমি নাই, আমিত্ব রূপ অভিমানের আবরণটী উন্মোচন কর আপনার নিকটেই আপনাকে পাইবে। সে স্থান অতি গম্ভীর, নিস্তব্ধ, চারি দিকে চৈতন্যময় মহাকাশ বিস্তৃত, তাহার মধ্যে নিঃশব্দে জীবনের নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় উপস্থিত হইয়া যাই আপনাকে নিকটে পাইবে, তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গে সঙ্গে যিনি আপনার হইতে আপনার তাঁহাকেও দেখিতে পাইবে। সেই জীবনাধার মহা জলধির মধ্যে তুমি স্থিতি করিতেছ। চৈতন্যময় মহাকাশের ঘোরান্ধকার মধ্যে জীবব্রহ্ম ব্যতীত সেখানে অন্য কোন পদার্থ নাই। আমি একাকী আছি ইহা কখনই মনে হইবে না, যেখানে আমি সেইখানে তিনি; তাঁহাতে আমাতে অভেদ্য সম্বন্ধ, আমি একাকী থাকিতে পারি না। একা নিরবলম্বে কাহারো উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য কেমনে জীবিত রহিয়াছে? ইহা সম্ভব নহে। যে "আমাকে" পাইয়াছে সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিয়াছে। প্রাণের মধ্যে প্রাণ হইয়া তিনি আমাকে পোষণ করিতেছেন। জড়বুদ্ধি জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্থির নয়নে আপনাকে অনুসন্ধান করি-

সেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শন লাভ হইবে। অতএব সকলে অভিমান আড়ম্বর পরিহার কর তাহা হইলে আত্মতত্ত্ব সাগরে নিমগ্ন হইয়া উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় প্রেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার সঙ্গে, তাঁহার মধ্যে নির্জ্জনে বাস করা মনুষ্যের মহোচ্চ অধিকার এবং তাহাই পরম শান্তির অবস্থা।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঘনিষ্ঠ ব্যবহার।

যখন কোন দুই জন প্রণয়ানুরাগী সরল হৃদয় ব্যক্তির পরস্পরের সহিত প্রথম দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয় তখন মহাশয়, আপনি, আজ্ঞে প্রভৃতি নানাবিধ সম্ভ্রমসূচক কথার বিনিময় হইতে থাকে, ভদ্রতা লৌকিকতা শাস্ত্রের যত প্রকার বিধান আছে তাহার একটীরই প্রতি শিথিলতা প্রদর্শিত হয় না, কিন্তু যতই উভয়ের চিত্ত উভয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ততই সামাজিকতার শাসন বিধি সকল ভঙ্গ হইয়া যায়, অবশেষে ভদ্রতা রীতির সমস্ত ব্যবধান চলিয়া গিয়া একের জীবন অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে থাকে। প্রথমে কথার আড়ম্বর, ব্যবহারের গাম্ভীর্য্য, সভ্যতার দূরত্ব ভাব; শেষে সহজ মধুরতর সখ্য ভাব, আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা; মনুষ্য-সমাজে এই রূপ আমরা দেখিতে পাই। সাধকের সঙ্গেও ঈশ্বরের এই রূপ ভাব ধর্ম্মরাজ্যে ঘটিয়া থাকে। ভয় ধর্ম্মের আরম্ভ, প্রেমভক্তি ধর্ম্মের শেষ। প্রথমাবস্থায় সাধক পাপভারে আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন সমীপে উপনীত হয় এবং স্বীয় অপরাধ রাশি স্মরণ করত লজ্জা ভয় গ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। সরল পাপী মনুষ্য মুক্তির সহজ প্রণালীর ভিতর দিয়া ক্রমে উপরে উত্থিত হয়, এবং পাপ কলঙ্কিত পুরাতন জীবনের ভার পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া পুণ্যময় নবজীবনে প্রবেশ করে। তাহাকে আর পাপ করিতে হইবে না, সুতরাং সে নির্ভয় হৃদয়ে নির্দ্দোষ শিশু সন্তানের ন্যায় ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দর্শন করে। কিন্তু যাঁহারা এক দিকে পুরাতন পাপের নিকৃষ্ট ভাব জ্ঞাতসারে অন্তরে পোষণ করিয়া অপর দিকে প্রতি দিন কপট হৃদয়ে ঈশ্বরের দ্বারে গিয়া প্রার্থনা করেন কুটিল বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তাঁহাদিগের ব্যবহার। অথবা নূতন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বৈবাহিক দ্বয় যেরূপ চতুরতার সহিত বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে সন্তুষ্ট করেন তদ্রূপ তাঁহাদের ব্যবহার। একবার পাপাচরণ করিয়া পুনরায় ভবিষ্যতে চির কাল পাপ করিবে, এরূপ যাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় থাকে তাহারা হৃদয়হীন সুললিত মধুর বচনাবলী উৎকোচ প্রদান করিয়া সেই ন্যায়বান্ মহাপ্রতাপশালী ঈশ্বরকে ভুলাইতে চায়; কিন্তু ইহাতে কেবল তাহারা আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করে। পাপের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণান্তর ভক্তির সহজ পথে মুক্তির সোপানে উঠিতে চেষ্টা না করিয়া চির জীবন যদি এই রূপে ঈশ্বরের সহিত কপট কুটুম্বিতা করিতে হইল তবে শূণ্যগর্ভ বচন বিন্যাস ব্যতীত আর অন্য গতি কি আছে? বস্তুত মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের এ প্রকার নীরস দূর সম্বন্ধ নহে; তিনি সহজ সরল দেশীয় ভাষায় সাধককে উপদেশ দেন, সহজ প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহাকে স্বধামে লইয়া যান, উদার সরল চিত্ত বন্ধুর ন্যায় তাহার সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন। তিনি যে সমাজে বাস করেন তাহা অসার সভ্যতা, হৃদয়বিহীন বাচালতার অতীত। সেখানে কপট ভদ্রতা, কুটিল কৌশল, লৌকিক মান সম্ভ্রম স্থান পায় না। আমরা সভ্যসমাজে বাস করি, ভিতর পরিষ্কার হউক না হউক বাহিরের সংস্কার অগ্রে চাই। আমাদের সামাজিক জীবন যেমন অন্তঃসার বিহীন, ধর্ম্মজীবন ঠিক তাহার অনুরূপ। ব্যাকরণ শুদ্ধ শ্রবণমধুর

বাক্যালাপে যেমন আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট অনুরাগভাজন হইতে যত্নবান হই, হৃদয়ে পাপ পোষণ করিয়া তেমনি কেবল কথা দ্বারা ঈশ্বরকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করি। কি ভয়ানক ভ্রম! কি অসার নীচ বাসনা! ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে সমুদায় কৃত্রিমতাকে বিনাশ করে। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগামী শুদ্ধ চরিত্র তাহারা কৃত্রিম সামাজিকতা বিহীন হইয়াও অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। পশুপ্রকৃতির অধীন মনুষ্যের জন্য কেবল সভ্যতার শাসন আবশ্যক, কারণ সে স্বভাবের সরল পথ অনুসরণ করিতে পারে না; সুতরাং বাহিরের নিয়ম প্রণালী দ্বারা তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য ও মঙ্গলের অধীন করিয়া রাখা যায়। কিন্তু প্রকৃতি যাহাদের সত্যের অনুগামী, স্বভাব যাহাদের দেবতুল্য, তাহাদের দ্বারা বাহ্য সভ্যতার নিয়ম ভঙ্গ হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা কি? ঈশ্বর যেমন সহজ নিয়মে স্বাভাবিক রীতিতে তাঁহার ভক্তের সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেন, তাঁহার ভক্তও তেমনি অতি সহজ প্রচলিত কথায় তাঁহার প্রভুর কথা সকলকে বলেন; সহজ ভাষায় প্রার্থনা করেন, ঈশ্বরকে চিরপরিচিত বন্ধু জানিয়া তাঁহার সঙ্গে তিনি বালকের ন্যায় কথা কহেন। বহু কাল প্রচলিত পুরাতন কথা ও ভাব দ্বারা তিনি ঈশ্বরের কথা এমনি সুন্দর করিয়া বলেন যে তাহা হৃদয়কে স্বতঃই বিদ্ধ করে। সাধু মহাপুরুষেরা বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের বলে পুরাতন ধর্ম্মকথা নূতনের ন্যায় অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহারা সহজ কথায় সরল ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন, প্রচলিত মাতৃ ভাষায় বিভুগুণ গান করেন; এ সকল তাঁহাদের মুখে যেমন সুমিষ্ট বোধ হয়, জ্ঞানীর মহা আড়ম্বর পূর্ণ সাধু ভাষার উপদেশ কখন তেমন হয় না। অতএব প্রকৃত সাধন যাহা তাহা অতি সরল মধুর, এখানে কৃত্রিমতা কিছুই নাই সকল স্বাভাবিক। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের ব্যবহার যত স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে ততই তাহা সুমিষ্ট হয় এবং পুণ্য ফল প্রসব করে। "তুমি আমার আমি তোমার" এ প্রকার সুখকর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেখানে সেই খানেই ধর্ম্ম বিরাজমান। শঠ চতুর বক্রবুদ্ধি রাজদূতের ন্যায় অসরল পাপীর সঙ্গে কি কখন সেই উদার সদানন্দ সরল প্রকৃতি উপাস্য দেবতার প্রেম হয়? বালকবৎ নির্ভয় ও কৃত্রিমতাশূন্য প্রকৃতি তাঁহার প্রিয় আবাস স্থান। প্রেমরাজ্যের নীতি রীতি ব্যবহার মানবীয় সভ্যতার অতীত ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নৈসর্গিক নিয়মের অধীন।

ইহি নামক মুসলমান ঋষির প্রার্থনা।

পরমেশ্বর! পাপ করিয়াছি বলিয়া আমি কেমন করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত থাকিব? আমি যে দেখিতেছি না তুমি আমার পাপ দেখিয়া দয়া করিতে ক্ষান্ত আছ। আমি যদিচ পাপে রত, কিন্তু তুমি সেই দয়াতে রত। ঈশ্বর! যদিচ আমি পাপাচরণে নিবৃত্ত হইতে সক্ষম নহি, কিন্তু তুমি পাপ ক্ষমা করিতে সক্ষম বট। প্রভো! আমার পাপের জন্য তোমা-হইতে ভীত আছি, আবার তোমার দয়ার জন্য তোমার নিকটে আশান্বিত। সেই দয়াতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। প্রভো! আমার প্রতি সদয় হও, আমি তোমারই বটি। নাথ! আমি কেন তোমাকে ভয় করিব? তুমি যে দয়াময়। পরমেশ্বর! আমি তোমাকে কেমন করিয়া ডাকিব, আমি যে অপরাধী দাস। ডাকিব না বা কেন, তুমি যে দয়াময় প্রভু। পরমেশ্বর! তুমি আমার প্রেমের প্রত্যাশা না করিয়া আমাকে প্রেম করিতেছ, আমি যখন তোমার প্রতি অগণ্য প্রত্যাশা রাখি, কেন তোমাকে প্রেম করিব না? তোমার প্রতি যে আমার আশা ইহা আমার হৃদয়ের অতি মধুর দান, তোমার প্রশংসা বাণী আমার জিহ্বাতে অতি মধুর বাক্য, তোমার দর্শনসময় আমার অতি প্রিয় সময়। ঈশ্বর! আমি স্বর্গে যাইতে পারি এমত কোন পুণ্য করি নাই, নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেও অক্ষম এইক্ষণ তোমার দয়ার কার্য্য উপস্থিত। প্রভো! যদি

কল্য আমাকে জিজ্ঞাসা কর, কি আনিয়াছ? বলিব নাথ! কারাগার হইতে মলিন কেশ ও জীর্ণ বস্ত্র এবং স্তূপাকার দুঃখ ও লজ্জা লইয়া আসিয়াছি, আমাকে এই ক্ষণ প্রক্ষালন কর ও উত্তম বস্ত্র দান কর।

মুসলমান সাধকদের কয়েকটী কথা।

জুনিদ্ নামক ঋষি বলিয়াছেন যে আমি ঈশ্বর-প্রেম এক জন নাপিতের নিকটে শিক্ষা করিয়াছি। একদা মক্কাতে এক নাপিতকে দেখিলাম, সে এক জন ভদ্র লোকের কেশ সংস্কার করিতেছে। আমি বলিলাম, ঈশ্বরের অনুরোধ দিয়া বলিতেছি তুমি কি আমার কেশ সংস্কার করিয়া দিতে পার? এই কথা শুনিয়া সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "পারি"। তখন ভদ্র লোকটীকে বলিল, "আপনি গাত্রোত্থান করুন, আপনার কার্য্য শেষ করিতে পারিলাম না, অগ্রে ইহাঁর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু ইনি ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।" এই বলিয়া ক্ষৌরকার আমাকে বসাইল, ও আমার মস্তক চুম্বন করিল এবং কেশসংস্কার পূর্ব্বক কাগজে আবৃত করিয়া কিঞ্চিৎ সুবর্ণ আমার হস্তে দান করিয়া বলিল ইহা গ্রহণ কর, ও আপনার প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় কর। তাহার এই সাধু ব্যবহার দেখিয়া আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম যে প্রথমে যাহা দান পাইব, তাহা দ্বারা ক্ষৌরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব। ঘটনাক্রমে কিয়দ্দিনের মধ্যে বসোরা হইতে এক থাল মুদ্রা আমি দান স্বরূপ প্রাপ্ত হই। উহা সেই ক্ষৌরকারের নিকটে অর্পণ করি। সে বলিল এ কি? বলিলাম সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে প্রথম দান যাহা পাইব তাহা তোমাকে দিব। সে বলিল মহাশয়! তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি ঈশ্বরের অনুরোধ দিয়া আমাকে কেশ সংস্কার করিয়া দিতে বলিয়াছিলে, পুনর্ব্বার পারিশ্রমিক দিতেছ। তুমি কাহাকে দেখিয়াছ যে ঈশ্বরের জন্য কার্য্য করিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে?

এক দিন জুনিদ শিষ্যবর্গের সঙ্গে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে এক জন ধনবান্ লোক আসিয়া এক ঋষিকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে সেই ঋষি সেই ধনবানের প্রদত্ত নানাবিধ দ্রব্য জাত পূর্ণ মোট মস্তকে করিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষির পশ্চাতে সেই ধনবান্ লোক আসিলেন। জুনিদের মনে কষ্ট হইল, বলিলেন এই মোট প্রদাতাকে প্রত্যর্পণ কর। তোমার বৈরাগী হওয়া আবশ্যক, মুটে হওয়া উচিত নয়। পরে বলিলেন, বৈরাগীর যদিচ ধন নাই, ধর্ম্ম সাহস আছে; যদিচ সংসার নাই, পরলোক আছে।

সাহসোজা নামক এক ঋষির এক পরম ধার্ম্মিকা কন্যা ছিল। কের্ম্মাণ দেশের বাদ্সা তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইলে, সাহসোজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তৎপর ঋষি এক দিন মস্জিদে আছেন, সেই মস্জিদে এক ফকির নমাজ করিতেছিল, তাহার নমাজ সাহসোজার নিকটে উত্তম বোধ হইল, তিনি উপাসনান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকির! তুমি কি দার পরিগ্রহ করিয়াছ? ফকির বলিলেন, না। সাহসোজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মপত্নী গ্রহণের ইচ্ছা আছে কি? ফকির উত্তর করিলেন তিনটী পয়সার অধিক সম্বল নাই, আমাকে কে কন্যা দান করিবে? ঋষি বলিলেন, "আমি আমার কন্যা তোমাকে দান করিব। যে তিনটী পয়সা আছে, তাহার একটী দ্বারা বিবাহের রুটী ক্রয় কর, একটী দ্বারা শর্করা, একটী দ্বারা সুগন্ধি দ্রব্য। পরে ফকির তাহাই করিল; সেই রাত্রিতেই সাহসোজা ফকিরকে আপন কন্যা দান করিলেন। কন্যা স্বামীর কুটীরে চলিয়া আসিলেন, আসিয়া দেখেন গৃহের এক পার্শ্বে জলের কুঁজার উপরি কয়েক খণ্ড শুষ্ক রুটী স্থাপিত আছে। ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এত রুটী কেন? ফকির বলিলেন অদ্য রাত্রির আহারের জন্য কল্য হইতে এই রুটী রাখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া কন্যা গৃহ হইতে বাহির হওয়ার উপক্রম করিল এবং পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চাহিল। ফকির বলিলেন আমি জানি সাহসোজার কন্যা দরিদ্রতার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না। কন্যা বলিলেন প্রিয়! দরিদ্রতা দেখিয়া আমি যাইতে ছিনা, তোমার ধর্ম্ম ভাবের দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাসের ক্ষীণতা দেখা যাইতেছে। তুমি পর দিনে যাহা খাইবে পূর্ব্ব দিন তাহার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছ! আমি পিতার আচরণে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বিশ বৎসর তিনি আমাকে প্রতিপালন

করিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তোমাকে সংসার-বিরাগী সাধুর হস্তে সমর্পণ করিব। পরে এমত এক জনকে দান করিলেন, যে আপন জীবিকা সম্বন্ধে সে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর রাখে না। ফকির অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন কি করিলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? কন্যা বলিলেন এই গৃহে হয় আমি থাকিব এই রুটী থাকিবে না, নয় আমি চলিয়া যাইব রুটী থাকিবে।

যোগবৈরাগ্য।

যে পর্য্যন্ত অবিশুদ্ধি থাকে, চিত্ত নিশ্চঞ্চল হয় না। চিত্ত নিশ্চঞ্চল হইবার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় আছে। যোগ শাস্ত্রে নয়টী অন্তরায় উল্লিখিত হইয়াছে। (১) ব্যাধি, (২) চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, (৩) সংশয়, (৪) সাধনে অনভিনিবেশ, (৫) আলস্য, (৬) বিষয়লালসা, (৭) বিপর্য্যয় জ্ঞান, (৮) সমাধি ভূমির অলাভ, (৯) ভূমি লাভ হইলেও চিত্তের অনবস্থিততা। এই নববিধ অন্তরায় হইতে দুঃখ, ক্ষোভ, শরীর চাঞ্চল্য, শ্বাস প্রশ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল নিবারণ জন্য এক বিষয়ে চিত্ত সমাধান আবশ্যক। চিত্ত সমাধান জন্য পশ্চাল্লিখিত উপায়গুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) জপ এবং তদভিধেয় ঈশ্বর চিন্তা, (২) সুখসম্ভোগসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী, দুঃখীর প্রতি স্নেহ, পুণ্যাত্মার প্রতি হর্ষ, অপুণ্যাত্মার প্রতি উপেক্ষা সাধন, (৩) প্রণায়াম (৪) নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে চিত্তের ধারণা, (৫) হৃদয়ে ধারণা, (৬) মুক্ত পুরুষগণের চিন্তাবলম্বন, (৭) স্বপ্নলব্ধজ্ঞান, বা সুষুপ্তিজ্ঞানাবলম্বন, (৮) অভিমত বিষয়ের ধ্যান। এ সকলের মধ্যে যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া চিত্ত একাগ্র করিবে। যখন যোগীর মন এইরূপ সূক্ষ্ম বা স্থূল বিষয়ে অপ্রতিহতরূপে অবস্থান করে, তখন বুঝিতে হইবে একাগ্রতা লাভ হইয়াছে। এরূপ অবস্থাতে যোগী যাহা অবলম্বন করিয়া মনের স্থিরতা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, নিজে তাহারই ন্যায় হন। সমুদায় উপাসনা তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্ম এই যে, উপাস্য দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে সমুদায় জীবনের প্রবাহ তাঁহার ইচ্ছার সহিত সম্মিলিত হইবে, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান, প্রেমে প্রেম, তাঁহার পবিত্রতায় পবিত্র হইয়া সাধক উপাস্যে সংস্থিত হইবেন। উপরে যোগশাস্ত্রোক্ত যে সকল উপায় লিখিত হইল, মহর্ষিগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবলম্বন করিতেন। এই উপায়গুলির সংক্ষেপ আলোচনা এ স্থলে একান্ত প্রয়োজন।

জপ এবং তদভিধেয় ঈশ্বর চিন্তা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা প্রয়োজন করে না। এ দেশে এখন এই সাধনই সর্ব্ব প্রধান। দ্বিতীয় সাধনটীর সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে দ্বেষ হিংসাদি চিত্তের অসদ্ভাবগুলি অন্তরিত করিয়া অন্যের প্রতি ভক্তি, প্রীতি, করুণা উদ্দীপিত করিবার জন্য এটি একটী প্রধানতর উপায়। পূর্ব্বে যাহার প্রতিকূলে যে ভাব ছিল, সেই ভাবের বিরোধী ভাবটীকে চিন্তা দ্বারা বারম্বার চিত্তে উপস্থিত করিলে মানসিক নিয়মে পূর্ব্ব ভাবযোগ শিথিল হইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তিত ভাবের নূতন যোগ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যে বিষয়ের সঙ্গে যে প্রকার কলুষিত ভাব নিবদ্ধ আছে, সেই কলুষিত ভাব বিদূরিত করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বিত হইত। এই উদ্দেশেই মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে,

"মানসং সর্ব্বভূতেষু বর্ত্ততে বৈ শুভাশুভং।
অশুভেভ্যঃ সদাক্ষিপ্য শুভেষ্বেবাবতারয়েৎ॥"

ভাল এবং মন্দ এই দুই বিষয় লইয়া মন জগতের সমুদায় বিষয়ে অবস্থিতি করে। মনুষ্য মন্দ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ভাল বিষয়ে অবতারণ করিবে। মিল যে এমন শুষ্ক জ্ঞানী, তিনিও এ নিয়মটীকে অবশ্য অনুসর্ত্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। এ কালের সংশয়ী বিজ্ঞানবিদেরা এই নিয়মের উপরে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন। ফলতঃ যাহাদিগের কলুষিত মনকে সাধন দ্বারা বিশুদ্ধ এবং উপযুক্ত ভাবের অধীন করিতে হইবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এ সাধন অতি প্রকৃষ্ট সাধন। তবে এই মনে রাখিতে হইবে যে এটী মধ্যম সাধকের পক্ষে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সাধনে যাঁহারা উচ্চতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক প্রেমই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যাত্মাতে হর্ষ অপুণ্যাত্মাতে উপেক্ষা, পুণ্যের প্রতি আসক্তি পাপের প্রতি ঘৃণা উদ্দীপনের জন্য সাধনাবস্থায় প্রয়োজন বটে। কিন্তু উপেক্ষা ভাব পক্ষের ভাব নহে, অভাব পক্ষের ভাব মাত্র। তিনটীতে ভাব পক্ষের সাধন উল্লেখ করিয়া পাপীর প্রতি অভাব পক্ষের সাধন বলাতে জিজ্ঞাসা আসিতে পারে, দুঃখীর প্রতি যখন করুণা উদ্দীপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন পাপীর প্রতি তদুদ্দীপন কেন ব্যবস্থাপিত হয় নাই? যদি তাহার প্রতি করুণা না হইল, তবে আর কাহার প্রতি করুণা হইবে? শরীর সম্বন্ধে দুঃখী অপেক্ষা আত্মা সম্বন্ধে দুঃখী কি অধিক শোচ্য নহে? আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, যখন আমাদিগের মনের অপরিপক্কাবস্থা থাকে, তখন আমরা ব্যক্তি এবং তাহার কার্য্য এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করিয়া সহানুভূতি অর্পণ করিতে পারি না, কার্য্য এবং ব্যক্তি যুগপৎ আমাদিগের সহানুভূতির বিষয় হয়। কালে যখন আমাদিগের জ্ঞান পরিপক্কাবস্থা ধারণ করে, তখন আমরা ব্যক্তিকে তাহার কার্য্য হইতে অন্তরিত

করিয়া তাহার অকলুষিত মনুষ্যত্বকে তাহার দূষিত ব্যবহার হইতে ভিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে সমর্থ হই। তখন আমরা তাহার পাপ সত্ত্বেও তাহার আত্মার স্বভাবিক পূর্ব্ব নির্ম্মলাবস্থা এবং পুনরায় তল্লাভে তাহার সামর্থ্য চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি করুণারসে আর্দ্র হইতে পারি। প্রথম সোপানস্থিত সাধক সম্বন্ধে ইহা কখন সম্ভব নহে। সুতরাং পাপী এবং তাহার কার্য্য পাপ এ দুইকে মন হইতে অন্তরিত করিয়া রাখিবার জন্য যোগশাস্ত্রে 'উপেক্ষা' ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই সাধন দ্বারা সাধকের মনে পাপীর প্রতি করুণা আসিতে পারে, ইহা আমরা বলি না। কেন না যেমন সাধন, ফল তদনুরূপ হইবে। অভাব পক্ষের সাধন দ্বারা ভাব পক্ষের ফল লাভ অসম্ভব। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যোগিগণ যাহা কিছু অসৎ মনে করেন, শুদ্ধ তৎপ্রতি ঘৃণা করেন তাহা নহে, তৎসহকারে সেই অসদ্বিষয়ের আধার ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই ভাব তাঁহাদিগের চির দিন থাকিয়া যায়। পাপীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ পাপে পড়িবার সম্ভাবনা দূর হইয়া গেলে, যদি পাপীর প্রতি করুণা সাধন করা হয় তবেই পূর্ব্ব দোষ তিরোহিত হইতে পারে, অন্যথা সে দোষ চির দিন থাকিয়া যায়।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমেই একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ করিয়া সাধন করিলে যোগের কি সহায়তা হয়? নাসিকা দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করা, ধারণ করা এবং রেচন করা ইহাতে ফল লাভ কি? যোগিগণ এরূপ অনুষ্ঠান কেন করিতেন? এরূপ অনুষ্ঠানে প্রকৃতি নিহিত কোন কারণ দৃষ্ট হয় কি না? এ সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, আমরা প্রাণায়ামের পক্ষপাতী নহি। যদি মনের স্থিরতার পক্ষে এটিকে একটী উপায় বলিয়াও গ্রহণ করা যায়, তথাপি অপর অনেক সহজ সুলভ উপায় থাকিতে অস্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন। তবে এ প্রণালী সম্ভবতঃ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল এটি একটী অনুসন্ধানের বিষয় হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, যখন আমাদিগের মন একাগ্র হয়, তখন শ্বাস প্রশ্বাসের গতি সম্পূর্ণ স্থগিত না হউক স্থগিত প্রায় হয়। শ্বেতাশ্বত রোধ নিষদে দেখিতে পাওয়া যায় মনঃসংযম জন্য নাসিকা দ্বারা মৃদু মন্দ ভাবে নিঃশ্বাসত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা এক প্রকার নিশ্চয় যে যোগিগণ এই স্বাভাবিক গতিরোধ দর্শন করিয়া যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দীর্ঘ কাল স্থগিত রাখিয়া মনের একাগ্রতা অব্যাহত রাখিতে পারেন, তজ্জন্য যত্ন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে প্রাণায়ামের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, মন স্থির হইলে শরীরস্থ বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলে বিন্দু (রেতঃ) স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে সমুদায় শরীর যোগীর বশীভূত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, দীপ্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি, শরীরের কৃশত্ব সম্পাদিত হয়, গুল্ম প্লীহা জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয়, যোগিগণ এই রূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভের জন্য তাঁহারা আরো অনেকগুলি প্রক্রিয়ার অনুসরণ করেন, সে সকলই অস্বাভাবিক। বস্তিশুদ্ধি জন্য চতুরঙ্গুল প্রস্থ পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ বস্ত্র গ্রাস করিয়া বহির্নিঃসারণ, নাসিকা দ্বারা সূত্র প্রবিষ্ট করিয়া মুখ দ্বারা নিঃসারণ, জল পূরণ, বায়ু পূরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিকে আমরা ধর্ম্মের সাধন না বলিয়া আয়ুরিক চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এ সকল হটযোগোক্ত নিয়ম। পতঞ্জলি এ সকলের কোন উল্লেখ করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠে এই জন্যই বোধ হয় হটযোগকে দুঃখদ বলিয়াছেন। সে যাহা হউক যোগশাস্ত্র মতে প্রাণায়াম দ্বারা মনের স্থিরতা হয়, ধারণায় ক্ষমতা জন্মে, জ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট হয়।

"তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ,
বিশুদ্ধি র্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।"
"প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।"
"যথা যথা সদাভ্যাসাৎ মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ।
বায়ুবাক্‌কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা॥"

প্রাণায়াম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তপ নাই, ইহাতে সমুদায় মলিনতা বিদূরিত হয়, জ্ঞান প্রদীপ্ত হয়। বায়ু রেচন ও ধারণা দ্বারা মন ধারণাক্ষম হয়। সর্ব্বদা অভ্যাস বশতঃ মন যে যে স্থলে স্থির হয়, সেই সেই স্থলে বায়ু বাক্‌কায় দৃষ্টি স্থিরতা লাভ করে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ।

মঙ্গলবার, ১২ মাঘ, ১৭৯৭ শক।

ব্রাহ্মিকাগণ! ঈশ্বরের সন্তানগণ! তোমরা সরলা হইবে। পৃথিবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে না, কেননা পৃথিবী তোমাদিগকে কপটতা শিক্ষা দিবে। ভদ্র ব্যবহার ভদ্র বেশ, ভুষা গ্রহণ করিতে বলিবে। যে সংসারে তোমরা জীবনের এত দিন কাটাইলে, সেই সংসারের লোকেরা গুরু হইয়া তোমাদিগকে এমন পথে লইয়া আসিল যে ভিতরে এক প্রকার, বাহিরে অন্য প্রকার। অন্তরে উপাসনা করিতে ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, উপাসনার আসনে বসিলেই হইল, অন্তরে দয়া থাকুক বা না থাকুক পরের উপকার করিতে যাইবে। সংসার এই কপটতা শিক্ষা দিল। কেবল ভদ্রতা নাম কিনিবার জন্য পৃথিবী টাকা কড়ি উড়ায় এবং অনেক প্রকার কপটাচরণ করে। তোমরা কি জন্য ব্রাহ্মিকা হইয়াছ? এ সকল লোক কুসংস্কার ছাড়িয়া কেমন জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছে, ইহারা জনসমাজের ভূষণ স্বরূপ, এই সুখ্যাতি ক্রয় করিবার জন্য কি তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ? তবে

তোমরা কি সরল হইতে চেষ্টা করিবে না? তোমাদের অন্তরে যাহাতে যথার্থ ধর্ম্মের উদয় হয় তাহার জন্য কি তোমরা ব্যাকুল হইবে না? প্রাণের ভিতরে যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম ও ভগ্নীপ্রেম স্থান পাইল, ধর্ম্ম জীবন লাভের আর অবশিষ্ট কিছু রহিল না। যাহাতে তোমাদের প্রাণ যথার্থ ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্ন কর। লোকের কথার প্রতি দৃষ্টি করিও না। ঠিক অন্তরে যাহাতে ঈশ্বরের পূজা হয়, চরিত্র যাহাতে সরল হয় তোমরা এই জন্য বিশেষ যত্নবতী হও। অনেকে বলে এত কঠিন ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার কি? এক জন স্ত্রীলোক কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিবে? স্ত্রীলোক নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিবে কি রূপে? স্ত্রীলোককে সংসারের কার্য্য করিতে হইবে, এবং সংসারের কার্য্য করিতে করিতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইবেই। যদি কোন বাহ্য মূর্ত্তি থাকে বরং তাহা সে ভাবিতে পারে। স্ত্রীলোক অবলা, সে কিরূপে নিরাকার ব্রহ্ম সাধন করিবে? স্ত্রীলোকের প্রকৃতি কোমল, তাঁহারা কি এমন কঠিন ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন? তাঁহারা একটু একটু সত্য কথা কহিবেন, একটু একটু পরোপকার করিবেন। নিরাকার ঈশ্বরকে তাঁহারা ঠিক আপনার বন্ধু জানিয়া আপনার পরিত্রাণ কর্ত্তা জানিয়া পূজা করিবেন ইহা কিরূপে সম্ভব? কুটিল সংসার এ সকল প্রশ্ন করে। যে সরল হইল না তার কাছে এই ধর্ম্ম চিরকালই কঠিন থাকিবে। যদি তোমরা ঠিক সরল হইয়া, ঈশ্বরকে চাও, তবে তোমাদের পক্ষে এই ধর্ম্ম পালন করা অতি সহজ হইবে। আর কিছুই চাই না, অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে তাঁহার প্রতি তাকাইবে, বারম্বার তাকাইবে; ভক্তির সহিত তাকাইবে, যতই তাঁহার মুখের পানে তাকাইবে, ততই অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে। যাঁহাকে মা মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ শীতল হয়, তাঁহার মুখ দেখিলে কি আর মনের ভিতরে দুঃখ ও অভক্তি থাকিতে পারে? যদিও তিনি নিরাকার, তথাপি তাঁহার রূপ আছে; কিন্তু এ চক্ষু তাহা দেখিবে না। কেবল বিশ্বাস ভক্তি নয়নে তাঁহাকে দেখা যায়। ভক্তেরা ঈশ্বরের দর্শন পান, কেবল এই সত্যটীও যদি ভাব তাহাতেও তোমাদের অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে। আমি তোমাদের ভ্রাতা. আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি? কেবল এই বলিতেছি, তোমরা সরল হইয়া পিতাকে দর্শন করিবার জন্য যত্ন কর। তোমাদের নিকট এখনও এই আকাশ কেন শূন্য রহিল? কবে তোমরা দেখিতে পাইবে এই আকাশ আকাশ নহে, ইহা ঈশ্বরের প্রেমাসন। এখানে তাঁহার চরণ পদ্ম ধ্যানে যোগী ঋষিরা বসিয়া আছেন, আমাদের স্তব স্তুতি লেখন থাকুক বা না থাকুক, যিনি আমাদের চিরকালের স্তবনীয় তিনি আসিয়া এখানে বসিয়া আছেন। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া আমাদের প্রেমময় পিতা বসিয়া আছেন। এই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে যিনি উপাসনা ঘরে ছাড়িয়া সংসারে চলিয়া যান, তনি বিষয়াসক্ত সংসারী। আর যিনি সংসারের ভিতরেও এই ঈশ্বরকে দেখেন তিনি স্বর্গের লোক। যদি তোমরা তোমাদের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া থাক, তবে যখন তোমরা এই উপাসনা ঘর অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইবে, তখনও দেখিবে এই পবিত্র পরমেশ্বর সেখানেও তোমাদিগের ডান দিকে, বাম দিকে সর্ব্ব স্থান পূর্ণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যখন তোমরা রন্ধন কিম্বা সংসারের অন্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে তখনও এক এক বার তাকাইয়া দেখিও মা সঙ্গে আছেন কি না। ব্রাহ্মিকার জীবনের যে অশেষ পুরস্কার তাহা লাভ করিবে যদি সহজে চক্ষু তাকাইবা মাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাও। যদি অন্তরে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, তবে ধর্ম্মের সমুদয় অনুষ্ঠান বৃথা। যদি দশ বৎসর ক্রমাগত আড়ম্বরের অধীন হইয়া, উপাসনা গৃহে যাতায়াত কর, সাধুদিগের কথা শ্রবণ কর, এবং অনেক ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ কর, ও পরোপকার কর, তাহাতে কিছু মাত্র যথার্থ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে না যদি সরলান্তরে ঈশ্বরকে না দেখিতে পাও। সাবধান লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম সাধন করিও না। যাহাতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অন্তরে যথার্থ প্রেম ভক্তির উদয় হয় এমন সাধন করিবে। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তোমাদের অন্তর পবিত্র হইবে তখন তোমরা আপনারাই জিজ্ঞাসা করিবে এমন বিশ্রী মুখ সুশ্রী হইল কিসে? তখন তোমাদের মুখশ্রীতে পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা সপ্রমাণ হইবে। তখন সহজেই তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির অশ্রু বাহির হইবে। পরস্পরের প্রতি তোমাদের ব্যবহার পবিত্র এবং অতি সুমিষ্ট হইবে। তখন তোমাদের এক এক জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পৃথিবীর লোক সকল বলিবে এ স্ত্রী সামান্য স্ত্রীলোক নহে। সরলান্তরে সাধন করিলে এত অল্পকালে এই হয়। কপটান্তরে সাধন করিলে কুটিলতা যায় না এবং বিপরীত ফল হয়। অতএব বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। ব্রহ্ম কন্যা! তুমি যে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছ ইহাতে বাহিরের আড়ম্বর নাই। ভিতরে যাও, যদি তাহা না কর, যথার্থ ধর্ম্ম পাইলে না, ব্রহ্মদর্শন হইল না, ব্রহ্মের মিষ্ট কথা শুনিলে না, বৈরাগ্য কি জানিলে না, ব্রাহ্মিকা নাম লইয়াও কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে পরলোকে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি তোমরা সরল হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা কর, সমস্ত স্ত্রী জাতির, বিশেষতঃ এই দেশের স্ত্রী লোকদিগের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার হইবে। একটি সরল হৃদয় স্ত্রীকে দেখিলে দশ জন স্ত্রীলোকের মন সরল

হইবে, এবং সেই দশটী সরল হৃদয় স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলে সমস্ত দেশের স্ত্রীলোকেরা সরল হইতে চেষ্টা করিবে, নগর শুদ্ধ লোক ঈশ্বরের প্রেমিক হইবে। ব্রহ্মকন্যাগণ! আর তোমরা সংসারের মিথ্যা আড়ম্বরে ভুলিও না। অসার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে এজন্য এখন প্রাণপণে ব্যাকুল হও। মাঝি আসিতেছেন, নৌকা খুলিয়া তিনি তোমাদিগকে তাঁহার স্বর্গধামে লইয়া যাইবেন। গম্ভীর নিঃশব্দ ভাবে আসিতেছে সেই সুখের দিন যখন তোমরা তোমাদের পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া আহ্লাদ করিয়া হাসিবে। এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে পিতাকে চিনিয়া লও। "এতকাল বৃথা আড়ম্বর করিয়া মরিতাম, কার উপাসনা করিতাম বুঝিতাম না, আজ পিতা একাকিনী পাইয়া তাঁহার কন্যাকে দেখা দিলেন।" এই শুভ সম্বাদ কবে তোমাদের মুখে শুনিব? শীঘ্রই যাহাতে তোমাদের দুঃখ দূর হয় ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৭ই মাঘ, ১৭৯৭।

আমি জানি না অধিক লোভী কে? সংসারী না ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি? লোভ সম্পর্কে সংসারীর নিকট ব্রাহ্ম পরাস্ত হন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। টাকা, টাকা, টাকা, বিষয়ীর মুখে এই মন্ত্র দিবানিশি; ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মের মুখে সর্ব্বদা এই নাম। এই তাঁহার ধ্যান, এই তাঁহার কাম্য বস্তু, ইহা ভিন্ন তিনি আর কিছু চান না। তিনি এখানে যান ওখানে যান, প্রাণ কিন্তু তাঁহার স্বর্গের ধন, সেই স্বর্গের সম্পত্তির মধ্যে। বিষয়ী যেমন পাগলের ন্যায় বিষয়প্রিয়, ব্রাহ্মের অন্তরও সেই রূপ পাগলের ন্যায় ব্রহ্মপ্রিয়। বিষয়োন্মত্ত যেমন ব্যস্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে ভ্রমণ করিতেছে, ব্রাহ্মও সেই রূপ ব্যাকুল হইয়া ভক্তি পথে, প্রমত্ততার পথে বেড়াইতেছেন। সেই জন্য বলা যায় না বিষয়ী এবং ব্রাহ্মের মধ্যে কাহার আসক্তি অধিক। ব্রাহ্ম কেন এই বিষয়ে ধর্ম্মজগতে জয়ী হইবেন না? আন্তরিক প্রেমে উন্মত্ত হওয়া যায় প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই কথা কেন বলিবেন না? সর্ব্বদাই ঈশ্বরেতে লাগিয়া থাকিতে হইবে। ব্রাহ্ম পরসেবা করেন, আপনার সেবা করেন, পরিবারের সেবা করেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে লাগিয়া রহিয়াছে। সংসারী এবং ব্রাহ্মের একটী প্রভেদ এই যে, সংসারীর আসক্তি এমন স্থানে যেস্থানে মৃত্যু আসিয়া অধিকার করিয়াছে। ব্রাহ্ম যেখানে আপনার হৃদয়কে রাখিয়াছেন মৃত্যু তাহার ত্রিসীমায় যায় না। ব্রাহ্মকে কেহই এই কথা বলিতে পারেন না, যে তোমার কাম্য বস্তু চলিয়া যাইবে। সংসারীর আসক্তি অত্যন্ত প্রবল; কিন্তু আসক্তি প্রবল হইয়া কি হইবে? যে বস্তুর প্রতি আসক্তি তাহা মৃত্যুর অধীন। ব্রাহ্ম যিনি তিনি আপনার হৃদয়ের অনুরাগকে এমন বস্তুর উপর স্থাপন করিয়াছেন যে সেই বস্তু চিরকাল থাকিবে। সংসারীর কাম্য বস্তু অস্থায়ী, ব্রাহ্মের কাম্য বস্তু চিরস্থায়ী। ব্রাহ্ম যিনি তিনি সহজেই এই প্রকার চিরস্থায়ী পদার্থের অনুসরণ করেন, ইহাতেই তাঁহার চতুরতা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মও সংসারের নানাবিধ কার্য্য করেন, পরোপকার করেন, পরের জন্য প্রাণ দেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় সেই স্থানে যেখানে কোন পরিবর্ত্তন নাই এবং যেখানে মৃত্যুর অধিকার নাই। অন্যে তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও তিনি তাঁহার ব্রত ত্যাগ করেন না। বাহিরের পরিবর্ত্তন তাঁহার সংকল্প বিনাশ করিতে পারে না। সংসারে পরিবর্ত্তন আছে, ধর্ম্মরাজ্যেও পরিবর্ত্তন আছে; কিন্তু সেই চঞ্চল ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যেও ভক্ত অটল বস্তু ধরিয়া থাকেন। কখনও প্রাণ দিয়া অন্য লোকে ভক্তের আদর ও সেবা করিতে আসে, কখনও বা তাহারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু ভক্ত যাঁহার প্রাণ ঈশ্বরলোভী হইয়াছে, কোন অবস্থাতেই আপনার জীবনের ব্রত পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার ব্রত অটল পর্ব্বতের ন্যায় চিরকাল স্থির থাকে। সম্পদ বা বিপদ, সুখ কিম্বা দুঃখে প্রভুর আদেশ পালন করিতে তিনি ভুলেন না। অবস্থার গতি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ভক্ত যিনি ব্রহ্মলোভী, তিনি ঈশ্বরের কার্য্যেতে এমনি ব্যস্ত যে অবস্থার পরিবর্ত্তন তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না। ঈশ্বর বলিয়াছেন, "কেহ যদি তোমাকে উৎসাহ না দেয় তথাপি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই কয়েকটী কার্য্য তোমাকে করিতেই হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভক্ত তাঁহার ঈশ্বরের কার্য্য করেন। যদি সহস্র ভক্ত সহাস্য বদনে উৎসাহ দেন তাহা হইলে কতকগুলি কার্য্য করিব, নতুবা সে কার্য্যগুলি করিব না; খুব উচ্চাবস্থায় অনেকগুলি বন্ধু পাইলে কতকগুলি কার্য্য করিব, নতুবা সে কার্য্যগুলি করিব না; জীবনের মধ্যে এমন অনেক কার্য্য থাকিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক জীবনে এমন কতকগুলি বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে যাহা পৃথিবী অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক, কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই করিতে হইবে। ঈশ্বরলোভী, ঈশ্বরপ্রাণ ব্যক্তি অন্য কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া কেবল ঈশ্বরকে লইয়া সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে ব্যস্ত। লোকে উপহাস করুক, নিন্দা করুক, নির্য্যাতন করুক, যাহাই কেন করুক না, ঈশ্বরলোভী ঈশ্বরের কার্য্য করিতেই প্রমত্ত। ঈশ্বর যে কয়েকটী কার্য্য করিতে বলিয়া দিয়াছেন, সকল অবস্থাতে এবং চিরকাল সেই গুলি করিতেই হইবে। যাঁহারা

সেই কার্য্যগুলি করে না তাহাদের জীবন সর্ব্বদাই চঞ্চল। অবস্থা এবং চঞ্চলতার অতীত তাঁহাদের জীবন যাঁহারা লোভী। বিষয়ী যেমন রোগপূর্ণ শরীর লইয়াও, সহস্র লোকের কটু কথা শুনিয়াও আপনার আপনার বিষয় রক্ষা করিবেই করিবে, ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মও তেমনি সকল অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন। তিনি জানেন ঈশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেই তাঁহার জীবন নষ্ট হইবে। যাঁহার চিত্ত বিষয়ের অতীত পদার্থের লোভে লোভী, তিনি সরল ভাবে বলিতে পারেন, পরমেশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত থাকা অতি সহজ, তাঁহার প্রদত্ত ব্রত পালন করা অতি সহজ। অতএব ব্রাহ্মগণ! তোমাদের কার্য্য সম্পর্কে কে কি ভাবিল, কে কি করিল, তাহা ভাবিবে না, পরের মুখের প্রত্যাশী না হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন, আজীবন তাহা পালন করিবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

বিগত ৫ই ফাল্গুন কলিকাতা স্কুল গৃহে "ঈশ্বর তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন" এই বিষয়ে আচার্য্য মহাশয় ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন। অনুমান চারিশত শ্রোতা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার উন্নতি সাধনই পরিত্রাণ। যাহারা মনুষ্যকে জন্ম পাপী বিকৃত স্বভাব বলে তাহাদের মতে যাহা কিছু সেই স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয় সমস্তই বিকৃত। কিন্তু আমি তাহা বলি না, স্বভাবের উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্ম, অলৌকিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা কিছু তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতার্থে ধর্ম্মকে শিক্ষা বলা যায়। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্ম্ম পালন করা হইল। কিন্তু তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন তেমনি বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা। পরীক্ষা দিবার জন্য সকলকে অগ্রে সাধারণ বিভাগের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে যাঁহার যাহাতে অভিরুচি তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হন। সাধারণ গুণ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। এইটী স্বাভাবিক, যিনি সেই সেই বিষয়ের পরিচালনা করেন তিনি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুণকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে যেমন, ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। এইটী বুঝিয়া লইয়া যিনি ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হন তিনি অবশ্যই পূর্ণ মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে নানা প্রকার অজ্ঞানতা কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু এখানে আসা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র। যথার্থ শিক্ষা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যাঁহার মনের গতি যে দিকে বেশী প্রবল তিনি যদি সেই দিকে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত হইবে। যাঁহার ভক্তি প্রেমের দিকে গতি তিনি ভক্ত হইয়া সদা সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ রস সাগরে মগ্ন থাকিতে যত্ন করুন। যিনি ধ্যান ধারণা যোগ বৈরাগ্য দর্শন শান্তি ভালবাসেন, তিনি কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকার্য্যের দ্বারা জনসমাজের উপকার করিতে অভিলাষী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি যে বিভাগে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহা দ্বারাই মুক্তি লাভ করিবেন। কিন্তু অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ করিয়া সেটী উত্তম রূপে বুঝা চাই। এখানে প্রচারক এবং সাধারণের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ঈশ্বর যাঁহাকে যে বিষয়ে পারকতা এবং উপযুক্ততা দিয়াছেন তাহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পাদন করেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। স্বভাবের গতি দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এক জনের ধ্যান করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কিন্তু সেবার কার্য্যে তাহার উপযুক্ততা আছে, এমন স্থলে সে ব্যক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না করিয়া সেবক হউক। যাহার ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মত্ততা নাই সে কখন ভক্ত হইতে পারিবে না; যদি চিত্ত সংযত হইয়া থাকে তবে সে যোগী হউক। এই রূপ শ্রেণী বিভাগ হইলে প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে স্থির থাকিতে পারেন, তাহাতে উন্নতিও হয়। কিন্তু এ প্রকার শ্রেণী বদ্ধ হইলেই প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম সাধন হইবে তাহা বলা যায় না। ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে ছদ্মবেশী যোগী বৈরাগী ভক্তদিগের কুৎসিত ব্যবহার কপটাচরণ অনেক আছে। এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পবিত্রতাকে মূল ভূমি করিয়া যিনি যে পথ যে আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা করিবেন। সম্ভব মত জীবনকে বিশুদ্ধ না করিয়া যেন এ পথের পথিক হইতে কেহ চেষ্টা না করেন। পবিত্রতার অভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে অনেকানেক যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মাচরণ করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত হইবেন তাঁহাকে সেই শ্রেণীতে বদ্ধ করা হউক। অভাব পক্ষে দিনান্তে একবার উপাসনা করা এবং সচ্চরিত্র

হওয়া চাই। যিনি যে শ্রেণীতে থাকিতে চাহেন জীবনের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিবেন। ইহাতে ছোট বড় অহঙ্কার অভিমান কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে কার্য্যের উপযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে তজ্জন্য মান্য করিতে হইবে।

সম্বাদ।

দোলের বন্ধ উপলক্ষে আচার্য্য মহাশয় বর্দ্ধমান নগরে ও ভাস্তাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গজেশ্বর সিংহের ভবনে প্রচারার্থ গমন করিবেন। বঙ্গদেশের ভদ্র পল্লী সকল এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারের অনেক অনুকূল স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রে কলিকাতা স্কুল গৃহে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বৈরাগ্য বিষয়ে একটী জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। বৈরাগ্য সাধন যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ গুরু বা শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা ইহা প্রথম প্রচারিত হয় নাই, উপনিষৎ ও মনুর বচন দ্বারা বক্তা তাহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করেন। বক্তৃতা যদিও সংক্ষেপ হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে পুরাতন বৈরাগ্য ধর্ম্মের প্রণালী ও ব্যবস্থা, শাসন বিধির কথা শুনিয়া আমরা তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আশা করি আগামীতে ইহা প্রকাশিত হইবে। হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে বৈরাগ্য সাধন সম্বন্ধে যে সকল সার ব্যবস্থা আছে তাহা ধর্ম্মপিপাসু মাত্রেরই অবলম্বনীয় সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া ঘোর সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে বৈরাগ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিলে ধর্ম্মের নামে কেবল নীচ বাসনা চরিতার্থ হইতে থাকিবে। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। যাঁহারা সাধনের উপায় জানিতে অভিলাষী তাঁহারা এখানে আসিলে উপকার পাইতে পারেন।

আমরা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম বঙ্গ দেশের গত বার্ষিক রাজকার্য্য বিবরণ পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অনুরাগ সূচক বক্তব্য পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানের ধিরাজ বাহাদুর পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ খুলিয়া দিয়াছেন। উপাসক কেহ আসুন বা না আসুন উপাচার্য্য সমাজে গিয়া উপাসনা করিবেন। মনুষ্যের এ প্রকার অসার ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া অন্তর্যামী ঈশ্বর কি ভাবেন তাই মনে হইয়া হাসি পায়। ইহাতে বোধ হয়, প্রধান রাজপুরুষেরা যদি ধর্ম্মযাজক হন তাহাহইলে অনেক রাজা ও জমিদারকে তাঁহারা শিষ্য করিতে পারেন। শেষাবস্থায় রাজাবাহাদুর যেন কিছু সারধন সম্বল করিয়া লয়েন, ভবিষ্যৎ জীবনে ধনমান কোন কার্য্যে আসিবে না।

আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে প্রাত্যহিক উপাসনা সভায় গত ১৩ই ফাল্গুন প্রাতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি শিক্ষার্থী এবং শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত যোগ শিক্ষার্থী হইয়া রীতিপূর্ব্বক নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা দুই জন ভক্তি এবং যোগ বিষয়ে এক্ষণ হইতে বিশেষ সাধন করিবেন। ব্রত গ্রহণ কালের দৃশ্য অতি গম্ভীর ও পবিত্র হইয়াছিল। সংসারের বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক সময় যেমন ইহাঁরা প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি আন্তরিক সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ও যোগ সাধনের জন্য এখন বিশেষ বিধি গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যের উপদেশটী অতি গম্ভীর ও মধুর হইয়াছিল। ইহার একটী কথা আমরা বলিতেছি যাহাতে আচার্য্য ও শিষ্যের সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন ভবিষ্যতে কোথায় দিয়া কিরূপে যাইতে হইবে তাহা তোমরাও জান না আমিও জানি না, আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহা হইতে আবার শিক্ষা পাইব, শিক্ষা পাইয়া আবার শিক্ষা দিব। ধর্ম্মরাজ্যে পরস্পরে জ্ঞানের বিনিময় করিব। এই মহদনুষ্ঠানের গূঢ় তত্ত্ব সাধক ভিন্ন অন্য কেহ বুদ্ধি বিচারে তর্ক যুক্তিতে বুঝিতে পারিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। এরূপ সাধন ব্রত ব্রাহ্ম মাত্রেই লইতে পারেন, ইহা প্রচারকদিগের জন্য কেবল নয়।

বিগত ৮ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যাকালে এবং ৯ই রবিবার প্রাতে আক্না নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিতের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন উপাসনাদি করেন। পালিত মহাশয় এই উপলক্ষে শতাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া পূজার দালান বহির্ব্বাটী পুষ্প লতাপত্র চন্দ্রাতপ এবং আলোকমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় ভদ্রাভদ্র নরনারীগণ আগ্রহ সহকারে সঙ্গীত ও উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিনে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কতিপয় ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের ব্যাখ্যান হইয়া পরে সঙ্কীর্ত্তন হয়। পর দিন প্রাতে উপাসনান্তে "এই আর ঐ" অর্থাৎ ভক্তির ঈশ্বর এই, আর জ্ঞানের ঈশ্বর ঐ, এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রার্থনা শ্রবণে কেহ কেহ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েকটী পুরাতন ব্রাহ্মের উৎসাহ দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। পল্লীগ্রামে শত শত হিন্দু নরনারী পরিপূর্ণ সভাস্থলে দেশীয় ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই রূপে প্রচারিত হইতে দেখিলে খৃষ্টীয়ানদিগের সহিত আমাদের কত প্রভেদ এবং এই ধর্ম্মকে বৈদেশিক বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করেন তাঁহাদের সে আশঙ্কা যে কত দূর অমূলক

তাহা আমরা বুঝিতে পারি। নবীন বাবু প্রাচীন বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যেরূপ উৎসাহী হইয়াছেন তাহা অতীব আহ্লাদকর। তিনি আপনার একটী বৈঠকখানা বাটী ও পুষ্করিণী তৎসঙ্গে কিছু কোম্পানীর কাগজ ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য উইল্ করিয়াছেন। তাঁহার শুভ কামনা পূর্ণ হউক এই আমাদের বাসনা।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে কোন এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মবাদী আমাদের আচার্য্য মহাশয়কে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলেন এখানে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের তুষ ভক্ষণ করিয়া আর কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তণ্ডুলের জন্য তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। খৃষ্টের যথার্থ ধর্ম্ম আপনি আমাদের মধ্যে আসিয়া প্রচার করুন। তথায় যাইবার আসিবার সমস্ত ব্যয় তাঁহারা দিতে প্রস্তুত আছেন। অষ্ট্রেলিয়া ইংরাজদিগের একটী উপনিবাস, সেখানকার অধিবাসীগণ বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। কিন্তু শ্রুত হওয়া যায় অনেকে বড় দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি। ইহা বড় অল্প আশ্চর্য্য জনক নহে যে এখন খৃষ্টীয়ানেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

ইং ১৮৭৬ শালের জানুয়ারি মাসের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন	... ...	১২
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	... ...	১
,, ,, মধুসূদন সেন	... ...	১
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	... ...	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	... ...	৸৴৫
,, ,, ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত	... ...	৷৹
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক	... ...	৷৹
,, ,, হরকালী দাস	... ...	৷৹
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	... ...	২
,, ,, জয়গোপাল সেন	... ...	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	... ...	২
,, ,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	... ...	৩০
,, ,, গোবিন্দ চাঁদ ধর	... ...	১
,, ,, তুলসিদাস দত্ত	... ...	১
,, ,, বসন্তকুমার গুহ	... ...	১
,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (মুলতান)	...	৬
,, ,, গোপীকৃষ্ণ সেন (মাইমনসিং)	...	৫
,, ,, রাজমোহন বসু	... ...	৷৹
,, ,, রাখালদাস দত্ত	... ...	৷৹
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	... ...	৷৹
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	... ...	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৪
গয়া ,,	... ...	১৩
লক্ষ্ণৌ ,,	... ...	৭
তেজপুর ,,	... ...	১৷৴৹

এককালীন দান।

ডাক্তার ধনকোটী রাজু	মান্দ্রাজ	...	২৫
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	বগুরা	...	৫
,, ,, গঙ্গাধর দাস		... ...	১
,, ,, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পাতাইহাটী		২
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র		... ...	১
,, ,, রামেশ্বর দাস রাক্ষি		... ...	৫
,, ,, উপেন্দ্রনাথ বসু		... ...	১০
একটী মহিলা		... ...	১
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ	এলাহাবাদ		৫
শ্রীমতী বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়	বরাহনগর	..	৷৹
,, বিশ্বেশ্বরী খাঁ	বহরমপুর	... ...	৫০

শুভকর্ম্মের দান।

সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দাস (বিশ্বনাথ)	...	২

বাৎসরিক দান।

বাঘ আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২

পাথেয় হিসাব।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল দেব	... ...	১৷০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	... ...	১

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

প্রচারকদিগের বস্ত্র খরিদ জন্য সংগৃহিত	...	১০৬

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১২ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই ফাল্গুন শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ৫ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, সোমবার, ১৭৯৭ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পরম, চৈতন্যময় অনন্ত গুণাকর পরমেশ্বর! আমি এখন দেখিতেছি, যত দিন এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি বিবেচনার হস্তে আমার জীবনের ভার ন্যস্ত থাকিবে তত দিন আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। অবিশ্বাস লজ্জা ভয় ভাবনা যুক্তি কল্পনা অভিমান আমাকে অন্ধ অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল করিয়া সীমাবদ্ধ মানবীয় ক্ষমতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার সুমার্জ্জিত জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তাশক্তি প্রবল অধ্যবসায় আমাকে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। জীবন্ত উপাসনায় যে কিঞ্চিৎ ভক্তি-রস উত্থিত হয়, সাধুসঙ্গ সদালাপ নাম সঙ্কীর্ত্তনে যে উৎসাহ উদ্যম প্রবর্দ্ধিত হয় তাহাতে আরাম বোধ হয় বটে কিন্তু নির্ভয় হইতে পারি না। আপনার ধর্ম্মানুরাগ সাধু ইচ্ছার উপর যত দূর বিশ্বাস নির্ভর করিতে পারি তাহা করিয়া বলিতেছি, ইহা দ্বারা ভাবী জীবনের উচ্চাশা পূর্ণ হইতে পারে এমন সম্ভব নহে। কোন রূপে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া যাইতে পারি এই মাত্র। কিন্তু হে জীবনবল্লভ! তাহাতেত হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। যেরূপ হইতে আমার ইচ্ছা আছে তাহা তুমি সম্পন্ন না করিলে কিছুতেই হইবে না। আমি তোমার হস্তে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইব, তার পর তুমি আমাকে অচেতন করিয়া আপনার ইচ্ছা মত যথা স্থানে পরিচালিত করিবে, নিজে আর আমাকে কিছু ভাবিতে হইবে না, এইরূপ হইলে তবে আমার ভয় তিরোহিত হয়। শুনিয়াছি নাকি তুমি যাহাকে প্রেম মদিরা পান করাইয়া অচেতন কর সে উন্মাদ হইয়াও দিব্যজ্ঞান লাভ করে। হে মঙ্গল-জলধি পবিত্র ঈশ্বর! আমার যে এখনও স্বর্গধামের শোভা কিছুই দেখা হইল না! তুমি না দেখাইলে, দিব্যচক্ষু, দিব্যজ্ঞান না দিলে, হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া না গেলে আমি কেমন করিয়াই বা তাহা দেখিব? কায নাই আমার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান অভিমানে, মর্য্যাদা সম্ভ্রম আর আমি চাহি না, যাহাতে আমি পবিত্র জীবন্মুক্ত হই হে দীনবন্ধো! এমন সামগ্রী তুমি আমাকে দাও। যাহা হয় হইবে, প্রেমমত্ত হইবার ঔষধ আমাকে তুমি পান করাও। তোমা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইব সে জন্য ভয়ই বা কি আছে? লোকে যে যাহা বলে বলুক, আমি তোমাতেই সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিব। হে প্রেমময়! তুমি আমাকে প্রেমস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাও।

প্রলোভন পরাজয়।

বিচক্ষণতার সহিত বস্তুতত্ত্ব সকল বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা বাস্তবিক প্রলোভন নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু মানব সমাজের কল্যাণ ও বিধাতার মঙ্গল সঙ্কল্প সাধনের জন্য সৃজিত হইয়াছে। মনুষ্যের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি কোন বিধান সংস্থাপন করেন নাই। যে সকল পদার্থ ব্যবহার দোষে পাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহা প্রয়োজন সাধনের জন্য হইয়াছে, মনুষ্যকে নরকে নিমগ্ন করিবার জন্য নহে। যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা কর না কেন দেখিতে পাইবে, পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা তাহার মধ্যে গূঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে। অভাব মোচন, মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসাধন ব্যতীত ইহাঁদিগকে সৃজন করিবার অন্য কোন অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় না। যে নিয়মে এবং যে পরিমাণে যে বস্তু সম্ভোগ করা উচিত তাহার বিপরীত আচরণ হইলেই তাহা প্রলোভন হয়। যে জন্য যে সামগ্রী সৃজিত হইয়াছে তজ্জন্য তাহাকে নিয়োগ করা বিধেয়; তদ্দ্বারা অন্যায় বাসনা চরিতার্থ করিলেই পাপ হইয়া থাকে। তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে এ বিষয়ে অভিযোগ করিবার কিছুই থাকে না, কারণ সমস্তই বিশুদ্ধ স্বভাব; কিন্তু প্রলোভন তত্ত্ব বিচারের সময় অতি অল্পই পাওয়া যায়। দূরদর্শী দৃঢ়ব্রত পাপীদিগের যদিও অনেক সময় থাকে, কেন না তাহারা বিচার সিদ্ধান্ত করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহাদের দীর্ঘ সময় কেবল দুর্ব্বুদ্ধির পোষণের জন্য ব্যয়িত হয়। পশুভাব ও মোহের সঙ্গে প্রলোভনের এত যোগ যে হীনবুদ্ধি মনুষ্যগণ তদ্বিষয়ে আত্মসংযম করিতে সক্ষম হয় না। কত কত গভীর তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত আকাশ মেদিনী ভেদ করিয়া সৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতেছেন, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাহা অধ্যয়ন করিতেছেন, রোগের কারণ নির্ণয় করিতেছেন, কিন্তু প্রলোভনে পতিত হইলে তাঁহারা অজ্ঞান পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাব প্রকাশ করেন। অসংযতেন্দ্রিয় কুঅভ্যাস পরতন্ত্র মনুষ্যদিগের উপর ইহার কি দুর্জ্জয় আকর্ষণ। তাহারা প্রলোভন দেখিলে বিকারী রোগীর ন্যায় উন্মাদ প্রায় হয় কেবল তাহা নহে, কুভাবযোগ উৎপাদক কোন সামান্য ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া একবারে পাপের ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে নিপতিত হয়। মুক্তাত্মা সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত প্রলোভনের আধিপত্য অল্পাধিক সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শিথিলইন্দ্রিয়, বিলাসপ্রিয়, সহজে প্রলুব্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কুসংসর্গ পরিহার (অন্ততঃ কিছু কালের জন্য) ব্যতীত ইহা অতিক্রম করিবার আর অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। কিন্তু শম দমাদি সাধনে তৎপর মুমুক্ষু সাধকগণ প্রবল সাধু ইচ্ছার সহিত নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা যদি প্রলোভন তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া তাহা হইতে কুভাবযোগ এককালে ধৌত করিয়া ফেলেন এবং তন্মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পাঠ করেন তাহা হইলে অনায়াসে এই শত্রুকে জয় করিতে পারিবেন। সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে প্রলোভনের আর কিছুই আকর্ষণ থাকিবে না। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য মনুষ্যের কোথাও শান্তি নাই। ধর্ম্ম সাধন করিয়াও যদি প্রশান্ত এবং পবিত্র চিত্ত না হওয়া যায় তবে তাহা কোন্ কার্য্যের? চিত্তের বিকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইলে ধর্ম্মের আনন্দ লব্ধ হয় না। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে কোন বস্তু প্রলোভনের নয়, সকলই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পদার্থ। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক প্রলোভনের বস্তু হইতে কুভাব কুদৃষ্টি প্রত্যাহরণ করত তাহাদিগকে পবিত্র ভাবে দর্শন এবং যে জন্য সে সমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছে

তাহা চিন্তা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ তত্ত্ব বিচার দ্বারা জানিতে হইবে কি কি উপাদানে ইহা নির্ম্মিত এবং ইহার পরিণাম কি। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যদিও ইহা বিবধ মঙ্গলের কারণ, তথাপি ধর্ম্মের আনন্দের তুলনায় অতি অসার। সার বস্তু পরম পদার্থ পরমেশ্বরের মহিমা যে কিছু মাত্র জানিয়াছে সে পৃথিবীর অসার প্রলোভন রাশি দেখিয়া বলিবে, "পুণ্য পুঞ্জেন যদি প্রেম ধনং কোপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলম্।" ধন্য তাঁহারা যাঁহারা প্রলোভন পরাজয় করিয়া নির্দ্দোষ শিশুর ন্যায় পবিত্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন!

বাঁচিবার আবশ্যক কি?

জীবিত থাকিবার জন্য মনুষ্যমনে যে রূপ আগ্রহ আশা ব্যাকুলতা লক্ষিত হয়, সঙ্কটাপন্ন রোগ বা বিপদে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সে যে প্রকার ব্যস্ততা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন এ ব্যক্তি চিরকালই বাঁচিতে আসিয়াছে। রোগ কিম্বা অভাবজনিত কোন যন্ত্রণা এবং ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু সেই যন্ত্রণা এবং ভাবনা যে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ নহে তাহা কিরূপে সে প্রত্যাশা করিতে পারে? ফলতঃ একটী প্রবল আকর্ষণ আছে যাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া জীবসকল এই পৃথিবী এবং পরিবার বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চাহে না। সে নিশ্চয় একদিন সংসার ছাড়িয়া যাইবেই যাইবে, তথাপি কেমন যে মোহ, ঈদৃশ ধ্রুব সত্য মৃত্যুতে তাহার বিশ্বাস জন্মে না। এমন ভীষণ মৃত্যু সম্মুখে থাকিতে লোকে তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া যে সংসারকে সর্ব্বস্ব মনে করে, প্রগাঢ় মোহ নিদ্রায় অভিভূত থাকে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক রহস্যও আর দ্বিতীয় নাই। বরং যাহারা আত্মতত্ত্ব আলোচনা করে না, নিজের আদি অন্ত ভাবিয়া দেখে না, দিবানিশি কেবল বিষয় বাসনায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; ধন মান উপার্জ্জন, পরিবারের সুখ সম্পাদন, শারীরিক ভোগ বিলাস প্রভৃতি ব্যাপারকে একমাত্র পরমোৎকৃষ্ট বিষয় মনে করিতেছে তাহারা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া অন্ধের ন্যায় জীবন কাটাইতে পারে, এবং সেই অবস্থায় চিরদিন জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিতে পারে; কিন্তু হে আত্মন্! তুমি কি আশায়, কি উচ্চ সঙ্কল্প সাধনের জন্য বাঁচিয়া থাকিতে এত অনুরাগ প্রকাশ কর? তুমিত পরীক্ষায় দ্বারা বিলক্ষণরূপে জানিয়াছ ভোগ বিলাসে সুখ নাই, ধন মানে তৃপ্তি নাই, যে কিছু সৌন্দর্য্য মধুরতা নবীনত্ব এখানে ছিল তাহা ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে, তবে এখন আর তুমি কি জন্য জীবিত থাকিতে এত উৎসাহী হও? অদ্য যেরূপ আহার পান নিদ্রা স্বাস্থ্য বিলাস আমোদে সুখানুভব করিতেছ, আর না হয় বিংশতি বর্ষ এইরূপে সম্ভোগ করিবে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখ অবশিষ্ট জীবন তোমার একই অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবে। উপাদেয় ভোজ্য বস্তুর রসাস্বাদন, অদ্য যাহা পরেও তাহাই থাকিবে, বরং হ্রাস হইবে। পারিবারিক সুখ, কুটুম্বদিগের আত্মীয়তা সৌহৃদ্য, সাধারণের প্রশংসা বাক্য, অর্থের ও বিদ্যার গৌরব, স্ত্রী পুত্রের মুখাবলোকন, উৎকৃষ্ট গৃহে বাস, কোমল শয্যায় শয়ন, বিচিত্র রথে আরোহণ, অঙ্গে মূল্যবান্ বেশ ভূষা পরিচ্ছদ ধারণ এ সকলের নূতনত্ব আর কত দিন থাকে? কিন্তু তুমি যদি নিতান্ত একবারে সংসারের কীটাণুকীট, ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস হইয়া থাক তবে এই সকল অস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনের দীর্ঘতা প্রার্থনা করিবে। বলিবে এক জন লোকের পক্ষে এই সমস্ত সুখের সোপান যথেষ্ট। ইহার আশায়

ও সম্ভোগে ইহ জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করা যাইতে পারে। আমি ভরসা করি তেমন মূঢ় অদূরদর্শী তুমি নহ। পার্থিব সুখের অসার পুরাতন ভাব তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু যদি নূতন কিছু দেখিতেছ না তবে কি জন্য বাঁচিয়া থাকিতে চাও? যত দিন বাঁচা যায় ততই ভাল, ইহাতেও ঈশ্বরের রাজ্যের কুশল বৃদ্ধি হইবে, এই কথা বলিয়া কি মনকে বুঝাইতে প্রস্তুত আছ? যাহারা ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহারা বলিতে পারে যথালাভ, পান ভোজন কর আর আমোদিত হও। কিন্তু হে বিবেকী গভীরদর্শী আত্মন্! যে কোন রূপে হউক বাঁচিয়া থাকিলে ঈশ্বরের রাজ্যের মঙ্গল হইবে এ কথাও তুমি নিঃস্বার্থ সরল ভাবে বলিতে পার না। সরল হৃদয়ে ইহাইবা কে বলিতে পারে? জীবন মরণ সেই প্রাণাধার ঈশ্বরের হস্তে সত্য, কিন্তু তোমার জীবিত থাকিবার আকর্ষণ কি? মহৎ উদ্দেশ্য কি কিছু আছে? তাহা যদি থাকে তবে ভাল, নতুবা কেবল মোহ পাপ আসক্তি বিষয় বাসনাকে আরও ঘণীভূত করিবার জন্য, কুঅভ্যাস নীচ প্রবৃত্তিকে আরও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য দীর্ঘায়ু প্রার্থনীয় হইতে পারে না। মৃত্যু যদিও ঈশ্বরের অধীন, তথাপি তাঁহারই নামে বলিতেছি, পাপভার বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহ জীবনের প্রতি এতাধিক আসক্তি শুভ চিহ্ন নহে। আমার ইহ জীবনের আশা উদ্যম নূতনত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বরবিশ্বাসী প্রেমিকের জীবন যদি পাই তবে অবশিষ্ট কয়েকটা দিন অনুরাগের সহিত বাঁচিতে ইচ্ছা করি। যে অবস্থায় প্রবেশ করিলে অনন্ত উন্নতিশীল পবিত্র জীবনের পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই প্রার্থনীয়। অসার পার্থিব জীবন এবং পুরাতন বদ্ধ ধর্ম্মজীবন উভয়ই নীরস আকর্ষণ বিহীন। ইহার মধ্যে এমন কিছু দেখা যায় না যাহা লইয়া অধিক দিন বাঁচিতে ইচ্ছা করে। প্রেম ভক্তির নব নব রস মাধুর্য্য, বিশ্বাসের বিচিত্র বিকাশ, সত্যের অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার, প্রীতির অনন্ত প্রস্রবণ যেখানে সেই স্থানে চির দিন বাঁচিতে ইচ্ছা হয়, ভক্তিহীন এই অধম পাপ জীবনে কিছু মাত্র আরাম নাই। বর্ত্তমানে যাহাদের মুক্তি লাভের আশা উন্মূলিত হইয়াছে, নিষ্পাপ হইবার ইচ্ছাও নাই, তাহাদিগের ভবিষ্যতের দীর্ঘায়ু কেবল পাপ অধর্ম্মকে পরিপোষণ করিবে। এই জন্য বিবেকী ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বলেন, "যদি আমি অমর না হইতে পারি তবে বাঁচিয়া কি করিব?" যাঁহাদের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয় তাঁহারা পুণ্যশীল হইবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রয়াসী হউন।

মুসলমান শাস্ত্র হইতে।

উপাসনা তত্ত্ব।

বাহ্যে—নমাজের (উপাসনার) সময়ে দাসের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হও। আন্তরিক ক্রিয়া এই, —অন্তরকে সর্ব্ব প্রকার চিন্তা ও আন্দোলন হইতে বিমুক্ত রাখ, নিজের দীনতা ও ঈশ্বরের প্রতি সম্মাননা এই দুইটী অবলম্বন করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। মনে করিও ঈশ্বর যেমন পরলোকে তোমার সাক্ষী, এই মুহূর্ত্তেও তদ্রূপ। তোমার অন্তরে যাহা ছিল এবং আছে, ঈশ্বর তাহার দ্রষ্টা এবং জ্ঞাতা, অন্তর বাহিরের সমুদায় ব্যাপার তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন কোন সাধু পুরুষ এই ব্যক্তি কিরূপ উপাসনা করিতেছে, ইহা বুঝিবার জন্য কাহারো উপাসনা দর্শন করেন, তখন সেই উপাসক অতি সাবধান হয়েন, সংযত ও বিনীত ভাব প্রদর্শন করেন, অন্য দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণে ক্ষান্ত থাকেন, সত্বর হইয়া উপাসনা শেষ করিতে এবং অন্য দিকে মনোযোগ করিতে লজ্জিত হন। এদিকে তিনি জানেন যে ঈশ্বর আমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া আছেন। অথচ তাহা ভাবিয়া লজ্জিত হয়েন না। যে ক্ষুদ্র দাস, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, তাহা হইতে লজ্জিত হওয়া, সে দেখিতেছে বলিয়া বিনীত ও সংযত হওয়া, স্বর্গাধিপতি

ঈশ্বর হইতে ভীত না হওয়া, তাঁহার দর্শনকে সহজ মনে করা ইহা অপেক্ষা আর মূর্খতা কি আছে। আবুহুরেরা নামক একজন সাধক ভক্তিভাজন মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, " আর্য্য ! ঈশ্বর হইতে কি প্রকারে লজ্জিত হইব ? " মহম্মদ বলিলেন, "তুমি যেমন আপন পিতা মাতা গুরু জন ও সাধু লোক হইতে লজ্জিত হও, পরমেশ্বর হইতে সেইরূপ হও। পূর্ব্বতন প্রায় সকল সাধু লোকেই এরূপ একাগ্রতা ও গভীর প্রেমে উপাসনার স্থিরতর থাকিতেন যে তাঁহাদের নিশ্চল ভাব দেখিয়া পক্ষীরাও পলায়ন করিত না, প্রস্তর ভ্রমে তাঁহাদের উপরে আসিয়া বসিত। যিনি অন্তরে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে আপনার সাক্ষী বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনয় ও একাগ্রতার ভাবে পূর্ণ হয়। এই কারণে মহাত্মা মহম্মদ উপাসনার সময়ে যখন কাহাকে শ্মশ্রুতে হস্তামর্শন করিতে দেখিতেন, তখন বলিতেন যদি ইহার অন্তরে একাগ্রতা থাকিত, তবে ইহার হস্তও অন্তরের ন্যায় হইত।

শারীরিক বিনয়ের উদ্দেশ্য হৃদয়ে বিনয় লাভ করা। মৃত্তিকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন বস্তুই নয়, প্রণামের সময়ে আপন উত্তমাঙ্গ মস্তককে মৃত্তিকাতে নত করিবার নিয়মের উদ্দেশ্য এই যে তখন প্রণামকারী মনে করিতে পারেন যে আমি মৃত্তিকা হইতে শ্রেষ্ঠ নই, মৃত্তিকা আমার প্রকৃতি, অতএব মৃত্তিকাকেই মস্তক দ্বারা আলিঙ্গন করিতেছি। আপন প্রকৃতির অনুরূপ দীন হইতে হইবে, আপন হীনতা ও দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। উপাসনার প্রত্যেক ক্রিয়ার গূঢ় ভাব এবং অর্থ আছে। মনুষ্য যখন তাহাতে উদাসীন হইবে, তখন বাহ্যিক ক্রিয়া ব্যতীত উপাসনায় তাহাদের অন্য কিছুই লাভ হইবে না।

হাফেজ।

আমি কে যে তোমার সেই গৌরবান্বিত হৃদয়ের গ্রহণ যোগ্য হইব ? তুমি অনুগ্রহ করিতেছ, তোমার দ্বারের সেই মৃত্তিকা আমার মস্তকের মুকুট। হৃদয়হারিন্ ! বল, দাসের প্রতি এরূপ দয়া করা কে তোমাকে শিক্ষা দিল ? হে সুন্দর পক্ষিন্ ! তোমার আশীর্ব্বাদ চাই,আমার গম্য ভুমির পথ দীর্ঘ, আমি নুতন যাত্রিক। হে প্রাতঃ সমীরণ ! তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইবে, এবং বলিবে যে আমার প্রাতঃ কালের প্রার্থনা যেন তিনি ভুলিয়া না যান। নাথ ! ধন্য সেই দিন, যে দিন এই সংসার হইতে চলিয়া যাইব এবং তোমার ভবনের পথে বন্ধুগণ আমাকে সম্ভাষণ করিবেন। আমার নিভৃত শ্রেষ্ঠ ভবন কোথায় তাহা আমাকে প্রদর্শন কর,অতঃপর আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সুরা পান করিব ও সংসারের শোক ভুলিয়া যাইব। হাফেজ! যদি তুমি দর্শনরূপ মুক্তার প্রার্থী, তবে অশ্রুজলে চক্ষুকে নদী কর এবং তাহাতে ডুব দেও।

আমি প্রেমের ব্যাপার এবং পানপাত্র পরিত্যাগ করিব না। কত বার ছাড়িব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, পরে আর ছাড়ি না। আমি স্বর্গের উদ্যান ও কল্পতরুর সঙ্গে কিছুরই তুলনা করি না। সদ্বিবেচকের শিক্ষার পক্ষে একটী ইঙ্গিত যথেষ্ট। একটী ইঙ্গিত করিলাম, পুনর্ব্বার করিব না। যখন আমি সুরা বিপণিতে মস্তক স্থাপন না করি, তখন নিজের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। গুরু সুরা পান করা পাপ বলিয়াছেন, আমি বলিলাম আমার চক্ষুঃ কর্ণ গর্দ্দভের কার্য্যের নিমিত্ত নয়। এই শ্রেষ্ঠতা আমার পক্ষে যথেষ্ট যে, নগরের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের ন্যায় আমি মম্বরের (এক প্রকার বেদী) উপরে উঠিয়া ভ্রূভঙ্গী ও রঙ্গ তামাসা করি না। হাফেজ ! বন্ধুর মন্দির কল্যাণের ভূমি, তুমি সেই দ্বারের মৃত্তিকা চুম্বন পরিত্যাগ করিও না।

মওলানা রোম।

মুশাকে ঈশ্বর এরূপ অনুযোগ করিলেন, " ঈশ্বরীয় জ্যোতিতে আমি তোমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছি, আমি পরমেশ্বর পীড়িত হইয়াছি হে মুশা ! আমাকে আসিয়া তুমি দেখিলে না ?" মুশা বলিলেন, " পুণ্যময় ! তুমি নির্ব্বিকার, এ কি কথা বলিলে, হে প্রভো ! প্রকাশ করিয়া বল ?" পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন, " আমি পীড়িত, তুমি অনুগ্রহ করিয়া কেন আমার তত্ত্ব করিলে না ? " মুশা নিবেদন করিলেন, " প্রভো ! তোমার বিকার নাই, আমি

হতবুদ্ধি হইলাম, এই ভাব তুমি খুলিয়া দেও।” ঈশ্বর বলিলেন, “হাঁ আমার অতি প্রিয় দাস, পীড়িত হইয়াছে, গূঢ় দৃষ্টি কর সে আর আমি এক, তাহার স্বাস্থ্যে আমার স্বাস্থ্য, তাহার রোগে আমার রোগ।”

ঈশ্বরের সহবাস যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি ভক্ত পুরুষদিগের সহবাসে থাকিবেন। ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গ যদি পরিত্যাগ কর, তোমার মৃত্যু, যে হেতু তাহা হইলে তোমাতে পূর্ণতা রহিল না, তুমি অণুমাত্র রহিলে। দৈত্য যাহাকে সাধু লোকদিগের সংসর্গ হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহাকে নিরাশ্রয় পায় ও তাহার মস্তক ছেদন করে।

সয়দি সকৃতী নামক ঋষির সারকথা।

মনুষ্যকে ক্লেশ দিবে না, ঈর্ষ্যাদ্বেষশূন্য হইয়া মনুষ্য হইতে আপনি ক্লেশভার বহন করিবে ইহাই শীলতা।

সাধক যখন আপনার ভাবে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁহার সন্তোষ থাকে না, যখন তিনি আপনাকে পরিত্যাগ করেন, তখনই তাঁহার অন্তরে সন্তোষ।

বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান সকল গ্রহণ করিলাম, সকলই পাইলাম, কিন্তু বৈরাগ্যটী পাইলাম না।

যে ব্যক্তি লোকের চক্ষুর নিকটে আপনাকে অত্যন্ত সুসজ্জিত করে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পতিত।

দাস কখন ধর্ম্মে গরিষ্ঠ হইতে পারে না, যদি সে সংসারের উপরে ধর্ম্মকে গরিষ্ঠ না করে।

যে পাপ সাংসারিক প্রলোভন হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষমা পাইবার আশা আছে। যে সকল পাপ নাস্তিকতার কারণে সমুৎপন্ন, তাহার ক্ষমার আশা করা যাইতে পারে না।

তোমার জিহ্বা হৃদয়ের ভাবের অনুবাদক, তোমার মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ, যাহা তুমি অন্তরে ধারণ কর তাহা মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

হৃদয় তিন প্রকার। এক পর্ব্বতের ন্যায় অটল, কেহ তাহাকে কোনরূপে বিচলিত করিতে পারে না। ২য় বৃক্ষের ন্যায় বদ্ধমূল; কিন্তু বায়ু তাহাকে সময়ে সময়ে দোলাইয়া থাকে। ৩য় প্রকার হৃদয় পক্ষির ন্যায় অতি কোমল, বায়ু তাহাকে যথা তথা লইয়া যায় ও ঘুরাইয়া থাকে।

ভক্ত হরিদাসের প্রাণত্যাগ।

হরিদাস যবনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও প্রেমিক মহাপুরুষ চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। যৎকালে চৈতন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করেন হরিদাসের তৎকালকার বিদায় প্রার্থনা, বিনীত কাতর বচন পাঠ করিলে হৃদয় আর্দ্র হয়। কিছু দিবস পরে হরিদাসও পুরীতে গিয়া বাস করেন এবং সেই খানেই সমুদ্র উপকূলে তাঁহার জীবন শেষ হয়। তিনি প্রধান প্রধান ভক্ত কর্তৃক যথেষ্ট সমাদৃত হইলেও অসাধারণ বিনয় বশতঃ চৈতন্যের সঙ্গে কখন অবস্থান করিতেন না। আপনাকে হীন জাতি যবন কুলোদ্ভব জানিয়া ভক্তবৃন্দ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আরও প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। পুরীর বাহিরে সাগর তটে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেই খানে তিনি ভজন সাধন করিতেন, চৈতন্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন। হরিদাস প্রাচীন বয়সে তিন লক্ষ বার নাম জপ না করিয়া আহার করিতেন না। শেষ যখন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন তখন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ সাঙ্গ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দ প্রতি দিন হরিদাসকে প্রভুর প্রসাদ দিয়া আসিত। একদা গোবিন্দ প্রসাদ লইয়া আসিয়াছে, হরিদাসের তখন জপ সাঙ্গ হয় নাই, প্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারেন না, ভক্ষণ করিতেও পারেন না, অবশেষে প্রসাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কণিকা মাত্র গ্রহণ করিলেন। চৈতন্য এক দিন কুটীরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস ভাল আছত? তিনি বলিলেন, প্রভো! আমার জপ সাঙ্গ না হওয়াতে আমি বড় দুঃখিত আছি। ইহাতে চৈতন্য তাঁহাকে বলিলেন, তুমিত সিদ্ধ হইয়াছ এখন এই শেষাবস্থায় জপের সংখ্যা কমাইয়া লও। পরে হরিদাস বলিলেন প্রভো! আমি বুঝিতে পারিতেছি শীঘ্রই আপনার লীলা সাঙ্গ হইবে। কিন্তু আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আপনার অগ্রে দেহ ত্যাগ করিতে পারি। মরিবার কালে আমি ঐ শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিব, ঐ কমল নয়ন দেখিব এবং ঐ নাম রসনাতে উচ্চারণ করিব। চৈতন্য ইহা শুনিয়া বিগলিত ভাবে বলিলেন, হরিদাস! তুমি আমার পরম প্রিয় পাত্র, তুমি চলিয়া গেলে আমি আর কাহাকে লইয়া থাকিব। হরিদাস পুনরায় বলিলেন প্রভো! আমি এক জন সামান্য কীট, ভক্তের আভাস মাত্র আমাতে আছে, আপনার লীলার

সহায় কত কত মহাত্মা আছেন আমাকে বিদায় দিয়া কৃতার্থ করুন। এই রূপ কথার পর চৈতন্য নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পর দিন প্রাতে তিনি ভক্তবৃন্দ সহ হরিদাসের কুটীর প্রাঙ্গনে উপনীত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত হরি সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের গুণের কথা বর্ণিত হইতে লাগিল। ভক্তগণ চৈতন্যের মুখে হরিদাসের গুণের কথা সকল শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদধুলি লইতে লাগিলেন। কথিত আছে হরিদাসের ইচ্ছা মৃত্যু হয়। চৈতন্য প্রেম বিগলিত চিত্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাসের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং ডাকিয়া সেই ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হরিদাসের জীবন শেষ হইল। পরে তাঁহার মৃত দেহ কোলে লইয়া প্রেম বিহ্বল চৈতন্য নাচিতে লাগিলেন, চারিদিকে ভক্তগণ মহা কলরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। এই রূপে হরিদাস প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্র তীরে বালুরাশির মধ্যে নিহিত করা হয়। সমাধি গর্ত্তে মৃতদেহ স্থাপিত হইলে চৈতন্য অগ্রে তদুপরি বালুকা নিক্ষেপ করিলেন, তদন্তর নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সমাপন হইল। পরে সমুদ্র জলে অবগাহন করিয়া সকলে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের মহোৎসব অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন এবং স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া বৈষ্ণব ভোজন করান। কি ভালবাসাই তাঁর ছিল! সহযোগী ভক্ত এবং শিষ্যদিগকে যেন প্রাণের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। চৈতন্যের সহিত তাঁহার পারিষদ ও অনুবর্ত্তিগণের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিগলিত হয়। পরস্পরের প্রতি আনুগত্য শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

বেনিয়া পুকুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎরিক উপলক্ষে।

আচার্য্যের উপদেশের সার।

মঙ্গলবার ১৯শে মাঘ, ১৭৯৭ শক।

হিমালয় যাইবেন মনে সংকল্প করিয়া যাঁহারা দক্ষিণ দিকে গমন করেন তাঁহাদের ভ্রম যেরূপ, যথার্থ তীর্থ স্থান দেখিবেন বলিয়া আত্মাকে ছাড়িয়া যিনি বাহিরে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহার ভ্রম সেই রূপ। হিমালয় যাত্রা করিলে উত্তরে গমন করিতে হইবে। যথার্থ তীর্থে গমন করিলে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তীর্থ বাহিরে নহে, তীর্থ অন্তরে, তীর্থ দূরে নহে, তীর্থ অত্যন্ত নিকটে। বাহিরের আলোক দ্বারা তীর্থ দেখা যায় না। বাহিরের সকল আলোক নির্ব্বাণ করিয়া যথার্থ তীর্থ দেখিতে হয়। বাহিরে গেলে বিষয় কার্য্য, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য। যাঁহারা এ সংসার চান, কোথায় টাকা, কোথায় যশ, কোথায় মান এই বলিয়া যাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারা বাহিরে থাকুন, কেননা বাহিরে থাকিলে যথাবিধি তাঁহারা তাঁহাদের কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু যাঁহার ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে তিনি কেন বাহিরে? ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য বাহিরে বিচরণ করা হয় কেন? ধর্ম্মান্বেষী! সংসার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও, যে সমুদয় স্থানে বিষয় কার্য্যের ব্যস্ততা সে সকল স্থান হইতে আপনাকে দূরে রাখ। হৃদয়ের কবাট খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কর। তীর্থ স্থানে যাইতে হইলে যাত্রীরা সম্বল সঙ্গে করিয়া যায়, কি জানি, পথে যদি না পায়। পাছে পথে শীতল নির্ম্মল জল না পাওয়া যায় এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু সম্বল সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তীর্থ গমন বিপদপূর্ণ। যদিও দস্যু না ধরিল অনেকের শ্রান্তি হয়। কেহ অর্দ্ধেক পথ গমন করিয়া আবার ফিরিয়া আসে। আর সকলে চলিয়া গেল, দুর্ব্বল পথিক অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিল ভয়ানক ইন্দ্রিয় সকল জাগিয়া উঠিল, রাত্রের ঘোর অন্ধকার মধ্যে পড়িল, সাধু সঙ্গ নাই, চারি দিক প্রতিকূল। কিন্তু বিবেক যদি নিকটে থাকে, ঈশ্বর যদি সহায় থাকেন, যাত্রী ভয় করে না, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় বলিয়া অকুতোভয়ে রিপুকুল বিনাশ করে। দস্যুগণ যাত্রীর সাহস দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। যাত্রীদিগের অন্তরে সময়ে সময়ে সঙ্কট রোগ হয়। উপাসনারূপ ঔষধ সেবন করিয়া সেই ব্যাধি জয় করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ফিরিয়া যাইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কত অল্প যাহারা ক্রমাগত চলিতেছে? কত ব্রাহ্ম আবার সংসার পথে চলিল। কত লোক বিশ্বাসী ছিল অবিশ্বাসী হইল। যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অন্তরতর অন্তরতম ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইবই হইব, ঈশ্বর দেখাইবেন সেই স্বর্গধাম, তাঁহার নিগূঢ় প্রেমের পরিচয় দিবেন। সাধকের হৃদয় মুগ্ধ হইবে অরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া, ব্রহ্মের ক্রোড়ে জীবাত্মা সমর্পিত হইবে। যতক্ষণ সেখানে না যাইব, ক্ষান্ত হইব না, চল, চল, চল, উপাসনার ভিতরে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে যাহা শত বর্ষেও জানিতে পারিব না। কেন তবে মনে করিব এত দিন আশা পূর্ণ হইল না আর পণ্ডশ্রম কেন? পুনর্ব্বার সংসার সাধন করি। তুমি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছ, ঈশ্বর প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন তোমার হৃদয় ভরিয়া স্বর্গের ধন সম্পদ দিবেন, কেন পথশ্রান্ত হইয়া ফির? বাহিরে যাইও না। বাহিরে যেমন নদ নদী ফল ফুল ভিতরেও প্রেম নদী আছে, সাধুভাব সকল পক্ষীর ন্যায় গান করে। ঈশ্বরের ভক্ত চারি দিকে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আরও প্রমুগ্ধ হৃদয়ে ব্রহ্মনাম পান করে, এই তীর্থ, এই স্বর্গ, ইহা দেখিবার জন্য প্রাণ পণ করিয়া তোমরা অগ্রসর হও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৪ মাঘ, ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বর আবৃত কি অনাবৃত? ঈশ্বর প্রকাশিত না অপ্রকাশিত? ঈশ্বর স্বপ্রকাশ না অপ্রকাশ? কি নাম তাঁহাকে দেওয়া উচিত? তাঁহাকে প্রেমচন্দ্র বলিলাম, পুণ্যসূর্য্য বলিলাম; কিন্তু স্বপ্রকাশ চন্দ্র না অপ্রকাশ চন্দ্র? স্বপ্রকাশ সূর্য্য না অপ্রকাশ সূর্য্য? জ্ঞানের কথা বলিতেছি না। সকলের পক্ষে ঈশ্বর স্বপ্রকাশ না অপ্রকাশ? ঈশ্বরের মুখ সুন্দর, দেখিলে মন মোহিত হয়; কিন্তু সেই মুখ আবৃত না অনাবৃত? আমাদের মোহ মায়া তাঁহার মুখকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পাপান্ধকার তাঁহার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে যে, কোন উপমা দাওনা কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, পাপী জগৎ এবং অল্প বিশ্বাসীদিগের নিকট ঈশ্বর অপ্রকাশিত, ঈশ্বর আবৃত। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার ইচ্ছায় আবৃত হন নাই, মনুষ্য তাহার ভ্রম এবং আপনার পাপের অন্ধকার দিয়া ঈশ্বরকে আবরণ করে, যখনই তিনি সেই আবরণ হইতে প্রমুক্ত হন তখনই সাধক তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। সিদ্ধ পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশিত। ঈশ্বর স্বপ্রকাশ, সিদ্ধ পুরুষদিগেরই কেবল এই কথা বলিবার অধিকার। তিনি চিরকালই "সত্যং শিবং সুন্দরং।" কিন্তু যদি তিনি তোমার নিকট আবৃত রহিলেন, তোমার কাছে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া লাভ কি? তত দিন তোমরা প্রমত্ত অবস্থা পাইবে না, যত দিন ঈশ্বর তোমাদের নিকট আবৃত ঈশ্বর থাকিবেন। কেবল ঈশ্বর আছেন তোমার কাছে ইহা সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন ইহা জানিলাম; কিন্তু ঈশ্বর আবৃত না অনাবৃত আছেন? তুমি উপাসনা কর, ধ্যান কর, প্রার্থনা কর, কিন্তু ঈশ্বর এবং তোমার মধ্যে একটী আবরণ রহিয়াছে। আবরণের ঐ দিকে তোমার প্রাণেশ্বর আছেন। তুমি খুব ভক্তির সহিত, খুব কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে; কিন্তু সেই আবরণটী, সেই ঢাকাটী ফেলিয়া দিতে পার না। তুমি ঈশ্বরকে জীবন্ত জ্বলন্ত বলিয়া ডাকিতেছ; বর্ণনা করিতেছ; কিন্তু সেই আবরণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিবে তত দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখিলে যে প্রমত্ততা হয় তাহা তুমি ভোগ করিতে পারিবে না। অন্তরালে বসিয়া আছেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে স্তব স্তুতি করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়া মোহিত হইতে চাও তবে সম্মুখে এই যে ব্যবধান ইহা বিনাশ করিতে হইবে। বিশ্বাস হস্ত প্রসারণ করিলেই আবরণ খানি পড়িয়া যাইবে। সেই আরাধনা, সেই ধ্যান, সেই সঙ্গীত, সেই প্রার্থনা; কিন্তু যাই আবরণ খানি খসিয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ জ্যোতিতে জ্যোতি মিশিয়া গেল। তখন তুমি বলিলে কি আশ্চর্য্য!! এত কাল ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিয়াছি, ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইয়াছি; কিন্তু এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনত আর কখনও দেখি নাই, আজ কি না দেখি পিতার প্রসাদে আমার নয়ন হৃদয় একেবারে বিকসিত পদ্মের ন্যায়! কি শুভ যোগে নিমগ্ন হইলাম!! ভক্ত বিশ্বাসী! তুমি আর কিছু কর নাই, কেবল বলিয়াছ আবরণ চলিয়া যাও, আর আবরণ চলিয়া গিয়াছে। এই আবরণ বিনাশ করিয়া যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকেও বলি, আরও দুই তিনটী আবরণ আছে, সেইগুলিও ক্রমশঃ বিনাশ করিতে হইবে। এ সকল আবরণ কি বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। উচ্চতর দর্শন পাইলে, আপনারাই বুঝিতে পারিবে, সামান্য দর্শনে তৃপ্তি হয় না। কেবল আবরণের ব্যবধান বশতঃই ঈশ্বরকে আমরা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাই না। আমাদের আপনার পাপাসক্তি, আপনার অহঙ্কার, আপনার বিষয় মর্য্যাদার প্রতি আকর্ষণ, আপনার ভ্রান্তি অসত্য, ইত্যাদি আবরণের ন্যায় রাত্রি দিন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে ঢাকিয়া রাখে, সুতরাং তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না। একটী আবরণ কাটিলাম, দেখি আরও আবরণ আছে, দ্বিতীয়টী কাটিলাম, দেখি তথাপি আবরণ নিঃশেষিত হইল না, এইরূপে যতই ক্রমাগত, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি আবরণ খসিয়া পড়িবে ততই ব্রহ্মস্বরূপ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। এবং তাঁহাকে যতই আমরা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে দর্শন করিতে পারিব, ততই আমরা গভীর হইতে গভীরতম প্রমত্ততা ভোগ করিতে পারিব। অতএব ব্রাহ্মগণ! বিশ্বাস অস্ত্রে আবরণ ছেদ করিতে চেষ্টা কর। আজ যেমন ব্রহ্মদর্শন পাইলাম, ক্রমাগত ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর দর্শন পাইব। ইহলোকে এইরূপ চলিল, পরলোকেও এইরূপ চলিবে। গভীর আনন্দের পর গভীরতর আনন্দ। উজ্জ্বল দর্শনের পর উজ্জ্বলতর দর্শন।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ।

মাসিক সমাজ, রবিবার প্রাতঃকাল, ২৪ শে মাঘ ১৭৯৭ শক।

অহিফেন সেবীর যে তন্দ্রা তাহা সে সাম্রাজ্যের জন্যেও বিনিময় করিতে প্রস্তুত নহে। সেই রূপ এই সংসার মায়া। অহিফেন সেবীর সুখ তন্দ্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলে সে বিরক্ত হয়। তেমনি মোহ মদিরা পানে উন্মত্ত যে ব্যক্তি তাহার নিদ্রিতাবস্থা দূর করিতে যত্ন করিলে, সে মহা বিরক্ত হয়; কিন্তু পৃথিবীতে প্রায় সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্টি হয়। এক শ্রেণী কেবল মোহ মদিরা পানে

নিদ্রিতই রহিয়াছে, অন্য শ্রেণীর লোক সময়ে সময়ে উদিত হইয়া তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম করেন। এক শ্রেণীর লোক পাপরস পানে উন্মত্ত, অন্য শ্রেণী ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমরস পানে উন্মত্ত। এই শেষোক্ত প্রকারের মাতওয়ালেরাই পূর্ব্বোক্ত প্রকার মাতওয়ালদিগকে পরাস্ত করে। চৈতন্য এবং তাঁহার শিষ্যেরা প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে মোহমদিরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তিরা বলিত, কেন ইহারা চীৎকার করে? ঈশ্বরের কি শ্রবণ শক্তি নাই? এই সকল কথা বলিয়া বিষয়ীরা ভক্তদিগকে গালাগালি দিত, এবং তাঁহাদের নিন্দা করিত। কিন্তু যাঁহারা হরিনাম রসপানে মত্ত হইয়াছিলেন লোকের অত্যাচারে তাঁহাদের প্রমত্ততা আরও বৃদ্ধি পাইত। "পরিবদতু জনো যথাতথায়ং নমুং মথরোবয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবি লুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ।" সেই শত্রুদিগকে কিরূপে ঐ নামামৃত পান করাইবেন এই জন্য ব্যস্ত হইতেন। আমরাও সেই অমৃত সুধা পান করিবার জন্য আসিয়াছি। যদি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ শুনিতে আমাদের কর্ণ ব্যথিত হয় তবে আমাদের জানা উচিত এখনও আমাদের মন সংসারী হইয়া রহিয়াছে। এই নাম কীর্ত্তনের সময় যাহারা কর্ণকে অবরোধ করে তাহাদের সংসারের মদের ঝোঁক যায় নাই। যখন শরীর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন মিশ্রী ও কটু বোধ হয়; কিন্তু তাই বলিয়া সেই মিশ্রী আর স্বভাবতঃ তিক্ত নহে, পিত্তাধিক্যই তাহার কারণ। সেই রূপ যখন ঈশ্বরের নাম আমাদের ভাল লাগে না, তখন জানা উচিত যে আমাদেরই নিজের হৃদয়ে দোষ রহিয়াছে। আমাদের অহঙ্কার সেই দীন বন্ধুর সুধাময় নামের রসস্বাদ করিতে দেয় না। সেই অমৃতরাজ্যের সুরা বিক্রেতা আসিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মন সংসার সুরা পানেই মত্ত রহিয়াছে। এই পাপ সুরা পানে আরক্ত চক্ষে সেই স্বর্গের সুরা বিক্রেতাকে বধ করিতে যাইতেছি। আমাদের হৃদয়ের মূঢ়তা দ্বারা যেন আমরা স্বর্গের অমৃত পানে বঞ্চিত না হই। যে মুহূর্ত্তে আমরা বিনীত হইব তখনই সেই স্বর্গের আলোক আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে। এখন যে সকল কথার সত্যতা বুঝিতে পারি না, বিনীত ভক্ত হইলে সে সকল কথা অমূল্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে। হৃদয় দ্বার যদি অহঙ্কার দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলাম আলোক প্রবেশ করিবে কিরূপে? যত দিন অন্তরে অহঙ্কার থাকিবে তত দিন আমাদের চারিদিকে আলোক বিস্তৃত হইবে; কিন্তু আমরা অন্ধকারেই থাকিব। অতএব আমাদিগের বিনীত এবং ব্যাকুল অন্তরে স্বর্গ রাজ্যের উচ্চতর, মহত্তর সম্বাদ প্রবেশ করিয়া যাহাতে আমাদিগকে কৃতজ্ঞ করিতে পারে, এই জন্য যেন আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২রা ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

যদি পথে বিঘ্ন থাকে ঈশ্বরের জ্ঞান দুর্লভ, যদি পথে বিঘ্ন না থাকে ঈশ্বর জ্ঞানের ন্যায় সুলভ আর কিছুই নাই। হয় এখনই ঈশ্বরের দর্শন হইবে, নতুবা কিছুকাল গেলেও হয়ত হইবে না। বিঘ্ন না থাকিলে সহজেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, আর বিঘ্নের পথ দিয়া কত দিনে দেখিব কে বলিতে পারে? হয় এখনই তাঁহাকে দেখিলাম, নতুবা ক্রমাগত সাধন করিতে লাগিলাম; কিন্তু কবে যে তাঁহাকে দেখিব তাহার সীমা নাই। ধর্ম্মসাধনের আরম্ভে চেষ্টা থাকে ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেখিব। উপাসনার সময় তাঁহাকে নিকটে আনিয়া বসাইলাম, অল্পক্ষণ তাঁহার নিকটে বসিয়া মনের ভাব দুঃখ প্রকাশ করিলাম, আবার তাঁহকে বিদায় করিয়া দিলাম। প্রথমতঃ এই রূপে ক্রমাগত একবার যোগ, একবার বিচ্ছেদ হয়। আমি ঈশ্বরকে নিকটে আনিলাম, আমি ঈশ্বরকে নিকটে বসাইলাম, সাধনের প্রথম অবস্থায় দেখা যায় এ ভাবটী কোন মতেই ঘুচে না। কিন্তু যথার্থ যোগ যেখানে সেখানে এভাব থাকিতে পারে না। যথার্থ যোগের অবস্থায়, প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, সাধকের এই প্রধান লক্ষণ হয়। ইচ্ছা করিলে আমি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া যাইতে পারি এই ভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ মিষ্ট রসের ভিতর তিক্ত রস থাকিবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যাহার যথার্থ প্রাণের যোগ হইয়াছে সে ইচ্ছা করিলেও ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারে না। যেমন জলে জল মিশ্রিত হইয়া যায় সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায় অদ্বৈত বাদীদিগের এই মত; কিন্তু যদিও আমরা অদ্বৈতবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করি না, তথাপি ইহা হইতে আমরা এই সত্যটী শিক্ষা করিব যে প্রকৃত যোগী ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, আপনাকেও বিস্মৃত হয় এবং ইচ্ছা করিলেও ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আর আমি যদি ঈশ্বরকে অনুগ্রহ করিয়া আনি আর বিদায় করিয়া দিই, এবং হয়ত ঈশ্বরকে ভুলিয়াও যাইতে পারি তবে কেমন করিয়া বলিব আমি যোগী হইয়াছি? আমি ঈশ্বরকে আনি, আমি ঈশ্বরকে স্বীকার করি, আমি ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিই এই আমিত্বই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। যতদিন এই আমিত্ব জ্ঞান থাকিবে, ততদিন, আমি ঈশ্বরকে দেখিতেছি বটে; কিন্তু এমন হইতে পারে আমার ঈশ্বর আর কাছে থাকিবেন না। আমার ইচ্ছা হইলে আমি ঈশ্বরকে দেখিব, আমার ইচ্ছা না হইলে আর আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব না। কিন্তু এই চঞ্চল ব্রহ্মজ্ঞান প্রবঞ্চনা মূলক, কেননা ইহাদ্বারা দেখি এই ঈশ্বর ছিলেন, আর এই দেখি সেই ঈশ্বর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম! যদি যোগী হইতে চাও এই অহঙ্কার পূর্ণ আমিকে বিস্মৃত হইতে হইবে। সাধনের প্রথমাবস্থায় তুমি,

এবং ঈশ্বর এই দুই ব্যক্তিকে দেখিতে; কিন্তু তখন যথার্থ আরাধনা, যথার্থ ধ্যানের সৃষ্টিও হয় নাই। যতই সাধনে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলে ততই দেখিলে যত চলিতেছ ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোকের মধ্যদিয়া যাইতেছ, গভীর হইতে গভীরতর ব্রহ্মে প্রবেশ করিতেছ। আমি দুই ব্রহ্মের কথা বলিতেছি না। তোমাদের মধ্যে যাহারা সাধন করিয়াছ, আমার কথার সূক্ষ্ম অর্থ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। এইরূপে যতই গভীরতর রূপে ব্রহ্মের সত্তা সাগরে ডুবিবে ততই আত্মবিস্মৃত হইবে, ততই তোমার অন্তরে, বাহিরে, চারিদিকে কেবলই ব্রহ্মসাগর, কেবলই সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, পুণ্যস্বরূপ, পরমেশ্বরকে দখিতে পাইবে। আরাধনা কি? ব্রহ্মআকাশে সন্তরণ করা, ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করা। ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ এক একটী অনন্ত আকাশ, সেই আকাশে যখন আত্মা পক্ষী উড়ে তখনই আরাধনা হয়। আবার বলি ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ এক একটী অগাধ অতলস্পর্শ মহা সমুদ্র। এক সত্য স্বরূপ, এক প্রেমস্বরূপ, এক পুণ্যস্বরূপ, ক্রমাগত, তুমি যে কোন স্বরূপ ভাব না কেন, তাহার কূল কিনারা নাই। যতই তোমার সাধনের গভীরতা হইবে, ততই ইহার মধ্যে এক একটী অনন্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে। সাধক! তুমি আগে যাহাকে সত্যস্বরূপ বলিতে আজ তাহাকে অসার বলিতেছ, আগে যাহাকে প্রেমস্বরূপ বলিতে, আজ তাহাকে কঠোর বলিতেছ। এইরূপে যতই গভীর রূপে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম দেখিবে গত জীবনের ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্ম সহবাস ততই সামান্য এবং অসারতর হইবে। সাধনের উচ্চাবস্থায় আরাধনার সময় ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ এমনি গভীর ভাবে প্রকাশিত হইবে, যে তুমি ইচ্ছা করিলেও তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই অবস্থায়, ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মদর্শন হইল, আর ইচ্ছা না করিলে ব্রহ্ম দর্শন হইল না, এই ভাব থাকে না। সেই অবস্থায় সাধক ব্রহ্মসাগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন না। তখন তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যান, ঈশ্বর ভিন্ন তিনি আর কিছুই অনুভব করিতে পারেন না, সর্ব্বাগ্রে তিনি ঈশ্বরকেই দেখেন। সাধনের প্রথমাবস্থায় আগে আপনাকে দেখিতেন, পরে ঈশ্বরকে দেখিতেন; কিন্তু এখন তিনি আগে আর আপনাকে দেখিতে পান না। আগে আমি পরে তুমি এটী সাধনের অবস্থা, আগে তুমি পরে আমি ইহা সিদ্ধের কথা। সিদ্ধ তখন হওয়া যায়, যখন ঈশ্বরকে ভক্ত বলেন, তোমার ভিতরে আমি। সাধকের অবস্থা ইহার বিপরীত। সাধক মনে করেন আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্বাস বলে ঈশ্বরকে আমার মধ্যে আনিতেছি, তাঁহাকে জানিতেছি, তাঁহাকে দেখিতেছি। সিদ্ধ অবস্থায় ভক্ত সেই প্রেমরূপ প্রকাণ্ড সাগরে ডুবিয়া আত্মবিস্মৃত হন সাধকের অবস্থায় আমার দিক হইতে আমি ঈশ্বরকে নিকটে আনিবার জন্য চেষ্টা করি, সিদ্ধ অবস্থায় দেখি সেই প্রেম সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভক্ত ডুবিয়া আছেন। ঈশ্বরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে আর আমি দেখি না। আমার দিক দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং ঈশ্বরের দিক দিয়া ঈশ্বরের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া এই দুই সমান নহে। যতবার তৃষ্ণা হয়, ততবারই উপাসনা বারি দ্বারা প্রাণ শীতল করি ইহা সাধকের অবস্থা। সিদ্ধের অবস্থা কি? সাগরের ভিতরে একেবারে ডুবিয়া থাকা। প্রথমে ক্ষুদ্র জলপাত্র, পরে পুষ্করিণী, তার পর নদী, সর্ব্বশেষে সমুদ্র। সাধনের প্রথমাবস্থায় আমাদের ভাবনাই অধিক, ঈশ্বরের ভাবনা অল্প। ক্ষুদ্র পাত্রে জল অল্প, নদী অপেক্ষা পুষ্করিণীর জল অল্প, সমুদ্র অপেক্ষা নদীর জল অল্প। অতএব যদি অগাধ অতলস্পর্শ সমুদ্রে ডুবি আপনাকে হারাইব, কেন না সেখানে জল এত অধিক, এবং আমি এত ক্ষুদ্র, যে চেষ্টা করিলে, অন্বেষণ করিলেও আপনাকে খুঁজিয়া পাইব না।

বৈরাগ্য। *

বৈরাগ্য ধর্ম্মের আরম্ভ। বৈরাগ্য ভিন্ন ধর্ম্মে প্রবেশ হয় না। এ জন্য মনু বলিয়াছেন,

"অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।"

অর্থ কামে যাহাদিগের আসক্তি নাই, ধর্ম্ম জ্ঞান তাহাদিগের প্রতি বিহিত। সকল দেশেই এই জন্য বৈরাগ্যের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশে এক জনের জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈরাগ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। যিনি সংসারী, তাঁহাকেও শাস্ত্রের ব্যবস্থামত সংসার করিতে হইলে অসংসারী হইয়া সংসার করিতে হয়। এমন কি একালের বিজ্ঞানপক্ষপাতী রাজনীতিজ্ঞেরা যাহাকে উচ্চ নীতি বলেন, দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে সংসারীর পক্ষে উহা একটী সাধারণ নিয়ম।

"যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ড মর্হতি॥"

ভা ৭ স্ক ১৪ অ, ৭ শ্লো।

যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা উদর ভরণ হয়, দেহিগণের কেবল তন্মাত্রেই অধিকার। যে ব্যক্তি অধিক আছে বলিয়া অভিমান করে, সে ব্যক্তি চোর দণ্ডার্হ। ফলতঃ আর্য্যগণের জীবন বৈরাগ্যে আরম্ভ হইত, বৈরাগ্যে তাঁহারা জীবন পর্য্যবসান করিতেন। এ দেশে অধ্যয়নে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থে ব্রহ্মচর্য্য, প্রব্রজনে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য। বেদ পাঠ সময়ে তাঁহারা যে সংযমব্রত অবলম্বন করিতেন, কোন না কোন প্রকারে তাহা জীবনের সকল ভাগেই সংরক্ষিত হইত। যাহাদিগকে প্রলোভন

* শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের বক্তৃতা।

রাশিতে পরিপূর্ণ গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহারা যদি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে ইন্দ্রিয়সংযমব্রত অভ্যাস না করে, প্রবল ইন্দ্রিয়স্রোতে তাহারা অবশভাবে নীয়মান হইবে। এ জন্য আমরা দেখিতে পাই, আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে বেদপাঠসময়ে স্বাধ্যায়িগণের পক্ষে অতি কঠোর ব্রত ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। জটা বল্কল বা চর্ম্মচীরধারী ব্রহ্মচারী শ্মশ্রুলোমাদি ধারণ করিবে। নিত্য গুরুজনের অভিবাদন, গুরুসেবা, নিত্য তর্পণ করিবে। মধু, মাংস, দুগ্ধ, গন্ধমাল্য, পুষ্পাদির রস, স্ত্রী, শুক্ত, প্রাণিহিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানৎ, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, গীত বাদ্য নৃত্য, জনবাদ, পরিবাদ, মিথ্যা, স্ত্রী সন্দর্শন, পরানিষ্ট পরিবর্জ্জন করিবে। একাকী শয়ন করিবে। কামেন্দ্রিয় জন্য যাহাতে মনে কোন প্রকার বিকল্প সমুপস্থিত না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হইবে। যজ্ঞার্থে সমিৎ কুশাদি নিত্য আহরণ করিবে। গুরু কুল জ্ঞাতিকুল এবং বন্ধু জনের নিকট ভিক্ষা করিবে না। অধ্যয়ন কালে আদ্যন্তে প্রণাম, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পাঠ, দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ, বাম হস্তে বাম পাদ স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম, প্রাণায়াম, ওঁকার জপ, সত্যানুসরণ এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিবে। আচার্য্য বসিতে বলিলে বসিবে, তাঁহার উত্থানে উত্থান, উপবেশনে উপবেশন, মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শ্রবণ, আচার্য্য আসীন হইলে নিকটে স্থিতি, গমনে গমন, ধাবনে ধাবন, সর্ব্বদা আজ্ঞাপালনোন্মুখ, নীচ শয্যাসন, আচার্য্যের নামোচ্চারণ এবং তাঁহার গতি চেষ্টাদির অনুকরণ পরিত্যাগ, গুরু নিন্দা অশ্রবণ, অন্নবস্ত্র বেশাদিতে হীন, এই রূপে অবস্থিতি করিবে। এ সমুদায়ের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় জয়। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্যে ইন্দ্রিয় সংযম সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। আচার্য্যগণ এই উদ্দেশেই শিষ্যগণকে কঠোর কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। বহুকাল সেই কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যখন তাঁহাদিগের আত্মাতে বোধ সঞ্চার হইত তখন তত্ত্বজ্ঞানে উপদিষ্ট হইতেন। ছান্দোগ্য লিখিত সত্যকাম উপকোসল এবং ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্য ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। মহাভারত লিখিত সন্দীপন ঋষির শিষ্য দ্বয়ের উপাখ্যানও উহাই প্রকাশ করে। কেহ কেহ প্রথম যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন, চির জীবন সেই ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিতি করিতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে "ভরদ্বাজোহ ত্রিভিরায়ুভি র্ব্রহ্মচর্য্য মুবাস। তং হ জীর্ণিং স্থবিরং শয়ানং ইন্দ্র উপব্রজ্য উবাচ "ভরদ্বাজ যত্তে চতুর্থ মায়ু র্দদ্যাং কিংএতেন কুর্য্যা" ইতি। "ব্রহ্মচর্য্যংমেব এনেন চরেয়" ইতি হ উবাচ।

ভরদ্বাজ আয়ুর তিন ভাগ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত জীর্ণ এবং বৃদ্ধ হইয়া শয়ান ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হে ভরদ্বাজ! যদি আমি তোমায় চতুর্থ আয়ু অর্পণ করি, তুমি তদ্দ্বারা কি করিবে?" ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন "তাহা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিব।" ইন্দ্র তাঁহাকে পর্ব্বতাকার তিনটী পদার্থ দেখাইলেন, উহা তিন বেদ। তোমার আরো জানিবার অবশেষ আছে এই বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই অগ্নি সাবিত্রী গ্রহণ কর "অগহ্বৈ সর্ব্ব বিদ্যা ইতি।"

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্গৃহাদ্বনী বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বনাদ্বেতি।"

ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইতে বনবাসী হইয়া পরিব্রাজক হইবে। যদি এরূপ কেহ না হয় তবে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই পরিব্রাজক হইবে অথবা গৃহ বা বন হইতে পরিব্রজন করিবে।

(ক্রমশঃ)

সম্বাদ।

বান্দা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় বস্তুর আধার সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তদ্বিষয়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে আধারের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। ইহা সহজজ্ঞান মূলক বিশ্বাসে সম্বদ্ধ। যদিও আধার বস্তুতঃ কি তাহা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু গুণের সঙ্গে তাহা বিদ্যমান আছে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। যখন কোন পদার্থ আমরা দর্শন করি তখন তাহার গুণ সমষ্টি একত্রিত করিয়া আধারের সহিত তাহাকে একটী অবিভক্ত পদার্থ জ্ঞানে দর্শন করি। পদার্থের কঠিনতা বা কোমলতা, আকৃতি বিস্তৃতি এবং বর্ণাদি দ্বারা আমরা তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি সত্য, কিন্তু এই সমস্ত গুণের আধার আছে ইহাও সত্য, তবে সেই আধারটী কি ইন্দ্রিয় বুদ্ধিতে তাহা জানা যায় না, কারণ তাহা অদৃশ্য; সুতরাং কেবল বিশ্বাসেতেই ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আমেরিকার অন্তর্গত ফিলাডেল্ফিয়া নগরে প্রসিদ্ধ মুডি ও স্যাঙ্কী যে গৃহে উপাসনাদি করেন তাহাতে চতুর্দ্দশ সহস্র শ্রোতার স্থান হয়। গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে তার এবং নল আছে, ইহা দ্বারা সহজে বিনা শব্দে কথা বার্ত্তা চলিয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম আমাদের স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন জয়পুর উপাসনা সভার আচার্য্যের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি ইহা দ্বারা তথাকার জ্ঞান ধর্ম্ম উভয়েরই উন্নতি সাধিত হইবে। মহারাজা ধর্ম্মসম্বন্ধে যেরূপ উদার একটু চেষ্টা করিলে তাঁহার সাহায্যে সেখানে অচিরে একটী ব্রহ্মমন্দিরও

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বঙ্গ দেশীয় ভ্রাতাগণ বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় স্বদেশ বিদেশে যেমন যশোভাজন হইয়াছেন, নীতি ও ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ দেখাইয়া তেমনি সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হন, ইহা আমাদের একান্ত অভিলাষ।

১৩ই ফাল্গুন ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হয়, তদুপলক্ষে তথায় কয়েক দিন উপাসনাদি হইয়াছিল। মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য মুঙ্গের জামালপুরের কয়েক জন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই ফাল্গুন যোড়পুকুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের আলয়ে শাস্ত্র পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় কতিপয় প্রচারক সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে ফাল্গুন বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সরকারের বাসায় এবং সমাজে উপাসনা হইয়াছিল। বর্দ্ধমান নগরে এতগুলি ভদ্র সুশিক্ষিত লোক থাকিতে সমাজের উন্নতি হয় না ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

ব্রাহ্মসমাজ যদি সপ্তাহান্তে কেবল একবার মাত্র উপাসনা করিবার জন্য হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের জীবনের অন্যান্য সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, সুতরাং উৎসাহ উদ্যম শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হিতকর কোন সদনুষ্ঠানের যোগ থাকিলে সাধারণের উপকার এবং ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। সুখের বিষয় যে এখন অনেক স্থানে কিছু কিছু দাতব্য কার্য্য হইতেছে। রামপুরহাটের ব্রাহ্মগণ একটী রজনী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রায় পঞ্চাশ জন শ্রমজীবী দুঃখীকে জ্ঞান দান করিতেছেন। রেলওয়ে কোম্পানী ও গবর্ণমেন্টের সাহায্যে এই স্কুলটী স্থায়ী হইয়াছে। ইঁহারা কিছু দিন হইল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া কতকগুলি দরিদ্রকে আহার করাইয়াছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এইরূপ কিছু কিছু সৎকার্য্য হওয়া উচিত।

গত ২৭শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যোগ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ, এবং ভক্তিযোগ এই ত্রিবিধ যোগ সম্বন্ধে পূর্ব্ব কালের ঋষিরা যে সকল গূঢ় কথা বলিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে আচার্য্য মহাশয় বিষয়ীদিগের যোগ সাধন কিরূপে হইতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। বিষয় কার্য্যের সঙ্গে যোগের ভাব রক্ষা করা অতিশয় গুরুতর কার্য্য। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়াই সকলে হতাশ হন। ফলতঃ কি হিন্দু কি ব্রাহ্ম এক্ষণে যোগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কেহ অগ্রসর হয়েন না, মুখে তর্ক বিতর্ক করিতেই সকলে ভাল বাসেন।

২০শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যের জীবনের কয়েকটী মনোহর অংশ লইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মিরার পত্রে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থার কথা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। পত্র প্রেরক আপনার ও অন্যের দুর্গতি ও পরিবর্ত্তনের বিষয় যেরূপ কাতরতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই হৃদয় ব্যথিত হয়। এখানে অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এমন কি আমরা বালক কাল হইতে এই সমাজের কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু তত্রত্য সুশিক্ষিত অধিবাসিদিগের বাহ্য সংস্কারের প্রতি এমনি অনুরাগ, [illegible] ও তর্কপ্রিয়তা এত অধিক যে তাহাতে ধর্ম্মভাব একেকালে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত সংশয়বাদী পণ্ডিতের ন্যায় তর্ক করে। এখন মরুভূমিতে দুই এক জন সহৃদয় ব্যক্তি পড়িলে যে তাঁহাদিগকে খেদ করিতে হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রাহ্মযুবকেরা আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ি মহাশয়ের সঙ্গে একত্রিত হইয়া কি তথাকার সমাজের কোন উন্নতি করিতে পারেন না? এমন দৃষ্টান্ত থাকিতে এ প্রকার দুর্গতি হয় ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। লাহিড়ি মহাশয়ের ভবনে পক্ষান্তে একটী বক্তৃতা হইবে। এই সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা উপাসনাদিও হওয়া উচিত।

শ্রেণী বিভাগের গূঢ় তাৎপর্য্য অনেক বুঝিতে না পারিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভক্ত, যোগী, সেবক এই তিন কি একাধারে থাকিতে পারে না? এই তাঁহাদের প্রশ্ন। একাধারে ইহার কিছু কিছু থাকিতেই হইবে। সাধারণ ভাবে সমস্ত বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার উপর যাঁহার যে বিষয়ে অধিক অনুরাগ তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ সাধন করিবেন। পূর্ব্বেও আমরা এ কথা স্পষ্ট রূপে বলিয়াছি।

ঢাকা বিভাগের প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় চট্টগ্রামে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১০ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা চৈত্র শ্রীমধিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
৬ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।।০
মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে অচিন্তনীয় মহান্ পুরুষ! হে গম্ভীর সত্তাবান্ জাগ্রত দেবতা! তোমার দুর্ব্বোধ্য স্বভাব, মহৎ প্রকৃতি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিশক্তিকে অতিক্রম করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে তাহার কণা মাত্র ভাবও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমার নিদ্রা নাই, আলস্য নাই, এক নিমেষের জন্যও তোমার বিশ্রাম নাই; অহোরাত্র জাগরিত থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বযন্ত্রকে তুমি আকাশ পথে মহা বেগে ঘূর্ণিত করিতেছ; স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের মূলশক্তি হইয়া নিঃশব্দে সর্ব্বত্র অধিবাস কর কাহাকেও কিছু বল না, কি প্রশান্ত তোমার ভাব! কি অটল তোমার গাম্ভীর্য্য! জগতের কার্য্য কোলাহলের মধ্যে অবাতকম্পিত স্থির সমুদ্রের ন্যায় তুমি নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছ, আমাদের বিষয় তুমি কি ভাব, ব্রহ্মাণ্ডকে তুমি কি নিয়মে চালাও তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু হে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর! আর কিছু জানি না জানি তুমি যে সাক্ষীরূপে সর্ব্বদা আমার নিকটে থাক, এবং আমি যাহা কিছু গোপনে প্রকাশ্যে করি সকলই দেখিতে পাও ইহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নিবিড় অরণ্যে, নির্জ্জন গিরিগহ্বরে বা বিশাল সমুদ্র বক্ষে, যেখানে যাই সেই খানেই তুমি। বিষয় কার্য্যের ব্যস্ততায় বা বন্ধু সহবাসের আমোদ প্রমত্ততায়, সম্পদ বিপদে, রোগে সুস্থতায়, জীবন মরণে তুমি আমার নিকটে থাক। কিন্তু হে জীবনসহায়! তোমার বর্ত্তমানতা অনুভব করা বড় কঠিন। এত কাছে আছ তথাপি তোমাকে না দেখিয়া আমি কত কি করি, কত কি ভাবি। সন্তানের দুরবস্থা তুমি সমস্তই জান। এখনও তুমি আমার নিকটে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছ। আমি কে, কোথায় থাকি, কি প্রকার আমার অন্তরের অভিপ্রায় সকলই তুমি দেখিতেছ এই ভাবটী যদি সর্ব্বদা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা হইলে আমার পাপের পথ বন্ধ হয়। তুমি আমাকে কিছু বল না, অথচ আমি কি করি তাহা ধৈর্য্যের সহিত দিন রাত্রি দেখিয়া যাইতেছ, কি আশ্চর্য্য! যদি বলিতে যে আমি নিকটে আছি সাবধান! তাহা হইলে আর কি আমার পাপ করিবার সাধ্য থাকে? বলিতেছ না তাই বা কি করিয়া বলিব? আমি যে শুনিয়াও তাহা শুনি না, তোমার সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা দেখিয়াও দেখি না তাই নির্লজ্জের ন্যায় তোমার চক্ষের সম্মুখে কত অন্যায় আচরণ করি! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্য্য! হে নিকটবাসী গম্ভীর পুরুষ! হে অপরিজ্ঞেয় অনন্ত দেব! তোমাকে প্রণাম করি। আমি দেখি আর না দেখি, তোমার কথা শুনি আর না শুনি, তুমি আমার সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছ, হে চৈতন্যময় ঈশ্বর! তোমাকে আমি বিনীতভাবে বার বার নমস্কার করি।

আমাদের হিন্দু ভাব।

এক দিকে সভ্যতার আড়ম্বর, সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, জাতি ভেদের উচ্ছেদ সাধন, নূতন রাজবিধি অনুসারে "আমরা হিন্দু নই ইত্যাদি" বলিয়া বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ দেওয়া, স্ত্রী শিক্ষা, সাহেব বিবিদের সহিত আলাপ পরিচয় লৌকিকতা, ইংরাজিতে বক্তৃতা, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান ধর্ম্মের প্রশংসা, উপবীত পরিত্যাগ, পৌত্তলিকতা বিনাশ, যবন ব্রাহ্মণে সম্মিলন, অন্য দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু হিন্দুভাবও আছে। এ কথা সহসা শুনিলে হয়ত হিন্দুগণ এবং পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুব্রাহ্মগণ ভয়ঙ্কর ভ্রুকুটি সহকারে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিবেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রোধই করুন আর নিন্দা তিরস্কারই করুন, আমাদের হিন্দু-ভাব কিছু আছে। কিন্তু কেন, উপরোল্লিখিত অহিন্দু ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মধ্যে যথেষ্ট হিন্দুভাব, প্রকৃত হিন্দুভাব অতি সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ যদি অহঙ্কার বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, অনেকানেক হিন্দুদিগের অপেক্ষা আমাদের মধ্যে হিন্দুভাব আছে। এক দিকে সময়োচিত সভ্যতার উদার ব্যবহার, অপরদিকে হিন্দুভাবে যোগ তপস্যা, ভক্তির সাধন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, গভীর নিশিথ সময়ে ধ্যান, প্রাতঃস্নান, স্বপাক নিরামিষ আহার, ইন্দ্রিয় দমন, সাধু ও বন্ধু সেবা, দরিদ্র, জীব ও বৃক্ষাদিকে অন্ন জল প্রদান, উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। যদিও এ বিষয়ে আমাদের গৌরব করিবার কিছুই নাই, কারণ প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান ও যোগ বৈরাগ্য সাধনসম্বন্ধে যাহা বলিয়া ও করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিতে লজ্জা বোধ হয়। তথাপি বিনয় ও অযোগ্যতার অনুরোধে ইহা আমরা স্বীকার করিতে কখন কুণ্ঠিত হইব না যে, সম্প্রতি আমাদের মধ্যে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ হিন্দু আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠান যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছে। কেবল হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মুক্তিপ্রদ জ্ঞান ভক্তি যোগ বৈরাগ্য, সংযম বিধি সকলকে আদরপূর্ব্বক আমরা হৃদয়ে স্থান দিতেছি তাহা নহে, বর্ত্তমান বিধানের উদার ভক্তি প্রেম পবিত্রতা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা তৎ সমুদয়কে আরও উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল করত জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উপযোগী করিয়া লইতেছি। কিন্তু আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত পবিত্র আচার ব্যবহার এবং সাধন প্রণালীর সমূহ পক্ষপাতী হইয়াও আমরা কেবল ইহাতে সন্তুষ্ট নহি; উন্নতিশীল মানব স্বভাবের অপরাপর বিভাগের প্রতিও আমাদিগের দৃষ্টি রাখিতে হয়। বোধ হয় এই কারণে কলিকাতা সমাজের বন্ধুরা কখন খৃষ্টীয়ান, কখন চৈতন্য সম্প্রদায়ের হিন্দু বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করেন। কাহার কাহার মতে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম দরবেশের বহুরূপী কন্থা। এক অর্থে এ কথা বাস্তবিক ঠিক; যেহেতু পূর্ণস্বভাব বিচিত্র ঈশ্বরের ধর্ম্ম বিচিত্র এবং পূর্ণ না হইয়া পারে না। সে যাহা হউক, এই দরবেশের কন্থার এক প্রকাশ্য এবং প্রশস্ত স্থানে আমরা হিন্দুভাবকে স্থাপন করিয়াছি, সুতরাং অহিন্দু দোষে আমাদিগকে দোষী করা উচিত নহে। হিন্দুস্থানে বাস, হিন্দুকুলে জন্ম, বাল্যকাল হইতে হিন্দু আহার পান, হিন্দু রীতি পদ্ধতিতে আমরা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছি। ধূপ ধুনা পুষ্পচন্দনের আঘ্রান, পর্ব্বত কন্দরে, কানন উপবনে তরুমূলে যোগাসনে উপবেশন, গিরি নির্ঝরের শব্দ ও বনবিহারী বিহঙ্গকুলের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ, নীমিলিত নয়নে ধ্যান, দেহ মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন, নিরামিষ হবিস্যান্ন ভোজন, জীবহিংসা পরিত্যাগ, সুললিত সংস্কৃত

ভাষায় পরব্রহ্মের অর্চ্চন বন্দন, এই সমুদয়ের মধুরতা ও রমণীয়তা আমাদের অস্থির সঙ্গে এককালে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন ঋষি মুনি যোগী তপস্বিদিগের ব্রতনিষ্ঠা নিত্য কৃত্য ধ্যান জপ তপের মনোহর আকর্ষণ যে আমরা কখন বিস্মৃত হইব তাহার সম্ভাবনা নাই। আমরা খৃষ্টীয়ান এবং মুসলমান প্রভৃতি অপর সম্প্রদায়ের প্রচারিত ধর্ম্ম নীতির সারগ্রাহী সত্য, কিন্তু আমরা খ্রীষ্টীয়ান কিম্বা মুসলমান ভাবে কখন ধর্ম্মসাধন করিতে ইচ্ছা করি না। বর্ত্তমান জ্ঞান সভ্যতার সহিত সম্ভবমত যোগ রক্ষা করিয়াও বিজাতীয় ভাবে কখন আমরা সামাজিক জীবন যাপন করিব না। জাতীয় আহার পরিচ্ছদ,ভাষা, দেশীয় স্বভাব, সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাব ধারণ করা যেমন আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধেও তেমনি পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের সত্য মত, জাতীয় প্রথা পরিত্যাগ করা আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু হিন্দুভাবানুরাগী, ও জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী হইয়া কি আমরা এখন কোন মানবকের গলদেশে উপবীত লম্বমান করিব? না ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম, ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বর্ত্তমান বিকৃত হিন্দু-মতাবলম্বিদিগের অনুগ্রহ প্রার্থী হইব? আমাদের হিন্দুভাব আধুনিক হিন্দুসমাজের অনুরাগ ক্রয় করিবার জন্য কিম্বা প্রচলিত পৌত্তলিকতা দূষিত দেশাচারে উৎসাহ দিবার জন্য নহে, কেবল মুক্তির অবলম্বনরূপে উহা পরিগৃহীত হইয়াছে। এ প্রকার হিন্দুভাব কলিকাতা সমাজের বন্ধুগণ গ্রাহ্য করিতে না পারেন, কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর বৈদিক কালের প্রকৃত হিন্দু। কিন্তু দেশের লোকের বিশ্বাস তাহার বিপরীত। ইহাঁরা মুখে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতীয় স্বভাবের প্রতি যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করেন, ব্যবহারে আচরণে তাহার অনেক প্রতিবাদ হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের যোগ ভক্তি ধ্যান তপশ্চরণ চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি সদাচারের প্রতি অনুরাগী না হইয়া ইহাঁরা কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আর বর্ত্তমান বিকৃত হিন্দুসমাজের উপযোগী মত অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যতঃ ইহাঁদের দ্বারা গভীর তত্ত্বদর্শী ভক্তিভাজন আর্য্য ঋষি-দিগের মহত্ত্ব বিনষ্ট হইতেছে। কেবল শাস্ত্র প্রচার করিলে? কি হইবে জীবনে তাহা পালন না করিলে সকলই বৃথা। কেবল শুষ্ক মত জ্ঞান তর্ক যুক্তি না লইয়া যদি হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ সার—যোগ ভক্তি বৈরাগ্য জীবনে পরিণত করিতেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার হইত। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ইহাঁদের হিন্দুভাব আধুনিক, এবং কুসংস্কার মিশ্রিত সামাজিক; আমাদের হিন্দুভাব প্রাচীন এবং পৌত্তলিকতাশূন্য বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক। দুঃখের বিষয় যে ভক্তিভূষণ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ও শেষোক্ত বিষয়ে এখন আর আস্থা প্রদর্শন করেন না। এ সময়ে তিনি যদি দুই চারি জন শিষ্যকে তাঁহার পরীক্ষিত যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন তাহা হইলে প্রাচীন ঋষিদিগের গৌরব রক্ষা পাইত। আমরা মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, পূর্ব্বকালের ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মসাধন প্রণালী এবং জ্ঞান যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় উপদেশ সকল আমাদের বিশেষ আদরণীয় ও প্রীতিকর হইয়াছে। সাধকমাত্রেরই এ সমস্ত অবলম্বনীয় সন্দেহ নাই। ভরসা করি আমাদের হিন্দুভাব কি প্রকার বিশুদ্ধ এবং উদার তাহা সকলে এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন।

বৈরাগ্য বিভীষিকা।

ঈশ্বরপিপাসু মুমুক্ষু সাধকেরা বিগতস্পৃহ সংযতেন্দ্রিয় হইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করেন, এবং বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়

নিগ্রহেও আসক্তি পরিত্যাগে যত্নবান্ হয়েন। যে কোন সময় যে কেহ সাধু ভক্তের উন্নত পদবী লাভে সমুৎসুক হইবেন তাঁহাকে অনাসক্ত বিষয়বিরাগী হইতে হইবে, ইহা ভিন্ন ব্রহ্ম প্রাপ্তির আর অন্য পন্থা নাই। যিনি যে পরিমাণে উন্নত সাধু তিনি সেই পরিমাণে বৈরাগী। এই জন্য ধার্ম্মিক-দিগকে সাধারণতঃ লোকে উন্মাদ বলিয়া থাকে। তাঁহাদের ভক্তি প্রেম পবিত্রতা ও বৈরাগ্য ভাবের জন্য যথোচিত প্রশংসাও সকলে করে; কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার পাগলও বলে। বস্তুতঃ যিনি সংসার কামনাশূন্য বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, পার্থিব সুখ বিলাসকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিষয়ীদিগের চক্ষে তিনি উন্মাদ। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয়ে বিমুখ হইয়া দিবা নিশি অপ্রত্যক্ষ অদৃশ্য পদার্থের পশ্চাতে ধাবিত হন। ধর্ম্ম ধর্ম্মার্থির নিকট যতই কেন মূল্যবান্ হউক না, তজ্জন্য তিনি যতই কেন ত্যাগস্বীকার করুন না, সংসারাসক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট তাহা চিরকাল অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তথাপি তাহাদের মুখ হইতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মের নামে যে সাধুবাদ বাহির হয় ইহাতে কেবল মানব স্বভাব নিহিত গূঢ় ধর্ম্মতৃষ্ণার পরিচয় প্রদান করে। সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ধার্ম্মিক হওয়াটা পাগলের লক্ষণ বলিয়াই সর্ব্বত্র বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান শতাব্দীর সুশিক্ষিত দলের ভিতরে। বৈরাগ্য সাধনকে তাঁহারা কেবল মূর্খতা এবং উন্মাদের কার্য্য বলিয়া ক্ষান্ত হন না, ইহা দ্বারা জনসমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয় ইহাও বলিয়া থাকেন। এই হেতু বৈরাগ্য একটী বিভীষিকাবৎ প্রতীত হয়। হিন্দুরা বলেন ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ তোমার বৈরাগ্য কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞানী যুবা উত্তর দেন, আমাদের সে পুরাকালের ব্রাহ্মধর্ম্ম নয় যে বৈরাগী হইব, আমরা সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গৃহে পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি। তর্ক যুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞানে হিন্দু মহাশয় পরাস্ত হইলেন, এ দিকে ব্রাহ্মযুবা সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অঙ্কুর আর বর্দ্ধিত হইল না। তাহা হউক আর না হউক তিনি ধর্ম্মের জন্য ক্লেশ লইতে আত্মসংযম করিতে, বিষয়াসক্তি ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। আধুনিক ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি অধিক উৎসাহের সহিত উপাসনা কিম্বা জনসমাজের হিতসাধন শ্রেয়ঃ বোধ করেন না, হৃদয়কে যোগ ভক্তির উচ্ছ্বসিত ভাবে বিগলিত হইতে দেন না; উৎসাহকর ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং প্রমত্ত উপাসনার স্রোতে পতিত হইলে কি জানি যদি কোন প্রকার মনোবিকার উপস্থিত হয়, বিষয়বুদ্ধি হ্রাস হইয়া যায়, সংসারের প্রতি আর মন না লাগে, কি জানি উৎসাহে পড়িয়া যদি মস্তিষ্কের কোন পীড়াই জন্মে, এই সকল তাঁহার ভাবনা। কিন্তু ব্রাহ্মযুবার ভয়ের কোন কারণ নাই, অন্ততঃ ইহ জীবনেত কোন ভয়ের কারণ দেখা যাইতেছে না। তোমার আমার মত লোকের ধর্ম্মেতে পাগল হইবার আশঙ্কা অতি অল্পই আছে। অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং অনুরাগের সহিত যদি আমরা বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলেও ধর্ম্মেতে পাগল হইব না। এমন সকল সুপক্কবুদ্ধি পরিণামদর্শী চতুর ব্রহ্মজ্ঞানীকে কি বৈরাগ্যে পাগল করিতে পারে? যদি কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিবার ক্ষমতা থাকে তবে সে এই যে, প্রবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষাকারী ব্রাহ্মদিগকে প্রমত্ততারূপ ব্যাধিতে কখন ক্লেশ পাইতে হইবে না। বিশেষতঃ ভূত কালের অভ্যাস, সংস্কার, এবং আসক্তির বলে জীবনচক্র যেরূপ প্রবল বেগে ঘূর্ণীত হইয়াছে; এবং তাহার সেই গতি শক্তি বর্ত্তমান অবস্থাতেও প্রবৃত্তির অনুকূলতায় যেরূপ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, এই বেগেতেই উহা ভবনদীর তীরে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইবে, তজ্জন্য উদ্বেগের কোন প্রয়োজন নাই; এবং তাহার পরপারেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিবে এমত সম্ভাবনা আছে। বৈরাগ্যের বল আমরা কতই সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইব? পূর্ব্বাসক্তির বল জীবনে যাহা সঞ্চিত আছে সহসা তাহার প্রতিঘাত জন্মাইয়া গতিরোধ করিতে পারে এমন বৈরাগ্যইবা কোথায়? আমরা যদি প্রচুর বৈরাগ্য বল সংগ্রহ করিতে পারি তাহাও এক্ষণকার সভ্যতার পেষণে, কুতর্ক প্রভাবে নিতান্ত হীন দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। সুতরাং উন্মাদ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। অতএব সকলে নির্ভয়ে

বৈরাগ্য সাধন করুন। এই সংসার স্রোতের প্রতিকূলে সামান্য বৈরাগ্য কি করিবে? এ বিষয়ে সমধিক চেষ্টা যত্ন করিলে, কিছু আসক্তি কমিতে পারে। বহু দিনের অভ্যস্থ আসক্তিতে স্বভাব এমনি দৃঢ়রূপে সংগঠিত হইয়াছে এবং সাংসারিকতার দিকে স্বভাবতঃ মনের এমনি দুর্জ্জয় আকর্ষণ যে প্রকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্তরে বৈরাগ্যোদয়ের কোন সম্ভব দেখা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্ম হইতে গেলে বৈরাগ্য কিছু চাই, তাহা না হইলে চলে না। চিরদিন ইন্দ্রিয়ের দাস, বিষয়ের কীট হইয়া বৈরাগ্যকে বিভীষিকা জ্ঞান করা আর স্বহস্তে পরিত্রাণের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া সমান কথা। বৈরাগ্য সাধন দ্বারা যদি কিঞ্চিৎ আসক্তি কমে তাহাতে পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে পরিমাণে আসক্তির হ্রাস হয় তদধিক পরিমাণে ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের মত অতিবুদ্ধি চতুর লোকের বৈরাগ্যের দ্বারা হঠাৎ যে বুদ্ধিভ্রংশ হইবে কি মত্ততা জন্মিবে ইহাও এক প্রকার উন্মাদের প্রলাপ বাক্য বিশেষ। সুকৃতিবান্ পুণ্যাত্মা ভিন্ন কি ঈশ্বরপ্রেমে কেহ পাগল হইতে পারে? বৈরাগ্যবিভীষিকা দেখিয়া যাহারা ভীত হন, সংসারের বন্ধন তাঁহাদের কিছু মাত্র শিথিল হয় নাই; তাঁহারা মৃত্যুশয্যায় শয়ান করিয়াও উইল্ পত্রের মর্ম্ম আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পাগল হইবার অবসর কোথা? ধার্ম্মিক পাগল কি বিষয়ী পাগল তদ্বিষয়ে স্থিরহওয়া আবশ্যক।

মুসলমান শাস্ত্র হইতে।

উপাসনা তত্ত্ব।

২য় সংখ্যা।

উপাসনাতে যে শব্দগুলি উচ্চারিত হইবে, তাহার অর্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, অপিচ উচ্চারিত বাক্যের অনুরূপ ভাব উপাসকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়া চাই। তাহা হইলে বাক্য উচ্চারণ সত্য হইল। যথা, "আল্লা আকবর" এই বাক্যটী উচ্চারিত হইল, ইহার অর্থ যে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ, ইহা বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, তাহা না করিতে পারিলে মূর্খতা। অর্থ বোধ হইলেও যদি তুমি অন্তরে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর, তবে এই আল্লা আকবর বলা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হইল। এ স্থলে ইহা বলা যাইবে যে প্রকৃত পক্ষে এই বাক্য ধ্রুব সত্য, কিন্তু তোমার উচ্চারণ অসত্য। যখন ঈশ্বর অপেক্ষা কেহ অন্য কোন পদার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল, তখন সেই পদার্থই তাহার নিকটে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় হইল, এবং যাহাকে সে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত করিল তাহার উপাস্য ও প্রভু তাহাই হইল। "ওজ্জহত ওজ্জহি" এই বাক্যের অর্থ আমি সমুদায় সংসার হইতে মনকে ফিরাইয়া ঈশ্বরের দিকে আনয়ন করিলাম। যদি উপাসকের মন এই বাক্যের উচ্চারণ সময়ে অন্য কোন ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার এই উচ্চারণে মিথ্যা প্রকাশ পায়, উপাসনার উদ্বোধন বাক্য এইটী, তবে উদ্বোধন—উপাসনার আরম্ভই মিথ্যা হইল। উপাসক যখন "এল্হমদ বলিবেন, তখন ঈশ্বরের করুণা অন্তরে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিবেন এবং আপনার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ করিবেন। যেহেতু ইহা কৃতজ্ঞতার বাক্য। কৃতজ্ঞতা অন্তরেই প্রকাশ পায়। যখন "আইয়াক না আব্দ" বলিবেন, তখন প্রেমের ভাব অন্তরে উদ্দীপিত হওয়া চাই। আহদনা, বলার সময়ে উপাসকের মনে প্রার্থনার জন্য ব্যাকুলতা ও দীনতা চাই। যেহেতু এই বাক্য ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্মালোকের জন্য প্রার্থনা বুঝায়। এরূপ নাম জপ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ইত্যাদিতে প্রত্যেক বাক্যের অনুরূপ অন্তরের ভাব হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। উপাসনা দ্বারা যিনি প্রকৃত জীবন লাভ করিতে চাহেন, তিনি উপাসনার বাক্য যেরূপ বলিবেন হৃদয়কে তদ্রূপ করিতে যেন যত্নবান্ হন। জীবনশূন্য কথাতে যেন তৃপ্ত না হন।

প্রার্থনাপ্রণালী।—প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন যে প্রার্থনা, উপাসনার শ্রেষ্ঠ ও সারঅঙ্গ। তাহার কারণ এই যে সাধনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ, প্রার্থনাতেই সিদ্ধি লাভ হয়, প্রার্থনাতেই দাস নিজের দীন অকিঞ্চন ভাব এবং ঈশ্বরের শক্তি ও মহত্ত্ব দেখিতে ও বুঝিতে পারে। উল্লিখিত দুইটী ভাব প্রধানতঃ প্রার্থনার মধ্যে নিহিত। প্রার্থনাতে হৃদয়ের যত ব্যাকুলতা ও ক্রন্দন হয়, তত

মঙ্গল। প্রার্থনা বিষয়ে আটটী নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ১ম নিয়ম উপযুক্ত সময়ে প্রার্থনার জন্য চেষ্টা করিবে। যথা * * রাত্রি ও প্রত্যুষ কাল। ২য় নিয়ম, উত্তম অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, যথা ধর্ম্মযুদ্ধের সময়ে * *। ধর্ম্ম পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সকল সময়ে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়। * * * পরন্তু উপবাস ব্রত পালনের অবস্থাতে, এবং যখন হৃদয় লঘু হইয়া পড়ে সেই সময়। ৩য় নিয়ম, প্রার্থনার সময়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া হস্ত প্রসারণ করিবে। * * মহম্মদ বলিয়াছেন যে যে, ব্যক্তি প্রার্থনা করে, সে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসে না। হয় সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, নয় অন্য কিছু প্রার্থনীয় বস্তু প্রাপ্ত হয়, নতুবা আশা লাভ করে। ৪র্থ নিয়ম, প্রার্থনাতে সন্দেহ না করা, এ বিষয় দৃঢ় চিত্ত থাকিতে হইবে যে নিশ্চয় প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ৫ম নিয়ম, অবিশ্রান্তভাবে একাগ্রতা, কাতরতা, দীনতার সহিত প্রার্থনা করিতে হইবে। ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে অন্তর শিথিল তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় না। ৬ষ্ঠ, পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা চাই, সংগ্রাম চাই সর্ব্বদা তাহাতে লিপ্ত থাকিবে, প্রার্থনা পরিত্যাগ করিতে হইবে না ও ইহা বলিবে না যে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলাম। যে হেতু গ্রাহ্য হইবার সময় ও অবস্থা ঈশ্বর ভাল জানেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, "যাঁহার কৃপাতে কল্যাণ সাধন হয়" এই বচনটী বলা বিধি। এবং প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে বিলম্ব হইলে "সকল অবস্থাতে ঈশ্বর ধন্য" এই বচনটী বলিবে। সপ্তম নিয়ম, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে নাম জপ এবং স্তোত্র পাঠ করিতে হইবে। মহম্মদ প্রার্থনার পূর্ব্বে এরূপ বলিতেন "আমার প্রতিপালক পরমেশ্বর পবিত্র উন্নত বহু গৌরবান্বিত ও মহা দাতা।" এবং তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, যে কেহ প্রার্থনার পূর্ব্বে স্তোত্র বা আরাধনা করিবে, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ৮ম নিয়ম, প্রার্থনার পূর্ব্বে অনুতাপ করিবে, পাপের পথ হইতে দূরে থাকিবে, হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া রাখিতে হইবে। যেহেতু প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবার কারণ হৃদয়ের শিথিল ভাব ও পাপের মলিনতা।

আকুসির হেদায়েত।

বৈরাগ্য।

ষট্‌ত্রিংশৎ পঞ্চবিংশতি অথবা যত বর্ষে বেদাধ্যয়ন সমাপন হয় তত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতি করত, দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহাশ্রমী হইবে। ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হয়েন নাই, তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিতি করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন। গৃহে আসিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া তিনি সেই ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থিতি করিবেন।

"নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥"

ভাগবতেও লিখিত হইয়াছে,

"ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদং।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনং॥"

এমন কি গৃহী কখন ভোগাভিলাষে বিষয় ভোগ করিবেন না। সর্ব্বদা অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য জ্ঞানে যথোপযুক্ত রূপে বিষয় সেবা করিবেন।

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিশ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥"

পঞ্চবিংশতি বা তদধিক বর্ষ পর্য্যন্ত তিনি যে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, যে সকল কর্ম্ম তাহার বিরোধী তিনি তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন।

"সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথা হধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥"

গৃহধর্ম্মে নানা প্রকার অনুষ্ঠান বিহিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও পূর্ব্ব যে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্ব প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্মচর্য্যে যে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, গৃহাশ্রমে তাহাই অন্য প্রকারে অনুসৃত হইল। পূর্ব্বে বিষয় পরিহার করতঃ ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করা হইয়াছে, এখন ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মচারী তৎসংযমে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে দেখিয়াছেন, এটী কিরূপ স্বাভাবিক প্রণালী। সকলেরই জীবনে সাধনের প্রথমাবস্থায় বিষয়বিরাগ জন্মিয়া তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। পরে যখন ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় বশে আসিল বিশ্বাস জন্মে, তখন ক্রমে সাধক বিষয় মধ্যে অনাসক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে সর্ব্বথা বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরার্থে সমুদায় জীবন অর্পণ করিয়া থাকেন। এই স্বাভাবিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই চারি আশ্রম বিধান করা হইয়াছে। গৃহস্থ ব্যক্তি যখন সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অঋণী হইলেন, তখন পুত্রে সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া গৃহ কার্য্য হইতে অপসৃত হইবেন।

"মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বা হৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ মাশ্রিতঃ॥"

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥"

ঋণ পরিশোধ ব্যাপারের মধ্যে একটী গুরুতর সত্য নিহিত আছে। যিনি চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন, তাঁহার অপর কোন ঋণ রহিল না বটে; কিন্তু যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন,তাঁহার তৎসম্বন্ধে কতকগুলি কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। ঐ সকল যথাবিহিত রূপে সম্পাদন না করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলে অসম্পাদিত কর্ত্তব্য তাঁহার মনের বিক্ষেপ জন্মায় এবং সেই বিক্ষেপ হইতে পতন হয়।

গৃহী ব্যক্তি বনে গমন করিবার সময়ে সস্ত্রীক বনে যাইতে পারেন, অথবা স্ত্রীকে পুত্রের হস্তে রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব্বকালে যে সকল স্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন তাঁহারা বনগমন বা প্রব্রজন সময়ে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতেন।

"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভুবতু র্মৈত্রেয়ীচ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব; স্ত্রী-প্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী। অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্ত মুপাকরিষ্যন্, "মৈত্রেয়ী" তি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ "প্রব্রাজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যা-য়ন্যান্তং করবাণী" তি।

যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী গৃহকর্ম্মকুশলা ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়া বলিলেন "মৈত্রেয়ি! আমি এ স্থান হইতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব, তো য় কাত্যায়নীর সঙ্গে ধন বিভাগ করিয়া দি। ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত কথোপকথনানন্তর মৈত্রেয়ী বলিলেন "যদ্দ্বারা আমি অমরা হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব?"

বনে গমন পূর্ব্বক জটাবল্কলধারী ভিক্ষোপজীবী হইয়া প্রথমাবস্থায় গৃহস্থাশ্রমের আচরিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরিশেষে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে। অনেকে মনে করেন এ দেশে কঠোর তপস্যা বৌদ্ধদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আধুনিক কঠোর ব্রতাবলম্বীরা তাহারই অনুসরণ করে। ইহা একান্ত ভ্রম। ব্রহ্মচর্য্য আর্য্যগণের অতি প্রাচীন রীতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে বলা হইয়াছে "অথ যদনাশকায়ন মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেবতৎ" "অথ যদরণ্যায়ন মিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্য মেব তৎ" যাহাকে অনশন ব্রত বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই। যাহাকে অরণ্যবাস ব্রত বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই। অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মচারীর মহাত্ম্য বর্ণনে একটী স্তোত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে "ব্রহ্মচারী এতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ" "ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাং স্তপসা পিপর্ত্তি" দীক্ষিত ব্রহ্মচারী কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম পরিধান এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারণ করতঃ সমিৎ সমিদ্ধ হইয়া আগমন করিলেন। ব্রহ্মচারী সমিধ মেখলা শ্রম এবং তপস্যা দ্বারা ত্রিলোককে প্রীত করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরম বৈরাগ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"এবংবৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়, অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি; যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেত এষণ এব ভবতঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনি, রমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ। স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাঽতোঽন্য-দার্ত্তং, ততোহ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম।"

ইহার ভাব এই যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া ভিক্ষোপজীবী হইয়া বিচরণ করিবেন। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমানের প্রতি বিরক্ত হইয়া বালকের ন্যায় হইবেন, বাল্য এবং মৌন উভয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েন। ইহাঁর নিকটে সংসারের যাবতীয় বিষয় ক্লেশকর হয়।

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে মনু বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত। তন্মধ্যে বানপ্রস্থ ধর্ম্মে যাদৃশ কঠোর সাধনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কাহার না রোমহর্ষ হয়?

ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্বা প্রপদৈ র্দিনং।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপযন্নপঃ॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাৎ বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ৎ স্তপঃ॥
উপস্পৃশং স্ত্রিসবনং পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরং শ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহ মাত্মনঃ॥"

ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া গতায়াত করিবে অথবা সমুদয় দিন পদাগ্রে দণ্ডায়মান থাকিবে, স্থান ও আসনে উপবেশন পর্য্যটন ও বিচরণ করিবে, বনে তিনবার স্নান করিবে। গ্রীষ্মে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া ঊর্দ্ধে সূর্য্যতাপে অভিতপ্ত হইয়া পঞ্চতপা, বর্ষাতে জলধারা মস্তকে ধারণ, হেমন্তে আর্দ্র বসন, এইরূপে ক্রমশ তপ বর্দ্ধন করিবে। ত্রিসবন স্নান করিবে, পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিবে, উগ্রতর তপ আচরণ করিয়া শরীর শোষণ করিবে।

পরিশেষে ক্লেশ গ্রহণ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে।

"ত্রিদণ্ডধারণং মৌনং জটাভারো হথ মুণ্ডনং।
বল্কলাজীনসংবেষ্টং ব্রতচর্য্যাভিষেচনং॥
অগ্নিহোত্রং বনে বাসং শরীরপরিশোষণং।
সর্ব্বান্যেতানি মিথ্যা স্যুর্যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥
ন দুষ্করমনাশিত্বং সুকরং হ্যশনং বিনা।
বিশুদ্ধিশ্চক্ষুরাদীনাং ষণ্ণামিন্দ্রিয়গামিনাং॥
বিকারি তেষাং রাজেন্দ্র দুষ্করতরং মনঃ।

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ॥
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং।"
বনপর্ব্ব ১৯৯ অ, ১৩৪৪৫-৪৮শ্লোক।

এমন কি এইরূপ কঠোর তপস্যায় শরীর শোষণ করাকে আসুরিক ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥"

সর্ব্বশেষে প্রব্রজ্যা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে প্রব্রাজক অনিয়ত বাসস্থান হইয়া ভ্রমণ করিবেন, কৌপীন কন্থা সার করিবেন, ধাতুপাত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্তিকা অলাবু, কাষ্ঠ বা বল্কল নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহার করিবেন এবং শরীর অশক্ত হইয়া পড়িলে জল বা বায়ু পান করিয়া শরীর পাত করিবেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ এক বৈরাগ্য অনুসৃত হইয়াছে। ফলতঃ বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি না হইলে যখন ধর্ম্মে প্রবেশের সম্ভাবনা নাই, তখন বিষয়ে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য চিরদিন ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিবে ইহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।

শিষ্যদিগের প্রতি খ্রীষ্টের শেষ কথা।

বিরোধীদিগকে নানা প্রকারে ষড়যন্ত্র করিতে দেখিয়া যিশু আপনার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা সমভিব্যাহারী কতিপয় শিষ্যের নিকট বর্ণন করত এইরূপে বলিতে লাগিলেন;- এই সকল বিষয় আমি তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম এই জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখেতে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্য এক্ষণে আমার প্রস্থান করা আবশ্যক। কেন না যদি আমি না যাই তাহা হইলে তোমাদের নিকট পবিত্রাত্মার সমাগম হইবে না। এখনও তোমাদিগকে আমার বলিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু তাহা তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না। যা হউক, যখন পবিত্রাত্মার শুভাগমন হইবে তখন তিনি তোমাদিগকে সত্যরাজ্যে লইয়া যাইবেন। তোমরা ক্রন্দন করিবে এবং খিদ্যমান হইবে, পৃথিবী আনন্দ প্রকাশ করিবে; তোমরা দুঃখিত হইবে, কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে। যখন কোন পূর্ণগর্ভা নারীর প্রসব কাল উপস্থিত হয় তখন সে অনেক ক্লেশ পাইয়া থাকে, কারণ তাহার সময় আসিয়াছে; কিন্তু যাই সে সন্তান প্রসব করে আর তাহার সে সকল যন্ত্রণা কিছুই মনে থাকে না; পৃথিবীতে একটী মানুষ জন্মগ্রহণ করিল এই বলিয়া সে আনন্দিত হয়। সেইরূপ এখন তোমাদের দুঃখ উপস্থিত হইবে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব; এবং তোমাদের হৃদয় এত আনন্দ লাভ করিবে যে তাহা আর কেহ হরণ করিতে পারিবে না। এমন কথা আমি বলিতেছি না যে আমি তোমাদের জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা করিব, কারণ তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে ভালবাসেন। ঐ দেখ! আমার সময় আগতপ্রায়, এই আসিল! এক্ষণে তোমারা একা একা নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং আমাকে একাকী ফেলিয়া পলাইবে; তথাচ আমি একাকী নহি; যেহেতু পিতা আমার সঙ্গে আছেন।

প্রাতঃকালের উপাসনা।*

হে পরমেশ্বর! তোমার প্রসাদে পুনর্ব্বার নবদিবস যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার আশ্রয়াধীন হইয়াছি যেন অদ্য তোমাকে বিস্মৃত হইয়া পাপপঙ্কে পতিত না হই। আমাদের মনে তুমি বিরাজমান থাকিয়া কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর। যেন তোমার করুণা ও সত্যস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য করি। পরমেশ! তুই আমাদের রক্ষক, তুমিই আমাদের সুহৃদ, অতএব অদ্য আমাদিগকে ভ্রম ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া তোমার প্রেমাস্বাদনে ও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত কর। হৃদয়েশ্বর! তোমাকে মনের সহিত নমস্কার করি। শান্তিঃ শান্তিঃ।

সন্ধ্যাকালের উপাসনা।

হে পরমেশ্বর! আমাদের জীবনের এক দিবস অতীত হইল। হা! অদ্য মহা মোহে মুগ্ধ হইয়া কত শত পাপ-কর্ম্ম করিয়াছি। অকৃতজ্ঞ ও অপ্রেমিক হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি ও তোমার সুমধুর উপদেশ অবহেলন করিয়াছি, এক্ষণে কাতর ভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে হে করুণাসিন্ধু, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ও আমরা যেন সেই সকল পাপে আর নিপতিত না হই এই কামনা সিদ্ধ কর। আমাদিগকে তোমার সাহায্য প্রদান কর যেন উত্তরোত্তর ঐহিক ব্যাপার হইতে উন্নত ও তোমার সন্নিহিত হইতে থাকি। অদ্য যে সকল সুখ সম্ভোগ করিয়াছি ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য তোমাকে বারবার নমস্কার করিতেছি। শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক।

মনুষ্য উপাসনা করে, ঈশ্বর উপাসনা শ্রবণ করেন। সকল শাস্ত্রে ইহা কথিত আছে প্রার্থনার সময়ে

* ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার অল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় উপরুক্ত প্রার্থনা দুইটী রচনা ও মুদ্রিত করিয়া রেলগাড়ীতে ও চঁচুড়া থিয়েটরে বিতরণ করিয়াছিলেন।

মনুষ্যের রসনা বাক্য উচ্চারণ করে, ঈশ্বরের কর্ণ সে সকল বাক্য শ্রবণ করে। স্তব স্তুতি, আরাধনা, প্রার্থনা মনুষ্য হইতে উত্থিত হয়, ঈশ্বর সে সমুদয় গ্রহণ করেন। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ভক্ত কথা দ্বারা আপনার মনের প্রার্থনা প্রকাশ করে, ঈশ্বর তাহার উত্তর প্রদান করেন। কে প্রার্থনা করিল? সমস্ত ধর্ম্মজগৎ ইহার উত্তর দিল, মনুষ্য। কে উত্তর দিলেন? ঈশ্বর। মনে কর যদি ইহার বিপরীত কথা হয়। প্রার্থনার সময় যে সকল কথা বলা হয় তাহা যদি ঈশ্বর বলেন, আর প্রার্থনার যে উত্তর প্রদত্ত হয় তাহা যদি মনুষ্যের মুখ হইতে বাহির হয় তাহা হইলে এ কেমন শাস্ত্র হইল? এই বিপরীত শাস্ত্রের কথা শুনিয়া কেহই চমৎকৃত হইও না। যখন সাধক উপাসনার গভীর স্থানে যায় তখন তাহার সাধন সম্পর্কে প্রচলিত শাস্ত্রের কথা সংলগ্ন হয় না, তখন গভীরতর, উচ্চতর শাস্ত্র প্রকাশিত হয়। যেমন সাধারণ মনুষ্য সম্পর্কে, যখন স্থলে তখন এক প্রকার নিয়ম এবং যখন জলে তখন অন্য প্রকার বিধি, সেই রূপ সাধকদিগের অবস্থাভেদে তাঁহাদের এক প্রকার শাস্ত্র এবং যাঁহারা সাধনে অনেক দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের আর এক শাস্ত্র। যোগী সম্প্রদায় যেখানে যোগাভ্যাস করেন, সেখানকার বিধি স্বতন্ত্র, সেখানকার শাস্ত্র বিপরীত। এত দিন শুনিয়াছি প্রার্থনার সময় মনুষ্য কথা কহে, ঈশ্বর তাহার উত্তর দেন। উচ্চতম শ্রেণীর সাধক বলেন উপাসনার সময় কোথায় হইতে বাক্য আসে, এবং কোন্ সাগরে তাহা মিলিত হয় অদ্যাপি ইহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। উপাসনার গভীরতর জলে নিমগ্ন হইলে আরও গভীরতর কথা শুনি, কি না, মনুষ্যের মুখের ভিতরে ঈশ্বর কথা কহেন, ঈশ্বরের মুখের ভিতরে মনুষ্যের কথা প্রকাশিত হয়। যখন যোগের স্রোতঃ একটী চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে তখন যাই দেখি ভক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম, তৎক্ষণাৎ আবার দেখি ব্রহ্মে প্রবিষ্ট ভক্তের হৃদয়, এই যাহা ঊর্দ্ধে ছিল, ক্ষণকাল পর তাহা নিম্নে দেখি। সাধক আপনার ভিতরে ঈশ্বরকে লুকাইয়া রাখিলেন, ঈশ্বর আপনার ভিতরে সাধককে লুকাইয়া রাখিলেন। কখনও ঈশ্বর সাগর হইয়া মনুষ্যকে ডুবাইলেন, কখনও মনুষ্যের হৃদয় সাগর হইয়া ঈশ্বরকে ডুবাইল ইহাই যোগ পদার্থ। যদি গম্ভীর যোগ করিয়া থাক তোমরা জানিয়াছ, সেই যোগের মধ্যে সাধক এমন কথা সকল বলে যাহা সাধকের নহে। সেই উচ্চাবস্থায় তুমি বুঝিতে পার, অমুক শব্দ তোমার; কিন্তু এই এই শব্দ তুমি কোন পুরুষে বলিতে পার না। মনুষ্য সন্তান হইয়া অন্তরে দেবতার আবির্ভাব না হইলে কদাচ কেহই এ সকল কথা বলিতে পারে না। ঈশ্বর কথা বলান ঈশ্বর ভিক্ষা চাওয়ান। অনেক কথা মনুষ্য বলে; কিন্তু যেখানে যোগের চক্র ঘুরিতেছে, সেখানে তাহার শব্দ সকল আকাশ হইতেও আসিতেছে না, তাহার নিজের মন হইতেও আসিতেছে না, স্বর্গ হইতে। কতকগুলি প্রার্থনার ধ্বনি মনুষ্যের হৃদয় হইতে উঠিল, কতকগুলি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইল। যিনি বক্তা তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন, কোথা হইতে কোন্ ধ্বনি আসিল। প্রেমের উথলিত ভাবে তিনি নিজে ছিলেন কোথায় ভক্ত তাহা জানেন, একজন জানেন যিনি সমস্ত সাধুভাব যোগ প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন। যদি জিজ্ঞাসা কর ইহার অর্থ কি? সেই আদি নিগূঢ়, অন্তরতর, অন্তরতম ঈশ্বর এ সকল ক্রিয়া করেন। মনুষ্যের বুদ্ধি ইহার হেতু বুঝাইয়া দিতে পারে না। গভীরাত্মা সাধক যাঁহারা তাঁহারা সেই নিগূঢ় সাধনের ভিতরে গিয়া এ প্রকার ব্যাপার সকল দেখেন, যাহা দেখিয়া তাঁমারা অবাক্ হন। সেই সাধনে অনেক অমূল্য সত্য বাহির হইয়া পড়ে। সত্য প্রকাশিত হইল, কিন্তু কে জানে, আপনা আপনি কোথায় হইতে আসিল? ঈশ্বরের মুখ দিয়া যেমন মনুষ্যের মনের কথা প্রকাশিত হয়, তেমনি মনুষ্যের মুখ দিয়া ঈশ্বরের কথা প্রকাশিত হয়। একটী প্রত্যাদেশ হইবে। কোথায় হইতে হইবে ভক্ত জানেন না। ভক্ত হয়ত ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন; কিন্তু সেই প্রত্যাদেশ তাঁহার নিজের হৃদয়ের ভিতর দিয়া আসিল। আর যে কথা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আসিবে মনে করিয়াছিলেন তাহা ঈশ্বরের মুখ হইতে আসিল। মনুষ্যের মুখ দিয়া ঈশ্বরের কথা এ কি বিপরীত কথা!! ঈশ্বরের কথা কেন মনুষ্যের মুখ দিয়া বাহির হয়? মনুষ্য কেবল তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া রহিল, তিনিই জানেন ভক্তের হৃদয়, আর কেহ জানে না। ভক্ত কেবল নির্ভর করিয়া থাকেন। আর ঈশ্বরের কথা হয়ত ভক্তের নিজের মুখ দিয়াই বাহির হয়। ভক্ত জানেন ঈশ্বরের কথা গুলি কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভক্ত আরাধনা করেন। তাঁহার সে সকল গুণ বর্ণনের ভিতরে কোথায় হইতে নূতন ভাব আসিল? ঈশ্বরের কার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর করিয়া লইলেন, মনুষ্য অবাক্ হইয়া রহিল। মনুষ্য যন্ত্রের ন্যায় ঈশ্বরের হস্তে। ঈশ্বর যন্ত্রী হইয়া তাহার মুখ হইতে স্তব স্তুতি এবং প্রার্থনাদি বাহির করেন। মনুষ্য ঈশ্বরের কথা বলিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছে। কেবল ভক্তের হৃদয় স্বর্গে চলিয়া গিয়া সে সমস্ত ভাব প্রকাশ করিল। তাহার মুখ ঈশ্বরের মুখের ভিতর দিয়া কথা কহিল, ঈশ্বরের মুখ তাহার মুখ দিয়া কথা কহিল। এই রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের গভীর নিগূঢ় যোগ হইয়া যায়। মনুষ্যের গভীর অভাব সকল ঈশ্বর বুঝিয়া কায করিতেছেন। সুবোধ মনুষ্য বুঝিতে পারে, ঈশ্বর যোগীর মনের কথা আপনার মুখে বলিলেন। এই রূপে যোগাযোগ যখন ঘটে তখন মনুষ্য বলিতে পারে

না কে আমাকে কথা বলাইল? আমি কি আমার জ্ঞানানুসারে কথা বলিতেছি এই সংশয় আর থাকে না। ঈশ্বরের হস্তে সাধক আপনাকে রাখেন। আমাদের এমন অবস্থা আসিবে যখন ঈশ্বরের কথায় আমরা ঈশ্বরের পূজা করিব। আমার উদ্যানের ফুল দিব না, তাঁহার উদ্যানের ফুলে তাঁহার পূজা করিব। তাঁহার ভাবে তাঁহার শোভা দেখিব। তাঁহার ভিতরে নিবিষ্ট থাকিলে যাহা কিছু ভাল সকলই পাইব। যাহাতে আমরা এই ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

১৬ই ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক।

আমি কে, আমি কি পদার্থ, ইহা আমরা জানি না একথা অনেক পরে স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মকে জানি না ইহা প্রথমেই বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্র জীবাত্মা বলিবে, হে ঈশ্বর! অনন্ত, অচিন্ত্য তুমি, আমা দ্বারা তুমি কখন আয়ত্ত হইবে না! কিন্তু অহঙ্কারী মন এই কথা বলিয়া আত্মগৌরব, আত্মশ্লাঘা মনে করিল, যে যদিও আমি ভালরূপে ঈশ্বরকে জানি না; কিন্তু আমি আমার নিজের আত্মার স্বভাব. প্রকৃতি রীতি নীতি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। অনেক দিন পর মনুষ্যের নিজের আত্মজ্ঞান সম্পর্কে যে এই অহঙ্কার তাহাও চূর্ণ হয়। তখন মনুষ্য বলে আমি যে কেবল ঈশ্বরকে চিনি না তাহা নহে; কিন্তু আমাকেও আমি চিনি না। আমি কে? এই যে লোকটী নিমীলিত নয়নে, উন্মীলিত নয়নে পূজা করে, গান করে, যে মস্তক অবনত করিয়া অতীন্দ্রিয় নিরকার ঈশ্বরের আরাধনা ধ্যান ধারণা করে এ লোকটী কে? সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানা যাইবে,আমি কে? যথার্থরূপে ইহা বুঝা হয় নাই। একটী পদার্থ হইতে স্তব স্তুতি উৎসারিত হয়, আর অন্য পদার্থে সে সমুদয় উপস্থিত হয়। ইহাই উপাসক উপাস্যের সম্বন্ধ। উপাসক কাহাকে বলি? যিনি ভাব প্রকাশ করেন, ঐ সকল স্তব স্তুতি বলেন। ভৌতিক বিজ্ঞানে জানা যায় যে, যে জল উপর হইতে আসে তাহাই আবার উপরে উঠে। যদি আমার আরাধনা, আমার ভাব, আমার আত্মার গভীর প্রার্থনা উর্দ্ধে যায়, তখন ইহা জানিতে হইবে, সেই সমুদয়ের উৎপত্তিস্থান নিম্নে নহে; কিন্তু উর্দ্ধে। এসংসারে আপনাকে আপনি কেহই উন্নত করে নাই। কেহ বলপূর্ব্বক একটী ভাল কথাও কহিতে পারে না। অতি সুন্দর যে আরাধনা, অতি মধুর যে সঙ্গীত, অত্যন্ত মনোহর যে স্তব স্তুতি, অতি গভীর যে প্রার্থনা, সমুদয় ঈশ্বর হইতে আসিতেছে। সেই দিন বলিয়াছিলাম কোথা হইতে উপাসনা প্রার্থনার ভাব আসিতেছে, এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। যেস্থান হইতে উপাসনার ভাব উঠিতেছে আমি তাহাকে উৎস বলি। পৃথিবীর লোকে সেই উৎসকে কি নাম দেয়? মনুষ্য, উপাসক, জীবাত্মা। আমি বলি উৎস। সেই উৎস হইতে যে জল উপরে উঠে, ব্রহ্মডাঙ্গা হইতে সেই জল নামিয়া আসিয়াছে। স্বর্গ হইতে একটী গূঢ় প্রণালী দিয়া অল্পে অল্পে সেই জল আসিয়া সেখানে সঞ্চিত হয়; তাহাই আবার উর্দ্ধে উঠে। উর্দ্ধে উঠিবার জন্য, ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্যই সেই উৎসে সেই জল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই উৎসে জল আসিবার অনেক প্রণালী আছে। উপাসক! তুমি কে জান না? যে হও সে হও, তুমি অমৃতের উৎস, তুমি রত্নের আকর, একথা বলিতেই হইবে। আজ না বল দশ দিন পরে বলিবে, ইহলোকে না বল, পরলোকে বলিবে। কি বলিবে? আত্মাকে প্রশংসা করিবে? আত্মগৌরবের জন্য নহে, কিন্তু ব্রহ্মের গৌরবের জন্য, বলিবে মনুষ্যের আত্মা ব্রহ্মহস্ত রচিত কেমন একটী সুন্দর উৎস। এই যে মন যাহাকে জঘণ্য পাপ কলঙ্কিত বলি, এই যে চৈতন্য পদার্থ, ইহার ভিতরে ব্রহ্মের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখিয়া অবাক্ হইবে। সাধন যন্ত্রদ্বারা যতই আপনার মনের ভূমি খনন করিবে ততই ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিয়া মোহিত হইবে। যে দিক্‌টী কোমল, সেই দিক্ খনন কর, দেখিবে সহস্র উৎস উৎসারিত হইবে, তুমি স্নান কর, গাত্র পরিষ্কার কর, প্রকাশ্য রূপে, উপর হইতে জল আসিল না নিম্ন ভূমির ফোয়ারার জল উপরে উঠিল, মস্তকে পড়িল। উপরে আকাশ পরিষ্কার, নিম্ন ভূমি হইতে সেই জল উঠিল। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! চাপা ধন, প্রচ্ছন্ন রত্ন, মন খনন কর, ভিতরে গিয়া দেখিবে সুমিষ্ট জল। মনের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তখন স্বভাবতঃ এই কথা বলিবে, কে রচিল এমন সুন্দর মন! হৃদয়ের আর এক ভাগ বড় কঠোর, সেই দিকে জল নাই, কোমলতা প্রেমজল, ভক্তি জল সেই দিকে উৎপন্ন হয় না; কিন্তু যদি সত্যরত্ন চাও তবে হৃদয়ের সেই বুদ্ধিভূমি খনন কর। সহস্র ধন রত্ন মনের সেই ভাগে চাপা রহিয়াছে। কে কাঙ্গাল? তুমি আমি দু জনই। রত্ন নাই বলিয়া নহে, রত্ন আছে তাহা দেখি নাই বলিয়া। তোমার পিতাএবং আমার পিতা, তোমার এবং আমার উভয়ের মধ্যেই আছেন! কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভিতরে না দেখিয়া বাহিরে ভিক্ষা করি। মূর্খ ব্রাহ্মদিগকে কে ফিরাইয়া ভিতরের দিকে লইয়া যাইবে? ঈশ্বরের নির্ব্বোধ সন্তানদিগের কি গতি হইবে; কবে তাহারা আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে? সাধক, যখন আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল তখন আত্মার ভিতরে ঈশ্বর কি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সে অবাক্ হইল। যখন ভিতরের ঐশ্বর্য্য দেখিল, তখন নির্ব্বোধ মনুষ্য আর বাহিরে যাইবে না। জীবাত্মার আর এক নাম গুপ্ত ধন। অনেক নদ নদী সেই গুপ্ত স্থানের ভিতরে রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানী যদি হও, ব্রহ্মসাধক যদি হও, ব্রহ্মযোগী যদি হও, ব্রহ্মভক্ত যদি হও সেখানে যাইবে। আর বলিবে না বাহিরে যাইব,

পরিব্রাজক হইব, অমুক দেশে যাইব। এখন কিছুকাল ভিতরে বসিয়া থাক। আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রেমভক্তি সত্য পুণ্য সঞ্চয় কর। ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক হইয়া চির দিন ভক্তের যে ভাব তাহা সম্ভোগ কর!

কুটীর।

১০ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম! অদ্য সাধন রীতি বিষয়ক প্রসঙ্গ হবে। ভক্তি কি? এবং ভক্তিলাভের জন্য দেবপ্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম দুইই প্রয়োজন, এ সকল বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছ, এখন সাধন প্রকরণ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ কর। তুমি কি স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ? স্মৃতিশাস্ত্র কি? স্মরণমূলক জ্ঞান। একটু স্থির হও, ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে—"সত্যং শিবং সুন্দরং" ভক্তির বীজ মন্ত্র। কিন্তু ভক্তির ভূমিতে আসিবার পূর্ব্বেই, সাধক শ্রদ্ধার দ্বারা "সত্যং" কে ধারণ করেন, বাস্তবিক "শিবং" এই স্বরূপ হইতেই ভক্তি শাস্ত্র আরম্ভ হয়। শিবং অর্থাৎ মঙ্গলময়, প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা ধারণ করাই ভক্তির আরম্ভ। এই প্রেম দ্বারা যে শিবংকে ধারণ করা ইহা দুই ভাগে বিভক্তঃ—প্রথম স্মৃতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্র। শ্রবণ কর, স্মৃতিশাস্ত্র প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, যখন এই জ্ঞানোদয় হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সাধারণরূপে এবং বিশেষরূপে যে সমুদয় ঘটনাতে তাঁহার দয়ার প্রকাশ দেখিয়াছ, সেই সমস্ত স্মরণ করিতে হইবে। বিধাতা নানা প্রকার সুখদ ও মঙ্গলকর বস্তু সকল সৃজন করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা আমাদের ঐহিক ও মানসিক সুখ হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, তৃষ্ণার সময় জল, রোগের সময় ঔষধ লাভ করিব, বারম্বার এ সকল বিষয় অনুধাবন, ও সমালোচনা করিয়া শিবং যে ঈশ্বর তাঁহাকে মনের কাছে প্রতিপন্ন করিবে। প্রথমতঃ সাধারণ রক্ষণ প্রণালী দ্বারা ঈশ্বর জীবের অর্থাৎ তোমাদের যে সকল উপকার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিশেষ ঘটনা দ্বারা তিনি তোমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সে সকল স্মরণ করিবে। আমি অত্যন্ত ভয়ানক দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছিলাম, সেই সময় কেমন অত্যাশ্চর্য্য রূপে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাকে রক্ষা করিল; আমি মরিতেছিলাম, তখন কেমন চমৎকার কার্য্য দ্বারা তিনি আমাকে বাঁচাইলেন, এবম্বিধ বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী স্মরণ করা স্মৃতি শাস্ত্রের উপদেশ। জীবনের এই সকল বিশেষ ঘটনা হয়ত ভুলে গিয়েছ, কিন্তু তাহাদিগকে স্মৃতির পথে আনিতে হইবে। বিস্মৃতি এখানে পাপ, ঈশ্বরের সাধারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তি শাস্ত্র মতে অতি দূষণীয় ব্যাপার। অতএব যদি বিস্মৃত হয়ে থাক, বারম্বার আলোচনা দ্বারা সে গুলি সমালোচনা কর। জীবনের ইতিবৃত্ত মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা আছে—সেই আমি অসহায় ছিলাম, কে আমার হস্ত ধারণ করলেন, সেই যখন দুই পথের সন্ধি স্থলে পড়ে কোন্ পথে যাব বুঝতে পারতেছিলাম না, তখন কে জ্ঞান দিলেন, কাহার কৃপাতে সংসারাসক্তি হতে রক্ষা পেলাম। একা ছিলাম, একাকী ব্রহ্মের দুর্গম পথে চলা অসম্ভব হইত, কোন্ সূত্রে একটী একটী ধর্ম্মবন্ধু এনে দিলেন, কোন্ সূত্রে এই দীক্ষার ব্যাপার হইল, এ সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিবে। আমার ঈশ্বর অমুক সময় বিপদভঞ্জন হয়ে আমাকে ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করলেন, অমুক সময়, পতিতপাবন হয়ে আমার গূঢ় পাপ হরণ করলেন অমুক সময়, গুরু হয়ে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই ভাবে স্মরণ করবে। বলো না মনে নাই। ভক্তি শিক্ষার্থী যখন হয়েছ তখন মনে রাখতে হইবে। স্মৃতি শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্র নহে। স্মরণ করে শিখা, শুনে শিখা অপেক্ষা অত্যন্ত উপকারী। ধর্ম্মজীবনের অনেক দুরবস্থা হয় কেবল বিস্মরণ বশতঃ। কি উপায়ে হৃদয়ে প্রেমকে সজীব রাখা যায় ঈশ্বর সেই বিষয়ে সঙ্কেত বলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়াতে অন্তরের প্রেম শুকাইয়া গেল। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের উদয় হয়। অত্যন্ত অবসন্ন অবস্থায় নব জীবনের সঞ্চার হয়। যাহারা স্মৃতিশাস্ত্রকে লঘু মনে করিয়া তাহার অবমাননা করে তাহাদের অনেক দুর্গতি। বিপদও স্মরণে রাখবে, উদ্ধারও স্মরণ করবে, অন্ধকারও স্মরণ করবে, জ্যোতিও স্মরণ করবে। যতই স্মরণ করিবে ততই প্রেমে হৃদয় কোমল হইবে, কঠোর চক্ষু বিগলিত হইবে। অনেক লোক, কিছুকাল ধর্ম্মপথে চলিয়াও আবার বিষয়ী, সংসারী এবং অধার্ম্মিক হয় কেবল স্মরণ করে না বলিয়া। স্মরণ কর সেই ঈশ্বর জননী হইয়া তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া কত বার কত সুধা দিলেন। জ্ঞান দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা আলোচনা করিতে বলিতেছি না। সর্ব্ব প্রথমে অতি সহজ কথা এই বলিতেছি, স্মরণ করো, ভুলো না। এই শাস্ত্র অতি সামান্য, অতি সহজ, মূঢ় মন! স্মরণ কর; কিন্তু মনুষ্যের কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, অতি সহজ বলেই স্মরণ শাস্ত্র আদৃত হয় না। মূঢ় অভক্ত অতি সামান্য নিকৃষ্ট শাস্ত্র মনে করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকে অবহেলা করে। ঈশ্বর কেমন অমুক দিন এই করলেন, আরএক দিন এই করলেন, এ সমুদায় স্মরণ করবে। জীবনের বিশেষ ঘটনা সকল লিখো। ঈশ্বরের দয়ার আশ্চর্য্য ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। দেখাও ঈশ্বরকে তোমার স্মৃতিশক্তির সৌন্দর্য্য যিনি সেই শক্তির নির্ম্মাতা। প্রেমময়ের মঙ্গল ঘটনা সকল স্মরণ কর, ভক্তিরাজ্য স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর। ঐ মাসে কি হইয়াছিল, ঐ বৎসর কি হইয়াছিল, এই রূপে ক্রমাগত একটীর পর আর একটী স্মরণে আসিবে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে। আজ এই স্মৃতিশাস্ত্র বলা হইল, দ্বিতীয় বিভাগ দর্শনশাস্ত্র পরে বর্ণিত হইবে।

সংবাদ।

আগামী ২৫ শে চৈত্র রজনীতে অত্র নগরের লোক সংখ্যা গণনা করা হইবে। ব্রাহ্ম মহাশয়রা আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাস লিখিয়া দিতে যেন ভীত বা কুণ্ঠিত না হন। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী কত লোক এখানে বাস করেন তাহা জানা আবশ্যক। যাঁহাদের জাতি বিনাশের আশঙ্কা আছে, এবং যাঁহারা সমাজের ভয়ে ব্রাহ্ম নাম লইতে ভীত হন তাঁহারা এক ঈশ্বরেবিশ্বাসী ব্রাহ্ম এ কথা রাজপুরুষেরা জানিলে কোন ক্ষতি হইবে না। এক্ষণকার কালে সত্য ও বিবেকের অনুরোধে আপনা হইতে জাতি অস্বীকার না করিলে কেহ তাহা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে না।

গত কল্য শ্রীযুক্ত দিননাথ মজুমদার বেহার অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। আপাততঃ তিনি গয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহ করিবার জন্য তথায় গমন করিবেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থানপূর্ব্বক আর্ব্বি ও উর্দ্দু শিক্ষা করিবেন এবং তথাকার সমাজের কার্য্যও করিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দুঃখিনী বিধবা ও দরিদ্র বালকদিগের জন্য একটী অনাথআশ্রম সংস্থাপনের উদ্যোগে আছেন। সিদ্ধকাম হইলে বড় সুখের বিষয় হইবে। সাধারণ জনসমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের যোগ রক্ষা করিবার পক্ষে দেশহিতকর অনুষ্ঠান একটী বিশেষ উপায়।

বিলাত হইতে এক দল ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে তাহারা অনেক আশ্চর্য্য অলৌকিক কার্য্য করে। প্রেততত্ত্ববাদীরা পরলোকবাসী আত্মার প্রভাবে যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করেন, ইহারা ভোজ বিদ্যার বলে তাহা দেখাইতেছে। প্রেতের অদ্ভুত ক্রিয়া ইহারা জীবদ্দশাতেই দেখাইতে পারে।

প্রচারকগণের মধ্যে অধিকাংশ এখানে বিশেষ কার্য্যানুরোধে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আপাততঃ বিদেশস্থ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সাহায্য পাইতেছেন না। ভরসা করি এই বিলম্ব মঙ্গলের কারণ হইবে। তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কেহ বিস্মৃত হন নাই।

গত ৩রা চৈত্র লর্ড বিষপ মিল্‌ম্যান সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক যেমন রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, তেমনি ধর্ম্মবিষয়ে ইনি প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁর স্বভাব অতি অমায়িক ছিল, সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের জন্য জীবন দিয়াছিলেন। এত বড় পদস্থ লোক হইয়া বিবাহ করেন নাই, যাহা বেতন পাইতেন তাহার অধিকাংশ দুঃখীদিগের উপকারার্থ বিতরণ করিতেন। জ্ঞানেতেও ইনি এক জন বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রচার কার্য্যালয়ের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

নূতন প্রকাশিত।

সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন তিন খণ্ড একত্রে কতকগুলি নূতন গান সহ বর্দ্ধিত ও পরিশোধিত কাগজের মলাট)	১৲
ঐ ঐ ভাল বাধান ...	১।০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ...	॥৵০
শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত (ভাল বাধান) ...	১।০
ঐ ঐ (কাগচের মলাট) ...	১৲
জগতের বাল্য ইতিহাস ...	॥০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ ...	॥০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ ...	।৵০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
কলকগুলি প্রশ্নোত্তর ...	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ ...	৴১০
তপস্বিনী রাবা ...	৵০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত ...	৵০
ফকির বয়েজিদ ...	৶০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি? ...	৴৫

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ...	॥০
ব্রহ্মোৎসব ...	৵৫
নির্ম্মলার উপাখ্যান ...	।০
ব্রহ্মময়ী চরিত ...	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ...	৴১০
প্রার্থনামালা (পাকারের অনুবাদ) ...	।৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী ...	৵০
ঐ হিন্দি ...	৴১০
মতসার ...	৴১০
ঐ সংস্কৃত ...	৴১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ...	৴১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	৶০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ...	৵১০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা ...	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০
ধর্ম্ম ও নীতি ...	৵০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৸০
সুখী পরিবার ...	৵০
সঙ্গীতমালা ...	৶০
সত্যমালা ...	৵১০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ ...	৶০
ঐ ঐ চতুর্থ ভাগ ...	।০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প ..	।০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১২ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ চৈত্র শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১০ম ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়বল্লভ, প্রাণসখা পরমেশ্বর! দুঃখীর হৃদয় কুটীর ছাড়িয়া আর তুমি কোথাও যাইও না। তোমার বিরহে আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল হয়। তোমার দর্শন বিরহে কাতর হইয়া যখন আমি তোমার নিকট যাইবার পথ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারি না তখনকার ক্লেশের কথা আর কি বলিব। আমার কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা তুমি না জান এমন নহে, অত্যন্ত ক্লেশ, সে ক্লেশের কথা মনে হইলে প্রাণ আকুল হয়। সে সময় তোমাকেও পাই না, অথচ সংসারও ভাল লাগে না, উভয় সঙ্কটে পড়িয়া প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠে। পিতা, তুমি জান আমার আত্মার ভিতর দুইটী দ্বার আছে,— একটী পাপের, আর একটী অবিশ্বাসের। এই দুই নরক দ্বার বন্ধ করিতে যখন বিস্মৃত হই, কিম্বা যখন চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বশতঃ তাহাদিগকে বন্ধ করিতে অক্ষম হই, তখন পাপ ও অবিশ্বাসের দূষিত অস্বাস্থ্যকর বায়ু অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি প্রেম বিশ্বাসের যোগকে শিথিল করিয়া দেয়। তাহার বিরুদ্ধে সহস্র চেষ্টা করিলেও তখন মনের অনুরাগ শিখা হীনপ্রভ হয় এবং প্রেমের উত্তাপ কমিয়া যায়। কাঁদিতে চেষ্টা করি, ব্যাকুলতার সহিত তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু ভাল করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতেও পারি না। যে ক্রন্দনে, যে ব্যাকুলতায় তোমাকে নিকটে আনিয়া দেয়, যাহাতে শুষ্ক তাপিত প্রাণ শীতল হয় তাহাও তোমারই অনুগ্রহের ফল, সুতরাং পাপী অল্পবিশ্বাসীর পক্ষে সে ব্যাকুলতা অতিশয় দুর্ল্লভ পদার্থ। এখন কাতর অন্তরে তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা করিতেছি, ঐ দুইটী দ্বার চির দিনের মত বন্ধ করিয়া দাও। এবং যৎকালে ঐরূপ দুর্দ্দশায় আমি পড়িব তখন আমাকে ভাল করিয়া কাঁদিতে দিও। একবার যদি তোমার উদ্দেশে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারি তাহা হইলেও আমার হৃদয়ের গ্লানি যন্ত্রণা চলিয়া যায়। হায়! কবে আমি তোমার জন্য ভক্তের ন্যায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে পারিব। হে হৃদয়ের দেবতা! আমার মনের কথা তুমি শুনিলে, যাহাতে ইহার কোন প্রতিবিধান হয় তাহা শীঘ্র কর। নতুবা তোমার দুঃখী সন্তানের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। এই পুরাতন রোগের হস্তে আর না পড়ি এমন উপায় কর।

পুরাতন এবং নূতন।

সংসারসর্ব্বস্ব মোহনিদ্রাভিভূত মনুষ্যের জীবন নিতান্ত পুরাতন নীরস কবিত্ব রস বিহীন, ইহার মধ্যে মনোহারিত্ব নূতনত্ব বা সার পদার্থ আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। অসার ভাবনা ও জল্পনায় বিষয় চিন্তা ও বিষয় আলাপে তাঁহার হৃদয় সদা সর্ব্বদা কোলাহলময় বাণিজ্যাগার হইয়া রহিয়াছে। তিনি এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুরম্য বিলাস ভবনেই অবস্থিতি করুন কিম্বা বিবিধ রত্নরাজি খচিত বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সুচিত্র বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নগরের প্রশস্ত রাজবর্ত্মে ইতস্ততঃ ভ্রমণই করুন, অথবা বহু আয়াস সাধ্য পরমোপাদেয় সুখসেব্য সামগ্রী ভোজনান্তর মনোহর লাবণ্য যুক্ত দিব্য দেহ ধারণ করত স্বীয় সৌন্দর্য্য ছটায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করুন, তাঁহার ধন মান সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে এক বিন্দু কবিত্ব রস নাই। সংসার মরুভূমি যাহাদের চির আবাস স্থল, আপাতরম্য ইন্দ্রিয় সুখ যাহাদের একমাত্র জীবনোপায়, তাহাদের জীবন বাস্তবিকই প্রচণ্ড ভবদাবানলে সদাকাল সন্তপ্ত, সেখানে নূতন সংবাদ, সুমিষ্ট বচন কোথা হইতেই বা আসিবে? যে সকল বস্তুকে তাহারা সার মনে করিয়া দিবানিশি তাহারই অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে সাধুদিগের নিকট তাহা একান্ত পরিহার্য্য। যে হৃদয়ে যোগানন্দরস উচ্ছ্বসিত হয় যথার্থতঃ তাহাই সৃষ্টির পরম ভূষণ। কি আহার করিয়া এবং কি দেখিয়া সাধুজীবন এত সুন্দর রসপূর্ণ হয়? প্রেমময় ঈশ্বরের সুখকর সহবাসের আনন্দ সমীরণ সেবন করিয়া এবং স্বর্গের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া। সম্ভোগ করা দূরে থাকুক, ভোগের বস্তু দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ এমনি পুলকিত হয় যে তাঁহার অন্তরে যেন ভাবের স্রোতঃ বহিতে থাকে। স্বর্গ নিকেতনের রমণীয় শোভা সন্দর্শন মাত্র তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সেই মধুর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি কত নূতন কথা বলেন। কতই আহ্লাদ তাঁহার হৃদয়ে! কি অদ্ভুত ভাবরসে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্লিত। যোগীর অন্তরে যখন এইরূপে যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হয় তখন তিনি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যান। ভাষা তাঁহার সে ভাব প্রকাশ করিতে পরাস্ত হয়, কণ্ঠ নিতান্ত শ্রান্তি অনুভব করে। কি দেখেন তিনি সেখানে? নিরাকারের মধ্যে এত সৌন্দর্য্য কি আছে যাহাতে তিনি একবারে মোহিত হইয়া গিয়া ক্রমাগত স্বর্গীয় মধুর বাণী সকল বর্ষণ করিতে থাকেন? বিষয়ীর নয়ন নগরের চাকচক্য, শিল্প পদার্থের কৃত্রিম শোভা সন্দর্শন করিয়া এবং দেশ বিদেশের নূতন সংবাদ শুনিয়া কতই উৎসাহ আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু যোগীর হৃদয়স্থ শত সহস্র তন্ত্রীযোগে স্বর্গের সুধাময় সংবাদ আসিতেছে, তাঁহার মনশ্চক্ষু নিরাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিভবন দেখিতেছে। সে নিকেতন অতি বিস্তীর্ণ এবং বিবিধ সৌন্দর্য্যে বিভূষিত; তাহাতে প্রচুর ঐশ্বর্য্য স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। যোগী ভক্ত এ সকল দেখিয়া আহ্লাদে উন্মাদ প্রায় হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নূতন সরস সুমিষ্ট কথা যেমন তিনি সর্ব্বক্ষণ শুনিতেছেন তেমনি বলিতেছেন। তিনি স্বর্গবাসী সাধুদিগকে বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে দেখিয়া পরমানন্দে হাস্য করেন। ঈশ্বরের সম্পত্তি অবলোকন করিয়া এবং তাহা অপরকে ভোগ করিতে দেখিয়া যাঁহার এত আহ্লাদ না জানি সম্ভোগের সময় তাঁহার অবস্থা কি হয়! বিষয়ীও মনুষ্য, যোগীও মনুষ্য, অথচ যোগীর জীবনে কি অদ্ভুত আনন্দের মহোৎসব ব্যাপার আমরা দেখিতেছি। তিনি যাহা বলেন তাহাই নূতন, একটীও নীরস কিম্বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ বোধ হয় না। বিষয়ীর চর্ম্মচক্ষু সেই নিরাকার রসসাগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বলিল সকলই শূন্য, কিন্তু তাহার মধ্যে যোগী মগ্ন হইয়া

ভাবতরঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সুখের উচ্ছ্বাসে পাগল হইলেন অথচ বিষয়ী তাহার কণামাত্র ভাব বুঝিতে পারিল না। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, ধার্ম্মিক ও বিষয়ীর মধ্যে কত প্রভেদ! ভক্ত যোগী কোথা হইতে কবিত্ব রস আকর্ষণ করিতেছেন, কেমন করিয়া নূতন কথা মিষ্ট ভাব তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় তাহা কেহ দেখিতেও পায় না। তিনি আপনি আপনার অনন্ত সুখের আস্পদ হইয়া প্রেমের-আকর রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বভাব জীবন্ত এবং উন্নতিশীল, সংসারীর জীবন নীরস বদ্ধভাবাপন্ন, সুতরাং তাহা মৃত পাষাণবৎ।

সংসারের জন্য ত্যাগস্বীকার।

মনুষ্য দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ কঠোর কষ্ট সকল বহন করে, তাহা মুক্তিপ্রার্থী বিষয়বিরাগী সাধকের কৃচ্ছ্র ধর্ম্মসাধনের তীব্রতা অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যুন নহে; বরং বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য সংসারী যেরূপ কষ্টসাধন করে তাহা পরিমাণে অধিক এবং চির স্থায়ী। জ্ঞান ধন পদ সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে কতই না পরিশ্রম এবং চিন্তার প্রয়োজন হয়! দেহের সহিত আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য সাধারণতঃ লোকে কতই না ক্লেশ সহ্য করিতেছে! বহু কষ্টে লোকে প্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষম হয়, তাহার পর প্রচুর অধ্যবসায় যত্ন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত সে অর্থোপার্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করে। পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে তাহার জন্য আবার কত অধীনতা অবমাননা স্বীকার করিতে হয়। উপায় হস্তগত হইলেও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম আবশ্যক। কত ব্যক্তি সংসারের অনুরোধে আপনার প্রিয় পরিবার ও বন্ধুবর্গের সহবাস হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু দূর দেশে বাস করিতেছে। কোন অবস্থাতেই ক্লেশের হস্ত হইতে কেহ বিমুক্ত নহেন। সংসারের ভাবনা দুশ্চিন্তায় কাহার না শোণিত শুষ্ক হয়, অস্থি ভগ্ন হয়? অথচ অম্লান বদনে সকলে বহুল কঠোর দুঃখভার বহন করিতেছে, এমন কি শেষ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ধর্ম্মের নামে, পরম ধন অক্ষয় সম্পত্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কেহ যদি কিঞ্চিৎ সুখ ত্যাগ করিল, কিম্বা কোন কষ্টসাধ্য ব্রত অবলম্বন করিল তাহা হইলে আর সকলে তাহাকে বলিবে, কি কঠোর! কি ত্যাগস্বীকার! পাপকে দমন করিয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে সবশে রাখিয়া সাধক পরিণামে অনন্ত সুখ ভোগ করিবেন, কষ্টের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কত শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার কোন ত্যাগস্বীকার শোকের কারণ নহে; কিন্তু সংসার-সেবক এত কষ্টের পর যে শূন্য হস্তে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবেন, এবং জীবিত কালে এক দিনের জন্য স্থির চিত্তে আরাম সম্ভোগ করিতে পারিলেন না কেবল ভাবনাতেই তাঁহার দিন শেষ হইল, এইটীই বড় দুঃখের কথা। তিনি ধন মানের জন্য কত লোকের পদ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন, পার্থিব সুখলোভী হইয়া জীবন ক্ষয় করিলেন, কত আশা ধৈর্য্যের সহিত ভাবী উন্নতির প্রত্যাশা করিয়া রহিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের নামে দুই বৎসর কালও দৃঢ়তা সহকারে ব্রহ্মোপাসনা এবং ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিলেন না। তিনি যেন মনে মনে স্থির করিয়াছেন, পরিশ্রম যত্ন ক্লেশ স্বীকার এ সমস্ত সংসারের জন্য, আর ধর্ম্ম অনায়াস লভ্য। কি আশ্চর্য্য ভ্রম! সংসারের জন্য দেহ পতন হইবে তাহাতেও প্রস্তুত, তথাপি এক বিন্দু শোণিত ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইবে না। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যতই কেন কঠোর ত্যাগস্বীকার করুন না, তিনি কখন বঞ্চিত হন না, প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া চির জীবনের মত তিনি কৃতার্থ হয়েন। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গে যদিও পুরস্কার আছে, কিন্তু তাহা পরিশ্রমের উপযুক্ত নহে। এজন্য যে সময় এবং বল বীর্য্য ক্ষয় করিতে হয় পুরস্কার তাহা অপেক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিষয়ী সেই সমস্ত কষ্টই সহ্য করিলেন কেবল ফল ভোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ধার্ম্মিকের পরিশ্রম এবং ত্যাগস্বীকারের শেষ পুরস্কার যেরূপ অমূল্য তাহাতেতো তাঁর সকল ক্ষতি পূর্ণ হয় কেবল তাহা নহে, তিনি আপনার লব্ধ ফলের তুলনায় সে সামান্য কষ্ট সাধনকে

সুখের সাধন মনে করেন। তিনি নিত্য এবং সাংসারিক উভয় সুখই প্রাপ্ত হন। কিন্তু সংসারী ব্যক্তি নিত্য সুখে বঞ্চিত। ধার্ম্মিকের উপার্জ্জিত সম্পত্তি যাহা পৃথিবীতে থাকিয়া যায় তাহা সাধারণ লোকমণ্ডলী আহ্লাদের সহিত সম্ভোগ করে। অতএব সংসারের জন্য ত্যাগস্বীকার বাস্তবিক অতি কঠোর। দুঃখী কৃপাপাত্র তাহারা যাহারা এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও শেষ প্রবঞ্চিত হয়।

যোগ।*

যে যোগ সমুদায় ধর্ম্মের ঘনীভূত অবস্থা এবং হিন্দুধর্ম্মের সারভূত ভাব তাহা এক জন যোগী ব্যতীত আর কেহ বড় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বতন ঋষিগণের ধর্ম্ম যোগ প্রধান; এজন্য তাঁহারা এ বিষয়ে বিলক্ষণ ক্লেশ স্বীকার ও সাধনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুষ্ঠানও করি না সুতরাং ও তদ্বিবরণ পড়িয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ সোপানে আরোহণ না করিলে যোগের গভীরতা প্রতীত করা যায় না, অধুনা যোগ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য, তবে যত দূর পাওয়া গিয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া যোগের বিষয় বলা যাইতেছে।

প্রথম যোগের লক্ষণ কি তাহা প্রতিপন্ন হউক।

" মনঃ প্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে "

যোগবাশিষ্ঠং।

যে উপায়ে চিত্ত ব্রহ্মেতে সমাহিত হয়, তাঁহাকে যোগ বলা যায়। অর্থাৎ যে সকল মানসিক অবস্থায় আত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে তদবস্থাকে যোগ বলা যাইতে পারে।

"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

গীতা।

এ স্থলে স্বামী বলেন ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করত ফল ও জ্ঞানের সমান ভাব উপলব্ধি করিয়া যে সাম্যাবস্থা লাভ হয় তাহাকেই যোগ বলে। কিন্তু ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলেন "ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজাজ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণাসিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সমতুল্যোভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি, কোঽসৌ যোগঃ যত্তৎ কুরু ত্বং কৃতমিদমেব তৎ-সাম্যং যোগঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্ত রাখিয়া ফলাফলের মধ্যে সমান থাকিয়া কর্ম্ম করা উচিত, সেই ভাবে কার্য্য করিয়া যে সাম্যাবস্থা লাভ করা যায় তাহাই যোগ।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

পাতঞ্জল।

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলা যায়। পাতঞ্জল দর্শনের বৃত্তিতে ইহা বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। " নিরুধ্যন্তে যস্মিন্ প্রমাণাদি বৃত্তয়োঽবস্থা বিশেষে চিত্তস্য সোঽবস্থা বিশেষো যোগঃ"।

যে অবস্থাতে চিত্তের প্রমাণাদিবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয় সেই অবস্থাকে যোগ বলা যায়। সেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

পরিণতবুদ্ধিবোধাত্মা খল্বয়ং পুরুষঃ সদানুভূয়তে।

বিবেকখ্যাতিবিষয়ভোগৌ পুরুষার্থৌ তৌ চ নিরুদ্ধাব স্থায়াংনস্তঃ।

পাতঞ্জল।

প্রথমতঃ আত্মা পরিপক্ক বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা বিশ্বাস দ্বারা " এই পুরুষ " ইহা যখন সর্ব্বদা অনুভব করে তখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, এবং যখন বিবেক দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও বাসনা একেবারে মন হইতে তিরোহিত হয়, তখনই চিত্তের নিরোধ হয়।

" অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেনেতি।

পাতঞ্জল।

যখন এইরূপে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রতীতি হয়, এবং অন্তর হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও বাসনা বিদূরিত হয় তখন অয়স্কান্ত মণির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লৌহ যেমন তাহাতে সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ আত্মা পরমাত্মার নিকটস্থ হওয়াতে সম্মিলিত হইয়া যায়।

পাতঞ্জল দর্শনের এই লক্ষণটী অতি গভীর ও অত্যন্ত আধ্যাত্মিক অথচ সুগম হইতেও সুগমতর। যখন আত্মা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বিশ্বাস সহকারে " এই পুরুষ " বলিয়া অতি নিকটস্থ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে তখন যোগের প্রথম অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এবং যখন চিত্ত সংযত হইয়া ভোগ বাসনা বিরহিত হয় তখন স্বভাবতঃ ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

---

* শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত প্রদত্ত বক্তৃতা।

কিন্তু বাদরায়ণ সংহিতাতে আরও সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ"

বাদরায়ণসংহিতা

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্মিলন তাহাকে যোগ বলা যায়। যোগ সম্বন্ধে যত দূর পরিষ্কার লক্ষণ হইতে পারে তাহা শেষোক্ত লক্ষণে বিবৃত হইল। এই যোগ ত্রিবিধ। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কৰ্ম্মযোগ। কিন্তু যোগ শাস্ত্রে এই যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ লিখিত হইয়াছে।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরং।
প্রাণায়মশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ।
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তম উচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সৰ্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

যম নিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,ধারণা, ধ্যান ও সকল প্রকার পুণ্যফলপ্রদ সমাধি। এই কয়েকটী যোগের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূৰ্ব্বকালে যোগিদিগের এই আট প্রকার লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যোগ সাধন করিতে হইত।

অহিংসা সত্য মস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতি র্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমাদশঃ।

হঠ প্রদীপিকা।

কোন জীব বা মনুষ্যের প্রতি হিংসা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সত্য অনুষ্ঠান, সত্য চিন্তা ও সত্যবাক্য যোগের পক্ষে তিনই আবশ্যক। আর অচৌর্য্য, বৈরাগ্য, দয়া সরলতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পরিমিত আহার ও শুদ্ধাচার এই দশটীকে যম বলে। ফলতঃ যোগ সাধন করিতে হইলে এই কয়েকটী গুণের অনুসরণ করা বিধেয়। পরিমিত আহারটীও যোগের একটী বিশেষ নিয়ম ধরা হইয়াছে। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বে শরীর সমুচীর নিয়ম পালনাদি বিষয়েও যোগিদিগের কেমন দৃষ্টি ছিল।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

গীতা।

যে অধিক আহার করে তাহার যোগ হয় না এবং যে একেবারে কিছুই আহার না করে তাহারও যোগ হয় না, কিম্বা যে ক্রমাগত নিদ্রা যায়, অথবা যে নিয়ত জাগ্রৎ থাকে তাহাদের কাহারও যোগ হয় না।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কৰ্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥

গীতা।

যে যথোপযুক্ত আহার করে, যথোপযুক্ত কাৰ্য্য করে, যথোপযুক্ত নিদ্রা যায় ও যথোপযুক্ত রূপে জাগ্রত থাকে তাহারই সর্ব্ব দুঃখ বিনাশক যোগ লাভ হয়। যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম। ইহার লক্ষণ কথিত হইতেছে।

তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রী মতিশ্চ জপোহুতং॥
দশেতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

হঠ প্রদীপিকা।

তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক কষ্ট স্বীকার, চিত্তের প্রসন্নতা, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, দান, দেবপূজা, মীমাংসিত বিষয় শ্রবণ করা, লজ্জা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নাম জপ, ও হোম, যোগশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা এই দশটীকে নিয়ম বলিয়া থাকেন। তৃতীয় অঙ্গ আসন শুদ্ধি। কি প্রকার স্থানে ও কি ভাবে উপবেশন করিলে যোগ সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইতে পারে তাহার বিধিও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দিনে দিনেষু সংস্পৃষ্টং সম্মার্জ্জয়েদ প্যাতন্দ্রিতঃ।
বাসিতঞ্চ সুগন্ধেন ধূপিতং গুগ্‌গুলাদিভিঃ॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

যে স্থানে বসিয়া যোগ করিতে হইবে, অনলস হইয়া প্রতিদিন সেই স্থানটী পরিষ্কার করিবেক এবং সুগন্ধ দ্রব্যে ও গুগ্‌গুলাদি দ্বারা তাহা সুবাসিত করিবেক।

চতুর্থ প্রাণায়াম। ইহা শারীরিক সাধন, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য ও তাহাকে ক্ষীণ কৃশ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব কালে প্রাণায়ামের বিধি অনুসারে কঠোর সাধন হইত।

শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
কৃশত্বঞ্চ শরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতং॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

প্রাণায়াম করিলে শরীরের লঘুতা, জঠরাগ্নির বৃদ্ধি এবং কৃশত্ব জন্মে। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার, রেচক, পূরক ও কুম্ভক, অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু পরিত্যাগ করা, তাহা পূর্ণ করা ও তাহা

নিরোধ করা। "ত্যাগ সংরোধনে স্থিরা নিরোধ-স্ব-কুম্ভকঃ স্মৃতঃ। ফলতঃ যোগ সাধন করিতে গেলে যে শরীর লঘু হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং সমাধি কালে আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারও রূপান্তর হইয়া আসে, তৎকালে আর ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হয় না। বোধ হয় মনের একাগ্রতা হইলে শরীর লঘু ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপান্তরিত হয় বলিয়া পূর্ব্বকার লোকে প্রাণায়ামকে যোগ সাধনের উপায়ের মধ্যে গণনা করিতেন।

ইহার পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাকেই প্রত্যাহার কহে। এই বিষয় আর বিস্তৃত রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠ ধারণা।

যমাদি গুণসংযুক্তো মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণা প্রোচ্যতে সদ্ভির্যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।

যমাদিগুণযুক্ত হইলে পরমাত্মাতে যে চিত্তের অবস্থিতি তাহাকেই যোগশাস্ত্র বিশারদ সাধুগণ ধারণা কহিয়া থাকেন। যখন চিত্ত শান্ত সত্য পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাশীল, দয়ালু ও শুদ্ধ হয় তখনই তাহার পরমাত্মাতে নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিবার অধিকার জন্মে, এই অবস্থাকেই ধারণা বলা যায়। সপ্তম ধ্যান, অষ্টম সমাধি। এই অষ্ট অঙ্গ যোগাভ্যাসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু চতুর্থ প্রকার অঙ্গ কুম্ভকাদি আধ্যাত্মিক যোগের পথে বিশেষ উপায় নহে। এই ক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা যাউক।

(ক্রমশঃ)

চৈতন্যের সন্ন্যাস।

প্রেমাবেশে উন্মাদ প্রায় হইয়া চৈতন্য দেব কখন কাঁদেন কখন হাসেন, কখন বা নৃত্যগীত করেন। যখন তাঁহার ঈশ্বরবিরহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইত তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া এককালে অস্থির হইতেন। এক দিন ভাবে বিহ্বল হইয়া "গোপী" "গোপী" নাম জপ করিতেছেন। নিকটে একটী টোলের ছাত্র ছিল, সে উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, হে নিমাই পণ্ডিত! তুমি গোপী গোপী কেন বলিতেছ, কৃষ্ণকে কেন ভজ না? কৃষ্ণ নাম লইলে পুণ্য হয় তাহাই বল। ইহা শুনিয়া চৈতন্য উত্তর করিলেন, সেই দস্যু কৃষ্ণকে কে ভজে? তাহাকে ভজিলে কি হইবে? এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করত এক খণ্ড যষ্টি হস্তে লইয়া ছাত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, ছাত্র ভয়ে পলায়ন করিল। আর আর সকল ভক্তগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। ছাত্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে অন্যান্য ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল, ভাই! নিমাই পণ্ডিত এখনই মারিয়া ফেলিয়াছিল! সকলে ইহাকে সাধু সাধু বলে, আমি তাই দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি যে সে গোপী গোপী জপ করিতেছে; আমি কৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলাতে একবারে ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল, কৃষ্ণকে কত কটু কথা বলিল, ভাগ্য গুণে আজ আমি বাঁচিয়া আসিয়াছি। তাহার কথা শুনিয়া আর সকল ছাত্রগণ চৈতন্যকে গালি দিয়া নানা মতে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলে কেন? আমরাও ব্রাহ্মণ উনিও ব্রাহ্মণ, তবে এত ভয় কিসের জন্য? তাঁহাকে বৈষ্ণবই বা কিরূপে বলিব? বৈষ্ণব হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিতে আসেন? আমরা সহিয়া থাকিব কেন? তিনিত আর রাজা নন, এস আমরাও সকলে ঠিক হইয়া থাকি, পুনরায় যদি তিনি মারিতে আসেন আমরা আর সহ্য করিব না। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, আমরাও কিছু সামান্য লোকের ছেলে নই! সে দিন আমরা তাঁর সঙ্গে একত্রে লেখা পড়া করিলাম, আজ তিনি গোস্বামী কিরূপে হইলেন? এই রূপে তাহারা চৈতন্যকে অপমান করিল।

এক দিন গৌরাঙ্গ পারিষদ ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়া আছেন, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আমি কফ নিবারণের জন্য পিপুল চূর্ণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে দেখিতেছি কফ আরও বৃদ্ধি হইল। এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। কিন্তু ইহার অর্থ আর কেহ বুঝিতে পারিল না। নিতাই মনে মনে বুঝিলেন যে এবার প্রভু গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি দুঃখেতে বিষণ্ণ হইলেন। তদনন্তর চৈতন্য নিত্যানন্দের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিভৃতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, নিতাই, আমি যাহা করিব ভাবিলাম তাহার বিপরীত হইল! কোথায় আমি জীব উদ্ধার করিব, না তাহাদিগকে সংহার করিলাম! আমাকে দেখিয়া লোকের বন্ধন বিমোচন হইবে, না আরও সুদৃঢ় হইল! হায়! আমাকে মারিতে চাহিয়া তাহারা মহা পাপে পড়িয়া গেল। দেখ, আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিব। সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব। যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে তাহাদেরই বাড়িতে ভিক্ষা করিব। সন্ন্যাসীকে কেহ প্রহার করে না সকলেই ভক্তি করে। অতএব তখন দেখিব কে আমাকে মারে। আমি নিশ্চয়ই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব এজন্য তুমি দুঃখিত হইও না, আমাকে বিধি দাও চলিয়া যাই। নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমাকে আর কে বিধান দিবে? যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই কার্য্য। তথাপি আর আর সকলের নিকট একবার জিজ্ঞাসা কর। নিমাইকে বিদায় দিয়া শচীদেবী কিরূপে প্রাণ ধারণ

বেন ইহা ভাবিয়া নিত্যানন্দ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। এই-রূপে উভয়ে পরামর্শ করিয়া পরে চৈতন্য দেব মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধুকে এই কথা বলিলেন। নিমাই সন্ন্যাসী হইবেন, গৃহ ছাড়িবেন, মস্তকের ঘন চিকুর কুন্তল ছেদন করিবেন এই কথা শুনিয়া সকলে নানা মতে বিলাপ করিতে লাগিল। গদাধর দুঃখেতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার যত অদ্ভুত কীর্ত্তি! তবে কি তোমার মতে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব হইতে পারে না? ইহাত তোমার বেদের মত নয়! দেখ, প্রথমেইত তোমাকে মাতৃবধের ভাগী হইতে হইবে, তিমি কি তোমাকে বিদায় দিয়া প্রাণে বাঁচিবেন? সংসারে থাকিলে কি আর ঈশ্বর প্রীত হন না? যাও যাহা ইচ্ছা কর, যদি মস্তক মুণ্ডন করিলে সুখী হও তবে তাই কর।

নিমাই সন্ন্যাসের কথা ক্রমে গ্রামস্থ ও প্রতিবাসিগণ শু-নিয়া দুঃখিত হইয়া খেদ করিতে লাগিল। কেহ বলে হায়! আর তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। সন্ন্যাসী হইলে আর এখানে তিনি কি ফিরিয়া আসিবেন না? এইরূপে স-কলে শোকে দুঃখে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। চৈতন্য সকলকে প্রবোধ বচনে বুঝাইয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন এবং বলিলেন, লোকরক্ষার জন্য আমি সন্ন্যাসী হইতেছি তোমরা শোক সম্বরণ কর। শচীমাতা যখন এই হৃদয় বিদা-রক সংবাদ প্রথমে শুনিলেন তখন তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি বহুবিলাপ ও ক্রন্দন করি-লেন। তিনি বলিলেন রে বৎস নিমাই! অদ্বৈত শ্রীবাসাদি সঙ্গে তুমি গৃহে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন কর, দুঃখিনী মায়েরে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। তুমি যদি মাতাকে পরিত্যাগ কর তবে কি বলিয়া লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে? তোমার সহোদর বিশ্বরূপ আমার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি কেবল তোমার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া আছি। তুমিও যদি আমাকে ছাড়িবে তবে আমি কাহাকে লইয়া থাকিব? হায়! তবে কি আর আমি তোকে দেখিতে পাইব না? শোকে অধীর হইয়া এই রূপে তিনি বিলাপ করিলেন। জননীর বাক্য শ্রবণে চৈতন্যেরও কণ্ঠ অবরোধ হইল, আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষ তাঁহাকে শাস্ত্র দ্বারা সমস্ত বুঝাইয়া দিলে শচী কথঞ্চিত ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

দুই চারি দিন যায়, ভক্তগণ সঙ্গে চৈতন্য আনন্দে সংকী-র্ত্তন করেন, তাঁহার সুখ সহবাসে থাকিয়া সন্ন্যাসের কথা স-কলে ভুলিয়া গেল। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট দণ্ড গ্রহণ করিবেন এই কথা নিমাই নিত্যানন্দ ও আর পঞ্চজন ভক্তকে কেবল বলিলেন। যাইবার পূর্ব্ব দিন সমস্ত সময় সকলকে লইয়া কীর্ত্তন করিলেন। অন্য আর কেহ জানে না যে পর দিন তিনি নবদ্বীপ ছাড়িবেন। সন্ধ্যাকালে দলবদ্ধ হইয়া ভাগীরথিতীরে বেড়াইতে গেলেন। পরে গৃহে আসিয়া সকলের সহিত সদালাপ করিতে বসিলেন। ভক্তেরা কেহ পুষ্পমালা আনিয়া গলায় দিতেছেন, কেহবা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। গৌরাঙ্গ পুষ্প চন্দনে সজ্জিত হইয়া মনোহর বেশে বৈষ্ণবমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। প্রেমে গদগদ হইয়া চৈতন্য সকলকে মিষ্ট হরিকথা বলি-তেছেন, আর চারিদিক্ হইতে ভক্তগণ নানা প্রকার উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। রজনী-প্রভাতে যে নবদ্বীপ অন্ধকার হইবে তাহা আর কেহ জানে না, আনন্দে সকলে ভুলিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের নাম সদা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি সে দিন বিশেষ করিয়া সকলকে অনুরোধ করিলেন। ক্ষণকাল পরে এক লাউ উপহার লইয়া শ্রীধর আসিলেন। লাউ পাইয়া চৈতন্যের বড় আনন্দ হইল, রজনীতে তাহা ভোজন করি-লেন। সে রাত্রি শচীর চক্ষে আর নিদ্রা নাই, অশ্রু জলে বক্ষ ভাসিতেছে। আহারান্তে চৈতন্য শয়ন করিতে গেলেন, হরিদাস গদাধর প্রহরী রহিলেন। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে তিনি বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া গদাধর হরিদাস জাগ্রত হইলেন। তাঁহারা সঙ্গে যাইতে উদ্যত হওয়ায় চৈতন্য বলিলেন, আমার সঙ্গী কেহ নাই, কেবল এক অদ্বিতীয় আমার সঙ্গী। পুত্রের গমন শব্দ শ্রবণে শচী দুয়ারে গিয়া বসিলেন। তাঁহার দুইটী হাত ধরিয়া গৌরাঙ্গ অনেক বিনয় ও মিনতি করি-লেন, এবং বলিলেন, মাতঃ! তোমার অপরিশোধনীয় ঋণে আমি বদ্ধ রহিলাম। তুমি আমার জন্য কত দুঃখ সহ্য করিলে, নিজের সুখের জন্য কিছুই কর নাই। শুন জননী! ঈশ্বরের অধীন সমস্ত সংসার। তিনি সংযোগ করেন, আবার তিনিই বিয়োগ করেন। তাঁহার ইচ্ছা কেহ বুঝিতে পারে না। তোমার সমস্ত ভার আমার উপর রহিল। মাতৃবক্ষে হস্ত রাখিয়া বারম্বার এই কথা বলিলেন, তোমার সমস্ত ভার আমার। শচীর আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, কেবল দুই চক্ষে অজস্র ধারে বারি ধারা বহিতে লাগিল। তদনন্তর জননীর পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহার চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করত শচীনন্দন একাকী বহির্গত হইলেন।

এ দিকে প্রাতঃকালে বৈষ্ণব ও মহাত্মগণ স্নানান্তে চৈতন্যকে নমস্কার করিতে আসিয়া দেখেন সকল শূন্যময়। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ধরাসনে পতিত হইয়া হাহা রবে ক্রন্দন করিতেছেন। গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ আঁধার করিয়া কো-থায় চলিয়া গিয়াছেন। শচীর অবিরল অশ্রুধারা তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিল। ক্ষণকাল পরে শচী বলি-লেন রে বৎসগণ! তোমরা সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাও আমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে চলিয়া যাইব। ভক্ত-গণ নিমাইয়ের গমন বার্ত্তা শ্রবণে বাতাহত কদলী বৃক্ষের

ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ক্রন্দনে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল, যে এই কথা শ্রবণ করে সেই কাঁদিয়া উঠে। নবদ্বীপবাসিগণ সকলে সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিল। চিরবিরোধী শত্রুরাও শোকে বিহ্বল হইল, তাহারা বলিতে লাগিল হায়! কি পাপিষ্ঠ আমরা, এমন লোককে চিনিতে পারিলাম না! নয়ন জলে নবদ্বীপ ভাসিতে লাগিল, অবাক্ হইয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল। প্রতিবাসিরা বলে হায় আর সে চন্দ্রবদন আমরা দেখিতে পাইব না। কেহ বলে ঘরে আগুণ দিয়া চল আমরা বাহির হই, এবং কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগীর বেশ ধারণ করি; চৈতন্য যদি দেশ ছাড়িলেন তবে আর আমাদের জীবনে সুখ কি? এইরূপে শত্রু মিত্র, শাক্ত বৈষ্ণব সকলেই শোকার্ত্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

চৈতন্য দেব গঙ্গা পার হইয়া কাঁটোয়াভি মুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব কথা অনুসারে নিতাই, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, ও ব্রহ্মানন্দ এই কয় জন পথে আসিয়া মিলিত হন। সমস্ত দিন পথে অতিবাহিত হইল। চৈতন্য ভক্তগণ সঙ্গে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর, অদ্ভুত মুখজ্যোতিঃ এবং প্রমত্ত ভাব দর্শন করিয়া কেশব ভারতী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে চৈতন্য দেব দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে মহাশয়! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ দান করুন। বলিতে বলিতে প্রেমজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। মহা হুঙ্কার শব্দ করিয়া শেষ নাচিতে লাগিলেন, কখন বা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া হরি হরি বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মুকুন্দ প্রভৃতি গান আরম্ভ করিল। চৈতন্যের পরম সুন্দর মূর্ত্তি, প্রমত্ত ভক্তিভাব, এবং নয়ন যুগলে অবিরল প্রেমধারা দর্শন করিয়া লোক সকল মোহিত হইয়া গেল। দন্তে তৃণ করিয়া তিনি সকলের নিকট দাস্যমুক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন হুঙ্কার, নৃত্য গীত, প্রেমাবেশ দর্শনে দর্শক নর নারীগণ কাঁদিতে লাগিল। পাষণ্ডীদিগের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইল। কেশব ভারতী এই সকল দেখিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিতেছি ইহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারো নয়, অতএব তোমার গুরুর যোগ্য কাহাকেও আমি দেখিতেছি না। নানা কথায় সেই রজনী অতিবাহিত হইল। নিশা প্রভাতে দীক্ষাগ্রহণের আয়োজন হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করিবার ভার প্রাপ্ত হন। কি কি করিতে হইবে চৈতন্য নিজেই সে সমস্ত বলিয়াদিয়াছিলেন। বীজমন্ত্রও ভারতী গোস্বামীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। চারিদিক্ হইতে লোক সকল আসিতে লাগিল, হরি ধ্বনিতে নগর পূর্ণ হইল। সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া চৈতন্য মস্তক মুণ্ডনের জন্য নাপিতের নিকট বসিলেন। এই সময় চারিদিক্ হইতে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, বিষয়ী লোকেরা পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে, নারীগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছে আহা! ইহার জননী এবং ভার্য্যা কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে। একে সুন্দর পুরুষ, যুবা বয়স, তাহাতে চিকুর কেশ, নাপিত আর ক্ষুর ধরিতে পারে না; সে ক্ষৌর করিবে কি নিজেই কাঁদিয়া অধীর হইল। চৈতন্য এক দণ্ডের জন্যও স্থির নহেন, প্রেমের প্রভূত বেগে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে, মত্ততার প্রবল উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন একবারে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে। এক এক বার হরি হরি বলিয়া সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। বহু কষ্টে সমস্ত দিনে ক্ষৌর কর্ম্ম সমাধা হইল। মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৈরাগ্য বসন পরিধান করিলেন। দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু, অঙ্গে চন্দন, গলে পুষ্পমালা, এক অপরূপ বেশই ধারণ করিলেন। তদনন্তর কেশব ভারতীর নিকট নিজের প্রদত্ত মন্ত্র গ্রহণান্তর সন্ন্যাসী হইলেন। দীক্ষার পর ইনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। চৈতন্যের এই সন্ন্যাস অতি অপূর্ব্ব কথন, ইহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। ঘোর বিষয়ীর মনেও প্রেমের সঞ্চার হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৪ ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

ঘনতা যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, ঘনতা যে চক্ষু ও হৃদয়কে পরিতোষ করে ইহা আমরা শুনিয়াছি। ঈশ্বর পুণ্যেতে এবং প্রেমেতে ঘন হইয়াছেন। কল্পনা কর, একটী পাত্রেতে পুণ্য এবং আর একটী পাত্রেতে প্রেম রাখা হইল, পরে এই দুই জল একত্র করা গেল। অত্যন্ত ঘন যদি দুই জলের রং হয়, তবে একত্র হইয়া আরও ঘন হইল, সেই ঘন রং ঈশ্বরের মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই ঘনতা দেখিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রী আসিবে। এমন রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। যদি সৌন্দর্য্যের ঘনতা বুঝিতে পার, তবে হে ভক্ত! আস্বাদন সম্পর্কে ঘনতা স্বীকার করিবে না কেন? চক্ষু যদি ঘনতা দেখে, রসনা কি ঘনতা আস্বাদ করিতে পারে না? আকাশে, হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরকে তুমিও দেখিলে আমিও দেখিলাম; কিন্তু তাঁহার যে ঘন বর্ণ মনুষ্যের চিত্তকে আকর্ষণ করে, এবং অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করে, তাহা কি আমরা দেখিয়াছি? দর্শন হইলেই যে ঘন রূপ দর্শন হইল তাহা কে বলিবে? লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত দুই একজন সেই রূপ দেখিতে

পায়। এই ঘন রূপ দর্শন অতি দুর্লভ। আস্বাদন সম্পর্কেও এইরূপ। ঈশ্বরের নামরস পান, তাঁহার সহবাসের আনন্দ রসপান, তাঁহার কথা রসপান সম্পর্কেও এই রূপ ঘনতা। অনেকেই এ সকল রসপান করেন; কিন্তু কয় জন লোক ঘনভাবে সুমিষ্ট ঘনব্রহ্ম রসাস্বাদ করেন? আমরাও কতবার কীর্ত্তন করি, কতবার ব্রহ্মের সুমিষ্ট কথা শুনি, কতবার ব্রহ্মদর্শন করি; কিন্তু এ সকল ব্যাপারের ভিতরে আস্বাদন কত দূর গভীর হইল তাহা কি আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি? হয়ত ঘনভাবে রসাস্বাদ করা হয় নাই। হয়ত অধিক পরিমাণে জল ছিল। এক ব্যক্তি পাঁচ ঘণ্টা উপাসনারূপ মিষ্টরস পান করিল অথচ মত্ত হইল না ইহা অসম্ভব। যদি এই প্রকার হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহাতে মিষ্টতার অংশ অতি অল্প ছিল, জলের ভাগ অধিক ছিল। অতি অল্প পরিমাণেই সেই রস জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, এই জন্যই রসনাকে প্রাণকে টানিয়া দেখি তাহার শুষ্কতা যায় নাই। মরুভূমিতে জল হয় নাই। আমি নাম রসপান করি বটে; কিন্তু তাহাতে জলীয় অংশ অধিক পরিমাণে থাকে। নামরস ঘনভাবে পান করিলে কি মন মত্ততা বিহীন হইয়া থাকিতে পারে? দশ জন ভক্ত নাম গান করিতে আরম্ভ করিলেন, তার মধ্যে পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে এক জন মত্ত হইয়া গেলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর মন মধুময় হইয়া গেল, তাঁহার সম্পর্কে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা নদ নদী সমস্ত ব্যাপার মধুময় হইয়া গেল। সমুদয় বস্তু তাঁহার পক্ষে মনোহর এবং আনন্দপ্রদ হইল। অতএব হে ভক্ত! ঘনরস আস্বাদ করিলে কি না, প্রতি দিন এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। সকল প্রকার সাধনে, কি নির্জ্জনে, কি সজনে, কি ধ্যানে, কি কীর্ত্তনে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ঘনরসাস্বাদন করা হইল কি না। শুষ্ক তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না; কিন্তু নাম রস পানের সঙ্গে সঙ্গে ঘন মিষ্ট রসাস্বাদ করিয়া মন মত্ত হইতেছে কি না দেখিবে। কেবল জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহার নাম প্রেরণ করেন নাই। তোমরা শুনিয়াছ, অমিয় মাখিয়া তাঁহার নাম স্বর্গ হইতে তিনি পাঠাইয়াছেন। জীবন পরীক্ষা করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে, যেমন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে সমস্ত শরীর অবশ এবং স্পন্দহীন হয়, সেই রূপ নামের মিষ্টরসে হৃদয় প্লাবিত হইলে আর জ্ঞান থাকে না। ঈশ্বরের রূপের ঘনতা দেখিলে যেমন বিলক্ষণ বুঝা যায় আমি নিশ্চয় ঈশ্বরকেই দেখিতেছি, তেমনি তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার সহবাসের ঘন রসাস্বাদন করিলে বুঝিতে পারি, সুখময় ব্রহ্ম সহবাস কেমন ঘন সুমিষ্ট। এই রূপে ব্রহ্মের ঘনতা এক দিকে চক্ষুকে আর এক দিকে রসনাকে পরিতুষ্ট করে। এই উভয় বিধ ঘনতা সম্ভোগ করিলে সমস্ত জীবন আনন্দে ঘনীভূত হইয়া যায়। সেই আনন্দ আনন্দ নহে যাহা চঞ্চল, এই আছে এই নাই। তাহাতে জলের ভাগ অধিক। জীবন এই ঘনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা, সমস্ত কাম মিষ্ট হইয়া যাইবে, কঠোর শুষ্ক প্রাণ আর থাকিবে না। যখন আনন্দ বন আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, যখন ঘন মধুর ভিতর জীবন ডুবিয়া যায়, তখন কর্কশ কথাও সেই রসনার গুণে মধুময় হইয়া যায়। রসসাগরে পড়িলে যেমন হংস, জমাট সুখ তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, হৃদয় আপনার কুটীরে বসিয়া ব্রহ্মের ঘনরসাস্বাদ করে। সেই অবস্থায় সেবক যিনি তিনি যেন আনন্দের সহিত ব্রহ্মসেবা করেন, ভক্ত যিনি তিনি ঘন আনন্দের সহিত ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করেন, যোগী যিনি তিনি ঘন আনন্দের সহিত যোগাভ্যাস করেন। এই জন্যই যাঁহারা এই ঘনরসাস্বাদ করিয়াছেন, যে উপাসনাতে ঘনরস না থাকে তাহা তাঁহাদের ভাল লাগে না। অধিকতর মিষ্ট জল পান করিলে, অল্পতর মিষ্ট রস কে পান করিতে চায়? অল্প ঘন আনন্দের উপাসনা কে চায়? এই জন্য গান ভাল লাগে না, সৎপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না, সাধু সঙ্গ ভাল লাগে না, ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল লাগে না, কারণ ঘন আনন্দ রস তাহাতে নাই। এই প্রকৃতির নিয়ম ঘন আধ্যাত্মিক নিয়ম। কম মিষ্ট যেখানে আছে তাহা আদরের বস্তু হইবে না। কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে যোগ দিতে পারি বটে; কিন্তু যেখানে ঘন মিষ্টতা নাই। হৃদয়ে তাহা ভাল লাগিবে না। এই রূপ বিবেচনা করিয়া সাধক একটী লইবেন আর একটী পরিত্যাগ করিবেন। ঘন উপাসনা একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে আর অন্য উপাসনা ভাল লাগিবে না। যে কথা শুনিবা-মাত্র সমস্ত প্রাণ জুড়ায় তাহাই শুনিতে ভাল লাগিবে। একটু মিষ্টান্ন পাইলেই তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবে। তুমি যদি ঘন আনন্দ পান করিতে থাক তোমার পৃথিবীতে থাকা কঠিন হইবে। যাহা অন্য লোক বলিতেছে মিষ্ট, ভক্ত তাহাকেই বলিতেছেন তিক্ত। ঘনরসাস্বাদ করিতে করিতে ব্রহ্মভক্তের এই পৃথিবীতে বসিয়া থাকা কঠিন হয়। অত্যন্ত প্রগাঢ় ঘন সুখ যাহাতে আছে ভক্ত তাহা বাছিয়া লন। দশ ঘণ্টা উপাসনা হইল, কিন্তু ভক্ত বলিলেন, এই দশ ঘণ্টার মধ্যে এই পাঁচটী কথা কেবল আমার ভাল লাগিল। যেখানে ধর্ম্মের সমস্ত ব্যাপার মধুময় সেখানেই সাধক পড়িয়া থাকেন। নিরানন্দ কঠোরতা বিষবৎ বলিয়া পরিত্যাগ করেন। তখন ঘন হইতে ঘনতর আনন্দ রস পান করিবার জন্য ভক্ত ব্যাকুলিত হন।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার, ৪ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

যোগশাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র হে ভক্তিশিক্ষার্থী ব্রাহ্ম! এই দুয়ের মধ্যে কেমন প্রভেদ জানিবে, যেমন স্থল ভ্রমণ ও জল ভ্রমণ। যোগের পথ স্থলে ভ্রমণ। কারণ, বৈরাগ্য

প্রায় সমুদয় ব্যাপারের হেতু দেখা যায়, এই পথে কোন্ কারণ হইতে কি কার্য্য হইল অনেক পরিমাণে তাহা জানা যায়। কিন্তু ভক্তির পথ এরূপ নহে, ভক্তির পথ জলে ভ্রমণ। ভক্তিকে অহৈতুকী বলার প্রয়োজন কি? কারণ, ভক্তি ব্যাপারের হেতু জানা যায় না। ঈশ্বরের হস্ত আমাদের অজ্ঞাত এবং অলক্ষিত ভাবে অলৌকিক কার্য্য সকল করে, আমরা তাহার হেতু জানিতে পারি না। যেমন জলের উপর পথ এক বার পরিচিত হইলেও তাহা অপরিচিত থাকে, সেই রূপ ভক্তির পথ। স্থল পথ নির্দ্ধারিত, একবার পরিচিত হইলে আর অপরিচিত থাকে না। ভক্তি বারির উপর সাধন করা এই জন্য অনেকটা অহৈতুকী মুক্তির উপর জীবন স্থাপন করা। অতএব ভক্তিরাজ্যে কি কারণে কি হয় তাহা বলা শক্ত। কিন্তু তথাপি ইহা বলা উচিত, ভক্তির ভিতরে ঈশ্বরের কার্য্য এবং মনুষ্যের কার্য্য দুই আছে। যাহা ঈশ্বরের দিক্ হইতে হয় তাহা দৈবাৎ, তাহার কোন হেতু নাই, দৈব ঘটনা হঠাৎ হইল, কোন হেতু জানা নাই। কেন করিলেন, কি ভাবে করিলেন কিছুই হেতু নাই। ঈশ্বরের দিক্ হইতে বায়ু কোন্ দিক্ থেকে, কোন্ শাস্ত্রানুসারে, কেন আসে কিছু জানা যায় না। কিন্তু আমরা জানি না এই জন্য কি বাস্তবিক অহৈতুকী? কখন না, মানুষ হেতু বলিতে পারে না এই জন্য অহৈতুকী। ভক্তি কি কেবল দৈব ব্যাপার? না, ইহা এক দিকে যেমন দৈবাৎ মানুষের দিক হইতে আবার তেমনি সাধনের ব্যাপার। ভক্তিতে সাধন উপাসনাও আছে, আবার দৈবযোগে প্রসাদ প্রাপ্তিও আছে। যিনি অত্যন্ত ভক্ত তাঁহার জীবনও সাধনবিহীন নহে, আর যিনি অত্যন্ত সাধক ভক্ত, তাঁহার জীবনে ঈশ্বর প্রসাদেরও অভাব দেখা যায় না। প্রত্যেকের জীবনে দুইই দেখা যায়। তবে কি না, কাহার সাধনপ্রবলা ভক্তি, কাহারও দেবপ্রসাদপ্রবলা ভক্তি। কেবল পরিমাণে অধিক। শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইলে ভক্তদিগকে এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে। তুমি শুনিয়াছ কেহ পৈতৃক ধন, কেহ বা নিজ পরিশ্রমজাত সম্পত্তির অধিকারী হয়। দেবদত্ত ভক্তি পৈতৃক ধন, যাঁহার সেই ভক্তি আছে তিনি জন্মাবধি সেই ধন সম্পত্তির অধিকারী। আর এক জন অনেক সাধন, এবং অনেক চেষ্টা দ্বারা ভক্তি উপার্জ্জন করেন, তাহা সাধনের ভক্তি। এক জন দেবদত্ত ভক্তি লাভ করিল; কিন্তু তাহা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সাধন এবং আয়াসের প্রয়োজন। যাঁহারা অত্যন্ত আয়াসের সহিত ঈশ্বরদত্ত ভক্তি রক্ষা করেন তাঁহারা যেমন ভক্তির মূল্য জানেন, তেমন আর কেহই জানেন না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভক্তি আসিল; কিন্তু তাহা রাখিবার জন্য যদি উপযুক্তরূপে সাধন করা না হয়, যদি সাধুসঙ্গ না করা হয়, যদি যথারীতি চিত্তশুদ্ধ না রাখা হয়, যদি রিপু প্রবল হয়, তবে সেই ভক্তি আবার পলায়ন করিতে পারে। উপর হইতে জল অনেক পড়িল; কিন্তু চারিদিক্ বাঁধ চাই। ঈশ্বরের কৃপাবারি অনেক আসিল, কিন্তু সেই কৃপা বারি রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই। আর যাঁহারা বিশেষ সাধন দ্বারা ভক্তি লাভ করেন তাঁহাদের পক্ষেও আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর এবং বিশ্বাস আবশ্যক। তাহা না হইলে অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাদের ভক্তির মূল পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে। উপর হইতে দেব প্রসাদ যত আসিতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধন করিলে সে শুদ্ধি আরও সবল হয়। ঈশ্বর হইতে দেব প্রসাদ আসিল, আরও প্রসাদ আসিবে, ভক্ত যদি এরূপ আশা না করেন তাঁহার ভক্তি শুকাইয়া যাইবে। সাধন-প্রবল ভক্ত দেবপ্রসাদ অস্বীকার করিতে পারেন না, দেবপ্রসাদ ভিন্ন তাঁহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। তিনি বীজ বপন করেন, বৃষ্টি হওয়া, ফল দেওয়া ঈশ্বরের হাতে। আবার দেবপ্রসাদপ্রবল ভক্তেরাও সাধক। যত বার ঈশ্বর দিবেন, তত বার সে সমুদয় রাখিবার জন্য বিশেষ সাধন চাই; যে যে পথ বলিয়া দিবেন, সেই সকল অবলম্বন করিবার জন্য সাধন চাই। পাওয়ার বেলা, লাভের বেলা হেতু নাই। ঈশ্বর কেন দিলেন, হেতু নাই। কিন্তু যত সাধন করিবে তাহার হেতু আছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে কবে সুবাতাস আসিবে, কবে তিনি ফল দিবেন, তুমি কিছুই জান না। আমি সাধন করিয়াছি, অতএব হে ঈশ্বর! তোমাকে ফল দিতেই হইবে, ঈশ্বরকে এই কথা বলিতে পার না। শীতের সময় হয়ত শীত হইল না, গ্রীষ্ম হইল, গ্রীষ্মের সময় হয়ত শীত হইল। এ সকল ব্যাপারের হেতু নাই। ঈশ্বরসম্বন্ধে যে বিভাগ তার কারণ পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ের হেতু কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, যদি করেন অবিশ্বাসী হইবেন। তাঁহার কাছে সাধন করিয়া পড়িয়া থাকিবে। যখন ফল দেওয়ার হয় তিনি দিবেন, তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে।

কুটীর।

শনিবার, ৩ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে ভক্তিশিক্ষার্থী! এই এক গভীর প্রশ্ন, যাহা ভক্তি শিক্ষার্থী হইলে মনে উত্থিত হইবেই। ভক্তি যদি দেবদত্ত অথবা অহৈতুকী হয়, নিয়মের অধীন নহে, তবে সাধনের প্রয়োজন কি? ভক্তির সমুদয় ব্যাপার যদি দৈবাৎ হয় তবে মানুষের কি রহিল? নাম শ্রবণ, নাম সাধন, এবং সাধুসঙ্গ ইত্যাদির তবে অর্থ কি? যোল আনা সাধন করিতেই হইবে, যোল আনা মূল্য দিতেই হইবে, একটী পয়সা রাখা হইবে না। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বদা বলিতেছেন সমুদায় দিলেই যে আমি দিব তাহা নহে। দিতে হবেই, যাহা কিছু আছে, শক্তি সামর্থ্য

সমুদয় দিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, উপাসনা এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় উপায় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু সমস্ত দিন সাধন করা হইল অথচ এমন হইতে পারে কিছুই ভক্তির উদয় হইল না। ঈশ্বর চান্ যে ভক্ত হইবে সে বিনয়ী হইবে, মূল্য দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিবে না,অথচ পাছে অলস হয়, এই জন্য ভক্তকে প্রাণপণে সাধন করিতে হইবে এই বিধি করিয়াছেন। সাধন করিবে অথচ অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে, ভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের এই মধুর বিধি। কোন্ দিক্ হইতে, কি উপায়ে ঈশ্বরের বায়ু আসিবে কেহই জানে না, অতএব সকল দিকেই তাকাইয়া থাকিতে হইবে। সাধনের সমুদয় অঙ্গই গ্রহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত বিনয় এবং ধৈর্য্য শিক্ষা করিবে। সকল অবস্থার মধ্যে তাঁর উপর একান্ত মনে নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমাদের দিক্ থেকে সমুদয় দিলাম; কিন্তু তাঁহা হইতে কখন্ প্রসাদ আসিবে জানি না, সুতরাং আশা করিয়া বিনীত ভাবে ধৈর্য্য শিক্ষা করিব। তাঁহার দিক্ হইতে শুভ বায়ু যদি দুদিন না আসে, তাহাতে আমার দিক্ হইতে যাহা দিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইবার যো নাই। সাধন মূল্য দিতেছি বলিয়া যে উপর হইতে বায়ু পাইতেছি তাহা নহে। তুমি দাঁড় ফেল; কিন্তু দাঁড় ফেলিতেছ বলিয়া যে বায়ু পাইতেছ তাহা নহে। এক দিন একটী ছোট গান গাইয়াছিলে তাহাতেই সমস্ত দিন তোমার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ছিল; আর এক দিন অনেক গান করিলে, কিন্তু কিছু মাত্র ভক্তির উদয় হইল না। এক দিন কম দিয়ে অনেক পাইলে, আর এক দিন অনেক দিয়াও কিছুই পাইলে না; এ সকল বিষয়ের গূঢ় হেতু কেহ জানে না। কিন্তু একটী পথ আছে, সেই পথে না গেলে ভক্তি বাতাস আসে না, দেবপ্রসাদ পাওয়া যায় না, সেই পথে যাওয়ার নাম সাধন। ভক্তি লাভ করিবার অন্য পথ নাই। সেই পথে গিয়া থাকিতে হইবে, তার পর একটী বায়ু আসিবে, তাহা কোন্ বাগানে লইয়া ফেলিবে কেহ জানে না। তখন সমুদয় কেশাকর্ষণের ব্যাপার হইবে। তোমাকে আর দাঁড় ফেলিতে হইবে না, সেই বাতাসে নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবে। সেই জায়গা কেহ জানে না। আশ্চর্য্য দেখ, দুইবার চারি বার প্রায় সকলেই সেই জায়গায় গিয়া বসিয়াছে; কিন্তু কেহই তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না; স্থলের পথ নহে, জলের পথ, সুতরাং এক শতবার সেই দিক্ দিয়া নৌকা গেলেও পথ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না। কোন দিন "প্রেমময়" ইহার প্রথম বর্ণ, উচ্চারণ করিতে না করিতে প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, আর এক দিন, প্রেমময় প্রেমময় সত্তর বার বলিলেও প্রেম হয় না। এক দিন মৃদঙ্গ ধরিবা মাত্র ভক্তি উথলিয়া উঠিল, আর এক দিন খুব মৃদঙ্গ বাজাইলে, কিন্তু কিছুতেই ভক্তি হইল না। কিন্তু প্রেম ভক্তি হউক না হউক, যেখান হইতে এক বার প্রেম ভক্তি হইয়াছিল, যেখান্ থেকে একবার ঈশ্বর তোমাকে লইয়া গিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া সাধন করিতেই হইবে। তুমি আমি সর্ব্বদাই অকিঞ্চন হইয়া থাকিব। আবার ফাঁকি দিয়া প্রেমিক হইব এই প্রকার অণুমাত্র আশা করা ভক্তিপথের শত্রু। আমি এত দিয়াছি, অতএব প্রেম এস, এই অহঙ্কারে প্রেম আসিবে না। যে সাধন না করিয়া শুইয়াছিল তাহার পক্ষে যেমন দরজা বন্ধ, যে কায করিয়া অহঙ্কার করিল তাহার পক্ষেও তেমনই দরজা বন্ধ। যে খুব সাধন করিয়া বলিল, আমিত কোন মূল্য দিতে পারি না, শুভক্ষণে তাহার জন্য ভক্তিদ্বার খুলিল। সেই শুভ লগ্ন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কাহার জন্য কখন্ আসিবে তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী জানেন। তুমি ভূমি খনন কর, বীজ বপন কর; কিন্তু বৃষ্টি তোমার হাতে নয়; তুমি পরিশ্রম করিয়াছ বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি আসিবে ঠিক শুভক্ষণ হইলেই,যাহাতে বীজ মারা না যায় এমন বৃষ্টি হইবে। যদি বল অনেক দিন পরে বৃষ্টি আসিলে বীজ পচিয়া যাবে, তা হবে না। চাসা না জানিল তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা চাসাকে জানিতে দিবেন না। বৃষ্টি কখনও দুই প্রহর বেলায়, কখনও বা রাত্রে, কখনও হুড়্ হুড়্ করিয়া হয়; এই বৃষ্টি হইতেছে, আর এই কিছুই নাই, এ সকলের হেতু কেহ জানে না। হৃদয়ের ভূমি কি কর্ষণ পক্ষেও এই রূপ। আমি এত কর্ষণ করিলাম অতএব বৃষ্টি হইবে, এখানেও এপ্রকার কার্য্য কারণ নাই। তুমি টাকা দিয়া কিনিতে চাও? ঘুষ্ দিতেছ? আমি কর্ষণ করিয়াছি বলিয়া নহে, কিন্তু বৃষ্টি হইবেই। দাম দিবে না, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যাহা বলা হবে সমুদয় করিবে। কোন্ দিন কি সূত্রে ভক্তি আসিবে কেহ জানে না। কোন দিন গান করিয়া হইল না, কোন দিন চিন্তা করিয়া হইল না, কোন দিন গানের প্রথম অক্ষর বলিতেই হুড়্ হুড়্ করিয়া প্রেম আসিয়া হৃদয় ভাসাইয়া দিল। কোন দিন সজনে হইল না নির্জ্জনে হইল। এ সকল পরীক্ষার কথা, হইয়াছে হইবে। ভক্তির হেতু নাই ইহাতে প্রমাণ হইতেছে। ষোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে। দিলে এই হইবে, যাঁহারা পাওয়ার অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে গণিত হইবে। সেই পথে চলিতে চলিতে অবশেষে সেই পিছল জায়গায় গিয়ে পড়িবে,-যেখান হইতে সহজে ভক্তির সাগরে ডুবিয়া যাইবে। আমি যাহা করিলাম তাঁহারই আদেশানুসারে, তাঁহারই আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া, তাঁহারই সাহায্যে; কেন না দাঁড় তিনিই করিবা দিয়েছেন,আর তিনিই হঠাৎ বায়ু পাঠাইলে পাল তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি। সাধন করিতেও তিনি শিখাইয়া দেন, আর স্বর্গের বৃষ্টিও তিনিই প্রেরণ করেন। দুইয়ের মধ্যে ভেদাভেদ এই যে, একটী দ্বারা তিনি পরামর্শ দিয়া আমাদের দ্বারা করাইয়া লন্ আর একটী তিনি আমাদিগকে কিছু না বলিয়া নিজে করেন।

যদি ভক্তি আসিতে দেরি হয়, তাহা না আসাতে এত ব্যাকুলতা হয়, যে ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। আমি এমন দুঃখী আমার কাছে তিনি আসিলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যাকুলতা, বিনয় এবং ভক্তি গাঢ় হইতে থাকে। ভক্তিপথের নিরাশ মহা শত্রু। ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইবে না, খুব ব্যাকুল হইবে। এত ব্যাকুল হৃদয় যখন প্রেম ভক্তি আসিবেই। তবে ভক্তি হওয়াতেও লাভ, না হওয়াতেও লাভ। এখন না আসে তার অর্থ এই যে, অত্যন্ত আসিবে। অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়াছে, কিছুই ভাল লাগিতেছে না, তথাপি পড়িয়া আছি। কেঁদে অস্থির হলে তবে প্রেম আসবে। যত ব্যাকুল হবে, তত গাঢ় মাত্রাতে ভক্তি বাড়িবে। তোমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিবে। তুমি বলিবে, এই যে সাতটা বাজিল, কৈ ঠাকুর দেখা দিলেন না, এই দশটা বাজিল, কৈ ঠাকুরত আসিলেন না, এই ছয়টা বাজিল, ঠাকুর কোথায় রহিলেন, তুমি এই রূপে কেবল তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তোমার যাহা করিবার তুমি কর তাঁহার সময়ে তিনি আসিবেন। সাধনের কি কি রীতি প্রণালী পরে বলিব।

সম্বাদ।

এবার কলিকাতার লোক সংখ্যা গণনার সময় অনেক ব্রাহ্মের বিশ্বাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে কেহ কেহ বৃথা আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্ম-নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু বলিয়া সহি করিয়াছেন। এমন নিরাপদের অবস্থায় আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে যাঁহারা ভীত হন তাঁহাদের দ্বারা জনসমাজের কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বিগত ১৭ই চৈত্র বুধবার নূতন বিধানানুসারে একটী বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক, পাত্রী শ্রীমতী দাক্ষায়ণী, কন্যার বয়ঃক্রম অনুমান সপ্তদশ বর্ষ। পাত্র পাত্রী উভয়ের নিবাস বাগআঁচড়া।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ ১৮৭৬।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত নেবাল রাও সখীরাম আদভানী (হাইদ্রাবাদ)	৪০
,, বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পুর্ণিয়া)	১৫
,, ,, জয়গোপাল সেন ...	১০
,, ,, নিমাইচরণ শীল বস্ত্র ৩ যোড়া আনুমানিক মূল্য	৪৸৵০
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ (জামালপুর)	৪
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ...	৪
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ...	৩
,, ,, অক্ষয়কুমার রায় ...	২
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায় ...	২
,, ,, মধুসূদন সেন ...	২
,, ,, যদুনাথ রায় (রামপুরহাট)	২
,, ,, মৃণালচন্দ্র মল্লিক ...	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন ...	১৸১০
,, ,, তারকনাথ দত্ত ...	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন ...	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক ...	১
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক ...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
,, ,, শ্রীনাথ পাল ...	১
,, ,, মাধবচন্দ্র সিংহ ...	৸০
,, ,, মতিলাল শীল ...	৷৵০
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ...	৶০
,, ,, গোপালচন্দ্রদাস ...	৷০
দুটী বন্ধু (কলুটোলা) ...	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ...	৮
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ১৭ জামা অনুমানিক মূল্য	১৭৸০
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ...	৬
হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজ ...	৫৸০
উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (এলাহাবাদ	৫
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৵০
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ ...	২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হলধর মল্লিক ...	২
,, ,, কৃষ্ণবিহারী সেন ...	২

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত সর্দ্দারদয়াল সিংহ (অমৃতসহর)	১০০
হরকুমার সরকার (করচ মারিয়া)	২
" " গোপাল চন্দ্র সরকার (দেরাদুন)	২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুমণি ঘোষ	১০০
" " জগচ্চন্দ্র দাস (তেজপুর)	১০
একটী বন্ধু (বরাহনগর) ...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষ (শিবসাগর)	৫
" " রামচন্দ্র ভ মজুমদার (গৌহাটী)	৩৵০
" " শরচ্চন্দ্র রায় (ময়মন্ সিংহ)	১
" " আশুতোষ সিকদার (কানাইপুর)	১
একটী বন্ধু ...	১
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ নিয়োগী (পিজলা)	৷০

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

একটী পর দুঃখ কাতরা মহিলা (ভবানীপুর)	১০
প্রচারকদিগের বস্ত্র খরিদ জন্য সংগৃহীত	৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু ...	৫

পাথেয়।

গয়া ব্রাহ্মসমাজ ...	২০
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ...	১৪
ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ...	১৩
চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ ...	১০
পাচবা ব্রাহ্মসমাজ ...	৫
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ...	১
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ ...	৩
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ (ঘোড়পুকুর)	৮
,, ,, নবীনকৃষ্ণ পালিত (আকনা)	৬

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ৮ সংখ্যা। } ১৬ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৮ শক। { বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে ভক্তবৎসল, দীনবন্ধো! হে দুঃখীর পিতা মাতা, অনাথের গতি! মনুষ্যের সহিত তোমার যে ব্যবহার তাহা অতি মধুর, এবং উদার। তুমি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত পদাভিমানী নরপতিদিগের ন্যায় একাকী থাকিতে ভালবাস না, প্রজাগণ তোমাকে কোন স্বার্থের জন্য নীচভাবে স্তুতিবাদ করিবে, কি তোমাকে ভয়ানক প্রকৃতি অতি দুর্দ্ধর্ষ স্বভাব জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা ভয় ভাবনায় সঙ্কুচিত হইবে সেরূপ তোমার অভিপ্রায় নহে; কেন না তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অতীব স্থকোমল এবং স্বাভাবিক। যদিও তোমার মহত্ত্ব এবং পরাক্রম অনির্ব্বচনীয়, জ্ঞান শক্তি মহিমাতে তুমি অদ্বিতীয়, আমরা তোমার নিকট সামান্য তৃণ হইতেও হেয় পদার্থ, তথাপি তুমি আমাদের পিতা, আমরা তোমার সন্তান। আত্মগৌরবে স্ফীত ধনমদে অন্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ আশ্রিত জনগণের চাটুকারিতা এবং অধীনতা পাইলে সুখী হয়, দুঃখী মানবদিগকে সর্ব্বদা ভয়ে ভীত করিয়া কঠোর শাসনের অধীনে রাখিতে ভালবাসে, তুমি তেমন নহ। তোমার ইচ্ছা যে আমরা তোমাকে নির্দ্দোষ সরল বালকের ন্যায় নির্ভয় হৃদয়ে প্রীতি দান করি, নৈসর্গিক নিয়মে তোমার নিকট যাই আসি, তুমি আমাদের স্বাধীন প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু প্রত্যাশা কর না। তুমি সহজ প্রেমের অধীন, যে তোমাকে ভালবাসে তুমি তাহার সমস্ত ভার বহন কর। প্রবল গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত হইয়া একবার মাত্র ব্যজন সঞ্চালন করিলেই যেমন শীতল সমীরণ সেবন করিতে পাই, তেমনি সহজে তুমি পাপীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাক। সহজ ভালবাসার সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে, অন্য কোন প্রকার কঠোর দূর সম্বন্ধ নহে। হে প্রেমময়, হৃদয়বন্ধু, তুমি বিশ্বের রাজা হইয়াও প্রেমিক মনুষ্যের সঙ্গে সখ্যভাবে মিলিত হও। তোমার উদার লীলা, সরল মধুর ব্যবহার দর্শন করিলে আর কোন ভয় থাকে না। যার কাছে এক বিন্দু প্রেম পাও তাহাকে আর তুমি শীঘ্র ছাড়িতে চাও না। কি অমায়িক তোমার স্বভাব! সামান্য লোকদিগের বাটীতে তুমি বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উপস্থিত হও। ধন্য হে অনন্ত গুণময় সদানন্দ পুরুষ! অগণ্য ধন্যবাদ তোমাকে যে, তুমি এত বড় হইয়াও পাপীর সঙ্গে মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হও না। অবিশ্বাসীর পক্ষে যেমন তুমি

দুষ্প্রাপ্য, সরল সাধকের নিকট তেমনি তুমি সহজে লব্ধ। প্রেমের পথ ধরিয়া গেলে অল্প ক্ষণের মধ্যেই তোমার নিকটে যাওয়া যায়। এমন সহজ সুগম পথ তুমি করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি পাপান্ধ আমরা কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! প্রণাম তোমাকে হে প্রাণের প্রিয় দেবতা! তোমাকে আহ্লাদ ভরে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করি।

সাধনের স্থায়ী ফল।

সাধন করিলে সিদ্ধি লাভ হয় ইহা প্রকৃতির নিয়ম। বিধিপূর্ব্বক কোন বিষয় যত্ন ও অধ্যবসায়, বিশ্বাস ও আশা সহকারে পালন করিলে তাহাতে কিছু না কিছু ফল উৎপন্ন হইবেই। এই নিয়মে চির দিন মূর্খেরা জ্ঞানী হয়, অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করে। এই স্বভাবিক নিয়মানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ বহু আয়াসে সিদ্ধকাম হইয়া উন্নত ভক্তগণের উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। সাধন বলে রিপু পরতন্ত্র মায়াবদ্ধ কত শত মানব সন্তান জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ সাধু হইয়া আপনাদিগের স্বর্গীয় যশঃ সৌরভে জনসমাজকে পবিত্র ও বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। যথার্থ নিষ্ঠার সহিত চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রত্যক্ষ রূপে পুণ্য ফল লাভ করা যায়, চির দিনের মত পাপভয় তিরোহিত হয়, এবং জীবন ক্রমশঃ পুণ্য এবং প্রেমেতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিপক্ব হইয়া উঠে। পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণের জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, একাল পর্য্যন্ত আমরা দশ জন ব্রাহ্মকে প্রকৃত সাধনের পথে স্থির থাকিতে দেখিলাম না। সাধনলব্ধ স্থায়ীফল আমাদিগের মধ্যে অতি বিরল দৃশ্য। যদিও সাধনের প্রণালী সকল সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, কিন্তু যে পুণ্যক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মসমাজ সংরোপিত হইয়াছে, প্রাচীন কালের মহাত্মাদিগের যে সকল সাধু দৃষ্টান্ত ইহার সম্মুখে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে, এত দিন এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় যে সাধনসম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম হইতেই ঔদাসীন্য ভাব চলিয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মোপাসক বলিয়া অনেকে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন অথচ এ দিকে কেহ একবার দৃষ্টিও করেন নাই। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার স্বীকার না করা ব্রাহ্মের লক্ষণ, সাধারণতঃ ইহাই অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ছিল। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মধর্ম্মেতে যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কঠোর বৈরাগ্য সাধন, যোগাভ্যাস প্রণালী সমাদৃত হইবে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইবে এ কথা ব্রাহ্মসমাজ পরিষ্কাররূপে অবগত ছিলেন না। এই সমস্ত নানা কারণে অদ্যাপি সাধনের প্রতি অনাস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে যে উপাসনা এবং উপদেশাদি শ্রবণসম্বন্ধে কিছু কিছু অনুরাগ লক্ষিত হয় তাহা অধিকাংশ স্থলে সাময়িক আমোদ সম্ভোগ করিবার জন্য। সাময়িক আমোদ সম্ভোগ বলিতেছি এই জন্য যে, এ প্রকার ভাবমূলক সাধন ভজনে স্থায়ী ফল জীবনে সঞ্চিত হয় না, কেবল আকস্মিক্ ভাবের অনুগামী হইয়া মন কখন অতি উৎকৃষ্ট কখন বা নিতান্ত নিকৃষ্ট অবস্থা ধারণ করে। শত শত ব্রাহ্মের জীবন এই কথার প্রমাণ দান করিতেছে। এক সময় যাঁহারা প্রভূত উৎসাহ ভক্তি প্রমত্ততার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, বিনয় বীরত্ব সত্যপ্রিয়তা এবং ধর্ম্মানুরাগিতার মনোহর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমাদের আশা আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা ঘোর অবিশ্বাসী, বিষয়ের কৃতদাস হইয়া অধর্ম্ম নাস্তিকতাকে পরিপোষণ করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্ম বিধিপূর্ব্বক সাধন না করিয়া সাময়িক ভাবে পরিচালিত হন এবং উপাসনা

ধর্ম্মালোচনাতে ক্ষণিক আমোদ সম্ভোগ করেন তাঁহাদের পরিণামও আশাজনক নহে। সাধন বিধির অনতিক্রমণীয় শাসনের অধীনে না থাকিলে স্থায়ী ফল লাভের কিছু মাত্র আশা নাই। যাঁহাদিগকে অবস্থা বিশেষে সময়ে সময়ে প্রমত্ত বিগলিত চিত্ত ব্রহ্মানুরাগী বলিয়া প্রতীত হয় তাঁহারাও অবিশ্বাস নাস্তিকতা এবং অতি জঘন্য পাপমুখে স্থিতি করিতেছেন। অনিয়মিত ও অব্যবস্থিত সাধন ভজনে যদি দশ বৎসরও সৎপথে স্থির থাকা যায় তাহাতেও ভবিষ্যৎ পতনের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে না। কারণ, যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয় চঞ্চলতা অতিক্রম করিয়া শেষ বয়সে মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে কত ব্যক্তিকে আমরা ঘৃণিত দুরাচারে পতিত হইতে দেখিলাম। ইন্দ্রিয় দমনে এবং অধ্যাত্ম যোগ সাধনে যথেচ্ছাচার যত দিন থাকিবে তত দিন কাহারো জীবন নিরাপদ নহে।

বিধিসঙ্গত নিয়মিত সাধনের ফল যদি পরিমাণে অল্পও হয় তাহাতে শেষ রক্ষা পাইবে; কিন্তু ভাবগত অবস্থাগত সাময়িক সাধনের প্রেমস্রোতে হৃদয় প্লাবিত হইলেও তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই। বিদ্যালয়ে রীতিপূর্ব্বক শিক্ষা করিলে যত্ন অধ্যবসায় এবং শিক্ষাপ্রণালী গুণে যেমন অতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বালকের জ্ঞান বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় এবং তাহার ফল চিরস্থায়ী হয়, সেই রূপ যথাবিধি সাধন করিলে পুণ্য প্রেম জীবনগত এবং প্রকৃতিগত হইয়া যায়। অনিয়মে বিশ বৎসর উপাসনাদি করিয়া শেষ বিপদ পরীক্ষার সময় চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হইবে, কিন্তু যে সাধক নিষ্ঠাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া পুণ্য ফল লাভ করিবেন তাঁহার পরিশ্রমজাত ফল অসময়ে শান্তি দান করিবে। অতএব অবস্থাগত ভাবগত সাধন কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। বহু কাল ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও ব্রাহ্মের হৃদয় সারহীন অপদার্থ হইয়া রহিয়াছে কেন? বিধিপূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সাধন করা হয় না এই জন্য। যাঁহারা শেষ রক্ষা করিতে চান, ধর্ম্মের স্থায়ী ফল জীবনে সঞ্চয় করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা কতকগুলি মঙ্গলকর নিয়মের অধীন হইয়া চরিত্রকে দৃঢ়রূপে সংগঠিত করুন। এই রূপ সাধনে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে এবং হইবে। অলস সুখপ্রিয় হইলে এই পবিত্রব্রত প্রতিপালন করা যায় না। অস্থির ইচ্ছার উপর যে বালকের বিদ্যা শিক্ষা নির্ভর করে তাহার বিদ্যা যেরূপ অসার, যে সাধক ভাবের অধীন হইয়া সাধনে যথেচ্ছারিতা প্রকাশ করেন তাঁহার তপস্যার ফল, স্বপ্নদৃশ্য ঐশ্বর্য্য ভোগের ন্যায় বিফল হয়। বৎসরান্তে এক দিন উৎসবানন্দে হৃদয় সরস হইল, জীবন সুখী হইল, তাহার পর সমস্ত বৎসরটী নিদ্রিত শুকভাবে চলিয়া গেল, কত পাপ অনুষ্ঠিত হইল, এ প্রকার জীবনে সার কি আছে? কোন বিশেষ সময়ের জন্য নাস্তিক অবিশ্বাসীর মনও বিগলিত হইতে পারে। যাহাদের স্বাভাবিক গতিই সংসারের দিকে তাহারা নিজ স্বভাবকে মুক্তিপথের নেতা করিলে চিরকাল সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইবে। সাধনের অবস্থায় যদি মৃত্যু হয়, প্রচুর ফল যদি না পাওয়ায়, তথাপি তদ্দ্বারা পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার হইয়া থাকে, কেন না সাধু চেষ্টা কখন নিষ্ফল হয় না।

ঔষধ এবং পথ্য।

কেবল ঔষধ সেবন করিলে রোগ আরোগ্য, শরীর বলিষ্ঠ হয় না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্যের ব্যবস্থা চাই। আহার পান সম্বন্ধে যদি যথেচ্ছার থাকে তবে উৎকৃষ্ট ঔষধে কি করিবে? সুপথ্যের উপর স্বাস্থ্য বহু পরিণামে নির্ভর করে। ঔষধের সহিত পথ্যের যেরূপ সম্বন্ধ, উপাসনা এবং দৈনিক জীবনের কার্য্য প্রণালীর সহিত ঠিক তদ্রূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রতি দিন ভক্তি বিগলিত চিত্তে উপাসনা কর হৃদয় আরাম লাভ করিবে, কিন্তু সে আরাম কতক্ষণের জন্য? কার্য্যে ব্যবহারে পদে পদে যদি পাপাচরণ হয় তবে সে মধুর শান্তিপ্রদ উপাসনায়

কিছুই হইতে পারে না। তুমি এক ঘণ্টা উপাসনা করিলে, কিন্তু দশ ঘণ্টা কাল নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে পাপরূপ কুপথ্য আহার করিলে, ইহাতে তোমার রোগ কিরূপে উপশম হইবে? সুপথ্যের ব্যবস্থা যেখানে নাই চিকিৎসক সেখানে হতাশ হইয়া রোগীকে আর ঔষধ প্রদান করেন না। পুরাতন জ্বর প্লীহাগ্রস্ত রোগী যখন ক্রমাগত কুপথ্য সেবন করে, আশু প্রীতিকর, পরিণাম অনিষ্টদায়ক বস্তু ভোজন করিয়া পুনঃ পুনঃ রোগ যন্ত্রণায় দুর্ব্বল হইতে থাকে, তখন সে নিজেও আর ঔষধ সেবন করিতে চাহে না; প্রাণের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া বলে যে, যে কয়টা দিন বাঁচিব ইচ্ছামত আহার পান করিব। এইরূপে সে অচিরে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অনেক ব্রহ্মোপাসকের অবস্থা ঠিক কুপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা উপাসনা রূপ ঔষধ এখনও সেবন করিতেছেন বটে, কিন্তু পাপ কুপথ্য ভোজন পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী নহেন। তাঁহারা ঔষধের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করেন, উৎকৃষ্ট বহুমূল্য ঔষধ সেবন করেন, চিকিৎসকের নিকট কাতর ভাবে ক্রন্দন করেন, রোগ যন্ত্রণার কথা বার বার মুখে বলেন, কিন্তু কুপথ্য করিতে এক দিনের জন্য ক্ষান্ত হন না। ইচ্ছামত পান ভোজন করিব, ঔষধও সেবন করিব, ইহাতে যদি আরোগ্য লাভ করিতে পারি ভাল, না হয় যাহা হইবার তাহা হইবে। এই কথা বলিয়া অনেকে ধর্ম্মজীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রাণের আর কোন আশা ভরসা নাই। যাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা আছে তাঁহারা কিছু দিনের জন্য সাবধানে সুনিয়মে অবস্থান করুন। কেবল উপাসনায় কিছুই হইবে না। ক্রোধের সময় ক্রোধ করিব, অভিমান আত্মগৌরবে মস্তক সঞ্চালন করিব, আপনাকে বড় বলিয়া মানিব, নারীদিগকে কুভাবে দেখিব ও অপবিত্র কুৎসিত ভাব চিন্তা করিব, উত্তেজিত হইলে কঠিন কথা দ্বারা অন্যের হৃদয়ে বেদনা দিব, যাহার সঙ্গে একটু অমল হইবে তাহার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করিব, লোভী স্বার্থপর হইয়া অন্যায় অসত্য আচরণ করিব, যেখানে অসুবিধা বোধ হইবে সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিব না, কার্য্যের সময় উপাস্য দেবতাকে একটু দূরে রাখিয়া দিব, যখন যে রিপু প্রবল হইবে তখন পূর্ণমাত্রায় তাহার সেবা করিব, অথচ প্রতি দিন গম্ভীর ভাবে সত্যস্বরূপ ন্যায়বান্ ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাও করিব, এই দুই সঙ্কল্প পরস্পর বিপরীত। কুপথ্য পরিহারপূর্ব্বক সুপথ্যের ব্যবস্থা না করিলে উপাসনারূপ ঔষধ সেবন দ্বারা আত্মার স্বাস্থ্য বল কখন বৃদ্ধি হইবে না। এখনও যাঁহাদের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র বায়ু পরিবর্ত্তন করুন এবং সুপথ্য সেবন দ্বারা স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করুন। পথ্যের গুণে অনেকে উৎকট ব্যাধিও আরাম লাভ করে।

জ্ঞানযোগ।

পূর্ব্বতন যোগিগণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করাকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিতেন। সুতরাং জ্ঞানযোগ বলিলেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করা বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান শব্দের অর্থ কিছু নিকৃষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে। এখন জ্ঞান বলিলে কঠোর শুষ্ক পরোক্ষ জ্ঞান প্রতীত হয়। অতএব এই জ্ঞানযোগ শব্দের অর্থ দর্শনযোগ। মহর্ষিগণ কি প্রকারে এই যোগ সাধন করিতেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমে যে স্থানে বসিয়া যোগ সাধন করিতে হইবে সেই স্থানটী বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; কোন প্রকার দুর্গন্ধ না থাকে, আসনটী স্থির হইবে, আজ এক স্থানে বসিয়া, কাল অপর স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করা নিষিদ্ধ, প্রতিদিন এক স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিতে হইবে। আবার উচু নীচু স্থান হইলে যোগের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য সমতল ভূমিতে উপবেশন করিবেক। প্রথমে কুশাসন তদুপরি ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাহার উপর পট্টবস্ত্রের আসন প্রস্তুত করিয়া যোগাভ্যাস করিবেক।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তরং ॥
গীতা।

পবিত্র স্থানে আপনার আসন স্থির করিয়া অত্যুচ্চও নহে অতিশয় নীচু স্থানও নহে এরূপ স্থানে কুশ চর্ম্ম তাহার উপর পট্ট বস্ত্র তদুপরি

বসিয়া যোগ করিবেক। কিন্তু কিরূপে উপবেশন করিতে হইবে তাহারও নিয়ম আছে। শরীর গ্রীবা ও মস্তক সকলই স্থির ভাবে রাখিয়া বসিবে। শরীরাদি কোন অঙ্গ যেন কোন দিকে আন্দোলিত না হয়। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল নাসিকার অগ্রভাগের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবেক এবং মনকে নিশ্চল ভাবে ধারণা করিবেক।

সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়েন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন্॥
গীতা।

স্থির হইয়া শরীর মস্তক ও গ্রীবা দেশ সমান ও নিশ্চল ভাবে রাখিবেক এবং অন্য কোন দিকে না চাহিয়া কেবল নাসিকার অগ্রভাব দেখিবেক।

নাসিকার অগ্রভাব দেখিবার তাৎপর্য্য এই যে কেবল চিত্তের একাগ্রতা লাভ। যোগিদিগের নয়ন অর্দ্ধ নিমিলিত হইবার কারণ নাসিকার অগ্রভাগের দিগে এক দৃষ্টিতে অবলোকন করা। ঈদৃশ অবস্থা হইলে চিত্তের ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া একেবারে সংযত করিতে হইবে। এবং তদবস্থায় মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিবেন।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
গীতা।

সেই আসনে উপবেশন করত মন ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বিরহিত হইয়া মনকে একাগ্র করিবেক এবং আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ করিবেক। পরে অত্যন্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইবে।

তত্র ধ্যানেন সংশ্লিষ্ট মেকাগ্রং ধারয়েন্মনঃ।
পিণ্ডীকৃত্যেন্দ্রিয় গ্রামমাসীনঃ কাষ্ঠবন্মুনিঃ।
শব্দং ন বিচ্ছেৎ শ্রোত্রেণ স্পর্শংত্বচা ন বেদয়েৎ।
রূপং ন চক্ষুষা বিদ্যাজ্জিহ্বয়া ন রসাং স্তথা।
মহাভারত শান্তি।

যোগী ব্যক্তি ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পরমাত্মাতে মনঃ সমাধান করবেন, এবং ইন্দ্রিয়দিগকে পিণ্ডাকার করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে একেবারে অন্তর্জগতে সন্নিবেশিত করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় উপবেশন করিবেন। এত দূর ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন যে তৎকালে তাঁহার কর্ণের দ্বারা শব্দজ্ঞান, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান, চক্ষুঃ দ্বারা দৃষ্টি জ্ঞান ও রসনা দ্বারা রস বোধ থাকিবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বহির্জগৎ হইতে আত্মা অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবে। এমন ভাবে প্রবেশ করিবে যে শরীরের সহিত আর বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যোগের পক্ষে এত দূর নিমগ্ন ভাব আবশ্যক।

যথা দীপোনি বাতস্থোনেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
গীতা।

তৎকালে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত সংযত চিত্ত যোগীর অবাতকম্পিতদীপশিখার ন্যায় অবস্থা হয়। অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞান বিদূরিত হইয়া কেবল মাত্র পরাত্মার অস্তিত্ব বোধ থাকে।

যখন আত্মার এই রূপ স্থির শান্ত অবস্থা হয় তখনই ধারণা শক্তি জন্মে। এই ধারণা না হইলে ধ্যান হইতে পারে না। অতএব এই অবস্থাটী ধ্যানের পূর্ব্বাবস্থা।

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
গীতা।

"ওঁম" ব্রহ্মের এই একাক্ষর নাম উচ্চারণ করত বার বার হৃদয়ে চিন্তা করিবেক। সর্ব্বগুণাধার পরমেশ্বরের সমুদয় ভাব ঐ একটী অক্ষরের ভিতর সন্নিবিষ্ট করিয়া ধ্যান করিবেক। এই রূপে ধ্যান করিতে করিতে আর একটী উচ্চ অবস্থায় আত্মা উপনীত হইয়া থাকে।

উর্দ্ধ পূর্ণমধঃ পূর্ণংমধ্যপূর্ণং যদাত্মকং।
সর্ব্ব পূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

সেই পরমাত্মা ঊর্দ্ধে পরিপূর্ণ অধোতে পরিপূর্ণ ও মধ্যে পরিপূর্ণ, তিনি সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ঈদৃশ উপলব্ধি সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ। যখন আত্মা ব্রহ্ম সত্তাসাগরের মধ্যে নিমগ্ন হয়, তখন বহির্জগতের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। তৎকালে কেবল অনন্ত অস্তিত্ব প্রতীত হয়। কিন্তু পরিমিত আত্মা অনন্তকে ধারণা করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না বলিয়া ধারণার পক্ষে হয় অন্তরে, নয় সমক্ষে তাঁহাকে পুরুষ রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব তৎ স্থিতং।
গীতা।

সেই পরমাত্মা সমুদয় প্রাণীর মধ্যে অবিভক্ত রূপে অবস্থিতি করিতেছেন কিন্তু উপলব্ধি করিবার জন্য যেন তিনি বিভক্ত রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সমাধিতে এই অবস্থাটী সুন্দর রূপে সাধিত হইলে তখন আর একটী উচ্চ অবস্থায় হৃদয় উপনীত হয়।

অশিরস্কহকারান্তমশেষাকার সংস্থিতং।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বংতমাত্মানমুপাস্মহে॥

যোগবাশিষ্ঠং।

যিনি মস্তকাদি অবয়ব বিহীন, যিনি সকল বস্তুতে অবস্থিত এবং "আমি আছি" এই কথা যিনি অবিশ্রান্ত বলিতেছেন সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। যেমন আত্মা বিশ্বাসদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করে তদপেক্ষা "আমি আছি" ঈশ্বর যখন এই কথা অন্তরে বলেন তখন সেই বিশ্বাস আরও উজ্জ্বলতর হয়। ঈশ্বর যখন স্বয়ং আপনার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন এবং স্বয়ং আপনার রূপ হৃদয়ে প্রদর্শন করেন তখন যোগীর প্রকৃতাবস্থা লাভ হয়, তখনই তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয়।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥

গীতা।

যে অবস্থাতে সমাহিত চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা সেই পরমেশ্বরে বিচরণ করিতে থাকে। এবং শুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনই আনন্দিত হন। যোগী এইরূপে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিয়া যোগানন্দে আনন্দিত হইয়া শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়েন। কিন্তু এতদপেক্ষা আর একটী উচ্চ অবস্থা আছে। যেমন হস্ত দ্বারা বাহিরের বস্তু স্পর্শ করা যায় তদ্রূপ ঈশ্বরকে গভীরতম যোগ সহকারে স্পর্শ করিয়া যোগী উচ্চতর সুধামৃত পান করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্ত সুখমশ্নুতে॥

গীতা।

যোগী ব্যক্তি এইরূপে পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া সুখে ব্রহ্মের স্পর্শ জনিত অত্যন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়, এই দর্শন যখন ঘনীভূত হইয়া আসে তখনই ঈশ্বরের সংস্পর্শ হয়। আরও গভীরতর ভাবে এই, দর্শন যখন ওতপ্রোত ভাবে প্রতীত হয় তখনই আত্মা তাঁহার স্পর্শ সুখ আরও অধিকতর সম্ভোগ করে। এইরূপ যোগ হইলে ভিতরে বাহিরে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, ভিতর বাহির তখন ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

গীতা।

পরে যোগী ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সমুদায় প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণীকে দর্শন করেন।

এই অবস্থাতে যোগী ভিতরেও যোগীর অবস্থা বাহিরেও যোগীর অবস্থা লাভ করেন। তাঁর সমুদায় আত্মা দিবানিশি কেবল ঈশ্বর সহবাসের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় তাঁহার বহির্জ্জগতে বিস্মৃতি উপস্থিত হয়।

নিরাকারের মাধুর্য্য।

স্থূলদর্শী অনাত্মবাদী তর্কপ্রিয় জ্ঞানাভিমানীরা ভক্ত-হৃদয়োত্থিত প্রেম প্রবাহের বিচিত্র লহরী লীলাকে কল্পনা প্রসূত মনোবিকারের ক্রিয়া মাত্র বলিয়া হাস্য করেন। আবার জড়বুদ্ধি পৌত্তলিকেরা ভাবেন নিরাকার ব্রহ্মবাদী-দিগের ভজন সাধনে কোন রস নাই, তাহারা শূন্যের পূজা করিয়া শূন্য আহার করে, অবস্তুর সত্তা অনুভব করিবার জন্য বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিছুই দেখিতে শুনিতে পায় না। ইহাঁদের মতে হস্ত পদ নাশিকা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট সুচিত্রিত সুসজ্জিত প্রতিমার দর্শন শ্রবণ ব্যতীত অন্য প্রকার দর্শন শ্রবণ আর নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধ সাধকদিগের জীবনের গভীর স্থানে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আনন্দময় পবিত্র সহবাসে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নিরাকারোপাসকের যোগানন্দ কল্পনাও নহে এবং তাহা নীরসও নহে। ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা এই পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন তাঁহারা জড় প্রতিমা লইয়াও এত আড়ম্বর করেন নাই। বিশ্বাসী ভক্তিমান পৌত্তলিক স্বীয় উপাস্য প্রতিমাতে যেরূপ আনন্দ শান্তি উপভোগ করেন, নিরাকার-বাদী ভক্ত তদপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধতম আনন্দ সুধা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর চিত্ত বহিঃস্থিত দেশ বিশেষে সংস্থাপিত কোন সীমাবিশিষ্ট জড় মুর্ত্তির স্মরণ দর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না, তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত পরমাত্মাকে নিয়ত প্রার্থনা করেন। অন্তর্দৃষ্টিবিহীন নিয়ম-বাদী এবং জড়োপাসকেরা নিরাকারবাদী ভক্তের আনন্দোৎ-সবের রমণীয় ক্ষেত্র দেখিতে পান না, নিরাকার না নিরা-কার, ইহার ভিতরে যে আবার এত অত্যাশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার সকল আছে এ কথা তাঁহারা বুঝিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ

ভক্তকে জাদুকরের ন্যায় অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখা যায়। তিনি নিরবলম্বে সেই নিরাকারের ধ্যানে মগ্ন হইলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোথায় গিয়া যে উপস্থিত হইয়াছেন, কি মনোহর সুন্দর উদ্যান দেখিতেছেন, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। প্রাকৃত মানব চক্ষে তিনি উন্মাদ কল্পনাপ্রিয়, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। উপরে দেখিতে এবং শুনিতে নিরাকার, কিন্তু অভ্যন্তরে সৌন্দর্য্যের অনন্ত সাগর। নিম্নে কিছু দূর অবতরণ করিলে ভক্ত আর ফিরিয়া আসিতে চাহেন না, অন্তররাজ্যের সোভা এবং ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে তাঁহার মন এককালে মুগ্ধ হইয়া যায়। তথায় যে আরাম অনুভূত হয় তাহার বিনিময়ে তিনি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যও প্রার্থনা করেন না। প্রেমিক মহাজনেরা বলেন, নিরাকার শূন্য নহে, উহা অনন্ত আনন্দের আলয়, এবং অপরূপ মাধুর্য্য রসের বিশাল সমুদ্র। এখানে বিশ্বাসী ভক্তের আকর্ষণের বিবধ বস্তু সঞ্চিত আছে।

মুসলমান শাস্ত্র হইতে উপাসনাতত্ত্ব।

চিত্ত সংযমনের উপায়।

উপাসনার বিঘ্নের কারণ দুইটী,—এক বাহ্যিক, আর এক আন্তরিক। বাহ্যিক বিঘ্নের কারণ এই সকল। যথা এমন স্থানেতে উপাসনা না করা যেখানে কিছু দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় এবং মন যাইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়; যেহেতু মন চক্ষুঃ কর্ণের অধীন। তাহার প্রতিবিধানের উপায়;—এমত স্থানে উপাসনা করা কর্ত্তব্য যথায় কোন শব্দ শুনিতে না পাওয়া যায়। স্থান অন্ধকারময় হইলে ভাল হয়, অন্যথা চক্ষুঃ বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবে। প্রশস্ত গৃহে মনঃ সংযমের ব্যাঘাত হয় বলিয়া প্রায় সাধকেরাই সাধনের জন্য অন্ধকারময় কুটীর নির্ম্মাণ করেন। মহাত্মা ওমর উপাসনার সময়ে অন্যমনস্কতার আশঙ্কায় ধর্ম্ম পুস্তক কোরান এবং তরবার অন্যবিধ দ্রব্য দূরে রাখিয়া দিতেন।

২য় আন্তরিক। উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা ও বিক্ষিপ্ত ভাব অন্তরে উপস্থিত হওয়া; ইহার প্রতিবিধান কঠিন ও কষ্টসাধ্য। ইহাও দুই প্রকার। এক কোন কার্য্যের জন্য চঞ্চলতা সে কার্য্যটীর প্রতি সে সময়ে মন যায়। তাহার প্রতিবিধানের উপায় এই, অগ্রে কার্য্যটীর নিষ্পত্তি করিবে, পরে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। এজন্য প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন যে উপাসনা ও আহারের কাল এক সময়ে হইলে অগ্রে আহার করিবে। যদি কোন কথা বলিবার থাকে পূর্ব্বে বলিবে, পরে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। ২য় নানা কার্য্যের আলোচনা ও চিন্তা যাহা অল্প ক্ষণে শেষ হইবার নয়, কিম্বা অকিঞ্চিৎকর ভাব স্বভাবতঃ অকস্মাৎ আসিয়া মনকে অধিকার করে। এই অবস্থায় তাহার নিবারণের উপায় এই—উপাসনাকালে যে নাম কীর্ত্তন ও কোরাণের অংশ বিশেষ পাঠ হয়, তাহার ভাবার্থেতে মনকে নিবিষ্ট করা ও সে পর্য্যন্ত তাহার ভাব ধ্যান করা যে পর্য্যন্ত সেই চিন্তা অন্তর হইতে তিরোহিত না হয়। যদি চিন্তা অধিক প্রবল না হয়, এবং কোন ব্যাপারের ব্যস্ততা তাদৃক্ বলবতী না হয়, এইরূপ ধ্যানের উপায় অবলম্বনেই তাহা নিবৃত্ত হইবে। যদি সে বিষয়ে ইচ্ছার সমধিক চঞ্চলতা প্রবল থাকে, তবে এই উপায় কার্য্যকর হইবে না, তজ্জন্য অন্যবিধ উপায় আবশ্যক। সেই উপায় এই,—রোগের আভ্যন্তরিক শক্তিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লোকে জোলাপ লইয়া থাকে; এই উৎকট রোগের সম্বন্ধে জোলাপের ব্যবস্থা এই, যে বিষয়ের তদ্রূপ চিন্তা হইবে সে বিষয়টী একেবারে ছাড়িয়া দিবে; তাহা হইলে সেই চিন্তা হইতে মুক্ত হইবে। যদি ছাড়িতে না পার তবে তাহার চিন্তা হইতেও উদ্ধার পাইবে না। উপাসনাতে সর্ব্বদা সেই ব্যাপারে মন সংলিপ্ত থাকিবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে এই বলা যাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি বৃক্ষতলে আবাস করিয়া আছে, সে পক্ষীর শব্দ শুনিতে ভালবাসে না। ঢিল মারিয়া বৃক্ষ হইতে পাখী সকল উড়াইয়া দেয়, পক্ষীবৃন্দ তৎক্ষণাৎ আবার বৃক্ষে আসিয়া বসে। এই অবস্থায় পক্ষীর কলরব হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় বৃক্ষকে উৎপাটন করা, অন্যথা যে পর্য্যন্ত বৃক্ষ থাকিবে, পক্ষী আসিয়া তাহাতে বসিবেই। এই প্রকার যখন কাহার অন্তরে কোন বিষয়ের ইচ্ছা দৃঢ় বদ্ধমুল থাকে তখন বিক্ষিপ্ত চিন্তাও নিশ্চয় তাহার মনে স্থান পাইবে। মহাত্মা মহম্মদকে এক ব্যক্তি বহু মূল্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিয়াছিল, সেই পরিচ্ছদে সুন্দর বুটা ছিল, উপাসনার সময়ে সেই বুটার উপরে

মহম্মদের দৃষ্টি নিপতিত হয়, উপাসনান্তে তিনি সেই বস্ত্র গাত্র হইতে উম্মোচন করিয়া প্রদাতার নিকটে ফেরত পাঠাইয়া দেন। একবার পাদুকাতে নূতন তসমা (এক প্রকার ফিতা) যুক্ত করা হইয়াছিল, উপাসনার সময়ে তৎপ্রতি মহর্ম্মদের দৃষ্টি পড়িল এবং মনে ভাল লাগিল, পরে আদেশ করিলেন এই তসমা ফেলিয়া পুরাতন তসমা সংলগ্ন কর। আর এক বার এক জোড়া নূতন পাদুকার প্রতি তাঁহার মন গিয়াছিল বলিয়া উহা দান করিয়া ফেলেন। একদা তলহা নামক দরবেশ আপন উদ্যানে বসিয়া সাধনা করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে একটী সুশ্রী পক্ষীকে দেখিলেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন তাঁহার মন এই ব্যাপার দর্শনে এরূপ নিবিষ্ট হইয়াছিল যে পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে উপাসনার কোন্ অঙ্গ শেষ করিলেন। অনন্তর দুঃখিত হইয়া মহর্ষি মহম্মদের চরণে স্বীয় মনের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই উদ্যানটীকে দান করিয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বতন সাধকগণ প্রায় এরূপ আচরণ করিতেন এবং এই প্রকার আচরণকে মনঃ সংযমের উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেন।

প্রকৃত পক্ষে উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে যদি ঈশ্বরের শ্রবণ মননের জন্য হৃদয়ে আগ্রহ না হয়, তাহা হইলে উপাসনাতে মনঃ সংযোগ হইবে না। যে চিন্তাটী হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, উপাসনা কালে তাহা দূর হইবে না। যিনি হৃদয়যোগে উপাসনা করিতে চাহেন তাঁহার উচিত যে উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে মানসিক রোগের প্রতিকার করেন, মনকে চিন্তা শূন্য করিয়া লন। আবশ্যক মতে সংসারিক বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইবে। এই রূপ করিয়া হৃদয়ের বিমুক্ত ভাব সঞ্চয় না করিলে আদ্যোপান্ত উপাসনায় মনঃ সংযমনের সম্ভাবনা নাই, কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয় যোগ হইতে পারে।

উপাসনা কালে কয়েকটী ব্যাপার নিষিদ্ধ। সেই সকল ব্যাপার মনঃ সংযমনের অন্তরায়। ক্ষুৎ পিপাসার প্রাবল্য সময়ে উপাসনা করা, ক্রোধ উত্তেজনার সময়ে, মল মূত্রের বেগের সময়ে এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে অভিনিবিষ্টতার সময়ে। উপবেশনে উভয় পদ অত্যন্ত সংলগ্ন করা, কিম্বা এক পদ উত্থিত করিয়া রাখা, পায়ের উপর ভর দিয়া প্রণাম করা, নিতম্বের উপর ভর করিয়া ও জানুদ্বয় বক্ষে সংলগ্ন করিয়া বসা, বস্ত্র বা আস্তিনের নীচে হস্ত লুক্কায়িত করা, প্রণামের সময়ে বস্ত্র সম্বরণ করা, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, অঙ্গুলী ধ্বনি করা, গাত্র কণ্ডুয়ন, শ্মশ্রুতে হস্ত অর্পণ করা, পদ কম্পন, প্রণামের জন্য সম্মুখ ভূমি পরিষ্কার করা, (ভূমিতে ফুৎকার করা কিম্বা অঙ্গুলী সঞ্চালন করা,) এক পার্শ্বে হেলিয়া বসা। উপাসনার সময়ে চক্ষুঃ হস্ত ও সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির শান্ত ভাবে রক্ষা করা চাই।

আকসির হেদায়েত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

বুধবার, ১লা বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্মপুত্রের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া ব্রহ্মের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায়ে যদি কেহ গমন করেন তাঁহার কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? ব্রহ্মসন্তানের প্রতি অত্যাচার করিয়া ব্রহ্মের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাওয়া, ভয়ানক ভ্রম। অথচ আমরা এইরূপ প্রতিদিনই করি। ব্রহ্মসন্তানের বিরুদ্ধে, ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে পাপ করি, অথচ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন আমরা পাপ না করি। যদি পিতা বাঁচিয়া থাকেন তিনি বলিবেন,—"অপরাধী মনুষ্য! তুমি যাও, আগে তোমার ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে মিল করিয়া এস, স্বর্গে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যাহাদের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ মনকে সেই সেই ব্যক্তির সম্পর্কে পবিত্র করিতে হইবে!" ব্রহ্মসন্তানদিগের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া কোন্ প্রাণে ব্রহ্মের কাছে গিয়া বলিবে আমাকে ক্ষমা কর? পৃথিবীর কাছে মাথা হেঁট না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। দয়াময় ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যের নিয়ম এইরূপ যে, যাঁহাদের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ তাঁহাদের নিকট বিনীত হইতে হইবে। মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছি, ছোটকে ছাড়িয়া বড়কে ধরিয়াছি, আমার পাপ কি যাইবে না, যোগ, ভক্তি দ্বারা কি আমার হৃদয়ের গভীরতর পাপ যাইবে না, যতদিন অন্তরের মধ্যে এইরূপ অহঙ্কার থাকিবে ততদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যদি নরহত্যা, অথবা ক্রমাগত দশ বৎসর ব্যভিচার করিয়া থাকি, তবে কেবল দয়াল দয়াল বলিয়া ডাকিব, যাঁহার শরণাপন্ন হইলাম তিনি অধমতারণ, তিনি

কি আমাকে মুক্তি দিবেন না? তাঁহার শরণাপন্ন হইলে কি এই ছোট পাঁচটী পাপ তিনি ক্ষমা করিবেন না? এ সকল ভাব ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং প্রকৃতি বিরোধী। ঈশ্বর কি মনুষ্য ছাড়া? যে তাঁহার পুত্র কন্যার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিল, সে যদি ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করে ঈশ্বর কি তাহার সে সকল অপরাধ ভুলিয়া যাইবেন? বার বার চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখ ব্রহ্ম এরূপ করেন কি না? যোগী হইয়াছ বলিয়া ব্রহ্মসন্তান অথবা জনসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল পাপ করিয়াছ সে সমুদয় চলিয়া গিয়াছে যদি মনে করিয়া থাক তাহা বিষম ভ্রম। তাঁহার কাছে যত বার যাইবে, যদি বিবেক সজীব থাকে, তত বার এই কথা শুনিবে, তিনি বলিবেন, আগে আমার পুত্র কন্যার সঙ্গে মিলন কর। যিনি ভক্তবৎসল, যিনি পুত্র কন্যাবৎসল, তাঁহার ভক্ত, তাঁহার পুত্র কন্যার বিরুদ্ধে পাপ করিয়া কিরূপে তাঁহার নিকটে ক্ষমা পাইবে? তাঁহার সন্তানকে একটী আঘাত কর, সেই আঘাত তাঁহার বক্ষে লাগিল, একটী পয়সা দেও তাঁহার সন্তানকে সেই পয়সা তিনি পাইবেন। সকল পাপেরই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত চাই। মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া গর্ব্বিত ভাবে যে ঈশ্বরের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যায়, তাহার আশা কদাচ পূর্ণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষের এবং দুর্ব্বাসার আখ্যায়িকাতে ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অম্বরীষকে দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিলেন, কিন্তু নিরপরাধী নির্দ্দোষ ভক্ত অম্বরীষকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ রক্ষা করিতেছিল, সুতরাং দুর্ব্বাসার অভিশাপ তাঁহার গাত্রে লাগিল না, তিনি স্থির ভাবে রহিলেন; কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিঃ দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিল। কথিত আছে দুর্ব্বাসা উৎপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গমন করিলেন, কিন্তু বিষ্ণুর নিকটে তিনি এই দেববাণী শুনিলেন, ভক্তকে আক্রমণ করিলে ভক্তবৎসল কিছুই করিতে পারেন না। কেননা ভক্তের নিকট তিনি আপনাকে বিক্রী করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত অপমানিত হইল, ভক্তের নির্যাতন হইল ইহা দেখিয়া ঈশ্বর উদাসীন হইয়া অনুতাপীকে টানিয়া লইবেন ইহা হইতে পারে না। ভক্ত স্ত্রী পুত্র সুখ আরাম, সমস্ত ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ তলে বসিয়া আছেন। যিনি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন ঈশ্বর ভিন্ন আর কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? ঈশ্বর বলেন যাঁহারা আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের গতি। কি স্বর্গে কি পৃথিবীতে আমি ভিন্ন তাঁহাদের আর গতি নাই। "আমি অস্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় ভক্তাধীন, সাধু ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে, আমি ভক্তজনের প্রিয়।" "আমি যাহাদিগের পরম গতি সেই সাধু ভক্তগণ বিনা আমি আমাকে ও আমার পরম ঐশ্বর্য্যকেও স্পৃহা করি না।" "যাহারা স্ত্রী গৃহ পুত্র, আত্মীয় প্রাণ বিত্ত ইহকাল ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হয় আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকিব? "সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধ হৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করে।" ঈশ্বর আরও বলেন "সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়, তাহারা আমা ভিন্ন কিছু জানে না এবং আমিও সাধু ভিন্ন কিছুই জানি না।" "আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক" শুভ উদ্বাহতন্ত্রে আমরা এই কথা শুনিয়াছি। এখন শুনিতেছি ঈশ্বরের সঙ্গে যখন ভক্তের প্রকৃত যোগ, অথবা যথার্থ সখ্যভাব হয়, তখনও হৃদয়ের বিনিময় হয়। সুতরাং ভক্তের প্রতি শত্রুতা করিয়া ভক্তবৎসল, ভক্তপ্রাণ ঈশ্বরের কাছে গিয়া সহস্র অভিযোগ করিলে তিনি কি আর শুনিতে পারেন? তুমি আগে ভক্তকে পরিতোষ কর, তাহা হইলে ব্রহ্ম তুষ্ট হইবেন। ব্রহ্মের হৃদয় সেই ভক্তের অন্তরে। ভক্তবৎসল ঈশ্বর বলেন, "আমার ভিতরে ভক্তের প্রাণ, ভক্তের হৃদয়ে আমার প্রাণ।" ঈশ্বরের যে স্বভাব প্রকৃতি, ঈশ্বরের যে প্রেম দয়া ও হৃদয় সেই সমুদয় ভক্তের অন্তরে গিয়া অবস্থান করে। ভক্তের সমস্ত ভার ঈশ্বর আপন হস্তে গ্রহণ করেন। ভক্তের শরীরে অত্যাচার করিলে ব্রহ্মের প্রতি অত্যাচার করা হইল। সেই ভক্তের বিরুদ্ধে যে পাপ, ভক্তের প্রসন্নতা ভিন্ন তাহা ঈশ্বরের ক্ষমা করিবার ক্ষমতা নাই। কেননা ভক্ত তাঁহার সঙ্গে এক হৃদয় হইয়া গিয়াছেন। ভক্তদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা স্বর্গে গ্রাহ্য হইতে পারে না। ভক্তকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে আর স্বর্গে গিয়া দেখিতে পাইবে না। ভক্ত ছাড়া ব্রহ্মকে স্বর্গে দেখিতে পাইবে না। ভক্তবৎসল ভক্ত ছাড়া নন, যোগেশ্বর যোগী ছাড়া নন। ঈশ্বরের সন্তানের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া ফাঁকি দিয়া কেহই ঈশ্বরের আশ্রয় পাইতে পারেন না। যে নর নারীদিগের প্রতি অত্যাচার করিল, যে ভক্তের অপমান করিল, ঈশ্বর কেনই বা তাহাকে আশ্রয় দিবেন? তোমার আমার বিরুদ্ধে যদি কেহ অত্যাচার করে, ঈশ্বর তাহা জানেন। যে ব্যক্তি ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যায়, সেই অহঙ্কারী পাপীর স্তব স্তুতি কপট হৃদয়ের স্তব স্তুতি বলিয়া ঈশ্বর অগ্রাহ্য করেন। ঈশ্বর তাহাকে বলেন, "পাপিষ্ঠ! তোমার অহঙ্কার গেল না, তুমি আমার সন্তানকে উৎপীড়ন করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ, সেই যে তুমি আমার ভক্তের প্রাণ দলন করিয়াছ, তাহাতে রে পাষণ্ড! তুমি আমাকেই দলন করিয়াছ।" ভক্তকে তুমি শক্ত কথা বলিয়াছ, সেই কথা তীরের ন্যায় ব্রহ্মের বুকে লাগিয়াছে। ভক্ত এবং ঈশ্বর অভিন্ন হৃদয়।

যেমন শরীরের এক দিকে আঘাত করিলে, অন্য দিকে সেই আঘাত অনুভূত হয়, সেইরূপ ভক্তকে দুর্ব্বাক্য বলিলে ঈশ্বরকে দুর্ব্বাক্য বলা হইল। ভক্তের প্রসন্নতা ভিন্ন যদি অনুতাপের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু অথবা প্রেম ভক্তি লইয়া স্বর্গে যাও, স্বর্গের প্রহরী তোমাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, যে তোমার বিচারপতি ভক্তের প্রাণের মধ্যে বাস করিতেছেন। ভক্তের বিরুদ্ধে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক তাহার বিচার পৃথিবীতে হয়, ঈশ্বর ভক্ত হইতে স্বতন্ত্র ভাবে সেই আক্রমণকারীর কথা শুনিতে পারেন না। তিনি ভক্তের কথায় আগে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ভক্তবৎসলের অর্থ এই যে তিনি ভক্তের অনুগত। ভক্তকে তুষ্ট না করিয়া তুমি স্বর্গে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ক্রয় করিতে পারিবে না। তুমি কি বিশ্বাস কর, ভাই ভগ্নীদের বিরুদ্ধে পাপ করিয়া তাঁহাদের পদ ধূলি মস্তকে রাখিয়া অহঙ্কার চূর্ণ না করিলে, তোমার উপাসনা স্তব স্তুতি গ্রাহ্য হইবে? যদি প্রায়শ্চিত্ত চাও তবে তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া ক্রন্দন কর। আপনাকে অত্যন্ত নীচ মনে করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ কর, তাহা হইলে এক জন বলিবেন তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইল। কে বলিবেন? সেইখানে থাকিয়া বিচারপতি ঈশ্বর বলিবেন। সেই দুর্ব্বাসাকে তিনি কিরূপে বাঁচাইলেন? সেই ভক্ত অম্বরীষের প্রার্থনা দ্বারা। সেই ভক্ত বারম্বার ঈশ্বরের জ্যোঃতির নিকট দুর্ব্বাসার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভক্ত অম্বরীষ, দুর্ব্বাসার আক্রমণের বিনিময়ে প্রার্থনা, ক্ষমা, এবং উদার প্রেম দিলেন। শত্রুর জন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্ম ক্ষমা করিলেন এই জন্য যে তাঁহার ভক্ত ক্ষমা করিলেন। ব্রহ্ম সেই ভক্ত শিষ্যের হৃদয়ে বসিয়া ছিলেন। দুর্ব্বাসা অনুতপ্ত বিনীত হইয়া ভক্তের ক্ষমা এবং প্রার্থনা দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিলেন। অতএব আমরাও যদি বিনীত এবং অনুতপ্ত হইয়া যাহাদিগকে চারিদিকে দেখিতেছি এবং যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, এই ভাই ভগ্নীদিগের পদতলে থাকিয়া ইহাঁদের ক্ষমা, প্রসন্নতা, এবং প্রার্থনা লাভ করিতে পারি, এবং পৃথিবীতে যত দিন থাকি ইহাঁদের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিতে পারি স্বর্গে অশেষ পুরস্কার লাভ করিব।

কুটীর।

বৃহস্পতিবার, ১১ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! এক বার সংসার ছাড়িতেই হইবে। সংসারে থাকিয়া যদি যোগী হইবে সংসার ছাড়িয়া যোগ শিক্ষা করিতে হইবে। যোগীর যে প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া যাওয়া এইটীর নাম বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী যে অন্তরের মধ্যে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ এবং সংম্ভোগ করেন, তাহার নাম নিরাকার সাধন। তৃতীয় অবস্থায় সেই নিরাকারকে বহির্জগতে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার নাম সাকারে নিরাকার সাধন। প্রথম বৈরাগ্যকে বনগমন অথবা মনগমন বলা যায়। প্রকৃত যোগীর পক্ষে মনগমনই যথার্থ কথা। বন কি? যেখানে সংসার নাই, সংসারের অতীত, সংসার হইতে বহু দূরে যেস্থান তাহাই বন; সেই স্থান বাহ্য বন নহে মনে। সংসারী বিষয়ীরা সেখানে যাইতে পারে না। ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী ঘর ইত্যাদি প্রিয় সংসারকে অসার বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে দিন আরম্ভ হয় সেই দিন সন্ন্যাসাশ্রম, বৈরাগ্যজীবন, অথবা যোগশাস্ত্র পাঠের প্রথম পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। অসার স্থানে থাকিব না, অসার খাওয়া খাইব না, অসার সুখ ভোগ করিব না, সার জগতে যাব, সার বস্তু দেখিব, সার পদার্থ ভোগ করিব এই সংকল্পে বৈরাগ্যের আরম্ভ হয়। যোগগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বার বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই প্রকার। এক জ্ঞানগত বৈরাগ্য, এক ভাবগত বৈরাগ্য। কে সন্ন্যাসী হইল? বনে যায় কে? আধ্যাত্মিক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে কে? তার নাম কি? ধর তাহাকে। দেখিবে দুই জন; কিন্তু দুই জনে আবার একজন। এক মন, আর এক হৃদয়। এক বুদ্ধি, এক ভাব। এক সংস্কার, এক অনাসক্তি, এক অসার জ্ঞান, এক তিক্ত বোধ। যে লোক সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, সে এক বুদ্ধি এক ভাব। অর্থাৎ বৈরাগ্য দুই প্রকার, জ্ঞানগত এবং ভাবগত। জ্ঞানবৈরাগী এবং ভাববৈরাগী। জ্ঞানবৈরাগী কে? যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া, কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন এই সংসার অসার, এ সোণা নহে এ গিল্টি করা। এই যে পৃথিবীর মান সম্পদ সমুদায় গিল্টি। বুদ্ধি বহু অনুসন্ধান এবং অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এই সংসারে যত দেখিতেছি এরা সব অসার জিনিষ। একটী উৎকৃষ্ট কষ্টিপাথর আছে বুদ্ধির হস্তে, তার নাম মৃত্যু। মৃত্যুর পর আর সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কেহ সঙ্গে যায় না, যাই দেহ ত্যাগ করে তখনই সর্ব্বত্যাগ। সেই কষ্টিপাথরে জগৎকে ঘসো, জানতে পারিবে এই জগত অসার গিল্টি। বৈরাগ্য জ্ঞানে জানিতে পারিবে, এই যে সংসারের এত সুখ এ কিছুই নহে। এইত মায়া, প্রবঞ্চনা, মৃত্যু হইলেইত, এরা তোমাকে ছাড়িয়া দেয়। একটী প্রশ্নের দ্বারাই ইহা বুঝিতে পারিবে। সংসার! মৃত্যুর পর তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? সংসার বলিবে, না। তুমি বলিবে, সংসার! তবে তুমি আমার নহ। সংসারের বাহিরে এত চাকচক্য, কিন্তু ভিতরে ভুয়ো। এক কষ্টি পাথর চক্ষু নীমিলন করা, চক্ষু বুজলেইত কিছুই নহে। এই যে এত টাকা, এত মান

সম্ভ্রম, কিছুই নহে। আর এক কষ্টি পাথর মৃত্যু। মৃত্যু চিন্তাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই নহে। এইরূপে সাধক! তুমি বুদ্ধিগত বৈরাগ্য সাধন কর। কোথায় বসিয়া আছি, ছায়ার উপরে? কি দেখিতেছি? কি করিতেছি? ছায়া, সকলই ছায়া, সকলই অসার। এখন ঈশ্বর কে ইহার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে না, অসার সংসার খোসার ন্যায় পড়িয়া আছে, সংসার এই আছে এই নাই। জ্ঞানগত বৈরাগ্য নিশ্চিত বৈরাগ্য; কিন্তু কিছু কঠোর, কেবলই বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা দ্বারা জানিতে হয় এই সংসারে পরমার্থ নাই, সকলই অপদার্থ। দ্বিতীয় বৈরাগ্য কি? ভাবগত বৈরাগ্য। হৃদয় বৈরাগ্য হবে কিরূপে? মন বলিল, ওরে সংসারে যে সকল দেখিতেছ, এরা সব অসার, প্রবঞ্চনা, মায়া; হৃদয় বলিল যাহা হউক, আমার ভাল লাগছে না, এ সব তিক্ত। মন বল্লে, এরা যতক্ষণ থাকে কেবল জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মন এবং হৃদয়, বুদ্ধি এবং ভাব দুইই সংসার ছাড়িয়া বাহির হইল। সুমিষ্ট রসস্পৃহা হৃদয়ের পক্ষে স্বভাবিক, সে তিক্ত রস পান করিয়া কেমন করিয়া চরিতার্থ হবে? অসার সংসারে অনেক ধন মান সম্ভ্রম প্রচুর রূপে উপার্জ্জিত হইল; কিন্তু উদর খেয়ে খেয়ে, ভোগ করে করে বল্লে ভাল লাগে না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা আর তার পক্ষে সুখ হল না। তুমি যদি বৈরাগ্য সাধন কর, দেখিবে দুই হল কি না। জ্ঞানগত বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত সহজ, ভাবগত বৈরাগ্য সকলের হয় না। এই সংসার অসার অতএব ইহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। ভাববৈরাগী, ভাবসন্ন্যাসী যাঁরা তাঁরা এই, অতএব গ্রাহ্য করেন না। উচিত বোধে ভাল জিনিষ না খাওয়া, আর ভাল জিনিষে রুচি না থাকা এই দুই স্বতন্ত্র। অধিক টাকা উপার্জ্জনে কি ফল, এই প্রকার উচিত মনে করে অর্থোপার্জ্জন করিলে না; কিন্তু অনেক টাকা পেলে কি তোমার বিতৃষ্ণা হয়? আজ্ তুমি পত্র-কুটীরবাসী; কিন্তু কাল যদি অট্টালিকা পাও তাহাতে কি তোমার আসক্তি হবে না? ভাববৈরাগীকে সংসারের সুখ কামড়ায়, দংশন করে, বিষের ন্যায় জ্বালাতন করে। এই বৈরাগ্য এখনও বহু দূর। সুখে সুখী নয়, সুখের সংস্পর্শে জ্বালা। খুব ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পরা, সংসারের উচ্চ অবস্থা সূঁচের ন্যায় তাঁহাকে বিদ্ধ করে। সুখের জ্বালায় অস্থির হইয়া মন আপনি বনের দিকে গমন করে। এই যে হৃদয়ের ভিতরে সুখের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা, অনাসক্তি, এই ভাব প্রকৃত বৈরাগ্য মধ্যে অবশ্য স্থান পায়। জ্ঞানবৈরাগ্য বলিয়া দিল, ছায়া ছাড়, মায়া ছাড়; আর হৃদয় বৈরাগ্য বল্ছে, এই মায়া! মায়া দংশন কর্‌ছে, সূঁচের মত বিদ্ধ কর্‌ছে, গেলাম রে মলাম রে! খুব ভাল খাদ্য নিকটে প্রস্তুত, খুব ভাল পরিচ্ছদ নিকটে উপস্থিত, হৃদয়বৈরাগী বলিল, যন্ত্রণা, জ্বালা এয়েছে? ভাল খাদ্য, ভাল পরিচ্ছদের বেশ ধরে? সাধনের প্রথম পরিচ্ছেদ এই বনে গমন, অরণ্যে বাস নহে, হৃদয় কাননের ভিতর কিছুকাল সাধন করা। এর পক্ষে সহায় জ্ঞানবৈরাগ্য এবং হৃদয় বৈরাগ্য।

সংসারে যে পুনরায় আসার কথা হয়েছিল তাহাও এই বৈরাগ্যের সঙ্গে মিলিবে। ভিতর হইতে উন্নত বৈরাগী হইয়া আসিয়া কেমন করিয়া সংসারে কার্য্যকরা যায় তাহা পরে শুনিবে।

এখন এই দুইটী সাধন কর্‌বে, সংসারের সুখকে যাতে অসার জ্ঞান হয়, আর যাতে ভাল না লাগে। যদি ভাল জায়গায় থাক্‌তে হয়, ভাল খাদ্য খেতে হয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে করিবে।

শুক্রবার, ২৬ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী! বৈরাগ্য বিষয়ে আরও দুই পাঁচটী কথা আছে শ্রবণ কর। যে বৈরাগ্য অহঙ্কারের কারণ হয় তাহা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। আমি এত দূর স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বড় হইয়াছি, এই জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয় না। অতএব যাহাতে অহঙ্কারের উত্তেজনা না হয়, এরূপ আচরণ করিতে হইবে। ভিতরে যাহা বাহিরে তাহা নহে, এই কপটতা। ভিতরে মন্দ, অথচ বাহিরে আপনাকে ভাল বলিয়া প্রকাশ করা দূষণীয় কপটতা; কিন্তু ভিতরে ভাল বাহিরে লোককে তাহা জানিতে না দেওয়া যদি কপটতা হয় তাহা প্রার্থনীয়। লোকে জানুক আমার কত দূর দীনতা, এবং কত দূর বৈরাগ্য হইয়াছে, এই ভাবে কায নাই। কষ্ট যদি লইতে হয় অন্ধকারের ভিতরে গিয়া প্রবেশ কর। ভিতরে ভিতরে বৈরাগ্যের চাপ যাহাতে অনুভূত হয় এমন উপায় কর। বাহিরের লোকদের দেখাইবার আবশ্যক নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক না হইয়া আন্তরিক হওয়া এই জন্য আবশ্যক যে, তাহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবে না। অনেকে বাহিরের লক্ষণ দ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য বুঝিতে না পারিয়া, অনধিকার চর্চ্চা করে। বৈরাগ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহারা অনেক অসার কল্পনা এবং কুতর্ক করে। অতএব এ সকল গভীর বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহা গভীর, যাহা নিগূঢ়, সকল শাস্ত্রেই তাহা গুপ্ত। যত দূর সম্ভব বৈরাগ্য গোপনীয়। অতএব বৈরাগ্য দেখাইবার জন্য সাহসী হইবে না। যিনি দেখাইবেন, তাঁহার অহঙ্কার, এবং যাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে। যদি ভিতরে দীনতা থাকে বাহিরে অন্ততঃ এমন পরিচ্ছেদ পরিধান করিবে যে তত দীনতা প্রকাশ হইবে না। যদি

মনের ভিতর শুষ্কতা হয় বাহিরে তৈল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে, ভিতরে যদি অপমানিত এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত হও, বাহিরে অম্লান ভাব, এবং ভদ্রতা বসনে তাহা আচ্ছাদন করিবে। ধনীদের ন্যায়ও হইবে না, অত্যন্ত দরিদ্রদিগের ন্যায়ও হইবে না। শুধু তাহাও নহে, আরও একটী নিয়ম রাখিতে হইবে। যদি উপবাস কর সমস্ত দিনের মধ্যে কিছু আহার করিবে, তাহা হইলে অহঙ্কার হইবে না। অত্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব ভাল বস্ত্র পরিবে। অবলুণ্ঠিত হইলে অহঙ্কার হইতে পারে, অতএব বাহ্যিক কিছু করিবে না, মনেতে অবলুণ্ঠিত হইবে। বৈরাগ্যের দিকে কিছুমাত্র অহঙ্কার রাখিবে না। ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত বৈরাগ্য, দীনতা, ভিখারীর ব্রত, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান। বাহিরের লোক বৈরাগী বলিবে; কিন্তু কষ্টগ্রাহী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা করিতে পারিবে না। বরং এই বলিয়া নিন্দা করিবে, এই ব্যক্তি তত দূর বৈরাগী হইতে পারে নাই। লোকে জানিবে না; কিন্তু তোমার মনের ভিতর ষোল আনা বৈরাগ্য দীনতা, মস্তক মুণ্ডন, কপিন, দণ্ড এ সকলই চাই। তুমি নিজে জানিবে, আমার এ সকলই হইয়াছে। লোকের নিন্দা তোমাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবে, লোকের প্রশংসা তোমার ধর্ম্ম বিকৃত করিবে। লোকে জানিতে পারিল না অথচ ভিতরে বৈরাগী ইহা প্রার্থনীয়। জলের বাঁধ জল হয় না, স্থূল হয়, পাথর হয়। দীনতা দীনতাকে রক্ষা করিতে পারে না। দীনতার প্রাচীর অদীনতা। দুঃখের প্রাচীর সুখ। কপিন পরিয়া আছে যে আত্মা তাহাকে রক্ষা করিবে ভদ্র বস্ত্র পরিয়া আছে যে শরীর। অতএব তোমার বৈরাগ্যের আদর্শ অতি কঠিন। দুই বিরুদ্ধ ভাবকে একাধারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কঠিন। বাহিরে ভদ্র বসন, ভদ্র ভাব, সন্তোষের অবস্থা রক্ষা করিবে। বাহ্যিক বিলাস কি উল্লাসের কথা বলিতেছি না। বাহিরে দীনতা না দেখাইলেই লোকের প্রশংসা অস্ত্র আর ভিতরের ধর্ম্ম ছেদন করিতে পারিবে না এই নিগূঢ় কথা মনে ধারণ করিবে।

সম্বাদ।

১লা বৈশাখ হাজারীবাগ ব্রাহ্মসমাজের দশম সাংবৎরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। প্রাতঃকালের বক্তৃতাটী অতীব উৎসাহকর হইয়াছিল। অপরাহ্লে পঁচাত্র জন দুঃখীকে এক একটী পিতলের ঘটী ও তণ্ডুল এবং দুই শত জনকে কেবল তণ্ডুল দেওয়া হয়। এই সমাজের অন্তর্গত একটী দাতব্য বিভাগ আছে তাহা হইতে নিয়মিতরূপে দরিদ্রগণ কিছু কিছু

...গের ব্রাহ্মগণ যেরূপ উৎসাহের সহিত প্রতিবৎসর উৎসব করেন তদনুরূপ ভক্তি অনুরাগের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের উৎকর্ষ সাধন করুন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

বিগত ১৫ই বৈশাখ অপরাহ্লে "আলবার্ট হল" খোলা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং উদার। এখানে সময়ে সময়ে সকল শ্রেণীর ভদ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার করিবেন। বিশেষতঃ এ দেশীয়দিগের সহিত ইংরাজ রাজ পুরুষদিগের যাহাতে প্রণয় বন্ধন হয় তজ্জন্য এখানে সভা হইবে। আর একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে তাহাতে দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি ও অন্যান্য গ্রন্থ সকল থাকিবে। পূর্ব্বেকার প্রেসিডেন্সী কলেজ এক্ষণকার কলিকাতা স্কুল গৃহটী এই জন্য ক্রয় করা হইবে। বঙ্গদেশীয় শাসনকর্ত্তা মান্যবর শ্রীযুক্ত টেম্পল্ সাহেব স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়া এই মহৎকার্য্যটী সম্পন্ন করিলেন। তিনি গত কল্য ইহা রীতিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাধারণ ভদ্র লোকদিগকে বন্ধু ভাবে একত্রিত করিবার জন্য যেমন "আলবার্ট হল" হইল, ব্রাহ্মদিগের জন্য এই রূপ কোন একটী অনুষ্ঠান হইলে ভাল হয়।

২১ চৈত্র গয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানেও গরিবদিগকে নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল।

বিগত ১৩ই সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত টেম্পল্ সাহেব হগ্ সাহেবের সহিত আমাদের ব্রহ্মমন্দির দেখিতে আসিয়াছিলেন। তৎকালে মন্দিরে কেহ না থাকা প্রযুক্ত নিজেই তাঁহারা দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন এবং বেদী বেঞ্চ ইত্যাদি দেখিয়া যান। ব্রাহ্মদিগের প্রতি ইঁহার বাস্তবিকই কিছু স্নেহদৃষ্টি আছে।

আমরা হিন্দু হইয়া যাইতেছি এই কথা অনেকে বলিতেছেন। কিন্তু সাধারণে আমাদিগকে যে ভাবে হিন্দু হওয়ার কথা বলেন তাহা আমরা বহু দিন পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছি। কোন নীচ অভিসন্ধি সাধনের জন্য যাহারা হিন্দুসমাজের শরণাপন্ন হয় তাহাদিগকে আমরা নিরপরাধী মনে করি না। আমরা ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে যেমন খৃষ্টীয়ান বৈষ্ণব ইত্যাদি শব্দে আখ্যাত হইয়াছিলাম বর্ত্তমান সময়ে সেই ভাবে হিন্দু হইয়াছি। কিন্তু আমরা ইহার কিছুই নহি, অথচ সকলই।

প্রেরিত।

সবিনয় নিবেদন।

মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত মত্তগ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ অনেক দিন হইল নানা স্থান হইতে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। নানা কারণে গৃহটী এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই, এবং কত দিনে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। যদি একান্তই আমাদের আশা সফল না হয়, কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া টাকাগুলি অন্য কোন সৎকার্য্যে দেওয়া যাইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৩ বৈশাখ শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
৯ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বল ঐ ৩৷৹

স্তোত্র।

হে প্রশান্তাত্মা গম্ভীর পুরুষ! এই তুমি আমার চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দময় রূপে বিরাজ করিতেছ, আমি কৃতাঞ্জলি পুটে অবনত মস্তকে তোমাকে প্রণিপাত করি। অহো! কি অনির্ব্বচনীয় সুধাময় তোমার প্রকাশ, নিমেষের মধ্যে তোমার ঐ জ্বলন্ত সত্তায় সমুদয় আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। যে তুমি ভক্তজনপ্রিয় যোগীহৃদয় বিহারী হইয়া স্বর্গধামে সদাকাল অবস্থিতি কর, যাঁহার উদ্দেশে পৃথিবীস্থ নরনারীগণ ব্যাকুল মনে ভক্তি সহকারে অভিবাদন করিতেছে, এবং যিনি বিশ্বজনবন্দনীয় বিধাতা হইয়া সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষা করিতেছেন, সেই তুমি আমার নিকটে; আমি দীন দুঃখী মন্দমতি, কি বলিয়া তোমাকে সম্মাননা করিব জানি না, কেবল ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি। ধন্য হে দেব! তোমার মহিমা অতি অদ্ভুত। তোমার ঐ পাপদগ্ধকারী উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রতি আমি কেমন করিয়া চাহিয়া থাকিব? ত্বদীয় প্রসন্ন বদন বিনিঃসৃত সুধাসিক্ত আশাবাক্য পাপভারাক্রান্ত শ্রান্ত পথিকদিগকে সর্ব্বদা আহ্বান করিতেছে, কিন্তু আমার সঙ্কীর্ণ হৃদয় তাহাও ধারণ করিতে পারে না। যে দয়াতে তুমি ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছ তাহার এক বিন্দু আমার পক্ষে সিন্ধুপ্রায়। তোমার ঐ পুণ্যের প্রখর আলোক স্থির নয়নে দর্শন করিতে পারে এমন ক্ষমতাই বা কাহার আছে? এক নিমেষ কাল তোমার মহিমান্বিত রাজ সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া যাই। তোমার যে গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া কবির কবিত্ব শক্তি পরাস্ত হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানী আপনার সামান্য জ্ঞানজালে জড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, যে অনন্ত গুণরাশি মহা সাগরের ন্যায়, তাহার সহিত একত্রে তোমাকে কে ধারণ করিবে? আমি তোমার নির্গুণ সত্তা মাত্র ধ্যান করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়ি। যে তোমাকে দেখিতে পায় না সে তোমার নিকট বার বার আশা যাওয়া করিতে পারে, কিন্তু যে একবার তোমাকে দেখিয়াছে, তোমার প্রেম নয়নের সঙ্গে যাহার নয়ন একবার সম্মিলিত হইয়াছে সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। হে জীবনবল্লভ! তুমি আছ, আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। আমি তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদ গুণ সৌন্দর্য্য দেখিব এমন আশা করিতে পারি না, "তুমি আছ" এইমাত্র বিশ্বাস করিয়া পূর্ণকাম হইব।

পাপ এবং অবিশ্বাস।

বিশ্বাস এবং পুণ্য যেমন পরস্পরকে পোষণ করে, পাপ এবং অবিশ্বাস তেমনি পরস্পর কর্ত্তৃক পরিপোষিত হয়। পুণ্য অতি কোমল পদার্থ, চরিত্রের সামান্য দোষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। বহু দিনের স্বাস্থ্য যেরূপ এক দিনের অত্যাচারে ভঙ্গ হইয়া উৎকট পীড়া উৎপাদন করে, তেমনি বহু বৎসরের উপার্জ্জিত পুণ্যরাশি এক নিমেষের মধ্যে পাপে পরিণত হইয়া যায়। অবিশ্বাস পাপকে বৃদ্ধি করে, আবার পাপাচরণ দ্বারা দিন দিন বিশ্বাসের মূল ক্ষীণ হইতে থাকে, অবশেষে উহা সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়। পাপ দুরাচারে জীবনকে অপবিত্র করিব অথচ বিশ্বাস অটল সুদৃঢ় থাকিবে ইহা কখন সম্ভব নহে। জ্ঞাতসারে যিনি পুনঃ পুনঃ গর্হিত কার্য্য করেন তিনি অজ্ঞাতসারে নাস্তিকতা অবিশ্বাসের রাজ্যে আসিয়া উপনীত হন। প্রথমে ইন্দ্রিয়াসক্তি বশতঃ লোভে পড়িয়া লোকে দুষ্কর্ম্ম করে, শেষে বলে যে আমার অমুক অমুক বিষয়ে বিশ্বাস নাই। অধিকাংশ অবিশ্বাস সংশয়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবে, জঘন্য পাপানুষ্ঠান তাহার মূল। যদিও বিশ্বাস এবং চরিত্র স্বতন্ত্র বস্তু, বিশ্বাস্য বিষয়ের অস্তিত্ব চরিত্রের শুদ্ধাশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে না, আমি যদি কালক্রমে মহা পাষণ্ড হইয়া যাই তাহাতে ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা মহিমা শক্তি কখন বিলুপ্ত হইবে না, কিন্তু পাপাত্মার পক্ষে সে সমস্ত থাকা না থাকা উভয়ই সমান; অথবা তাহাকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মাত্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু কুকর্ম্মশীল মানবের হৃদয়ে তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। যাঁহারা বলেন এই এই বিষয়ে আমাদের আর বিশ্বাস নাই, এক্ষণে ইহাদিগকে অযৌক্তিক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, সুতরাং আমরা উপাসনা ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের অবিশ্বাস কি দিব্যজ্ঞান প্রসূত? চরিত্র দোষ কিম্বা স্বার্থহানির আশঙ্কা হইতে সমুৎপন্ন নহে ইহা কি বলিতে পারেন? যে সকল পতিত ব্রাহ্ম এক্ষণে নাস্তিকের ন্যায় তর্ক করেন, আমরা জানি ইহাঁদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়া অথবা নীচ স্বার্থের বশীভূত হইয়া অবিশ্বাসী হইয়াছেন। ইহাঁরা একেবারেই যে হঠাৎ বিশ্বাসহীন ধর্ম্মদ্রোহী হন তাহা নহে, স্বার্থানুরোধে অন্যায়কে ন্যায়রূপে প্রতিপন্ন করত অতি ঘৃণিত পাপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শেষ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান যুক্তির অনুরোধে, সুতরাং সত্যের অনুরোধে আমরা অবিশ্বাসী হইয়াছি এই রূপ বলেন। কিন্তু যে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে সে যদি জানিয়া শুনিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করে তবে বিশ্বাসের স্বর্গীয় বল সে অনুভব করিতে পারিবে না। মুখে আপনাকে সত্যানুরাগী বিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করিলেও তাহার অন্তর শূন্য হইয়া যাইবেই যাইবে। বিশ্বাস আমাদের ইহ পর কালের সম্বল, অতি মূল্যবান্ সামগ্রী; কিন্তু ইহা আবার তেমনি কোমল, অত্যল্প আঘাতে বিনষ্ট হইয়া যায়; পাপের নাম গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বিশ্বাসের যে নিত্য শান্তি আনন্দ তাহা জ্ঞানপাপীর হৃদয়ে কদাপি উপলব্ধি হইবার নহে। অবিশ্বাস পাপের এক প্রধান দণ্ড, অস্থির চিত্ত সংশয়াত্মার ন্যায় চিরঃদুখী শান্তিহীন জীব জগতে দ্বিতীয় নাই। পাপ প্রযুক্ত বিশ্বাসের সুখ সে ভোগ করিতে পারে না। আমাদের যদি বিশ্বাসী ভক্তের আরাম ও নিরাপদ শান্তি সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে তবে জ্ঞানপূর্ব্বক যেন আমরা কোন পাপ অসত্য আচরণ না করি। ইহা জানা উচিত

যে পৃথিবীর বিচারআদর্শ যেমন উদার, আমরা মিথ্যা অন্যায় ব্যবহার করিয়াও যেমন এখানে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, বিশ্বাসরাজ্যের বিচার তেমন শিথিল নহে। বিশ্বাস বলে, যদি পাপের সুখ ভোগ করিতে চাও তবে আর আমার নিকট আসিও না, এই বলিয়া সে অল্পে অল্পে অন্তর্দ্ধান হয়। পরে তুমি মুণ্ড পাত করিলেও আর সে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে না। তখন তোমার অবিশ্বাস কাল সর্পের ন্যায় তোমাকে দংশন করিবে। অতএব আদরপূর্ব্বক পবিত্র নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাসকে সকলে হৃদয়ে স্থান দান কর; ইহা ভিন্ন সঙ্গের সম্বল অন্য কিছু নাই। পবিত্রতা প্রেম কৃতজ্ঞতা বিনয় ভক্তি দ্বারা বিশ্বাসকে সর্ব্বদা পোষণ কর, অনন্ত কাল ইহার শীতল ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে এবং ইহার অমৃত ফল ভোগ করিবে।

ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা।

একাধারে সমস্ত গুণ থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে এক একটী বিশেষ গুণ অবস্থিতি করে, ইহা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য; সুতরাং ইহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে বিশেষতঃ সুসভ্য ধর্ম্মসমাজে এই সত্যটী স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী বিদ্যানুরাগী তাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগকে দেববৎ পূজা করেন, বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ কবিকুল চূড়ামণিদিগের নামে স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের পবিত্রাত্মা মহাপুরুষদিগকে ইহাঁরা গণনার মধ্যে আনিতে চাহেন না। জ্ঞান ভাণ্ডারের একটী প্রধান প্রকোষ্ঠ যে ধর্ম্মরত্নে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, অনুদার জ্ঞানিগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। যাহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা জ্ঞান বুদ্ধি পারদর্শিতা আছে তত্তৎবিষয়ের জন্য তাহাকে প্রত্যেকে মান্য করে, তাহার নিকট পরামর্শ লয়, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহ গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছু মাত্র লজ্জিত হয় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকীল, শিল্পী, চিত্রকর, রাজনীতিজ্ঞ যাহার যে ব্যবসায় তন্নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। এমন কি এক জন অজ্ঞ অশিক্ষিত কৃষককেও কৃষিবিদ্যায় পণ্ডিত জানিয়া এক জন ভদ্র লোক তাহার নিকট কৃষিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। এ জন্য কেহ আপনাকে অবমানিত মনে করে না, যেহেতু জনসমাজের নিয়মই এই যে এক এক জন একটী বিষয়ে গুরু হইয়া অন্যকে শিক্ষা দান করিবে। অমুক ব্যক্তি অমুক বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছে, বহু দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এ জন্য ইহার অনুরাগ অধ্যবসায় যথেষ্ট আছে, অতএব এ সম্বন্ধে এই ব্যক্তি গুরু শিক্ষক উপদেষ্টা তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এই বলিয়া বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষমতা সকলে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদিগকে এই বিশেষ ক্ষমতা টুকু এক্ষণকার লোকেরা সহজে দিতে চাহে না। ধীরবুদ্ধি গভীরাত্মা সাধুগণ যাহা বলেন এবং যাহা করেন প্রখরবুদ্ধি জ্ঞানিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, অথচ তাঁহাদের কার্য্য এবং উপদেশ ইহাঁরা অযৌক্তিক কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। যিনি চিরকাল অর্থী প্রত্যর্থীর সঙ্গে বিচারালয়ে বসিয়া রাজবিধির সমালোচনায় জীবন কর্ত্তন করিলেন, অথবা যিনি কেবল জড়রাজ্যে জড়ীয় গুণের অনুসন্ধানে কিম্বা শিল্প বাণিজ্য রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটী সংজ্ঞার অর্থও অবগত নহেন, ধর্ম্মতত্ত্বদর্শীর কথা বার্ত্তা আচার ব্যবাহার তিনি কিরূপে বুঝিবেন?

এক ব্যক্তি বিশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমার্থতত্ত্ব পাঠ করিল, সরল চিত্তে প্রাণপণ যত্নে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ চিত্তসংযম ধ্যান যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সাধন করিল, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দিবানিশি তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছে, একমাত্র কার্য্যই যাহার ধর্ম্ম হইয়া রহিয়াছে, তুমি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ব্যবসায়ী মনুষ্য হইয়া কিরূপে তাহার কথার অর্থ ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইবে? ডাক্তার যখন ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করে তখন কেন তুমি একটী বাক্য ব্যয় করিতে সাহস কর না? তুমি যে বিষয় জান না যাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর নাই, তৎসম্বন্ধে তোমার মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। ধর্ম্মরাজ্যের জ্ঞান কি এতই অনায়াস লভ্য সহজসাধ্য সর্ব্বজনবিদিত মনে কর? যদি নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় হও তবে যাহার যে বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহার প্রতি মস্তক অবনত কর। মাননীয় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে সম্মান করিলে নিজের সম্মান রক্ষিত হয়। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা বিনা আপত্তিতে প্রদান করা ন্যায়শাস্ত্রের আদেশ। ধর্ম্মরাজ্যের জ্ঞানী মহাপুরুষদিগের ঈশ্বরদত্ত অধিকার অস্বীকার করিলে ন্যায় ও সত্যেরই অবমাননা করা হয়, তাঁহাদিগের নিজের ইহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

ভক্তিযোগ।

পুরানাদির সময় হইতেই ভক্তিযোগের আরম্ভ হয়। সুতরাং জ্ঞানযোগের পূর্ব্বে আর বড় ভক্তির চর্চ্চা হয় নাই। এজন্য পুরাতন গ্রন্থে কেবল জ্ঞানযোগের বিষয়ই লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্তি রসাত্মক ভাব তত দৃষ্ট হয় না। তবে একেবারে যে নাই তাহাও বলা যায় না। এ দিকে মানব প্রকৃতির ধর্ম্মোন্নতির নিয়মানুসারেও দেখা যায় যে জ্ঞান প্রগাঢ় না হইলে ভক্তির উদয় হয় না অতএব ভক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইলে ইদানীন্তন গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শন কার কপিল প্রথমেই স্বীয় জননীকে ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়া যান। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ হইতে তাঁহার মাতার প্রতি উপদেশের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

চেতঃখল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনোমতং।
গুণেষুশক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥
ভাগবত।

জীবের চিত্তই বন্ধের নিমিত্ত হয়, আবার তাহাই মুক্তির জন্য হইয়া থাকে। যখন সেই চিত্ত সত্ত্বাদি গুণে আসক্ত হয় তখনই মায়াবদ্ধ হয়, আবার সেই চিত্ত যখন পরম পুরুষে অনুরক্ত হয়, তখনই ইহা মুক্তি লাভ করে।

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তি যুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসং॥
ভাগবত।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তি সহকারে আত্মা সেই নির্লিপ্ত পুরুষকে দর্শন করে।

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং যোগসিদ্ধয়ে॥
ভাগবত।

সর্ব্বান্তারাত্মা ভগবানে ভক্তি অর্পণ ব্যতীত যোগিদিগের যোগসিদ্ধির নিমিত্ত আর অন্য মঙ্গল জনক পন্থা নাই।

ভক্তির লক্ষণ।

সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তি রুচ্যতে॥
নারদপঞ্চরাত্র।

সকল প্রকার উপাধিবিহীন ইন্দ্রিয়ব্যাপার বিবর্জ্জিত ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি জনিত যে নির্ম্মল অনুরাগ তাহাকে ভক্তি বলা যায়। অর্থাৎ যাহা কোন রূপ বাহ্য অনুষ্ঠান বা সাধন দ্বারা উত্থিত না হইয়া কেবল স্বভাবতঃ পবিত্র আসক্তি হইতে যে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহাই প্রকৃত ভক্তি। এই ভক্তি দ্বিবিধ। আহৈতুকী ও সাধনা।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
ভাগবত।

পরমেশ্বরে সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যে অনিমিত্ত ভক্তি তাহা আহৈতুকী ভক্তিযোগের লক্ষণ জানিবে। ফলতঃ ভক্তি স্বাভাবিকী এবং অনিমিত্তা। কিন্তু অন্তরে ভক্তি না থাকিলেও মনুষ্য সাধন করিয়া ভক্তি সঞ্চয় করিতে পারেন। সাধন ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তি সাধন দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। যথা

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥
ভাগবত।

পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার পাদসেবা, পূজা, গুণানুবাদ, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্ম

নিবেদন এই, নব লক্ষণাক্রান্ত ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। অর্থাৎ উপরোক্ত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিলে হৃদয়ে নির্ম্মল ভক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু এই সাধনা দ্বারা ভক্তি উপার্জ্জন করিতে হইলে অন্তরের তদ্বিরোধী ব্যাঘাত দূর করা বিধেয়।

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যতদিন হৃদয়ে স্বর্গসুখাদি ও নির্ব্বাণ মুক্তি বাসনারূপ পিশাচী রাজত্ব করিবে তদবধি ভক্তিসুখ উদয় হয় না। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে স্বর্গাদি সুখভোগের বাসনা থাকিলে ভক্তির উদয় হয় না, কিম্বা ঈশ্বরের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান থাকিলে ভক্তি অঙ্কুরিত হয় না। ভক্তির পক্ষে দ্বৈতভাব প্রয়োজনীয়। কারণ সেব্য সেবক সম্বন্ধই ভক্তির প্রধান লক্ষণ।

সা ভক্তি পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্য প্রদা চ যা।
নারদপঞ্চরাত্র।

যে ভক্তি ঈশ্বরের দাস্য প্রদান করে, সেই বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট ভক্তি।

তদেব দাস্যং শস্তং যৎ সাক্ষাচ্চরণসবনং।
নিত্যং গোলোকবাসঞ্চ পুরতস্তবনং হরেঃ॥
নারদপঞ্চরাত্র।

যে ভক্তিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের চরন সেবা করা যায়, সেই দাস্য ভক্তিই প্রশস্ত, এবং যে ভক্তির অনুসরন করিয়া পরমেশ্বরের সমক্ষে স্তব করা নিত্য স্বর্গে বাস বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই প্রকৃত ভাব।

শশ্বন্নিমেষহিতং তৎপাদপদ্ম দর্শনং।
শশ্বত্তস্যার্দ্ধ মালাপসেবাকর্ম্মনিয়োজনং॥
তেন সার্দ্ধমবিচ্ছেদস্থানং পরমশোভনং।
ভক্তানাং বাঞ্ছিতং বস্তু সারমুলং শ্রুতৌ শ্রুতং॥
নারদপঞ্চরাত্র।

নিত্য অনিমেষনয়নে ঈশ্বরের পাদপপদ্ম দর্শন, নিত্য তাঁহার প্রেমালাপ, ও সেবা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা এবং তাঁহার সহবাসে অবিচ্ছেদে অবস্থিতি করা এই সকল ভক্তদিগের বাঞ্ছিত পরম রমণীয় সারভূতবস্তু, শ্রুতিতে এই বিষয় কথিত হইয়াছে।

ভক্তিতে যাহা লাভ করা যায়, তাহা অতি দুর্লভ পদার্থ। নিরন্তর কেবল তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন করা চাই, সেই দর্শনে হৃদয় নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। আর ভক্ত হৃদয় দিবানিশি কেবল তাঁহার প্রেম প্রসঙ্গেই মুগ্ধ থাকে। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সেবাই জীবনের সর্ব্বস্ব হয়, এবং তাঁহার সহবাসের মধ্যে আত্মা নিয়ত ডুবিয়া থাকে। এই ভক্তির প্রকাশ পঞ্চবিধ প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য সখ্য ও মাধুর্য্য। ফলতঃ হৃদয়ের এক নির্ম্মল প্রেম হইতেই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব উত্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ এক প্রেমই অবস্থা ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধের প্রতীতি অনুসারে বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। যখন সর্ব্বব্যাপী অনন্ত নিরাকার শুদ্ধচিৎ স্বরূপের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, তখন তাহাকে শান্ত ভাব বলে এবং যখন তাঁহাকে প্রভু ও আপনাকে সেবক বলিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক হৃদয় তাঁহার ক্রীতদাস হয়, তখন সেই প্রেমকে দাস্য ভাব বলা যাইতে পারে। বাৎসল্য সখ্য মাধুর্য্যও এইরূপ।

তদ্ভিঃ ভক্তেঃ পরং প্রেম তৃপ্ত্যভাব স্বভাবকং।
অবান্তর ফলে ষোত দতিহেয়ং সতাং মতং॥
ভাগবতামৃত।

ভক্তির পরম ফল প্রেম, সেই প্রেমের স্বভাব এই যে তাহার কখন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হৃদয়ে যত প্রেম হয় ততই অধিকতর প্রেম লাভের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। শুষ্ক জ্ঞান ইহার নিকট অতিহেয় এই সাধুদিগের মত। কিন্তু এই প্রেম কি রূপে হইতে পারে তাহাও জানা আবশ্যক।

তৎ কর্ম্ম জ্ঞানযোগাদি সাধনং দুরতঃ স্থিতং।
সর্ব্বত্র নৈরপেক্ষণ ভূষিতং দৈন্য মুলকং॥
ভাগবতামৃত।

অতএব কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ ও সাধনাদ্বারা নির্ম্মল প্রেম লাভ করা যায় না। প্রেম সর্ব্বত্র নিরক্ষেপ, কেবল দীনতা ইহার মুল।

প্রকৃত পক্ষে দীন না হইতে পারিলে, সকলের পদানত দাস না হইলে হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে না। প্রেমিক চৈতন্য দেব এই কারণেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দীন ভাবে কাতর হৃদয়ে সকলের নিকট দাস্য মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

যেনাসাধারণোঽশক্তোঽধমোবুদ্ধিঃ সদাত্মনি।
সর্ব্বোৎকর্ষান্বিতেঽপিস্যাদ্বুধৈস্তদ্দৈন্যমীর্য্যতে।
ভাগবতামৃত।

সর্ব্বপ্রকার গুণান্বিতহইয়াও যিনি মনে করেন আমি কিছুই করিতে সমর্থ নহি, আমি নিতান্ত অধম, আমা অপেক্ষা জগতে অপকৃষ্ট আর কেহই নাই; ঈদৃশ জ্ঞানকেই দীনতা বলা যায়। এই দীনতা অধিকতর রূপে জন্মিলে অন্তরে ঈশ্বরের কৃপাবারি প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়। এই দীনতা হইতেই ব্যাকুলতা জন্মে, সেই ব্যাকুলতা হইতে প্রেমের সঞ্চার হয়। যখন অন্তরে ঐ প্রেম বদ্ধ মুল হয়, তখন ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়। তখন মন ঈশ্বর ব্যতীত আর স্থির থাকিতে পারে না।

নাপি তত্র সহস্তেতে বিলম্বং ক্ষণমাত্রকং।
ভগবানপি তান্ হাতং মনাগপি ন শক্নুয়াৎ॥
ভাগবতামৃত।

প্রেমিকগণ ক্ষণমাত্র ঈশ্বরের বিরহ সহ্য করিতে পারেন

না। ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া থাকেন না।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং।

গীতা।

যে ভক্তবৃন্দ আমাকে ভজনা করে তাহারা আমার মধ্যে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করি।

ভক্তির প্রগাঢ়তা হইলে অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ প্রভৃতি বাহ্য লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন হৃদয় সর্ব্বদা তাঁহাতে উন্মত্ত থাকে। প্রেমিকের সদাই প্রমত্ত অবস্থা।

কৃচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কৃচি
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্য জং।
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্যনির্বৃতাঃ॥

তখন ভক্তগণ সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের চিন্তাতে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান করেন। কখন স্তব্ধ হইয়া আনন্দ ভোগ করেন। তৎকালে প্রেমময় পরমেশ্বর ভক্তকে এই কথা বলিয়া কৃতার্থ করেন।

ময্যেব মন আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ।

গীতা।

আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, আমাতেই বাস কর, এ বিষয়ে আর সংশয় কি।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

গীতা।

তাহাদের মধ্যে যিনি নিত্যযোগী জ্ঞানী এবং ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ, সে আমার প্রিয় ও আমি তাহার প্রিয়। এখানে যোগ ভক্তির সম্মিলন।

ক্রমশঃ।

রাজর্ষি জনকের প্রত্যাদেশ শ্রবণ।

মিথিলাধিপতি জনক সাধু জীবনের ভূষণ স্বরূপ। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, বিষয়ী হইয়াও যোগী, এবং রাজা হইয়াও দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাতে সংসার ও ধর্ম্ম সম্মিলিত; গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম একত্র সন্নিবেশিত এবং সদনুষ্ঠান ও যোগ সমাধির একত্র সমাবেশ ছিল। তিনি যেমন বল বীর্য্যশালী তদ্রূপ বিনয়ীও ছিলেন। তিনি নিরাপদে রাজ্য সাশন করিতেন। জনক সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে অকাতরে সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। তিনি নিতান্ত উদার-চিত্ত ও পরম যোগী ছিলেন বলিয়া ঋষিগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকটেই সচরাচর আসিতেন। তৎকালে তাঁহার পবিত্র জীবন কুসুমের সৌরভ চতুর্দ্দিকে এতাদৃশ বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাহার আকর্ষণে সকল সাধকেই আকৃষ্ট হইতেন। উদারতা গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য বহুদর্শন ও মানব প্রকৃতির অভিজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার ছিল। তিনি নিরতিশয় দাতা ছিলেন। জনক বদান্যতার জন্য অর্থিদিগের কল্পবৃক্ষ, সহৃদয়তা ও সহানুভূতির নিমিত্ত সকলের বান্ধব ছিলেন। রাজর্ষি জনক একদা সপরিবারে বসন্ত কালের সুশীতল সুমন্দ বায়ু পরিসেবন করিতে যান। পথিমধ্যে কোকিলের কাকলী ধ্বনি শুনিতে শুনিতে এক পরম রমণীয় উপবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় এক প্রান্তরভাগে স্বীয় অনুচরদিগকে রাখিয়া সুবিমল সুগন্ধ কেশর সম্পৃক্ত বায়ু হিল্লোলে নিতান্ত স্নিগ্ধ হইয়া এক মনোহর নিকুঞ্জে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা মন শান্ত ও মোহিত হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতি দেবীর মনোহর রূপ লাবণ্য দেখিলেই মন প্রমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, ভাবরসে হৃদয় সহজেই মোহিত হইয়া যায়। যিনি প্রকৃতির অন্তরালে বসিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই সেই স্বভাবের মধ্য দিয়া ইঙ্গিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন জনক আকাশ হইতে সুমধুর রবে এই গাথা গীত হইতেছে শুনিতে পাইলেন। শুনিবা মাত্র ক্ষণকাল চকিত ও স্থগিত নেত্রে এ দিক ও দিক চাহিয়া রহিলেন, কোথা হইতে এ শব্দ আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কেবল অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিয়া রহিলেন। ফলতঃ হৃদয়াদ্রকারিণী অতি কোমলা সুন্দরী প্রকৃতিকে দেখিয়া তাঁহার মনে ঈদৃশ ভাবের উদয় হইল। তিনি এই আকাশবাণী শুনিয়া একেবারে নব জীবন লাভ করিলেন।

দ্রষ্টৃদৃর্শ্য সমাযোগাৎ প্রত্যয়ানন্দনিশ্চয়ঃ।
যস্তং স্বমাত্ম তত্ত্বোত্থং নিস্পন্দং সমুপাস্মহে॥

দ্রষ্টা ও তাদৃশ বস্তুর যোগে নিশ্চয় আনন্দ ও প্রত্যয় জন্মে। যে আনন্দ ও সেই স্বীয় আত্মতত্ত্ব যাঁহা হইতে উত্থিত হয়; সেই নিশ্চল পরমাত্মাকে আমি উপাসনা করি।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।
দর্শন প্রথমাভাস মাত্মানং সমুপাস্মহে॥

বাসনা সহকারে দ্রষ্টাদর্শন দৃশ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া দর্শনের প্রথম প্রকাশক সেই পরমাত্মাকে আমি ভজনা করি।

দ্বয়োর্ম্মধ্যে গতং নিত্যমস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ।
প্রকাশনং প্রকাশ্যানা মাত্মানং সমুপাস্মহে॥

সৎ অসৎ এই দুই পক্ষের মধ্য গত এবং সমুদয় বস্তুর প্রকাশক পরমাত্মার উপাসনা করি।

অশিরস্ক হকারান্ত মশেষাকার সংস্থিতং।
অজস্র মুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহ॥

যিনি মস্তকাদি অবয়ব রহিত ও সর্ব্বগত এবং যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্র বার বলিতেছেন সেই পরমাত্মাকে আমি পূজা করি।

সংত্যজ্য হৃদ্‌গৃহেশানং দেবমন্যং প্রয়ান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভঃ॥

যে সকল ব্যক্তি হৃদয়াধিপতি পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা স্বীয় হস্তস্থ কৌস্তুভ মণি পরিত্যাগ করিয়া অন্য রত্ন পাইবার অভিলাষ করে।

সর্ব্বাশাঃ কিল সংত্যজ্য ফল মেতদবাপ্যতে।
যেনাশাবিষবল্লীনাং মূলমালা বিলূয়তে॥

যে ব্যক্তি আশা রূপ বিষলতার মূলোচ্ছেদ করে, সে সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করে।

বুদ্ধাপ্যত্যন্ত বৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্ম্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গর্দ্দভঃ॥

যে পদার্থের পরিণাম বিরস জানিয়াও সেই পদার্থের আবার বার বার চিন্তা করে, সে মনুষ্য নহে, গর্দ্দভ।

উত্থিতানুত্থিতানেতানিন্দ্রিয়াদীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরি র্গিরীন্॥

যেমন ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্ব্বত সকল ছেদন করেন, তদ্রূপ বিবেক দণ্ডের দ্বারা বিষয়ে পুনঃ পুঃ উত্থিত ইন্দ্রিয় দিগকে হনন করিবেক।

উপশম সুখ মাহরেৎ পবিত্রং
শমরসতঃ শমমেতি সাধুচেতা।
প্রশমিত মনসঃ স্বকে স্বরূপে।
ভবতি সুখে স্থিতি রুত্তমা চিরায়।

সাধু চিত্ত ব্যক্তি নির্ম্মল শান্তি সুখ সম্ভোগ করেন। এবং শান্তি রসের দ্বারা অধিকতর শান্তি লাভ করেন। তিনি প্রশান্ত হৃদয়ে সুখ স্বরূপ ব্রহ্মে চিরকাল উৎকৃষ্ট রূপে অবস্থিতি করেন।

ভীরু ব্যক্তি রণ ভেরী শুনিয়া যেরূপ নিতান্ত ভয়াকুল ও দুঃখিত হয়, রাজর্ষি জনকও তদ্রূপ এই আকাশ বাণী শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় বিষণ্ন হইলেন। পরে তিনি স্বীয় পরিবারকে নিজালয়ে প্রেরণ করিয়া গুহাশায়ী সিংহের ন্যায় এক রমণীয় নিভৃত গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় আপনার চঞ্চল অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। হায়! "কি ক্লেশ! প্রস্তরে যেমন প্রস্তর আহত হয়, আমি তদ্রূপ এই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল দুঃখপূর্ণ বিষয় চিন্তাতে ছটফট করিতেছি। অনন্ত কালসাগরের তুলনায় আমার এই জীবন বিন্দু প্রায়; সেই জীবন আমি বৃথা নষ্ট করিলাম? আমি সেই জীবন তুচ্ছ বিষয়ে অর্পণ করিলাম? আমি নিতান্ত হতচেতন আমায় ধিক্। আমার নামই বা কত দিন থাকিবে; এই রাজ্যই বা আমার কত দিন থাকিবে, জীবিত কাল পর্য্যন্ত বৈত নয়? অতএব আমি অল্প জীবী হইয়াও মূঢ় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতেছি? আমায় ধিক্। এই চঞ্চল সংসারে যে বস্তু প্রকৃত সত্য, পরম সুন্দর, মহান্ ও অকৃত্রিম তাহা কিছুই নাই; তবে কিসে আমার চিত্ত মুগ্ধ ও হৃদয় বদ্ধ হইয়া আছে? উপরিস্থ ব্রহ্মাদি দেবগণও তো এক দিন ধরাশায়ী হইবেন; তবে রে মূঢ় মন! পৃথিবীর মান সম্ভ্রম গৌরবে তোমার বিশ্বাস কি? সেই মহৈশ্বর্য্যই বা কোথায় গেল, সেই ভোগ বাসনাই বা কোথায় গেল, সেই পরমাত্মীয় বন্ধুগণই বা কোথায় গেলেন। কেবল তাহাদের নাম মাত্র স্মরণে আছে, অতএব বর্ত্তমান বিষয়ের উপর বিশ্বাস কি? আবার এমন ত্রিভুবন বিজয়ী মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দৈত্য হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি রাজগণই বা কোথায়? একে একে সকলই নিহত হইল, এখন কেবল তাহাদের নাম মাত্র আছে। অতএব বিষয় বিভবের স্থিরতা কি? কত শত রাজা বিনষ্ট হইল, রাজ্য ও ধন উৎসন্ন হইয়া গেল, ব্রহ্মার কত জগৎই বা বিলুপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইল, অতএব এসকলের প্রতি আমার আর বিশ্বাস কি রূপে হইবে? কোটি কোটি ব্রহ্মা নিহত হইলেন, শত সহস্র সৃষ্ট পদার্থও বিলুপ্ত হইল, সহস্র সহস্র প্রাণিপুঞ্জ ধূলির ন্যায় অহরহ চলিয়া গেল। এসকল দেখিয়াও আমার জীবনের প্রতি আর মমতা কি? এই সংসার ও স্ত্রী পুত্রাদি মিথ্যা ভ্রম ও স্বপ্নের ন্যায় আমার প্রতীয়মান হইতেছে; ইহার প্রতি যদি আমি আস্থা প্রকাশ করি তবে আমায় ধিক্। বর্ষের পর বর্ষ, অয়নের পর অয়ন, মাসের পর মাস, পক্ষের পর পক্ষ, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ক্রমাগত চলিয়া গেল, ঋতুগণও পর্য্যায়ক্রমে গতাগতি করিল, যে দিন যায় তাহা আর পুনরায় ফিরিয়া আইসে না; কিন্তু যে দিনে সেই এক অবিনাশী নিত্য বস্তুর দর্শন হয় সেই শুভ দিন আর এহতভাগ্যের অদৃষ্টে আসিল না। যে বস্তু প্রথমে মধ্যে বা পরিশেষে আপাতরম্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপবিত্র, বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ ক্ষণভঙ্গুরতা দোষে দূষিত। জড় বস্তু সকল যেমন ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যায়, ইহ সংসারে মূর্খ লোকেরাও তদ্রূপ উত্তরোত্তর পাপাচরণ ও ক্রূর কার্য্য করিয়া অতি দুঃখের দশা প্রাপ্ত হয়। তাহারা বাল্যে অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ও ক্রীড়ায় প্রমত্ত,যৌবনে ইন্দ্রিয় সুখ সেবায় নিযুক্ত ও বার্দ্ধক্যে পুত্র কলত্রাদির চিন্তনে ব্যস্ত ও কাতর থাকে; তবে কোন্ সময়েই বা তাহারা নিজের হিত সাধন করিতে সমর্থ হইবে? এপৃথিবীতে এক সত্য বস্তুর সত্তাই সার, আর

যাহা রমণীয় তাহা কুৎসিত, যাহা সুখকর তাহা দুঃখের হেতু অতএব আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? যে সম্পদ অতি রমণীয় ও চিত্ত বিনোদক, তাহা যত্নসাধ্য হইলেও মহা বিপদের কারণ বলিতে হইবে, আর যাহা মহা বিপদ তাহা পরম সম্পদের হেতু বলিতে হইবে। এই সংসারে কেবল দুঃখের তরঙ্গই উঠিতেছে, তাহার মধ্যে এই দেহ পতিত হইলে কি প্রকারে সুখ পাওয়া যাইতে পারে। এই সংসার একটী বৃক্ষ স্বরূপ বাসনাদি তাহার ফল পুষ্প শাখা পল্লব এবং চিত্ত তাহার মূল। সংকল্পই মনের ধর্ম্ম অতএব সেই সংকল্প ও বাসনা বিনাশ করিয়া আমি সংসার বৃক্ষকে বিশুষ্ক করিব"।

এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হওয়াতে জনকের দিব্য জ্ঞান উদয় হইল। বহু দিন পরে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, হৃদয় এক অলৌকিক আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। তখন প্রফুল্ল মনে বলিতে লাগিলেন—"আঃ আমি জাগ্রৎ হইলাম, এত দিনের পর আমার ঘোর মোহনিদ্রা চলিয়া গেল। যে মনোচর আমার হৃদয়স্থ পরমধনকে চুরি করিয়াছিল, সে আর কোথায় পলায়ন করিবে, এবার তাহাকে ধরিয়াছি। ঐ দুরাত্মা চোর আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, চিরকাল আমায় জ্বালাতন করিয়াছে। এবার তাহাকে বৈরাগ্য রূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছি। এই বৈরাগ্যোদয়ে বিমল তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহা হইলে অনায়াসে ভবসাগর পার হওয়া যায়। ক্ষেত্রজ্ঞ সাধু ও সিদ্ধগণের দ্বারা আমি সুন্দর রূপে প্রবোধিত হইয়াছি এখন সেই চিদানন্দ বিজ্ঞানময় পরমাত্মার অনুগত হই। আমার এই দেহ মন, আমার এই তাবৎ সুখদ সামগ্রী, আমার বল বীর্য্য এই রূপ অহঙ্কার একেবারে পরিত্যাগ করি, এবং অন্তরে অসত্য বস্তু বল পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া বলবান মনকে নিহত করি তৎপরে শান্তি সুখ প্রাপ্ত হইব, অতএব হে বিবেক তোমায় নমস্কার"।

রাজর্ষি জনক এই রূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণকাল মৌনভাবে স্থির হইয়া রহিলেন। চঞ্চল চিত্ত শান্ত হওয়াতে তাঁহার হৃদয় প্রশান্ত গম্ভীর জলধির ন্যায় নিস্তব্ধ রহিল। তখন তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, পুরাতন জীবনের স্রোতঃ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল, নবজীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল তাঁহার হৃদয়ের সমুদায় কামনা একমাত্র ঈশ্বর স্পৃহায় পর্য্যবসিত হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা যত্ন করিয়া সাধন করিতে হইবে এই পৃথিবীতে আমার এমন উপাদেয় বস্তু আর কি আছে? এখন সেই নিত্য শুদ্ধ চিৎ স্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র কামনার বিষয়।

অতএব আমি অপ্রাপ্ত বস্তুও ইচ্ছা করিব না ও প্রাপ্ত বস্তুও পরিত্যাগ করিব না; আমি কেবল সেই পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করিব, আমার যাহা আছে তাহাই থাকুক। এই-রূপে বৈরাগ্য ও নবজীবন লাভ করিয়া রাজা জনক অনাসক্ত থাকিয়া তাবৎ শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে কি হইবে এবং পূর্ব্বেই বা কি হইয়া গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন না, কেবল উপস্থিত বর্ত্তমান সময়ের জন্যই সহাস্য বদনে সমুদায় কর্ত্তব্য পালন করিতে যত্নবান হইলেন। তখন তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী হইলেন। সর্ব্বদা কেবল যোগেতেই প্রমত্ত থাকিতেন। এবং সংসারের সমুদায় প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও নিস্পৃহ নিশ্চল ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১২ই বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

কল্পনা কি? যেখানে রূপ নাই সেখানে চিন্তা দ্বারা রূপ আরোপ করাকে কল্পনা বলে। সমক্ষে পর্ব্বত নাই, অথচ আমি পর্ব্বত দেখিতেছি, এরূপ মনে করা কল্পনা। বাস্তবিক বস্তু আছে তাহা দেখিলে দর্শন হইল। বস্তু নাই, মানসিক নয়নে অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা বস্তু আছে এই মনে করিয়া সেই বস্তুকে দেখাকে কল্পনা বলে। বল দেখি ব্রাহ্মের ঈশ্বর সম্বন্ধে কল্পনা আছে কি না? কোন স্থানে, কোন অবস্থাতে কি ব্রাহ্মের কল্পনার প্রয়োজন হয়? যে দেবতার মূর্ত্তি নাই, যিনি নিরাকার তাঁহার সম্বন্ধে কি কোন প্রকার কল্পনা হইতে পারে? ব্রাহ্ম কি কবি? কোন পদার্থ নাই, অথচ কতকগুলি কল্পিত পদার্থ সংগ্রহ করিয়া কি ব্রাহ্ম একটী ব্রহ্ম রচনা করেন? যেখানে কিছুই ছিল না, সেই শূন্য আকাশের মধ্যে বাগান, নদ, নদী, পুষ্করিণী ইত্যাদি কল্পনা করা কি ব্রাহ্মের কার্য্য? না। ব্রাহ্মেরা বলেন আমরা সত্যের পূজা করি, যাহা আছে তাহাই দেখি, যাহা নাই তাহা দেখি নাই।" বস্তুতঃ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্ম বলেন তিনি সত্যকেই অন্বেষণ করেন, তাঁহার ধর্ম্মে কল্পনার ভূমি নাই। কিন্তু ব্রাহ্মেরও কল্পনার প্রয়োজন আছে, সেই কল্পনা অন্যবিধ। ব্রাহ্ম! তুমি যদি, যাহা নাই তাহা কল্পনা করিতে যাও মরিবে। তুমি বিশ্বাসচক্ষে পরলোক দেখিতেছ না, অথচ যদি কল্পনা দ্বারা মনে কর, ঠিক যেন ভবনদী পার হইয়া ঈশ্বরের নামের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতে করিতে পরলোক যাইতেছ। তুমি স্বর্গ বিশ্বাস কর না। অথচ যদি কল্পনা দ্বারা একটী সুন্দর স্বর্গ নির্ম্মাণ কর; অথবা তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না, অথচ উপাসনার সময় কল্পনা

দ্বারা মনে করিতেছ, ঠিক যেন সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। এই রূপে যদি কল্পনা দ্বারা পরলোক, স্বর্গ অথবা অতি মনোহর একটী ঈশ্বর নির্ম্মাণ কর, পৌত্তলিক পথে যাইয়া নিশ্চয়ই মরিবে। যে ঈশ্বর তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, প্রকৃতরূপে তাঁহাকে না দেখিয়া, যদি তোমার প্রয়োজন মত আজ তুমি তাঁহার পরিবর্ত্তে একটী হৃদয়ের পুতুল নির্ম্মাণ কর তাহাতে তোমার আত্মার মৃত্যু হইবে। সাবধান! সাবধান! সাবধান! কখনও এরূপ সাহস করিবে না কল্পনা দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর একটী ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিতে প্রলোভন হইলেও কল্পনা করিবে না। বরং শুষ্ক ঈশ্বরের পূজা করিবে তথাপি কল্পনা করিবে না। যেন বলিয়া ঈশ্বর এবং পরলোক সাধন করিবে না। এ সকল গুরুতর বিষয়ে কল্পনা অবৈধ, কল্পনা পাপ, এ সকল কল্পনা মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। কিন্তু কল্পনার প্রয়োজন আছে। সত্যকে দেখিবার জন্য কল্পনার যত দূর আবশ্যক, তত দূর কল্পনা অবলম্বনীয়। যেমন মেঘ জল বর্ষণ করে, ঈশ্বর সেইরূপ প্রেমবর্ষণ করেন, এই স্থলে কল্পনা মন্দ নহে। কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরকে আনন্দসাগর বলিলাম, আর মনে করিলাম আমি তাঁহার শীতল জলে ডুবিয়া আছি। নিরাকার ঈশ্বর শরীর ধারণ না করিয়া, জ্ঞান চৈতন্যরূপে আমার নিকটে আছেন ইহা বলিলে তেমন গম্ভীর, প্রগাঢ়রূপে তাঁহার সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, যেন এক জন মনুষ্যের ন্যায় তিনি আমার নিকটে আছেন এই কথা বলিলে ভাল হয়। তবে মূঢ় মন! মনুষ্যের সত্তাজ্ঞান অপেক্ষা তোমার ঈশ্বরসত্তাজ্ঞান অল্প উজ্জ্বল। প্রাণেশ্বর নিরাকার হইলেনই বা? মনুষ্যের ন্যায় তিনি কাছে আছেন, এইরূপ কল্পনা করিলে শরীর মন স্তম্ভিত হয়। এখানে কল্পনা বন্ধু। আমি একাকী বসিয়া আছি ইহা ঠিক নহে, আমার কাছে এক জন লোক আছেন ইহা ভাবিতে ভাবিতে শরীর স্তম্ভিত হইবে, নয়ন মন পুলকিত হইবে। মানুষ কাছে আসিলে তাঁহাকে সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করি, ঈশ্বর নিকটে দেখা দিবামাত্র সেরূপ করি না কেন? মিলাইয়া দেখিলাম ঈশ্বরের সত্তা নির্ণয় সম্পর্কে সেরূপ হয় না। মানুষ নিকটে আছে বলিলে যেমন নিঃসন্দেহ বিশ্বাস হয়। ঈশ্বর নিকটে আছেন বলিলে তেমন প্রগাঢ় ভাব হয় না। আরও একটী কথা এই, মানুষ উপকার করিলে যেমন তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম হয় নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি তেমন ভাব হয় না। তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছি কোন বন্ধু শীতল জল পান করাইলেন,; অথবা পথে পড়িয়া আছি, রাত্রি হইয়াছে, ঘোর বিপদ উপস্থিত মৃত্যুর সম্ভাবনা, এমন অবস্থায় একটী বন্ধু যিনি সেই পথে চলিতেছিলেন, আমাকে উদ্ধার করিলেন, তখন তাঁহার প্রতি কেবল প্রেমদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিব আর কথা কহিতে পারিব না। মনুষ্যের হাত আছে, জল দিল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিল, সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষরূপে দেখিলাম; কিন্তু ঈশ্বরের হাত নাই, তাঁহার ঘটনাগুলি তেমন প্রত্যক্ষরূপে বুঝিতে পারি না। এখানে কল্পনার প্রয়োজন। ঈশ্বর এক জন পরম বন্ধুর ন্যায় বিবিধ প্রকারে প্রতিদিন আমার উপকার করিতেছেন ইহা বিশ্বাস চক্ষে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে হইবে। যতক্ষণ এইরূপে জীবনের ঘটনাবলীতে ঈশ্বরদর্শন না হয় ততক্ষণ তোমার আমার পক্ষে ব্রহ্মদর্শন কপটতা। ঈশ্বর মানুষের ন্যায় আমাদের উপকার করেন, কল্পনা দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে; কিন্তু সত্যকে দেখিবা মাত্র কল্পনা বিদায় করিয়া দাও। ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় জলপান করাইলেন, চক্ষে চিরকাল নাকি জড় পদার্থ দেখিয়া আসিতেছি অতএব ভাল বুঝিব বলিয়া কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিলাম। কিন্তু যে ঈশ্বর এবং পরলোক কল্পনা করে সে নাস্তিক। তুলনা দ্বারা কল্পনা করাই নিরাপদ। ঈশ্বরের আকার নাই; কিন্তু যদি তিনি মানুষের ন্যায় সাকার হইতেন তাহা হইলে তিনি এখানে আসিয়া আমার কাছে বেদীতে বসিতেন, এবং তোমার কাণে কাণে বলিতেন, কেমন তুমি আমাকে প্রেম দিবেত? কিন্তু তাঁহার শরীর নাই বলিয়া যে তিনি আমাদের কাছে আসেন না, আমাদের সঙ্গে কথা কন না তাহা নহে। এইরূপ মনে করাতে হে ব্রাহ্ম! তোমার মূর্খতা। তুমি মনে করিতেছ ঈশ্বর আজ মন্দিরে আসেন নাই, আজ যেন এখানে বিদ্যমান নাই, যাঁহার শরীর নাই তিনি কেমন করিয়া এখানে আসিবেন, হে মূঢ় ব্রাহ্ম! তোমরা এ সকল অসার কল্পনা ছাড়। সত্য ধর, যেমনি সাকার হইলে তিনি আসিতেন তেমনি নিরাকার হইয়াও তিনি এখানে আসিয়াছেন; যেমন মুখ থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সন্তান! এক সপ্তাহ কেমন সাধন ভজন করিয়াছ।" মুখবিহীন হইয়াও প্রতি রবিবারে তিনি তাঁহার সাধকদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিলেন। যদি ঈশ্বরের হস্ত থাকিত, তাহা আমাদের মস্তকে রাখিয়া তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন; যদি তাঁহার চক্ষু থাকিত তিনি প্রেমদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাইতেন। কল্পনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম কর, যদি ঈশ্বর এমন এমন হইতেন তিনি আমাদের জন্য এই এই করিতেন। তাঁহার হস্ত, চক্ষুরাদি কিছু নাই, কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্নেহময়। এইরূপে সত্য কল্পনা সহায় হইয়া আমাদিগকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাউক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৯শে বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বরকে মূর্ত্তির মধ্যে দর্শন করা, এবং ঈশ্বরকে কার্য্য করিতে দর্শন করা পুরাণশাস্ত্রের মত। কোন্ মূর্ত্তির কেমন আকার প্রকার, কেমন লাবণ্য, এবং কোন্ দেবতা কি কি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, কখন্ কোন্ দুঃখীকে ধনী করিলেন, কোন্ রোগীকে সুস্থ করিলেন, ইত্যাদি পুরাণশাস্ত্র, এ সকল লীলা বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পুরাণ হইতে সূক্ষ্ম পুরাণ হে ব্রাহ্ম! তুমি উদ্ভাবন করিতে পার। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, এবং ঈশ্বর কার্য্য করেন, আমরা এই দুইটীই মানি। এই দুই মতই এক মত। ঈশ্বরকে দেখিতে পাও কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, নিরাকারকে আমরা দেখিতে পাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্রহ্মকে দেখিতে পাও কোথায়? যোগ ধ্যানের সময় অন্তরের অন্তরে, না সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে? বস্তুতঃ এই উভয় স্থলেই ঈশ্বর-দর্শন হয়। এক স্থির শান্ত গম্ভীর ভাব যাহা দেখিয়া যোগীর মন মগ্ন হয়। আর এক, ঈশ্বর ব্যস্ত হইয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া দিতেছেন, এখানে ভক্তের নয়ন তাঁহাকে দেখিয়া পুলকিত হয়। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রে এই দুই প্রকার প্রকাশেরই ব্যাখ্যা হয়। এক হৃদয়ের মধ্যে কর্ম্মবিহীন, নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর দর্শন; আর এক সংসারের কর্ত্তা রূপে ঈশ্বর দর্শন। আমার গৃহে প্রাতঃকালে জল ছিল না, কিন্তু আমার ভৃত্য এখন দুইটী কলস জলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা নাস্তিকের কথা। যিনি বলেন এই জল ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, ভৃত্য কেবল ইহা দ্বারা কলসী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে তিনি মধ্য শ্রেণীর আস্তিক। যিনি যথার্থ যোগী ভক্ত তিনি বলিবেন, ঈশ্বর আমার জন্য স্বয়ং এই দুইটী কলস তাঁহার জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম হও তবে তুমিও পাষণ্ডদিগের ন্যায় বলিবে ঈশ্বর জল সৃজন করেন, কিন্তু বাড়ীতে আনিয়া দেন না। যথার্থ ব্রহ্মভক্ত এই কথায় ব্যথিত হন। তিনি অবিশ্বাসীদিগের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম ব্রহ্ম স্বয়ং আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য এবং আমার শরীর ধৌত করিবার জন্য, স্বহস্তে শীতল জলে এই দুইটী কলসী পূর্ণ করিলেন। তিনি আরও বলেন, যোগাসনে বসিয়া অন্তরের মধ্যে যাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হই, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে দেখি তিনিই পরিশ্রমী কর্ত্তা হইয়া জগদ্বাসীদিগের দুঃখ দূর করিতেছেন। ঈশ্বর অমুক সময়ে, অমুক দেশে এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া আমরা মনোহর গল্প বলিয়া অবিশ্বাস করি। কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে সকল সংসারের কার্য্য করেন তাহা দেখিলে কে পুরাণশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমাদের দেবতা তেমনি গুণবান, তেমনি রূপবান, তেমনি আমাদের উপকার করেন অথচ আকার বিহীন। আমার পুস্তকের প্রয়োজন হইল তিনি আনিয়া দিলেন। আমার ক্ষুধা হইল স্বয়ং তিনি অন্ন রন্ধন করিয়া তাহা আমাকে খাওয়াইবার জন্য আমার নিকটে লইয়া আসিলেন। নাস্তিক এই রূপ বলে, বাল্যকালে জননী স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন, বয়স হইয়াছে পর নিজের হস্তে আহার করি। ভক্ত বলেন, আমার হস্তে আমার নিজের বল নাই। ঈশ্বর তাঁহার শক্তিতে রন্ধন করেন, এবং তাঁহার শক্তিতে আহার করাইয়া দেন। প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বর স্বহস্তে করেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত দিন ঈশ্বর তোমার সংসারে বসিয়া তোমার জন্য যে সকল কার্য্য করেন হে মূর্খ ব্রাহ্ম! যদি ভক্তি চক্ষুতে দেখিতে পাইতে তবে প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিতে। সংসারের একটী সামান্য কার্য্যও যদি ঈশ্বর স্বহস্তে না করেন মনুষ্যের নিশ্চয় মৃত্যু। অথচ মূর্খ ব্রাহ্ম বলে আমিই সকল করি। ব্রাহ্ম! যখন তুমি অন্তরে বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া দুঃখে গ্লানিতে ক্রন্দন কর তখন কে তোমার পরম বন্ধু হইয়া তোমার অশ্রু মোচন করেন? নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার নিরাকার হস্তে তোমার জন্য এত করেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিবে না? তিনিই তোমার সংসারের কর্ত্তা। তিনিই তোমার স্ত্রী পুত্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দেন, রোগের সময় ঔষধ দেন, স্বয়ং চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা করেন, লেখা পড়া শিখাইয়া দেন। তুমি অকর্ত্তা হইয়া দেখ, তিনিই তোমার প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা। ভক্তি চক্ষু খুলিয়া ঘরের ভিতর যাও দেখিবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমার ঘরের সমুদয় কার্য্য করিতেছেন। ঐ তোমার শয্যা আপনার হাত দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, তোমার জন্য অন্ন রন্ধন করিতেছেন, তোমার স্ত্রী পুত্রদিগকে স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন, এই রূপে হৃদয়কে ভক্ত করিলে শরীর পবিত্র হইবে, মন স্নিগ্ধ হইবে। ব্রাহ্ম! এই ভাবে ঈশ্বরকে যোগের সময় দেখ, এবং তাঁহাকে সংসারের কার্য্য করিতে দেখ, তাহা হইলে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয় এবং কৃতার্থ হইতে পারিবে।

হাঁকেঙ্ক।

১। সন্ন্যাসীর বাহ্যবেশ মত্ততার আস্বাদ প্রদান করে না। মত্ততার জন্য সুরাবিক্রেতার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর।

২য়। প্রেমের পথে সয়তানে অনেক কুমন্ত্রণা দেয়, তুমি দৈববাণী শ্রবণের জন্য কর্ণকে সতর্ক রাখিও।

৩। হে প্রাণাধার! আমি অসুস্থ, তুমি একবার আমার নিকটে পদার্পণ কর, তোমার পদার্পণেই আমি আরোগ্য লাভ করিব। তুমি আসিয়া বিশুদ্ধ সুরা পান কর ও আমাকে পান করাও, তাহা হইলে আমার আর দুঃখ থাকিবে না।

৪। যে জন প্রেমেতে জীবিত হইয়াছে, কখন তাহার মৃত্যু হয় না। জগতের পুস্তকে আমার অমরত্ব অঙ্কিত আছে।

৫। হে সন্ন্যাসি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি এই সুরা-সিক্ত পরিচ্ছদ আপনা হইতে পরিধান করি নাই।

৬। যখন তুমি প্রেমিকের কথা শুন, বলিও না উহা অবাস্তবিক। হে বন্ধো! তুমি বাক্যতত্ত্ব-দর্শী নও, তোমার জ্ঞানেতেই ত্রুটি।

৭। ইহলোক পরলোকে আমার মস্তক নত হয় না, আমার মস্তকে প্রেমের গোলযোগ, ঈশ্বর তদ্দ্বারা কল্যাণ করুন।

৮। আমার ভগ্ন হৃদয়ের ভিতরে কে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি চুপ করিয়া থাকি, ভিতরে সে কথা বলে ও গোলমাল করে।

৯। আমার হৃদয়, যবনিকার ভিতর হইতে বাহির হইয়াছে, হে গায়ক! তুমি কোথায়? একবার গান কর, এইক্ষণ গানের সঙ্গে আমার কার্য্য।

১০। জগতের কার্য্যে আমার কখন মনযোগ ছিল না, তোমার মুখ জগৎকে সুন্দর করিল, সেই জন্য আমার দৃষ্টিতে জগৎ এত ভাল।

১১। সমুদায় রাত্রি ভাবকে পরিপক্ক করি, আমার নিদ্রা নাই। গত রাত্রির ভাবের নেশায় মজে আছি, সুরার দোকান কোথায়?

১২। আমার হৃদয়ে অগ্নি নির্ব্বাণ পায় না, সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে, এজন্যই অগ্নির উপাসকেরা আমাকে ভালবাসে।

১৩। প্রেমিক বাদ্যকর কি বাজনাই বাজাইয়াছিল!! আমি বৃদ্ধ হইলাম, কিন্তু এইক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বাদ্যের শব্দে কর্ণ পূর্ণ।

১৪। গত রাত্রিতে তোমার প্রেমের নেশা আমার হৃদয়ে ছিল, তখন আমার নমাজই (উপাসনা) বা কোথায়, দোওয়া (প্রার্থনাই) স্থল কি।

১৫। কল্য আমার অন্তরে তোমার অনুরাগের ধ্বনি হইয়া ছিল, হাফেজের হৃদয় প্রান্তর এইক্ষণও সেই ধ্বনিতে পূর্ণ।

১৬। এস, যখন আশাগৃহের ভিত্তিমূল দৃঢ় নয়, সুরা আনয়ন কর। যেহেতু জীবনের মূল বায়ুতে স্থাপিত।

১৭। এ জগতে আমি সেই ব্যক্তির সাহসের দাস, যিনি জগতের নানা সম্পর্কের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তস্বভাব।

১৮। তোমাকে একটী উপদেশ দিতেছি স্মরণ রাখিও, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিও। এই কথাটী ধর্ম্মগুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, "এই চঞ্চল প্রকৃতি সংসারের নিকটে তুমি প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার আকাঙ্ক্ষা করিও না, যেহেতু এই বৃদ্ধা নারীর সহস্র স্বামী।"

১৯। তোমাকে কি বলিব? কল্য সুরালয়ে যখন আমি মত্ত ও অজ্ঞান ছিলাম, তখন অধ্যাত্ম জগদ্বাসী দেবতা কি আশ্চর্য্য সুসংবাদ সকল দান করিয়াছিলেন;—

২০। "হে স্বর্গলোকনিবাসী উচ্চদর্শী পক্ষীরাজ! এই সংকীর্ণ দুঃখময় ভূমি তোমার উপবেশন স্থান নয়। স্বর্গ-মন্দিরের চূড়া হইতে পক্ষীগণ তোমাকে ডাকিতেছেন, জানি না যে স্থানে জাল বিস্তৃত রহিয়াছে, সে স্থানে তোমার কি প্রয়োজন।"

২১। সংসারের জন্য চিন্তা করিও না, এই উপদেশটী ভুলিওনা, আমি এই সুন্দর কথাটী এক জন পথিকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছি;—"তোমার সম্বন্ধে তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে তুমি সম্মত হও, ললাট হইতে অসন্তোষের চিহ্ন দূর কর। যেহেতু তোমার ও আমার প্রতি কোন কর্তৃত্বের দ্বার মুক্ত হয় নাই।"

২২। পুষ্পের হাস্য অস্থায়ী, উহা প্রেম প্রসন্নতার লক্ষণ নয়। বোল্‌বোল পক্ষী! তুমি রোদন কর, এই আর্ত্তনাদের স্থল।

২৩। হে দুর্ব্বল স্বভাব! তুমি হাফেজের উপর কেন জিগীষা কর? তাহার হৃদয় গৃহীত, তাহার কোমল বাক্য ঈশ্বর প্রদত্ত।

২৪। হে উপদেশক! চলিয়া যাও, আপনার কার্য্য যাইয়া কর, আমার সে মন হাত ছাড়া হইয়াছে; তোমার কি দায় ঠেকিয়াছে?

২৫। যে পর্য্যন্ত তিনি অধরে স্পর্শ করিয়া বাঁশির ন্যায় আমার মধ্যে শব্দ প্রেরণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত সমুদায় জগতের উপদেশ আমার কর্ণে বায়ুর ন্যায় অর্থ শূন্য।

২৬। তোমার গলির ফকির আটটী স্বর্গ পাইতেও ইচ্ছা করে না, তুমি যাহাকে শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়াছ, ইহলোক পরলোকে সে মুক্ত হইয়াছে।

২৭। যদিচ প্রেমমত্ততা আমাকে খারাব করিয়াছে, কিন্তু এই খারাব হওয়াতেই আমার জীবনভূমি আবাদ হইয়াছে।

সম্বাদ।

কয়েক দিন হইল লক্ষ্ণৌ নগরে খৃষ্টান পাদরীগণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করেন। তাহাতে কোন কোন মুসলমান মৌলবী উত্তেজিত হইয়া রাস্তায় সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। পরে উভয় দলে তুমুল বিবাদ হওয়ার উপক্রম দেখিয়া গবর্ণ-

মেণ্ট একস্থানে দুই সম্প্রদায়ের বক্তৃতা হওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মুসলমানগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, সিয়া ও সুন্নি। সিয়ামতাবলম্বিগণ শুদ্ধ পেগাম্বর মহম্মদকে মান্য করে, তাঁহার শিষ্য অনুশিষ্য ও অন্যান্য সাধক ঋষিদিগকে সম্মান করিতে প্রস্তুত নয়, বরং তাঁহাদিগকে গালি দেয় ও নিন্দা করে। এজন্য সিয়া সুন্নিতে ঘোর বিবাদ হয়। কিছু দিন হইল লক্ষ্ণৌ নগরে এক জন সুন্নি ধর্ম্মপুস্তকে কোন দরবেশের (মহর্ষির) বিবরণ পাঠ করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক জন সিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই দরবেশকে লক্ষ্য করিয়া গাল দেয়। সুন্নি তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করে, এজন্য উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মের ও সাধুপুরুষের অবমাননা হইল বলিয়া সুন্নি সেই সিয়ার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করে। বিচারে সিয়ার পনর দিন কারাবাস ও ৭৫ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

লণ্ডনের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মেঃ ভয়সি "ল্যাংহাম" নামক এক খানি ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ মাসিক পত্রিকা এক খানির স্থান আছে। "সমদর্শী" পত্রিকা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের যে কিছু আশা ছিল তাহা বিফল হইয়া যাইতেছে। প্রায় দশ মাস হইল উক্ত পত্রিকা বাহির হয় নাই। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে যুবা ব্রাহ্মগণ কোন কার্য্য দৃঢ়তার সহিত অধিক দিন চালাইতে পারেন না।

যে সকল ব্রাহ্ম পৌত্তলিক সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রচলিত দেশাচারের শাসনানুসারে সামাজিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মভাবকে চরিতার্থ করিবার জন্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনাদি যোগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কেবল মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। প্রাতে যে অনুষ্ঠান কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কলঙ্কিত হইল, সন্ধ্যাকালে তাহা ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সংশোধন করা এ কি প্রকার উদার ভাব আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মবিবেক কি চিরদিনই উৎকোচগ্রাহী হইয়া থাকিবে?

আগামী রবিবার হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে।

আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় সম্প্রতি বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থ হইতে এক ঈশ্বর প্রতিপাদক কতকগুলি শ্লোক হিন্দি ব্যাখ্যানের সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি ইহা দ্বারা হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক প্রবিষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ এপ্রিল ১৮৭৬।

মাসিক দান সংগ্রহ।
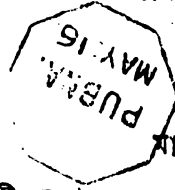
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	৪
" " হরিদাস শ্রীমানি	২
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক	।০
" " গুরুচরণ মহালানবীস ...	৫৬
" " জয়কৃষ্ণ সেন	৸৶৫
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	১
" " রজনীনাথ রায় বম্বে ...	১৫
" " মাধবচন্দ্র সিংহ	।০
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	২
" " তারকনাথ দত্ত	।০
" " অক্ষয়কুমার রায়	১
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
" " যদুনাথ রায় (রামপুরহাট) ...	৪
" " ভূপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" " জয়গোপাল সেন ...	৫
" " লক্ষ্মণচন্দ্র আস	৪০
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
ব্রাহ্মনিকেতন	১৭৷৶০
কলুটোলা ২টী বন্ধু	২
চুনপুকুর ব্রাহ্মসমাজ	২
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	৩
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	৪
উত্তর ভারতবর্ষীয় ঐ	৫
তেজপুর ঐ	১৷/০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বসু	১
" " শ্যামাচরণ মজুমদার ...	।/০
একটী বন্ধু	১০৸৶৹
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ (শিবসাগর)	৫
" " লালা বেনী প্রসাদ ঝং ...	১০
" " মণিলাল কয়াল	।০
" " কানাইলাল কয়াল ...	।০
" " গোপালচন্দ্র বসু (সিতামারী)	৫
" " গণেশচন্দ্র রক্ষিত মালদহ ...	২

পাথেয় হিসাব।

হাবড়া ব্রাহ্মসমাজ	২৸৶০
গৌরিভা ঐ	১
গয়া ঐ	১২

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত ...	১০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১ জ্যৈষ্ঠ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন দূরে রাখেন। বরং যদি কেহ আপনার নিকটে কিছুই অর্থ সম্বল না রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত থাকেন তবে তিনি সত্বর পথ অতিক্রম করিতে পারেন। দ্বিতীয় মান মর্য্যাদার আবরণ, এ আবরণটী এই উপায়ে ছিন্ন হইতে পারে। ধর্ম্মশিক্ষার্থী এমন স্থানে চলিয়া যাইবেন, যে যে স্থানে লোকে তাঁহাকে চিনিতে না পারে। মাননীয় প্রসিদ্ধ লোক হইলে, নানা লোকের সঙ্গে অধিক সময় ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হয়, তাহাতেই সুখানুভব হইতে থাকে, এই রূপে লোকরঞ্জনানুরাগী হইয়া উঠিলে ঈশ্বরের নিকটে উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। তৃতীয় আবরণ কুসংস্কার বা গূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া কোন বিষয়ের অনুসরণ করা। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া "লা এলা এল্ লেল্লা" (ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নাই) এই বাক্যের গূঢ় ভাবের বিশ্বাসী হইবে, অন্তরেতে ইহার তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইবে। ইহার তত্ত্ব এই যে ঈশ্বর ব্যতীত আর অসত্য কিছুই উপাস্য থাকিবে না। যাহার উপরে সংসারানুরাগ ও কাম ক্রোধাদি প্রবল, তাহারাই তাহার উপাস্য বটে, ঈশ্বর নয়। যখন এ বিষয়ে স্থির হইয়া যায়, তখন বিচার ও তর্ক দ্বারা নয়, যত্ন ও সাধনা দ্বারা কার্য্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চতুর্থ আবরণ পাপ। ইহা গুরুতর আবরণ, যে হেতু যে ব্যক্তি কোন পাপেতে আসক্ত হয়, তাহার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে ঈশ্বর কি প্রকারে প্রকাশ পাইবেন? ধর্ম্মশিক্ষার্থী অন্যায়োপার্জ্জিত অন্ন গ্রহণ করিবেন না, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। অন্যায়োপার্জ্জিত উপজীবিকা মনের জ্যোতিঃ নষ্ট করে। স্পষ্ট শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, যে বুদ্ধি বলে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিধির গূঢ় তত্ত্ব অবগত হয় সে এই প্রকার লোক; যেমন কেহ আরবি ভাষা শিক্ষা না করিয়া কোরাণের বচন পড়িতে চাহে।

পূর্ব্বোক্ত আবরণ সকল দূর হইলে পর আচার্য্যের প্রয়োজন। ধর্ম্মশিক্ষার্থীকে এই ক্ষণ তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। ধর্ম্মাচার্য্যের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত পথে ধর্ম্মযাত্রিক চলিতে পারে না। যেহেতু এই পথ গূঢ় এবং সয়তানের (পাপ দৈত্যের) অসংখ্য পথের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রকৃত পথ এক, বিপথ সহস্র সহস্র। এমতাবস্থায় প্রমাণ ও পথ প্রদর্শক ব্যতীত কি প্রকারে পথ গমন সহজ হইবে? ধর্ম্মাচার্য্য হস্তগত হইলে সাধক স্বকীয় সমুদায় কার্য্যের ভার তাঁহাতে সমর্পণ করিবেন। আপনার কোন কর্ত্তৃত্ব রাখিবেন না, বরং ইহা বিশ্বাস করিবেন যে, আপনার বিবেচিত অভ্রান্ত মত অপেক্ষা ধর্ম্মগুরুর ভ্রান্তমত উপকারী। খাজা হাফেজ বলিয়াছেন "গুরুর অনুমতি পাইলে তুমি সুরারসে পূজার আসনকে রঞ্জিত কর, যেহেতু যাত্রিকের নেতা পথের অবস্থাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন।" তখন ধর্ম্মাচার্য্যের মুখে সাধনার এমন কথা সকল শুনিবে, যাহা তুমি হঠাৎ কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। ধর্ম্মাচার্য্যগণ এরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব সকল রাখেন, যে শিষ্য বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা তাহার মর্ম্ম উন্নয়ন করিতে পারে না। এক ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে বেদনা হইয়াছিল, এক মূর্খ বৈদ্য সেই অঙ্গুলিতে ঔষধ প্রদান করিতে থাকে, তাহাতে কিছুই উপকার হয় না। পরে জালিনুস্ নামক ইয়ুনান্ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক রোগীর বামস্কন্ধে ঔষধ প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া অজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিল, এ কি নির্ব্বুদ্ধিতা! জানুতে আঘাত করা আর চক্ষু অন্ধ হওয়া, বেদনা অঙ্গুলিতে, ঔষধ প্রদান স্কন্ধে, ইহাতে কি উপকার হইবে? কিন্তু বাস্তবিক তাহাতেই অঙ্গুলির বেদনা সারিয়া গেল। কারণ এই যে, জালিনুস্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এক প্রকার শিরা দূষিত হইয়াছে, এবং তাঁহার ইহা জানা ছিল যে সেই শিরা মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠদেশ দিয়া আসিয়াছে ও যে শিরা বাম ভাগ দিয়া নির্গত হয় তাহা দক্ষিণ দিকে হস্তে যাইয়া সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ও দক্ষিণ দিকের শিরা বাম ভাগে প্রসারিত হয়। এই দৃষ্টান্তটী ধর্ম্ম শিক্ষার্থীর অন্তরে স্থান লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হইল।

খাজা বওয়ালি বলিয়াছেন যে একদা আমি ধর্ম্মাচার্য্য সেখ আবুওল্ কাসেমের নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন, এক মাস পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করেন না। আমি ইহার কারণ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। পরে তিনি বলেন, "তুমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া আমাকে ইহা বলিয়াছ, তুমি যে আচার্য্য বট, তুমি আমাকে স্বপ্নে এই কথা বলিয়াছিলে এবং আমি উত্তর করিয়াছিলাম কেন? ইহা ব্যক্ত করিয়াই বলিলেন যদি তোমার মনে কেন, এই আপত্তি জনক ভাবটী স্থান পরিগ্রহ করিয়া না থাকিত, তবে স্বপ্নে তোমার মুখে ইহা উচ্চারিত হইত না।"

যখন শিষ্য আপনার ভার আচার্য্যের হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন গুরু বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিষ্যকে দুর্গেতে বদ্ধ করিবেন। সেই দুর্গের চারিটী প্রাচীর। এক নির্জ্জনতা, দ্বিতীয় স্বল্প কথন, তৃতীয় স্বল্পাশন, চতুর্থ স্বল্প নিদ্রা। নির্জ্জনতা লোক সংসর্গের দোষ দূরে রাখে এবং চক্ষু কর্ণের পথ বদ্ধ করে। স্বল্প ভাষিতায় কথার উচ্ছৃঙ্খলতাদি দোষ হইতে মনকে রক্ষা করে। স্বল্প আহারে পাপ দৈত্যের পথ বদ্ধ করে। স্বল্প নিদ্রায় হৃদয় উজ্জ্বল থাকে।

ধর্ম্মযাত্রিক যখন সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইলেন, তখন তিনি পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই ক্ষণও যাত্রার আরও বিঘ্ন আছে। সেই বিঘ্ন মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। যে পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকা কর্ত্তব্য

সেই পাপ কার্য্যের উৎপত্তি ভূমি উক্ত নীচ প্রবৃত্তি। যথা ধনমানের লালসা, উত্তম আহার পানের আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার কপটতা ইত্যাদি। এই সকল আভ্যন্তরিক পাপের মূলকে উৎসন্ন করিয়া অন্তরকে পরিষ্কার করিতে হইবে। এমত হইতে পারে, যে কোন ব্যক্তি সব ছাড়িতে পারিয়াছেন কিন্তু একটী কুপ্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত, রহিয়াছেন এমন স্থলে তিনি আচার্য্য যেরূপ সঙ্গত বোধ করেন এবং ভাল জানেন সেই অনুসারে বিধিপূর্ব্বক কুপ্রবৃত্তির দমনে সাধন করিবেন। যখন ভূমি জঞ্জালশূন্য পরিষ্কার হইল, তখন বীজ বপন করিতে থাকিবে। সেই বীজ ঈশ্বরস্মরণ। যখন অন্তর বাহিরে সংসার হইতে বিদায় লইলে তখন নির্জ্জনে বসিয়া মনে এবং বাক্যেতে "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলিতে থাকিবে। জিহ্বা নিস্তব্ধ হইলে অন্তর বলিতে থাকিবে, পরে অন্তরও বলিতে বলিতে বিরাম লাভ করিবে। কিন্তু এই বাক্যের ভাব ও উদ্দেশ্য—যাহা অক্ষর নয়, আর্ব্বি নয় পারসী নয় অন্তরকে অধিকার করিয়া থাকিবে। অন্তরে বলাও কথাই বটে। কথা সেই শস্যের খোসা ও আবরণ বৈ কিছুই নহে। উহা প্রকৃত শস্য নয়। সেই ভাব অন্তরে দৃঢ় রূপে মুদ্রিত ও অবিচলিত হইয়া থাকা আবশ্যক যে তাহার সঙ্গে মনকে সম্পূর্ণরূপে বাঁধিয়া রাখিতে কোন কষ্ট বোধ হইবে না। বরং এই রূপ সেই ভাবেতে গাঢ় অনুরক্ত হওয়া চাই যে হৃদয়কে তাহা হইতে দূরে রাখা কষ্ট বোধ হইবে। আচার্য্য সবলিরোখ আপনার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "সপ্তাহান্তে প্রতি শুক্রবার তুমি আমার নিকটে আসিবে, যদি সপ্তাহের মধ্যে কখন ঈশ্বরব্যতীত অন্য কোন ভাবে তোমার মন লিপ্ত হয় তাহা হইলে আমার নিকটে তোমার আগমন নিষেধ।"

ধর্ম্মশিক্ষার্থিন্! যখন তুমি হৃদয়কে প্রবৃত্তি ও প্রলোভনাদির কণ্টক হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া এই রূপে বীজ বপন করিলে তখন আর তোমার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। যে তুমি তোমার কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ, তোমার কর্ত্তৃত্ব এই মাত্র রহিল যে জীবনে কি ব্যাপার হয়, কি প্রকাশ পায় তাহারই জন্য কেবল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ এই বীজ নষ্ট হইবে না। যেহেতু ঈশ্বর বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি পরকালের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং বীজ বপন করে, আমি তাহাকে অধিক দান করি।" এই ভূমিতে ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। কাহার পক্ষে বাক্যের ভাব গ্রহণ কঠিন বোধ হয় ও মনে নানা চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সহজে এ সকল অন্তরায় হইতে বিমুক্ত হন। দেবতাদিগের প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জীবনে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। অন্য অনেক প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে প্রকাশ করা এ স্থলে উদ্দেশ্য নয়।

রাজর্ষি অম্বরীষ।

পুরাকালে অম্বরীষ নামে মহাভাগ্যশালী এক রাজা ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তাহা তৃণ তুল্য মনে করিতেন, এবং অতি দুর্লভ অক্ষয় সম্পত্তি, ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও স্বপ্নবৎ প্রতীত করিতেন। মনুষ্য যে বিষয় বিভব ক্ষণবিধ্বংসী জানিয়াও তাহা অনুরাগ সহকারে ভোগ করিয়া কেবল ঘোর পাপান্ধকারে প্রবেশ করে, রাজা অম্বরীস সেই বিষয় বিভবের অনুপম রমণীয়তার মধ্যে নিয়ত পরিবৃত থাকিয়াও তাহা অসার তুচ্ছ বলিয়া হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের প্রতি ও ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি তাঁহার একান্ত ভক্তি থাকাতে অখিল বিশ্ব তাঁহার নিকট লোষ্ট্রবৎ প্রতীত হইত। পরম ভক্ত রাজা অম্বরীষের চিত্ত নিয়ত ভগবানের পাদপদ্মে সমাহিত থাকিত। বাক্য তাঁহার গুণানুবাদে, হস্তদ্বয় তাঁহার মন্দির মার্জ্জনায় কর্ণ তাঁহার সৎকথা শ্রবণে, চক্ষু তাঁহার রূপ দর্শনে, অঙ্গ তাঁহার ভৃত্যগণের গাত্রস্পর্শে ও সহবাসে ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার চরণারবিন্দের সৌরভে, পদদ্বয় তাঁহার পথের অনুসরণে, শিরোদেশ তাঁহার অভিবাদনে নিযুক্ত থাকিত। উত্তমশ্লোক ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার দাসত্ব করিতেন, কিন্তু ফল কামনার অধীন হইয়া তিনি তাঁহার সেবা করিতেন না। তিনি আপনার ক্রিয়া কলাপ ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া, ভক্তদিগের সহবাসে অবস্থিত হইয়া রাজ্য পালন করিতেন। তিনি রাজকার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু সাধু সহবাসেও সৎকথা প্রসঙ্গে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন।

একদা তিনি ধন্বন্ প্রদেশ সরস্বতী নদীতটে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। বশিষ্ঠ গোতম প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহর্ষিগণ ও ঋত্বিক্ সদস্যবর্গ, ও দেবগণ তাহাতে সমাগত হইয়া বহু মূল্য সহকারে অর্চ্চিত ও সংকৃত হইয়াছিলেন। দেবপ্রিয় সেই রাজা এত দূর নিষ্কাম ছিলেন, যে স্বর্গও তিনি কামনা করিতেন না, সুতরাং ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞস্থলে কেবল প্রভুর গুণানুবাদ শ্রবণ করিতেই লালায়িত ছিলেন। রাজা অম্বরীষ হৃদয়ে নিত্য মুক্তিদাতা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতেন বলিয়া দুর্লভ কামনার বিষয় সকল তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারিত না। যাহা হউক তিনি এইরূপে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তি যোগ সহকারে স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হরিকে প্রীত করত অল্পে অল্পে সমুদয় কামনার বিষয় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অবশেষে গৃহ পুত্র কলত্র, বন্ধু, হস্তী, উত্তম রথ, ঘোটক, অক্ষয় রত্ন আভরণ, বস্ত্র ও রাশি রাশি ধনে অনাস্থা প্রকাশ করিলেন। দয়াময় হরিও দাসের ভক্তিভাবে অতি প্রীত ও প্রসন্ন

হইয়া ভক্তদিগের রক্ষক স্বরূপ এবং বিপক্ষগণের ভয়াবহ সুদর্শন চক্র* তাঁহাকে দান করিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব্বদা আপনার দৃষ্টির সমক্ষে রাখিলেন। যে ভক্তের নিকট ঈশ্বরের দৃষ্টি নিয়ত বিরাজমান, প্রলোভন ও পাপ আর তাঁহার কি করিতে পারে। সুদর্শন চক্রের অর্থ ঈশ্বরের দৃষ্টি।

অনন্তর রাজা তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ চরিত্রা পতিব্রতা, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত হরির পাদপদ্ম আরাধনা করিবার মানস করিয়া সংযত চিত্তে এক বৎসর কাল দ্বাদশী ব্রত ধারণ করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে ব্রতান্তে কার্ত্তিক মাসে তিন রাত্রি উপবাস করত পর দিন প্রাতে কালিন্দী নদীতে স্নান করিয়া মধুবনে হরির অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল প্রকার শুদ্ধতাযুক্ত মহাভিষেক বিধি পূর্ব্বক অভিষেক করিয়া শুদ্ধ গন্ধ মাল্যাদি পূজার্থ দ্রব্য দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক তদ্গতভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। এবং ব্রাহ্মণ মহাপুরুষ ও সিদ্ধগণকেও ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিলেন। পূজান্তে রাজা গৃহে রৌপ্যনির্ম্মিত পদ এবং হেমনির্ম্মিত শৃঙ্গদ্বয় এরূপ ষাট কোটী গরু সাধু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া নানা রস সংযুক্ত অতি উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি অগ্রে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। তাঁহারা পরিতৃপ্ত ও প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিলে পর রাজা পারণার নিমিত্ত উদ্যোগ করিলেন ইত্যবসরে সাক্ষাৎ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, তেজস্বী উগ্রতপা মহর্ষি দুর্ব্বাসা দৈবযোগে অতিথি রূপে তাঁহার গৃহে সমাগত হইলেন। রাজা অতিথি অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিলেন; এবং আতিথ্য গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। দুর্ব্বাসাও তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ কালিন্দী নদী তীরে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। সেই নির্ম্মল সলিলে স্নান করিয়া ঋষি ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এমনই তাহাতে নিবিষ্ট হইলেন যে আর আতিথ্য গ্রহণাদি তাঁহার কিছু মাত্র স্মরণ নাই। এ দিকে রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, একে তিন রাত্রি অনাহার, তাহাতে শরীর দুর্ব্বল, কণ্ঠ শুষ্কপ্রায়, আবার অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বাদশী আছে। এই সময়ের মধ্যে অতিথির সেবা করিয়া নিজে পারণা না করিলে ব্রত ভঙ্গহয় এই ভয়ে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার তাঁহার মনে হইল যে ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াই বা কি রূপে পারণা করি; আবার পারণা করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, অতিথির সৎকার না করিলে সে পুণ্য অপেক্ষা অধিক পাপই আমাকে স্পর্শ করিবেক। এই রূপে নানা চিন্তায় আকুল হইয়া তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া কেবল গণ্ডূষ মাত্র জল পান করিয়া ব্রতের পারণা রক্ষা করিলেন। এই রূপ করাতে তাঁহার আহার অনাহার দুই কার্য্যই রক্ষা হইল। রাজর্ষি অম্বরীষ এই রূপে জল পান করিয়া মনে মনে অবিনাশী পরমেশ্বরকে চিন্তা করত ঋষির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ইতি মধ্যে দুর্ব্বাসা আবশ্যক কর্ম্ম সমাধান করিয়া যমুনা কুল হইতে সমাগত হইলেন, রাজাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন। কিন্তু মহাবুদ্ধিশালী ঋষি যোগ বলে তাঁহার অযথা ব্যবহার জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি এতাদৃশ রোষ পরবশ হইলেন যে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল ভ্রুকুটী বক্র হইল, চক্ষু রোষ কষায়িত হইল, মুখ যেন সমুদায় বিশ্ব গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইল। রাজাও তাঁহার আগমনে অতিপ্রীত হইয়া সাদরে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইলেন। এবং অতি বিনীত ও শান্ত ভাবে প্রণতদাসের ন্যায় করযোড়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিলেন। সহসা ঋষির ভয়ানক বিকটাকার অতি প্রচণ্ড মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা ভয়াকুলিত চিত্তে অটল ভাবে তদবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিলেন দুর্ব্বাসাও প্রজ্বলিত হুতাশণের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করত তাঁহাকে অতি কঠোর ভাবে তিরস্কার করিলেন। "রে দুরাত্মা! তুই নিতান্ত নিষ্ঠুর তুই ধনমদে বড় মত্ত হইয়াছিস্ বিষ্ণুর ভক্ত বলিয়া তোর একান্ত অভিমান হইয়াছে বটে? এই বিষ্ণুর অভক্ত পাপাত্মার একবার ধর্ম্মটা দেখিতেছ? আমি অতিথি রূপে ইহার গৃহে সমাগত হইয়াছি; আর এ আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছে; কোথায় অগ্রে আতিথ্য সৎকার করিবে না, তাহাকে না দিয়া আপনি সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিয়া বসিয়া আছে ভাল থাক্, তোর এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া তখন সেই উগ্রতপা ঋষি কোপানলে প্রদীপ্ত হইয়া মস্তক হইতে সাক্ষাৎ কালাগ্নি স্বরূপ জটা উৎপাটন পূর্ব্বক রাজার সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

* দৃষ্টিস্তত্র সুদর্শনং।
ভাগবত।

খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম পুস্তক।

ঈশ্বরের পবিত্র নাম প্রচার করিতে করিতে একদা মহর্ষি ঈশা যদৃচ্ছাক্রমে আপন জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া ভজনালয়ে প্রবেশানন্তর লোকদিগকে মুক্তির পথ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অগ্নিময় মহা বাক্য শ্রবণে গ্রামস্থ লোক সকল বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কোথা

হইতে এমন সকল জ্ঞান এবং ক্ষমতা লাভ করিয়াছে! একি সেই সূত্রধরের সন্তান নয়? ইহার জননীকে না সকলে মেরী বলে! এই না ইহার ভ্রাতা ভগিনীগণ আমাদিগের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রহিয়াছে! তবে কোথা হইতে এ লোক এমন সকল আশ্চর্য্য বিষয় প্রাপ্ত হইল? ক্রোধ অভিমান ও হিংসানলে এই রূপে তাহাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিয়া ঈশা বলিলেন, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আপনার দেশ এবং গৃহ ব্যতীত কুত্রাপি হতাদৃত হন না।

শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া ঈশা বলিলেন, আমি আমার নিজের দ্বারা কিছু করি না। যেমন আমি শুনি তেমনি বলিয়া থাকি। আমার বিচার ন্যায়সঙ্গত, কারণ যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন আমি আমার নিজের ইচ্ছা অন্বেষণ করি না।

আমি যে সকল শিক্ষা দিয়া থাকি তাহা আমার নয়, যিনি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এ সকল তাঁহারই কথা। যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালনে সমুৎসুক হয় তবে সে জানিতে পারিবে ইহা আমার নিজের কথা কি স্বয়ং পরমেশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। আপনা হইতে যে কথা বলে সে নিজের গৌরব অন্বেষণ করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার প্রেরয়িতার গৌরব অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য, তাহাতে কোন অসাধু ভাব তিষ্ঠিতে পারে না।

রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে ঈশাকে বিশ্বাস করিত, কিন্তু ধূর্ত্ত ধর্ম্মযাজকদিগের ভয়ে তাহারা তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারিত না। পাছে তাহারা ভজনালয় হইতে তাড়িত হয় এই তাহাদের মহা ভয়ের বিষয় ছিল। কারণ তাহারা ঈশ্বরের গৌরব অপেক্ষা মানুষের গৌরব রক্ষা করিতে অধিক ভাল বাসিত।

ঈশা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আমাকে যে বিশ্বাস করে সে বস্তুতঃ আমাকে বিশ্বাস করে না, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাতেই তাহার বিশ্বাস অর্পিত হয়। এবং যে আমাকে দেখে সে আমার প্রেরয়িতাকে দেখিতে পায়। আমি আলোক স্বরূপ হইয়া এই জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি যে, যে কেহ আমাকে বিশ্বাস করিবে সে আর অন্ধকারে থাকিবে না। যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া তাহা রক্ষা না করে আমি তাহার বিচার করিব না; কারণ আমি পৃথিবীকে বাঁচাইতে আসিয়াছি বিচার করিতে আসি নাই। আমাকে যে অগ্রাহ্য করিবে এবং আমার কথা গ্রহণ করিবে না, আমার কথিত বাক্য দ্বারা শেষ দিনে তাহার বিচার হইবে। কারণ আমি আমার নিজের কথা কিছু বলি নাই, যাহা আমার বলা উচিত তাহা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিই বলিয়া দিয়াছেন এবং আমি জানি তিনি যাহা বলিবার ভার দিয়াছেন তাহা অনন্ত জীবনের বিষয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২৮ শে চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

মনুষ্যের যদি সকল গুণ অথবা সকল ধর্ম্ম থাকে আর প্রেম না থাকে তাহা হইলে পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্ম রাজ্যে প্রেম নিতান্ত আবশ্যক। প্রেমের জন্য মন যদি ব্যাকুল না হয়, প্রেমের প্রতি যদি অন্তরে প্রবল স্পৃহা না হয় তবে প্রেম আসিবে না। অনুতাপ অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ না হইলে প্রেম বারি বর্ষণ হইবে না। এত দিন পৃথিবীতে নানা প্রকার শুভ কার্য্য করিলাম; কিন্তু ভাল বাসা কি এই হৃদয় অনুভব করিল না, এত দিনেও ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিখি নাই। এত পড়িলাম, এত সাধন ভজন করিলাম; কিন্তু যথার্থ প্রেমের উচ্ছ্বাস, যথার্থ প্রেমের বেগ আমি জানি নাই। পৃথিবীতে শুভ কার্য্য করা সহজ, জ্ঞানী হওয়া সহজ, কিন্তু স্বর্গীয় প্রেম অনুভব করা অত্যন্ত কঠিন। একবার যে প্রেম ভাবে মত্ত হইলে আর কলহ বিবাদ কাছে আসিতে পারে না, সেই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন। বয়স যদি হইল, আর কেন বিলম্ব করি। কোন প্রকারে সেই প্রেমের উদ্যানে গিয়া সেই উদ্যানের অধিপতি ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানদিগকে বরণ করিয়া ভাল বাসিতে শিক্ষা কর। ভাল বাসিতে না পারিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে কেবল যন্ত্রণার ধর্ম্ম হইবে। তোমরা অবশ্য দেখিয়াছ ঈশ্বরের যখন সুন্দর প্রতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়, তখন পৌত্তলিকেরা তাহা সহাস্য বদন করিয়া নির্ম্মাণ করে, সেই সুন্দর দেবতার মুখের মধ্যে এমন রঙ্গ দেয় যেন তিনি সর্ব্বদা হাসিতেছেন। ঠাকুরের মুখ যদি অতি সুন্দর হয় এবং সর্ব্বদা হাসেন, তাঁহাকে কি ভাল না বাসিয়া থাকা যায়? সহাস্যবদন, প্রসন্নবদন, ঈশ্বরের এ সকল নাম হইয়াছে কেন? ভক্তেরা ঈশ্বরের গুপ্ত উদ্যানে দেখিয়াছেন, যে তিনি যথার্থই প্রসন্নবদন। সেই দেখার ভিতরে গূঢ় ভাব আছে। এই সত্তা, এই গাম্ভীর্য্য, এই পুণ্য, এই শান্তি, ইনি আমার প্রতি কেন এত সহাস্য ভাব ধারণ করিয়াছেন? ইনি কেন আমার দিকে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন? এই তিনি কাছে বসিয়াই আছেন, ক্রমাগত তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তাকাইতে তাকাইতে হৃদয়ে আনন্দ হইল, কি পরম সৌভাগ্য! ঈশ্বরের প্রেম, পুণ্য, শান্তি, এই তিন বর্ণের মিলনে যে ঘনীভূত সৌন্দর্য্য হয় ভক্ত তাহা দর্শন করেন, এই ঘন সৌন্দর্য্যের ভিতর আমাদের ঈশ্বর হাসিতেছেন। এই মধুর হাস্য, এই মুখের প্রফুল্লতা যখন দেখিবে তখন ঈশ্বরকে ভাল বাসা কি মনুষ্য বুঝিবে। যখন এই চক্ষু সেই প্রফুল্লিত ভাব, সেই ঘন সৌন্দর্য্য দর্শন করিবে, তখন

এই চক্ষুই আবার প্রেমোৎফুল্ল হইয়া হাস্য করিবে। যেমন সুন্দর ঈশ্বরকে দেখিলে প্রেম হয়, সেই রূপ যথার্থ বন্ধুকে দেখিলেও স্বর্গীয় প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়। কিন্তু বন্ধুকে দেখিয়াছে কয় জন লোক? কেহই দেখ নাই। যাহারা শরীর দেখে তাহারা বন্ধুকে দেখে নাই, শরীরদর্শী ধর্ম্মরাজ্যের বন্ধুকে চিনিতে পারে না। যে বন্ধুকে দেখিবে সে এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই; আমিও তোমাকে দেখি নাই। অন্ধদিগের সমাজের নাম ব্রাহ্ম-সমাজ। কেন এমন কঠিন কথা বলিতেছি? কারণ, এখনও আমাদের মধ্যে সেই বন্ধুতা, সেই প্রেম হয় নাই, যাহাতে পরিত্রাণ হয়। যথার্থ যখন বন্ধুতা দেখিবা মাত্র আর কথা কহিতে হয় না, দেখিলেই প্রেমের উচ্ছ্বাস হৃদয় ধারণ করিতে পারে না। প্রেম ভিন্ন সকলই অসার। অনেক টাকা, বিপুল বিদ্যা, অসীম মান সম্ভ্রম এ সকল লইয়া কি করিবে? এক জনকেও ভাল বাসিলে না? মৃত্যু শয্যায় কি চিন্তা লইয়া যাইবে? যিনি মরিবার সময় বন্ধুর প্রেমমুখশ্রী চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন, সার্থক তিনি!!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ২০ শে ফাল্গুন, ১৭৯৭ শক।

মরিলে কি আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়? ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক দিন হইল উত্তর দিয়াছেন, মৃত্যুর পর মনুষ্য সংসারে ফিরিয়া আসে না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন বলিতেছেন মৃত্যুর পর আবার সংসারে আসিতে হয়; কিন্তু সেই মৃত্যু নয়, সেই পুনর্জ্জীবন নয় যাহা তুমি ভাবিতেছ। মরিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয়, শত বার হয়ত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এই প্রাচীন মতের মধ্যে যথার্থ মর্ম্ম কি আছে ভাবিলে কিছু তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। হয়ত ইহার মূলে সেই তত্ত্ব ছিল। সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কি? যাহা এই পুনর্জ্জন্ম মতের ভিতরে আছে। একবার মরিলে আবার পৃথিবীতে আসিব ইহার অর্থ কি? সাধক বল, একবার বৈরাগী হইয়া আবার সংসারী হওয়া ইহার অর্থ কি? একবার বৈরাগী বেশ ধারণ করিয়া সংসার ছাড়িলে, মৃত্যু মুখের ভিতরে চলিয়া গেলে, তুমি দিব্যধামে গেলে; তোমার চিহ্ন পৃথিবীতে রহিল না, তোমার শরীর আত্মা অদৃশ্য হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার বৈকুণ্ঠধামে গমন হইয়াছে; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে আবার কেন তোমাকে সেই সংসারের ধূলি লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিলাম। আবার সেই পৃথিবীর মান মর্য্যাদা অনুসরণ করিতে দেখি, আবার সেই বিষয় ধন মদে অবসন্ন, আবার সেই সংসার চক্রে ঘুরিতেছ, একবার সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিলে আবার সংসারে আসিলে। সংসার ভাল লাগিল না, বৈরাগ্য আগুণ জ্বালিয়া বাসনা ভস্ম করিয়া ফেলিলে, যোগীর বেশ ধারণ করিয়া বৈরাগ্য শ্মশানে চলিয়া গেলে। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কোথায় গেল সেই লোক? আর সে বিদ্যালয়ে যায় না, কার্য্যালয়ে যায় না, কোন্ স্থানে তাহাকে দেখি না। সেই ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছে এ কথা স্মরণ করিলে বন্ধুদিগের চক্ষে জল পড়ে। সকলে বলে, অকালে এমন উপযুক্ত যুবার মৃত্যু হইল কেন? কেন সে বৈরাগী হইল? কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!! কিছু কাল যায়, এক বৎসর যায়, হয়ত পাঁচ বৎসর যায়; কিন্তু তার পর আবার বৈরাগ্য ফুরাইল, আবার সে সংসারী হইল। তাহার আচার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিলাম সেই লোক আবার সংসারী হইয়াছে, মুখে সে কিছু বলিল না; কিন্তু তাহার চক্ষু তাহার পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিল। আর অধিক কাল বৈরাগ্যের পথ ভাল লাগিল না, অতএব সে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করি ভাই! ছিলে কোথায় এত দিন? কাহাদের সঙ্গে থাকিতে? খাইতে কোন্ স্থানে? সুখ আমোদ লাভ করিতে কোন্ প্রণালিতে? ছিলেন তিনি সেই স্বর্গীয় যোগের স্থানে যাহা পৃথিবীর অতীত। থাকিতেন তিনি সেই যোগী ভক্তদিগের সঙ্গে; পান করিতেন সেই স্বর্গের সুধামৃত; কিন্তু আমাদের ভাই আবার মৃত পতিত হইয়া সংসারে ফিরিয়াছেন। এই রূপে শত শত সাধকের একবার বৈরাগ্য শ্মশানে মৃত্যু আবার সংসারে পুনর্জ্জন্ম হইতেছে; কিন্তু আশার কথা এই যে যিনি যথার্থ সাধক তাঁহার পুনর্জ্জন্ম পূর্ব্ব জন্মাপেক্ষা পবিত্রতর উৎকৃষ্টতর। অধিকাংশ লোকেরই এই প্রকার বারম্বার মৃত্যু এবং বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ হয়। কোটি লোকের মধ্যে হয়ত দুই এক জন যাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তুমি আমি দুই জন যোগী হইব, ভক্ত হইব, আবার যোগবিহীন ভক্তিবিহীন হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিব। শুষ্কতা আসিয়া হৃদয়ের প্রেম ভক্তি যোগ বৈরাগ্য দূর করিয়া দিবে, বৈরাগ্য সহ্য করিতে পারিব না। অর্থাভাবে বুঝি পরিবারের লোকেরা কষ্ট পাইতেছে, স্ত্রীর বস্ত্র নাই বলিয়া বুঝি সে কাঁদিতেছে, বুঝি বিধবা প্রায় হইয়া সমস্ত দিন রাত্রি সে কাঁদিতেছে, বুঝি বন্ধুদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়াছে, এইরূপ নানা প্রকার দুর্ভাবনায় সহসা বৈরাগীর বৈরাগ্য ভঙ্গ হয়, এবং যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়। তখন আর যোগীর জপ তপঃ ধ্যান ধারণা ভাল লাগে না, তখন আর ভক্তের মৃদঙ্গ কীর্ত্তন ভাল লাগে না। বৈরাগী ফিরিল আবার সংসারের মধ্যে। সেই ব্যক্তি ফিরিল এবং সংসারে মরিল; কিন্তু তাহার পাঁচ বৎসরের অর্জ্জিত সম্বল সত্য,

প্রেম, পুণ্য একেবারে নষ্ট হইল না। একবার যে যোগের আস্বাদ পাইয়াছে, একবার যে যথার্থ সাধকদিগের মধ্যে আপনার নাম লিখিয়াছে, সে সংসারে ফিরিল বটে; কিন্তু সংসার আর তাহার পূর্ব্বমত ভাল লাগিল না। সংসারের মধ্যে পাঁচ মাস যাইতে না যাইতে তাহার অন্তরের মধ্যে আবার গম্ভীর ভাবে বৈরাগ্য ধ্বনি উঠিল। আর তাহার ধন উপার্জ্জনও ভাল লাগে না, সংসারের সুখ ভোগও ভাল লাগে না। গালে হাত দিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ছিলাম আমি কোথায়, আসিয়াছি আমি কোথায়? আমার এই দুর্দ্দশা? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে "শীঘ্র আমায় দাও বিদায়—" এই ভাবে একটী সঙ্গীত করিয়া মহা বীরের ন্যায় সংসার ছাড়িয়া সে আবার বৈরাগ্যের শ্মশানে চলিয়া গেল। আবার সে সংসারে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তুমি জেন, আবার আসিলে, অত উচ্চ বৈরাগ্য থাকিবে না। আবার আসিলে বৈরাগ্য ভাব কিছু অধিক থাকিবে, সংসারের আসক্তি অল্প হইবে। পূর্ব্বে সংসারে পাঁচ মাস ছিল, এবার হয়ত দুই মাস থাকিবে, আবার বৈরাগ্য গ্রহণ করিবে, আবার সংসারে ফিরিবে, এইরূপে ক্রমাগত আসা যাওয়া করাতে অবশেষে হয়ত এক দিন, তার পর হয়ত পাঁচ ঘণ্টা, তার পর হয়ত পাঁচ মিনিট সংসারে থাকিতে হইবে। এইরূপে সাধারণ দুর্ব্বল চিত্ত সাধকদিগকে একবার ঈশ্বরের সিংহাসন নিম্নে আবার পৃথিবীর সিংহাসনতলে বার বার আসা যাওয়া, বার বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের এরূপ আসা যাওয়া অতি অল্প। এরূপ বারম্বার আসা যাওয়ার পরেও যদি আমরা ব্রহ্মপাদপদ্মে চিরকালের জন্য লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারি আমরাও ধন্য।

আচার্য্যের উপদেশ।

৩০ ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

আমাদের ঈশ্বর এত দুর্ব্বল কেন? শুনিয়াছি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, যাহা বলেন তাহাই ফলে, চন্দ্র সূর্য্য আকাশে সেই সর্ব্বশক্তিমানের গান করে, আমাদের নিকটে ঈশ্বর তবে এত দুর্ব্বল কেন? বারম্বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি? প্রত্যেক পাপজীবন এই কথা বলে ঈশ্বরের বল অল্প। এই কথা কাহার মুখে? পাপীর মুখে, সাধুর মুখে নয়। ঈশ্বর কি দুর্ব্বল? পাতকী সংসার! তোমার নিকট ঈশ্বর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তোমার দুর্জ্জয় বল দেখিয়া ঈশ্বর পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। এ কথা কল্পনা নহে, যথার্থ কথা। রাগী বলুক, বিবেক! দূর হও, ঈশ্বর! চলিয়া যাও, আমার হৃদয় হইতে, তখনই বিবেক সিংহাসনচ্যুত হইল, ঈশ্বর পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। এই রূপে পাষণ্ড পাপী জগদীশ্বরকে হারাইয়া দিতেছে। ঈশ্বরের কথা এক দিক হইতে আসিল, রাগ করিও না, নরহত্যা করিও না, আর পাপী বলিল, আমি রাগ করিব, আমি অমুককে সংহার করিব, কেহ আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। এই কথা বলিতে বলিতে সেই প্রকাণ্ড অসুরের সমস্ত শরীর অধীর হইল, ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, পলকের মধ্যে সেই রাগী তাহার শত্রুর মস্তক ছেদন করিল। ঈশ্বর অপমানিত হইয়া, পরাস্ত হইয়া বহু দূরে পলায়ন করিলেন। কত দিন বিবেকের কথা না শুনিয়া আমরা বলিলাম পাপ করিব, বলিবামাত্র ঈশ্বরকে কটাক্ষপাতে দূর করিয়া দিলাম, এমনই দুর্জ্জয় রাগ। কার বল অধিক? ঈশ্বরের, না মানুষের? ধর্ম্মের না পাপের? নরকের বল অধিক হইল। ঈশ্বর বলিলেন উপাসনা কর, পাপী বলিল আমি উপাসনা করিব না, আমি ঈশ্বরকে প্রেম ভক্তি দিব না। বারম্বার যদি মনুষ্য বলে আমি কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি চরিতার্থ করিব, তবে একবার কেবল ঈশ্বরকে বলিতে হয়, তুমি চলিয়া যাও, আর তিনি চলিয়া যান। ঈশ্বর কেন পাপীর নিকট এত দুর্ব্বল হইলেন? যখন ভয়ানকরূপে সেই অসুর দৃষ্টিপাত করিল সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর চলিয়া গেলেন, বিবেক সিংহাসনচ্যুত হইল। যখন পাষণ্ড হুঙ্কার করিয়া বলিল চলিয়া যাও পুণ্য, পুণ্য চলিয়া গেল। তবে কি ঈশ্বরের বল নাই? ইহার গূঢ় তত্ত্ব এই, যখন ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃজন করিলেন তখন তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন, "আমি সহজে তোমার নিকট হারিব" এই জন্য অনায়াসে মানুষ যখন মনে করে তখনই ধর্ম্মকে তাড়াইয়া দিতে পারে। এই জন্যই চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের সাধনের পরেও মনুষ্য আবার প্রলোভনে পড়িয়া পতিত হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি দশ বৎসর খুব বৈরাগী ছিল, বৈরাগ্য ছেদন করিয়া আবার সংসারী হইল। ঈশ্বর প্রেরিত বৈরাগ্য একটী কথাও বলিলেন না, শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিলেন না। ঈশ্বর এই রূপে তোমার আমার ঘরে হারিতেছেন। মনে যদি কর সহস্র বার, সমস্ত জীবন, ঈশ্বরকে হারাইয়া দিতে পার। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং দিগ্বিজয়ী হইয়াও আমাদের কাছে হারিলেন। মহাপাপী বুঝিয়াছে, তাহাকে কেহ হারাইতে পারে না। সে ধার্ম্মিক হয় নিজের ইচ্ছাতে, অধার্ম্মিক হয় নিজের ইচ্ছাতে। নিজের ইচ্ছাই তার ঈশ্বর। কিন্তু ভক্তেরা এ কথা বলেন না। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর দুর্ব্বল এ কথা বলা মহা পাপ। তাঁহারা এক হৃদয়, এক প্রাণ হইয়া নরলোকের এই কথা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা মুখে এবং জীবনে এই কথা বলেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। ভক্তেরা বলেন, ঈশ্বর একটী কথা বলেন, আর আমরা

পরাস্ত হই। ভক্তেরা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের বলে পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান সেখানে, যেখানে ভক্ত তাঁহার হস্তে আপনার প্রাণ মন লিখিয়া দিলেন। ঈশ্বর দুর্ব্বল সেখানে যেখানে মনুষ্য আপনার ইচ্ছা এবং আপনার বুদ্ধিতে পাপাচরণ করে।

সাধনকানন প্রতিষ্ঠা।

শনিবার ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক।

স্বর্গ কেমন? উদ্যানের ন্যায়। সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর দেখা যায়। শাস্ত্রকারেরা এক বাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়, পাখী সকল গান করে, বৃক্ষ সকল নবীন পল্লবে পরিশোভিত হয়; যেখানে সুপক্ব ফল সকল প্রস্তুত হইয়া মনুষ্যের রসনায় সুখ বিধান করে, যেখানে সরোবরের শীতল জল শুষ্ক কণ্ঠকে সরস করে, যেখানে বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া বৃক্ষতলে বসিলে অতি অদ্ভুত সুখের উদয় হয়, যেখানে বিষয়কার্য্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন যে উদ্যান ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু হে ভক্তগণ! স্বর্গে পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষতলও নাই, কোন জড় বস্তুও নাই। তবে উপমা দিতে হইলে উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং ব্রহ্মগত প্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। স্বর্গকে স্মরণ করাইয়া দেয়, পাপ মনকে প্রকৃতিস্থ করে উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? কিন্তু স্বর্গে এ সকল জড় বস্তু তিলার্দ্ধও নাই। তবে যেমন উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ডাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ শীতল হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শনে, স্বর্গের বাণী শ্রবণে, স্বর্গের সমীরণ স্পর্শে সেই রূপ সুখ হয়, এই সাদৃশ্য। অতএব হে ভক্তগণ! তোমরা পুষ্প লতা প্রিয় হও, পক্ষী সরোবর প্রিয় হও। উদ্যান যেমন শরীর সম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ সুখের আকর, স্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেই রূপ আত্মার সমুদয় ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির কারণ, এই জন্য চিরকাল ভক্তেরা বলিয়াছেন স্বর্গ উদ্যানের ন্যায় উদ্যান শিক্ষার স্থান। উদ্যানে পাখীরা বৃথা গান করে না, তাহারা ঈশ্বর প্রেরিত, বিচিত্র বর্ণ পক্ষীরা ভক্তকে ভক্তবৎসলের দিকে আকর্ষণ করে। ভক্তের প্রাণ স্বভাবতঃ বলে পাখী আবার গাও, সুন্দর বিহঙ্গ থেম না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তাঁহার নিকট টানিয়া লও। এইরূপে উদ্যানে শ্রবণ মধুরতা আস্বাদন করা যায়। চক্ষে আবার দেখ কি! একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ, চারি দিকে বেল ফুল। তাহারা কেমন কোমল, দেখিতে কি সুন্দর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টী ফুল লইয়া বসিয়া বলিতেছেন, ভক্ত! দেখ আমি তোমার জন্য এই ফুল গুলি লইয়া বসিয়া আছি। বাস্তবিক সে ফুল মাটির ফুল নহে। ব্রহ্মের হস্তরচিত হইয়া তাহারা ব্রহ্মের হস্তেই রহিয়াছে। সেই ফুল রচনা করিতে, এবং দেখাইতে পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর আরো বলেন, সন্তান! এই ফুল গুলি তোমারই হাতে স্নেহের উপহার দিলাম। ভক্ত সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য দুই পাইয়া কৃতার্থ হইল। এই ভাবে একটী ফুল হাতে করা লক্ষ টাকা হাতে করা অপেক্ষা অধিক। ধন্য তিনি যিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুল যে তোমার গুরু, তাহা কি ভক্ত তুমি জান না? ফুল এই শিখাইবে, হে ব্রাহ্ম! পাথরের মত বুক রাখিও না, আমার স্রষ্টা যিনি তিনি কেমন কোমল, তুমি আর পাথর হৃদয় লইয়া পাথর দেবতার পূজা করিও না। পুষ্প গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোমল ঈশ্বরের পূজা কর। অতএব এই উদ্যানকে সামান্য মনে করিও না। ভক্তবৎসল পিতার এই স্থান। মূর্খেরা বলিবে অন্য স্থান কি ঈশ্বরের নহে? ভাই! অন্য স্থানও ঈশ্বরের বটে; কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করি, তাহাকে তাঁহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটী তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে। নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার অনেক শিখিবার আছে। একবার স্বর্গীয় ভাবে দেখ, দেখিবে উদ্যানের পাখী ফুল, বৃক্ষ, লতা, সরোবর, তৃণ সমুদয় এক পরিবার হইয়া তোমাকে কত স্বর্গের কথা বলিবে। সুখী হইবে হে ভক্ত! যদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই জন্য এই উদ্যান রত্ন ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিতেছেন। অধম অযোগ্য-দিগের হস্তে এই উদ্যান দিলেন। যাহাতে উদ্যান দ্বারা আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে পারি এমন সাধন করিব। আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত নহি। আমরা ইহার পাখী, তৃণ, ফুল, বৃক্ষ, লতার নিকট শিক্ষা করিব। আমরা সহরের লোক বড় বিকৃত হইয়াছি, সহরের কার্য্যের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মভক্তি থাকে না, অতএব যেমন সাধুসঙ্গে মন সাধু হয়, তেমনি এ সকল ঈশ্বরের হস্তের সাধু পবিত্র, রচনার মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃতিস্থ হইব এবং আরাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাহ্মদিগের প্রাণকে পরিতোষ করুক, দয়াময় ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

পরমেশ্বরের আদেশে ব্রহ্মভক্ত, ব্রহ্মযোগী, ব্রহ্মসাধক, এবং সাধারণ ব্রাহ্মদিগের কল্যাণের জন্য এই উদ্যানের "সাধন কানন" নাম করণ হইল।

সংবাদ।

বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ "সাধন কানন" নামক একটী নির্জ্জন তপস্যা স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন্নগর শ্রীরাম পুরের মধ্য স্থলে লৌহবর্ত্মের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যানে আছে, স্থানটী অতি নিভৃত বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষলতা দ্বারা পরিশোভিত। কতিপয় ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা স্থান, তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় স্থানে নির্জ্জন সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তরুরাজিতে বেষ্টিত, মধ্য স্থলে একটী ক্ষুদ্র সরোবর, নানাজাতীয় পক্ষীগণ এখানে মধুরস্বরে গান করে। বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের নির্ঘোষ শব্দ ব্যতীত অন্য কোন কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া উপরোক্ত বৃক্ষ ছায়াতলে কুশাসনোপরি শান্ত ভাবে উপবিষ্ট হইলেন অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনা কার্য্য সমাধা হইল, তদনন্তর "ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলং" এই গানটী কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন সাধন স্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করা হয়। উপাসনান্তে যে উপদেশ হয় তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। অনেক দিন হইতে এই রূপ একটী নির্জ্জন সাধনের স্থান আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম, দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণা বলে সম্প্রতি তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। সাধনপ্রিয় ব্রাহ্মগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যদি এখানে গমনাগমন করেন কালেতে ইহা একটী পবিত্র পুণ্য তীর্থ হইয়া উঠিবে। এই পবিত্র রমণীয় স্থানের জন্য আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। তাঁহার বিশেষ উদ্যোগে উদ্যানটী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৩ জ্যৈষ্ঠ শ্রীঅমরিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে পরম কল্যাণদাতা মঙ্গলজলধি পরমেশ্বর! তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী অতি মহান্ শ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়াও কিরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও স্নেহের সহিত এই ক্ষুদ্র সামান্য মানব সন্তানদিগকে ভালবাস তাহা যদি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে কি আর আমি তোমার গুণে মোহিত না হইয়া কখন থাকিতে পারিতাম। প্রজা পালনের জন্য তুমি কতই না আয়োজন করিয়াছ এবং করিতেছ! তোমার এক দণ্ড কাল বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, দিন যামিনী কেবল তুমি আমাদেরই কার্য্যে ব্যস্ত থাক। নানা রসপূর্ণ এই বিচিত্র সুখকর জগৎ তুমি কেবল আমাদেরই জন্য সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার নিজের কোন অভাব নাই, কেন না তুমি ভোগবাসনা বিহীন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া আপনার আনন্দে আপনি সর্ব্বদা বিরাজ কর; বিবিধ সুখের আকর এই অসীম বিশ্বরাজ্য তোমার করতলস্থিত, তথাপি ইহার কণামাত্র সামগ্রী তোমার জন্য নহে, সমস্ত কেবল আমাদেরই ভোগার্থ রচিত হইয়াছে। ভাবিতে গেলে এই মনে হয় যে, তোমার সমুদয় জ্ঞান শক্তি প্রেম অনুরাগ যেন আমাদেরই সেবার জন্য নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে, আমাদের অভাব মোচন ও প্রীতি সম্পাদন এবং হিতসাধন করা তোমার যাবতীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য। গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া তুমি বিবিধ উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত করিতেছ। তোমার ব্যবস্থা প্রণালী, পালনী রীতিও অতীব মনোহর। আমরা দুঃখী সামান্য লোক, ইহা জানিয়াও আমাদের সুখ শান্তি আরামের জন্য তুমি কত গভীর কৌশলে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসে ভূষিত করিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছ। এত সুন্দর সুখকর কৌশলপূর্ণ বিধান না করিলেও তুমি পারিতে, কিন্তু তাহা কর নাই; যত দূর ভাল হইতে পারে, যাহাতে আমরা প্রচুর পরিমাণে সুখ লাভ করিতে পারি তাহা তুমি করিয়াছ। তোমার এমন প্রগাঢ় মমতা ও ভালবাসা যে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। পুনরায় বলি, এই যে সমস্ত আয়োজন ইহাত কেবল আমাদেরই জন্য দেখিতেছি, নিজেরত তোমার ইহাতে কোন স্বার্থ নাই, তবে কেন আমি তোমার গভীর স্নেহ এবং অনুপম প্রেম সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হই? হায়! জীবের প্রতি তোমার যে কি অসীম প্রেম তাহা মূঢ়তা বশতঃ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যদি পারিতাম তবে নিশ্চয়ই এত দিন তোমার প্রেমে উন্মাদ হইতাম। বিপুল সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া তুমি নিজে অনশন থাক আর অন্যকে আহার দান কর। আপনি নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হইয়া পরের সুখে সুখী হইয়া রহিয়াছ। এমন

বৈরাগ্যের দৃষ্টান্তও আর কোথাও নাই। হে সদানন্দ পুরুষ! তুমিই একমাত্র বৈরাগীর রাজা,কেন না সর্ব্বাগ্রে তুমি আপন স্বভাব দ্বারা বৈরাগ্যের উচ্চতম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছ। নিজের কোন অভাব নাই, কোন বিষয়ে লোভ কিম্বা আসক্তি নাই অথচ পরের জন্য সদা সর্ব্বদা তুমি ব্যস্ত থাক। ধন্য হে পরম দয়ালু সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বর! তোমার অপার স্নেহ এবং বৈরাগ্য ভাব স্মরণ করিয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

চিত্তের স্থৈর্য্য সাধন।

মনুষ্যের চিত্ত সরোবর যদি নিরন্তর কুবাসনা ও অসার কল্পনা রূপ প্রবল বাতাঘাতে আন্দোলিত হইতে থাকে তবে তাহার তপশ্চরণ ও ব্রত পালন সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় নিপীড়িত চঞ্চলমনা সাধক বহু বৎসর সাধন ভজন করিয়াও আপনাকে আপনি বশীভূত করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত পুণ্যফল নিমেষের মধ্যে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়। চিত্তের সমাধি ব্যতীত কোন একটী কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যাহারা ঘোর বিষয়াসক্ত তাহারাই কেবল প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় এবং তাহা রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু অলস চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তিরা সেরূপ কখন পারে না। বিষয় কার্য্যে নিপুণ ব্যক্তিকে দেখ, সে আপনার স্বার্থ সাধনের জন্য এমনি অনন্যমনা এবং তদ্গত চিত্ত যে তাহা যোগী ব্যক্তিরও অনুকরণীয়। যে কার্য্যে মনের অবিভক্ত অনুরাগ উৎসাহ উদ্যম সমর্পিত হয় তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উজ্জ্বল রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে মনোরাজ্যের এই নিয়ম। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এই নিয়ম যদি অপরিহার্য্য হইল তবে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয় সকল স্পষ্টরূপে ধারণা করিবার জন্য একাগ্রচিত্ততা কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। শান্ত সমাহিত হইতে না পারিলে সেই সূক্ষ্ম স্বভাব চিৎ স্বরূপ ব্রহ্মকে কোন মতেই ধারণ করা যায় না। চারিদিক্ হইতে বাসনা রজ্জু মনকে আকর্ষণ করিতেছে, ক্ষণকালের জন্য স্থির হইতে দেয় না,নিদ্রিতাবস্থাতেও বাসনার বিরাম নাই, এপ্রকার অবস্থায় চিত্ত কোথায় গিয়া স্থিতি করিবে? একে এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারে আমাদের বাস, তাহাতে অসুরের ন্যায় ছয়টী রিপু ক্রমাগত প্রজ্বলিত বাসনানলে আহুতি প্রদান করিতেছে, তাহার উপরে আবার পুরাতন পাপাভ্যাস দ্বিতীয় প্রকৃতি হইয়া ভাব ও কল্পনাযোগে মনের মধ্যে সুখ লালসা ও ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনার স্রোতকে দিবানিশি প্রবাহিত করিতেছে, এই ভীষণ প্রতিকূলতা কি ক্ষণিক ধর্ম্মচিন্তা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিবারণ করা যাইতে পারে? মহা মহা বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী বীর পুরুষেরা এইখানে আসিয়া পরাস্ত হন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিরাশ ও ভয়ের কোন কারণ নাই। যাহারা ভয় করে তাহারা আপনাকে আপনি বিস্মৃত হয়। নিতান্ত অলসের ন্যায় অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে যে কেবল শত্রু পক্ষেরই পরাক্রম দেখিতেছে এবং আপনার সুখ স্বার্থ নাশের আশঙ্কায় কম্পিত হইতেছে সে কিরূপে জয়লাভ করিবে? যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হইয়া যায়। হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যক্ষেত্র এবং শান্তির রাজ্য করিবার জন্য যাঁহারা যথার্থই ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদের বলের অভাব নাই। বাসনা যতই কেন প্রবল এবং সংস্কার বদ্ধ হউক না, তাহারা আমাদের মনের মধ্যে যত দূরই কেন মূলবদ্ধ করুক না, সুতীক্ষ্ণ বৈরাগ্য অস্ত্রে তাহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। কুঅভ্যাস কর্ত্তৃক আমরা দুর্ব্বল হইয়াছি সত্য, ভোগেচ্ছা সহজে বিনা ক্লেশে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না, সুতরাং চিত্ত সমা-

স্থিত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইহার উপায় যে না আছে তাহাও নহে। বাসনার বিষয় সকলকে বৈরাগ্যের চক্ষে দেখিলে আর তাহার কোন আকর্ষণ থাকে না, নির্লিপ্ত ভাবে তৎসমুদয়ের যথার্থ তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের সৌন্দর্য্য মধুরতা প্রভৃতি যত কিছু আকর্ষণ আছে সমস্তই অসারতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু মন যখন প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে তখন বিচার আরম্ভ করিলে আর কিছু হইতে পারে না। তাহাদিগকে অসার জ্ঞানে বিচার করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত সমস্ত বস্তু অসার, একান্ত মনে দৃঢ়তা সহকারে পুনঃ পুনঃ এই কথা বল। এই সকল প্রলোভনের বস্তু মায়া, বস্তুতঃ উহা কিছুই নহে, প্রেমময় পরম সুন্দর ঈশ্বরই সার পদার্থ, বারম্বার এই কথা বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ কর দেখিবে, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় তেমনি দিব্য জ্ঞানালোকে মায়া কুজ্ঝটিকা অন্তর্হিত হইবে। ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করত পাপ চিন্তা, অসার কামনা, বৃথা কল্পনাদিগকে গম্ভীর স্বরে বল যে তোমরা দূর হও! পরাক্রম ও তেজস্বিতার সহিত এই রূপ বলিতে বলিতে ক্রমে পাপস্রোতঃ বন্ধ হইবে। একবার কিম্বা দশবার বিদায় করিয়া দিলেই যে উহারা একবারে যাইবে তাহা নহে, যতদিন পর্য্যন্ত স্বভাব ধর্ম্মেতে পরিণত না হয় ততদিন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় হৃদয়দ্বারে সর্ব্বক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া এই রূপ করিতে হইবে। দুই দিক্ দিয়া বাসনার স্রোতঃ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এক অন্তরেন্দ্রিয়, দ্বিতীয় বহিরিন্দ্রিয়। যেমন আভ্যন্তরিক কুচিন্তা ও অপবিত্র কল্পনার মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তেমনি চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়দিগকেও সংযত করিতে হইবে। চিত্ত সরোবরের এই দুইটী প্রবাহ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে তাহার জল আর চঞ্চল হয় না। প্রথমতঃ কিছু দিন পর্য্যন্ত কখন স্থির কখন অস্থির হইবে, কিন্তু তাহার পর স্থিরতার সময় ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া আসিবে। অভ্যাস বলে রিপুর আক্রমণ হ্রাস হয়, তদনন্তর স্বভাবতঃই বাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শেষ প্রবৃত্তি সকল বশীভূত হইয়া যায় এবং আদেশ মাত্র আপনার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করে। প্রবৃত্তির কোলাহল যখন নিস্তব্ধ হয়, বাসনার উত্তেজনা হ্রাস হইয়া যায় তখন নিরাপদে ব্রহ্মদর্শন করিবার সময়। এই শান্তির অবস্থা যোগিদিগের প্রার্থনীয়। চিত্ত শান্ত সমাহিত না হইলে কিছু মাত্র আরাম নাই, সর্ব্বদা কেবল প্রবৃত্তির স্রোতেই জীবন ভাসিতে থাকে। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মসহবাস সুখ যাঁহাদের প্রার্থনীয় তাঁহারা অগ্রে মনের অস্থিরতা চঞ্চলতা নিবারণ করুন। চিত্ত যদি চঞ্চল বানরীর ন্যায় অহর্নিশি কেবল ইতস্ততঃ বিচরণ করে তবে ধর্ম্ম সাধন ব্রত পালন সকলই বিফল হইয়া যাইবে।

মফস্বল ব্রাহ্মসমাজ।

বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন নগর ও উপনগরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদিগের অবস্থা আমরা যত দূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহাতে এই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ইহার মূল এ পর্য্যন্ত জীবনের গভীর স্থানে গিয়া পৌঁছে নাই। এ বিষয়ে কয়েকটী অতি গুরুতর অভাব আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত রাখিবার পক্ষে এই সমস্ত অভাব এক একটী বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বিদেশীয় ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ যদি অচিরে এই সমুদায় গভীর অভাব মোচনের জন্য বিশেষ যত্নশীল না হন তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজ সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ক্রমে বিফল হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ যখন কোন স্থানে সমাজ সংস্থাপিত হয় তখন দেখিতে পাই অন্ততঃ দুই চারি জন ব্রাহ্ম বিশেষ উৎসাহী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে

অবতরণ করেন, অর্থ এবং পরিশ্রম দ্বারা পরচিত সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সঙ্গে আর যাঁহারা যোগ দান করেন তাঁহারাও স্রোতে পড়িয়া ভাল হইয়া যান। এই নবোদ্যমের সময়টী অতি সুখের সময়, তখন সেই নবানুরাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত কার্য্য করিয়া এবং কথাবার্ত্তা কহিয়া যথেষ্ট প্রীতি লাভ করা যায়। কিছু দিন অন্তে স্বাভাবিক নিয়মে যখন উচ্ছ্বসিত নবীন উৎসাহ হ্রাস হইয়া আইসে, কার্য্যানুরোধে প্রধান সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থানান্তরিত হন, আমোদপ্রিয় অস্থিরগতি যুবকেরা কিছু সার গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন, তখন সমাজ দিন দিন নির্জ্জীব অবস্থা ধারণ করে। লোক সমারোহ, বাহ্যাড়ম্বর এবং বিষয় বিশেষের নূতনত্বের প্রতি যাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম নির্ভর করে তাঁহারা এ সময় আর অনুরাগের সহিত সমাজের এবং নিজ জীবনের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন না। এই মৃতাবস্থায় যে দুই চারি জন সভ্য স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন তাঁহাদেরই দ্বারা ভবিষ্যতে কোন রূপে সমাজের জীবন রক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে কেবল নামমাত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। যে কয়েক জন অবশিষ্ট থাকেন তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কাল যাপন করেন। তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে সপ্তাহান্তে এক দিন একত্রে উপাসনা, স্থান বিশেষে কোথাওবা এক দিন আলোচনা তর্ক বিতর্ক হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে এত মত ভেদ ও অসম্মিলন ঘটে যে কেহ কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন না। এক জন উপযুক্ত নেতার অভাবে সমুদয় ঐক্য বন্ধন শিথিল ভাব ধারণ করে, এই অবস্থাটী নিতান্ত শোচনীয়। সকলে জানিতেছে এখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে অথচ তাহার জীবন নাই; দশ জন সভ্যের মধ্যে পাঁচ জন উপাসক, আবার সেই পাঁচ জনের মধ্যে হয়ত দুই জন নিয়মিত উপাসক; সভ্যগণ কেহ কাহার জন্য দায়িত্ব অনুভব করেন না, যাঁহার উপর উপাসনা কার্য্যের ভার থাকে তাঁহার উপাসনা উপদেশ শ্রবণে প্রায়ই কেহ তাদৃশ সমুৎসুক নহেন, উপাসনালয়ে গিয়া কেহ বিরক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কেহবা সমুদয় সময়টুকু নিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন, কেহ মনে করিলেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া উপাচার্য্য অদ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, এইরূপ নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্য হইতে ভ্রাতৃস্নেহকে এককালে বিদূরিত করিয়া দেয়। এক জন আদর্শ স্বরূপ উপযুক্ত আচার্য্য না হইলে কোন মতেই আর আমাদের চলে না, এই কথা আমরা সর্ব্বত্রেই শুনিতে পাই। এমন এক জন লোকের আবশ্যক যিনি সমাজের উন্নতির জন্য নিজে দায়ী থাকিবেন, সকলকে লইয়া চলিবেন, ভালরূপে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত সরল ভাবে উপাসনা করিবেন, কাহার সঙ্গে কাহার মনোবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, অর্থাৎ পিতার ন্যায় বন্ধুর ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের ন্যায় তিনি সকলকে সমভাবে দেখিবেন; এইরূপ হইলে তবে সমাজ নিরাপদে চলিতে পারে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। যাহার চরিত্রের উপর শ্রদ্ধা নাই, যিনি উপাসনা করিতে ভাল জানেন না তাঁহার উপাসনা উপদেশ শ্রবণে কেহ আস্থা প্রকাশ করে না, বরং বিরক্ত হয় ইহা অস্বাভাবিক নহে; মফস্বল সমাজ সমূহের মধ্যে এই সম্বন্ধেই বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু প্রত্যেক সমাজে এক একটী উন্নত সাধু উপাচার্য্য প্রত্যাশা করাও এক প্রকার অসঙ্গত বলিতে হইবে। সে প্রত্যাশায় থাকিতে গেলে এক্ষণে কিছু দিনের জন্য উপাসনালয় বন্ধ রাখিতে হয়। সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক এইজন্য অনেকে লালায়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রচারকদিগকে আহ্বান

করেন। আমরা মফস্বলস্থ ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করি, কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য দায়িত্ব অনুভব করেন না, আপনার গৃহ পরিবার ধন সম্পত্তি অপেক্ষা সমাজের মঙ্গল সাধনকে শ্রেষ্ঠকার্য্য বলিয়া জানেন না, তাঁহাদের দ্বারা কোন কালে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। বিভক্ত দায়িত্ব যেখানে সেই খানেই বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে। এই অমঙ্গল নিবারণের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায়ও আমরা এক্ষণে দেখিতেছি না। যত দিন প্রত্যেকে আদর্শ স্থানীয় হইতে অভিলাষী না হন তত দিন অভাব পক্ষে আপাততঃ এই মাত্র প্রস্তাব করা যাইতে পারে, অপেক্ষাকৃত যিনি এই গুরু ভার বহনে সক্ষম এবং অনুরাগী হইয়াছেন তাঁহার উপর আর সকলে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সহিত সমাজের ভার অর্পণ করুন, এবং যিনি তাহা লইবেন তিনিও যথাসাধ্য প্রাণগত যত্নে এ বিষয়ে আপনাকে প্রস্তুত করুন, তদ্ভিন্ন কোন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে না। সংসারের কার্য্য করিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত পালন করা অসম্ভব নহে, খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। অতএব যাহাতে সমাজবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় তজ্জন্য উপযুক্ত পাত্রে ব্রাহ্মসমাজের সেবার ভার অর্পণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া সকলের কার্য্য করাও যুক্তিযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজর্ষি অম্বরীষ।

(গত প্রকাশিতের)

সেই জটা প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন একটা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িল, তাহার প্রভাবে যেন মেদিনী বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং আরও স্থির প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলেন। অবশেষে সেই আদিপুরুষ ভগবান্ তাঁহাকে যে সুদর্শন চক্র দান করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা দাবাগ্নি যেরূপ অতি ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা ঐ জটা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভক্তের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অলৌকসামান্য তেজস্বী চক্র দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিল। অতি ক্রোধনস্বভাব সেই ঋষি প্রথমে রাজাকে ভস্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না, ও অভিশাপ কার্য্যকর হইল না, তখন নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ভয়াকুলিত চিত্তে অন্য কোন দিকে না চাহিয়া এক দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্বব্যাপী অনন্ত ভগবানের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া কে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে? প্রজ্বলিত দাবানল যেরূপ সর্পের অনুগমন করে তদ্রূপ সেই চক্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। মুনিবর বিষ্ণুচক্র তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া গিরিগুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। সেই চক্রও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ঋষি ত মহা বিপদগ্রস্ত, কোন স্থানে গিয়া আর সুদর্শনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারিতেছেন না। তিনি তাহার ভয়ে একবার এ দিকে যান, আবার ক্ষণকাল পরে অন্য দিকে পলায়ন করেন, এক বার আকাশে প্রস্থান করেন, আবার অন্তরীক্ষের দিকে উঠেন; এক বার বিবরে লুক্কায়িত হন, আবার স্বর্গধামে গিয়া উপস্থিত হন; এই রূপে তিনি নানা স্থানে গমন করিলেন বটে, কিন্তু কোথাও গিয়া আশ্রয় পাইলেন না। ঋষি পরিশেষে অমিততেজা বিষ্ণুর দুর্দ্ধর্ষ সুদর্শনের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পদ্মযোনি বিরিঞ্চির শরণাপন্ন হইলেন। হে স্বয়ম্ভু বিধাতঃ! "ত্রাহি মাং" এই কথা বলিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে এই রূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি ইহার সমুদায় কারণ অবগত হইয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে ঋষিকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ জানিয়া তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং তখন তিনি দুর্ব্বাসাকে এই কথা বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। "যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কটাক্ষপাতে নিমেষের মধ্যে সমুদায় বিশ্ব ও আমার পদ ভস্মীভূত হইয়া যায়; আমি মহাদেব, দক্ষ, ভৃগু, প্রজাপতি, ভূতপতি, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলে আমরা যাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহারই প্রদত্ত ভার মস্তকে বহন করিয়া থাকি, তখন আমি আপনাকে কি রূপে রক্ষা করিতে পারি; কারণ আপনি তাঁহার ভক্তদ্রোহী হইয়াছেন, আপনি তাঁহার দাসের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন"। অনন্তর বিষ্ণুচক্রে সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা ব্রহ্মার নিকট এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কৈলাসবাসী ভগবান্ ভূতভাবনের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাদেব সেই বিপ্রর্ষিকে ঈদৃশ বিষণ্ণ ও ম্লান দেখিয়া তাঁহার কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমুদায় কারণ

অবগত হইয়া মুনিকে বলিলেন দেখুন আমারও এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। আমিও আপনাকে আশ্রয় দিতে অক্ষম; কারণ ব্রহ্মা প্রভৃতি সহস্র সহস্র জীব যে মহান্ পরমেশ্বর হইতে সঞ্জাত হইয়া থাকে এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে আবার কালগ্রাসে নিপতিত হয় এবং আমরা যাঁহার নিকট বিভ্রান্ত হইয়া যাই। আমি সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব বিশুদ্ধ সত্ব কপিল, দেবল, ও আর আর অমরগণ এবং মরীচি প্রভৃতি ঋষি সকল ও পারদর্শী সিদ্ধ পুরুষেরা সকলে আমরা মায়াতে আবৃত হইয়া যাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ; তখন আমরা তাঁহার সুদর্শনের হস্ত হইতে কি কখন আপনাকে রক্ষা করিতে পারি? বিশেসতঃ সেই বিশ্বাধিপতি পরমেশ্বরের এই শস্ত্র আমাদের নিকট অতি দুর্ব্বিসহ, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান আমাদের সাধ্যসাপেক্ষ নহে। অতএব আপনি সেই ভগবান্ হরির শরণাগত হউন, তিনিই আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। দুর্ব্বাসা মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ক্ষিণ্ণমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া সৌন্দর্য্যের আকর বৈকুণ্ঠধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। তখন ঋষি নিতান্ত সন্তপ্ত চিত্তে সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হরির পদতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন, এবং এই বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে অবিনাশি অনন্ত প্রভো! হে বিশ্বজনন ভক্ত হৃদয়রঞ্জন! আমি বড় অপরাধী। আমি আপনার তেজ জানি না। আমি আপনার ভক্তের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছি আমার সেই অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে। হে বিধাতঃ আপনার যে নামের গুণে নারকী পাতকী উদ্ধার হইয়া যায়, তখন আমি কি এই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না? দুর্ব্বাসার এই বাক্য শুনিয়া তখন ভগবান্ তাঁহাকে এই রূপ বলিলেন।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়॥

হে দ্বিজ! আমি ভক্ত জনের পরাধীন ও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন হৃদয়, ভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছেন, এবং আমি তাঁহাদের প্রিয়।

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহংপরা॥

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাদিগের একমাত্র গতি সেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আপনাকেও স্পৃহা করি না এবং অত্যন্ত শ্রীও অভিলাষ করি না।

যে দারাগারপুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বামাংশরণংযাতাঃ কথংতাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

যাহারা আমার জন্য স্ত্রী পুত্র, প্রাণ ধন ও গৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে থাকিতে পারি।

ময়ি নির্ব্বদ্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

সাধ্বী নারীগণ যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করে তদ্রূপ সমদর্শী সাধু লোকেরা আমাতে হৃদয় নিবদ্ধ করিয়া ভক্তি সহকারে আমাকে বশীভূত করে।

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥

সাধুগণ আমার সেবা করিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিলেও তাহা বাঞ্ছা করে না। কারণ তাহারা আমার দাসত্বেই পরমানন্দিত হয় সে আনন্দের নিকট মুক্তি জনিত সুখাদি আর কোথায় লাগে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥

সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়, আমিও তাহাদের হৃদয়, তাহারাও আমা ব্যতীত আর কাহাকে জানে না, আমিও তাহাদের ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

অয়ংহ্যাত্মভিচারস্তে যতস্তং যাহি মাচিরং।
সাধুষু প্রহিতংতেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতে হশিবং॥

যাহার বিরুদ্ধে তোমার ঈদৃশ অপরাধ হইয়াছে শীঘ্রই তুমি তাহার নিকট গমন কর। কারণ সাধু লোকেতে সঞ্চারিত যে আমার তেজ তদ্দ্বারা অপরাধী অত্যাচারীর সমুদয় অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া যায়।

তপোবিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়স করে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা॥

তপস্যাও ব্রহ্ম বিদ্যা ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি নাকি নিতান্ত দুর্ব্বিনীত তাই তোমার নিকট সেই সকল গুলি মঙ্গলকর না হইয়া প্রত্যুত নিতান্ত অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মং স্তদ্গচ্ছ ভদ্রংতে নাভাগতনয়ং নৃপং।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তি র্ভবিষ্যতি॥

হে ব্রহ্মন্ অতএব তুমি সেই নাভাগতনয় মহাভাগ্যবান্ ভক্ত রাজা অম্বরীষের নিকট গমন কর, তিনিই তোমাকে ক্ষমা করিবেন তাহা হইলেই শান্তি হইবে।

দুর্ব্বাসা মুনি দেবাধিদেব সাক্ষাৎ ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি সন্তপ্ত ও দুঃখিতান্তঃকরণে রাজা অম্বরীষের নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাজা সহসা ঋষির এই রূপ অবস্থা দেখিয়া এবং তাঁহার পাদস্পর্শে বিলজ্জিত হইয়া নিরতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন, পরে সুদর্শনের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হরির সেই চক্রের স্তব করিতে লাগিলেন।

তুমিই অগ্নি, তুমিই সূর্য্য, তুমিই জ্যোতির পতি চন্দ্র, তুমি আপ্ তুমি ক্ষিতি, তুমি আকাশ, তুমিই বায়ু তুমিই ইন্দ্রিয়, হে অচ্যুত প্রিয় সুদর্শন তোমাকে নমস্কার। হে

পৃথ্বী নাথ! হে সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ চক্র এই বিপ্রের মঙ্গল বিধান কর। তুমিই ধর্ম্ম তুমিই অমৃত, তুমিই সত্য, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যজ্ঞভুক, তুমি লোকপাল, তুমিই সকলের অন্তরাত্মা, তুমিই তেজ, তুমি শ্রেষ্ঠ পৌরুষ, তুমিই আমার পিতার ধর্ম্মের সেতু স্বরূপ; তুমিই অধার্ম্মিক অসুর কুলের ধূমকেতু স্বরূপ, তুমিই ত্রিলোক তারণ, তুমিই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-তেজ, তুমিই মন, তুমিই অদ্ভুত কর্ম্ম, তুমি স্বীয় ধর্ম্মময় তেজো দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া মহাত্মাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে বাক্যের অধিদেবতা! তোমার মহিমা দুরবগাহ্য, তোমার রূপ দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর অতীত।

হে জগতের ত্রাণ কর্ত্তা সুদর্শন! তুমি পাপিদিগের পাপ দূরীকরণার্থ নিযুক্ত হইয়াছ, তুমি এই বিপ্রের কুল ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার মঙ্গল বিধান কর, তুমি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। হে চক্র! যদি ইষ্ট বস্তু প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং স্বীয় ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই বিপ্রের অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণ তাপ শূন্য হউন। আর সর্ব্বাশ্রয় এক ভগবান যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে বিপ্র নিশ্চয় সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। রাজা অম্বরীষ এই রূপে স্তব করিলে তাঁহার প্রার্থনানুসারে সুদর্শন দুর্ব্বাসার হৃদয় সন্তাপ দূর করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ঋষি রাজার প্রসাদে সুদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাপ বিহীন হইলেন এবং রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অহো! অনন্তদাসানাং মহত্ত্বংদৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥

আহা! আজ আমি অনন্ত পরমেশ্বরের ভৃত্যদিগের মহত্ত্ব দেখিলাম। কারণ হে রাজন্ আমি আপনার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলাম, আপনি কেবল আমার মঙ্গল কামনাই করিলেন।

দুষ্করঃ কোনু সাধুনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাং।
যৈঃসংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥

দেবাধি দেব ভগবান হরিকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই সাধু মহাত্মাদিগের দুষ্করই বা কি আছে, আর তাঁহারা পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পরিত্যাগ করিতে পারেন।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্যতীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥

যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র মনুষ্য নির্ম্মল হয়, তাঁহার দাসেরা যেখানে অবস্থিতি করেন সেই তীর্থ স্থান অতএব অপর তীর্থের আর কি অবশিষ্ট রহিল।

রাজন্ননুগৃহীতোঽহংত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বাপ্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ॥

হে রাজন্! আজ আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমায় অনুগৃহীত করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনি আমার অসাধু ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া প্রত্যুত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

মুনিবর দুর্ব্বাসা যাঁহার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত চিত্তে এক বৎসর কাল যাবৎ নানা স্থানে বিচরণ করিয়াও হৃদয় বেদনার উপশম করিতে পারিলেন না বৎসরান্তে আবার তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই কৃপা বলে অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এ দিকে রাজার কি ক্ষমা, কেমন তাঁহার প্রেম, অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া তিনি নিজে যেন কৃতার্থ হইলেন। যে দিন অতিথি ব্রাহ্মণ অভিসম্পাৎ দিয়া গৃহ হইতে বিনির্গত হইল সেই দিন হইতে তাঁহার উদরে আর অন্ন পড়ে নাই, তিনি সেই যে উপবাসী ছিলেন অদ্যাপি সেই উপবাসী রহিয়াছেন। অপরাধী অতিথির প্রতি কি চমৎকার তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি। এক বৎসর নিরশন থাকিয়া কেবল অতিথি পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এখন তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। অনন্তর রাজা ঋষির চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন। দুর্ব্বাসাও আদর পূর্ব্বক আনীত সমুদায় ভোজ্য বস্তু ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া "আপনিও ভোজন করুন" সস্নেহ ভাবে এই কথা রাজাকে বলিলেন। মহারাজ! আপনি পরম ভাগবত, আপনার দর্শনস্পর্শে ও আপনার সহিত আলাপ করিয়া এবং আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমি অতি প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। এই রূপে রাজার গুণানুবাদ করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত চিত্তে আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। রাজা অম্বরীষও কৃতার্থ হইয়া পরব্রহ্ম ভগবানের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করত পুত্রদিগকে স্বীয় রাজ্যভার অর্পণ করিলেন; এবং অবশেষে দিবানিশি হরিগুণ কীর্ত্তন মানসে ও তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিবার জন্য আপনিও বনে গমন করিলেন।

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যান মম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সংকীর্ত্তয়ন্ননু ধ্যায়ন্ ভক্তোভাগবতোভবেৎ।
অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ॥

এই রূপে রাজা অম্বরীষের পবিত্র আখ্যান যে সংকীর্ত্তন করে ও চিন্তা করে সে ভাগবত ভক্ত হয়। যে সকল মহাত্মা অম্বরীষ চরিত শ্রবণ করেন তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদে ভক্তি সহকারে মুক্তি লাভ করেন।

রাজা অম্বরীষের আখ্যায়িকা অতি অপূর্ব্ব। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার কি প্রগাঢ় প্রেম, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার সহিত তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছিলেন। ভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে ভক্ত বৎসলও সে অপরাধ ক্ষমা করেন না; কিন্তু ভক্ত ক্ষমা না করিলে সে পাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ

তাঁহার ক্ষমা, দয়া ও লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইল।

মাধুর্য্য কাদম্বিনী।

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার চৈতন্যানুগত শিষ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক এই গ্রন্থ বিরচিত। ইহাতে ভক্তিপথাবলম্বী সাধকের পর পর যেরূপ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহা অতি সুপ্রণালীতে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থকারের সমুদায় মীমাংসার সহিত আমাদের ঐকমত্য নাই; কিন্তু এতৎ পাঠে অনেকে প্রীতিলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ ভক্তি কিরূপে উপস্থিত হয় ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহঁার মতে ভক্তি কোন হেতু অপেক্ষা না করিয়া আপনি সাধকে উদিতা হয়। ভক্তি না থাকিলে তৎপ্রতি ঈশ্বর বা সাধুর কৃপা হয় না, এ জন্য ঈশ্বর কৃপা বা সাধু কৃপা ভক্তির কারণ নহে, স্বয়ং ভক্তিই তত্তদাকর্ষণে কারণ। শাস্ত্রে কোন স্থলে দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্যান্য শুভানুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হয়, কোন স্থলে হয় না লিখিত আছে। গ্রন্থকার ইহার এই রূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রেমাঙ্গভূত নির্গুণা ভক্তির উদয়ে দান ব্রতাদি কারণ নহে, জ্ঞানাঙ্গভূত সাত্ত্বিক ভক্তির উদয়ে উহারা কারণ। কেহ কেহ বলেন বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উদ্দেশ্যে দান—দান, একাদশী আদি ব্রত—ব্রত, ঈশ্বর লাভোদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ—তপঃ। এরূপ হইলে ঐ সকল সাধন ভক্তির অঙ্গ হইল। ইহাতে ভক্তি দ্বারা ভক্তি সাধিত হওয়াতে ভক্তির অহেতুকত্ব বিদূরিত হইল না। জ্ঞান এবং কর্ম্মের ফলসিদ্ধি ভক্তি বিনা হয় না, জ্ঞান এবং কর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে, অধিকন্তু জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা যাহা কিছু হইয়া থাকে এক ভক্তিতেই তাহার সকলি সুসিদ্ধ হয়। সুতরাং ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এমন কি ভক্তি হীন জ্ঞান কর্ম্মাদি সকলই নিষ্ফল।

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥"

কর্ম্মানুষ্ঠানে কাল দেশ, পাত্র, দ্রব্য, অনুষ্ঠান, শুদ্ধি ইত্যাদির একান্ত প্রয়োজন। এমন কি মন্ত্র উচ্চারণে একটু ব্যতিক্রম হইলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, ভক্তি সেরূপ নহে। ইহাতে দেশ কাল শুদ্ধ্যাদির কিছু অপেক্ষা নাই। ঈশ্বরমন্ত্র বা নাম শুদ্ধ উচ্চারিত হউক, বা অশুদ্ধ উচ্চারিত হউক উহা দ্বারা পরিত্রাণ নিশ্চয়। অনেক আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিও জ্ঞানী ছিল শাস্ত্রে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি যে শ্রেষ্ঠ ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম সর্ব্বদা পরতন্ত্র, কেন না উহাতে দ্রব্য দেশ শুদ্ধি আদি চাই এবং পদে পদে নানা প্রকার বিঘ্ন দ্বারা উহার আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ভক্তি পরম স্বতন্ত্রা, উহা কিছুরই দ্বারা সাধিত বা বাধিত হয় না। ভক্তি জ্ঞানের একটী সাধন মাত্র ইহা অজ্ঞেরাই বলিয়া থাকে। কেননা জ্ঞান দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে, শাস্ত্রে ভক্তির তদপেক্ষাও পরমোৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥"
"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা অবিমিশ্র ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি। ইহাতে ভজনীয় ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ফলাভিসন্ধান থাকে না। ভজনীয়ের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তিই ইহার মূল প্রাণ। চিত্তে ভক্তির উদয় হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলের দূষণীয় ভাব তিরোহিত হয় এবং তখন ক্লেশঘ্নী ও শুভদা নামে ভক্তিবল্লীর দুইটী পত্রিকা প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের গুণ গ্রামে লুব্ধ হইয়া তাঁহার ভজনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। প্রথমটীতে প্রিয়াদিরূপ শুদ্ধ সম্বন্ধ থাকাতে স্নিগ্ধতা, দ্বিতীয়টীতে প্রিয়াদিরূপ শুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকাতে কার্কশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্লেশঘ্নত্ব এবং শুভদত্ব সম্বন্ধে এ দুইই সমান। অজ্ঞানতা, অহংভাব, আসক্তি, দ্বেষ, বিষয়াভিনিবেশ, এই পাঁচটী ক্লেশ। ভক্তি দ্বারা এই সকল তিরোহিত হয়, এ জন্য উহাকে ক্লেশঘ্নী বলা যায়। দুর্ব্বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণা জন্মে ইহার পক্ষে অনুকূল কৃপা ক্ষমা সত্য সারল্য, সমতা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মানদত্ব, অমানিত্ব, সর্ব্বসুভগত্ব ইত্যাদি গুণ ভক্তি দ্বারা ভক্তে সমুপস্থিত হয়, এজন্য ভক্তি শুভদা বলিয়া উল্লিখিত হয়।

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।"

ভক্তি, ঈশ্বরানুভব, এবং ঈশ্বর ব্যতিরেক অন্য বিষয়ে বিরক্তি এ তিন এ কি সময়ে উপস্থিত হয় শাস্ত্রে লিখিত থাকিলেও ক্লেশঘ্নী ও শুভদা এ দুই পত্রিকোদয়ের তারতম্যানুসারে অশুভ নিবৃত্তি এবং শুভ প্রবৃত্তির তারতম্য হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তির প্রথমতঃ শ্রদ্ধা হয়। এই শ্রদ্ধা কাহারও স্বাভাবিক কাহাকেও যত্ন করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। এই শ্রদ্ধা দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তাঁহার শিক্ষা গুণে সাধু সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। সাধু সঙ্গে হইতে ভজন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভজন ক্রিয়া দুই প্রকার অনিষ্ঠিতা এবং নিষ্ঠিতা। অনিষ্ঠিতা ছয় প্রকার। উৎসাহময়ী, ঘনতরলা, ব্যূঢ়বিকল্পা, বিষয়সঙ্গরা, নিয়মাক্ষমা, তরঙ্গরঙ্গিণী।

উৎসাহময়ী।

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া লোকের প্রশংসা লাভ করিলে আমার বিদ্যা হইল বলিয়া যেমন উৎসাহ হয়, তেমনি ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তজন কর্তৃক প্রশংসিত হইলে যে উৎসাহ হয়, তাহাকে উৎসাহময়ী অনিষ্ঠিত ভজন ক্রিয়া বলে।

ঘনতরলা।

শাস্ত্রাভ্যাসে রত শিশুর যেমন কখন মনোভিনিবেশ হয়, আবার কখন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিরস প্রতীত হয় বলিয়া শৈথিল্য জন্মে. তেমনি আরবদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসকল কখন নির্ব্বাহ করে, কখন নির্ব্বাহ করে না, ইহাকে ঘন তরলা বলে। সাধনে কখন ঘনত্ব কখন তরলত্ব হয় বলিয়া ইহার নাম ঘনতরলা।

ব্যূঢ়বিকল্পা।

পুত্র কলত্রাদি সকলকে বৈষ্ণব করিয়া গৃহে থাকিয়াই তাঁহাকে ভজনা করি, অথবা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবৎ স্থানে গিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কৃতার্থ হই, ভুক্ত ভোগ অন্তে ত্যাগ করি বা এক্ষণই ত্যাগ করি; "গৃহ তৃণাবৃত কূপের ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য" ইহাকে এখনই ত্যাগ করিব, "আহা আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন, বালকগণ অশিক্ষিত, ইহাদিগকে কে পোষণ করিবে" "অতৃপ্তে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার অনুধ্যানের বিষয় হয় এবং তাহাকে মৃত্যু অন্তে ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইতে হয় এই সকল বাক্যে অলব্ধবল হইয়া প্রাণ ধারণ মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করত সংসারে অবস্থান করিল এবং মনে করিল শেষ কালে ভগবৎ স্থানে গিয়া অষ্ট প্রহর তাঁহার ভজনা করিব। "ভিক্ষুক যে যে আশ্রমে গমন করে, সেই সেই আশ্রমকে অন্নে পূর্ণ দর্শন করে" এই বাক্যে বৈরাগ্য নিশ্চয় করিল, আবার যাবৎ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করে সেই পর্য্যন্ত "বাসনা প্রভৃতি তাহাকে অপহরণ করে, গৃহ কারাগৃহ হয়" এই বাক্যে গৃহস্থ হওয়াই নিশ্চয় করিল। গৃহস্থ হইয়া কিরূপে ভজনা করি চিন্তা উপস্থিত হইল। কীর্ত্তনই করি, কি ঈশ্বর প্রসঙ্গ শ্রবণ করি, কি সেবাই করি অথবা অম্বরীষাদির ন্যায় বহু অঙ্গ একত্র সাধন করি এইরূপ নানা প্রকার বিকল্প উপস্থিত হয় বলিয়া ইহার নাম ব্যূঢ়বিকল্পা।

বিষয়সঙ্গরা।

ভোগের বিষয় সকল বলপূর্ব্বক ভজনে শিথিল করিয়া ফেলে, অতএব ভোগসকল একান্ত পরিত্যাজ্য এই মনে করিয়া কোন কোন বিষয় নিন্দিত জানিয়া পরিত্যাগ করিল, আবার পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাহা কর্তৃক আকৃষ্ট হইল। এই রূপ ভোগের বিষয়ের সঙ্গে ক্রমিক সঙ্গর (যুদ্ধ) এবং জয় পরাজয়কে বিষয়সঙ্গরা বলে।

নিয়মাক্ষমা।

অদ্য হইতে এত নাম গ্রহণ করিব, এত প্রণাম করিব, এই রূপে ভক্তগণের সেবা করিব, যে সকল কথার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ নাই তাহা উচ্চারণ করিব না। যাহারা গ্রাম্য কথা বলে তাহাদের নিকটেও বসিব না। এই রূপ প্রতিদিন নিয়ম করিয়া কার্য্য কালে তাহা রক্ষা করিতে পারে না ইহাকে নিয়মাক্ষমা বলে। বিষয়সঙ্গরাতে বিষয়-ত্যাগে অক্ষমতা, নিয়মাক্ষমাতে ভক্তির উৎকর্ষ সাধনে অক্ষমতা এই প্রভেদ।

তরঙ্গরঙ্গিণী।

ভক্তির স্বভাব এই যাহার ভক্তি থাকে তাহার প্রতি লোক সকলের অনুরাগ হয়। লোকের অনুরাগ হইলেই তাহার সম্পদাদি বৃদ্ধি পায়। অচতুর ব্যক্তির এই সকল ভক্তি জনিত প্রতিষ্ঠাদিতে রঙ্গ হয়, এ জন্য ইহার নাম তরঙ্গরঙ্গিণী।

আচার্য্যের উপদেশ।

কোন্নগর, ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৮ শক।

উপাসক দেবালয়ে গমন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করে, এই কথা সমুদয় ধর্ম্মাবলম্বী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। উপাসনার সময় দেবালয়ে প্রবেশ করা, আবার সংসারে আসিয়া পূর্ব্বকার ভাব গ্রহণ করা সংসারের অধিকাংশ লোকের এই রীতি। কিন্তু যথার্থ শাস্ত্র এরূপ নহে। বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরের আলয়ে যাই না, ঈশ্বর আমাদের ভিতরে আসেন। আমাদের গৃহ ছাড়িয়া আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই না, ঈশ্বর নিজেই আমাদের সমুদয় শরীর, মন, এবং জীবনের মধ্যে বাস করিতেছেন এই যথার্থ কথা। আমরা ঈশ্বরের নিকটে যাইব কিরূপে? বাস্তবিক যথার্থ দেব মন্দির এই শরীর। যিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই ঈশ্বরকে বুঝিয়াছেন, ঈশ্বর কি আমাদিগকে ছাড়িয়া বসিয়া আছেন? যখন দেখিতেছি ঈশ্বর ভিন্ন হস্ত একটী কার্য্য করিতে পারে না, নাসিকা সৌরভ গ্রহণ করিতে পারে না, প্রাণ বাঁচে না তখন কিরূপে বিশ্বাস করিব শরীর ছাড়িয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হয়। পূর্ব্বকার সাধকেরা বলিয়াছেন, শরীর ঈশ্বরের মন্দির। উপাসনার সময় আমরা কি করি? চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই ভাবি আমার শরীর মনের ভিতরে ঈশ্বর বাস করিতেছেন। তাঁহার বল, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, তাঁহার পবিত্রতা ইহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। যদি ভক্তি থাকে এই জ্ঞান সুলভ হয়, কঠোর জ্ঞান আয়াস সাধ্য হয়। আমি আছি তাঁহার ভিতরে, তিনি আছেন আমার ভিতরে; ইহা ভক্তি শাস্ত্রের কথা। ব্রাহ্ম! সমস্ত ব্রহ্মোপাসনার সার এই, আমি তাঁহার মধ্যে,

তিনি আমার মধ্যে। নতুবা আমি রহিলাম সংসারে আমার ঈশ্বর রহিলেন দেবালয়ে, আমি কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম ইহাতে কি সুখ হয়? এক বার বিচ্ছেদ এক বার মিলন, এই রূপ বিচ্ছেদ মিলন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে মরিতে হয়, সেখানে শান্তি কোথায়? যথার্থ সাধকের দেবালয় নিজের শরীর। সাধক আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের মধ্যে আপনাকে দেখিতে পান। ইহাতেই পরিত্রাণ। ইহাতেই যথার্থ সুখ। তিনি বলেন "হে পরমাত্মা! তোমার ভিতরে আমি অধিবাস করি, আমার ভিতরে তুমি অধিবাস কর।" মোক্ষধাম, কাশীধাম, স্বর্গ, দূরে, ভক্ত এরূপ ভাবেন না। যখনই তিনি ইচ্ছা করেন তখনই সাধক তাঁহার মোক্ষধাম নিকটে দেখিতে পান। যেমন ভ্রমর মগ্ন ভাবে পুষ্পের ভিতর থাকিয়া মধু পান করে, সাধকও সেই রূপ ঈশ্বরের মধ্যে মগ্ন ভাবে বাস করিয়া ঈশ্বরের চরণামৃত পান করেন। ঈশ্বর আমার ভিতরে কিরূপে ইহা বেদ বেদান্ত কেহ বুঝাইতে পারে না। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সাধক সুখের সাগরে ডুবিয়া আছেন। আমি আমার বন্ধুর বাটীতে বসিয়া অবিচ্ছেদে তাঁহার সুমধুর সুখময় সহবাস ভোগ করিতেছি ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সৌভাগ্য কি আছে? যেখানে বিচ্ছেদ অসম্ভব হইল সেখানে আর সুখের অন্ত কোথায়? যে দুঃখী আত্মা ঈশ্বরের ভিতরে, সে জ্যোতির মধ্যে, স্বর্গের সুখধামের মধ্যে বসিয়া আছে। বাস্তবিক ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে দূরে যাইতে হয় না। অন্তরের অন্তরে অন্তরতম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা উচিত। এক বারও নিজের শরীর, মন, এবং প্রাণকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা উচিত নহে। যত বার আপনার প্রতি তাকাইবে ততবার দেখিবে অসহায় শিশু সেই অমৃত ক্রোড়ে রহিয়াছে। সেই পতিতপাবনের ক্রোড়ে পাপাত্মা আশ্রিত হইয়া আছে। যখনই বলিবে ঈশ্বর! অমনি দেখিবে একটী পবিত্র আবির্ভাবের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া আত্মা বাস করিতেছে। এই তত্ত্ব জানিলে ব্রহ্মোপাসনা সুলভ হয়। এই আমি, এই বাহিরে তিনি, ঈশ্বরের সঙ্গে এত দূরও ব্যবধান নাই। এই আমার ভিতরে তিনি। সম্বন্ধের নৈকট্য এবং ঘনিষ্ঠতাতে তিনি অন্তরতর অন্তরতম ভক্তবৎসল, ভক্ত প্রাণধন। তোমরা এই রূপে সাধন কর। ঈশ্বরকে নিজের প্রাণের মধ্যে দেখিলে আর তোমাদের ভয় থাকিবে না। আসুক না পৃথিবীর সহস্র দুঃখ, তোমরা বলিবে, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁহাদের আশ্রয়দাতা, তাঁহাদের আর ভয় কি? মনুষ্যেরা বিরোধী হউক প্রাণের ভয় নাই। প্রাণারাম ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া সুখী করেন পাপ তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে না। ঈশ্বর আমার মধ্যে, আমি ঈশ্বরের মধ্যে, উপাসনার প্রথমও এই, উপাসনার শেষও এই। আমি ঈশ্বরেতে ঈশ্বর আমাকে এই ভাবটী পুষ্পের ন্যায় যত প্রস্ফুটিত হইবে তত ইহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ বিস্তৃত হইবে। জ্ঞানের প্রয়োজন হইলে বিদ্যালয় হৃদয়ের ভিতরে, গুরুর গুরু হৃদয়ের ভিতরে। তখন আর জ্ঞানের জন্য পুস্তকের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয় না। অন্তরের অন্তরে সকল নিগূঢ় ব্যাপার হইবে। যাহাতে চাকচক্য নাই, যাহার জন্য লোকে সুখ্যাতি করে না তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি ধ্যানপরায়ণ বৈরাগী হও মনুষ্য তোমার প্রশংসা করিবে; কিন্তু তুমি যখন সেই অন্তরতম ঈশ্বরের ভিতরে মগ্ন হইয়া গুপ্ত ভাবে হরিপদ কমল পীযূষ পান করিবে মানুষ তোমাকে তখন দেখিতে পাইবে না। প্রশংসা নিন্দার অতীত হইয়া তুমি তখন গূঢ়তম স্থানে লুক্কায়িত থাকিবে। ব্রাহ্ম! তুমি যদি দান ধর্ম্ম কর লোকে তোমাকে দেখিবে, কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মপরায়ণ হও সেই সজনতার মধ্যেও তুমি লুক্কায়িত থাকিবে। তোমার ক্ষমতা, তোমার দয়া পৃথিবী দেখিল না; কিন্তু নিজে সুখী হইলে। ইহাই বনগমন, অথবা মনের ভিতর ঈশ্বরকে লইয়া বাস করা। অন্তরের অন্তরে সেই অন্তরতম ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করাই যথার্থ বনগমন। ব্রহ্মভক্ত! তোমার বাটী পৃথিবীতে থাকিবে না। তুমি বাহিরের পুষ্করিণীতে স্নান করিবে না। তুমি হৃদয়ধামে বাস করিবে, সেখানে ভক্তি সমীরণ সেবন করিবে। বন্ধুর প্রয়োজন হইলে হৃদয় কুটীরে প্রবেশ করিবে, সেখানে এক ঈশ্বরই সহস্র বন্ধু হইয়া তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন। তোমার হস্ত পদ বাহিরের কার্য্য করুক, তোমার প্রাণ কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক। দয়ার সাগর ঈশ্বর আমার ভিতরে, আমি দয়ার সাগর ঈশ্বরের ভিতরে; আমি শান্তি সাগরের মধ্যে, শান্তি সাগর আমার মধ্যে; এরূপ বলিতে বলিতে পবিত্র হইয়া, কৃতার্থ হইয়া আমরা স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইব।

কুটীর।

সোমবার, ১৯ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হে যোগ শিক্ষার্থী ব্রাহ্ম! তুমি ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছ যোগ শিক্ষা করিতে হইলে গতি, কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়া চলিতে হইবে। প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতর দিকে। হাত দুটী, পা দুটী, কাণ দুটী বাহির হইতে ভিতরে যাইবে। দুটী হস্তে আর জড় বস্তু ধরিবার জন্য বাঞ্ছা থাকিবে না, কিন্তু দুটী হাত যোড় করিয়া ভিতরের বস্তু ধরিতে ইচ্ছা হইবে। যে পা সংসারের দিকে চলিতে ছিল, তাহার বিপরীত দিকে গতি হইবে। যে দিকে রাস্তা ছিল না মনে করিতে, সেই দিকে রাস্তা খুলিবে। চক্ষু দুটী উল্টাইয়া ভিতরে গেল। কর্ণ দুটীরও আর বাহিরের সুললিত বাক্য ভাল লাগিবে না, ভিতরে

ব্রহ্মবাণী শুনিবার জন্য ফিরিবে, সেই আকাশবাণী শুনিবার জন্য ভিতরে যাইবে। সেই মানুষটী ক্রমাগত ভিতরের দিকে চলিল। এক দিন যায়, এক মাস যায়, দুই মাস যায়, এক বৎসর যায়, ভিতরের পথ আর ফুরায় না। বাহিরের যেমন অনেক দীর্ঘ পথ, ভিতরের পথও তেমনই অনেক দূর; ভিতরের দিকে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্থান আছে। উপাসনা করিতে হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, ধ্যান করিতে হইলে কাণ বন্ধ করিতে হয়, পূজা করিতে হইলে হাত দুটী জড় করিতে হয়, পা দুটী সঙ্কুচিত করিতে হয়। যতবার উপাসনা করিবে ততবারই এ সকল ইন্দ্রিয়কে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া যাইতে হইবে। বাহিরে যেখানে গোল, সে স্থান হইতে দূরে গিয়া ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। যোগের প্রথম অবস্থা, প্রথম গতি এই। আরাধনা, ধ্যান, চিন্তা, সঙ্গীত, সমুদয় ভিতরে। এই রূপে ভিতরের দিকে গিয়া সাধন করিতে করিতে জীবন খুব আধ্যাত্মিক হয়, হস্ত পদাদিকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিয়া ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে আমোদ হয়। যোগ শিক্ষার্থী! এখানে কি যোগ শেষ হইল? তুমি বলিবে, না। পথিক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়াছিল, আবার সে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিল। প্রথমে বাহির হইতে ভিতরে, সাকার হইতে নিরাকারে যাইতে হয়, সেখানে অদৃশ্য দৃষ্ট হইল, অশব্দ শ্রুত হইল। তার পর ঈশ্বর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, যোগী! তোমারত ঘরের কায হইয়াছে, আর ভিতরে যাওয়া, ভিতরে থাকা নহে, এখন তুমি আবার বাহিরে যাও। আবার দেখি যোগী সংসারে গেল, হাত পা ছড়াইল, ও কি! হাত ধরিতে যায় যে, ও কি! পা চলে যে, ও কি! চক্ষুঃ বাহিরের বস্তু দেখে যে, ও কি! যোগীর কাণ বাহিরের কথা শুনে কেন? তবে বুঝি যোগ ভাঙ্গিয়াছে, স্থূলদর্শী এই কথা বলে। সূক্ষ্মদর্শী বলে, যোগ জমিয়াছে, অথবা যোগীর জীবন জমাট হইয়াছে। চক্ষু মুদিত করিয়া নিশ্চিন্ত রূপে অন্তর্জ্জগৎ দেখা হইল, পরেও যদি চক্ষু মুদিত রাখা হয় সে নিকৃষ্ট যোগী। পা চলুক তুমিও চল, চক্ষু দেখুক তুমিও দেখ, যখন ভিতরে ছিলে তখন নিরাকারে নিরাকার দেখিয়াছ, এখন সাকারে নিরাকার দেখ। প্রথম অবস্থায় বাহ্য জগৎ হইতে তোমার সমুদয় শক্তি প্রত্যাহার করিয়া ভিতরের দিকে বিস্তার করিয়া ছিলে, এখন বাহ্য জগতে বসিয়া নিরাকারের ধ্যান, আরাধনা, দর্শন প্রভৃতি সমুদয় আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন কর। প্রথমে চক্ষু খোলা যেমন দোষ, পরে চক্ষু মুদ্রিত করাও তেমনি দোষ। তখন ভিতরে থাকা দুর্ব্বলতার পরিচয়। যে কেবলই পশ্চিমে গেল, পূর্ব্বে ফিরিল না, তার অর্দ্ধেক যোগ হইল। দাঁড়াও, গোলাকার পৃথিবী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গোলাকার, যদি ক্রমাগত চল, তোমাকে আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতেই হইবে। ভিতরের দিক দিয়াই আসা, পতনের ন্যায় ফিরিয়া আসা হইল না। যোগী সর্ব্বদা অগ্রগামী, যোগীর পক্ষে সর্ব্বদাই ঈশ্বর সম্মুখে, পশ্চাতে নহেন, দেবতা সমক্ষে। যদি ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া যোগীকে সংসারে ফিরিতে হয় যোগশাস্ত্রত তবে প্রলাপের কথা বলিল! যথার্থ যোগ সাধনের জন্য বাহির হইতে ভিতরে গেলে, ভিতরেই যাও, কিন্তু দেখিবে দেখিতে দেখিতে মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছ। গোল পথ। প্রথমাবস্থায় স্ত্রী পুত্র সমুদায় নিরাকার, তখন বাহিরে আসিলেই যোগ ভঙ্গ হয়। তখন যাই হাতে বাহিরের একটী বস্তু ধরিল, তখন আর ভিতরের বস্তু স্পর্শ করিতে পারিল না; যাই কাণ বাহিরের বাদ্য শুনিল, তখনই ভিতরের ব্রহ্মবাণী শুনা বন্ধ হইল; এই প্রথমাবস্থায়; ঠিক কথা। প্রথমে সমুদয় নিরাকার, সাকার দেখিতে হইবে না। তার পর যখন সময় হইল, তখন সাকারে নিরাকার দেখিতে হইবে। তুমি মুখ ফিরাও নাই। যেমন দৃষ্টান্ত দিলাম, পৃথিবী গোল। তুমি সংসার ছাড়িয়া ভিতরে গেলে, তার পর আবার চলিতে চলিতে সংসারে আসিলে। যে ভিতর দিয়া না গিয়াছে সে দেখে সাকারে সাকার, আর যে নিরাকারের ভিতর দিয়া আসিল সে জড়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব দেখে; স্ত্রীর ভিতরে স্ত্রীর ভাব, মাতার ভিতরে মাতার ভাব, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সেই জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না, বজ্রাঘাতে শক্তির শক্তি, আপনার শরীরে সেই আত্মা স্থাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পরমাত্মা, চক্ষুর ভিতরে তিনি চক্ষু, কাণের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মধ্যে তিনি প্রাণ। যখন ভিতরে যোগ করিয়া বাহিরে আসিলে তখন ধর জড়; কিন্তু ধরিতেছ নিরাকার। শুনছ, দেখছ জড়; কিন্তু তাহা নহে, সকলই নিরাকার। বসেছ জড়ের উপরে; কিন্তু তাহা নহে, নিরাকার। মায়াবাদী মতের এখানে অর্থ। এ সব ছাড়া যে যোগী সে নিকৃষ্ট যোগী। সেই যোগী ভিতরে গেল, কিন্তু সে পথে বসিয়া পড়িল, চলিল না, চলিত যদি পুনর্ব্বার এই নিকৃষ্ট জগতে আসিত, এই সকল লোকদের সঙ্গে অগ্রগামী যোগীর দেখা হবে, এরা সাকারে সাকার দেখে, তিনি সাকারে নিরাকার দেখেন। তাঁহার চক্ষে সকলই ব্রহ্মময়, আকাশময় ব্রহ্ম; জ্যোতির ভিতরে ব্রহ্ম। ভিতর থেকে বাহির, আবার বাহির থেকে ভিতর; আবার ভিতর থেকে বাহির, আবার বাহির থেকে ভিতর; একবার যাওয়া, আবার আসা; আবার যাওয়া, আবার আসা; কি নির্ম্মাণ হইল? যোগ চক্র। যোগীর পরিপক্কাবস্থায় দুই এক হইয়া যাইবে। যোগীর পক্ষে একটা উপাসনার অবস্থা, একটা পৃথিবীর ব্যাপার তাহা নহে; সকলই ব্রহ্মের ব্যাপার। বাহিরে ব্রহ্ম ভিতরেও ব্রহ্ম; কিন্তু জগৎ ব্রহ্ম নহে, মনও ব্রহ্ম নহে। ভিতরে হাত দিলে কি হয়; মনের ভিতর ব্রহ্ম, বাহিরে হাত দিলে কি হয়; জগতেও ব্রহ্ম। এই রূপে যোগী ভিতরে গেল বাহিরে এল, ভিতরে গেল বাহিরে এল, ভিতরে গেল বাহিরে এল, ভিতরে গেল বাহিরে এল, ক্রমাগত যোগচক্র এত ঘুরিতে লগিল যে আর ভিতর বাহির দেখা যায় না। সেই চক্র যখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, যে আর গতি দেখা যায় না, তখন যোগ সিদ্ধ হইল। সেই অবস্থায় স্ত্রী পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় আর ভয় নাই, ব্রহ্মময় সমুদয় স্থান। এই রূপে যখন ভিতর বাহির দুই পথ এক হইয়া যায় তখন সাধক যোগেতে সিদ্ধ হয়।

সম্বাদ।

সম্প্রতি সাজাহানপুরে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বিচারের জন্য এক মহা সভা হইয়াছিল। প্রায় চারি সহস্র লোক তথায় উপস্থিত হয়। নানা দূর দেশ হইতে প্রধান প্রধান মৌলবিগণ আসিয়াছিলেন। পাদরী নোলেস্

সাহেব প্রায় ষাইট জন খৃষ্টীয়ান সহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিচারে মুসলমানদিগের জয় লাভ হইয়াছে। কবীরপন্থীরাও বিচার করিয়াছিল। মুসলমানদিগের ঈশ্বরতত্ত্ব এবং তাঁহার সাধনসম্বন্ধে মত সকল খৃষ্টীয়ানদিগের মত অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নওয়াখালী হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন তথায় একটী উপাসনা মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এই মন্দির রীতিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। এখানে দিন দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার বিস্তার হইতেছে।

কুচবিহার হইতে এক জন লিখিয়াছেন তথাকার সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র রায় বিগত ২৭ শে বৈশাখে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ইনি এক জন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, মৃত্যু কালেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ম্লান হয় নাই। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে চরণতলে স্থান দান করুন এবং তাঁহার ইহ লোকস্থ বন্ধুদিগের শোক দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিগত ২০ শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ঢাকা নগরে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ সেন এম, এ, জাতিতে বৈদ্য, বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর, নিবাস মানিকগঞ্জের নিকট মত্তগ্রাম, ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের রাসায়নিক বিদ্যার অধ্যাপক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সুদক্ষিণা গঙ্গোপাধ্যায়, জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম সতের বৎসর, নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোহাগদল, ইনি ঢাকা স্ত্রী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। এই বিবাহে উক্ত নগরের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গ চন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র পৌরহিত্য কার্য্য করেন। পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশ সমাজ সংস্কারসম্বন্ধে দিন দিন দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছে। দুঃখিনী কুলীন কন্যাগণ এইরূপে দেশাচারের হস্ত হইতে যত মুক্তি লাভ করেন দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

গত পূর্ণিমায় যে সপ্তাহ শেষ হয় সেই সপ্তাহে মোড়পুকুর গ্রামের দুঃখী ও ভদ্র লোকদিগের গৃহে গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। সাধনকাননবাসীদিগকে তথাকার শ্রমজীবী দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্কীর্ত্তন শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের বিনীত দীন ভাব সন্দর্শনে সকলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। প্রথম দিন যখন কোন দুঃখী গৃহস্থের বাটীতে যাইবার প্রস্তাব হয় তখন সে ব্যক্তি তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভগ্নকুটীরবাসী দীন ব্যক্তিদিগের আলয়ে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিলে জ্ঞানী ধনী ভদ্র লোকদিগের মনে সহজেই বৈরাগ্য ও দীনতা উপস্থিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিগত ২১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার জয়পুর, ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিন উপাসনা, সঙ্গীত ও আলোচনাদি হয়, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন দুই বেলা উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশ ও উপাসনা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই উপলক্ষে অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি দরিদ্রদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান হয়। এই সমাজের অধীনে একটী দাতব্য বিভাগ সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সাম্বৎসরিকের সময় যেরূপ অনুরাগ উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন দৈনিক জীবনে সেই ভাব স্থায়ী হউক এই আমাদিগের বাসনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ মে ১৮৭৬।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া) ...	২৫
,, ,, মধুসূদন সেন	১
,, ,, কালীপ্রসন্ন বসু (পাবনা) ...	৩।৶০
,, ,, তারক বন্ধু চক্রবর্ত্তী (মুন্সি গঞ্জ)	২
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	১
,, ,, নিমাইচাঁদ শীল বস্ত্র ২ যোড়া ...	২৸৴০
,, ,, তারকনাথ দত্ত	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন তণ্ডুল	৸৶৫
,, ,, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২
,, ,, জয়গোপাল সেন	৫
,, ,, শ্রীনাথ পাল	১
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন	৩
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	১
,, ,, কালীকুমার বসু (ময়মনসিংহ)	৩।০
,, ,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ ...	১
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ (বাজিৎপুর) ...	৪
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	১
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	॥০
,, ,, নৃপালচন্দ্র মল্লিক	১॥০
,, ,, যদুনাথ রায় (রামপুরহাট) ...	২
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
চুনাপুকুর ঐ	২
উত্তর ভারতবর্ষীয় ঐ	৫
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	১॥৴০
রামপুরহাট ঐ	২
দুটী বন্ধু	৸০

এককালীন দান।

বরাহনগরস্থ বন্ধু	৫
একটী মহিলা	৪
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরি	১
,, ,, নবীনচন্দ্র রায় (এলাহাবাদ) ...	১॥৶১০
,, ,, শ্যামচরণ বকসী (ময়মনসিংহ)	১
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস (বিশ্বনাথ)	৭

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার দেরাদুন ...	১

পাথেয় হিসাব।

মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ	১
অম্বিকাচরণ সেন	১০
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	৫
শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক (এলাহাবাদ)	২
,, ,, শ্যামাচরণ বর্কসি (ময়মনসিংহ)	২
,, ,, শরচ্চন্দ্র দত্ত	১

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

একটী বন্ধু	১

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হিতৈষী ভারত মিহির যন্ত্রে ১লা আষাঢ় শ্রীমদনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
১২ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে ন্যায়বান্ সূক্ষ্মদর্শী পরমেশ্বর! যে ভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হয়, প্রতি দিন আমি যে সকল কার্য্য ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়া গমন করি, এ সকল কি তোমার অনুমোদনীয়? যাহা আমার করা উচিত ছিল, যে জন্য আমি এ সংসারে প্রেরিত হইয়াছি তাহা সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, নিম্ন শ্রেণীর সাধকেরা যে আদর্শ অনুসারে তোমার সেবা করেন ততদূর আমা দ্বারা হইতেছে কি না তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমার কার্য্যে যদি তোমার অনুমোদন না থাকে তবে যাহা কিছু আমি করি সে সমস্তই বৃথা। এই অধম জীবনের দৈনিক হিসাবে যদি তোমার স্বাক্ষর আমি না দেখিতে পাই তবে হে প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর! বল আমি আর কাহার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিব? আমার অনেক কার্য্যে তোমার সম্মতি নাই সেই জন্য আমার জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। সমস্ত দিন আমি কার কাছে থাকি, কাহার সেবা করি তাহা তুমি জান। যদি তোমার নিকটে থাকিয়া সমস্ত দিন তোমারই সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম তাহা হইলে এত দিন পবিত্র ব্রহ্ম তেজে আমার আত্মা নিশ্চয়ই তেজস্মান্ হইত এবং চিত্তও সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিত। হে জীবনসহায় অগতির গতি ঈশ্বর! যদি তোমার অনুমোদন এবং স্বাক্ষর আমার কার্য্যে না থাকে তবে আর আমি কাহার জন্য এই পাপ জীবন ভার বহন করি? হায়! পাপের ঋণ অদ্যাপি আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না। যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চিত হয় তাহা পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই ফুরাইয়া যায়। আর দিন নাই হে দীনবন্ধু ভবকাণ্ডারী পরমেশ্বর! শীঘ্র যাহাতে আমার পুরাতন হিসাব পরিষ্কার হয় তাহা করিয়া দাও। হায়! আমার বিচার কত দিনে নিষ্পত্তি হইবে, কবেই বা আমি আমার জীবনের দৈনিক হিসাবে তোমার স্বাক্ষর দেখিয়া কৃতার্থ হইব। হে পতিতপাবন জগদীশ! বাহিরের জীবন আমার যতই কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক না, তোমার প্রেম মুখের প্রসন্নতা না পাইলে এবং তোমার উৎসাহকর আশ্বাস বাণী না শুনিলে কিছুতেই আমার জীবনে আরাম নাই। হে দুঃখীর পিতা মাতা, আর যে বিলম্ব সহ্য হয় না, সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন একবার ঐ শ্রীচরণপদ্ম এই পাপীর মস্তকে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ কর, তোমার পাদস্পর্শে আমি মুক্ত হইয়া যাই।

পিতা! আর কি বলিব, যত দিন যাইতেছে ততই যেন ভাবনায় মন প্রাণ অবসন্ন হইতেছে। কোথায় আমি পড়িয়া আছি! এখনও যে আমাকে বহু দূরে যাইতে হইবে আমি কি করিতেছি! অন্ততঃ এইটী কর যে, যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসা যায় না, যে অবস্থায় অন্তরে পুণ্যবল ব্রহ্মতেজঃ সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, দয়াময়, সেই পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া আমাকে তুমি ছাড়িয়া দাও, এই আমার বিনীত নিবেদন।

সহজ ব্রহ্মদর্শন।

চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ন্যায় যুক্তি এবং বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুল জ্ঞান কৌশল বাগ্বিতণ্ডা এবং সুদীর্ঘ তর্ক মীমাংসার মধ্য দিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার্থীকে এক আদি পুরুষ পরম জ্ঞানী ঈশ্বরের সমীপে লইয়া যান। ধর্ম্মবিজ্ঞানের সুবিস্তীর্ণ অধিকার মধ্যে বহুবিধ সত্য রত্ন সঞ্চিত আছে, তাহা অধ্যয়ন করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান এক প্রকাণ্ড সমুদ্র বিশেষ তন্মধ্যে পাঠ্য এবং আলোচ্য বিষয় অনেক আছে। কিন্তু ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাসী সাধককে এ পথে যাইবার প্রয়োজন নাই; কারণ দর্শনের শাস্ত্র এবং বিধান, তাহার প্রণালী এবং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে বিদ্যা বুদ্ধির বিক্রম, বিজ্ঞানের কৌশল, পরিমার্জ্জিত তর্কশক্তি, বিচারনৈপুণ্য কোন কার্য্যে আইসে না। ব্রহ্মদর্শন বিষয়টী অতি কোমল এবং সহজ ও সরল চেষ্টার ফল। ইহাতে অধিক জ্ঞানবল ও যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হয় না, বরং এ সকল কঠোর মানবীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি একবারে অন্ধ হইয়া যায়। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা বালকের সুকোমল করস্পর্শে সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মদর্শন তদ্রূপ। যেমন তুমি আমি একত্রে বসিয়া আছি, অথবা পিতার পার্শ্বে যেমন সন্তান ক্রীড়া করিতেছে, বিশ্বাসীর ব্রহ্ম দর্শন ঠিক তেমনি সহজ এবং সামান্য কার্য্য। চর্ম্ম চক্ষের অগোচর অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুভূতির জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা বৃথা। জ্ঞান এবং ক্ষমতার পথ এককালে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসের সহজ পথে গমন করিলে ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, সে পথ ধরিতে না পারিলে ঘোর সংশয় অন্ধকার মধ্যে পড়িতে হইবে। অন্য কোন প্রকার ক্ষমতা বা চাতুরী প্রকাশ না করিয়া কেবল সহজ এবং সরল বিশ্বাসে বল যে, এই তুমি আমার নিকটে রহিয়াছ, ঐ তুমি আমার পানে চাহিয়া আছ, এই তুমি আমার শয়নগৃহের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান, ঐ তুমি কুসুম কাননে আনন্দে বিহার করিতেছ, এই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে, ঐ তুমি আমার পরিবার মধ্যে, বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে আপনার প্রসন্ন মুখের মধুর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ, এইরূপ সহজে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। হে ভদ্র! তুমি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাক অথচ আপনি একাকী আছ কেমন করিয়া ইহা মনে কর? এই কার্য্যালয়ের কোলাহল মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষ কি উপস্থিত নহেন? যদি তিনি এখানে নাই তবে তিনি কোথা? আমি নির্জ্জনে পাপ করিব বলিয়া কি তিনি লজ্জাবশতঃ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন? অবশ্য এবং নিশ্চয় সেই চৈতন্যময় সাক্ষী স্বরূপ পিতা আমার নিকটে আছেন। আমি কি অসার অপবিত্র চিন্তা করিতেছি? পুণ্যময় বিচারপতি ঈশ্বর যে এখানে বিদ্যমান! কি! আমি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মস্তক সঞ্চালন করিতেছি? ব্রহ্মাণ্ডপতি দয়াময় পরমেশ্বর যে ঐ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! অন্যের অনিষ্ট সাধনের জন্য আমি মনে মনে কত কুটিল কুমন্ত্রণা জাল বিস্তার করিতেছি, অথচ

অন্তর্যামী দেবতা এখানে বর্ত্তমান। কেন আমি ভয়ে নিরাশায় খিদ্যমান হইব? ঐ না আমার জীবনসহায় পরম বন্ধু ঈশ্বর আমাকে অভয় দিতেছেন। কি! আমি কাপুরুষের ন্যায় বৃথা ক্রন্দন করিতেছি, প্রলোভন ভয় বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইতেছি, আমার দয়াময় পিতা কি নিকটে নাই? এই তুমি, ঐ তুমি, দূরে তুমি, স্বদেশে, বিদেশে, সজন নগরে বিজন কাননে সর্ব্বত্র তুমি জাজ্বল্যমান প্রকাশিত এই কথা ভিন্ন দর্শনের আর অন্য কোন সঙ্কেত নাই। নানা ভাবে নানা অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে হয়, তিনিও প্রত্যেক বারে এক হইয়া বহু রূপে সাধক হৃদয়ে আপনাকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মদর্শনের জন্য কোন ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া অদ্ভুত বিকট সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয় না, সহজ সরল বিশ্বাসই এক মাত্র ইহার উপায়। কিন্তু সেই সরল সহজ বিশ্বাস বিকৃতচিত্ত অভিমানী আত্মার পক্ষে অনায়াস সাধ্য বস্তু নহে। ন্যায় যুক্তি কুতর্ক কুকল্পনায় তোমার হৃদয় মন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হে জ্ঞানাভিমানী পুরুষ! তুমি কি আর সহজে তোমার পূর্ব্ব সংস্কারের বিপরীত পথে চলিতে পার? বিজ্ঞানের অপমান হইবে, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি চরিতার্থ হইতেছে না, যুক্তিতে মিলিতেছে না এই ভাবনায় তুমি সর্ব্বদা অস্থির, তুমি কি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পার এই আমার হৃদয় নাথ প্রাণস্বরূপ পিতা নিকটে বর্ত্তমান? জ্ঞানান্ধতা অতিবিচক্ষণতা তোমাকে অবিশ্বাসী শুষ্ক হৃদয় করিয়া রাখিয়াছে অগ্রে তাহার প্রতিকার কর, তবে নিকটস্থ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য তুমি বিবধ পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পার, কিন্তু দর্শনের সময় ঐ তুমি আর এই তুমি ইহা ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র নাই। যদিও এই ব্রহ্মদর্শন অতি সহজ তথাপি তোমার আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হইবে, কারণ আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কৈ? অসার জ্ঞানালোকে আমাদের চক্ষু যে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে? দূরদৃষ্টি উজ্জ্বল করিতে গিয়া আমরা নিকট দৃষ্টিতে বঞ্চিত হইয়াছি।

রিপু সংহার ব্রত।

আমরা কর্ম্মকাণ্ডের অতীত, কুসংস্কার পৌত্তলিকতার মহা শত্রু, শাস্ত্র বিধান, গুরু, অবতার, ব্রতাদি অনুষ্ঠানের বিরোধী, প্রথম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়া ঘোর অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য অসার অযৌক্তিক বিষয়ে যতই কেন আমরা স্বাধীন মত অবলম্বন করি না, রিপু সম্বন্ধে কেহ অহঙ্কার প্রকাশ করিতে পারিবেন না। একবার ব্রাহ্মসমাজের বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উপাচার্য্যের নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলাম অথবা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে ধর্ম্মবিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব পাঠ করিয়া একেশ্বরবাদীর মধ্যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিলাম, তাহাতে দুর্দ্দান্ত রিপুগণের আক্রমণ হইতে কদাপি মুক্তি লাভ করিতে পারি না। আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি সুতরাং আমাকে কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইতে নাই, সত্যবাদী বিনয়ী দয়াশীল পরোপকারী হওয়া আমার উচিত, এই বলিয়া সাধারণ ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া কয় জন ব্রাহ্ম এ পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারিয়াছেন? এক দিকে যেমন ইহা জানিলাম যে ব্রাহ্ম হইলে ন্যায় পথে থাকিয়া সত্য পালন করিতে হয়, অপবিত্র ভাবে কুদৃষ্টিতে নারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ, অহঙ্কারী অভিমানী হইয়া কাহাকেও মন্দ বলিতে নাই, তেমনি অন্য দিকে আধুনিক সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র সহস্র মুখে বলিয়া দিতেছে, প্রবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে, মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিগের স্বাভাবিক গতি আবার সে উপদেশের

অপেক্ষা না করিয়াই আপনা হইতে স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে, এ অবস্থায় ব্রাহ্মের পুরাতন প্রতিজ্ঞা যাহা বহুদিন পূর্ব্বে বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার বল শক্তি রিপুকুলের বিপক্ষে কতক্ষণ সংগ্রাম করিবে? এক একটী রিপু মহা পরাক্রমশালী সিংহের ন্যায় হৃদয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগের সম্মুখে এমন বীর পুরুষ কে আছেন যিনি নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবেন আমি ব্রহ্মসন্তান, কাহার সাধ্য আমাকে পাপে লিপ্ত করে? সমুদায় অহঙ্কার দর্প এইখানে চূর্ণ হইয়া যায়। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান কৌশল শারীরিক সামর্থ্য প্রলোভনকে কখন অতিক্রম করিতে পারে না। ক্রোধ করা অনুচিত, লোভী অহঙ্কারী হওয়া অন্যায়, কাম প্রবৃত্তির অধীন হইলে পশুর ন্যায় স্বভাব হয়, অতএব এ সকল একান্ত পরিহার্য্য, জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহা বুঝিলাম, তদ্বিষয়ে জ্ঞানীদিগের উপদেশ শুনিলাম, পুস্তকও পাঠ করিলাম, কিন্তু কার্য্য কালে কি কোন রিপুকে সেই জ্ঞান দ্বারা তাহার ভোগ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্তি করা যাইতে পারে? কখনই না, মহা মহা পণ্ডিতগণ, প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ রিপুর নিকট ক্রীড়ামৃগের ন্যায় প্রকাশ পান। যাঁহাদিগের নীতির আদর্শ সমধিক উচ্চ নহে, যাঁহারা রাজদণ্ড ও সামাজিক দণ্ডার্হ কার্য্য গুলিকেই কেবল অন্যায় মনে করেন, তাঁহারা রিপুদমন ব্রতকে সামান্য জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু পাপ চিন্তার অভ্যুদয় মাত্রে যাঁহারা আপনাদিগকে কলঙ্কিত মনে করেন, এবং ব্রহ্মদর্শনের প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ করিতে না পারিলে অনুতপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষে রিপুসংহার ব্রত অবলম্বন একান্ত শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। দুর্ব্বল মনুষ্য একবারে সমুদায় জীবনকে সংশোধন করিতে গিয়া কি করিবে তাহা বুঝিতে পারে না, প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, ইন্দ্রিয়গণের চঞ্চল স্রোতে পতিত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে, সুতরাং তাহা কর্ত্তৃক কোন রিপুই বশীভূত হয় না। সরল হৃদয়ে গোপন যত্নে যাঁহারা সাধন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দুই পাঁচটী পাপ পরিত্যাগের জন্য অগ্রে দৃঢ়ব্রত হউন, এবং কিছু দিন ধরিয়া স্থিরভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা সাধন করুন। নব নব প্রতিজ্ঞার প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে ব্রহ্মকৃপারূপ আহুতিসংযোগে ভীষণ অসুরসম রিপুকুলকে দগ্ধ করুন। বিভাগ করিয়া লইলে সমুদায় কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হয়। মনুষ্য জীবন একটী বিস্তীর্ণ অরণ্যময় ক্ষেত্র, ইহাকে রিপুহীন করিতে হইলে এই রূপ ব্রত ধারণ নিতান্ত প্রয়োজন। লোকলজ্জায়, সামাজিক শাসনে, কিম্বা রাজদণ্ড ভয়ে দুই চারিটী গুরুতর পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিলে হৃদয় কখন নির্ম্মল হয় না, মূল যত দিন বিদ্যমান আছে তত দিন তাহা হয় বাহিরে না হয় অন্তরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিষময় ফল প্রসব করিবে। সেই মূল যাহাতে এককালে বিনষ্ট হয় এবং ইচ্ছা সর্ব্বদা পবিত্র ভাব ধারণ করে তজ্জন্যই রিপুসংহার ব্রত সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। যে যে পাপ রিপু অত্যন্ত প্রবল হইয়া চিত্তকে পুনঃ পুনঃ কলঙ্কিত করিতেছে তাহাদিগকে বিবিধ উপায়ে অগ্রে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। যে কার্য্য করিলে, কিম্বা যে স্থানে গমন করিলে রিপু উত্তেজিত হয়, মন বিচলিত হয় সেই কার্য্য এবং স্থান যত দূর সম্ভব পরিহার্য্য; তদ্বিষক চিন্তা মনে আসিবা মাত্র অমনি তাহাকে হুঙ্কার রবে বিদায় করিয়া দাও, রিপু উত্তেজিত হইবার কারণ সকল নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সাবধানে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার কর, এইরূপ সতর্কতার সহিত বারম্বার চেষ্টা করিলে, সেজন্য চিন্তা ও প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই রিপুর বলক্ষয় হইয়া যাইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এ

কার্য্যে একান্ত চিত্তে বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত থাকার নাম ব্রত পালন। মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে এই সুপ্রথা অবলম্বনীয় এবং বিশেষ ফলোপ-ধায়ী তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসঙ্গীত।

সাধারণের এই সংস্কার যে মুসলমান শাস্ত্রে ধর্ম্ম সাধনায় সঙ্গীত করা নিষিদ্ধ। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি শূন্য নহে। যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান কি শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য পরম সমাদৃত হইয়াছে। সুফি নামক ধর্ম্ম সাধক সম্প্রদায় সঙ্গীতের বিশেষ পক্ষপাতী। নিকৃষ্ট সাধকদিগের জন্য সঙ্গীত নিষিদ্ধ। মুসলমানদিগের সম্মত আক্‌সির হেদায়ত গ্রন্থে সঙ্গীতের বৈধাবৈধ সম্বন্ধে একটী বৃহৎ অধ্যায় আছে, বৈধ প্রতিপাদক কিয়দংশ সেই অধ্যায় হইতে এ স্থানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"যাহার অন্তরে ঈশ্বর প্রেম প্রবল হইয়া মত্ততায় পরিণত হইয়াছে, তাহার জন্য সঙ্গীত প্রয়োজন। হয়ত অন্য অনেক সদুপায় অপেক্ষা এ উপায়টীর কার্য্যকারিতা অধিক। যাহার কারণে ঈশ্বর প্রেম সমধিক উদ্দীপিত হয় সেই বস্তুর মূল্যও অধিক। প্রকৃত পক্ষে সঙ্গীত সুফিদিগের এই কারণেই আদরের বস্তু। মত্ততার অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে সঙ্গীত বিশেষ সক্ষম। সঙ্গীত যোগে সুফিদিগের কাহার কাহার অন্তরে যেরূপ গূঢ় স্বর্গীয় ভাব প্রকাশিত হয়, হৃদয় কোমলতা লাভ করে, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না। সুফিগণ সঙ্গীতের প্রভাবে যে স্বর্গীয় প্রেমার্দ্র ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে তাঁহারা ওজদ (ভাবাবেশ) বলেন। বাস্তবিক অগ্নি বিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় সুফিদিগের অন্তঃকরণ সঙ্গীতযোগে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া যায়। সঙ্গীত হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিয়া দেয় ও সমুদায় মলিনতা নিঃসারণ করিয়া ফেলে। সঙ্গীতে যেরূপ হৃদয়ের উষ্ণতা জন্মে ও মলিনতা নিঃসারিত হয়, অনেক সাধনায় সে প্রকার হয় না। আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সঙ্গীত সেই সম্বন্ধকে এত দূর জীবন্ত করিয়া তোলে যে আত্মা ইহলোক হইতে একেবারে প্রস্থান করে। সুফি এত দূর বিচেতন হয়েন যে ইহ লোক সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই সংজ্ঞা থাকে না। সুফীর সমুদায় ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া যায়, তিনি ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হন। এই সকল অবস্থাতে যাহা কিছু খাঁটি এবং সার তাহার বহু সম্মান। সঙ্গীতের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া যাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেন তাঁহাদেরও তৎ প্রভাবে অনেক উপকার হয়।"

কর্ম্মযোগ।

পূর্ব্বে জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগের কথা বলা হইয়াছে। এবার কর্ম্মযোগ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জানা আবশ্যক যে কর্ম্মযোগ কাহাকে বলে। গীতায় ইহার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"

গীতা

এস্থলে স্বামী বলিয়াছেন যে "ঈশ্বরারাধনের মোক্ষপরত্বসম্পাদনচাতুর্য্যং সএব যোগঃ" মোক্ষ সাধনোদ্দেশে ঈশ্বরের আরাধনা নিমিত্ত যে কর্ম্মনিপুণতা তাহাকে কর্ম্মযোগ বলা যায়; অর্থাৎ মুক্তি লাভের নিমিত্ত ঈশ্বরের পূজার উদ্দেশে তাঁহার সেবা ও কর্ম্মানুষ্ঠানকে, প্রকৃত রূপে কর্ম্মযোগ বলে। অনেকে অবগত আছেন যে হিন্দু শাস্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা কর্ম্ম পরিত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যথার্থ নহে।

"তযোস্তু কর্ম্ম সংন্যাসাৎকর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে।"

গীতা

কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাসব্রত উচ্চতর, তবে কর্ম্ম পরিত্যাগকে কি কখন সন্ন্যাসব্রত বলা যায়? কখনই নহে।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্ম ফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
সসন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণ চাক্রিয়ঃ॥

গীতা

যিনি কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন তিনিই সন্ন্যাসী তিনিই যোগী, কিন্তু যাগযজ্ঞ হোমাদি বা ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, যোগী হওয়াও যায় না। অতএব কর্ম্ম করিলেও যোগী হওয়া যায় ও সন্ন্যাসব্রত রক্ষা হয়। মানব প্রকৃতির গভীরতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যায়

যে কর্ম্ম করিলে মনুষ্যের সুখস্পৃহা প্রবল হয়। মন সহজেই চঞ্চল হয়। বিশেষতঃ লোকের স্বভাব এই যে পূর্ব্বে ফল না দেখিলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। সভ্যতম প্রদেশে ফলাফলবাদীর ফলোপধায়িতার বিজ্ঞানই বিশেষ প্রচলিত। সমুদায় সভ্যতা ফলবাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এ জন্য সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কর্ম্ম করিয়াও মনুষ্যের হৃদয়ে তাদৃশ পুণ্য লাভ হইতেছে না। পাশ্চাত্য আলোকে কার্য্য করিলে আসক্তি ও ফল কামনা হৃদয়ে একান্ত বলবতী হইয়া উঠে। সুতরাং ঐ আলোকে কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি॥

কেবল কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু ফলে তোমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। ফল যেন তোমার কর্ম্মের কারণ না হয়, এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

এই শ্লোকটী কর্ম্মযোগের পত্তন ভূমি। কর্ম্মযোগে যোগী হইতে গেলে ফলাকাঙ্ক্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সংসারে মনুষ্য সচরাচর দুইটী কারণে কর্ম্ম সূত্রে আবদ্ধ হয়। লোকে এক ফল লাভে কার্য্য করে, আর এক আসক্তি বশতঃ কর্ম্ম করে; অর্থাৎ কার্য্যের প্রতি এমনই একটী নেশা হইয়া পড়ে যে তাহারই আকর্ষণে মনুষ্য কার্য্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এ জন্য গীতাতে দুই কারণই নিরসন করা হইয়াছে। কর্ম্ম না করার দিকেও প্রবৃত্তি থাকিবে না। আবার করার দিকে ও আসক্তি থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্ম করিতে গেলেই লোকে মনে করে আমি করিতেছি এই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সে সমুদায় কার্য্যকে কলুসিত করে।

প্রকৃত্যৈ বচ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃপশ্যতি তথাত্মান মকর্ত্তারং সপশ্যতি॥

গীতা।

স্বাভাবিক গুণ বশতঃ সর্ব্ব প্রকারে সমুদায় কর্ম্ম করিয়াও যে আপনাকে অকর্ত্তা দেখে সেই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত লোকে বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ট।

হে রাম! বাহিরে নানাবিধ কার্য্যের ব্যস্ততা কিন্তু হৃদয়ে সঙ্কল্প বিবর্জিত হইবে, বাহিরে কর্ত্তা, কিন্তু অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর। কার্য্য করিবে কিন্তু সমুদায় নির্ভর ঈশ্বরের উপর রাখিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার সহিত এত দুর যোগ করিতে হইবে যে তিনিই করাইতেছেন এই রূপ ভাবে আপনাকে অকর্ত্তা জানিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়াও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করা আবশ্যক।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যাত॥

যিনি আসক্তি বিহীন অহঙ্কার শূন্য ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল এবং ফলাফলে নির্ব্বিকার তাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলা যায়; অর্থাৎ কার্য্য করিতে বিলক্ষণ উৎসাহিত হইবে অথচ অহঙ্কার ও আসক্তি থাকিবে না। আবার কার্য্যের ভিতর প্রলোভন দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না, তৎকালে আবার অত্যন্ত ধৈর্য্য রাখিতে হইবে। আবার কার্য্যের সফলতা কি বিফলতা দেখিলে যে উৎসাহে মত্ত ও অবসন্নতায় নিরুদ্যম ভাব অবলম্বন করিবে তাহাও নহে। এ উভয় অবস্থায় সমান থাকা আবশ্যক।

বিশেষতঃ সমুদায় কার্য্য করিতে হইবে অথচ তাহাতে অহন্তা থাকিবে না।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

গীতা

তত্ত্বজ্ঞ যোগী দর্শন করিয়া শ্রবণ করিয়া আঘ্রাণ করিয়া ভোজন করিয়া গমন করিয়া নিদ্রা গিয়া ও জাগ্রৎ থাকিয়া আমি কিছুই করিতেছি না এই রূপ মনে করেন; অর্থাৎ আমার দৈহিক মানসিক সমুদায় কার্য্য তাঁহার বলে হইতেছে, আমি কেবল উপলক্ষমাত্র এই ভাবে কার্য্য করিলে আর অহঙ্কারের উদয় হইতে পারে না।

কিন্তু কার্য্যের স্রোতের মধ্যে পড়িলে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি হৃদয়ের আসক্তি হয়। তবে কার্য্য করিয়া কিরূপে মনুষ্য আবার নির্লিপ্ত হইবে?

যোগযুক্তোবিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

গীতা

শুদ্ধ চিত্ত বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয় ও সকল ভূতের সুহৃদ যোগী ব্যক্তি কার্য্য করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। বিশেষতঃ সংসার যেরূপ প্রলোভনের স্থান, ও পদে পদে বিঘ্ন তাহাতে কার্য্য করিতে গেলেই চিত্ত সহজেই কার্য্যেতে নিবদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগীরা আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অতএব কেবল পবিত্রতা সাধনের জন্য কর্ম্ম আবশ্যক এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্ম করিতে গেলে আর অপবিত্রতা আসিতে পারে না। আর ও যোগবাশিষ্টে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাং।
শান্তাহংকৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ ॥
যোগবাশিষ্ঠ।

সমাহিত চিত্ত ও অহঙ্কার শূন্য নিষ্পাপ গৃহস্থদিগের গৃহই নির্জ্জন বন।

অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন্।
পুরং জনপদং গ্রাম মরণ্যমিব পশ্যতি ॥

নিত্য যাঁহার দৃষ্টি ভিতরের দিকে তিনি নিদ্রিতই থাকুন আর জাগ্রতই থাকুন; তিনি গমনই করুন আর কোন বিষয় পাঠই করুন; নিজের গৃহ জনপদ ও গ্রাম অরণ্য সদৃশ দর্শন করেন; অর্থাৎ তিনি সমুদায় লোকের সহিত ব্যবহার করিয়াও, সংসারের তাবৎ ঘটনার ভিতর অবস্থিতি করিয়াও তিনি আপনাকে অরণ্যবাসী মনে করেন।

এ স্থলে কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে সাংসারিক লোক সংসারে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করেন, সাধু যোগী বোধ হয় স্বতন্ত্র রূপ কার্য্য করেন। কিন্তু তাহাও বাস্তবিক নহে উভয়ের কর্ত্তব্য নিত্য কর্ত্তব্য একবিধই কেবল ভাবের বিভিন্নতা মাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাৎ বিদ্বাং স্তথা সক্তশ্চিকার্ষুর্লোকসংগ্রহং ॥
গীতা।

হে ভারত। সাংসারিক বিমূঢ় ব্যক্তি আসক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করে; জ্ঞানী ব্যক্তি লোক শিক্ষার্থ অনাসক্ত চিত্তে সেই রূপই কার্য্য করিয়া থাকেন।

কিন্তু যেরূপ সাধুচেতা লোক হউন না কেন ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করিতে গেলেই তাহাতে আসক্তি সুখস্পৃহা কি আসিয়া পড়িবে না? কখনই না।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

মনুষ্য আত্মাকে বশীভূত করিয়া মনের অধীন অথচ আসক্তি ও বিরাগ শূন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়াদি ভোগ করিলে শান্তি প্রাপ্ত হন। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যদি আত্মার সম্পূর্ণ অধীন হয় ও আসক্তি বিহীন হয় তবে তদ্দারা বিষয়াদি ভোগ করিলে আর কোন হানি নাই।

তবে সকল কর্ম্মীর জানা আবশ্যক কিরূপে কার্য্য করিলে আর পাপের লেশ মাত্র হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥
গীতা।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, জল যেমন পদ্মপত্রকে স্পর্শ করে না তদ্রূপ সে পাপে লিপ্ত হয় না। কথিত আছে যে পূর্ব্বে জনক ও অম্বরীষ প্রভৃতি ঋষিগণ এই ভাবে জীবন যাপন করিতেন। অতএব ব্রাহ্ম হইয়া যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশানুসারে সাংসারিক সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুতে এক জন ব্রাহ্মের জীবনের পরীক্ষা।

হৃদয়ের প্রিয়তম শ্রদ্ধেয় মহাশয়! প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর পীড়া ও মৃত্যু ঘটনায় আমি জীবনের যে সকল কঠিন পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলাম, কিছুকাল হইল আপনি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেই অনুরোধ পালন করিতে পারি নাই। অদ্য ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, আজ তাঁহার পরলোক যাত্রার দিন স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে আমার মনে অনেক চিন্তা ও ভাবের উদয় হইল এবং প্রস্তাবিত বিষয়টী লিখিতে আগ্রহ জন্মিল।

আমি ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে স্বদেশ হইতে প্রণয়িনীকে দ্বিতীয়বার কর্ম্ম স্থানে লইয়া যাই। ইতিপূর্ব্বে তিনি মাসাধিক কাল সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্তা ছিলেন। কিন্তু তখন বিলক্ষণ সুস্থশরীরা ও সবল হইয়াছিলেন। এবার দীর্ঘকাল প্রবাসে সপরিবারে বাস করিব এই মানসে তদ্রূপ আয়োজনের সহিত বাড়ী হইতে যাত্রা করি। কর্ম্মস্থলে উপনীত হওয়ার সপ্তাহান্তেই পত্নী ভয়ঙ্কর জ্বর রোগে আক্রান্তা হয়েন। ক্ষণে প্রলাপ, ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে চৈতন্য, মুহুর্মুহু বমন, ভয়ানক দাহ সন্তাপ বেদনা ইত্যাদি দেখিয়া সকলেই বিকার জ্বর বলিয়া অনুভব করিলেন। সিবিল সার্জ্জন ও দেশীয় ডাক্তারগণও তাহাই বুঝিলেন। জ্বরের প্রকোপ ও উপসর্গ নিবারণ করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে নানা প্রকার সুতীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন ও জুলাপের উগ্র ঔষধ ব্যবহার করিলেন। তাহাতে প্রণয়িণী আরও অধিক দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলেন। এই জুলাপের যন্ত্রণা তাঁহাকে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে আমি নিজে পার্শ্ব বেদনায় কাতর, তাহার উপর ভার্য্যার এই ভয়ঙ্কর রোগ, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, একটী নেশাখোর নির্ব্বোধ হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল, তাহার দ্বারা প্রায় কোন কার্য্যই সুন্দর রূপে হইয়া উঠিত না। সেই অসুস্থ শরীর লইয়াই এক প্রকার অনিদ্রা অনাহারে দিবা রজনী তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় আমাকে রত থাকিতে হইয়াছিল। ঔষধ ও ডাক্তারের জন্য ডাক্তার খানায় গমন করা, ঔষধ পথ্য সেবন করান, দাহ নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদা বীজন করণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধরিয়া বসান ও তাঁহার বমী এবং মল মূত্রাদি পরিষ্কার করা এ সকল আমারই কায ছিল। ৪।৫ দিন অন্তর তাঁহার জ্বরের প্রকোপ যেমন কমিয়া আসিল, তেমন সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইয়া পড়িল।

ডাক্তার দিগের বুদ্ধির ত্রুটীতে বিপরীত চিকিৎসার মহা মন্দ ফল ফলিল। ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগ দেখিয়া আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তথায় শুশ্রূষা ও চিকিৎসা চলিতে পারে,এমন কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করাই পরামর্শ স্থির করিলাম। দেশ সেই স্থান হইতে ৩।৪ দিনের পথ। নৌকা যোগেই গমনাগমন করিতে হয়। সেই মুমূর্ষু ভয়ঙ্কর রোগীকে লইয়া আমি কেমন করিয়া যাই, ভাবিয়া দেখুন। কোন কোন বন্ধু দয়া করিয়া যাত্রার আয়োজন ও এক খানা ক্ষুদ্র নৌকা স্থির করিয়া দিলেন। বিদায়ের জন্য প্রার্থনা না করিয়াই প্রণয়িনীকে লইয়া যাত্রা করিলাম। সেই ভৃত্যটী মাত্র সঙ্গে ছিল, আর কেহই নয়। নৌকা বাহকগণ পুরস্কারের লোভে পর দিন অপরাহ্নে পঁহুছাইয়া দিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মহা বেগে নৌকা চালাইতে লাগিল। নৌকাতে দিনে আমার বিশ্রাম ছিল না, রাত্রিতেও চক্ষে নিদ্রা ছিল না। সর্ব্বক্ষণ বসিয়াই কাটাইয়াছি। গ্রামে যাইয়া দুগ্ধ অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করা, ঔষধীয় জলে প্রিয়তমাকে স্নান করান, ব্যজন করা ও অন্য অন্য শুশ্রূষাদি করা দিবা রাত্রির কার্য্য ছিল। প্রথম দিন দুর্যোগ হইল, রাত্রিতে নৌকা অধিক দূর চালিত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার প্রাক্ কালে নৌকা ঘাটে যাইয়া পঁহুছিল। পত্নীকে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইব। সেই স্থান হইতে তাঁহার পিত্রালয় ৪।৫ মাইল দূরে। তথায় তখন নৌকার গতিবিধি হইতে পারে না, পাল্কী বেহারার আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ পাল্কী বেহারা ও লোক পাঠাইবার জন্য পত্র লিখিয়া ভৃত্যকে শ্বশুরালয়ে রওয়ানা করিলাম। সেই নির্ব্বোধ পত্র খানা খোওয়াইয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। পীড়ার সংবাদ শ্বশুর শ্বশ্রূ শ্যালক ইত্যাদিকে ভাল রূপে বুঝাইয়া ও বলিতে পারিল না। এ দিকে আমি পাল্কী আসিবে প্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্রমে যখন রাত্রি অধিক হইল, নিরাশ হইলাম। তখন পত্নীর পীড়া যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মাঝি মাল্লাগণ দুই দিনের গুরুতর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সমুদায় রাত্রি নিদ্রায় মৃতবৎ অচেতন ছিল। কথা বলিবার সঙ্গী যে ভৃত্যটী ছিল সেও নাই। আমি নদী মুখে মুমূর্ষু পত্নীকে সম্মুখে করিয়া ক্ষুদ্র নৌকায় একাকী ভাসিতেছি। ইতি মধ্যে আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হইল। মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনি ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। প্রকৃতি নিবিড় অন্ধকারাবরণে অবগুণ্ঠিত হইল। তখন মেঘের ধারার ন্যায় আমার উভয় নেত্র হইতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম যে আমার ন্যায় বন্ধুহীন অনাথ দুঃখী বুঝি এ জগতে আর কেহ নাই। একে চক্ষুর উপর প্রণয়িনীর নিদারুণ ক্লেশ দেখিতেছি, তাঁহার সুন্দর কোমল শরীর বসন্ত রূপ দুরন্ত অগ্নিতে দগ্ধ ও কদাকার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। এ সকল দেখিয়া,ভাবিয়া মনে আর ক্লেশ ভার বহন করিতে পারিলাম না। হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এক এক বার ইচ্ছা হইল যে নদী গর্ভে প্রবেশ করিয়া সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ করি। সেই রাত্রি আর শেষ হয় না, তাহা এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যেন এক রাত্রিই এক বৎসর। সেই মর্ম্মভেদী কাল রজনীকে আমি ভুলিতে পারিব না। এত অন্ধকার আমি জীবনে কখন দেখি নাই, সে রাত্রিতে যেরূপ দেখিয়াছি।

রজনীর শেষ ভাগে জলধারার নিবৃত্তি ও আকাশ পরিষ্কার হইল। যাই একটী পাখীর শব্দ শুনিতে পাইলাম, রাত্রি প্রভাত জানিয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে সেখানে তখনই শিবিকা ও বেহারা প্রাপ্ত হইলাম। আর কতক্ষণ পরেই সেই সকল বেহারা চলিয়া যাইত, দেশে অন্য বেহারাও ছিল না। তাহা হইলে কি মহা বিপদই হইত! ঈশ্বর বিশেষ করুণা করিয়া ইহার সজ্ঘটন করিয়াছিলেন।

শিবিকা যোগে তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে লইয়া গেলাম। চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়াই আরোগ্যের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি যথোচিত রূপে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল। তখন হইতে শ্বশ্রূ মাতার উপর সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া আমি প্রায় দূরে দূরে থাকিতাম। মাতৃ স্নেহ সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাঁহার বসন্ত গলিত কন্যাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকিতেন। প্রণয়িনী পিত্রালয়ে আসিয়া ৯ দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বাহ্নে তিনি আমাকে দেখিবার অভিলাষ করেন, সেই সময়ই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। আমি তাঁহার ভয়ঙ্কর ক্লেশের অবস্থা দেখিয়া শোকাবেগ অন্তরে ধারণ করিতে পারি নাই।

অকৃতজ্ঞতার কায অনেক করিয়াছি। তন্মধ্যে গুরুতর অকৃতজ্ঞতা এই যে অন্তিম কালে তাঁহার নিকটে থাকিয়া দয়াময় নাম শ্রবণ করাই নাই। যাহা হউক তাঁহার নিজের কায তিনি নিজেই করিয়াছেন। চরম কালে তিনি উপাসনা শীলতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। যদিচ পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ন হইতেই তাঁহার বাক্য রোধ হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণ বিয়োগের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার বার বার করযোড়ে অশ্রুপাত প্রার্থনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। মৃত্যু শয্যায় থাকিয়াও তিনি আমার প্রতি অনেক স্নেহের ভাব দেখাইয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহার এই অন্তিম উপদেশ হয়, "শোক ক্লেশের সময় অন্য লোককে তুমি সান্ত্বনা করিয়া থাক, তোমার নিজের বেলায় যেন অন্য লোক তোমাকে সান্ত্বনা করিতে না আসে। ইহা মনে রাখিও।"

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কয়েক জন বন্ধুকে লইয়া

তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া আসি। শোকানল মনেতেই চাপিয়া রাখিলাম, বাহিরে প্রকাশ হইতে দিলাম না। অন্তরে অত্যন্ত অসুখ অশান্তি ছিল, ২।৩ দিন এক জন ব্রাহ্ম কুটুম্বের বাড়ীতে থাকিয়া সুস্থির হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলাম। শ্মশান ভূমি হইতে তাঁহার বাড়ীতে যাই পদার্পণ করিয়াছি, সেই ব্রাহ্ম বন্ধুর প্রাচীনা অভিভাবিকা আমাকে এবং আমার অচির মৃতা ভার্য্যাকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি দুর্ব্বাক্য বলিলেন। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনই তাঁহার ক্রোধের কারণ ছিল। নিতান্ত নির্লজ্জ হইয়া সেই দিন ও তাহার পর দিন পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতে ছিলাম। তৃতীয় দিবস (এরূপ মনে হয়) দুই প্রহর বেলায় সেই বন্ধু তাঁহার আত্মীয়া ও অভিভাবিকার নিতান্ত অনুরোধে আমাকে বিদায় দানে বাধ্য হয়েন। তখন আমি অনাহার, কোথায় যাই, শ্বশুরালয় নিকটে ছিল, স্ত্রী বিয়োগের পর শ্বশুরালয়ে যাইতে মন কত দূর চায় বুঝিতে পারেন। অগত্যা সেখানেই যাইতে হইল। পত্নীর ভ্রাতা আমাকে যত্ন করিয়া লইয়া গেলেন। আহারান্তে আমি তথা হইতে নিজালয়ে চলিয়া আসি। গৃহে অত্যল্প দিবস থাকিয়া কিছুকাল কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়া কর্ম্ম স্থানে প্রত্যাগমন করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মস্পর্শ।

রবিবার, ২৬শে মাঘ, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ যোগের তত্ত্ব ইতি পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পৃথিবীতে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করি, ঈশ্বর স্বতন্ত্র ভাবে স্বর্গে বাস করেন। আমাদের পাপ হইতেই এই স্বতন্ত্রতা। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা যে দিন তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে বিচ্ছিন্ন করিল, সেই দিন হইতেই স্বতন্ত্রতা আরম্ভ হইল। এই স্বতন্ত্রতা বিনষ্ট হইয়া, আবার মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ হইতে পারে, যখন মনুষ্য অনুতপ্ত এবং সংশোধন প্রয়াসী হইয়া দর্শন এবং শ্রবণ যোগ দ্বারা ঈশ্বরকে আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা করে। উপাসনা করিতে করিতে যতই আত্মার বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, ততই দর্শন উজ্জ্বলতর হয়। আবার যাঁহাকে উজ্জ্বলতর রূপে দেখা যায় তাঁহার কথা শুনিতে, স্বভাবতঃই অন্তরে ইচ্ছা হয়, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে উপদেশ না শুনিলে কেবল দর্শনে পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এক দিকে যেমন সন্তানের অনেক দিনের পর যতই পিতাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় ততই তিনি তাহাকে দেখা দেন. তেমনই অন্য দিকে যখন ঈশ্বর দেখেন যে তাঁহার সন্তান সমুদয় মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে, তখন তিনি স্বয়ং মধুর কথা বলিয়া তাহাকে উপদেশ দেন। এইরূপে ব্রহ্মের সুন্দর পবিত্র প্রেম মুখের দর্শন যেমন সাধকের চক্ষুকে অনুরঞ্জিত করে তেমনই সেই মুখের কথা অমৃত বর্ষণ করে। যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মনুষ্যের দর্শন এবং শ্রবণ যোগের আরম্ভ হয় তখন আত্মা চক্ষে কর্ণে অমৃত তুলিয়া লয়। দর্শন যোগ দ্বারা চক্ষু ঈশ্বরকে দেখিতে থাকে, শ্রবণ যোগ দ্বারা কর্ণ ঈশ্বরের কথা শুনিতে আরম্ভ করে। এই দ্বিবিধ যোগ এখানে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আত্মার গভীরতর স্থানে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় প্রকার যোগ দেখিতে পাই। ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা অন্যান্য ইচ্ছার অনুগামিনী এবং সহগামিনী। দর্শনেচ্ছা শ্রবণেচ্ছাকে উদ্দীপন করিল। তিনি যিনি মনুষ্যকে দেখা দিবেন এবং তাহার সঙ্গে কথা বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্যকে এই স্বভাব দিয়াছেন যে তিনি দেখা দিবেন, আর মনুষ্য তাঁহাকে দেখিবে, তিনি কথা কহিবেন আর মনুষ্য তাহা শ্রবণ করিবে। কিন্তু দর্শন হইল, শ্রবণ হইল, তথাপি মনুষ্য ভাবিতে পারে ঈশ্বর দূরস্থ রহিলেন, কেন না দূরস্থ বস্তু দেখা যায়, এবং দূরস্থ শব্দ শ্রবণ করা যায়। দেখা কিম্বা শুনা ইহার অর্থ ইহা নহে যে যাহা দেখি কিম্বা শুনি, আমি তাহার অত্যন্ত নিকটে, এই জন্য ব্রহ্মদর্শন এবং শ্রবণের পরেও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিবার জন্য আত্মার প্রবল ইচ্ছা হয়। সাধকগণ! সাবধান, এ সমুদয় অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শারীরিক উপমা আনিও না; কেবল আধ্যাত্মিক ভূমিতে থাকিয়া এ সকল বিষয় বুঝিতে হইবে। জড় বস্তুকে নিকটে রাখিয়া আমরা স্পর্শ করি, ঈশ্বরকে আত্মার মধ্যে নিকটস্থ দেখিয়া স্পর্শ করি; কিন্তু জড় বস্তুর নৈকট্যের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্মস্পর্শ কাহাকে বলে? জড় রাজ্যে তাহার উপমা নাই। কেবল এই মাত্র বলা যায়, যেমন দর্শন শ্রবণ সম্পর্কে এক জন দেখা দেন, আর এক জন দর্শন করেন; এক জন কথা বলেন, আর এক জন সেই কথা শ্রবণ করেন, সেইরূপ ব্রহ্মস্পর্শ সম্পর্কেও এক জন সংস্পৃষ্ট হন আর এক জন সংস্পর্শ করেন। ঈশ্বর দেখা দিলে আমরা তাঁহাকে দেখি, তিনি কথা কহিলে আমরা তাঁহাকে শুনি, সেইরূপ তিনি স্পর্শ করিলে আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করি। স্পর্শেতে দুই চেতন আত্মার এক সময়ে স্পর্শজ্ঞান হয়। ঈশ্বর প্রথম স্পর্শ করেন, আমরা পরে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করি। পাপী আত্মার সাধ্য নাই একেবারে প্রথমেই সেই পূর্ণ পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরকে স্পর্শ করে। কিন্তু অনেক সাধনের পর স্পর্শ দ্বারা যে ফল হয় তাহা মনুষ্য ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। এই জন্য স্পর্শ জ্ঞান কখনও আমাদের নিকট কল্পনা জ্ঞান হইতে পারে না। স্পর্শ

দ্বারা যিনি পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি আর কোন মতেই ঈশ্বরকে ছায়া কিম্বা কল্পনা বলিতে পারেন না। যখন অনেক কালের সাধন ও আয়াসের পর ঈশ্বর শিষ্যের আত্মার উপরে তাঁহার আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া বলেন, বৎস! কি বর চাও বল তখন প্রার্থী ব্রাহ্ম, ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, সুখ, সম্পদ, কিম্বা চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ইহার কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল এই ভিক্ষা করেন, "আমি অন্য কিছু নাহি চাই," আমি তোমার "ঐ পরশে পবিত্র হইতে চাই"। তুমি ক্রমাগত স্পর্শ কর, অর্থাৎ তোমার মঙ্গল হস্ত আমার আত্মার মধ্যে দৃঢ়রূপে স্থাপন কর, তাহা হইলেই আমি উদ্ধার হইব, আমি পুণ্যবান্ হইব। যত দিন বর পাইবার সময় না হয় এই কথা আশার আকারে সাধকের আত্মাতে বাস করে। আশা সামান্য নহে, আশাই ভগ্ন হৃদয়কে রক্ষা করে। আমরা সকলেই এই আশায় জীবন যাপন করিতেছি। ভয়ানক পরীক্ষা বিপদের মধ্যে আশায় বুক বাঁধিয়া আছি। কিন্তু যখন আশা পূর্ণ হইবার সময় হয় তখন আর আশা অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করা যায় না, তখন আশা বিষ হয়। যখন শস্য পরিপক্ক হয় তখনত আর আশার সময় নহে, তখন শস্য সংগ্রহ এবং সম্ভোগ করিবার সময়। বীজ বপনের সময় আশা; কিন্তু শস্য সংগ্রহের সময় আশা নহে। যদি তখনও আশা আসিয়া বলে যে আমি তোমাকে এত দিন রক্ষা করিয়াছিলাম, এখনও তোমার সহায় হইব; তখন তাহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া বিদায় করিয়া দিব। আশা ভবিষ্যতে বাস করে; কিন্তু আজ ফল পাইবার দিন, আজ আশা হইতে পারে না। যে সময় রোগী প্রতীকার লাভ করিবে সেই সময় যদি চিকিৎসক আশার কথা বলে, তাহা মৃত্যু, তাহা প্রবঞ্চনা। আশা পূর্ণ হইবার সময় আশা নহে, তখন সম্ভোগ করিবার সময়। সাধক হয়ত ৪০ বৎসর আশা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইবার সময় তিনি আর আশার কথা শুনিবেন না। এত দিন আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; কিন্তু যখন বর পাইবার সময় আসিল তখন আর তিনি আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া তাকাইয়া থাকিতে পারেন না। যত আশা পূর্ণ হইবার দিন নিকট হয় ততই তাঁহার ব্যস্তুতা বৃদ্ধি হয়। সাধক কি বর চান? কি সামগ্রী চান? ব্রহ্ম স্পর্শ। যে জন্য এত দিন মধুর ব্রহ্মদর্শন, মধুর ব্রহ্ম শ্রবণ হইল, এখন তিনি সেই ফল ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন। সাধক এই চান পরমাত্মা তাঁহার আত্মার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন। এত দিন যে জন্য নানা প্রকার সাধন করিলেন স্তুতি করিলেন, এখন সেই ফল সেই বর পাইবার সময় হইয়াছে। ১০ বা ৪০ বৎসর সাধনের পর, স্বর্গ হইতে সমাচার আসিল, অমুকের সাধন হইয়াছে, এই বর পাইবার সময় ঈশ্বর জানাইয়াছেন। এই স্পর্শ হইল, তোমার অমুক পাপ চলিয়া গেল। ব্রহ্ম বলিয়া দিলেন এই তোমাকে স্পর্শ করিলাম, তোমার শরীর মন পবিত্র হইল। বাস্তবিক দেব স্পর্শে পাপ একেবারে গেল। স্পর্শে আত্মার মধ্যে গূঢ় পরিবর্ত্তন আনিল, ইহাতে আত্মার গভীরতম স্থান বিলোড়িত হইল, কোথায় সেই পাপের গাঢ় কলঙ্ক চলিয়া গেল তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না। এই পরিত্রাণ স্পর্শ সম্ভূত। যদিও মনুষ্য যে একেবারে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা আমরা দেখি নাই; কিন্তু কোন কোন পাপ হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারি ইহা আমরা জীবনে পরীক্ষায় দেখিয়াছি। এই প্রকার একটী সংস্কার এখনও অনেক জাতির মধ্যে রহিয়াছে যে ঈশ্বরের অবতার, দেব প্রতিনিধি, কিম্বা কোন কোন বিশেষ মহা সাধু স্পর্শ করিলেই মহারোগীর রোগ দূর হইত, এবং পাপীর পাপ চলিয়া যাইত। একবার সেই মহাপুরুষ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে রোগী কিম্বা পাপীকে স্পর্শ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই বহুকালের রোগ হইতে সে আরোগ্য লাভ করিল; সেই বহু কালের পাপ হইতে সে মুক্ত হইল। যদিও আমরা ব্রাহ্ম হইয়া এ সকল বিশ্বাস করি না; কিন্তু এ সকল কথার মধ্যে একটী মূল তত্ত্ব রহিয়াছে।

নিশ্চয়ই এক জন আছেন, যিনি তাঁহার স্বর্গীয় স্পর্শে পরিত্রাণ করিতে পারেন। পরিত্রাণ পাইব, উদ্ধার হইব, আমরা ব্রাহ্ম হইয়া চিরকাল কি এই কথা বলিব? পরিত্রাণ পাইয়াছি, এই দেখ অমুক সময়ে আমার পাপ গিয়াছে, এই কথা তখন বলিতে পারিব যখন ব্রহ্ম স্পর্শ লাভ করিব। যখন ঈশ্বর আত্মার উপরে তাঁহার হস্ত রাখিয়া বলিবেন, "উঠ ব্রাহ্ম" তখন মৃত ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠিবে। যখন এই নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার হস্ত স্পর্শে মৃত প্রাণে নব জীবন সঞ্চারিত হইবে তখন মৃত ব্রাহ্ম বলিবে কে আমাকে পূর্ণ ও সুস্থ করিল? আমি ছিলাম মৃত এবং বিকৃত কে আমাকে পূর্ণ ও সুস্থ করিল? ব্রাহ্মগণ যখন তোমরা ঈশ্বরকে স্পর্শ করিবে তখন তোমাদেরই জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইবে। ব্রহ্মের নিকটে বসিলাম; তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি ভাবে একটী বার প্রণাম করিলাম, তিনি বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। আমার রাগ দমন কর বলিয়া প্রণাম করিলাম, ঈশ্বর বলিলেন এই তোমার রাগ গেল। এই প্রকারে কাম, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা যাহা কিছু পৃথিবীতে নরক আনিয়াছে, ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদে, তাঁহার চরণ স্পর্শে সমুদয় বিদূরিত হইবে। ব্রহ্ম স্পর্শে জীবাত্মা সঞ্জীবিত হয় ইহা কি তোমরা দেখ নাই? কেমন পুণ্যপ্রদ, কেমন সুমধুর সেই স্পর্শ! হস্ত নাই, অঙ্গুলি নাই,

অথচ স্পর্শ হইল। যখন এই সুখ, এই পুণ্য বুঝিতে পারিবে তখন দেখিবে তোমার আশাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইল, কেননা তখন জানিবে পরমাত্মাকে কেবল দেখা যায় শুনা যায় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাকে জীবাত্মা স্পর্শ করিতে পারে।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মস্পর্শ।

রবিবার ৩রা ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।

অতীন্দ্রিয় ব্যাপার সকল জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা দুরাশা। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা রাজ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার সঙ্গে কি সে সমুদয় ঘটনার তুলনা হইতে পারে? তথাপি উপমা দ্বারা যত টুকু প্রতিপন্ন করা যায়, এস তত টুকু প্রতিপন্ন করি, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সাধন দ্বারা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা সে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব উজ্জ্বল করিতে গেলে, আরও গভীরতর অন্ধকার দেখা যায়। ভাষা কেবল সহায় হইতে পারে, এই জন্য কতক পরিমাণে গ্রাহ্য। ঈশ্বর স্পর্শ সম্পর্কে উপমা দ্বারা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে? যাঁহার গুরুত্ব নাই, তাঁহাকে স্পর্শ করিব কিরূপে? এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য আত্মার শক্তিই বা কোথায়? কিন্তু যদিও কোন বাহিরের উপমা দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি ইহা প্রত্যেক সাধকের পরীক্ষিত সত্য। যদি দর্শন শ্রবণ আত্মার মধ্যে হইতে পারে, তবে স্পর্শও হইতে পারে। কারণ স্পর্শ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সহকারী, বিশেষতঃ ইহা দর্শনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহায়। চক্ষু দেখিল কোন বস্তু আছে; কিন্তু কুটিল বুদ্ধি তাহার সত্তায় সন্দেহ জন্মাইয়া দিল, কেননা চক্ষুর সময়ে সময়ে ভ্রম হয়। কিন্তু হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন সেই বস্তু ধরিলাম, তখন যেখানে বস্তু ছিল না মনে করিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ সেখানে স্পর্শ আসিয়া ভ্রম জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। তখন সেই বস্তুর অস্তিত্ব অতি উজ্জ্বল রূপে প্রমাণীকৃত হইল। স্পর্শ দ্বারা ব্রহ্ম করতলন্যস্ত বস্তুর ন্যায় আয়ত্ত হন। বস্তুর সেই প্রমাণ কেমন দৃঢ়, যখন চক্ষু বলে ঐ ব্রহ্ম দেখা দিতেছেন, যখন কর্ণ বলে ঐ ব্রহ্ম কথা বলিতেছেন, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ বলে, এই আমি ব্রহ্মকে ধরিয়াছি। যখন এই তিন জন সাক্ষী, এই তিন জন বন্ধু একত্র হইয়া আমার সহায় হইল, তখন কোথায় বা অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, কোথায় বা সাগর সমান বিঘ্ন? যেখানে এই তিন জন মহাবীর ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিয়া দিল, সেখানে কি সন্দেহ জাল থাকিতে পারে? স্পর্শেতে এক দিকে যেমন যুক্তি ও প্রমাণ প্রবল হয়, আর এক দিকে তেমনি আত্মার শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। আত্মার গভীরতম স্থানে আত্মার কর সকল প্রসারিত হইল, আর ব্রহ্মসহবাস অনুভূত হইল। যাঁহার আত্মার হস্ত ভগ্ন, অথবা স্পর্শ শক্তি দুর্ব্বল, তিনি কিরূপে ঈশ্বরের স্পর্শ সুখাস্বাদ করিবেন? কিন্তু যাঁহার আত্মার শক্তি সকল সতেজ, যাঁহার চক্ষু বলে, ঐ দেখ তোমার সম্মুখে কে? কর্ণ বলে, ঐ শুন কে কথা বলিতেছেন, স্পর্শ বলে, এই দেখ কে তোমাকে স্পর্শ করিতেছেন, তিনি বলেন জগতে এমন কে আছে যে এমন পবিত্র সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে? যখন জীবাত্মা এই প্রকার প্রগাঢ় ভাবে পরমাত্মাকে ধারণ করে তখন আত্মার আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল শরীরের মধ্যেও প্রকাশিত হয়। ভক্তি হস্তে যখন সাধক ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধারণ করিলেন তখন তাঁহার শরীর পুলকিত হইল। ইতি পূর্ব্বে শুনিয়াছ সশরীরে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব নহে। আত্মা যদি ঈশ্বর সহবাসে নির্ম্মল হয়, শরীরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র হয়। আত্মা যদি স্বর্গবাসী হয়, শরীরও স্বর্গবাসী হয়। ব্রহ্ম হইতে মহাতেজ আসিয়া যখন আত্মাকে সমুজ্জ্বলিত করে তখন শরীরও তাহা দ্বারা সতেজ হয়। তখন সাধক দেখিতে পান, তাঁহার আত্মা এবং শরীর দুইই এক স্বর্গীয় দাবানলে প্রজ্বলিত হইতেছে। ইহাই ব্রহ্ম স্পর্শের লক্ষণ। যখন আত্মার গভীর স্থানে ব্রহ্ম স্পর্শ জ্ঞান হয়, তখন শরীর মনের মধ্যে জমাট ভাবের উদয় হয়। ৫ মিনিট পূর্ব্বে যাহার মনে না আশার প্রবলতা না বল বীর্য্য, উদ্যম, কিছুই ছিল না; কিন্তু কেবল সংসার চিন্তা, জড়তা, শিথিলতা এবং মৃত ভাব ছিল, ব্রহ্ম সংস্পর্শ মাত্র সেই হৃদয়ের ভিতরে আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, অটল নিষ্ঠা, এবং জ্বলন্ত উৎসাহ আসিল। তাহার আত্মার সমুদয় স্পন্দ হীন বল সঞ্জীবিত এবং ঘনীভূত হইয়া আসিল। কোন মহারাজার সমক্ষে বসিলে যেমন সামান্য প্রজার শরীর মনে ভয় এবং গাম্ভীর্য্যের উদয় হয়, অগ্নির মধ্যে বসিলে যেমন শরীর চন্ করিয়া উঠে, তেমনই ঈশ্বরের সংস্পর্শ মাত্র সমস্ত শরীর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম হইতে সহস্র স্ফুলিঙ্গ আসিয়া সাধকের মনের কলঙ্ক এবং শরীরের মালিন্য দগ্ধ করে। ব্রহ্ম সন্নিধানে পাপ, দুর্ব্বলতা, নির্জ্জীবতা থাকিতে পারে না, সেখানে কেবলই তেজের ব্যাপার। সেই অগ্নিময় সহবাসে বসিবামাত্র আত্মার সমস্ত শিথিল এবং বিভক্ত শক্তি ঘনীভূত হইয়া যায়। অল্প সাধনেও আমরা ব্রহ্ম স্পর্শের এই লক্ষণ দেখিয়াছি। যে পরিমাণে অন্তরে বল, বীর্য্য, আশা উৎসাহ এবং পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি সেই পরিমাণে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভূত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এই সাধক বলিলেন, ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন; কিন্তু আমি অনুভব করিতে পারিতেছি না, এক নিমিষের মধ্যে আবার

বলিলেন আঃ! ঈশ্বর সংস্পর্শে প্রাণ জুড়াইল; হৃদয় শীতল হইল; এক নিমিষের মধ্যে পরিবর্ত্তন হইল। এই ব্যবধান কে বুঝাইয়া দিবে? ক্ষণকাল পূর্ব্বে ভয়ানক উত্তাপে পথিকের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল; কিন্তু যখনই পবিত্র সমীরণ চলিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, আঃ প্রাণ জুড়াইল। সেইরূপ যখন ব্রহ্ম সহবাস বায়ু আত্মার মধ্যে সংলগ্ন হয়, তৎক্ষণাৎ ইহার বহুকালের রোগ এবং ক্লান্তি দূর হয়। এই স্পর্শজ্ঞান অতি সহজে হয়। যাহারা ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিতে যায় ইহা তাহাদেরই বিলম্বে হয়। কিন্তু হে উচ্চ ব্রহ্ম সাধক তোমাকে বলিতেছি, অনতি বিলম্বের যে সাধন তাহা তুমি গ্রহণ কর। এখনই তুমি বল, এই স্থানে ঈশ্বর আছেন, দেখিবে বলিবামাত্র এক মহাগম্ভীরপ্রকৃতি পুরুষ, তোমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার আত্মার মধ্যে আর একটু মাত্রও শীতলতা, স্পন্দহীনতা রহিল না; কিন্তু আত্মার সমুদয় বল, উৎসাহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। পাপীর পক্ষে এই স্পর্শসুখ সামান্য ঘটনা নহে। ইহা আকর্ষণের একটী আশ্চর্য্য দুশ্ছেদ্য জাল। জগতের সমুদয় পাপীদিগকে ধরিবার জন্য সুচতুর ঈশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহার এই আশ্চর্য্য সহবাস জাল বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। যতই ভাবি এইজাল ছিঁড়িয়া বাহিরে যাই, আশ্চর্য্য আরও দৃঢ়তররূপে ইহাতে আবদ্ধ হই। না পারি বাহির দিয়া পলায়ন করিতে, না পারি ভিতরের জাল কাটিতে। এই জালে হইলাম জড়িত, এই জালেই হইব জড়িত। ব্রহ্মজাল কেমন অনতিক্রমণীয়। যেদিকে চাই সেই দিকেই দেখি ব্রহ্ম সহবাসরূপ একটী বিস্তীর্ণ প্রেমজাল আমাদিগকে অধিকৃত এবং বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। যতই এই জালে বদ্ধ হইতেছি ততই ইহাদ্বারা আত্মা, মন, প্রাণ সমুদয় মোহিত হইয়া যাইতেছে। কি দেখিতেছি, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র এই ব্রহ্মসহবাস, ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু স্পর্শ করিতে পারি না। যেমন আত্মারাজ্যে ব্রহ্মের সিংহাসন, তেমনই জড়জগতেও তাঁহার গম্ভীর বর্ত্তমানতা। প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম তেজ, ব্রহ্মদীপ্তি অনুভব করিতেছি। আহার করি অন্নের মধ্যে তাঁহার প্রেম হস্ত; বায়ু সেবন করি, বায়ুর মধ্যে তাঁহার স্নিগ্ধ সহবাস, জলপান করি, জলের মধ্যে তাঁহার সুশীতল স্নেহ হস্ত। এইরূপ যে কোন বস্তু সম্ভোগ করি, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শ অনুভব করি। সংসারী মন! তোমারও গতি হইল, কেননা, সংসারেও তুমি ব্রহ্মকে অতিক্রম করিতে পার না; সংসারের যে কোন বস্তু স্পর্শ করিবে তাহার মধ্যেই ব্রহ্ম লুক্কায়িত হইয়া বাস করিতেছেন। বিশ্বাসী সাধকগণ! দেখ! অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই এই অনতিক্রমণীয় সহবাস। ইহা অপেক্ষা কোন্ কবি উৎকৃষ্টতর স্বর্গ রচনা করিতে পারে? কোন্ চিত্রকর ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর পবিত্রতর রাজ্য চিত্র করিতে পারে? এইরূপে অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে সকল বস্তুতে ব্রহ্মকে দেখিয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া সাধক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে ছাড়িতে পার না, আমিও তোমাকে ছাড়িব না। বাস্তবিক যিনি এক বার ব্রহ্মকে দেখিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না আমি আর তোমাকে দেখিতে চাই না; কিন্তু তিনি বাধ্য হইয়া বলিলেন, হে সুন্দর ঈশ্বর! আর তুমি দেখা দাও, এবং যিনি একবার ব্রহ্মের মধুর বচন শুনিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না, আর তোমার কথা শুনিব না, কিন্তু তিনি বলিলেন, আরও তোমার সুমধুর উপদেশ শুনিব। সেই রূপ যিনি একবার ঈশ্বরের স্পর্শ সুখ অনুভব করিলেন, তিনি বলিলেন, আরও তোমাকে স্পর্শ করিতে দাও। যতই তাঁহাকে দর্শন, শ্রবণ, এবং স্পর্শ করিবে, ততই তাঁহাকে দেখিবার, শুনিবার এবং স্পর্শ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। সাধকদিগের এই ইচ্ছা ব্রহ্ম পূর্ণ করুন! ব্রহ্ম স্পর্শে যেন ব্রাহ্মদিগের পরিত্রাণ হয়।

সম্বাদ।

আমাদিগের যে সকল বন্ধুগণ সাধনোদ্দেশে সাধন কাননে অবস্থিতি করিতেছেন, অবিরল জলধারা বর্ষণ জন্য বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার পর যখন প্রতি জন পুষ্করিণীর উভয় পার্শ্বস্থ অনতিদূরবর্ত্তী আসনতলে উপবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হয়েন, এবং মধ্যে মধ্যে এক এক জনের কণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্মসঙ্গীত অপরাপর সাধকের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন সেই স্থানের একটী অতি আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হয় এবং সেই গাম্ভীর্য্য অসমাহিত চিত্তেরও সমাধান পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়া থাকে। বর্ষাকাল ঈদৃশ সাধনের চিরপ্রতিকূল হইলেও আমাদিগের বন্ধুগণ অন্ততঃ বর্ত্তমান মাসের অবশেষ কাল সাধন কানন পরিত্যাগ করিতেছেন না।

এক মাসের অধিক কাল পরে, গত রবিবারে আমাদিগের ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় বেদীতে আসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই এক মাস কাল নির্জ্জনাবস্থিতিতে ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত নানা কথা উত্থিত হইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। যিনি প্রায় বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে সজনে বাস করিয়া বিবিধ প্রকারে সকলের সেবা করিলেন, তাঁহার এক মাস কাল নির্জ্জনাবস্থিতিও লোকের কেমন অসহ্য, এবার আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আমরা ভরসা করি এখন আর তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ কাল থাকিবেন না। তিনি কল্য পুনরায় সবান্ধব সাধন কাননে গমন করিয়াছেন। আগামী রবিবারে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা আছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১০ নং কলেজ স্কোয়ার হরিশ্চন্দ্র মিত্রের যন্ত্রে ১৬ই আষাঢ় শ্রীমতিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১০ম ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শনিবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে নির্ব্বিকল্প প্রশান্তাত্মা গম্ভীর পুরুষ! তোমার স্বভাব এবং আচরণ অতি বিচিত্র, কখন কি ভাবে কি নিয়মে তুমি লোকের সঙ্গে ব্যবহার কর তাহ বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এই মাত্র দেখিলাম শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া সুধাময় জ্যোৎস্না রাশি বিকীর্ণ করিতেছ, পরক্ষণে আবার দেখি কোথাও কিছু নাই, নিবিড়ান্ধকারে সকল দিক্ পরিপূর্ণ। একবার দর্শন দিয়া সাধককে মোহিত করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে, তাহার পর সে ব্যক্তি প্রলুব্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে, ব্যাকুল হইয়া তোমাকে ডাকে তথাপি সে তোমাকে আর দেখিতে পায় না। যাহা আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি তাহা তুমি দিতে কোন কালে কুণ্ঠিত নহ, কিন্তু হঠাৎ তোমার নিয়মের গভীর তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। তুমি ঠিক বালকের ন্যায় এক এক বার যেন সাধকের সঙ্গে আমোদ কর। এই হাসাইয়া আহ্লাদে প্রফুল্লিত করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসাইলে, আবার পরক্ষণে চক্ষের জলে পথ দেখিতে পাই না, কোথায় গেলে হে হৃদয়বল্লভ! এই বলিয়া কাঁদিতে থাকি। সে যাহউক, ফলতঃ তুমি যে আমাদিগকে অত্যন্ত ভালবাস তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রকৃতি সহস্র মুখে বলিতেছে হে মানব! হে সৌভাগ্যশীল মানব-সন্তান সকল! তোমাদিগের যে বিধাতা তিনি তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। এক সঙ্গে জাতি সাধারণ ভাবে সকলকে ভালবাসেন কেবল তাহা নহে,পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতি জনকে তিনি আবার ভালবাসেন। আমাকে তিনি তোমাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নানা রসপূর্ণ করিয়া এখানে পাঠাইলেন, তাই আমি তোমাদের পরিচারিকা হইয়া সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছি। জীবনের বিগত ইতিহাস বলিতেছে, ঈশ্বর তোমাকে ভাল বাসেন, এই দেখ! তাঁহার প্রেমের কত নিদর্শন পাঠ কর। বাস্তবিক হে দেব! হে প্রাণের প্রিয়তম বন্ধো! তুমি আমাকে এবং আমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাস। তাহা যদি না হবে তবে এত বড় মহান্ বিশ্বপতি ঈশ্বর হইয়া তুমি আমাদের কার্য্যে দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকিবে কেন? অতি মধুর তোমার ভালবাসা, তাহার গভীর তত্ত্ব যতই হৃদয়ঙ্গম করি ততই প্রাণ বিমোহিত হয়। আর তুমি প্রেমময় দয়ালু উদার স্বভাব বলিয়াই যে কেহ তোমাকে প্রতারণা করিবে, কি গোপনে পাপ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া আদর পাইবে সে পথও তুমি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ। নিজমুখে কাহাকে কিছু বল না,স্বয়ং ক্রোধান্বিত হইয়া কাহারো প্রতি বিরক্তি প্রকাশ কর না, যেমন প্রশান্ত চিত্ত তেমনই আছ, প্রসন্ন মুখে সকলকে মিষ্ট কথা বলিতেছ, কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য কৌশলময় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছ যে, পাপী আপনাপনি তদ্দ্বারা দণ্ডভোগ করি-

তেছে। তোমার এই অদ্ভুত রহস্য সন্দর্শন করিয়া বাস্তবিক এক একবার হাসি পায়। নিজে ভাল মানুষের এক শেষ, সভ্যতা ও ভদ্রতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল, লোকের মঙ্গল ভিন্ন জান না, কেহ কখন তোমাকে কঠোর ভাব ধারণ করিতে দেখে নাই, কিন্তু নিয়মগুলি এমনি যে একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে তাহারা নিজেই কৃতান্ত সদৃশ পুলিস প্রহরীর ন্যায় অপরাধীকে হাতে হাতে ধরিয়া আনিয়া সাজা দেয়। বলিহারী হে গুণবান্ ঈশ্বর! তোমার শাসন প্রণালী বড়ই আশ্চর্য্য জনক। ভালবাসার সঙ্গে কিসে লোকের প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহা তুমি যেমন জান অন্যে তেমন জানে না। এই সমুদায় নিগূঢ় ব্যাপারের মধ্যে তোমার অটল মঙ্গল সঙ্কল্প দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে বারম্বার প্রণিপাত করি।

বৈরাগ্যের পূর্ণ সাধন এবং তাহার পুরস্কার।

মনুষ্য পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে যখন অনন্যোপায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, সংসার ও ধর্ম্মের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়া নিজের ক্ষমতা ও বল বুদ্ধি সম্বন্ধে এককালে পরাস্ত হয় তখনও সে সহজে আপনার চতুরতা ছাড়িতে চাহে না। স্বার্থের লোভ তাহার মনে এমনই প্রবল যে, সে বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও অন্তরে অন্তরে চতুরতা পোষণ করে; ডুব দিয়া জল পান করিবে অথচ বাহিরে ধার্ম্মিকের মান সম্ভ্রম সমস্ত ঠিক রাখিবে ইহা তাহার অন্তরের একটী গভীর ইচ্ছা। এই গূঢ় অভিপ্রায় তাহাকে ধর্ম্মসাধনের প্রভূত আড়ম্বরের মধ্যেও পাপপথে নিত্যকাল স্থিরভাবে রক্ষা করিতেছে। তিনি এক দিকে ঘোরতর তপস্যা দ্বারা প্রবৃত্তিদিগকে বশীভূত করিতেছেন, বৈরাগ্যের চরম পথ অবলম্বন করিয়া নানা মতে ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শত সহস্র নূতন বিধি এবং প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছেন, অন্য দিকে আবার হৃদয়ের এক নিভৃত স্থানে আপনার পুরাতন স্বার্থপর প্রকৃতিকে এমনি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন যে কাহার সাধ্য তাহা সহসা বুঝিতে পারে। কিন্তু অন্তরদর্শী ঈশ্বরের সর্ব্বভেদী চক্ষু ইহা দেখিতে পায়। মনুষ্য যেমন ধর্ম্মের নানা প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া,—কখন অতি দীন বেশে ক্রন্দন করিতে করিতে, কখন বা ভক্তিভাবে বিগলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চতুরতা করিতে আসে, তিনিও আবার তেমনি উপযুক্ত ফল দিয়া তাহাকে বিদায় করেন। চতুর চূড়ামণি অন্তর্যামী ঈশ্বরকে বাহ্য বৈরাগ্য বেশ দেখাইয়া কে ভুলাইতে পারিবে? তিনি শরীর ভেদ করিয়া আত্মার যথার্থ স্বভাব দর্শন করিতেছেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে চায় তিনি সেই ভাবে তাহাকে পুরস্কৃত করেন। মনুষ্য যেমন কপটতার ভিতর গূঢ় কপটতা, তাহার ভিতর অতি নিগূঢ় কপটতাকে স্থান দেয়, কৃত্রিম সাধনের শত শত স্তর নির্ম্মাণ করিয়া তন্নিম্নে আপনার পুরাতন প্রিয় পাপ প্রবৃত্তি সকলকে লইয়া বসিয়া থাকে, গভীরদর্শী ঈশ্বরের নিকট তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পুরস্কারও সঞ্চিত আছে। মূঢ় মানব কতই তাঁহার নিকট চতুরতা প্রকাশ করিবে? তিনি আবার তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুচতুর বুদ্ধিমান্। তাঁহার স্বভাব দয়া ও মঙ্গলভাবে সংগঠিত, তিনি উদার এবং সদানন্দ, কিন্তু তিনি চতুরেরও শিরোমণি। যেমন তোমার সাধন তেমনি তাঁহার পুরস্কার। তুমি যে মনে করিবে সংসারের সকল দিক্ রক্ষা করিয়া সাধুর প্রাপ্য সুখ শান্তি পুণ্য লাভ করিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করেন। এক কপর্দ্দক কেহ তাঁহার নিকট হইতে ভুলাইয়া লইতে পারে না। যত গভীর স্থানে কেন তুমি তোমার স্বার্থপরতা বিষয় বুদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ না, তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন ঐ দেখ হে সুচতুর সন্তান! তুমি পাপ গোপন করিয়া, আপ-

নাকে লুক্কায়িত রাখিয়া আমার নিকট দীন বেশে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছ, আমিও তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব। যাহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পূর্ণ বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী দান করিবেন, কপট বৈরাগী তাহা চক্ষেও কখন দেখিতে পায় না। তুমি যদি আরও ধূর্ত্ত চতুর হও তাহা হইলে হয়ত বলপূর্ব্বক বলিবে, সর্ব্বত্যাগী সাধু কি এমন অধিক পুরস্কার পাইয়া থাকেন? আমিও যথেষ্ট ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি, আমারও কোন অভাব নাই, ইহা অপেক্ষা সুখের অবস্থা আর মনুষ্যের কি হইতে পারে? কিন্তু তাহা হইলে তোমার রোগ আরও মারাত্মক। কিরূপ ভ্রান্তির মধ্যে তুমি বাস করিতেছ তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। পূর্ণ বৈরাগ্য যাহারা সাধন করে তাহারা পৃথিবীর নীরস ধর্ম্ম লইয়া থাকে না, পাপ বিষে তাহাদের অন্তর দহ্যমান হয় না, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগের জন্য স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। যাহার কিছুই থাকে না, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে তাহাকেই কেবল তিনি আপনার পার্শ্বে বসাইয়া নিজের সহযোগী এবং মিত্র রূপে বরণ করেন। সে ব্যক্তি যাহা দেখিবে এবং শুনিবে এবং সম্ভোগ করিবে পৃথিবীর বৈরাগীগণ কখনই তাহার আস্বাদন পাইবেন না। আমরা ব্যবসায়ী বণিকের ন্যায় বলি যে, এত কষ্ট বহন করিলাম তথাপি কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না? এই রূপে তাঁহাকে ধন দিয়া ক্রয় করিবার জন্য আমরা কত কৌশল অবলম্বন করি, প্রকৃত সংসারাসক্তিকে গোপনে লুকাইয়া সামান্য সামান্য কতকগুলি পাপ পরিত্যাগ করি, এই জন্য যে ইহাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এখনই আদরপূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসন সমীপে আমাদিগকে বসাইবেন। হায় কি ভ্রান্তি! প্রাণ না দিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? আমরা যদি কতক পরিমাণে সচ্চরিত্র পরোপকারী নীতিপরায়ণ হই, তবে লোকসমাজে ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, তার উপরে যদি দিনান্তে একবার ঈশ্বর উপাসনা করি তাহা হইলে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক আরাম পাইব, তার উপরে যদি কিছু অধিক ধর্ম্মান ও সাধন ভজন থাকে তবে ভক্তি-রসে সময়ে সময়ে চিত্ত আর্দ্র হইবে, কিন্তু পাপের জ্বালা কিছুতেই যাইবে না। ইহা অপেক্ষা অধিক যদি কিছু প্রত্যাশা করিতে হয় তবে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া ব্রহ্মপদে আত্ম সমর্পণ কর, অনন্ত প্রেমসাগরে দিবানিশি ডুবিয়া থাকিবে, চিরকালের মত পাপ প্রবৃত্তি চলিয়া যাইবে এবং সর্ব্বদা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে আনন্দে বিরাজ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃত্রিমতা লুকোচুরির ভাব আছে ততক্ষণ সেই ন্যায়বান্ দয়ালু ঈশ্বর সামান্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া আপনি লুকাইয়া থাকিবেন। যাহার হৃদয় নির্ম্মল আসক্তি শূন্য হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য ভাব ধারণ করে সেই সাধককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি স্বর্গে চলিয়া যান। সাধক যখন সরল বালকের মত বলিবে পিতা! আর আমার কিছুই নাই তুমি এই হৃদয় দেখ, তখন সেই প্রেমময় পিতা প্রসন্ন বদন প্রকাশ করিয়া বলিবেন হে বৎস আমি তোমার সর্ব্বস্ব ধন হইলাম, আমার যাহা কিছু সমুদায় তোমারই। যদি ধর্ম্মের যথার্থ আনন্দ শান্তি উপভোগের ইচ্ছা থাকে তবে আমাদিগকে নীচ শ্রেণীর সাধন অতিক্রম করিতে হইবে।

ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পৌত্তলিক সংশ্রব।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন নূতন বা বৈদেশিক ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন পুরাতন আচার ব্যবহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিতে হয়

ব্রাহ্মদিগকে তদ্রূপ করিতে হয় না। যদিও ইদানীং সমাজ সংস্কারকেরা সামাজিক ক্রিয়া সম্বন্ধে নূতনতর বিশুদ্ধ প্রথা কিছু কিছু অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে এ প্রকার কোন অনুষ্ঠান ছিল না; এখনও অনেক ব্রাহ্ম হিন্দুদিগের সঙ্গে একাত্মা হইয়া নিরাপদে কাল যাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ শৈশব কাল হইতে হিন্দু সমাজের ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইয়া দিন দিন উন্নতির সোপানে উত্থিত হইতেছে। মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যেমন পুরাতন আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসী পিতা মাতা, আহার পরিচ্ছদ, নাম উপাধি সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হয় ব্রাহ্মদিগের সেরূপ আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন পুরাতন, পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সকলকে লইয়া উদার ভাবে অবস্থিতি করিতে আদেশ করেন। এই উদার মতের সাহায্য লইয়া কেহ ভয় প্রযুক্ত পৌত্তলিকতার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হন, কেহ কেহ বলেন যখন আমরা নির্ব্বিঘ্নে হিন্দু পরিবার মধ্যে আপনার বিশ্বাস অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিতে পারিতেছি তখন আর আমাদিগকে পৃথক্ ভাবে একাকী থাকিবার আবশ্যক কি? কিন্তু এ ভাবে থাকাতে এক দিকে যেমন অনেক উপকার আছে তেমনি বিস্তর অনুপকার ঘটিয়া থাকে। আমরা যতই কেন হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া চলি না এক স্থানে তাহার সীমা অবশ্যই আছে, তাহার পর পারে গমন করিলে আধুনিক হিন্দুগণ আমাদিগকে লইয়া আর চলিতে পারেন না। যদি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী হইয়া ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে হয় তবে আমাদের সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ের প্রতিঘাত হইবেই হইবে। অথবা সেরূপ সাহসী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মই বা কয় জন আছেন যাঁহারা পৌত্তলিকতার দুর্গ মধ্যে বাস করিয়া চিরদিন আপনাকে ন্যায় ও সত্য পথে অটল রাখিতে পারেন? হিন্দুসমাজও পৌত্তলিক পরিবারের সংশ্রবে থাকিয়া অনেক ব্রাহ্ম আপনার বিশ্বাসকে ক্রমে এমন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন এবং হিন্দুদিগের সঙ্গে এমনি পরিষ্কার রূপে মিলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রাহ্ম কি পৌত্তলিক তাহা এখন চিনিয়া লওয়া কঠিন। দুর্ব্বল প্রকৃতি সাধারণ ব্রাহ্মগণ যে প্রবল প্রতাপশালী হিন্দুসমাজের বক্ষস্থলে বাস করিয়া ধর্ম্মসংগ্রামে জয়লাভ করিবেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। নিজেদের ভীরুতা এবং পৌত্তলিক সমাজের আধিপত্য বশতঃ এবং অন্যান্য নানা কারণে আমরা দেখিতেছি অনেক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন না, সুতরাং পারিলেন না। এ বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের গুরুতর প্রতিবন্ধক যাহা থাকে তাহা কাল ক্রমে বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, যাহারা অল্পবিশ্বাসী তাহারা নিজেই নিজের উন্নতির পথের কণ্টক। অনেকের সম্বন্ধে আমরা এ বিষয়ে একবারে নিরাশ হইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগে অসমর্থ হইয়া শেষে কর্ত্তব্য বলিয়া উহা প্রতিপাদন করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। এক জন স্বাধীন পুরুষ ব্রাহ্ম অপর এক জন ব্রাহ্মকে কিম্বা ব্রাহ্ম সন্তানকে কন্যা দান করিবেন তাহাতেও যদি দূষিত দেশাচার ও পৌত্তলিকতা রক্ষা করিতে তিনি বাধ্য হন, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? ঈদৃশ স্থলে প্রতিবন্ধক কি তাহা সুচতুর পাঠকগণ বিচার করিবেন। আমাদের মতে এ প্রতিবন্ধক কোন কালে দূর হইবার নহে, উহা চিরদিনের সঙ্গের সঙ্গী। হিন্দুপরিবারজাত ব্রাহ্ম যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার জালে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ তাহা আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, এবং ঐরূপ আচার ব্যবহার যে সংসারে প্রতিপত্তি লাভের বিশেষ প্রতিপোষক, অথবা প্রধানতঃ তাহারই জন্য এখন এ সকল পালন করা আব-

শ্যক হইয়া উঠিয়াছে ইহাও আমরা বুঝিতেছি, কিন্তু অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক ব্রাহ্ম আর কত দিন পৌত্তলিকতার কলঙ্ক স্পর্শে আপনাদিগকে মলিন করিয়া রাখিবেন ইহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হই। স্বীকার করিলাম, প্রচলিত হিন্দু আচার ব্যবহার কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিলে হিন্দুসমাজ ও আত্মীয় পরিবারগণের সহিত বন্ধুভাবে অবস্থিতি করা যায়, লৌকিক মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, সংসারেরও উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, সামাজিক চক্ষে দেখিতে ইহা অতি মনোহর তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি কি অক্ষুন্ন থাকে? আমি এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, অথচ সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সময় অনায়াসে তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া দেব দেবীর চরণে পূজা উপহার প্রদান করিয়া থাকি, এ প্রকার কপট ব্যবহারে কি কখন অন্তরে ব্রহ্মনিষ্ঠা স্থান পাইতে পারে? এই কুদৃষ্টান্তের যে কি বিষময় ফল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না। পৌত্তলিক সংশ্রব পরিত্যাগ না করা সম্বন্ধে যত যুক্তি তর্ক আছে সমুদায় স্বীকার করিলাম, কিন্তু যিনি জীবনের এক মাত্র অধিপতি, হৃদয়ের অদ্বিতীয় স্বামী তাঁহার নিকট বিশ্বাসঘাতক হইয়া কোন্ মুখে আবার তাঁহার নিকট আমি প্রার্থনা করিতে যাইব? ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহার স্থানে একটী মৃৎপিণ্ড বা শিলাখণ্ড স্থাপন করিলাম ইহাতে তিনিই বা কি মনে করিবেন? এমন প্রেমময় হৃদয় বন্ধুকে অস্বীকারই বা আমরা কিরূপে করিব? কার অনুরোধে, কিসের জন্য তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিব? এমন প্রাণের সামগ্রীকে কি এক নিমেষের জন্য হতাদর করিতে পারি? হৃদয় যখন শুষ্ক হইয়া যায়, রোগ শোক পাপ তাপে যখন মন এক কালে ভগ্ন হইয়া পড়ে, তখন কে আসিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল করে? সেই দয়াময় অদ্বিতীয় ঈশ্বর কি তখন আমাদের এক মাত্র সহায় নহেন? যদি বল পিতা মাতা গুরু জনের অনুরোধে কিছু পৌত্তলিকতা রক্ষা করিলামই বা, হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধাত তাঁহার প্রতি অটল আছে? বাহিরের সকল কার্য্যে সেই আন্তরিক ভাব নাই বা প্রকাশ করিলাম, অন্তরত তিনি দেখিতেছেন! জ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যে সেই বিশ্বাস ক্রমে ক্ষীণ হয়, জীবন পাপ সংসারাসক্তিতে মলিন হইয়া যায় তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। অদ্য গোপনে একটু পৌত্তলিকতা করিয়া বিবাহটাত করি তার পর কিঞ্চিৎ. অনুতাপ করিলেই হইবে। আর অনুতাপেরই বা প্রয়োজন কি? কিছু দিন পুরাতন হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি নিজেত ও সকল কিছু করিলাম না, মাতা আছেন, স্ত্রী আছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, তাঁহারা যাহা হয় করুন, আমি হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বসিয়া থাকি; বিপদে পড়িলেত হিন্দু আত্মীয়গণ ভিন্ন আর গতি নাই, কন্যার বয়সও প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল আর কত দিনই বা রাখা যায়. সুপাত্রই বা ব্রাহ্মদের মধ্যে কোথায়? থাকিলেই বা তাহার অনুসন্ধান কে করে? যাউক, যে যাহা বলে বলুক. না হয় আমি গৃহে বসিয়া একাকী তাঁহাকে ডাকিব, এই রূপ যুক্তি ও চিন্তা করিয়া যাহারা কার্য্যকালে ঈশ্বরকে আপনার প্রাচীন পৌত্তলিক পিতা মাতার ন্যায় নিরীহ দয়ালু ক্ষমাশীল জ্ঞান করত তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেয়, তাহারা ঐ দেখ! পৌত্তলিক সমাজের মধ্যে বসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপহাস করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি নূতন ব্রাহ্ম বিবাহ বিধির অঙ্গীকার বাক্যের প্রত্যক্ষ অবতার স্বরূপ হইয়া চিরকাল বাক্য যন্ত্রণায়নকলকে দগ্ধ করিবে এবং মৃত্যুকালে অবিশ্বাসীর পরিণাম কিরূপ শোকাবহ তাহা দেখাইয়া যাইবে। অতএব পৌত্তলিক সংশ্রবা ব্রহ্ম

নিষ্ঠার প্রবল শত্রু জানিয়া অবিলম্বে সকলে তাহা পরিত্যাগ করুন, সহজবিবেক ব্রাহ্ম-দিগের দৃষ্টান্ত কদাপি অনুকরণীয় নহে।

সুফিদিগের যোগ ও প্রেমাবেশ।

অনুবাদিত।

ঐশ্বরিক সঙ্গীত যোগে সুফীর এরূপ অবস্থা হয় যে তিনি জগৎ সম্বন্ধে মৃত, ঈশ্বর সম্বন্ধে একাত্ম ভাব প্রাপ্ত হয়েন। বিলম্ব হয় না, সঙ্গীত আরম্ভ হইতেই সেই সাধক মৃত্যু ও একত্বের ভাবে নিমগ্ন হন। আপনাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়েন, এবং জগৎ সম্বন্ধেও বিচেতন হইয়া পড়েন। এমনও হয় যে অগ্নিতে পতিত হইলেও তাঁহার জ্ঞান থাকে না। একবার অবুয়েল হোসেন নূরী গভীর ভাবাবেশে দৌড়িয়া গিয়াছিলেন, কাষ্ঠে লাগিয়া পা কাটিয়া যায়, তাহাতে তাঁহার বোধ ছিল না। এই সকল ব্যাপার ভাবের পূর্ণ অবস্থায় হয়। সামান্য সাধকদিগের পার্থিব ভাবেও প্রেমাবেশ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রেমাবেশ সুফিকে আপনার অস্তিত্ব বোধ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। বন্ধো! তুমি এই মৃত্যুকে অস্বীকার করিও না এবং বলিও না যে ইনি কিরূপে অস্তিত্ব শূন্য, আমি যে ইহাঁকে দেখিতেছি। আমি বলি এ জন্য তাঁহার মৃত্যু যে তিনি আর সেই তিনি নহেন, তুমি যাঁহাকে তিনি আছেন দেখিতেছ, মরিয়া গেলেও ত তুমি দেখিতে পাও, অথচ শরীরে অস্তিত্ব থাকে না। অতঃপর ভাবিয়া দেখ যখন বাহ্য পদার্থ মাত্রেই এই সাধকের চৈতন্য বিলোপ তখন তদ্বিষয়ে তিনি মৃত, যখন আত্ম সম্বন্ধেও সংজ্ঞা হীন তখন আপনার বিষয়েও অস্তিত্ব শূন্য। যখন ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই নাই, তখন যাহা অসার চলিয়া গেল, সার বস্তু তিনি রহিলেন। ইহাকেই একত্ব বলে। যখন সাধক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না,তখন বলেন শুদ্ধ তিনিই আছেন আমি নাই, অথবা আমি আর তিনি এক, এরূপ বলেন। এই সত্যটীর ব্যাখ্যায় কতকগুলি লোক ভ্রম করেন। কেহ কেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ অস্বীকার করেন, কেহ কেহ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া যাওয়া এরূপ ব্যাখ্যা করেন। এই দুটীই ভ্রান্তি। যেমন কেহ কখন পূর্ব্বে দর্পণ দর্শন করে নাই, সে দর্পণে দেখে যে নিজের মূর্ত্তি তাহাতে দেখা যায়, সে তাহাতে মনে করিতে পারে, আমি দর্পণ হইলাম, অথবা দর্পণ আমার রূপে পরিণত। এই দুইই অসত্য। কখন দর্পণ মূর্ত্তি হয় না, মূর্ত্তি ও দর্পণ হয় না এই প্রকার দেখায় মাত্র, যে উত্তম রূপে বুঝিতে পারে না তাহার এরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াবরোধ তিরোহিত হওয়ার পর যে অবস্থা হয় তাহাকে আবেশ এবং আবেশপ্রাপ্তি বলে। আবেশ বলিতে এরূপ অবস্থাকে বুঝাইবে, যাহা চৈতন্যের অবস্থাতে পূর্ব্বে ছিল না। এই ভাবাবেশের প্রকৃতি বিষয়ে অনেক কথা আছে, প্রকৃত পক্ষে আবেশ এক প্রকার নয়, নানা প্রকার। কিন্তু দুইটী কারণ হইতে উহা উৎপন্ন হয়, এক অবস্থান্তর হইতে আর প্রত্যাদেশ হইতে। অবস্থান্তর মূলক ভাবাবেশ এই প্রকারে হয়, যথা কোন একটী আভ্যন্তরিক ভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং প্রমত্তের ন্যায় করিয়া তোলে। উহা কখন অনুরাগ কখন ভয়, কখন আসক্তির অগ্নি, কখন লাভের জন্য ব্যাকুলতা, কখন শোক, কখন আক্ষেপ হইতে পারে। ইহার প্রকার ভেদ অনেক। কিন্তু সেই অগ্নি যখন অন্তরে প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহার ধূম মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে তখন সংজ্ঞাকে এরূপ বিলোপ করিয়া ফেলে যে নিদ্রাগত ও মত্ত ব্যক্তির ন্যায় দর্শন ও শ্রবণ শক্তি থাকে না। ২য়, প্রত্যাদেশ মূলক ভাবাবেশ। সুফির আত্মাতে কোন স্বর্গীয় পদার্থ প্রকাশ পায়, সঙ্গীত এই ভাবটী আনয়ন পক্ষে অনুকূল। হৃদয় মলিন দর্পণ স্বরূপ, সঙ্গীত সেই মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া ফেলে, তাহাতে সেই দর্পণে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ বিষয় লিখিতে গেলে একটী শাস্ত্র হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি এই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য লোকে ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এবং সকলেই স্ব স্ব সাধনা অনুরূপ বুঝিতে সক্ষম। যিনি এই ভাবটীকে যত আয়ত্ত করেন, সাধনাতে করেন। চিন্তা দ্বারা যাহা কিছু বুঝা যায়, তাহা শাস্ত্রগত, প্রত্যক্ষ মূলক নয়। এই যাহা কিছু বলা হইল, যাঁহাদিগের এই উচ্চ অবস্থা প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন, অস্বীকার না করেন, যিনি তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিবেন তাঁহার অপকার। যে ব্যক্তি মনে করে যে দ্রব্য আমার ভাণ্ডারে নাই, তাহা রাজার ভাণ্ডারেও নাই, সে ব্যক্তি নিতান্ত নির্ব্বোধ। তাহা অপেক্ষা সে ব্যক্তি আরও মূর্খ যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ্ পাইয়া আপনাকে এক জন প্রধান রাজা মনে করে, এবং বলে যে আমি সমুদায় উন্নতি লাভ করিয়াছি, সব পাইয়াছি, যাহা আমার নিকটে নাই তাহার অস্তিত্বই নাই। যত অবজ্ঞার ভাব এই দুই মূর্খতা হইতে উৎপন্ন হয়।

বন্ধো! এমত হইতে পারে যে অনেকে যত্ন চেষ্টা করিয়া ভাবাবেশের সংস্কার করিতে পারেন, ইহা কপটতা। কিন্তু প্রকৃত ভাবাবেশ সঞ্চারের জন্য তাহার উপকরণ সকল হৃদয়ে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সুফিদিগের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা প্রেমাবেশের সময়ে আত্ম শাসনের বলে স্থির গম্ভীর থাকিতে পারেন, আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন। রোদন কম্পন ধ্বনি

দুর্ব্বলতা হইতে হয়। কিন্তু এরূপ শাসনের বল অল্প সাধকের থাকে। আবুবেকর সদিক বলিয়াছেন, যে "আমার মন দৃঢ় ও সবল হউক, আমি বাহ্য বিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছি না।" যে ব্যক্তি আপনাকে শাসন করিতে পারে না, তাহারও যত দূর শক্তি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে অতিরিক্ত ভাব যেন প্রকাশ না পায়।

সুফিদিগের সেই স্বর্গীয় ভাবকে যে সকল লোকে অন্তঃকরণের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার জন্য অস্বীকার করে ও অসত্য বলে তাহারা ক্ষমার পাত্র ও নির্দ্দোষ। যে দ্রব্য তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা বিশ্বাস করা তাহাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। হরিৎ ক্ষেত্র ও স্রোতস্বতী নদী দর্শনে যে সুখ হয় তাহা অন্ধে কি বুঝিবে? রাজ্য সম্পদে যে সুখ, রাজ্য সম্পদের প্রভুই বুঝিতে পারে, বালকে কি বুঝিবে? সে খেলাই বুঝিতে পারে।

আকৃসির হেদায়েত।

পিপাজী ও সীতা দেবী।

পশ্চিম প্রদেশে পিপাজী নামে এক জন রাজা ছিলেন। প্রথম তিনি শক্তির উপাসনা করিতেন। কিছু কাল পরে এক জন বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ঘটনা ক্রমে তিনি সেই বৈষ্ণবের দ্বারা বিষ্ণু ভক্তি পথে আনীত হন। রামানন্দ স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পিপাজী পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। কিছু দিন পরে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইবার তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। গুরু রামানন্দকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও তাহাতে অনুমতি দিলেন। সমুদায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিবেন এমন সময় তাঁহার সাত রাণী আসিয়া বলিল যে আমারাও তোমার সঙ্গিনী হইব। পিপাজী মহা বিপদে পড়িলেন, শেষ এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া বলিলেন যে, যিনি এই দণ্ডে বস্ত্রালঙ্কার সমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া নগ্ন বেশে আমার সমভিব্যাহারী হইতে পারিবেন তাঁহাকেই আমি সঙ্গে লইব। ইহা শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইল। কেবল সীতা নামক ছোট রাণী বলিলেন আমি তাহাই করিব। তিনি বহুমূল্য আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বস্ত্র ত্যাগ করিতেও আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু সম্মুখে গুরুদেব তাহাতে অপরাধ হইবে। তদনন্তর তিনি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া এক কম্বল পরিধানান্তর স্বামী সহ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন। রামানন্দ পিপাজীকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে এরূপ স্ত্রী তোমার ভক্তিপথের সহকারিণী হইবেন, ইহার সঙ্গে তোমার আর কোন শারীরিক অবিশুদ্ধ সম্বন্ধ রহিল না, অতএব তোমরা উভয়ে অভিলষিত সাধনে তৎপর হও। তখন পিপাজী সহধর্ম্মিণী সীতাকে সঙ্গে লইয়া দীন বৈরাগী বেশে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। প্রথমে দ্বারকাধামে গমন করেন, পরে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থিতি করেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীধর নামক এক ভক্তের কুটীরে তাঁহারা অতিথি হইলেন। শ্রীধর সাধু সেবার জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, যাহা কিছু ভিক্ষা পাইতেন তাহা সাধু সেবায় ব্যয় করিতেন। পিপাজী তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীধর তাহার সেবার জন্য সে দিন অন্য কিছু না পাইয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিলেন, স্ত্রীর স্বভাবও অতি মহৎ ছিল, তিনি সাধু অতিথির জন্য স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিতে দিলেন। রন্ধনাদি প্রস্তুত হইলে সীতা শ্রীধরের স্ত্রীকে আনিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি আর সে বিষয়ে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন না। পরে সীতা গৃহের মধ্যে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন শ্রীধরের সহধর্ম্মিণী বিবস্ত্র হইয়া এক গোমের কুটির মধ্যে অর্থাৎ গোম রাখিবার মৃত্তিকা নির্ম্মিত আধারের মধ্যে বসিয়া আছেন। সীতা তাঁহার বিবস্ত্র হইবার কারণ অবগত হইয়া এককালে মোহিত হইয়া গেলেন, এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়া সেই ভক্তিমতী নারীর গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। পরে আপনার বস্ত্রের অর্দ্ধ খণ্ড তাঁহাকে পরাইয়া উভয়ে এক যোগে আহারাদি করিলেন। শ্রীধর ও তাঁহার স্ত্রীর ভক্তি ভাব দেখিয়া ইহাঁরা দুই জন সেখানে অতিথি সেবার কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদা গৃহে দ্রব্যাদি অভাব হইলে সীতা এক বণিকের নিকট ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন। সেই বণিক্ সীতাকে সুন্দরী দেখিয়া অসদভিপ্রায়ে দ্রব্যাদি প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করাইয়া লয় যে তুমি সন্ধ্যাকালে আমার নিকট আসিবে, এখন যাহা তোমার আবশ্যক হয় লইয়া যাও। সীতা আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া প্রচুর সামগ্রী লইয়া অতিথি বৈষ্ণব সাধুদিগকে ভোজন করাইলেন। তাঁহার স্বামী ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যক্ত করিলে, তিনিও অঙ্গীকার রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে ঐ নারী বণিকের গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া আপনার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় বণিক্ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে যাই সীতার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যায়, অমনি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তাহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। সীতার পুণ্যাগ্নি তাহাকে এইরূপ দগ্ধ করিলে সে ভয়ে ভীত হইয়া কর যোড়ে অবনত মস্তকে তখন তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। বলিল মাতঃ আপনি জগৎ জননী আমি মূঢ় পাপী আমাকে ক্ষমা করুন। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। পরে সীতা আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং বণিককেও ক্ষমা করিলেন। সেই হইতে ঐ বণিক্ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণান্তর ভক্তি পথের পথিক হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।

ব্রহ্মস্পর্শ।

অনেকে ধর্ম্মের উচ্চ সাধনের প্রতি দৃষ্টি করিতে গিয়া সাধনের সামান্য রীতি সকলের প্রতি উপেক্ষা করেন। মনুষ্য ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে; কিন্তু অগ্রসর হইবে বলিয়া যাহা সামান্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে না। উচ্চ শিক্ষা পাইতেছি বলিয়া যে পুরাতন প্রথম পাঠ সকল বিস্মৃত হইতে হইবে তাহা নহে। আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিব বটে; কিন্তু প্রত্যেক সাধন রীতিকে নূতন রাখিব। আমাদের মধ্যে অনেককে দেখা যায় যাঁহারা প্রণাম করাকে সামান্য মনে করেন। অনেক সময় পদ্ধতির অনুরোধেও আমরা প্রণাম করি। প্রণামের মধ্যে কোন উচ্চ ভাব আছে কি না তাহা অনুধাবন করিয়া দেখি না। বাস্তবিক প্রণাম অর্থ, ঈশ্বর চরণ স্পর্শ। উপাসনার অন্যান্য ভাব হৃদয়ের ভিতরে থাকে; কিন্তু প্রণাম করা শারীরিক ব্যাপার হইয়া উঠে; এই জন্য প্রণামটী যেন সর্ব্বদা সরল ভাবে হয়, ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা বারম্বার শরীরকে প্রণাম কার্য্যে নিযুক্ত করিতে করিতে প্রণাম করা একটী বাহ্যিক পদ্ধতি হইয়া যাইবে। যখন আমাদের মন বিনীত হইয়া, স্বার্থ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ভাবে ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করে তখনই যথার্থ প্রণাম হয়। যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া সাধক সেই চরণকে সর্ব্বস্ব মনে করে তখন আপনা আপনি ভক্তি উথলিয়া উঠে, এবং নির্ভরের ভাব সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হয়। এই প্রকার যথার্থ প্রণামে আত্মার ভক্তি এবং নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি হয়। আজ প্রণাম এক ভাবে করি; ৫ বৎসর পর ইহা অপেক্ষা গূঢ় মিষ্টতর ভাবে ঈশ্বরকে প্রণাম করিব। যথার্থ প্রণামের অর্থ ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিয়া পবিত্র হওয়া। যিনি সেই চরণ না দেখিয়া প্রণাম করেন তিনি অন্ধকারে প্রণাম করেন। প্রণাম করিলে হইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের দিকে যে অপরার্দ্ধ আছে তাহা দেখিতে হইবে। ঈশ্বরের চরণ এবং মনুষ্যের মস্তক, এই দুয়ের সংস্পর্শ না হইলে যথার্থ প্রণাম হয় না। মনুষ্য মস্তক রাখিল; কিন্তু কোথায় রাখিল? বৃক্ষের নিকট অবনত হওয়াকে প্রণাম বলা যায় না। মস্তক অবনত করা প্রণামের এক অর্দ্ধ ভাগ, অপরার্দ্ধ ভাগ ঈশ্বরের চরণ। যদি চরণ স্পর্শ করিতে না পারিলাম তবে প্রণাম করিব কাহাকে! যদি যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি থাকে তবে মস্তক ঠিক সেই স্থানে ফেলিব, যেখানে নিশ্চিত রূপে ঈশ্বরের চরণ দেখিব। এক জনের পবিত্র চরণ, এক জনের কলঙ্কিত মস্তক। এক জনের পাপের অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, অগ্নিতে মস্তক দগ্ধ হইতেছে, আর এক জনের চরণ শান্তির সমুদ্র, পুণ্যের সুশীতল জল। যেমন শীতল সলিল সংস্পর্শে উত্তপ্ত শরীর স্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ যখনই পাপ দগ্ধ মস্তক ঈশ্বরের শান্তিপূর্ণ চরণ ধারণ করিল, তৎক্ষণাৎ প্রণত সাধকের অন্তরে বিশুদ্ধ সুখ অনুভূত হইল। ইহাতেই যথার্থ প্রণাম বা ব্রহ্মপদ স্পর্শ বলে। অন্যথা শূন্যে কিম্বা জড় বস্তুর চরণে প্রণাম করিলে পরিত্রাণ হয় না। তাহা কল্পনা এবং কুসংস্কার। বরং অর্দ্ধ ঘণ্টা, কিম্বা দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয় করিব; কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বরের চরণ না দেখিব ততক্ষণ প্রণাম করিতে পারি না। যথার্থ প্রণতি কাহাকে বলে? যাহা হইতে অমৃত ফল প্রসূত হয়। যে প্রণামে পাপের পরিবর্ত্তে পবিত্রতা, এবং দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমরা হয়ত প্রতিদিন ৫ বার কি ১০ বার প্রণাম করি অথচ আমাদের অন্তরের পাপ বিষাদ দূর হয় না। ইহার কারণ এই আমাদের আত্মা যথার্থ ভাবে প্রণাম করে না, কেবল শরীর কপট ভাব ধারণ করিয়া প্রণত হয়। যথার্থ প্রণাম হইল কি না ফল দ্বারা আমরা তখনিই বুঝিতে পারি। প্রণাম সামান্য নহে। প্রণাম ঈশ্বরের স্পর্শের আরম্ভ। যখন আত্মা ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে শিখিল তখনই তাহার ঈশ্বর চরণ স্পর্শানুভূতি আরম্ভ হইল। সমস্ত দিনের মধ্যে যিনি একবার প্রণাম করিতে পারেন তিনি ধন্য। ঈশ্বর সত্তায় নিঃসন্দেহ হইয়া যিনি একবার তাঁহার চরণতলে মস্তককে রাখিতে পারিলেন তিনি সামান্য লোক নহেন। দুই ঘণ্টা দীর্ঘ উপাসনাতে যাহা হয়, একটী ক্ষুদ্র প্রণামে তাহা হয়। কেননা আত্মার বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, নির্ভর ইত্যাদি সমুদয় শক্তি ঘনীভূত হইয়া একটী ক্ষুদ্র প্রণামের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তুমি দুঃখী, কিন্তু ভক্তির সহিত পিতাকে একটী প্রণাম করিলেই তোমার সকল দুঃখ দূর হইল, কেননা তুমি দেখিলে তিনি তোমার সহায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদ হস্ত, তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণ তোমার মস্তকের উপর স্থাপিত। তোমাকে আর কেহ বাঁচাইতে পারিবে না কেবল ঈশ্বর বাঁচাইবেন। তাঁহারই কৃপাতে প্রাণের মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে। অনেক উপাসনা কর অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু প্রণামকে সামান্য মনে করিও না। অন্তরের অন্তরে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এই ঈশ্বরের চরণ, এই আমার মস্তক, যখন দেখিবে তাঁহার চরণে তোমার মস্তক সংলগ্ন হইল তখন নিশ্চয়ই এই স্পর্শ হইতে তোমার অন্তরে স্বর্গীয় অগ্নি উত্থিত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রণাম স্পর্শের আরম্ভ; কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র যাঁহার চরণ তাঁহাকে কি একবার প্রণাম

করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? মনুষ্যাত্মা একবার ঐ পবিত্র স্পর্শ সুখ আস্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে না। অতএব দিন দিন এই প্রণামের অথবা স্পর্শ সুখের ব্যাপ্তি এবং গাঢ়তার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ব্রহ্মস্পর্শ লোভী ব্যক্তি একবার ঐ চরণ স্পর্শ করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারে না। তিনি আরও ঘনতর, গাঢ়তর স্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। অবশেষে এই স্পর্শ সুখ রসে তাঁহার প্রাণ এমনই প্রমত্ত হয় যে তিনি এই স্পর্শ ছাড়িয়া এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না। তখন মৎস্যের মত অবিশ্রান্ত তিনি ব্রহ্ম জলের মধ্যে বাস করেন। অতএব ব্রহ্মকে একবার প্রণাম করিলেই লোভ চরিতার্থ হয় না। বাসনা অসীম। কি বিষয় সম্পর্কে, কি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর সম্পর্কে কামনার অন্ত নাই। মৎস্য যেমন দিবা নিশি জলের মধ্যে বাস করে, জলেতেই ক্রীড়া করে, সন্তরণ করে, এবং জলেতেই তাহার সুখ, স্ফূর্ত্তি; জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, ঈশ্বর সন্তানও সেই রূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরেরই মধ্যে বাস করিতে কামনা করেন। ঈশ্বর এই সমক্ষে দেখা দিয়া, আমাদের মস্তককে টানিয়া লইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করাইয়া লইলেন; কিন্তু এই প্রণাম, এই স্পর্শ ক্ষণ স্থায়ী। আবার বিচ্ছেদ হইল; কিন্তু বিচ্ছেদ ঐ স্পর্শ সুখের জন্য আত্মাকে আরও লালায়িত করিল। মৎস্য সর্ব্বদাই জলে থাকে; কিন্তু জল কি, তাহা জানে না, বিচ্ছেদ ভিন্ন তাহার জ্ঞান হয় না। জলের সঙ্গে তাহার জীবনের এত নিগূঢ় যোগ, অথচ মৎস্য সেই জলের সত্তা অনুভব করিতে পারে না। সেই রূপ ব্রাহ্মও যখন বারবার যোগ এবং বিচ্ছেদের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না তখন মৎস্য যেমন গভীর জলে, তিনিও তেমনই ব্রহ্মের মধ্যে বসিয়া থাকেন। তখন ঈশ্বর তাঁহার আবাস ভূমি, ঈশ্বর তাঁহার অগাধ জল। ঈশ্বরময় জগতে তিনি বাস করেন, ঈশ্বরময় আকাশে তিনি সঞ্চরণ করেন, এবং দিন, দিন তাঁহার আত্মা গাঢ় হইতে গাঢ়তর সমাধিতে নিয়োজিত হয়। তখন তিনি গভীর হইতে গভীরতর স্পর্শ সুখ সম্ভোগ করেন। তখন যে ঈশ্বরের চরণে কেবল তাঁহার মস্তক প্রণত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বিশ্বাস প্রেম, ভক্তি, নির্ভর ইত্যাদি আত্মার সমুদয় বিভাগ ঈশ্বরেতে চরিতার্থ হইতেছে। চারিদিগেই তাঁহার ব্রহ্ম স্পর্শ হইতেছে। তখন ব্রহ্মই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠেন। তখন কি বুদ্ধি দ্বারা কি ভক্তি দ্বারা তিনি কেবল ব্রহ্মকেই স্পর্শ করেন। তখন তাঁহার অন্তরে ব্রহ্ম, তাঁহার চারি দিকে ব্রহ্ম। তখন তাঁহার ভক্তি বলিতেছে, আমার প্রাণ সখা আমার প্রাণের মধ্যে, তাঁহার বুদ্ধি বলিতেছে আমার গুরু আমার মনোমন্দিরে বসিয়া আছেন। তখন বুদ্ধি শুষ্ক থাকে না, ভক্তিও অন্ধ থাকে না। তখন বিষয়ের সুখ উপস্থিত করিয়া বলি, মন! ব্রহ্মাকাশ ছাড়িয়া, ব্রহ্ম বায়ু ছাড়িয়া সংসার বায়ু সেবন করিতে শীঘ্র এস। কিন্তু তখন আত্মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এ সকল কথা সে শুনিতেও পায় না। সেই সাধক যিনি ব্রহ্ম স্পর্শ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন কে তাঁহাকে টানিয়া আনিবে? তিনি আজও গেলেন, কালও গেলেন, চির কালের জন্য গেলেন। ব্রাহ্ম যদি সংসারের উত্তাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তবে ব্রহ্ম রূপ সুশীতল জলের গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হও। তোমরা দেখিয়াছ, যতই শীতল জল স্পৃহনীয়, অবগাহনেচ্ছু ততই গভীরতর জলে প্রবেশ করেন। আবার ইহাও দেখিয়াছি, এক বার গভীরতর জলে স্নান করিয়া উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করিয়া আনিলাম; কিন্তু আবার উপরিভাগের উত্তপ্ত জলে সেই শীতলতা চলিয়া গেল, অতএব যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি একেবারে সেই গভীরতম জলে ডুবিয়া থাকেন, আর উপরিভাগে মস্তক উত্তোলন করেন না। সেই রূপ যিনি গভীর ভক্ত সাধক, যিনি দেখিয়াছেন, বারম্বার ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়াও আবার সংসারের তাপে উত্তপ্ত হইতে হয়, তিনি চিরদিনের জন্য ঐ সুশীতল চরণে তাঁহার মস্তক রক্ষা করেন, আর কখনও তাহা উত্তোলন করেন না। গভীর ব্রহ্ম সাগরে ডুবিলাম বটে, আত্মা শীতল হইল, প্রচুর পরিমাণে তাঁহার স্পর্শ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু উঠিতে লাগিলাম, ক্রমে জল উত্তপ্ত বোধ হইতে লাগিল, জল ছাড়িয়া উঠিলাম, ভয়ানক উত্তাপ ৫। ৬ বার এই রূপে প্রবঞ্চিত হইলাম। কিন্তু যথার্থ নিগূঢ় সাধক সেই যে ডুবিলেন আর উঠিলেন না। যে অন্বেষণ করে সে পায়। সাধক যতই শীতল জল চান, ঈশ্বর ততই তাহা দেন। সেই যে সাধক ডুবিলেন, কোথায় গেলেন তুমি ও জান না, আমিও জানি না, পৃথিবী জানিবে কিরূপে? ব্রাহ্ম সাধক সম্পর্কে ইহা যেন সত্য হয়। ব্রহ্ম সাধক অনন্ত কালের জন্য ঝাঁপ দিয়াছেন। তোমার আমার যদি এই প্রকার সুখ হয় তবে জানিলাম ব্রাহ্ম জীবন ধারণ করা সার্থক হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ত্রিবিধ যোগ।

রবিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৭৯৬ শক।

শরীর তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা পারাস্ত হইয়া সংসারের পদতলে অবনত হয় এবং অধর্ম্মের পথে ভ্রমণ করে। সেই রূপ আত্মাও তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাজিত হইয়া ঈশ্বরকে ধারণ করে এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বরের শরণাগত হয়।

কি সংসারে, কি ধর্ম্মরাজ্যে সেই ইন্দ্রিয় ত্রয় সুখের বস্তু সকল অন্বেষণ করে, এবং সেই সকল সম্ভোগ করে। শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্যের অধোগতি এবং মৃত্যু হয়; কিন্তু কি আশ্চার্য্য আত্মার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা মনুষ্য নব জীবন লাভ করে এবং অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কোথায় সুন্দর সামগ্রী দেখিব, কোথায় সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিব, কোথায় সুকোমল বস্তু সকল স্পর্শ করিয়া সুখী হইব? মনুষ্য চিরকাল এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। মনুষ্য যতক্ষণ ধর্ম্মের অনুযায়ী হইয়া এই তিন যোগে সংসারে বদ্ধ হয়, ততক্ষণ তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখ ভোগ করিতে করিতে মনুষ্যের মন এমনই সংসারাসক্ত হইয়া পড়ে, যে সে কিছু কাল পর বহু আয়াসেও, এ সকল ছাড়িতে পারে না। যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল, যাহা শুনিয়া হৃদয় জুড়াইল, যাহা স্পর্শ করিয়া শরীর পুলকিত হইল, মনুষ্য কি তাহা সহজে ছাড়িতে পারে? দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে, স্পর্শ করিতে করিতে মনুষ্য আপনার উপরে আপনার কর্ত্তৃত্ব হারাইল। আসক্তির এই ত্রিবিধ বন্ধনে মনুষ্য পাপের সঙ্গে সংলগ্ন হইল। তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলও তাহাকে পাপের পথে লইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকারে মনুষ্য কর্ত্তৃত্বহীন, স্বাধিনতা বিহীন হইয়া পাপের দাসত্ব করিতে লাগিল। বন্ধন যত দৃঢ়তর হইতে লাগিল, মুক্তি ততই কঠিনতর হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে নিরাশার কারণ নাই। যাহারা পাপে মরিয়াছে তাহাদিগকেও তিনি আশ্চর্য্য রূপে বাঁচাইবেন এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে তিনি আত্মার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা উদ্ধার করেন। যেমন অপবিত্র দর্শনে আত্মার মৃত্যু হয় তেমনই আবার নির্ম্মলতর দর্শনে আত্মা নির্ম্মল হয়। শরীরের চক্ষু যেমন বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিতে চায়, আত্মাও সেইরূপ স্বর্গের সুন্দর বস্তু সকল দেখিতে বাঞ্ছা করে, এবং শরীরের কর্ণ ও হস্ত যেমন সুস্বর শুনিবার জন্য ও সুকোমল বস্তু ধরিবার জন্য সচেষ্ট হয়, আত্মার বিবেক কর্ণ ও ভক্তি হস্তও সেই রূপ ঈশ্বরের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার পবিত্র শ্রীচরণ ধারণ করিতে ব্যাকুল হয়। যতই সংসারের বন্ধন কাটিয়া যায়, আত্মার এ সকল ইন্দ্রিয় ততই সতেজ হয়। পৃথিবীর দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল; কিন্তু স্বর্গের দিকে সুপ্রভাত হইল, সেই দিক্ হইতে সাধকের বিশ্বাস চক্ষে কেমন মনোহর প্রেমরবি প্রকাশিত হইল। স্বর্গের মধ্যে যে চক্ষু সেই চক্ষু কি আর পৃথিবীর অন্ধকারে বিচরণ করিতে পারে? ক্রমাগত ভিতরের চক্ষু যতই ভিতরের চন্দ্রকে দেখিতে থাকে, বাহিরের চক্ষু ততই অবসন্ন হইতে থাকে। এবং সেই তেজোহীন চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও দৃষ্টি ক্রিয়া হীন হইয়া পড়ে। সাধকের নয়ন ক্রমাগত ভিতরের দিকেই নিবিষ্ট হইতেছে। সংসারে যেমন, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্পর্কেও তেমনই। সাধকের বিশ্বাস নয়ন, অনিমেষ ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া আছে, সংসার তাহার ধন ধান্য মান মর্য্যাদা ইত্যাদি কত প্রকার প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই সেই চক্ষু ফিরিল না। আত্মার কর্ণও যাই এক বার স্বর্গের সুস্বর শুনিল, অমনই সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিল, আর ফিরিল না। সেখানে কেমন মধুময় সদুপদেশ সকল শুনিতে লাগিল। একটীর পর একটী সুমিষ্ট কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শুনিল সেখানে পৃথিবীর পক্ষিগণ হইতে আরও সুমিষ্টস্বরে কে গান করিতেছে। সেখানে সাধক একটু যদি সময় নষ্ট করেন, স্বর্গের কথা শুনিতে পান না, এবং তখনই তাঁহার অন্তরে বিসময় দুঃখ হয়, এই জন্য সর্ব্বদাই তিনি ভিতরের কর্ণ জাগ্রত রাখেন। এইরূপে যতই দিন রাত্রি ক্রমাগত তিনি স্বর্গের সুমিষ্ট উপদেশ সকল শ্রবণ করেন, ততই অভ্যাস দ্বারা স্বর্গের শব্দের সঙ্গে সাধকের কর্ণের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। পৃথিবীতে তোমরা জান ক্রমাগত এক শব্দ শুনিলে, তোমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও সেই শব্দ শুনিতে হয়। ইচ্ছা করি সেই শব্দ শুনিব না তথাপি কর্ণের মধ্যে নিরন্তর সেই শব্দ শুনিতে পাই। অভ্যাসের এমনই ক্ষমতা যে সেই শব্দ বিলীন হইলেও আমাদের বোধ হয় যেন ঐ শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু ঈশ্বর হইতে এত কথা আসিতেছে যে তাহার অন্ত নাই। কর্ণ পাতিয়া থাক আর না থাক, প্রস্রবণ হইতে যেমন জল পড়িতে থাকে, তেমনই অবিশ্রান্ত ঈশ্বরের কথা জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট আসিতেছে। পৃথিবীর সমুদয় সুস্বর সেই কথার নিকট পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। মনোহর বস্তু যিনি স্বর্গে দেখিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার পক্ষে কদাকার, সেই রূপ স্বর্গের কথা যিনি শুনিয়াছেন, পৃথিবীর অতি সুমধুর স্বর ও তাঁহার পক্ষে কর্কশ। ফলতঃ গভীর রূপে স্বর্গের শোভা দেখিলে এবং স্বর্গের কথা শুনিলে আর চক্ষু কর্ণ ফিরে না। সেই রূপ ঈশ্বরের পবিত্র শীতল চরণে একবার প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে চির কাল সেই চরণের আশ্রয় ভিন্ন আত্মা বাঁচিতে পারে না। যখন একবার মনুষ্য ভক্তি কর দ্বারা ঈশ্বরের স্পর্শ সুখ অনুভব করে, তখন স্বভাবতঃ সেই সুখ চির কাল ভোগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয়। যাহাতে সেই স্পর্শ যোগ সাধক অবিচ্ছেদে সম্ভোগ করিতে পারেন, তাহারই জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করেন। এক বার যে আপনার বক্ষঃ স্থলে ঐ সুস্নিগ্ধ চরণ রাখিয়াছে, আর কি সে তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে? সেই চরণ এক দিকে সেই বক্ষঃ অপর দিকে ইহা হইতে পারে না। সেই স্পর্শ রাজ্যে আত্মা

বিচরণ করে। এবং ক্রমাগত এই রূপে সাধক এবং ঈশ্বর একত্র থাকিতে থাকিতে দুইয়ের মধ্যে গাঢ়তম সংলগ্নতা হয়। যতই আত্মার মধ্যে স্বর্গের স্পর্শ সকল অনুভূত হয়, ততই বাহিরের অত্যন্ত সুকোমল স্পর্শ সকলও নিতান্ত হেয় এবং অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এই রূপে স্পর্শ ডোরে যখন জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে বদ্ধ হয়, আর সাধক ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারেন না। দর্শন শ্রবণ, স্পর্শ এই ত্রিবিধ যোগে ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে সেই যোগী আত্মার আর পতনের ভয় থাকে না। কিন্তু কয় জন আমাদের মধ্যে এই প্রকার যোগী হইয়াছেন? আমরা কি ইহা বলিতে পারি যে, আমাদের চক্ষু এমনই অনিমেষ ঈশ্বরকে দেখিতেছে কিছুতেই ইহার তারা ফিরে না। কত বুঝাইয়া বলিতেছি, চক্ষু! শূন্য মধ্যে তুমি কি দেখিতেছ? লোকে তোমাকে পাগল বলিবে, পৃথিবীর সুন্দর বস্তু সকল দেখ এসে; কিন্তু চক্ষু কোন কথা শুনিল না। সেই আকাশের মধ্যে কি সুন্দর এক ব্রহ্ম পদে পদ্ম দেখিয়া চক্ষু ভুলিয়া গিয়াছে যে কোন মতেই আর ইহাকে ফিরান যায় না। আত্মার বাল্য কালে ঈশ্বরকে দেখিতে যাইতাম; কিন্তু যৌবন কালে তাঁহাকে নিকটে দেখিতেছি। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সাগরে চক্ষু নিমগ্ন হইলে আর কি তাহা ফিরিতে পারে? এই জন্য সাধক বলেন, সংসারের সুন্দর বস্তু সকল! আমার যে চক্ষু মরিয়াছে। কর্ণকেও কত কুমন্ত্রণা দ্বারা ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কর্ণ শুনে না স্বর্গের সুস্বর শুনিয়া কেমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে কর্ণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতবার বলিলাম কর্ণ! তুমি ফের, পৃথিবীতে কত জ্ঞানের কথা হইতেছে একবার এসে শুন; কিন্তু কর্ণ কোন কথাই শুনিল না। অবশ্য কর্ণ জানিয়াছে ঈশ্বর মুখ বিনিঃসৃত অমৃতময় কথা হইতে মনুষ্যের কথা মিষ্টতর নহে। স্পর্শ সম্পর্কেও তাহা। ভক্তি কর ঈশ্বর চরণ পদ্ম স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে বলিলাম তুমি আকাশের মধ্যে কি স্পর্শ করিতেছ? পৃথিবীতে কেমন সুকোমল বস্তু সকল রহিয়াছে, এ সমুদয় স্পর্শ কর সুখানুভব করিবে; কিন্তু সে তাহা শুনিল না। এই রূপে বক্ষকে বলিলাম, বক্ষ! তুমি আকাশের মধ্যে কাহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ? পৃথিবীর বন্ধুদিগকে স্থান দাও সুশীতল হইবে; কিন্তু বক্ষ ও আমার কথা গ্রাহ্য করিল না। চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, বক্ষ, সকলেই ব্রহ্মেতেই সংলগ্ন হইয়া রহিল। যথার্থ যোগী কেবল এ সকল কথা বলিতে পারেন। তাঁহার চারিদিক ব্রহ্মময়। তিনি যেখানে যান তাঁহার ঈশ্বর সেখানে। সেই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। তিনি চলেন, আর ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। কাহার সাধ্য যোগীকে ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে টানিয়া আনে? এই প্রকার সমুদয় স্থানে এবং সর্ব্বদা ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্ম শ্রবণ, এবং ব্রহ্ম স্পর্শন ইত্যাদি অভ্যাস এবং সাধন দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে চিরকালের জন্য সংলগ্ন হইয়া পড়ে। যিনি অনিমেষ ব্রহ্মকে দেখিতেছেন, অবিশ্রান্ত ব্রহ্ম কথা শুনিতেছেন এবং অবিচ্ছেদে ব্রহ্ম পদ স্পর্শ করিতেছেন, সেই সাধক যেখানে ঈশ্বর সেখানে রহিলেন, বিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব? ব্রাহ্ম! এই ত্রিবিধ যোগে তুমি যোগী হও। যোগী না হইলে তোমাকে শ্রদ্ধা দিব না। কেননা যোগ সাধন না করিলে কেহই চির কাল ধর্ম্ম রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বাহিরের ধর্ম্ম শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতএব প্রাণ মধ্যে যোগী হইয়া নির্ভর এবং সুখী হও।

মনের প্রতি উপদেশ।

১। অনর্থক কথা বন্ধ করিয়া দেও, আপনার কর্ত্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন কর।

২। পরচর্চ্চাতে মন দিও না, অন্যের সৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ কর, এবং যে উপদেশ অন্যকে দিতে চাহ অগ্রে তদনুসারে আপনি চল।

৩। তোমার মন যদি বলে তুমি অমুককে ভালবাস তুমি মনের কথা সহসা বিশ্বাস করিও না। তুমি তাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর সে দিকে কিছু দিন দৃষ্টি রাখ, তাহা হইলেই তোমার যথার্থ ভালবাসা আছে কি না বাহির হইয়া পড়িবে।

৪। তুমি কথা দ্বারা তোমার কার্য্যের অভিপ্রায় অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে না, তোমার কার্য্য সকল অচিরাৎই তাহাদের অভিপ্রায় আপনাপনি ব্যক্ত করিয়া দিবে।

৫। যতটুকু পরিশ্রম ততটুকু সুফল এই ভাবে জীবন যাপন করিবে। দিবানিশি খাটিয়া মরিলে কিন্তু মনের ভিতর সুরস অতি অল্প সঞ্চয় করিলে ইহা অতিশয় বিড়ম্বনা। যদি দিবানিশি পরিশ্রম কর, তবে তাহার ষোল আনা ফল যাহাতে আদায় করিতে পার ইহার জন্য একান্ত প্রার্থনা করিবে।

৬। তুমি কি প্রকার লোক তোমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই যেন লোকে তাহা জানিতে পারে।

৭। তুমি কি সত্যকে ষোল আনা পালন করিতে চাও, তবে সমুদয় আসক্তি পরিত্যাগ কর। যে বিন্দুমাত্র আসক্তি মনোমধ্যে পোষণ করিবে, তাহাকে তাহার খাতিরে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে।

৮। যদি তুমি মনের সমুদয় আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে তবে ঈশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবার আশাও পরিত্যাগ কর। পবিত্র আত্মারাই ঈশ্বরকে দেখিতে পায়।

৯। তুমি কি বলিতে পার কল্য কি খাইবে কি পরিবে ইহার জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই? পরীক্ষায় না পড়িলে এবিষয়ে কতদূর খাটি বিশ্বাস আছে তাহা বলিতে পারি না।

১০। অন্ধকার রাত্রিতে একাকী মাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতে ছিলাম, নিকটে জনমানব নাই চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্বে একটী ব্যাঙ্ ডাকিয়া উঠিল, আর দুই একটী কীট ডাকিয়া উঠিল, জোনাকী পোকা স্থানে স্থানে গম্ভীর ভাবে আলোক দিতে লাগিল; সকলেই বলিয়া উঠিল এই জনশূন্য অন্ধকারময় স্থানে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, কিছুমাত্র ভয় নাই, নির্ভয়ে চলিয়া যাও আমাদিগকে যিনি রক্ষা করিতেছেন তোমার রক্ষক তিনি। মন! কীট পতঙ্গদিগের উপদেশ স্মরণ করিয়া অন্ধকারময় জনশূন্য অথবা নিরাশ্রয় স্থানে কদাপি ভয় করিও না।

১১। যখন ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন শোনাইতে যাইবে, তখন আপনার কর্ণকে সে নাম শোনাইতে বিরত থাকিও না। যে অন্যকে নাম রস পান করায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজে সেই রস পান করে সেই যথার্থ সুচতুর। নতুবা যাহার আপনার কণ্ঠ না ভিজিল সে যে সেই রসে অন্যের কণ্ঠ ভিজাইবে ইহা কিরূপে সম্ভবে?

টি।

সম্বাদ।

বিগত ২৫ আষাঢ় শনিবার নূতন রাজবিধি অনুসারে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী কুমারী সিংহ, বয়ঃক্রম অনুমান একুশ বৎসর, জাতিতে ক্ষত্রিয়, ইনি স্ত্রীবিদ্যালয়ে রিতীপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত, নিবাস কুমিল্লার অধীন কালীগচ্ছ, জাতিতে বৈদ্য বয়ঃক্রম অনুমান সাতাইস বৎসর। এই বিবাহে কন্যার অভিভাবক শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং তিনিই ঐ কন্যাটীকে পিতার ন্যায় এত দিন যত্নের সহিত পালন করিয়া আসিয়াছেন। দুঃখিনী অনাথার প্রতি পার্ব্বতী বাবুর পিতৃবৎ স্নেহ দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। বিবাহ স্থলে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা মহিলাগণ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই শত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১৯ আষাঢ় রামপুরহাট ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ জুন ১৮৭৬।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত মেবালরাম সখী রাম আদভাণী (হাইদ্রাবাদ)	৩০
শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল সেন ...	৫
" " মধুসূদন সেন ...	১
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক ...	১
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১
" " মতিলাল শীল ...	৸৹
" " কৃষ্ণ দয়াল রায় ...	১
" " জয়কৃষ্ণ সেন তণ্ডুল ।০ সের ...	৸৵৫
" " গোবিন্দ চাঁদ ধর ...	১
" " তুলসীদাস দত্ত ...	১
" " নিমাই চাঁদ শীল বস্ত্র ...	১৸৵৹
" " শ্রীনাথ পাল ...	১
শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু ...	২
গয়া ব্রাহ্ম সমাজ ...	১৫৷৹
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ...	৪
চূণা পুকুর ব্রাহ্মসমাজ ...	২
উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (এলাহাবাদ)	৫
তেজপুর ব্রাহ্ম সমাজ ...	১৷৵৹

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী ...	১

ভিক্ষা প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার রায় চৌধুরী ...	১

পাথেয় হিসাব।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ সেন ...	১৫
রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ ...	৫
গৌরীভা সমাজ ...	১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মৈত্র (বারাণসী) ...	৪
একটী মহিলা (মোড়পুকুর) ...	১
একটী মহিলা	১
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জ বিহারী দেব ...	১

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা শ্রাবণ শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান দয়াসিন্ধু ঈশ্বর! তুমি স্বর্গ এবং নরক আমার এত নিকটে রাখিয়া দিয়াছ যে তাহা দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। যখন আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য উপাসনা এবং যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হই তখন বোধ হয় যেন এখান হইতে হস্ত প্রসারণ করিলেই স্বর্গ স্পর্শ করা যায়, মনুয্যের, পরিত্রাণ সম্বন্ধে তখন কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না, জীবন সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য হইয়া নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছে, এই বিষম/ প্রতিকূল দুর্গম সংসার মধ্যে থাকিয়াও দিব্যলোকে দেবগণের পবিত্র সহবাসে বসিয়া আছে এইরূপ মনে হয়। কি সুখকর সেই অবস্থা! পাপ প্রবৃত্তি এবং প্রলোভন সমুদয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই পুরাতন সংসারে পুরাতন পাপী আমি বাস করিতেছি, অথচ এমনি তোমার পুণ্যের প্রচণ্ড প্রভাব যে, এক নিমেষে নরকের মধ্যে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল। তখন আমি তোমার নিকটে থাকি, সেখানে আর অন্য কোন প্রতিকূল দৃশ্য নয়নগোচর হয় না, মনের প্রবৃত্তি গুলি তখন সাধুভাবে পরিণত হইয়া আধ্যাত্মিক অনুরাগ শিখাকে প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, সুতরাং মনে হয় যেন আর আমার কোন দুরবস্থা ঘটিবে না। কিন্তু কি অদ্ভুত পরিবর্তন! স্বর্গও যেমন হস্তের নিকট, নরকও আবার তেমনি আপনার অগ্নিময় ভীষণ মুখ বিস্তার করিয়া পদতলে স্থিতি করিতেছে। উপরের আকর্ষণ যাই কিঞ্চিৎ শিথিল হয়, নয়ন উন্মীলন করি, অমনি পদতলস্থ গভীর নরককুণ্ডের বিষদূষিত পূতিগন্ধে জীবন কলুষিত হইতে থাকে। ধন্য তোমার কৃপা যে এমন সঙ্কটাপন্ন স্থানে বাস করিয়াও তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই। আশার দিক্ তুমি সর্ব্বদা উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই হে জীবনবল্লভ! আমি তোমার পথে অগ্রসর হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উদ্যম প্রকাশ করি। এক্ষণে দয়াময়, তোমার চরণে এই আমার নিবেদন যে, নরকাবর্ত্তের একটু দূরে তুমি আমাকে লইয়া যাও, তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যের সীমার কিছু দূর অগ্রে আমাকে স্থাপন কর। অন্ততঃ পশ্চাতের দিকে চাহিলে যেন তোমার রাজ্যই দেখিতে পাই। প্রমুক্তাত্মা সাধুরা যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন আমাকে সেই সেই স্থান দিয়া তাঁহাদের পদচিহ্ন দেখাইয়া লইয়া চল। যাহাতে তোমার প্রিয় অনুগত ভক্ত পুত্রদিগের উন্নতির সোপান দেখিতে দেখিতে আশাপূর্ণ মনে অমৃতধামের দিকে চলিয়া যাইতে পারি তুমি এমন উপায় করিয়া দাও। যে পথটুকু অতিক্রম করিব হে দীননাথ! দেখ যেন সে পথে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়।

আত্মপরীক্ষা।

যিনি সাধক তিনি আত্মবান্ এবং আপনাতে আপনি সর্ব্বদা জাগ্রত। উন্নতির যে

কোন সোপানে তিনি আরোহণ করুন না কেন, কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে আত্মদৃষ্টি বিহীন অন্ধ শক্তির দাস করিয়া রাখিতে পারে না। ব্রহ্মযোগে জাগ্রত সাধকত দূরের কথা, সামান্য এক জন উপাসক,—তিনি যদি নিতান্ত আত্মপ্রতারিত কিম্বা বাতুল না হন, তবে তাঁহাকেও আত্মপরীক্ষা দ্বারা সময়ে সময়ে নিজ জীবনের প্রকৃতাবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কে এই মায়াময় সংসারে অনিত্য দেহ ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকিতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আদর্শানুসারে যদি আত্মপরীক্ষা না করেন তবে তাঁহাকে অবোধ কৃপাপাত্র ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মৃত সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম নহে, ইহাতে জীবন উৎসর্গ করা আর চিরউন্নতির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া একই কথা। আমরা এমন মনে করিতে পারি না যে দিনান্তে একবার উপাসনা করিলে কিম্বা গুরুতর কয়েকটী পাপ কার্য্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিলেই আমাদের সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ হইল। পৃথিবীতে নিরীহ শিষ্ট শান্ত লোক অনেক আছে তাহারা স্বভাবতঃই নির্দ্দোষ প্রকৃতি কোন প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে থাকে না। তদ্রূপ অবস্থাই কি আমাদের প্রার্থনীয়? তাহা যদি হয় তবে উপাসনাদি সাধন ভজনের আড়ম্বর করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন ছিল না। অতিশয় দুঃখের বিষয় যে এক অবস্থায় থাকিতে সাধারণতঃ লোকে অসুখ অনুভব করে না, প্রত্যুত তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়। অন্যের সম্বন্ধে যাহা হউক, ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মদিগকে নিশ্চল জড়বৎ দেখিলে আমাদের উৎসাহ উদ্যম শিথিল হইয়া পড়ে। প্রতিদিন যিনি জীবন্ত জাগ্রত দেবতার নিকট গমনাগমন করেন তিনি কেমন করিয়া এক অবস্থায় থাকিতে ভাল বাসেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপে জীবন যাপন করিতে পারেন না। কতিপয় গভীর প্রশ্ন সময়ে সময়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা তাঁহার উচিত বোধ হয়। আমি যে প্রতি দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান, তত্ত্বালোচনা করি তাহার স্থায়ী ফল কি? উপাস্য দেবতার প্রতি দিন দিন অনুরাগ আসক্তি বৃদ্ধি হইতেছে কি না? যদি হয় তবে তাহার প্রমাণ স্বরূপ বিষয়াসক্তি, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য কত দূর হ্রাস হইল? ঈশ্বরকে প্রাণের অন্ন জল স্বরূপ উপলব্ধি হয় কি না? তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া প্রতিকূল অবস্থার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সকল আমি বহন করিতে কত দূর প্রস্তুত হইয়াছি? সম্পূর্ণরূপে পাপ ত্যাগ করিয়া সাধু হইতে ইচ্ছা আছে কি না? তাঁহার জন্য বাস্তবিক প্রাণ কাঁদে কি না? কাম ক্রোধ অভিমান স্বার্থপরতা ইত্যাদি প্রবৃত্তির বল দিন দিন হীন হইয়া বিষয়বিরাগ ব্রহ্মানুরাগ উজ্জ্বল হইতেছে কি না? আমার চিন্তা অভিপ্রায় ভাব সৎপথে স্বভাবতঃ প্রধাবিত হয় কি না? হৃদয় ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিগলিত হইতেছে কি না? দয়াময় ঈশ্বরকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হয় কিনা? সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁহাকে নিত্য পদার্থ সুমিষ্ট সামগ্রী এবং প্রিয়তম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি কি না? পরমাত্মীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হৃদয়বন্ধু জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত আপনাকে ভয়শূন্য বোধ হয় কি না? যে মৃত্যুর নিকট দিন দিন অগ্রসর হইতেছি তাহার জন্য কতদূর প্রস্তুত হইলাম? এই মুহূর্ত্তে যদি পরকালে যাইতে হয় তবে আনন্দের সহিত তথায় যাইতে পারিব কি না? বিশুদ্ধচিত্ত প্রেমিক হইবার জন্য ইচ্ছা কতদুর বলবতী হইয়াছে? নিজের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয় অনুভব হয় কি না? এ সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে সাধকের জীবন ধারণ বৃথা হয়। এ সম্বন্ধে যদি আশাস্বরূপ উৎসাহজনক উত্তর না আসে তবে

আমরা কি কেবল পণ্ডশ্রম করি? যদি উন্নতি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি লাভ করিতে না পারি তবে নিজের মনকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? অতএব মধ্যে মধ্যে আত্মপরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে আমরা যেখানে ছিলাম সেই খানেই আছি কি অমৃতধামের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। ইহা কখন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উন্নতির চরমাবস্থা, অথবা আমাদের আর কোন বিষয়ে উন্নতি হইবে না। নিরাশ এবং ভ্রম উভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দোষ সংশোধন এবং সদ্গুণ ওপুণ্য উপার্জ্জনের জন্য নিয়ত আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। তন্ন বিতন্ন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে আত্মার অবস্থা অনুসন্ধান করত অচিরে তাহার বদ্ধ ভাব এবং নির্জ্জীবতা দূর করিতে হইবে। অন্তরে কাল সর্প পোষণ করিয়া বাহিরে হাস্যামোদ করিয়া দিন কাটাইলে কি হইবে? জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে যিনি উন্নতিবিহীন বদ্ধভাব রূপ মহারোগকে অন্তরে স্থান দিবেন তাঁহার জীবন সুচিকিৎসার অভাবে অকালে বিনষ্ট হইবে।

সৎসাহস বিহীন সভ্যতা।

অসার বাহ্যিক সভ্যতা এবং আহার পানে যথেচ্ছাচার এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া অনেকের নিকট পরিগণিত হইত। যিনি উপধর্ম্ম, পৌত্তলিকতা ও প্রচলিত কুসংস্কারের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করিতেন, তিনি মনে করিতেন আমি ব্রাহ্ম হইয়াছি। কিছুতে বিশ্বাস না করাই তখনকার ধর্ম্ম ছিল; পৈতৃক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া জীবনকে পবিত্র এবং ব্রহ্মপরায়ণ করিতে হইবে, এ প্রকার ভাব অধিকাংশের মস্তকে প্রবেশ করে নাই। দেশসংস্কারক এবং ধর্ম্মসংস্কারকের উপাধি ধারণের উচ্চ অভিলাষ তৎকালে সকলের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহারা এক্ষণেও নিয়মিতরূপে উপাসনা প্রার্থনা,আত্মসংযম ইন্দ্রিয় দমন, বিধিপূর্ব্বক সামাজিক ক্রিয়াদি সম্পাদন এ সমুদায় কার্য্যকে কুসংস্কারমূলক অনিষ্টকর বোধ করেন। তাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধুসেবা জপ তপঃ ব্রতাদি অনুষ্ঠানের নিকট এককালে বিদায় লইয়াছেন, আর সে সকল ভ্রম কুসংস্কারের মধ্যে যাইতে হইবে না, এইটী স্মরণ করত তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন মুক্তস্বভাব এবং সুখী পুরুষ মনে করিয়া থাকেন। এই সংস্কারের পরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বর্ত্তমান বিশুদ্ধতর সামাজিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য সাধন প্রণালীকেও তাঁহারা দূষণীয় বিবেচনা করেন। জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাবে ইহাঁদের মনোমালিন্য সকল বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাঁরা এক অসত্য কুসংস্কার ভ্রমের পরিবর্ত্তে এক্ষণে অন্যতর কুসংস্কার ভ্রম আর গ্রহণ করিতে পারেন না। এতদূর ইহাঁদের জ্ঞানের প্রাখর্য্য যে, জীবনের অন্নপান, বিপদের সম্বল এবং মনুষ্যের উচ্চতর অধিকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত আর আবশ্যক বোধ হয় না। কিন্তু এই প্রখর জ্ঞান, উদার সামাজিক মত ইহাঁদিগকে বিন্দুমাত্র সৎসাহস প্রদান করিতে পারে নাই। একজন মার্জ্জিত বুদ্ধি বিচক্ষণ জ্ঞানী আপনার জীবনের অধিকার হইতে সমস্ত ধর্ম্মশাসন ও বিধি ব্যবস্থা সহ ঈশ্বরকে চিরকালের মত বিদায় করিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্মসাধনের কথা শ্রবণ করিলে তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা উত্তেজিত হয়, অথচ তিনি অন্য দিকে আবার এমনি ভীরু কাপুরুষ যে প্রাচীনা পিতামহী, অশিক্ষিতা গৃহ রুদ্ধা ীর ভয়ে এবং অনুরোধে কুসংস্কার পৌত্তলিকতা অসত্য ভ্রম সমুদায়ের চরণে প্রণিপাত করিতেছেন। আহার ব্যবহারে ইহাঁর কোন বিকার নাই, কাহাকে নিরামিষভোজী মিতাহারী দেখিলে মনে ক্লেশ হয়, ধর্ম্মসঙ্গত সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা; কিন্তু

কার্য্যকালে ইনি ইহার বিপরীত আচরণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহেন। বিশ্বাসানুযায়ী সাধুকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য ভাব দেখিবা মাত্র স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে ইহাঁর কোন নীচ অভিসন্ধি আছে। বাস্তবিকও তাহাই যথার্থ। সভ্যতা এবং জ্ঞান বুদ্ধির প্রাচুর্য্যের সঙ্গে এতদূর ভীরুতা কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক হইলেও ইহার প্রাচুর্ভাব বর্ত্তমান সময়ে আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। সুসভ্য ইয়োরোপের মধ্যেও এরূপ কপট ব্যবহার প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সংসারের অনুরোধে যিনি বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য অম্লান বদনে সম্পাদন করিতেছেন, অতি হেয় দূষিত আচার এবং ভ্রান্তমত পোষণ করিতেছেন, তিনিই আবার সদনুষ্ঠানশীল ব্রহ্ম সাধকের অনুষ্ঠিত বিশ্বাসানুযায়ী বিশুদ্ধ ক্রিয়া কলাপকে ঘৃণা করেন, কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্ব্বোধ অনভিজ্ঞ বলিয়া আপনার জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় দেন। যিনি কিছুই মানেন না তিনি সেইরূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেই শোভা পায়। অন্ততঃ তাঁহার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা আছে, সে জন্য তিনি কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না এইটী সকলে বুঝিতে পারে। সাহস নাই, বীরত্ব নাই, মুখে সভ্যতার উচ্চতর মত সকল প্রচার করিলে কি হইবে? আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিধিসঙ্গত, ধর্ম্মানুমোদিত সামাজিক ক্রিয়া এবং ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে স্বাধীন ও নির্ব্বিকার হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে অসার সভ্যতাকে পুত্তলিকাবৎ পূজা করিবেন না, এবং যাহা অসত্য ভ্রম কুসংস্কার বলিয়া বুঝিয়াছেন লোকভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না। ধর্ম্মের জন্য ভ্রমবশতঃ যাহারা কুসংস্কার আচরণ করে তাহাদেরও স্বাধীনতা বীরত্ব এবং সরলতা আছে, কিন্তু অবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং অননুষ্ঠিত উদার মত প্রচার কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

মহাম্মদীয় শাস্ত্র আকৃসির হেদায়ত হইতে।

শিষ্যগণ মহাপুরুষ মহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে অধমতম কাহারা? তিনি বলিলেন ধনী লোক। অতঃপর বলিলেন, ভবিষ্যতে এরূপ কতকগুলি লোক হইবে, যে তাহারা নানাবিধি সুস্বাদু বস্তু ভক্ষণে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধানে রত থাকিবে, ভোগের জন্য সুন্দরী কামিনীদিগকে রাখিবে, বহু মুল্যের অশ্ব সকলে আরোহণ করিবে। অল্পে তাহাদের উদর পূর্ণ হইবে না, পর্য্যাপ্ত ভোগেও তৃপ্ত হইবে না। তাহাদের শরীর মন সংসারে উৎসর্গ থাকিবে, সংসারকে তাহারা ঈশ্বর করিয়া তুলিবে, যাহা কিছু করিবে সংসারের জন্য করিবে. * * * * * এই সকল লোক মুসলমান ধর্ম্মকে অরণ্যে পরিণত করিবার পক্ষে সহায় হইবে।

সংসারকে সংসারী লোকের সঙ্গে পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংসারকে গ্রহণ করে উহা তাহার মৃত্যুর কারণ হয়।

সকল লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে আমার ধন আমার ধন। তোমার ধনে ইহা অপেক্ষা তোমার আর কি অধিকার আছে, ভক্ষণ করিয়া নাশ করিবে, পরিধান করিয়া জীর্ণ করিবে, দান করিয়া চিরকালের জন্য রাখিয়া দিবে।

মনুষ্যের তিনটী বন্ধু, এক বন্ধু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থিতি করেন উহা ধন, দ্বিতীয় বন্ধু তিনি সমাধি স্থান পর্য্যন্ত গমন করেন, তৃতীয় বন্ধু যাহা পরলোকে সঙ্গে যায় উহা ধর্ম্ম।

মহাত্মা ঈশাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনি জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, আমরা পারি না, ইহার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, স্বর্ণ রজত তোমার নিকটে কেমন বোধ হয়? সে বলিল উত্তম। ঈশা বলিলেন আমি তাহা ধুলির সমান মনে করি।

এক দিন অত্যন্ত বারিবর্ষণ হয়, মেঘ সকল গভীর গর্জ্জন করিতে থাকে, বিদ্যুতের আলোক প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশা প্রান্তরে ছিলেন, তিনি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে দৌড়িয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এক স্থানে এক পট মণ্ডপ দেখিলেন তাহাতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন, সেখানে দেখেন একটী যুবতী বসিয়া আছেন, অমনি বাহির হইয়া আসিলেন। পরে একটী গর্ত্তে যাইয়া প্রবেশ করেন, সেই গর্ত্তে একটী ব্যাঘ্র ছিল উহা দেখিয়া তথা হইতে তিনি পলাইয়া যান। তখন এই নিবেদন করেন "ঈশ্বর! তুমি যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছ তাহাকেই বিশ্রামের জন্য আশ্রয় স্থান দিয়াছ কিন্তু আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছ। তখন প্রত্যাদেশ হইল বৎস! আমার প্রেম তোমার বিশ্রামালয়।

কথিত আছে যখন মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত হইল তখন সয়-

তান আদরপূর্ব্বক মুদ্রা গ্রহণ করিয়া মস্তকে রাখে ও তাহাকে চুম্বন করিয়া বলে, মুদ্রে! তোমাকে যে ভালবাসিবে তাহার প্রতি আমার কর্ত্তৃত্ব হইবে, সে আমার দাস হইবে।

একদা সয়তানের সৈন্য সকল সয়তানের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল, ঈশ্বর মহম্মদকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছেন, এই ক্ষণ আমরা কি করি, আমাদের আর কোন ক্ষমতা নাই। সয়তান বলিলেন, ভাল, যাহারা দান ধ্যান উপাসনাদি করিয়া থাকে, তাহারা সংসারকে ভালবাসে কি না? সৈন্যগণ বলিল হাঁ, সংসারকে ভালবাসে। সয়তান বলিল তবে কোন চিন্তা নাই। তাহারা যাহাই করুক না কেন, আমি এক সংসারাসক্তির সূত্রে তাহাদের সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম বিফল করিয়া দিব।

মহর্ষি ইহি বলিয়াছেন, মুদ্রা বিশ্চিক সদৃশ, তাহার মন্ত্র না জানিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে তাহার বিষে প্রাণ বিয়োগ হইবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্র কি? তিনি বলিলেন ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জন করা ন্যায়ানুসারে ব্যয় করা।

আব্দন মুনকের মৃত্যু কালে আত্মীয় কুটুম্বগণ তাঁহাকে বলিয়াছিল তোমার সতর জন পুত্র, কিন্তু তাহাদের জন্য তুমি একটী পয়সাও রাখিয়া যাইতেছ না? তিনি বলিলেন, আমার পুত্রগণ যদি ঈশ্বরানুগত ধার্ম্মিক হয় তবে তাহাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট। যদি অযোগ্য অধার্ম্মিক হয় তাহা হইলে তাহারা যে অবস্থায় পতিত হউক তাহাতে আমার কোন দুঃখ চিন্তা নাই।

মহম্মদ এবুনকাব প্রচুর ধন লাভ করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে বলিল এই সকল ধন আপনার সন্তানের জন্য রাখিয়া দিন। তিনি বলিলেন এই ধন নিজের জন্য ঈশ্বরের নিকটে রাখিয়া দিব। ঈশ্বরকে সন্তানের জন্য রাখিব, তিনি তাহাদের কল্যাণ করিবেন।

ইহি বলিয়াছেন মৃত্যুকালে ধনীর দুইটী বিপদ। অন্যের সম্বন্ধে এই বিপদ হয় না। (১) সমুদায় ধন তাহা হইতে কাড়িয়া লইবে। (২) ধর্ম্মের জন্য সে ধৃত ও বিচারিত হইবে।

মহাপুরুষ মহম্মদ এক দিন আবু হরেরাকে বলিলেন, যদি তুমি সমুদায় সংসার দেখিতে চাও, আমার সঙ্গে এস; এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া এক খানার নিকটে লইয়া গেলেন। সেই খানাতে মনুষ্য ও পশ্বাদির অস্থি, মলিন বস্ত্রখণ্ড পুরীষাদি পতিত ছিল। মহম্মদ খানা দেখাইয়া আবু হরেরাকে বলিলেন, দেখ তোমার মস্তকের ন্যায় এই মস্তক লোভমোহাদির স্থান ছিল, অদ্য অস্থি মাত্র রহিয়াছে, শীঘ্রই মৃত্তিকার পরিণত হইবে। নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিণাম এই পুরীষ, লোক যে ভক্ষ্য দ্রব্যকে অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার এই অবস্থা, সকলে তাহা দেখিয়া এইক্ষণ পলাইয়া যায়। উত্তম পরিচ্ছদের পরিণাম এই ন্যাকড়া এইক্ষণ বায়ুভরে ইতস্ততঃ উড়িতেছে, আর এই সকল অস্থি, অশ্বাদি বাহনের, যাহার উপর আরোহণ করিয়া ধনীগণ নানা স্থানে সুখে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সমুদায় সংসারের অবস্থা এই। লোকদিগকে বল, সংসারের প্রতি ক্রন্দন করুক।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ।

এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্ন লিখিত প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছিল।

বেদীমধ্যাসীনেনাচার্য্যেণ সংক্ষেপতো যথারীতি সংনিবৃত্তায়াং ব্রহ্মোপাসনায়াং মাতুরাদ্যশ্রাদ্ধমনুষ্ঠেয়ং। যথা,

আচার্য্য বেদীতে আসন গ্রহণ করিলে সংক্ষেপে যথারীতি ব্রহ্মোপসনা হইবে। উপাসনান্তে মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে। যথা;

আচার্য্যোঽধ্যেতৃদ্বয়েন সমং সমস্বরেণ বিবিধশাস্ত্রোদ্ধৃতান্ কালোচিতান্ শ্লোকানধীয়ীত; তেন চ তে তদনন্তরং ব্যাখ্যাতাশ্চ।

আচার্য্য এবং দুই জন অধ্যাপক সমস্বরে বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্রাদ্ধোপযোগী শ্লোক আপন আপন আসন হইতে পাঠ করিবেন। তৎপর আচার্য্য তাহা ব্যাখ্যা করিবেন।

"মাতরংপিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিসেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ ১॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥ ২॥
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেসাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা॥ ৩॥
যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ৪॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥ ৫॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুঃ এক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতং॥ ৬॥
মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ৭॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥ ৮॥"

শ্রাদ্ধকর্ত্তা সোদরেণ সমমেবং প্রার্থয়িতব্যং।—"ঈশ্বর! আবাং মাতৃহীনাবভবাবহি। কুত্র বা সাবয়োর্জননী ন জানীবহে। ইদমেব জানীবহে, ইহলৌকিকশোকসন্তাপমোহকোলাহলবিমুক্তা সা লোকান্তরে প্রস্থিতা। হে

জনন্যা জননি! অনুগ্রহেণাবয়োর্জ্জনন্যাস্ত্বৎপদতলে স্থানং বিধেহি। অনন্তকালং ত্বৎসমীপগতা সা স্বর্গীয়ং পুণ্যং সঞ্চিনুতাং শান্তিঞ্চোপভুঙ্ক্তাং। দর্শয় তাস্তে প্রেমমুখং, পায়য় তাঁস্তে প্রেমামৃতং, নিমজ্জয় তাস্তে আনন্দে। জগদীশ! মাতৃহীনাবাবাং সম্প্রত্যসাহায়াবভবাবহি। ত্বমেবাসহায়ানাং সহায়ঃ মাতৃহীনানাং মাতেতি শোকং দুর্ভাবনাঞ্চ পরিহায় ত্বামেবাশ্রয়াবহে। ত্বমেবাবয়োর্জ্জননী ভূত্বা বিরাজস্ব, তাদৃশীং সুমতিঞ্চ বিধেহি যয়া সর্ব্ব বিধানাং প্রলোভনানাং বিপদাঞ্চ মধ্যে ত্বদনুগ্রহেণৈবা-কলঙ্কিতৌ তিষ্ঠাবঃ পারলৌকিকং সম্বলঞ্চ সঞ্চিন্বাবহে।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা সহোদর সমভিব্যাহারে প্রার্থনা করিবেন। যথা;

"ঈশ্বর আমরা মাতৃহীন হইলাম, জননী কোথায় তাহা জানি না। এই জানি যে তিনি ইহলোকের শোক সন্তাপ ও মোহ কোলাহল হইতে বিমুক্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তোমার পদতলে হে জননীর জননী! আমাদিগের জননীকে কৃপা করিয়া স্থান দাও। অনন্ত কাল তিনি তোমার কাছে বসিয়া স্বর্গের পুণ্য সঞ্চয় করুন ও শান্তি সম্ভোগ করুন। তোমার উজ্জ্বল প্রেম-মুখ তাঁহাকে দেখাও, তোমার প্রেমামৃত তাঁহাকে পান করাও, এবং তোমার আনন্দে তাঁহাকে মগ্ন কর। জগদীশ! মাতৃহীন হইয়া আমরা দুই জন সহায়হীন হইয়াছি, তবে তুমি না কি অসহায়ের সহায় ও মাতৃহীনের মাতা, তাই আমরা শোক ও দুর্ভাবনা সম্বরণ করিয়া তোমার আশ্রয় লইতেছি। আমাদের সংসারের জননী হইয়া তুমি বিরাজ কর এবং এমত সুমতি দাও যেন সকল প্রকার প্রলোভন ও বিপদ মধ্যে তোমার প্রসাদে অকলঙ্কিত থাকি এবং দিন দিন পরলোকের জন্য সম্বল সঞ্চয় করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তদনন্তরমাচার্য্যঃ প্রার্থয়েতাশাসীত।

তদনন্তর আচার্য্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করিবেন।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা বেদীসম্মুখভাগে দণ্ডায়মানেন পরলোক-বাসিনো মহাপুরুষাঃ স্মর্ত্তব্যাঃ সম্মানিতব্যাশ্চ। যথা,—"মদীয়াঃ শ্রদ্ধেয়পিতৃপিতামহপ্রপিতামহপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষা ধন্যা ভবন্তু। মদীয়াঃ প্রেমভাজনা আত্মীয়বন্ধু-জনা ধন্যা ভবন্তু। দেশস্থপ্রাচীনার্য্যবংশীয়ব্রহ্মজ্ঞা ঋষি-মুনয়ো ধন্যা ভবন্তু। জাতীয়বিজাতীয়া দেশস্থবিদেশস্থা নিখিলধর্ম্মনেতারো মহাজনা ধন্যা ভবন্তু। মদীয়াঃ পরিচিতা অপরিচিতা শত্রবো মিত্রাণি সাধবোঽসাধবো নিখিলা যে অশরীরিণ আত্মানঃ পরত্র ভিন্নভিন্নলোকাবস্থিতা স্তেষাং সর্ব্বেষাং কল্যাণানি ভবন্তু।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোক-বাসীদিগকে স্মরণ ও সম্মান করিবেন। যথা, "আমার শ্রদ্ধেয় পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি সমুদয় পূর্ব্ব পুরুষ ধন্য হউন। আমার প্রেমভাজন আত্মীয় বন্ধুগণ ধন্য হউন। দেশস্থ প্রাচীন আর্য্যবংশীয় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি মুনিগণ ধন্য হউন। জাতীয় বিজাতীয় দেশস্থ বিদেশস্থ সমস্ত ধর্ম্মনেতা মহাজনগণ ধন্য হউন। আমার পরিচিত অপরিচিত শত্রু মিত্র সাধু অসাধু সমুদায় অশরীরী আত্মা যাঁহারা পরলোকে বিভিন্ন লোকে অধিবাস করিতেছেন তাঁহাদের সকলের কল্যাণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তরং তেন সসোদরেণ দানানি বিজ্ঞপয়িতব্যানি।

অনন্তর তিনি সহোদর সহকারে দান বিজ্ঞাপন করি-বেন।

"ওঁ অদ্য শ্রাবণমাসি কৃষ্ণপক্ষে দশমীতিথৌ শ্রাদ্ধ-বাসরে মাতৃভক্ত্যনুরোধাৎ সাধারণজনহিতার্থ মুপস্থিতা দানসামগ্রীরীশ্বরপ্রীতিকামঃ শ্রদ্ধয়োৎ সৃজাবঃ।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ অদ্য শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে শ্রাদ্ধ-বাসরে মাতৃভক্তি অনুরোধে সাধারণের হিতার্থ উপস্থিত দান সামগ্রী শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমরা উৎসর্গ করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তুঃ প্রতিনিধিস্তেনোপাধ্যায়ো দণ্ডায়মানোদা-নানাং বিশেষবিবরণং সর্ব্বান্ সমাগতান্ বিজ্ঞাপয়েৎ।

উপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতিনিধি রূপে দানের বিশেষ বিবরণ সকলকে জ্ঞাপন করিবেন। যথা;

১। রিশড়াবালিকাবিদ্যালয়স্থানাং ছাত্রীণাং বৃত্ত্যর্থং দ্বাদশ মুদ্রাঃ।

২। ধর্ম্মপুস্তকবিতরণার্থং ষণ্মুদ্রাঃ।

৩। বিধবানাং বার্ষিকবৃত্ত্যর্থং দ্বাদশ মুদ্রাঃ।

৪। পথিকানাং শ্রান্ত্যপনয়নার্থং কোন্নগরমোড়পুকু-রান্তরবস্থিতরাজবর্ত্ম পার্শ্বে বৃক্ষরোপণনিমিত্তং তদুপ-যোগী ব্যয়ঃ।

৫। অনাথচ্ছাত্রাণাং সাহায্যার্থং দ্বাদশ মুদ্রাঃ।

৬। কাথলিকধর্ম্মাক্রান্তানাং দরিদ্রাণাং ভরণার্থং পঞ্চ মুদ্রাঃ।

৭। ভারতসংস্কারকসভাধীনদাতব্যবিভাগে দ্বাদশ মুদ্রাঃ।

৮। দরিদ্রজননিমিত্তৌষধিবিতরণার্থং দশ মুদ্রাঃ।

৯। কস্যাপি দরিদ্রস্য গৃহসংস্কারার্থং বিংশতি মুদ্রাঃ।

১০। মাতুঃস্মরণার্থং পুষ্করিণীখননপ্রতিষ্ঠোপযোগী ব্যয়ঃ।

১১। চতুষ্পাঠীধারিণামধ্যাপকানাং সাহায্যার্থং দশ মুদ্রাস্তৈজসাদিচ।

১২। গ্রামস্থভদ্রজনেভ্যো তৈজসাদি।
১৩। সাধারণলোকেভ্যো ভোজ্যান্নং।
১৪। অন্ধখঞ্জপ্রভৃতিভ্যো বস্ত্রাণি।
১৫। সাধারণদীনদুঃখিজনেভ্যো তাম্রখণ্ডানি।
১৬। ব্রহ্মসাধকানাং ব্যবহারার্থং শয্যাদি।

তদনন্তরং শ্রাদ্ধকর্ত্তা সহোদরবান্ধবাদিভিঃ সমং নাম সংকীর্ত্তয়ন্ পুষ্করিণীকূলে বৃক্ষদ্বয়ং রোপয়েৎ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা সহোদর এবং বান্ধবাদি সমভিব্যাহারে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুষ্করিণী ধারে দুইটী বৃক্ষ রোপণ করিবেন।

ইতি শ্রাদ্ধ কর্ম্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বর দর্শন।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

পরব্রহ্ম অনন্ত, অপরিমিত; কিন্তু তাঁহার দর্শন পরিমিত। পরমেশ্বর নিত্য এবং পূর্ণ; কিন্তু তাঁহার দর্শন উন্নতিশীল এবং অপূর্ণ। সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড; কিন্তু তাহার জ্যোতি কতদূর আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়? সমুদ্র অপার, অতলস্পর্শ, কিন্তু আমরা ইহার যতটুকু স্থানে অবগাহন করি তাহা কত অল্প? বস্তুর যে অংশ বিধৃত, কিম্বা উপলব্ধ হয়, তাহা দ্বারা উহার পরিমাণ হয় না। ঈশ্বরের পরিমাণ কোথায়? আমাদের অপরিমিত পরমেশ্বর অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছেন; আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধকগণ কোথায় পড়িয়া আছি; কিন্তু আমাদের এত স্পর্দ্ধা এবং এত অহঙ্কার যে আমরা কি না বলিতেছি যে আমরা এত বড় ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াছি। শ্রেষ্ঠতম সাধক ভক্ত ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, নীচতম, হীনতম ব্রাহ্মেরাও বলে, আমরা ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। ঈশ্বরের তুলনায় আমরা কে? হীন ব্যক্তির রসনার এতদূর সাহস যে সে কি না বলিতেছে আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড নহে, পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎও নহে যে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য, সে বলিতেছে, ঈশ্বর যিনি অনন্ত আমি তাঁহার সুবিমল প্রেম মুখ দেখিয়াছি। সে আরও এই কথা বলিতেছে, কেবল শাস্ত্রে কিম্বা অন্যের মুখে যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু আমি প্রতি দিন উপাসনার সময় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই আমার ভক্তি হস্ত তাঁহাকে ধারণ করে। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহাকে দেখিতেছি কি? অল্প পরিমাণে ঈশ্বরকে দেখা যায়। দর্শনের পরিমাণ আছে। দর্শনের উজ্জ্বলতা, নিগূঢ়তা, সুমিষ্টতা, এবং পবিত্রতা সম্পর্কে চিরকালই তারতম্য থাকিবে; কিন্তু পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন কিম্বা হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তাঁহার প্রেম, কাল কম ছিল, আজ বৃদ্ধি হইল ইহা হইতে পারে না। যখন সৃষ্টি হইল, তখনও তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তিনি তেমন রহিয়াছেন। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় গুণই অনন্ত। কিন্তু সাধকের দর্শনের মধ্যে পরিমাণ আছে। অধিক অন্ধকার মধ্যে যদি অল্প আলোক দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার ঈশ্বর দর্শন কেমন আশ্চর্য্য। প্রথম হইতে তুমি পঞ্চাশ বৎসর যে সমানভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহা বিশ্বাস করিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে তোমার ঈশ্বর দর্শন যে কত উজ্জ্বলতর, গভীরতর এবং মিষ্টতর হইবে তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তাহার তুলনায়, তুমি যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সে দিন ব্রহ্ম দর্শন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু আজ তোমার ব্রহ্ম দর্শন কত উজ্জ্বলতর। তখনকার দর্শন আর এখনকার দর্শনে কত প্রভেদ। তখনকার দর্শন বোধ হয় যেন ঘোরান্ধকার মধ্যে একটী অতি সামান্য ক্ষুদ্রতম প্রদীপ জ্বলিয়াছিল। তেজের তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না। পাপ কুসংস্কারে অন্ধীভূত চক্ষুর নিকটে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রকার দর্শনে কি আর এখন তৃপ্তি হয়? যতই অধিক পরিমাণে বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং ভক্তি নয়ন বিস্তারিত হইবে, ততই তাঁহাকে উজ্জ্বলতর রূপে দেখিতে পাইব। এখন যে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিতেছি, তাহা প্রাতঃকালের অরুণোদয়ের ন্যায় সামান্য উজ্জ্বল। কিন্তু যতই আমাদের সাধনের উন্নতি হইবে, ততই আমরা ঈশ্বরকে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিব। সেই সূর্য্য একই স্থানে সমান ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দর্শকদিগের স্থানের ভিন্নতা অনুসারে, সূর্য্যের উজ্জ্বলতা কম বেশী প্রকাশ পাইতেছে। সেইরূপ সাধকদিগের ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে সেই একই সত্য এবং প্রেমসূর্য্য তাঁহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। অতএব শ্রেষ্ঠতম সাধকগণ! তোমাদিগকেও আনন্দের সহিত বলিতেছি, এখন তোমাদের মস্তকের উপর যে আলোক দেখিতেছ, ভবিষ্যতে যাহা দেখিবে, তাহার তুলনায় এই দ্বিপ্রহরের আলোকও অন্ধকার বোধ হইবে। যখন এই উচ্চ আশা মনে করি, তখন বুঝি ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন মহৎ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে দেবত্ব পাইবার আশা হইতেছে। ভবিষ্যতে কেবল দর্শনের উজ্জ্বলতা অধিক হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইহার সরসভাব ও মিষ্টতাও অধিক হইবে। একদিন ঈশ্বরকে দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে বলিলাম, আরও দেখা দাও, তৃষ্ণা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এমন সুন্দর কে তুমি! আরও দেখা দাও। অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া পরে কার্য্যালয়ে চলিয়া গেলাম, আর একদিন দেখিলাম আর ছাড়িতে

পারিলাম না। দেখিয়া মোহিত হইলাম, অন্তর বাহির চারিদিক্ মধুময় হইল। দর্শনের কি সামান্য প্রতাপ? দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সমস্ত আত্মা পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রহ্মদর্শন দার্শনিকদিগের কিম্বা মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের শুষ্ক দর্শন নহে; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তদিগের সরস দর্শন। আগে পাঁচ মিনিট উপাসনা করিলেই ব্রাহ্মেরা তুষ্ট হইতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা যতই পিতাকে দেখিতেছেন, ততই তাঁহাকে আরও দেখিবার জন্য লালায়িত হইতেছেন। পিতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা কেমন গূঢ়রূপে মুগ্ধ হইতেছেন, আমাদের কথা নাই, শব্দ নাই, যে তাহা ব্যক্ত করি। ব্রহ্মদর্শনে কত মিষ্টতা, কত সুধা, কত আনন্দ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? এই আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইবে; এবং এত গম্ভীর হইবে যে সাধকের বাক্য রোধ হইবে। ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে বলি, ভবিষ্যতে তোমরা ব্রহ্মদর্শনের যে আনন্দ পাইবে, তাহার তুলনায় এখনকার আনন্দ যন্ত্রণা বোধ হইবে। যাঁহারা উচ্চতর স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারা আমাদের ব্রহ্ম দর্শন দেখিয়া বলেন, কি ইহারা দেখিল, যে ইহারা উন্মত্ত হইয়া গেল? যথার্থ যে আনন্দময়ের দর্শন ইহারাত তাহার কিছুই পায় নাই, তথাপি কেন ইহারা নগরের পথে পথে আনন্দে নৃত্য করিতেছে? যখন স্বর্গে যাইব,তখন মনে করিব, এককালে আমরা বাল্য ক্রীড়ার সামান্য আনন্দরসকে সুখের মহা সমুদ্র মনে করিতাম॥ বাস্তবিক যতই আমরা প্রেমসিন্ধু পিতার নিকটতর হইব, ততই আমরা সুধা হইতে অধিক সুধা লাভ করিব। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলতা, মিষ্টতা, পুণ্যবল সকলই বৃদ্ধি হইবে। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, কিন্তু সেই দর্শনে যে এখনও তাঁহাদের কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূলিত হইল না; এখনও যে তাঁহাদের অন্তরের জঞ্জাল এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রণয় বিনষ্ট হইল না। তাঁহাদের প্রেম যে পরস্পরের প্রতি উথলিয়া পড়িল না। লোভী কেন লোভশূন্য হইল না? স্বার্থপর ব্যক্তি কেন দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইল না? ভীরু কেন মহাবীর হইল না? কেন পাপীদের পাপপাশ শৃঙ্খল ছিন্ন হইল না? এখনও কেন সাধকেরা সম্পূর্ণরূপে পাপ-বিমুক্ত হইলেন না? এখনও কেন সাধকেরা বীরের ন্যায় এই কথা বলিতে পারিলেন না, পাপরাক্ষসী! তুই দূর হ। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের প্রেমে তেমন মুগ্ধ হইলেন না যে পাপের সুখভোগেচ্ছাকে এইরূপ সাহসের সহিত অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। এই মন্দিরে প্রতি রবিবারে কি দেখি? যেদিকে নয়ন ফিরাই সে দিকেই প্রাণেশ্বরের উজ্জ্বল, মধুময় দর্শন। কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া যখন সাধকগণ গৃহে ফিরিয়া যান সেখানে সেই পাপ তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করে। ব্রহ্মকে একবার দেখিয়া যদি শীঘ্রই আবার তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে পাপরাক্ষসী নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে। এই জন্যই আমি বার বার বলিতেছি, ব্রহ্মদর্শন উন্নতিশীল, ভাবীকালের দর্শন সম্বন্ধে এখনকার দর্শন কিছুই নহে। অনেকবার ফুল দেখি, কিন্তু অল্পক্ষণ মোহিত হই। সাধক! আমি তোমাকে সাধুবাদ করি যে তুমি প্রতিরবিবারে প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া থাক, এই প্রশংসা তুমি পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু এই দর্শনেই নিশ্চিন্ত হইও না। আরও চলিতে হইবে, আরও উচ্চতর স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরকে আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে হইবে। যতই তাঁহার দর্শনে আত্মার ভাব মধুর হইবে ততই তোমরা উন্নত হইবে। দর্শনের পর দর্শন,কত উজ্জ্বলতর ভাবে তাঁহাকে দেখিব। নির্জ্জনে যাঁহাকে দেখি, ব্রহ্মমন্দিরেও তাঁহাকে দেখি, সম্পদে বিপদেও তাঁহাকেই দেখি; সেই সকল অবস্থাতেই একই দেব দর্শন। যখন আর সকলেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনও তিনিই অন্তরে দেখা দেন; ঘোর বিপদ এবং দুঃখ শোকের নদীর ভিতর দিয়াও তাঁহারই দর্শন। ভক্তির ব্রহ্মদর্শন, সুমিষ্ট সঙ্গীতের সময় ব্রহ্মদর্শন, উদ্যানে ব্রহ্মদর্শন, নদী কিম্বা সরোবর তটে ব্রহ্মদর্শন, মৃত্যু শয্যায় ব্রহ্মদর্শন, এ সমুদয়ই কেমন ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দর্শনের মিষ্টতা আছে, গম্ভীরতা আছে; কিন্তু উন্নতিশীল ভক্তের হৃদয় কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ভক্ত বলিতেছেন, আরও উজ্জ্বলতর, মধুরতর দর্শন চাই, স্বর্গের পিতাকে আরও না দেখিলে চিরমোহিত হইতে পারি না। এখনকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এই যে অনেকেই ব্রহ্মদর্শন পাইয়া বারম্বার মোহিত হইয়াছেন, কিন্তু এমন দর্শন কেহই পান নাই, যাহাতে চির-মোহিত হইয়া এই কথা বলিতে পারেন, এই ইহকাল, পরকাল এবং অনন্ত কালের মত আনন্দ সাগরে ভাসিলাম।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! ভাল করিয়া দেখা দাও। শুনিয়াছি ভক্তেরা তোমাকে দেখিয়া চির-মোহিত হইয়াছেন। আমার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তোমাকে প্রতি দিন দেখি সত্য। কাহাকে দেখি? যিনি বিশ্বপতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দেখিয়াছি, অনেক বার দেখিয়াছি। জন্মদুঃখী ক্ষুদ্র কীটের এত সাহস হইল, যে সে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাকে দেখিতেছে। এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যতই তুমি দেখা দিতেছ, ততই যে তোমাকে আরও দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে। দরিদ্রকে যতই কেন তুমি ধন দাও না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না। এই যে অদর্শন যন্ত্রণার পর কত মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ চির-মোহিত হইল না এই দুঃখ রহিল। তোমার এমন সুখময় প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী না করিবে? এমন করিয়া দেখা দাও যে তোমাকে ছাড়িয়া আর কিছু

দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। তুমি আমাদের ঘরে দিন রাত্রি বসিয়া থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে দেখুক। কৃতজ্ঞতা দিতেছি যে তুমি দর্শন দিয়াছ; কিন্তু প্রাণ কাঁদিতেছে ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চির কালের জন্য তখন আনন্দে জয় ধ্বনি করিয়া তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দিব। এই সাধকদিগের উপাসনা সভা যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করেন। সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর যে যেখানে আমাদের ভাই ভগ্নী আছেন, সকলকে দেখা দাও। কৃপা করিয়া সকলকেই দেখা দেও। "তুমি দেখা না দিলে কে তোমাকে দেখিতে পারে?"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বর দর্শন।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১২ ই, আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বর দর্শন নিরাকার দর্শন। কেননা ঈশ্বরের রূপ নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার রূপ নাই, তথাপি রূপ দ্বারা যেমন মনুষ্যের মনকে আকর্ষন করা যায়, তিনি রূপ বিহীন হইয়াও কেবল তাঁহার আধ্যাত্মিক অরূপ সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তাঁহার সন্তানদিগের হৃদয় প্রাণ হরণ করেন! রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহার মোহিনী শক্তি দ্বারা হৃদয়, মন, প্রাণ সম্পূর্ণ রূপে মোহিত হইয়া যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করে। সেই রূপ ব্রহ্মের যদি সৌন্দর্য্য না থাকিত তিনি কাহারও মনে প্রেম ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য দ্বারা জীবাত্মাকে পুলকিত করেন, যদিও তিনি গুণ বিশিষ্ট নিরাকার আত্মা, তথাপি তাঁহার দর্শনে মুগ্ধ ভাব হয়। যেখানে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে সেখানে রূপের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করেন। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন সুন্দর, সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে যদি মনুষ্যের মন মোহিত না হয়, সে আপনার হৃদয় হইতে নানা প্রকার রঙ্গ লইয়া, কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের মুখে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য চিত্রিত করে। এই রূপে যখনই ব্রহ্মকে কদাকার, শুষ্ক, নীরস মনে হয়, তখনই সে আপনার হস্তের রঙ্গ লইয়া ঈশ্বরকে তাহার মনের মত সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। এ সমুদয় অল্প বিশ্বাসীদিগের কার্য্য। যাঁহারা আত্মতত্ত্বের গভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম বিজ্ঞান পড়েন নাই, তাঁহারাই এই রূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করেন। কিন্তু আমরা সত্যপ্রিয় ব্রাহ্ম হইয়া এই রূপ দর্শন চাই না। ব্রাহ্মগণ! ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা যে তোমাদিগকে প্রতি সপ্তাহে ডাকেন তাহা ইহারই জন্য যে ঈশ্বর যেমন তোমরা সেই রূপে তাঁহাকে দেখিবে। তুমি আপনার মনের কল্পিত কোন বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিলে যথার্থ ঈশ্বরদর্শন হইবে না। বাস্তবিক যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে কল্পনা ছাড়। ব্রহ্ম দর্শন কল্পনার ব্যাপার নহে। মনের মধ্যে যত প্রকার গূঢ়তত্ত্ব আছে, সমুদয় পাঠ কর, দেখিবে সর্ব্বোচ্চ মনো বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম দর্শনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাহাতে সন্দেহ থাকে সেই দর্শন পরিত্যাগ করিবে। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম দর্শন তত্ত্বের মিলন হয় না, যিনি এই কথা বলেন তিনি ব্রহ্ম দর্শন পান নাই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ যতই বিস্তার হইতেছে, ততই তাহা ব্রহ্মের মুখ উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ করিতেছে। মনোবিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মদর্শনের কোন বিবাদ নাই, এই জন্যই ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে, এই বেদী হইতে বারম্বার বলা হইয়াছে, আমাদের আর কোন ভয় নাই। ইহার মধ্যে সন্দেহের সামান্য কারণও নাই স্থির, নিসঃন্দেহ রূপে ব্রহ্মদর্শন ভোগ করা যায়। কিন্তু কল্পনার প্রয়োজন আছে। কল্পনার সাহায্য লইয়া যত প্রকারে তুমি ব্রহ্মকে নির্ম্মাণ করিতে পার কর, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের যত দূর ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মুখ নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর; কিন্তু এই কল্পনাকেও ভয় করি না। কেন না তুমি কল্পনা দ্বারা ভাল ভাল রঙ্গ লইয়া অথবা হৃদয়ের কোমলতর ভাব লইয়া, যে ঈশ্বরকে গঠন করিলে, তাহা যখন যথার্থ ব্রহ্মের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখন যদি সেই কল্পিত ঈশ্বর তাঁহার নিকট পরাজিত না হয় তবে বলিব ঈশ্বর মিথ্যা। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মহৃদয়ে অবশ্যই এই ফল হইয়াছে। এমন সত্য ব্রহ্ম থাকিতে কল্পনা দ্বারা মিথ্যা কৃত্রিম ব্রহ্মকে কেন নির্ম্মাণ করিলাম, এই বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি অনুশোচনা করিয়াছেন। কোটি সূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরকে কল্পনা কর; কিন্তু ব্রহ্মের কাছে যাইতে না যাইতে তোমার সেই কোটি সূর্য্য-নিন্দিত কল্পিত ঈশ্বর নিমেষের মধ্যে অন্ধকার হইল। তৎক্ষণাৎ কল্পনা লজ্জা পাইয়া আত্ম হত্যা করিল। কিম্বা সহস্র মনোহর চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেম মুখ কল্পনা কর; কিন্তু যথার্থ ভক্তবৎসল ঈশ্বরের নিকট, তাহাও শুষ্ক কঠোর বোধ হইবে। অতএব সাধক! এই ভাবে কল্পনা তোমার সহায় হইল, যে কল্পনা যথার্থ ঈশ্বরের সম্মুখে লজ্জিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। সাধক কল্পনা শূন্য হইয়া নিঃসন্দেহ ঈশ্বর দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্যকালে সাধক-বর্ণপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয় এবং পদ্য, কবিতাপ্রিয় হইয়া আপনার মনের ভাবের মত ঈশ্বরকে কল্পনা করে। কিন্তু অধিক বয়সে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধক স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে স্থিরীকৃত করেন। বাল্যকালের প্রথম দর্শন তত্ত্বের সহিত,

সন্দেহের সহিত মিশ্রিত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সন্দেহ বিহীন। যেমন পরস্পরের দর্শনে মোহিত হই, তেমনই যথার্থ ঈশ্বর দর্শনে জীবাত্মা মোহিত হয়। কে বলিবে ঈশ্বরের রূপ নাই? তাঁহার কোন জড়রূপ নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহাতে এমনই আধ্যাত্মিক রূপ আছে যে তাহার নিকট অর্থের রূপ অথবা সাংসারিক সুখের রূপ, কিছুই নহে। সংসারের মোহিনী শক্তি অপেক্ষা যদি ব্রহ্মের অধিক রূপ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য সন্তানগণ চিরকালই ঘোর পাপপঙ্কে লিপ্ত থাকিত। এই জন্য ঈশ্বর সকল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী পুষ্প, লতা, সুন্দর নরনারী প্রভৃতি সেই মহাকবি ঈশ্বরের হস্ত হইতে যত প্রকার সুন্দর বস্তু বাহির হইয়াছে, তিনি প্রত্যেকের মূলে পরম সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া রহিয়াছেন। সেই সুন্দর ঈশ্বরের নিকটে কোন প্রকার কল্পিত সৌন্দর্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মদর্শন হইলে, আর কোন সৌন্দর্য্যই মনুষ্যের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম! তুমি ব্রহ্মদর্শন পাইয়াছ, ইহা মানিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ব্রহ্মদর্শনের কোন্ সোপানে উঠিয়াছ? যে দর্শনে অন্তরের গভীর দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয়, এবং মন বিমোহিত হয়, সেই মধুর দর্শন কি পাইয়াছ? যে পর্য্যন্ত অন্তরে পূর্ণ মত্ততা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিও, সেই সুমিষ্ট দর্শন পাও নাই। সত্যকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার, যে তুমি সুন্দর ব্রহ্মকে এমনই উজ্জ্বলরূপ দেখিয়াছ যে পৃথিবীতে আর কোনরূপ নাই, যাহা তোমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে? যদি বল এমন রূপ আছে যাহা দেখিলে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মদর্শনের উচ্চ, অধিকার পাও নাই। যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া উজ্জ্বলতররূপে ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমরূপ সোমরস পান করিয়া উন্মত্ত হইবে, তখনই জানিব পাপের মোহিনী শক্তি আর তোমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না। এখনকার দর্শন আনন্দকর মানিলাম, বিজ্ঞানের ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বর দর্শন নিঃসন্দেহ, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যেখানে দর্শন এবং মত্ততা এক হইবে সে স্থানে না গেলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। যেদিন ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চ অবস্থা হইবে সেই দিন পৃথিবী লজ্জিত হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পর্য্যন্ত একটীকেও মত্তব্রাহ্ম দেখা যায় না। সামান্য এক বিন্দু সোমরস পানে অল্প মত্ততা, অধিকতর সোমরস পানে, অধিকতর মত্ততা, সেইরূপ যদি বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বর দর্শনে অধিক হইতে অধিকতর প্রমত্ততা না জন্মিয়া থাকে, তবে তোমাদের ব্রাহ্মজীবনে ধিক্। যদি স্বর্গীয় প্রেম সুরাপানে প্রমত্ত না হইয়া থাক তবে দশ বৎসর কি জন্য সাধন করিলে? সামান্যরূপে ঈশ্বর দর্শন হইবে না, নিঃসন্দেহ দর্শন চাই। কেবল নিঃসন্দেহ দর্শন হইলেও হইবে না, সুমিষ্ট দর্শন চাই, আবার কেবল দর্শন হইলেও হইবে না; কিন্তু পূর্ণ মত্ততার দর্শন চাই।

ঈশ্বরকে দেখিলাম, অথচ পলায়ন করিবার ক্ষমতা রহিল, তবে জানিলাম যথার্থ ব্রহ্মদর্শন, এবং প্রকৃত ভজন সাধন কিছুই হয় নাই। যখন পৃথিবীর জঘন্য চৈতন্য বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আত্মাতে স্বর্গীয় চৈতন্যের উদয় হইবে, শরীরের সেই অচেতন অবস্থা চাই। সকল প্রকার প্রলোভন ও পাপের আকর্ষণে শরীর যদি সম্পূর্ণ রূপে মৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সচেতন অবস্থায় এই পৃথিবীতেই এমন দর্শন পাইব, যাহাতে চির কালের জন্য বিমোহিত হইয়া থাকিব। কিঞ্চিৎ সময়ের মত্ততা লাভ করিলে হইবে না; কিন্তু একেবারে প্রমত্ত হইয়া থাকিব। দিবা রাত্রি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিগূঢ় প্রেম নদীতে সন্তরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বতন লোকেরা জঘন্য সোমরস পান করিয়া শারীরিক মত্ততা লাভ করিত, তোমাদিগকে সে মত্ততা লাভ করিতে বলিতেছি না। কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া তোমাদের আত্মা এমনই মত্ত হইবে যে অন্য কোনরূপ দেখিতে আর ইচ্ছা হইবে না, এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে ক্রীড়ার বস্তু মনে হইবে। পিতার ভাণ্ডার গৃহ হইতে আমরা অতি সামান্য ধন পাইয়াছি। কিন্তু আমাদের জন্য যে সেখানে কত ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। ইঙ্গিত পাইয়াছি, যে দিক হইতে উষার আলোক দেখিতেছি, সেই দিকেই ব্রহ্ম আছেন, সেই দিকে চল অগ্রসর হই, সেখানে তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক দিন চিরমোহিত হইব আশা আছে। পরমেশ্বর আশা পূর্ণ করুন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়! আমি এক জন মফস্বল বাসী ব্রাহ্ম, মফস্বল সমাজই আমার জীবনের উন্নতির স্থল, এখানেই আমার সম্পূর্ণ আশা ভরসা, এখানকার ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের দৃষ্টান্তই আমার সর্ব্বস্ব। ১ লা আষাঢ়ের কাগজে মফস্বল সমাজসম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা পাঠে বড় সুখী হইলাম। আশা করি আপনারা মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ের আন্দোলন করিবেন। আমিও লজ্জা ত্যাগ করিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি। সত্যই এই সকল সমাজের অবস্থা ভাবিলে চক্ষে জল আসে, কত দিন নির্জ্জনে পিতার কাছে বসিয়া কাঁদিয়াছি, অথবা সমাজে উপাসনা করিতে গিয়া ভ্রাতাগণের উপর মনে মনে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইয়াছি। কি করি, কোন উপায় নাই, কাহাকেই বা বলি, কেই বা শুনে, মনের দুঃখ মনেই লয় হয়।

আমি নাকি এক জন ভুক্তভোগী, বোধ করি মফস্বল সমাজসম্বন্ধে আমি অনেকগুলি ভিতরকার কথা বলিতে পারিব। ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা লিখিত হইয়াছে সে গুলি সম্পূর্ণ সত্য, আমি যথা সাধ্য সেই গুলিকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব, ও তাহার কারণ কি ও নিবারণের উপায় কিরূপ হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইব।

১। "ব্রাহ্মসমাজের মূল এ পর্য্যন্ত জীবনের গভীর স্থানে পৌঁছে নাই" বরং আমি বলি, ব্রাহ্মেরা ভিতরের শোভা একটুও দেখেন নাই, ও বর্ত্তমান ভাবে থাকিলে এ জন্মে যে সে সকল দেখিতে পাইবেন এমন আশা করি না। উপাসনা করিতে না শেখা ইহার কারণ ও উপাসনা করিতে না অভ্যাস করিলে এ অভাব যাইবে না।

২। ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ উদ্যম ধর্ম্মজীবন যে দুই দিন পরে চলিয়া যাইবে তাহার বিচিত্রতা কি? যাঁহারা ধর্ম্মকে বাহিরের বিষয়ের উপরেই স্থাপিত করিয়া রাখেন, ভিতরকার সুন্দর মনোহর ভাব দেখেন না, তাঁহারা কয় দিন আপনাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের বাহ্য শোভায় মোহিত করিয়া রাখিবেন? ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের ভাবী জীবনের আবাস স্থল, যত দিন পৃথিবীতে থাকিব ব্রাহ্মসমাজই আমাদের গৃহ, পরলোকে সুখে থাকিবার ইহাই এক মাত্র উপায়, এ রূপ বিশ্বাস না হইলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি টান হয় না। দুই দিন ব্রাহ্মসমাজে সুখ পাইলাম, তাহার সহিত যোগ দিলাম, যাই ব্রাহ্মসমাজ একটু অসুখী করিল উহাকে পরিত্যাগ করিলাম। ছাড়িবার সময় বলিলাম ধর্ম্ম সাধন কি আর গৃহে বসিয়া হয় না? কিছু দিন পরে—যেমন হইতেই পারে—আর উপাসনা ভাল লাগিল না, হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে লাগিল, ঘোর সংসারী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। এরূপ শোচনীয় ঘটনা যে কত হয় বলিতে পারি না। ইহার কারণ এই, ব্রাহ্মগণ মুক্তির জন্য, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসেন না, নানা কারণে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে প্রবেশ করেন, যাঁহারা অতিশয় তরলমতি দু দিন না যাইতে যাইতেই ব্রাহ্মসমাজ বাহিরের সুখের স্থল নয় বলিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করেন; যাঁহারা একটু সারবান্ হঠাৎ সমাজ ছাড়িলে লোকে কি বলিবে, আর কোথায় যাইব, এত দিন আছি আর কিছু দিন কাটাই, এইরূপ বিবেচনায় সমাজ ছাড়েন না। বাস্তবিক বলিতে গেলে মুক্তিপ্রার্থী ব্রাহ্ম দুইটী দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ।, যাহার মূল এই রূপ তাহার স্থায়িত্বের কথা আশা করাই বৃথা। আমি ইচ্ছা করি যাঁহারা পরিত্রাণের আকাঙ্খা না করেন, ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে না আসেন। যাঁহারা এখন আছেন,তাঁহারা এই বিবরটী একবার আলোচনা করিয়া হয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিউন, নয় আপনাদিগকে ভাল করিতে প্রতিজ্ঞা করুন। আমি দর্শকদিগের কথা বলিতেছি না, বাহিরের লোক যতই আসেন ততই আমাদের আনন্দের বিষয়, কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা হইয়া বসেন, তাঁহাদের মধ্যে এই দোষ দেখিলে কোন্ ব্রাহ্মের চক্ষে জল না আসে? ঈশ্বর এমত ভ্রাতাগণকে সুমতি দিউন ও ব্রাহ্মসমাজকে ইহঁাদের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

৩। আমাদের সমুদায় ভ্রাতৃবিরোধ ও অসম্মিলনের কারণ উপরেই প্রকাশ পাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যাইবার নয়। যত দিন না আমাদের "জীবন" হইবে, জীবনের উচ্চ সুখ কি করিয়া অনুভব করিব?

৪। এক জন উপযুক্ত নেতার অভাবে আমাদের যে কত হানী হয় তাহা বলিতে পারি না। উপযুক্ত নেতা পাওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমরা কিছুই করিতে পারি না। এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্বাধীন ভাবে, ধন ও সাংসারিক পদের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি না রাখিয়া এক জন নেতা বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু নেতা বাছিয়া লওয়া কথার ভাল মানে বুঝি না। স্বাভাবিক নিয়মে এই রূপ দেখা যায়, যিনি নেতা হইবার উপযুক্ত তিনি আপনি অপর ভ্রাতাগণকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লন। কয়েকটী সরল লোক একত্রিত হইলে, যিনি তাঁহাদের মধ্যে নেতা হওয়ার পাত্র তাঁহার মহত্ত্ব আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে ও অপর সকলে অজ্ঞাত ভাবে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। এই রূপ নেতাই যথার্থ নেতা। এ সম্বন্ধে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে, আমাদের মধ্যে যাঁহার প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়, অপর কোন রূপ অসুবিধার ভানে তাঁহাকে দূরে না রাখা ও ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা বলা হইয়াছে, যত দিন এরূপ ব্যক্তি না পাওয়া যায় আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যিনি একটু উন্নত ও যাঁহার ব্রাহ্মসমাজের প্রতি একটু অধিক টান আছে তাঁহাকেই এই ভার দেওয়া।

৫। সমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা হয় তাহাকে উপাসনাই বলা যাইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি অনেক সময় সমাজে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে পারি নাই। সমাজে গিয়া জীবনের জন্য কিছু লাভ করিয়া বাড়ি আসিয়াছি এমন দিন, কোন কোন বিশেষ দিন ব্যতীত, আর কখন যে হইয়াছে তাহা মনে পড়ে না। বাহিরের আর আর অসুবিধা ইহার কতক কারণ বটে, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বে যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই মূল কারণ। হয়ত আজ বেদীতে এমন একটী যুবাকে স্থান দেওয়া হইল, যাঁহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধগণ শান্তি হারা হইলেন। অপর দিন কোথাকার এক জন অপরিচিত, (অবশ্য দুই এক জনের পরিচিত) লোককে বেদীতে বসান হইল। তিনি হয়ত সেই দিন প্রথমবার সমাজে আসিয়াছেন, তাঁহাকে সাধারণে ব্রাহ্ম বলিয়া জানেন কি না সন্দেহ। যিনি নিয়মিত রূপে উপাসনা কার্য্য করেন তাঁহার সঙ্গে হয়ত সমাজের আর কোন সম্বন্ধই নাই। তিনি কোন ব্রাহ্মের কখন একটা সম্বাদও লন না, কেহ তাঁহারো সম্বাদ লয় না। সমাজ ভাসিল কি পুড়িল তাহা তিনি জানেন না। রবিবারে সন্ধ্যাকালে বিবিধ আয়োজন করিয়া একবার বেদীতে বসিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব বা অপর কোন পত্রের একটী উপদেশ পঠিত হইল, যাহা আবার অনেক সময়ে সেই স্থলে তাড়াতাড়ি বাছা হয় এবং আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে হয়ত যাহার কোন সম্বন্ধই নাই। আমি যে যে স্থান দেখিয়াছি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বেদীতে বসা একটী গুরুতর পবিত্র কার্য্য তাহা তিনি বুঝেন কি না সন্দেহ। নিজের জীবনের সঙ্গে এই অধিকারের কোন যে সম্বন্ধ আছে তাহা তিনি জানেন না। ভিতরের সমুদায় কথা বলিতে গেলে কঠোর হইয়া পড়ে। জানি না মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের কি দুর্ভাগ্য যে তাহার উৎকৃষ্ট স্থানেই এত অপবিত্রতাকে অবাধে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার প্রতি সাধারণের যে তত ভক্তি হয় না, তাহার কারণও এই বলিতে হইবে। ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য যে, সকল স্থানে এক একটী উন্নত সাধু উপাচার্য্য প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান উপাচার্য্য মহাশয়রা যদি একটু মনোযোগ দেন, একটু যত্ন করেন, তাঁহাদের জীবনকে অন্ততঃ আর একটু পবিত্র উপাসনাশীল ও ব্রাহ্মদের প্রিয় করেন, তাহা হইলে আপাততঃ কিছু হয়। ইহাতে তাঁহাদেরও উপকার আমাদেরও উপকার।

৬। মফস্বল ব্রাহ্মসমাজে আর একটী নীচ ভাব আছে, যাহার কথা ধর্ম্মতত্ত্বে উল্লেখ করা হয় নাই। বোধ করি অতি ঘৃণিত বলিয়াই আপনাদের চক্ষে তাহা পড়ে নাই। আমাদের কেমন একটী সংস্কার হইয়াছে যে, গুটিকতক ধনী

ও উচ্চপদান্বিত ব্যক্তিকে সমাজে রাখিতে পারিলেই সমাজের মান ও গুরুত্ব রক্ষিত হইবে। ইহাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক, ইহাঁরা যাহাই করুন, লোকের কাছে যে ভাবেই থাকুন ইহাঁদিগকে সমাজের এমন উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে যেখানে থাকিলে মানের অনুরোধে আর তাঁহারা সমাজ ছাড়িতে পারিবেন না। এই সাংসারিক ভাবকে সমাজে আনিয়া সমাজের যে কত পবিত্রতা স্বাধীনতা ও ধর্ম্মভাবের বিনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা সমাজকে একটু ভাল বাসেন অথচ সাংসারিক ধন ও পদ বিহীন, তাঁহারা কান্দিয়া মরেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। বলিলে কেই বা শুনে? যাঁহারা একটু স্বাধীন প্রকৃতির ব্রাহ্ম ও কিছু উন্নত তাঁহারা এইরূপ লোকের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া সমাজ ছাড়িয়া দেন। অনেকে সমাজকে "কেবল বড় লোকের জন্য" মনে করিয়া কাছে আসেন না। এরূপ সমাজ ধর্ম্মসমাজ হউক আর না হউক, সভ্যদিগের সমাজ ও অহঙ্কারের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ প্রকার ভাব থাকিলে ভ্রাতৃভাব কখন আসিতে পারে না ও আর কোন রূপ যোগও হইতে পারে না। বড় বড় গৃহ হইতে পারে, বাহিরের শোভা হইতে পারে, দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা হইতে পারে, বৎসরে বৎসরে টাকা খরচ করিয়া প্রচারক আনান হইতে পারে, কিন্তু "ব্রাহ্ম" হইতে পারা যায় না। ব্রাহ্মগণের উচিত এ বিষয়টীর প্রতি বিশেষ মনযোগ দেওয়া।

পত্রখানি কিছু দীর্ঘ হইল তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। যদি দয়া করিয়া সংশোধনান্তর প্রকাশ করেন আশা করি, মফস্বলের ব্রাহ্মগণের কিছু উপকার হইবে। তাঁহাদেরও চরণ ধরিয়া বলিতেছি, তাঁহারা যেন এই সকল বিষয়ের কোন প্রতীকার করেন।

অনুগত

মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের এক জন ব্রাহ্ম।

সম্বাদ।

অদ্য হইতে আগামী ভাদ্রোৎসব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নামসঙ্কীর্ত্তন হইবে।

সম্প্রতি বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে এক জন খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বাঙ্গালী সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেমন হিন্দু ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রমান্ধকার হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আসিলেন তেমনি ইহাকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম ভাবে যাজন করিতে থাকুন।

কিছু দিন হইল আগরা নগরে একজন ইংরাজ সস্ত্রীক শকটারোহণে ভজনালয়ে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সহিসকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হয়। কিঞ্চিৎ পরে সহিস উপস্থিত হইলে সাহেব তাহাকে এমনি প্রহার করিলেন যে ক্ষণকাল পরে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া সাহেব অনায়াসে উপাসনা করিতে গেলেন।

বিগত ২৬শে শ্রাবণ রবিবার রাঞ্চি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তৎকালে স্থানীয় ব্রাহ্ম ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় এবং একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম বক্তৃতা করেন, পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার কর্ত্তৃক উপাসনা কার্য্য সম্পাদিত হয়। রাখাল বাবু একজন পুরাতন ব্রাহ্ম, বহুদিন পরে তাঁহাকে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজে দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তথাকার অন্যতর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাজগোপাল রায় এবং একাউন্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর দাস ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছে। উপাসনান্তে তিন শত দরিদ্রকে খাদ্য সামগ্রী এবং পঞ্চাশ জনকে নূতন বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে তথাকার বাঙ্গালী মাত্রেই সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, প্রতিষ্ঠা দিবসের উপাসনা কার্য্য সকলের প্রীতিকর হয় নাই, এবং যে প্রাচীন ব্রাহ্মটী বক্তৃতা করেন তাঁহাকে কিছু ব্যাঘাত দেওয়া হইয়াছিল। আমরা ভরসা করি ব্রাহ্মগণ নূতন মন্দিরে নূতন উৎসাহ অনুরাগের সহিত উপাসনাদি করিবেন। অন্তরে ঈশ্বরের গৃহ যত দিন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন কোথাও সুখ শান্তি নাই।

২রা শ্রাবণ রবিবার যোড়পুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে নূতন প্রণালী প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। আমাদের মধ্যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা ইহা দ্বারা অনেকটা বুঝা যাইবে। ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে পারে, তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদারতাও রক্ষিত হইয়াছিল। বিবিধ সামগ্রী দ্বারা সভামণ্ডপ সজ্জিত হইলে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কর্ম্মকর্ত্তা আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপে উপাসনা করেন, পরে অন্যতম শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় এবং শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দিগের দ্বারা কতিপয় শ্লোক পঠিত হয়। শেষ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উদার ও মধুর ভাবে একটী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা তখন পরকাল যেন আমাদের নিকটবর্ত্তী বোধ হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিয়া পরলোকগত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মমতে শ্রাদ্ধ করিলেও প্রতিবাসী ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং আহারাদি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ রীতিতে সামাজিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে হিন্দুদিগের বিরক্তির কোন কারণ থাকে না।

বিগত ১২ই শ্রাবণ ঢাকা নগরে আর একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এল, নিবাস ময়মনসিংহ জেলা, জাতিতে বৈদ্য, ইনি তেজঃপুরে একষ্ট্রা এসিস্টেণ্ট কমিসনরের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্ত, ইনি ঢাকাজেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ রায় গুপ্তের কন্যা, বয়ক্রম প্রায় ষোলো বৎসর। পাত্র পাত্রী উভয়েই সদ্বংশ কুলোদ্ভব। সভাস্থলে প্রায় পাঁচশত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ উপযুক্ত বয়সে এবং অপৌত্তলিক রীতির বিবাহ সর্ব্ববিধায়ে মঙ্গলজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়, গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় বিবাহের পৌরহিত্যাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ১০ নং কলেজ স্কোয়ার হরিওয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই শ্রাবণ শ্রীমধুসূদন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ১৫ সংখ্যা। ১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৭৯৮ শক। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে বিশ্বপালক পরম দয়াবান্ মঙ্গলসঙ্কল্প জগদীশ্বর! কোথায় আমি এই ক্ষুদ্র মনুষ্য ধূলি কণার ন্যায় পাপময় পৃথিবী তলে পড়িয়া আছি, আর কোথায় তুমি বিশাল বিশ্বরাজ্যের অধিবাসী, অনন্ত মহিমার আধার হইয়া পবিত্র প্রেমধামে উজ্জ্বল পুণ্যালোকে বিরাজ করিতেছ, তথাপি কি আশ্চর্য্য তোমার স্বভাব যে তুমি আমাকে অনুগ্রহ না করিয়া থাকিতে পার না। হে পাপহারী বিঘ্নবিনাশন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা! তুমি সাধারণ নিয়মে সকলের সঙ্গে আবার বিশেষ নিয়মে স্বতন্ত্ররূপে আমাকে প্রতিপালন করিতেছ, চিরদিন সঙ্গে করিয়া সত্য ও প্রেমের পথে লইয়া যাইতেছ, তুমি আমার সেই পুরাতন সুহৃদ্, বিপদের বন্ধু আমি তোমাকে প্রণাম করি। কতরূপে এবং কত ভাবেই তুমি ভাল বাসিতে জান! এমন নিঃস্বার্থ প্রীতিও কোথাও দেখি না; এরূপ স্নেহ যত্ন অনুরাগের সহিত, এবং ধৈর্য্য ও নিপুণতার সহিতও কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না। এমনি তোমার ভালবাসিবার রীতি যে প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, "তুমি আমাকে যেমন স্নেহের চক্ষে দেখ এমন আর কাহাকেও দেখ না। আমার সঙ্গে তোমার যেরূপ নিগূঢ় প্রণয় তেমন আর কাহার সঙ্গে নহে।" বাস্তবিক তোমার সঙ্গে যাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় হইয়াছে, যে তোমার প্রেমমুখের মধুর জ্যোতিঃ একবার নিরীক্ষণ করিয়াছে সে এরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু বাহিরে তোমার যে দয়া স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে ইহা কেবল আভাস মাত্র; যেখানে প্রেমের সূর্য্য সেখানে না জানি কতই ভালবাসা অবস্থিতি করে! তোমার কৃপা যাহা আমরা বুঝিতে পারি তাহা অপেক্ষা কতগুণে অধিক কৃপা তোমার আছে তাহা কে জানে? কে আমাকে অধিক ভাল বাসে যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব, দয়াময় ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। যেরূপ গভীর তোমার প্রেম হে প্রেমময় দয়াসিন্ধু ঈশ্বর! জগতের কল্যাণকর নিয়ম দ্বারা সে প্রেম অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি কত ভাল বাসিতে পার তাহা অল্পবিশ্বাসী হইয়া আমিই বা কিরূপে বুঝিব? আমি যদি ভাল হইতাম, তোমার পথে স্থিরভাবে থাকিতে পারিতাম, যদি ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত তোমার প্রদর্শিত বিধি পালন করিতাম তাহা হইলে

এত দিন আরও তোমার কত দয়া সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতাম। বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমাকে না হইলে আমার দিন চলে না, জীবন রক্ষা পায় না, তথাপি আমি তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিতে চাহি না; কিন্তু তোমার কোন অভাব নাই, প্রয়োজন নাই, আমার ন্যায় নির্গুণ জীবের থাকা না থাকার উপর তোমার কিছুই নির্ভর করে না, তথাপি তুমি আমাকে সুখী করিবার জন্য কত যত্ন এবং অনুগ্রহ করিতেছ। হে পরম হিতৈষী পাপীর পরমবন্ধু ঈশ্বর! তোমার অপরাজিত প্রেম স্মরণ করিয়া আমি তোমাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার নমস্কার করি।

পুরাতন অভ্যাস এবং নূতন প্রতিজ্ঞা।

অভ্যাস ও স্বাধীনতা এই দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তি দ্বারা মনুষ্য জীবন সংসার ও দেবলোকে বিচরণ করে। যাঁহারা অধিক বয়স্ক, উৎসাহ বীর্য্যবিহীন, আহার বিহার নিদ্রাতেই যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হয় তাঁহারা অভ্যাসের দাস হইয়া যন্ত্রবৎ চলিয়া যাইতেছেন। এ প্রকার জীবনে কোন সংগ্রাম নাই, সুতরাং উন্নতিও নাই; তাহা কেবল সন্দেহ নিরাশা ভয় ভাবনা এবং দুশ্চিন্তা অবিশ্বাসের আলয়। জনসমাজের প্রচলিত রীতি পদ্ধতি, আপনার পুরাতন সংস্কার ও অভ্যাসের প্রতিকূলে এক পদ অগ্রসর হইবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই; ইঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তির স্রোতঃ ইহ জীবনের মত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা জীবিত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা ও উদ্যমের সহিত অনন্ত জীবনের পথে ধাবিত হইবার জন্য বল প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারাও পুরাতন প্রকৃতিকে সহজে পরাভব করিতে পারিতেছেন না। স্বভাবের গতি যেমন অপ্রতিহত, অভ্যাসের বলবিক্রমও তেমনি দুরতিক্রমণীয়; যে বিষয়ে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন তাহার প্রভাবকে তিনি বহু আয়াস ব্যতীত পরাজয় করিতে পারেন না। ইচ্ছার বল কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ, কিন্তু বহু পরিমাণে অভ্যাসপরতন্ত্র। অভ্যাসপরতন্ত্রা ইচ্ছা আপনাপনি অধিকাংশ কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার ভাবরাশিকে উৎপাদন করিতেছে, আবার কখন বা আপনাপনি প্রশমিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। উপাসনা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সাধুসঙ্গ গুণে যখন অন্তরে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হয়, সাধুভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তখন আমরা মনে মনে কতই প্রতিজ্ঞা করি। ভবিষ্যতে আর এভাবে জীবন কর্ত্তন করিব না, ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিব, প্রলোভনে মুগ্ধ হইব না, অদ্য হইতে নব উদ্যমের সহিত সর্ব্বদা সতর্কভাবে চলিব, এইরূপ উচ্চ অভিলাষ তখন মনে উদয় হয়। কিন্তু ইহা শুনিয়া পুরাতন প্রকৃতি গোপনে বসিয়া হাস্য করে, এবং বলে, "তোমার এ উৎসাহ আশা ভরসা কতক্ষণ থাকে তাহা দেখিব। আমি তোমাকে এতকাল পোষণ করিলাম, এখন তুমি ক্ষণকালের জন্য ভজনালয়ে আসিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধু হইবে বলিয়া আশা করিতেছ? চল সংসারে, দেখিব তুমি কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন কর।" তুমিও উপাসনান্তে সাধুমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবেশ করিলে, বিষয়ী মনুষ্যদিগের সঙ্গে মিলিত হইলে, পবিত্রাত্মার প্রভাবও অজ্ঞাতসারে ক্ষয় পাইতে লাগিল, কিছু কাল পরে যে তুমি সেই তুমিই থাকিয়া গেলে। তখন সংসারকে অনিত্য, বিষয়সুখকে কল্পনা বলিবে, কি প্রার্থনা উপাসনা সাধুসহবাসের আনন্দকে স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিবে, তাহা ভাবিয়া তুমি মীমাংসা করিতে পারিবে না। বহু দিন যদি এইরূপ চঞ্চলতা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাক তবে নিশ্চয়ই শেষোক্ত বিষয়কে মনো-

বিকার ও কল্পনা বলিয়া প্রতীত হইবে। বিশেষ সময়ের জন্য সাধু হইতে ইচ্ছা করিলে কি হইতে পারে? পাপের নিকট পূর্ব্বে যে ঋণ করা হইয়াছে, অভ্যাসের নিকট যে দাসত্ব পত্র লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অগ্রে মুক্ত না হইলে তাহারা আমাকে ছাড়িবে কেন? আমিত বলি পাপ পরিত্যাগ করি, কিন্তু সে আমাকে পরিত্যাগ করে কৈ? যাও কোথা? এই বলিয়া সে আমাকে পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণ করিতেছে। আমরা সকল সময় দেখিতে পাই আর না পাই, অভ্যাস দৃঢ় নিগড়ে আমাদের জীবন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; উপাসনা আরাধনায় হৃদয়ে যে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়, বীরের নিকট বালকের বিক্রমের ন্যায় তাহা হাস্যজনক এবং কৌতুকাবহ। এইমাত্র তুমি দেবমন্দির হইতে ব্রহ্মসহবাসের পবিত্র তেজে তেজস্মান্ হইয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে বাহির হইয়া আসিলে, কোন প্রলোভনের সম্মুখে পতিত হয় নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন কুচিন্তাকে মনে স্থান দাও নাই, তথাপি তুমি দেখিতে পাইবে যে, আপনা হইতে কুঅভ্যাস রূপ বায়ু বেগে অন্তরাকাশে পাপের স্ফুলিঙ্গ সকল উড্ডীন হইতেছে। যদি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ব্রহ্মচিন্তারূপ পবিত্র সলিলে নির্ব্বাণ করিতে পার তবেই মঙ্গল, নতুবা সেই অগ্নিকণা সকল তোমার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। আবার ইহার সঙ্গে যদি আসক্তির কিছু যোগ থাকে তবে আরও অন্তর জ্বালা উপস্থিত হইবে। অভ্যাস এমনই ভয়ানক প্রভাবশালী, এই জন্য ইহা দ্বিতীয় স্বভাব নামে সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে। পুরাতন কুঅভ্যাস ধর্ম্মপথের কি মহা শত্রু, এবং ইহার আধিপত্য জীবনে কত প্রবল তাহা সরলচিত্ত ব্রহ্মসাধক মাত্রেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। যিনি ইহাকে ভালরূপে চিনিয়াছেন, তিনি সাময়িক উৎসাহে, কিম্বা উপাসনালয়ের ক্ষণিক মধুর ভাবের উপর উন্নতির আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু এইরূপ সাময়িক উৎসাহ আশা ব্যতীত দুর্ব্বল সাধকের আর অন্য গতিও নাই। এই দিকে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা এবং ব্যাকুলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, পুরাতন কুঅভ্যাসের স্থানে নূতন সাধুভাব আনিতে হইবে, এবং স্বাধীনতার বল কিছু কালের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এতদ্দারা যদি পাপস্রোতঃ অবরুদ্ধ হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সাধনের প্রতি যথাসাধ্য ভক্তি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তবে নিশ্চয়ই পুরাতন প্রকৃতি দুর্ব্বল হইয়া ধর্ম্মজীবন সবল হইয়া উঠিবে। অতএব কুঅভ্যাস সকল যাহাতে শীঘ্র তিরোহিত হয় এবং তাহাদের প্রতি যথোচিত ঘৃণা জন্মে তজ্জন্য সকলে যত্নবান্ হউন। এ বিষয়ে দৃঢ়তা অধ্যবসায় এবং ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মে অচিরে পরম শ্রেয়ঃলাভ হইবে।

জীবের স্বাধীনতা এবং ব্রহ্মের ঐকান্তিক শক্তি।

মনুষ্যের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ যদি ঈশ্বর হইলেন, তাঁহা হইতেই যদি সমুদায় বল বুদ্ধি বিবেচনা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা প্রভৃত হইল তবে আর তাহাকে স্বাধীন কিরূপে বলা যাইতে পারে? এ ভাবে দেখিলে এ প্রশ্নের যথার্থ তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় না। যিনি সকলের মূলাধার, আদি শক্তি, তিনি সর্ব্বোপরি অধিপতি হইয়াও মনুষ্যকে সদসৎ, ন্যায় অন্যায় বোধ শক্তির সহিত স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করিয়া জীবশ্রেষ্ঠরূপে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে তাহাকে তিনি পরিত্রাণের পথে আনয়ন করেন। তিনি যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পরিপূর্ণ স্বভাব করিয়া কাহাকেও সৃজন করেন নাই, তেমনি সংস্কারাধীন জন্তুর ন্যায় কিম্বা অন্ধশক্তির দাস জড় উদ্ভিজ্জের ন্যায়ও কাহাকে সৃজন করেন নাই। চেষ্টাশীল কর্ত্তব্যজ্ঞানপরায়ণ মনুষ্য আপনার পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিবে, অবশিষ্ট যাহা তাহা দ্বারা সম্পন্ন হয় না তাহা

ঈশ্বর স্বয়ং করিয়া লইবেন ইহাই ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম। মনুষ্যের চেষ্টার মূলেও অবশ্য তাঁহার শক্তি আছে, এবং সকল কার্য্যেই তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই শক্তি প্রথমে পরিচালিত করিবার জন্য মনুষ্য নিজে দায়ী, যেহেতু তাহাকে তৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এই স্বাধীনতা এবং অধীনতার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করির।

যেমন কোন এক গৃহস্থ স্বীয় পুষ্করিণীতে মৎস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ্ড সকল ছাড়িয়া দিল, তাহারা কালক্রমে বৃহৎ মৎস্য হইয়া ঐ পুষ্করিণীর জলে স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল। গৃহস্থ মনে করিলে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে জালে বদ্ধ করিয়া ধরিতে পারে, কিন্তু তাহা সে করিল না। সে তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া বিবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা এক স্থানে চার করিয়া বড়শিতে টোপ গাঁথিয়া ছিপ ফেলিল। টোপ ফেলিয়া বসিয়া আছে, স্বাধীন মৎস্যগণ তাহা খাইতেও পারে নাও খাইতে পারে। কেহ দুই চারিবার ঠোকর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে ফাতা ডুবিল না; কেহ এমন ঠোকর দিল যে ফাতা ডুবিল, কিন্তু বিদ্ধ হইয়াও হইল না; কেহ সেই টোপের আস্বাদন পাইয়া এমনই প্রলুব্ধ হইল যে আর তাহা ছাড়িতে পারিল না, সুতরাং দৃঢ়রূপে বড়শিতে বিদ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে যখন সে লোলুপ হইয়া স্বাধীনতা ছাড়িয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া টোপশুদ্ধ বড়শি গ্রাস করে তখন গৃহস্বামী তাহাকে আহ্লাদের সহিত খেলাইয়া কিনারায় তোলে, এবং বাটী লইয়া গিয়া সবান্ধবে সুখে ভোজন করে। এই জন্য কথিত হইয়াছে, ভক্তগণ বড়শিবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় দয়াময় ঈশ্বরকে ধরাসেন। তিনি এই সংসার পুষ্করিণীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে চার ফেলিয়া বসিয়া থাকেন। সাধু ও ভক্তগণ তাঁহার চার, নূতন নূতন বিধান তাঁহার টোপ, আর তিনি নিজেই বড়শি। এই চারের এমনি সুঘ্রাণ যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে ইহাতে অনেক মৎস্য ধরা পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে মৎস্যরূপী মানবগণের ঘ্রাণশক্তি নাস্তিকতার দুর্গন্ধে বিকৃত হইয়া গিয়াছে সেই জন্য চারের মধ্যে তাহারা আসে না কিংবা জলজন্তুর ভয়েও অনেকের না আসিবার কারণ। কতকগুলিন আসিয়া টোপে ঠোকর মারিয়া চলিয়া যায়, কেহ কেহ টোপশুদ্ধ বড়শি আহার করিয়া পুনরায় উদ্গীরণ করিয়া ফেলে, কিন্তু বড়শির আঘাতে তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আর কতকগুলি আছে তাহারা একেবারে বড়শি উদরস্থ করে, আর পলাইতে পারে না, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প।

পরমহংস রামকৃষ্ণ বলেন, যেমন জমিদার আর নায়েব তেমনি স্বাধীনতা আর অধীনতা। নায়েব যত দিন মফস্বলে থাকেন তত দিন দুঃখী প্রজাদিগের রক্ত শোষণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। যাহার গৃহে যে কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী জন্মিবে তাহা বিনামূল্যে নায়েব মহাশয়ের উদরস্থ হইবে। স্বাধীনতার রাজ্য যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই তিনি করেন। কিন্তু যখন তিনি জমিদার সমীপে কার্য্যের নিকাশ দিতে আসেন তখন তিনি তাঁহার (মনিবের) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। মনিব যদি পূজা অর্চনা দান ধ্যান করেন, তিনিও পূজা অর্চনা দান, ধ্যান করিয়া থাকেন। কোন প্রজা যদি (অন্ততঃ দেখাইবার জন্য) তখন তাঁহার নিকটে আসিয়া কিছু প্রার্থনা করে তিনি অমনি বলেন, আমাকে আর কেন? মনিব মহাশয়ের নিকট গমন কর। এখানে নায়েব মহাশয় জমিদারের সম্পূর্ণ অধীন ও তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত। স্বাধীনতা যখন ইতর লোকদিগের মধ্যে থাকে অর্থাৎ স্বাধীন মন যখন প্রবৃত্তিদিগের সঙ্গে বাস করে, তখন সে কুসংসর্গে ছোট লোক হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যখন আসে তখন ভদ্র লোক হয়। আমরা এইরূপ স্বাধীন নায়েবের ন্যায় প্রবৃত্তির সঙ্গে মফস্বলে গিয়া যথেচ্ছাচারী হই; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, কিন্তু জমিদারের নিকট যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ তাঁহার অধীনতা করি। এই অধীন স্বাধীনতাই প্রার্থনীয়; এবং ইহাকেই স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীন স্বাধীনতা যাহার প্রিয় সে প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া অসুরের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর আপনার মধুময় স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লোকের স্বাধীনতা ক্রয় করেন, কিন্তু তিনি কদাপি বলপূর্ব্বক অবৈধরূপে কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত করেন না। যে তাঁহাকে চিনিয়াছে

সে আপনার হাতে আর জীবনের ভার রাখিতে চাহে না, সেই বিশ্বস্ত বন্ধু দয়াময়ের হস্তে সর্ব্বস্ব অর্পণ করত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়। ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা, এবং এই খানেই জীব ব্রহ্ম উভয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং মিলন অবস্থিতি করিতেছে।

দরবেশ চরিত্র।

আবু ওসমান নামক দরবেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাঁহাকে পরীক্ষা করাই নিমন্ত্রণ কারীর উদ্দেশ্য ছিল। যখন আবু ওসমান নিমন্ত্রেতার দ্বারেতে উপনীত হইলেন, তখন সে তাঁহাকে ভিতরে যাইতে দিল না এবং বলিল এই ক্ষণ আর ভোজনের কিছুই অবশিষ্ট নাই। তিনি ইহা শুনিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কতক দূর পথ চলিয়া গেলে আবার সেই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া নিল। পুনরায় যখন তিনি দ্বারে উপনীত হইলেন তখন, আবার তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না ও আর কিছুই অবশিষ্ট নাই চলিয়া যাও বলিল। এই প্রকার কয়েক বার তাঁহাকে আহ্বান করিল ও পুনর্ব্বার দ্বার হইতে বিদায় করিয়া দিল। পরিশেষে নিবেদন করিল "আর্য্য! আমি আপনাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম, এইক্ষণ দেখিলাম যে আপনার চরিত্র অত্যন্ত প্রশংসনীয়।" তিনি বলিলেন "এই যাহা তুমি দেখিলে ইহাতো কুকুরের স্বভাব. কুকুরকে ডাকিলে দৌড়িয়া আসে, তাড়াইয়া দিলে পলাইয়া যায়।"

হজরত আলি এবনমুণা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। নেশাপুরে তাঁহার আলয়ের নিকটে এক হম্মাম (স্নানাগার) ছিল, তিনি যখন হম্মামে যাইতেন, তখন হম্মাম হইতে অন্য লোক বাহির করিয়া দেওয়া হইত। এক দিন তিনি হম্মামে গিয়াছেন, তখন হম্মামের অধ্যক্ষ অন্য মনস্ক ছিল। এমত সময়ে এক জন উদ্ধত প্রকৃতি পুরুষ হম্মামে আসিয়া প্রবেশ করিল সে হজরত আলিকে দেখিয়া মনে করিল যে এ এক জন হম্মামের হিন্দুস্থানী ভৃত্য। সে তাঁহাকে আদেশ করিতে লাগিল উঠ,হস্ত প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন কর্। তিনি জল আনিয়া দিলেন। পুনর্ব্বার বলিল হস্ত মার্জ্জনের জন্য মৃত্তিকা আনয়ন কর্। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাও আনিয়া দিলেন। এই প্রকার সে যে যে কার্য্যের নিমিত্ত আদেশ করিতেছিল, তিনি করিতেছিলেন। পরে হম্মামের অধ্যক্ষ এই বিবরণ জানিতে পাইয়া লজ্জা ও ভয়ে পলাইয়া গেল। সেই মহাত্মা যখন হম্মাম হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে সকলে বলিল আপনার অপমান হইয়াছে বলিয়া হম্মামের অধ্যক্ষ ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিলেন তাহাকে বল যেন পলায়ন না করে, তাহার কোন অপরাধ নাই। আমার বর্ণ কাল তাহারই জন্য এরূপ হইয়াছে।

ফকির আহনফকে কেহ গালি দিতে দিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। তিনি নীরব ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীর নিকটে পহুছিলেন, তখন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "ভাই! যদি আরও কিছু গালি অবশিষ্ট থাকে, এখানেই শেষ করিয়া লও, আমার আত্মীয়ের বাড়ী নিকটে, তিনি জানিতে পাইলে তোমাকে আক্রমণ করিবেন। আর গালি দিতে পারিবে না।

মহাত্মা আবিস করণি যখন কোথায় যাইতেন তখন পাগল বলিয়া বালকেরা তাঁহাকে প্রস্তর মারিত। মার খাইয়া আবিস করণি বলিতেন "শিশুগণ! ছোট ছোট পাথর মারিও আমার পা ভাঙ্গিয়া গেলে আমি নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারিব না।"

ফকিরমালক এবনদিনারকে কোন স্ত্রীলোক কপটী বলিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন ভদ্রে! বসোরার লোকেরা আমার যথার্থ নাম লোপ করিয়াছিল, তুমি তাহা অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধার করিলে।

আবদল্লা দরাজি নামক এক জন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহা দ্বারা কাপড় সেলাই করিত এবং সর্ব্বদাই কৃত্রিম মুদ্রা পারিশ্রমিক দিত, তিনি তাহা জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করিতেন। এক দিন তিনি ছিলেন না, তাঁহার সহকারী কৃত্রিম টাকা গ্রহণ করিল না। তিনি আসিয়া এই কথা শ্রবণ করিয়া সহকারীকে অনুযোগ করিলেন "তুমি কেন টাকা ফেরত দিলে, অনেক বৎসর হইতে সে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতেছে, এই মুদ্রা দ্বারা সে অন্য মুসলমানকে পাছে ঠকাইবে ভাবিয়া আমিই স্বয়ং গ্রহণ করিতেছিলাম।"

একদা ওমর পীড়িত ছিলেন। তখন তাঁহার ভাজা মৎস্য খাইবার ইচ্ছা হয়। হজরত নাফা বলেন যে সেই সময়ে মদিনাতে মৎস্য অত্যন্ত দুর্ঘট ছিল। অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর কিছু মৎস্য তাঁহার জন্য ক্রয় করিয়া আনয়ন করি। উহা ভাজা করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত করিলে এক জন ভিক্ষুক উপনীত হয়, তখন ওমর বলেন এই মৎস্য ভিক্ষুককে দেও। আমি বলিলাম তোমার মৎস্য খাইবার অভিলাষ হইয়াছিল, আমি বহু অনুসন্ধানে ইহা আনিয়াছি, ইহা থাকুক, ভিক্ষুককে আমি মৎস্যের মূল্য দান করিতেছি। তিনি বলিলেন,না মৎস্যই দেও। আমি অগত্যা মৎস্যই ভিক্ষুককে দিলাম এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া মূল্য দিয়া তাহা হইতে মৎস্য ফেরত লইয়া আসিলাম এবং ওমরকে বলিলাম আমি ভিক্ষুককে মৎস্যের মূল্য দান করিয়াছি। ওমর বলিলেন "এই মৎস্য ও তাহাকে দান কর মূল্য যাহা দিয়াছ পুনর্গ্রহণ করিও না। মহাত্মা মহাম্মদ বলিয়াছেন যে বস্তুর প্রতি যাহার লোভ হয়,সে যদি সেই বস্তু ঈশ্বর উদ্দেশে দান করে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।"

আবু হনিকা বলিয়াছেন যে যখন আমি দাউদ তায়ির

দ্বারে উপনীত হইলাম, তখন এই ধ্বনি কর্ণগোচর হইল যে তুমি একবার গাজর চাহিয়া ছিলে তাহা আমি তোমাকে দিয়াছি, এইক্ষণ খোরমা দাও ইহা কখন খাইতে পাইবে না।" পরে আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি তাঁহার নিকটে অন্য কেহ নাই। তিনি আপনা আপনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

আক্‌সির হেদায়ত ॥

ব্রাহ্ম বিবাহ প্রণালী।

কন্যাকর্ত্তা আসনাদুত্থায় সভোপগতান্ সর্ব্বান্ নিবেদয়েৎ।—মম কন্যায়াঃ শুভবিবাহকর্ম্মণি ভবতামনুমতি মর্থয়ে।

কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন করিবেন।—আমার কন্যার শুভ বিবাহ কর্ম্মে আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করি।

সর্ব্বে—অনুমতমেতদস্মাকং।

সকলে—আমরা অনুমতি করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—গন্ধমাল্যং গৃহীত্বা—ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

কন্যাকর্ত্তা—পুষ্পমালা ও গন্ধদ্রব্য লইয়া এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন।

জামাতা—অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্নামি।

বর—অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—পরিচ্ছদং গৃহীত্বা—এষ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

কন্যাকর্ত্তা—পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া—এই পরিচ্ছদ আপনি গ্রহণ করুন্।

জামাতা—পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্নামি।

বর—পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—অঙ্গুরীয়কং গৃহীত্বা—ইদমঙ্গুরীয়কং প্রতিগৃহ্যতাং।

কন্যাকর্ত্তা—অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া—এই অঙ্গুরীয় আপনি গ্রহণ করুন্।

জামাতা—অঙ্গুরীয়কং প্রতিগৃহ্নামি।

বর—অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলাম।

আচার্য্যো বর মুদ্দিশ্য—শ্রীমন্নমুক! কিন্ত্বং শ্রীমতীং অমুকীং পত্নীত্বেন গ্রহীতুং কৃতসঙ্কল্পোঽসি?

আচার্য্য—বরের প্রতি—শ্রীমান্ অমুক তুমি কি অমুকীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ।

বরঃ—কৃতসঙ্কল্পোঽস্মি।

বর—কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি।

আচার্য্যঃ—কন্যামুদ্দিশ্য শ্রীমতি অমুকি! কিন্ত্বং শ্রীমন্তং অমুকং পতিত্বেন বরিতুং কৃতসংকল্পাসি?

আচার্য্য—কন্যার প্রতি শ্রীমতি অমুকি! তুমি কি এই শ্রীমান্ অমুককে পতিত্বে বরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ?

কন্যা—কৃতসঙ্কল্পাস্মি।

কন্যা—কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

ততো বরমন্তঃপুরং নীত্বা কন্যাকর্ত্রী—গন্ধপুষ্পমালাং গৃহীত্বা—ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

তদনন্তর বরকে অন্তঃপুরে লইয়া কন্যা কর্ত্রী গন্ধপুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া—এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন।

জামাতা—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

বর—অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

ততো রাজবিধ্যানুসারেণ রাজকর্ম্মচারিণা লিপিনিবন্ধনং।

তদনন্তর রাজবিধি অনুসারে রেজেষ্টরি।

সম্প্রদানং।

তদনন্তরং যথাপূর্ব্ব মাসনগতং বরমুদ্দিশ্য।—কন্যাকর্ত্তা—অদ্য অমুক শকাব্দে অমুকে মাসি অমুক দিবসে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক বাসরে সর্ব্বসাক্ষিণঃ পরমেশ্বরস্য পবিত্রসন্নিধানে মম কন্যায়াঃ শ্রীমত্যা অমুক্যা ভারং অমুকস্য পৌত্রায় অমুকস্য পুত্রায় ব্রহ্মপরায়ণায় ব্রাহ্মায় শ্রীমতে অমুকায় ভবতেঽহং সম্প্রদদে, প্রতিগৃহ্যতাময়ং ভবতা।

পূর্ব্ববৎ আসনে উপবিষ্ট বরকে কন্যাকর্ত্তা—অদ্য অমুক শকাব্দে অমুক মাসে অমুক দিবসে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে অমুক বাসরে সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমার কন্যা শ্রীমতী অমুকীর ভার অমুকের পৌত্র অমুকের পুত্র ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম শ্রীমান্ অমুকের হস্তে সম্প্রদান করিলাম তিনি ইহা গ্রহণ করুন্।

বরঃ—সর্ব্বসাক্ষিণঃ পরমেশ্বরস্য পবিত্রসন্নিধানে অমুকস্য পৌত্র্যা অমুকস্য পুত্র্যা শ্রীমত্যাঃ অমুকীদেব্যা ভারং প্রতিগৃহ্নামি। স্বস্তি।

বর—সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমি অমুকের পৌত্রী অমুকের পুত্রী শ্রীমতী অমুকী দেবীর ভার গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

ততো জামাতুর্দক্ষিণহস্তং কন্যায়া দক্ষিণহস্তোপরি নিধায় পুষ্পমালয়া বধ্নীয়াৎ।

অনন্তর জামাতার দক্ষিণ হস্ত কন্যার দক্ষিণ হস্তের উপরি স্থাপন করিয়া পুষ্পমালা দ্বারা বন্ধন করিবে।

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা।

বরঃ—পবিত্রপরমেশ্বরং সাক্ষীকৃত্য ত্বয়াহমদ্যোদ্বাহশৃঙ্খলেনাবদ্ধঃ। সম্পদি বিপদি সুখে দুঃখে সুস্থতায়ামসুস্থতায়াঞ্চ তব মঙ্গলসাধনে যাবজ্জীবমহং যত্নবানস্মি। ধর্ম্মেণার্থেন ভোগেনাহং ত্বামতিচরিষ্যামি।

বর—আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তোমার সহিত অদ্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম। সম্পদ বিপদে সুখ দুঃখে সুস্থতা অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি

যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব। ধর্ম্মেতে অর্থেতে ভোগেতে আমি তোমাকে অতিক্রম করিব না।

কন্যা—পবিত্রপরমেশ্বরং সাক্ষীকৃত্য ত্বয়াহমদ্যোদ্বাহ-শৃঙ্খলেনাবদ্ধা। সম্পদি বিপদি সুখে দুঃখে সুস্থতায়ামসুস্থ-তায়াঞ্চ তব মঙ্গলসাধনে যাবজ্জীবমহং যত্নবত্যস্মি। ধর্ম্মে-ণার্থেন ভোগেনাহং ত্বামতিচরিষ্যামি।

কন্যা—আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তোমার সহিত অদ্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম। সম্পদ বিপদে সুখ দুঃখে সুস্থতা অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব। ধর্ম্মেতে অর্থেতে ভোগেতে আমি তোমাকে অতিক্রম করিব না।

বরঃ—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব, যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, য এতে হৃদয়ে নৌ স্যাং ত উভে পরমেশিতুঃ।

বর—আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

কন্যা—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব, যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, য এতে হৃদয়ে নৌ স্যাং ত উভে পরমে-শিতুঃ।

কন্যা—আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

প্রার্থনা।

বরঃ—হে পরমেশ্বর! উদ্বাহব্রতপালনে ত্বং মে সহায়ো ভব।

বর—হে পরমেশ্বর! উদ্বাহ ব্রত পালনে তুমি আমার সহায় হও।

কন্যা—হে পরমেশ্বর! উদ্বাহব্রতপালনে ত্বং মে সহায়ো-ভব।

কন্যা—হে পরমেশ্বর! উদ্বাহব্রতপালনে তুমি আমার সহায় হও।

উপদেশ।

আচার্য্যেণ বেদ্যা এব মুপদেষ্টব্যৌ দম্পতী—অদ্য মঙ্গল-স্বরূপপরমেশ্বরস্য প্রসাদাৎ তৎপবিত্রসন্নিধানে যুবা মুদ্বাহ-শৃঙ্খলেনাবদ্ধৌ। এতাবদ্দিবসং স্বস্বোন্নতিং প্রত্যাবদ্ধদৃষ্টী যুবামেকাকিনৌ জীবনপথে ব্যচরতং। অধুনা যুবয়ো রন্যোন্যসম্বন্ধজনিতো ভারো গুরুতরঃ করে বিন্যস্তঃ। অস্য সংসারস্য নূতনসোপানে যুবাং পদান্যাদধাথে। সাবধানেনাগ্রেসর্ত্তব্যং। অস্যচ পন্থানোঽতিদুর্গমাঃ; বহুলান্যস্য প্রলোভনানি, বিঘ্নবিপত্তয়শ্চাস্য যুবাং প্রতীক্ষন্তে। এবং সাবহিততয়া ভবিতব্যং যৎ সংসারমোহপাশেন জড়িতৌ মা ভবিষ্যথাং, যদস্য সুখসম্পদা সর্ব্বসুখদাতারং মা বিস্মরেথাং। সর্ব্বথা সত্যস্বরূপে ভারং নিধায় অন্যোন্যোন্নতিসাধনে সুখবর্দ্ধনে চ যত্নশীলৌ ভবেথাং। সর্ব্বং গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরস্যৈব প্রিয়কার্য্যমিতি বুদ্ধ্যা সাধয়েথাং। ব্রাহ্মধর্ম্মস্যৈষ মহানুপ-দেশঃ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূকতয়া রক্ষিতব্যঃ—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" যুবয়ো র্যৎকিঞ্চন তৎ সর্ব্বং তস্মিন্নর্পয়েথাং, সএব যুবাং পাপতাপাদুদ্ধরিষ্যতি।

বরং প্রতি। শ্রীমন্নমুক! নিয়তং ত্বং পত্ন্যা মঙ্গলসাধনে সযত্নমাসাথাং। অদ্য তে করে জগদীশ্বরেণ ভারো গুরু-তরো বিন্যস্তঃ। সংযতেন্দ্রিয়। সৎকর্ম্মশীলঃ সাংসারিক সর্ব্বাবস্থায়াং শান্তচিত্তো ভবেথাঃ। যথা স্বাত্মানং রক্ষিতুমুন্ন-ময়িতুং যতেথাঃ, তথা স্বীয়পত্ন্যা আত্মানমপি পবিত্রধর্ম্মপথে উন্নময়িতুং যত্নমাতিষ্ঠেথাঃ। উপদেশেন দৃষ্টান্তেন চ সাংসারিক-শুভকর্ম্মাণি নিয়তং তাং প্রবর্ত্তয়েথাঃ, যতঃ সা সত্যপথে ধর্ম্ম-পথে মঙ্গলপথে তেঽনুগামিনী ভবেৎ।

কন্যাং প্রতি। শ্রীমতি অমুকি! যেন চ তে পত্যুর্মঙ্গলং ভবেৎ, তদেব কায়েন মনসা বাচা কুর্ব্বীথাঃ। একান্তমনসা তমেব তে নির্ভরস্থানং কুরু। তব হিতার্থং যদেবহি তেনা-দিশ্যতে, তৎপ্রতিপালয়স্ব। পতিপ্রাণা সদাচারা ভব। অপরি-মিতব্যয়ং কেনাপি সহ কলহবিবাদঞ্চ মাকৃথাঃ। নিয়তং মনোবাক্কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিং সংরক্ষ্য পতিসহায়াত্মোন্নতিসাধনে সযত্নমাস্স্ব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা।

আচার্য্যঃ।—মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! ইমৌ দম্পতী সত্যপথে মঙ্গলপথে হপ্রসারয়তু।

আচার্য্য বেদি হইতে দম্পতিকে উপদেশ দিবেন যথা—অদ্য মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নি-ধানে তোমরা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের নূতন সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথ অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি, ইহার বিঘ্ন বিপত্তি তোমাদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ সম্পদে সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমাদিগের যাহা

কিছু সকলই তাঁহাতে সমর্পণ কর, তিনি তোমাদিগকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

বরের প্রতি। শ্রীমন্ অমুক তুমি নিরত তোমার পত্নীর মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্মপথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন।

কন্যার প্রতি। শ্রীমতি অমুকি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবেনা। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে, এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনা।

আচার্য্য।—মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর এই দম্পতীকে সত্যপথে অগ্রসর করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৯ শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

ব্রহ্মদর্শন।

পুষ্প যেমন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে যেমন ক্রমে ক্রমে চারিদিক্ আমোদিত করে, ব্রহ্মদর্শন রূপ পুষ্পও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ দ্বারা চারিদিক আমোদিত করে। মনুষ্য যখন প্রথম ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করে তাহা অতি সামান্য ব্যাপার। প্রথমে জগৎ কৌশল দেখিয়া মনুষ্য বিশ্বাস করে ইহার অবশ্যই এক জন জ্ঞানময়, মঙ্গলময় নিয়ন্তা আছেন। এই অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন হইল কে বলিবে? যতবার সেই চন্দ্র সূর্য্য, এবং ধন ধানের প্রতি বিশ্বাস নেত্র পতিত হয়, ততবারই জড়রাজ্যে ঈশ্বরের দয়ার চিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের মন সহজে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এই প্রকার বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে যে দূরতা রহিয়াছে অনেক পরিমাণে তাহা বিনষ্ট হয় সত্য; কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে তাঁহার হৃদয় বহু দূরে থাকে। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি প্রাতঃকালের মত অতি অল্প আলোক দর্শন করেন। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিত না যে ঈশ্বর আছেন,ঈশ্বর বারম্বার ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা, তিনি আছেন ইহার সাক্ষ্য দিয়া সেই অচেতন ব্যক্তিকে চেতন করিয়া দিলেন। ঈশ্বর আছেন, এই সত্য-পুষ্প তাহার অন্তরে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা বলিলে হইল না, তাঁহার জ্ঞান, দয়া, পুণ্য আছে, এ সকল কথা বলিলেও পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ইহা দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইল, এবং হৃদয়েরও অনেক গুলি ভাব তৃপ্ত হইল; কিন্তু তথাপি আত্মার অনেক গুলি শক্তি অলস রহিল, তাহারা কার্য্য করিতে পারিল না বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে, পূর্ণ বিশ্বাসের উদয় হয় না। যখন আত্মা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন, সে তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। তখন তিনি "তুমিরূপে" পরিণত হন। সাধক যখন বলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন তুমি অন্তর্যামী হইয়া জানিতেছ, তাঁহার সেই "তুমি" তথাপি দূরস্থ। তখনও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ ঘনিষ্টতা হয় নাই। অল্প বিশ্বাস থাকাতে তখনও ঈশ্বরকে দূরস্থ মনে হইতে থাকে। যতক্ষণ ঈশ্বর "তিনি" ছিলেন ততক্ষণ কৌশলপূর্ণ জড় জগতের সাহায্যে, কিম্বা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন দ্বারা বিশ্বাসকে সতেজঃ করিতে হইয়াছিল। জড়বাদীরা জড়ের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে। ক্রমাগত চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, পুষ্পলতা, জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, এবং নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্র একবাক্য হইয়া ঈশ্বরের সত্তার সাক্ষ্য না দিলে তাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। এই জন্য মনুষ্য উন্মীলিত নেত্রে সর্ব্বদা তাকাইতেছে যে, জড়রাজ্যে ঈশ্বরের সত্তার কত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট জড় বস্তুর সাক্ষ্যের আবশ্যক, কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী সাধক চিরকাল জড়ের মধ্যদিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন না। প্রতিবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু নদীর হস্ত দিয়া তাহা প্রেরণ করিতে হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত পথিক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে ইচ্ছা করিল। যদিও আবেদন পত্র সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের হস্তে দিই নাই, কিন্তু প্রকৃতির হস্তে দিয়াছি, জড় জগতের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রেরণ করিয়াছি, জগৎ যদি মিথ্যা হয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না, সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিল কি না এখনও সম্বাদ আসে নাই, সাধকের মনে কদাচ

এ সকল চিন্তা সহ্য হয় না। প্রকৃত সাধক এই চান যে, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংলগ্ন হইবে। প্রেমরজ্জু দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হইবে। তাঁহার মন স্বভাবতঃই ঈশ্বরের সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবধান বিনাশ করিয়া নিগূঢ় ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়। বাল্যকালে, শিশু আত্মার বিশ্বাস, জ্ঞান জড় জগৎ উদ্দীপন করিয়াছিল। সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর প্রথমাবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য অথবা জড় জগতের যে কার্য্য ছিল তাহা শেষ হইল, কিন্তু এখন সেই আত্মা এই চায়, চন্দ্র সূর্য্য থাকুক আর না থাকুক ইহাদের ঈশ্বর আমার নিকট আছেন। সূর্য্য যদি অন্ধকার হয়, বিজ্ঞান যদি মূর্খতা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চক্ষু নিমীলিত করিলে "তুমি" যাঁহাকে বলি তাঁহাকে দেখা যায়। এখন, তিনি আছেন, ইহা স্থির হইয়াছে,তুমি আছ,ইহাও স্থির হইয়াছে। এখন "তোমাকে" আরও নিকটে দেখিবার সময় আসিয়াছে। চন্দ্র আছেন, অতএব ঈশ্বর আছেন; এই যুক্তি, সুতরাং, এবং হেতুর শাস্ত্র দূরীভূত হউক। যে ব্যক্তি ক্রমাগত কৌশলপ্রিয় হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য জগতের কৌশল অন্বেষণ করিতেছে সে ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী নহে। যাহার মন এখনও প্রমাণ চায় সে কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে? কিন্তু যিনি বলিলেন, আর সাক্ষী চাই না, বিচারালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঁহার সত্তা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল, তিনি নিকটস্থ হইলেন, আর সাক্ষীর প্রয়োজন রহিল না; জড় জগতের সাক্ষ্য দানের কার্য্য শেষ হইল। কিরূপে? প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা। তাঁহার বর্ত্তমানতা প্রমাণ করিবে কে? দেখ! ঈশ্বর আছেন, এই সত্য প্রস্ফুটিত হইয়া, ঈশ্বরকে দেখা যায় এই সত্যে পরিণত হইল। তিনি তুমিতে পরিণত হইল; এবং তুমি আরও ঘনিষ্টতর, মধুরতর তুমিতে পরিণত হইল। এখন ইচ্ছা হইতেছে আর চন্দ্র, সূর্য্য দেখিব না, চক্ষু আপনাপনি মুদিত হইল। সমুদয় বিজ্ঞানালোকের কার্য্য শেষ হইল,এক্ষণে পূর্ণ বিশ্বাসীর নিকটে ব্রহ্মাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার জ্যোতিঃ। সাধক যখন প্রথম দিন ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার নূতন পরিচয় হইল। ঈশ্বর নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের বিশ্বাস চক্ষু সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত থাকে না, এই জন্য প্রকৃত সাধক চির দর্শন প্রার্থনা করেন। অনেকে কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরকে বাঁধিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। নিরাকার চক্ষু নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। মনুষ্যের বিশ্বাস চক্ষু অতি ক্ষীণ, তাহার নিকট এই ঈশ্বর ছিলেন,আর নাই। আমরা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি, আবার হে জগৎ! তাঁহাকে দেখাইয়া দাও। তখন প্রস্ফুটিত বিশ্বাস চক্ষে পর্ব্বত শিখরে, নদীর কল্লোলে, পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, সেই সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বর দেখা দিতে লাগিলেন। যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সপ্রমাণ করিবে, এ জন্য আর জড় জগতের প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু জগৎ তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। অতএব ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাহ্য জগতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু জড় জগৎ, এবং হৃদয় জগতের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কিন্তু যদি পুষ্পের সৌন্দর্য্য ম্লান হয়, জড় জগৎ অদৃশ্য হয় তখন ব্রাহ্ম কি করিবেন? নিমীলিত কি উন্মীলিত চক্ষে আমি "আছি" নিজের অস্তিত্বে কে সন্দেহ করিয়াছে? তেমনই নিমীলিত কি উন্মীলিত নেত্রে "ঈশ্বর আছেন" ইহাতে কে সংশয় করিবে? সত্য বিশ্বাসী কোন সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকেন না; কিন্তু সমস্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর দর্শন করেন। জড় জগতের প্রমাণের উপরে তাঁহার ঈশ্বর দর্শন নির্ভর করে না। ব্রহ্মদর্শনই তাঁহার আত্মার অবস্থা। "দেখা দাও কাতরে" ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহাকে আর এরূপ প্রার্থনা করিতে হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইলেও আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, ইহাতে আর সন্দেহ হইতে পারিবে না। ঈশ্বরেতে নিজের মুখ দর্শন, এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরের মুখ দর্শন করা, তখন তাঁহার আত্মার সহজাবস্থা হয়। ঈশ্বর দর্শন আর প্রমাণ সাপেক্ষ থাকে না। এই অবস্থা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে লাভ করিতে হইবে। আর সঙ্গীত, ধ্যান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হয় না। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সমক্ষে। তিনি আত্মার প্রাণ হইয়া গেলেন। প্রথম উদ্যম, চেষ্টা, সাধন, অবশেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৬ শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

ব্রহ্মদর্শন।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা লাভের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইবামাত্র বুদ্ধি এবং ভক্তি ধাবিত হইল। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বুদ্ধি এবং ভক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের সম্পর্কে যেমন এই অবস্থা স্বাভাবিক, তেমনই ইহা সমস্ত জাতির সম্পর্কে স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বুদ্ধি ঈশ্বরকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বুদ্ধি আপনার ক্ষীণতা বুঝিতে পারে না। আমি জানিব এই ভাব অহঙ্কার সম্ভূত। বুদ্ধি যতই গূঢ় সত্য সকল জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ততই ইহা অসত্যের দুর্গ সকল চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যতই সত্যের পর সত্য অধিকৃত হয় ততই বুদ্ধি আরও দাম্ভিক ভাবে নূতন নূতন সত্য

সকল আবিষ্কার করিতে ধাবিত হয়। আপনার গৌরব আপনি প্রকাশ করে কে? মনুষ্যের বুদ্ধি। বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না, বুদ্ধি এ কথা সহ্য করিতে পারে না। স্বীয় দুর্ব্বলতা, স্বীয় অধিকারের সীমা, অথবা অনধিকার চর্চ্চা যে কোন বস্তু আছে তাহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি অহঙ্কার সম্ভূত, সুতরাং বুদ্ধির পতন হয়। বুদ্ধি যত দিন কুটিল থাকে তত দিন ইহা নানা প্রকার ভ্রম কুসংস্কারে থাকিয়াও সত্য পাইয়াছি বলিয়া দম্ভ করে। যদি বুদ্ধিতে সরলতা থাকে, তাহা হইলে ইহা বলে ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণরূপে জানি না, তাঁহাকে নির্ণয় করিতে গিয়া আমি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। বুদ্ধি এত কালের পর এই সিদ্ধান্ত করিল: ঈশ্বরকে অবধারণ করা যায় না। আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর যিনি, পাতাল অপেক্ষা গভীরতর যিনি তাঁহাকে কিরূপে বুদ্ধি পরিমাণ করিবে? এই জন্যই অনেক সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন, ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব। চৈতন্যস্বরূপ যিনি তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান ও দর্শন করিব? ইহা বুদ্ধি শাস্ত্রের কথা। বুদ্ধি যাহাদের নেতা, বুদ্ধি যাহাদের ধর্ম্মের মূল, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব। বুদ্ধির পথে গিয়া যতই আমরা ঈশ্বরকে ধরিতে যাই ততই তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে গভীরতর, এবং দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করেন। বুদ্ধির নিকটে চিরকালই তিনি দুরবগাহ্য থাকিবেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই গভীর ব্রহ্ম-সাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। যতই আমরা বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে যাই ততই আমাদের মন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। অনেকেই পূর্ব্ব জীবনের পরীক্ষা স্মরণ করিয়া সায় দিবেন, যে চিন্তা ঈশ্বর-দর্শন সুলভ না করিয়া দুর্লভ করিয়া দেয়। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিবে না যে বরং চিন্তা এবং আলোচনা শূন্য হইয়া কেবল অনুরাগ দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়? চিন্তা দ্বারা কেবলই অন্ধকার দেখিতে হয়। চিন্তার পথে কেবলই দুর্দ্দশা। আজ্ কাল্ চারি দিকে ভয়ানক জড়বাদের প্রাদুর্ভাব। যেখানে কেবল জড়ের শাসন, চৈতন্য নাই, পরিত্রাণ নাই সেখানেই অহঙ্কারী বুদ্ধির রাজত্ব। অতএব পরিত্রাণার্থীরা অতি সাবধান হইয়া এই বুদ্ধির কুটিল পথ পরিত্যাগ করেন। প্রথমেই বলিয়াছি, মনুষ্যের ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভে বুদ্ধি এবং ভক্তি এই দুটী সর্ব্বাগ্রে উত্তেজিত হয়। আমি নিজে কিছুই বুঝিতে পারি না এই প্রকার ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়। মনুষ্যের মনে যতক্ষণ অহঙ্কার দম্ভ থাকে ততক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না। যে অহঙ্কারের দাস হইয়া নিজের বুদ্ধি বলে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিল, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল; কিন্তু যে নিরুপায় হইয়া দীন ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিল তাহারই নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। অনুতাপ, ব্যাকুলতা, এবং বিনয় হইতে ভক্তিপুষ্প উৎপন্ন হয়। যতই আপনাকে ক্রমাগত পৃথিবীর ধূলির মত নীচ করিবে, ততই তোমার অন্তরে ভক্তি রস সঞ্চারিত হইবে। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ভক্তি গমন করে না। অহঙ্কার ভক্তির মহা শত্রু। যে আমিত্ব কিম্বা অহং-জ্ঞান বুদ্ধির প্রাণ, সেই আমিত্ব ভক্তির মূলে নাই। বুদ্ধি বলে আমি জানি, ভক্তি বলে তুমি জানাও, বুদ্ধি বলে আমি বুঝি, ভক্তি বলে তুমি বুঝাও। এই ভক্তি মনুষ্যকে কোন্ দিকে লইয়া যায়? ঈশ্বরের পদ তলে। যে বিদ্যা বলে আমি কিছুই জানি না, তাহা ভক্তির বিদ্যা। বুদ্ধি যাহা সহস্র বর্ষ চেষ্টা করিয়া বলিতে পারেনা, ভক্তি সাহস এবং বিনয়ের সহিত নিমেষের মধ্যে বলিল আমাকে ব্রহ্ম দর্শন দিতেছেন। ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল বিশ্বাস এবং ভক্তিচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধি অনেক বৎসর আস্ফালন করিয়া এই বলিল আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ভক্তি যাই বিনম্র ভাবে চক্ষু দুটী খুলিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর সম্মুখে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধি অনেক চেষ্টা করিয়া এই বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য তাঁহাকে দেখা যায় না। এই কি পাষণ্ড বুদ্ধি! তোমার সিদ্ধান্ত? তুমি এত আস্ফালন ও এত আড়ম্বরের পর কি না এই কথা বলিলে যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না? তোমাকে ধিক্! প্রখর বুদ্ধি! তুমি মহা আড়ম্বর করিয়া ঈশ্বরকে দেখিবে বলিয়া গিয়াছিলে; কিন্তু তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তুমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে। দেখ ভক্তি অতি দীনের ন্যায় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছিল; কিন্তু তাহারই নিকট ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেখা দিলেন। ভক্ত বলেন, ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, তাই আমি তাঁহার দেখা পাইলাম। শাস্ত্রেও পড়ি নাই, তর্ক দ্বারাও সিদ্ধান্ত করি নাই, ঘরে বসিয়াছিলাম চক্ষু আপনা আপনি খুলিয়া গেল, দেখিলাম কাছে আসিয়া ঈশ্বর বসিয়া আছেন। তর্কে বহু দূর, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তের নিকটস্থ, অন্তরস্থ প্রাণ ধন। বুদ্ধি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এই লাভ করিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য; কিন্তু ভক্ত ঘরে বসিয়া নিজের প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলেন। বুদ্ধির নিকট অবতার নাই, ভক্তির নিকট অবতার। ঈশ্বর ভক্তবৎসলের হৃদয় মধ্যে না আসিলে, তিনি স্বয়ং দেখা না দিলে, কে তাঁহাকে দেখিতে পায়? মূল্য দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। উচ্চতর বিজ্ঞান বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য তাঁহাকে দেখা যায় না; কিন্তু ভক্তি বলিল, ঈশ্বরকে দেখা যায়। ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং তাঁহাকে দেখা যায় না; জগতের সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র এই কথা বলিতেছে; কিন্তু যখন বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেখি ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা, সঙ্গীত, স্তব স্তুতি, এবং পুস্তকাদিতে! "হে ঈশ্বর! দেখা দেও।" এই কথা রহিয়াছে। অরূপ রূপ দর্শন এ যে আশ্চর্য্য কথা! বাস্তবিক যদি ব্রহ্মকে দেখা না যায়, তবে আমাদের অন্তরে ব্রহ্ম-দর্শন স্পৃহা হইল কেন? এত শতাব্দীতে, এত বিজ্ঞানে যাহা স্থির হয় নাই, তোমরা এই অসাধ্য সাধন করিবে? যিনি বুদ্ধির অগম্য, মনের অচিন্ত্য তাঁহাকে তোমরা ভক্তি চক্ষে করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় দেখিতেছ, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? বুদ্ধি কোন কালেই অহঙ্কারে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় নাই। সেই ভক্তি যাহা চিরকাল ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়াছে, বঙ্গ দেশে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে। আমাদের যে বিভাগে বুদ্ধি সেখানে ঈশ্বর অদৃশ্য এবং অচিন্ত্য, অতএব বন্ধুগণ! তোমরা কেহই বুদ্ধির সামান্য প্রদীপ লইয়া ব্রহ্ম দর্শন রাজ্যে প্রবেশ করিও না। যদি কোন আচার্য্য বলেন চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায়, সেই মৃত্যুর কথা তোমরা গ্রহণ করিও না। তাহা অহঙ্কার এবং অন্ধকারের পথ। বুদ্ধির প্রদীপ লইয়া দুই ঘণ্টা কাল ধ্যান কর, কোথায়ও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। কেবলই অন্ধকারের পর গভীরতর অন্ধকার দেখিবে। কিন্তু যখনই বলিবে আমি নিজের কোন বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না, তখনই ভক্তি বলে নিমেষের মধ্যে বলিবে, "এই আমার ঈশ্বর।" ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর, ভাই! তুমি কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিলে, তিনি বলিবেন তাহা আমি জানি না। যাহারা বুদ্ধিপরায়ণ তাহারা পথ দেখাইতে চেষ্টা করিত

ভক্তকে পথ ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইতে হয় না, তিনি ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পান। জগতের কত লোক বলিয়াছে, ব্রাহ্মেরা দাম্ভিক। কিন্তু আমরা ঈশ্বর দর্শন করি ইহা যথার্থ বিনয়ের কথা। বিজ্ঞানবিদেরাই অহঙ্কার করিয়া বলে” ঈশ্বরকে দেখা যায় না। ঈশ্বর নিরাকার অলক্ষিত ভাবে লুকাইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখা যায় না, যাহারা এই কথা বলে তাহারাই অহঙ্কারী। তিনি আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তাঁহাকে দেখা যায় ইহা তেমনই সত্য। ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং দর্শন এক কথা। এখানে “তুমি আছ” “তোমাকে দর্শন করিতেছি” “তোমার পবিত্র আবির্ভাব ভোগ করিতেছি” এ সকলই এক কথা। যাই ভক্ত বলিলেন আমার প্রাণেশ্বর আছেন, তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিলেন. এবং তাঁহার মধুর সত্তা সম্ভোগ করিলেন। যাই ভক্ত বলিলেন আমার নিজের কোন চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইল না, তখনই নিরাকার ব্রহ্ম সেই দীনাত্মা ভক্তের নিকটে দৃশ্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। ব্রহ্ম যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, আমার বিশ্বাসের অভাব হইবে না। দেখ ভক্তের কর্ম্ম, ভক্তের ব্রহ্মদর্শন কেমন সুলভ। ভক্তের নিরাকার তত্ত্ব পাঠ কেমন ঋজুপাঠ। কে কাহার বাড়ীতে যায়? ঘরে বসিয়া ভক্তেরা মহারত্ন লাভ করেন। ভক্তবৎসল স্বয়ং আসিয়া ভক্তদিগকে ঘরে তাঁহার স্বর্গের মহা ধন বিতরণ করেন।

সম্বাদ।

ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ও বিবিধ ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ হইতেছে। ইহার অতিরিক্ত আলোকের ব্যয়ের জন্য কোন বন্ধু গোপনে দশটী টাকা পাঠাইয়াছেন তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। অর্গ্যানটী বিকলেন্দ্রিয় হইয়াছে। উপাসকগণ তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

বিগত ২৮ শে শ্রাবণ শুক্রবার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে আর একটী অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত, নিবাস শ্রীহট্ট জেলা, জাতিতে কায়স্থ, বয়ঃক্রম পচিশ বৎসর। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর পুত্র, নিজেও কার্য্যদক্ষ সৎসাহসী এবং বিষয় কার্য্যে নিপুণ। পাত্রীর নাম শ্রীমতী বিরাজমোহিনী চৌধুরী, নিবাস বরাহনগর, বয়ঃক্রম সতের বৎসর, জাতিতে সদ্গোপ। ইনি এখানকার স্ত্রীবিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নব দম্পতির মঙ্গল কামনা করি।

মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধীন জঙ্গলবাড়ী নামক পল্লীতে এক ঘর কর্ম্মকার জাতীয় গৃহস্থ সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে দুইজন সেই গ্রামের এবং অন্যান্য নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা গ্রাম্য লোকেরা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। ইহাঁরা নিজ গ্রামে একটী ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে এবং পরিবার মধ্যে নিয়মিতরূপে উপাসনা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সম্প্রতি ইহাঁরা “ধর্ম্ম প্রকাশ” নামক একখানি মাসিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছেন। ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সামান্য লোকদিগের উপযোগী বিষয় সহজ ভাষায় লিখিত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।

প্রাত্যহিক উপাসনার অন্তর্গত ধ্যানের অংশ এক্ষণে কিছু প্রগাঢ় এবং সুমিষ্ট হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ধ্যান হইয়া থাকে। সুতরাং মন্দির ও অন্যান্য স্থানের উপাসনাকে এখন ধ্যানপ্রবন বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ধ্যানের দীর্ঘতা চঞ্চল চিত্ত ব্যক্তির বিরক্তির কারণ হয়। আমরা ভরসা করি উপাসনাশীল ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ ধ্যানের ভাবকে ঘনীভূত করিবার জন্য একটু অধিক সময় ইহাতে দিতে কষ্ট বোধ করিবেন না।

“সঙ্গীত সুধাসিন্ধু” নামক আর একখানি সঙ্গীত পুস্তক শীঘ্রই বাহির হইবে। ইহাতে নানা ভাবের এবং নানা বিষয়ের সঙ্গীত থাকিবে। যে সকল সঙ্গীত শেষ সংস্করণ ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে অপ্রকাশিত ছিল, সে সমুদায় ইহাতে প্রকাশিত হইবে। সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কতকগুলি সঙ্গীতও ইহাতে থাকিবে। আশা করি আগামী ভাদ্রোৎসবের সময় সকলে ইহা পাইবেন।

এবারকার গণনায় কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত হইয়াছে। সকলে যদি নির্ভয় হইয়া নাম দিতেন, এবং ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্ম সংখ্যা অনেক অধিক হইত সন্দেহ নাই।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, লাহোর নিবাসী আমাদের পাঞ্জাবী ব্রাহ্মভ্রাতা লালা রলারাম সম্প্রতি ব্রাহ্মমতে স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। যদিও ইহাকে বিধিসঙ্গত ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায় না, কিন্তু অপৌত্তলিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। পাঞ্জাবীদিগের মধ্যে এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা ভরসা করি, ক্রমে তথাকার ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ রাজবিধিসঙ্গত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী অনুসারে পুত্র কন্যাগণের বিবাহ দিবেন।

আগামী ৫ই ভাদ্র রবিবার সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব হইবে। ইহার প্রণালী নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সঙ্গীত	৭টা হইতে		৭৷৷ পর্য্যন্ত
প্রাতঃকালীন উপাসনা	৭৷৷০	...	১০
মধ্যাহ্নোপাসনা ...	১	...	১৷৷০
ব্রহ্মগীতা পাঠ ও ব্যাখ্যান	১৷৷০	...	২৷৷০
ধর্ম্মবন্ধুতা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ	২৷৷০	...	৩
ধ্যান ...	৩	...	৪
প্রার্থনা ও সঙ্গীত ...	৪	...	৫৷৷০
সঙ্কীর্ত্তন ...	৫৷৷০	...	৬৷৷০
সায়ংকালীন উপাসনা	[illegible]	...	৯

বিগত ২৯শে শ্রাবণ শনিবার চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় উপাসনা কার্য্য করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ জুলাই।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন ১০

„ „ নবীনচন্দ্র ঘোষ (বারুইপুর) ... ৮০

" " অক্ষয়কুমার রায় ৩
" " মধুসূদন সেন ১
" " মাধবচন্দ্র সিংহ ... ... ।।০
" " বসন্তকুমার গুহ ৩
" " কৃষ্ণদয়াল রায় ১
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা ১
" " চন্দ্রনাথ মল্লিক ... ... ।।০
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (মুলতান) ... ৭
" " গোবিন্দচাঁদ ধর ১
" " তুলসীদাস দত্ত ১
" " রামচন্দ্র ত্রিম্বকরাজে (কালাড্‌জী, বোম্বে) ৬
" " মৃণালচন্দ্র মল্লিক ১
" " তারকনাথ দত্ত ১
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দন ... ... ।।০
" " হরিদাস শ্রীমাণি ১
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক ২
" " কালীনাথ দেব (কুমিল্লা) ... ৬
" " গোপীকৃষ্ণ সেন (ময়মনসিংহ) ... ৪
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ৪
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ১৸৴০
চুণাপুকুর ব্রাহ্মসমাজ ২
উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (এলাহাবাদ) ৫

পাথেয় হিসাব।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু ১
গরিফা ব্রাহ্মসমাজ ১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর দাস (রাঁচি) ... ৫
" " মকুন্দবল্লভ মজুমদার (নূতন চিনাবাজার) ১০
" " হরিমোহন ঘোষ (গোয়ালপাড়া) ১৸০
" " রমানাথ চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্নৌ ... ১০

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু গুহ (ময়মনসিংহ) ... ১৫
" " রাজকুমার গুহ (চট্টগ্রাম) ... ৬
" " ভোলানাথ বিশ্বাস (ভরতপুর) ... ১২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ত্রিম্বক রাজে (কালাড্‌জী, বোম্বে) ২

বৎসরের অর্দ্ধভাগ চলিয়া গেল এখনও অধিকাংশ গ্রাহকের নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য পাওয়া যায় নাই। ইহাতে আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেককে দুই তিন বার পত্র লিখিয়া তাহার ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ। অতএব গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেয় মূল্য ত্বরায় প্রেরণ করিয়া উপকৃত করেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা ভাদ্র শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে দীননাথ প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর! আর কি তোমার নিকট চাহিব, দিন কতক প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে দাও। বাস্তবিক যে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তোমার কাছে প্রতিদিন কাঁদিতে পারে, অন্ততঃ এক বিন্দু অশ্রু জল তোমার চরণে ফেলিতে পারে সেই পরম সুখী। তোমার দর্শন লালসায় ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি অশ্রু বর্ষণ করে তাহার মুখমণ্ডলের কি রমণীয় শোভা! আনন্দাশ্রু হউক আর শোকাশ্রু হউক, প্রতি দিন তোমার নিকট হইতে চক্ষের জলে প্রাণটাকে যেন সিক্ত করিয়া আসিতে পারি। শুষ্ক নয়নে কঠোর হৃদয়ে অনেকবার তোমার কাছে মনের বেদনা জানাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তর জ্বালা নিবারিত হয় নাই, প্রাণের গূঢ় পিপাসাও বিদূরিত হয় নাই। তাই হে প্রেমের সাগর আনন্দজলধি! তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি, যেন সজল নয়নে প্রীতিবিগলিত চিত্তে তোমার সম্মুখে ক্ষণকাল বসিয়া থাকিতে পারি। আমি জানিয়াছি, ব্যাকুল হৃদয়বিনিঃসৃত এক বিন্দু অশ্রুজলে তোমার সমুদায় স্বর্গরাজ্যের মনোহর ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তাহা দ্বারা নিমেষের মধ্যে পাপের দুঃসহ উত্তাপ তিরোহিত হইয়া যায়। যে তোমার নিকট কাতর হৃদয়ে কাঁদিতে পারে তাহাকেই তুমি প্রচুর আনন্দ দান করিয়া থাক। ক্রন্দনের মধুর শান্তি আমার চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। যখন তোমার নিকট একবার কাঁদিতে পারিয়াছি তখনই মনের গ্লানি, যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি। হে কৃপাময় প্রাণারাম প্রভো! পুনরায় বলি, কিছু দিনের জন্য আমাকে ক্রমাগত ক্রন্দন করিতে দাও, আমি তোমার ঐ চরণতলে মস্তক রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই তাপিত প্রাণকে শীতল করিব। বহুকালের সঞ্চিত পাপ মেঘরাশি যদি অজস্র অশ্রুজল বর্ষণ করে তাহা হইলে অচিরে আমার হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হইবে, এবং তাহাতে তোমার প্রেমমুখের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়া অপরূপ শোভা বিস্তার করিবে! বৃষ্টির পর মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল গগণে শারদীয় পূর্ণ শশধর যেরূপ সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করে এবং তাহার কমনীয় আলোকে সলিলসিক্ত বৃক্ষলতা প্রান্তর উপবন যেমন শোভান্বিত হয়, তোমার প্রকাশে হে দেব! যেন আমার জীবনউদ্যান সেইরূপ শ্রী ধারণ করে। দুঃখের প্রচুর জলস্রোতঃ ব্যতীত আমার পাপপুঞ্জ ভাসিবে না। অতএব হে

জগদীশ্বর! আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় অনুতাপ প্রেরণ করিয়া সুখী কর।

আত্মনিবেদন।

হে জীবনসহায় করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর! তোমার মহত্ত্ব পরাক্রম এবং অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য মনে হইলে আর তোমার নিকট যাইতে সাহস হয় না। তোমার মুখের জ্বলন্ত পবিত্র জ্যোতিঃ চারিদিকে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছে, ওদিকে চাহিবা মাত্র পাপীর নয়ন স্বতঃই মুদিত হইয়া আইসে। স্বর্গের রাজা, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়া তুমি প্রচণ্ড প্রতাপের সহিত বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছ, মহাতেজা বিজিতাত্মা ঋষি মুনিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিয়ত বন্দনা করিতেছেন, আমি দুঃখী পাপী অপরাধী কেমন করিয়া এই মহা সভার মধ্যে উপস্থিত হইব। বাস্তবিক হে অনন্ত দেব! যখন আমি দূর হইতে তোমার মহিমান্বিত রাজসিংহাসনের উজ্জ্বল আভা দর্শন করিয়া নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন যুগপৎ বিস্ময় ভয় লজ্জা অনুতাপ আসিয়া আমাকে কুণ্ঠিত এবং ভীত করে। অপরাধী দোষী সন্তান কিরূপে তোমার প্রেমনিকেতনে নির্ভয়ে প্রবেশ করিবে। আমার ন্যায় অন্যায়াচারীর নিমিত্ত তোমার পুরদ্বার বন্ধ। কিন্তু হে গুণনিধে! তোমার মহা প্রভাবশালী তেজোময় পিতৃভাব যেমন আমাকে আমার কৃতঅপরাধের জন্য তাড়না করিতেছে, তেমনি অপরদিকে তোমার মাতৃভাব স্নেহের কমনীয় প্রতিমা হইয়া অন্তঃপুরে অবস্থিতি করত পশ্চাতের গুপ্তদ্বার দিয়া আমাকে ডাকিতেছে। প্রসন্ন বদনে প্রীতি বিকসিত নয়নে স্নেহভরে ডাকিতেছে। তোমার এই অনুপম স্নেহরাশি অবলোকন করিয়া আমার সকল ভয় ভাবনা তিরোহিত হয়। আমি এই গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে মাতার নিকট গমন করি, সেখানে জননী আমাকে দুরন্ত অপরাধী সন্তান জানিয়াও ভাল বাসিয়া সুখাদ্য বস্তু ভোজন করিতে দেন এবং মধুর আশ্বাসবাণীতে অভয়দান করেন। যাঁহারা নির্দ্দোষ স্বভাব এবং তোমার অনুগত প্রিয় সন্তান তাঁহাদের কোন ভয় নাই, তাঁহারা অনায়াসে সম্মুখের দ্বার দিয়াই তোমার গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। আহা! তাঁহাদের কি সুখের জীবন। তাঁহারা পিতা মাতা উভয়ের নিকটেই সমান আদর এবং প্রীতি সম্ভোগ করিতে পান। কবে আমি তেমনি নির্ভয়ে তোমার রাজসভার সম্মুখ দিয়া ঘরের ছেলের মত অন্তঃপুরে চলিয়া যাইব। নির্দ্দোষ শিষ্ট শান্ত বালকেরা যেমন পিতা মাতার নিকট নির্ভয়ে গমনাগমন করে, বাটীর বাহিরে লুকাইয়া থাকে না, পশ্চাদ্দ্বার দিয়াও ভিতরে যায় না, কিন্তু আনন্দে হাসিতে হাসিতে মাতৃ সন্নিধানে চলিয়া যায়, তেমনি নির্দ্দোষ সরলভাব তুমি আমাকে দাও। আমি যখন নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া ভয় ও লজ্জা বশতঃ মলিন বদনে গৃহের বহির্ভাগে লুকাইয়া থাকি তখন তোমার মাতৃ ভাব আমাকে অন্তঃপুরের গুপ্ত দ্বার খুলিয়া আহ্বান করে; কতবার নিরাশ হইয়া ফিরিতেছিলাম তুমি মা হইয়া ডাকিয়া লইলে; আহা! সে মধুর আহ্বান ধ্বনি এবং স্নেহদৃষ্টি আমি প্রাণ থাকিতে কখন ভুলিব না। কিন্তু পিতঃ! তোমার নিকটেও যাহাতে শীঘ্র আদর এবং অভয় পাই তাহা কর।

প্রার্থনা

হে অমৃতাধার, প্রাণসখা পরমেশ্বর! পাপীর হৃদয়ে তোমার যখন আবির্ভাব হয় তখন তাহার কি অপূর্ব্ব শোভা! তুমি অরূপ নিরাকার হইয়াও পরম সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছ, এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ হইয়াও রসসাগর রূপে প্রকাশ পাইতেছ। প্রেমিক হৃদয় ভক্তগণ তোমাকে যে ভাবে দেখেন এবং তোমার সঙ্গে যে ভাবে বিহার করেন, তেমন করিয়া তোমাকে সম্ভোগ করিতে পারি না, কিন্তু তুমি কখন হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হও তাহা

বুঝিতে পারি। সে সময় চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করে,জীবন সুমিষ্ট হয়,এবং হৃদয়ের মধ্যে সুখ সমীরণ বহিতে থাকে। সে এক অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব, অন্য কোন অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। তখন সহজেই চিত্ত তোমার পানে ধাবিত হয়,আর কোন চেষ্টা করিতে হয় না। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে নয়নে নয়নে দেখিতে না পাইলেও তোমার আবির্ভাবের স্বর্গীয় আনন্দ অনেক বার সম্ভোগ করিয়াছি এবং তাহার মিষ্টতা এখনও মনে লাগিয়া আছে। হে আনন্দময় পুরুষ! তুমি এই রূপে মনুষ্যের মনকে বিমোহিত কর তাহা বুঝিলাম। উষার রক্তিমবর্ণ আভা যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করে, তোমার আগমনের পূর্ব্ব ক্ষণে তেমনি হৃদয়াকাশ আলোকিত হয়। তোমার সৌন্দর্য্য ছটায় যখন হৃদয় আলোকিত হয়, এবং তোমার পবিত্র আঘ্রাণে প্রাণ প্রফুল্লিত হইয়া উঠে, তখন আর অন্য কোন বিষয় প্রার্থনীয় থাকে না। ইচ্ছা হয় সেই ভাবের মধ্যে চিরকাল বাস করি। পুনরায় সেই শোভা দেখিব বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছি, কবে শুভক্ষণ হইবে,তোমাকে দেখিয়া হৃদয় জুড়াইবে তাহাই ভাবিতেছি। তোমার করুণা কটাক্ষে আমার জীবন মধুময় হয়, পাপপ্রবৃত্তির উত্তেজনা চলিয়া যায়। হে প্রেমের জ্বলন্ত সূর্য্য! উষার ঈষৎ আলোক যেমন ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণে পরিণত হয়, তোমার দর্শনে আমার হৃদয়মন্দির তেমনি আলোকিত হউক।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

ধর্ম্ম যত বিশুদ্ধ এবং সমুন্নত হয় ততই ইহা সহজ এবং স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। জীবাত্মা যে পরিমাণে পরমাত্মার সন্নিহিত হইতে থাকে সেই পরিমাণে ভদ্রতার বাক্যাড়ম্বর তিরোহিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সখ্য এবং সরল মধুর ভাব সংস্থাপিত হয়। সাধু ভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সন্তান যেমন নির্ভয়ে পিতার নিকট গমন করে, তাঁহারা তেমনি অকৃত্রিমতার সহিত ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবহার করেন। এইরূপ স্বাভাবিক ভাবের বিপরীত লক্ষণ যেখানে দেখা যায় সেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম নাই বলিয়া মনে সন্দেহ হয়। সহজ এবং স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য ধর্ম্মসাধন করা, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হইয়া জ্ঞানীজগতে সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য নহে। হিমালয় পর্ব্বতের যত উচ্চ স্থানে গমন করা যায় ততই দেখা যায় যে সেখানে হিংস্র জন্তুদিগের কোন অত্যাচার নাই, নিরাপদের শান্তি যেন সেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে, কিন্তু উপত্যকা ভূমি সেরূপ নহে; সেখানে নর শোণিতলোলুপ ভীষণ জন্তু সকল নিয়ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বস্তুতঃ উচ্চতা ও মহত্ত্ব যেখানে সেইখানেই শান্তি ও সরলতা বিরাজ করে। রাজপ্রতিনিধি কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষদিগের নিকট প্রজাপুঞ্জের যেরূপ সমাদর এবং সম্ভ্রম একজন সামান্য শান্তিরক্ষকের নিকট তাহার বিপরীত। এত বড় প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্য অগণ্য লোকমণ্ডলীর সহিত নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছে কোথাও একটু আঘাত প্রতিঘাত নাই; কিন্তু মনুষ্যের কার্য্যের কোলাহল আড়ম্বর কত! তেমনি ধর্ম্মাচলের উচ্চতম শিখরে যাঁহারা উঠিয়াছেন তাঁহাদের জীবন শান্তির আবাসস্থান হইয়া আছে। তাঁহাদের কথায়, ব্যবহারে, সরলতার অনুপম সৌন্দর্য্য এবং প্রসন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মজ্ঞানের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না; সুতরাং তাহা অতি সহজ এবং আড়ম্বরশূন্য। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ধার্ম্মিকদিগের অবস্থা সেরূপ নহে। কৃত্রিমতা এবং অসারতা ইহাঁদের অঙ্গের ভূষণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহজ সুন্দর ধর্ম্মকে তাঁহারা জ্ঞান সভ্যতায় ভদ্রবেশে সজ্জিত করিবার জন্য কতই না আয়াস স্বীকার করেন! এজন্য নানা স্থানে ঋণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে উহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে কেবল বিনষ্ট করা হয়। আমাদের ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য মহত্ত্ব

সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য এত অধিক আছে যে, কবির কবিত্ব, জ্ঞানির বৈজ্ঞানিক রচনাবলী তাহার এক বিন্দু হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে না। তিনি পরম উদার, দরিদ্রের বন্ধু এবং অতি সরল ও অমায়িক স্বভাব, অকৃত্রিম সহজ স্বাভাবিক মধুর ব্যবহার তিনি ভাল বাসেন। যিনি যতদিন প্রার্থনা ও উপাসনা কালে বাগ্মী ও কবির ন্যায় নানা প্রকার শব্দাড়ম্বর ও বর্ণ-বিন্যাস করেন তাঁহার ব্যবহার তত দিন স্বাভাবিক বোধ হয় না। আত্মা ঈশ্বর হইতে যে পরিমাণে দূরে অবস্থিতি করে সেই পরিমাণে সে চীৎকার করিতে থাকে; এবং যতদিন উপাস্য দেবতাকে সে অপরিচিত বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় মনে করে ততদিন অন্তঃসারবিহীন উচ্চ শব্দায়মান সাধুভাষা দ্বারা তাঁহাকে সে ডাকে। কোন পিতার নিকট যদি কোন সন্তান অভিধানের দুর্ব্বোধ্য শব্দে কথা বার্ত্তা কহে তাহা যেমন অস্বাভাবিক হয়, ইহাও তেমনি। কিন্তু ঈশ্বর যত সাধকের নিকট আগমন করেন, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ ও সুমিষ্ট হয়, প্রার্থনার ভাষা স্তব স্তুতির বাক্যাবলী তত সহজ স্বাভাবিক এবং মৃদু ও ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। কারণ, তিনি যখন চক্ষের সম্মুখে অবতীর্ণ তখন আর আন্তরিক ভাব প্রকাশের জন্য পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সুললিত শব্দ বিন্যাসের অবসরও তখন থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে স্বভাবের গৌরব যাহাতে রক্ষিত হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহা স্বাভাবিক তাহা সার্ব্বভৌমিক এবং তাহাই সহজ সরল এবং সুবোধ্য। যতই আমরা সেই দয়াময় ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইব ততই বাহিরের আড়ম্বর কৃত্রিমতা তিরোহিত হইবে, জ্ঞানের অহঙ্কার, বুদ্ধি বিদ্যার গৌরব, মান সম্ভ্রমের লালসা চলিয়া যাইবে। যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁহার সঙ্গে দুই অক্ষরের "হরি" নাম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। অন্য বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি করিবার অবসর কোথা? পরম পদার্থ ব্রাহ্ম ধন সম্ভোগের বস্তু তিনি আর অন্য কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না। ব্রাহ্মসমাজে ভাষা নীচ হইয়া গেলে কিম্বা উপাসনাদির কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত সামান্য ভাব ধারণ করিল এরূপ মনে করিয়া কাহার দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম যত স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম হয় ততই সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদ প্রায় ১৩ শত বৎসর হইল আরব দেশের অন্তর্গত মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদল্লা, মাতার নাম আমৃন। মাতৃগর্ভ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ না হইতেই পিতা পরলোক গমন করেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি মাতৃহীন হয়েন। তখন পিতামহ আব্দুল মৎলব তাঁহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন, অচিরাৎ তিনিও লোকান্তরগত হয়েন, তৎপরে পিতৃব্য আবুতালেব তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বিশ বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি পশুচারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আরব দেশে বহুবিবাহ প্রথা অতিশয় প্রচলিত। মহম্মদও বহুদার পরিগ্রহ করেন। কোন কোন মহম্মদীয় গ্রন্থকার বলেন যে তিনি বিশেষ কারণে বাধ্য হইয়াই বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিটী সহধর্ম্মিণী ছিল, এক ভার্য্যার নাম খদিজা। খদিজার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়, সেই কন্যার নাম ফাতমা। ফাতমার শৈশব অবস্থায় খদিজা লোকান্তরে গমন করেন। ফাতমার প্রতি মহাত্মা মহম্মদের অত্যন্ত স্নেহ ছিল। ফাতমাও অতীব পিতৃপরায়ণ ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। আলি নামক এক জন মহা ধর্ম্মোৎসাহী সম্ভ্রান্ত যুবা ফাতমার পাণিগ্রহণ করেন। ফাতমার গর্ভে সুবিখ্যাত হোসন্ হোসনের জন্ম হয়।

মহাত্মা মহম্মদ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েন। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরই পরিত্রাতা এই তাঁহার মুখ্য প্রচার হয়। তেতাল্লিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি বলিয়াছেন "আমার প্রতি পরমেশ্বরের এই আদেশ, "নিশা জাগরণ করিয়া দীন হীনদিগের অবস্থা আমার নিকটে নিবেদন কর, আলস্য শয্যায় যাহারা নিদ্রিত, তাহাদের স্থলে তুমি জাগরিত থাক, সুখগৃহে আনন্দবিহ্বল লোকদিগের জন্য তুমি অশ্রু বর্ষণ কর।" এইক্ষণ আমাকে সংসারক্লান্ত লোকদিগের সেবা করিতে হইবে। পাপীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এক দিকে বন্ধুর কার্য্য অপরদিকে শত্রুর অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। লোকে কখন

আমাকে উচ্চ সিংহাসনে বসাইবে, কখন উৎপীড়নের জন্য আবুজোহেলের * দ্বারে প্রেরণ করিবে। কখন আমাকে ঈশ্বরভীরু, সুসংবাদদাতা, উজ্জ্বলদীপ এরূপ উপাধি প্রদান করিবে, কখন বা কবি, ঐন্দ্রজালিক, ক্ষিপ্ত এই নামে ডাকিবে। কখন কল্যাণের দুর্গ আমার কোন এক সহধর্ম্মী দ্বারা উন্মুক্ত হইবে, কখন শত্রু প্রস্তর দ্বারা আমার দন্ত উৎপাটন করিবে। এই সকল হইলে লোকে জানিতে পারিবে যে ধর্ম্মের পথে বিপদের নদী সকল তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। যদি কেহ এই পথের সম্বল রাখেন আসুন, অন্যথা দূরে নিরাপদে থাকুন।"

মহম্মদ যখন ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় ও তিনি নিরাকার এই সত্য ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন আরব দেশে ভয়ানক অন্ধকারের অবস্থা। তথাকার সকল লোকই বহু দেবোপাসক, ঘোর পৌত্তলিক, মহা দুর্দ্দান্ত দস্যু প্রকৃতি ছিল। এই সময়ে মহম্মদ একাকী গভীর নিনাদে অকুতোভয়ে সেই সকল লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পৌত্তলিকতা পাপ, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এই সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল, সকলের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আবুলেহেব প্রভৃতি মহম্মদের পিতৃব্য ও অন্য অন্য জ্ঞাতি কুটুম্বগণ তাঁহার প্রাণের শত্রু হইল। হজরত মহম্মদকে অনেক দিন অত্যন্ত প্রহার ও নানা প্রকার অপমান যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দুই জন দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশী পরম শত্রু ছিল। এক পিতৃব্য আবুলেহেব, দ্বিতীয় আক্‌বা। ইহারা যার পর নাই তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিত। আবুলেহেবের স্ত্রী রজনী যোগে রাশীকৃত কণ্টক আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপাসনালয়ে যাইবার পথে বিকীর্ণ করিয়া রাখিত। তারকবনআব্দুল্লা বলেন যে, "এক দিন বাজারে যাইয়া আমি দেখিলাম যে লোহিত বস্ত্র পরিধায়ী এক ব্যক্তি কোমল ভাবে সুমধুর ভাষায় বলিতেছে যে " বল ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, ইহাতে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে"। অপর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে তাঁহার পশ্চাৎ ভাগ হইতে বলিতেছে "ইহার কথা শুনিও না, এ মিথ্যাবাদী"। সে এরূপ কহিতেছে ও তদুপরি প্রস্তর মারিতেছে, প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার কলেবরে শোণিত স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাঁরা কে? কেহ বলিল 'যাহার পরিধান লোহিত বস্ত্র, ইনি কোরেশ কুলোদ্ভব মহম্মদ, ইনি লোক সকলকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আর যে ব্যক্তি প্রস্তর মারিতেছে ও তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে, এ তাঁহার পিতৃব্য আবুলেহেব।' প্রায় সমুদায় কোরেশ বংশীয় লোক মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিতে আবুলেহেবের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। যে সকল যাত্রিক মক্কাতে আগমন করিত, কোরেশগণ তাহাদিগকে হজরত মহম্মদের নিকটে যাইতে নিবারণ করিত, তাহাদের অন্তরে সেই মহা পুরুষের কথার প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিত ও তাঁহার সম্বন্ধে নানা অমূলক কথা বলিত। কখন তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া অভিহিত করিত, কখন কবি বলিত, কখন বা তাঁহাকে অদৃষ্টবাদী জ্যোতির্বিদ্ কখন ক্ষিপ্ত বলিত। এই সকল কথায় মহাত্মা মহম্মদের মনে ক্লেশ বিষাদ উপস্থিত হইত, পরমেশ্বর তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেন, তিনি অন্তরে ঈশ্বরের এই বাণী উপলব্ধি করিতেন, " আমি এরূপ কোন পেগাম্বরকে (প্রেরিত পুরুষকে) কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণ করি নাই যে সেই সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক ও উন্মত্ত বলে নাই। সেই সকল পেগাম্বর, লোকের অত্যাচারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা সাধনার পদে সহিষ্ণুতার পথে চলিয়াছিল। তুমিও পূর্ব্বতন প্রেরিত লোকদিগের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ কর।" যদিচ আরবীয় লোকেরা তাঁহাকে কষ্ট যন্ত্রণা প্রদান করিত, তিনি স্থির থাকিতেন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া লোকদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেন।

(ক্রমশঃ)

* আবুজোহেল হজরত মহম্মদের পিতৃব্য ও তাঁহার একজন প্রধান শত্রু ছিল।

সপ্তম ভাদ্রোৎসব।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশে নামসঙ্কীর্ত্তন এবং এক সপ্তাহ কাল তৎসঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হয়। নাম সঙ্কীর্ত্তনে অনেকের উৎসাহ ভক্তি দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, গৌরনগর এলাহাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থান হইতে কতকগুলি ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উৎসবের পূর্ব্ব দিনে আচার্য্য মহাশয় মস্তকের পীড়ায় অতি মাত্র কাতর হইয়া পড়েন। ইহাতে আমাদের যে প্রকার ক্লেশ এবং দুঃখ হইয়াছিল তদপেক্ষা শতগুণ ক্লেশ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। ভগ্নমনে বিষণ্ণচিত্তে উক্ত দিবস প্রাতে আমরা সকলে উৎসব আরম্ভ করিলাম, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা মণ্ডলীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। প্রাতঃকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশ শেষ হইলে হঠাৎ আচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত প্রার্থনার শব্দ উত্থিত হইল। আমরা আশ্চর্য্য ও আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অনিদ্রা এবং ঘোরতর শিরঃপীড়ায় অস্থির ছিলেন সহসা তাঁহাকে এইরূপে মহা জনতাপূর্ণ উৎসবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার মনে আশঙ্কাও হইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি

দুরবগাহ্য নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অদ্ভুত প্রভাব। তাহার পর হইতে তিনি স্ফূর্ত্তি ও প্রসন্নতার সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎসবের অবশিষ্ট কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করিলেন, এই সঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশম হইয়া গেল। আচার্য্য মহাশয়ের সেই প্রার্থনায় প্রকৃতরূপে উৎসবের আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইল, তচ্ছ্রবণে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রার্থনার পর শান্তিবাচন শেষ হইলে আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া একটী প্রার্থনা করেন। কানাই বাবুর প্রার্থনাতেও অনেকের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনাটী এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

হে প্রেমসিন্ধু, উৎসবের দেবতা! রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেক বার ধন প্রলোভন, ইন্দ্রিয় প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, তেমনি দেখিতেছি, তোমার স্বর্গীয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুভক্ষন, তোমার রূপের নবীনতা, স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক করিয়াছ, এ সমুদয় প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। রথে করিয়া তুমি যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমরা। আশা আছে সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে ঘরে যাইব কেমন সে ঘর! সেই সুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে দুটীবার স্বহস্তে দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভদিন পাইলাম। হে উৎসবের ঈশ্বর! আজ এখানে তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ, ওখানেও উৎসব করিতেছ; কিন্তু ওখানে তোমার ভক্তদিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দনীরে তাঁহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া ছয় মাসের দুঃখ দূর করিতে আসি; কিন্তু যখন স্বর্গে গিয়া তোমার ঐ ভক্তদিগের সঙ্গে ভক্তি ঘাটের আনন্দনীরে স্নান করিব তখন আর দুঃখ সন্তাপ থাকিবে না। প্রাণের প্রিয়দেবতা! এই দুইটী উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়াছ; কিন্তু ঐ স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা উৎসব করিতেছেন, সেখানে না ভাদ্র মাস, না মাঘ মাস, ওখানে না দিন, না রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস, নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ নাই, সেখানে কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্ব্বদাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা কেমন সুখী! তাঁহারাই তোমার সুখী পরিবার। কবে আমরা সবান্ধবে সেখানে যাইব? কেন ঐ স্বর্গের মনোহর ছবি দেখাও যদি ঐ ছবি যথার্থ না হয়। এই যে বৎসরের মধ্যে দুটী উৎসব দিয়াছ ইহার মধ্য দিয়া ঐ পরকালের উৎসব দেখা যায়। এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের কীট; মাথা তুলিয়া ঐ স্বর্গের ভক্তপরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব সোপানে উঠি তখন তাহা দেখি। আর লোভ কিসে হবে? তোমাকে কোটি বার প্রণাম করি যে তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাঁহাদের অন্তরে কত আহ্লাদ, কত প্রসন্নতা, মুখে কত হাসি, তাঁহাদের মুখে ম্লানতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা জাগিয়া ঐ স্বর্গের নিরুপম শোভা দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর নরকে থাকিয়া স্বপ্নে এক একবার উহা দেখিতেছি, তবুও আমাদের জয়। কিন্তু এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘরে যাইতে না পারিলে আর সুখ নাই। ঐ স্বর্গের বাগানে প্রবেশ করিয়া যখন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল তুলিব, আর সে সমুদয় তোমার শ্রীচরণে ফেলিব তখন আহ্লাদ হইবে। সেখানে গিয়া পরস্পরকে বলিব আয় ভাই, আয়, শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ করিলে সুখ হয় না। প্রেমালিঙ্গনে ভাইকে বাঁধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সেই আঘাতে আহ্লাদ হইবে। স্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার ঐ স্বর্গের ছবি দেখিলে, কেহ আর মায়ায় বদ্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিজুরি থাকিবে না, টাকা আর কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। ঐ দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে আর সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও না। তাঁহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্য দিকে চক্ষু ফিরাই না। ঐ প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ঐ চক্ষুর কটাক্ষ একবার যাহার উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে সুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম দয়াল! ঐ চক্ষু পরিত্রাণের সঙ্কেত। যখন ঐ চক্ষের কটাক্ষে একটী লোককে উদ্ধার কর, তখন ঐ দৃষ্টিতে এক শত লোক মরিবে, গলা কাটিব যদি এ কথা মিথ্যা হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে ঐ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বিনাথ! তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়াইত ইহার প্রতি এইরূপ কৃপাদৃষ্টিতে তাকাইতেছ! তুমি যাহা করিতেছ তাহা দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি, যে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীটা মত্ত হইবে? কি বলিলে দয়াল! মত্ত হয় নাত। সেয়ানা উপাসক তোমাকে পাথর জ্ঞান করিয়া শুষ্ক নয়নে তোমার পূজা করে, কাঁদে না, প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার স্বর্গ কেবল উন্মাদদিগের ঘর, সেখানে তাঁহারা মনের আনন্দে প্রেমসুরা পান করেন। না জানেন বই, না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হইয়া ঘুরিতে জানেন। ঐ যে তাঁহারা আমোদে মাতিয়াছেন, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিতেছেন। কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার ঘরে বসিয়াছেন, আর যাঁহারা বুদ্ধিমান,

পণ্ডিত তাঁহারা ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাকুর! যদি প্রেমেতে ভক্তিতে উন্মাদ কর এ জীবন কৃতার্থ হইবে। দুই পাঁচটী এমন উৎসব এনে দাও যাহাতে আর প্রাণের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্য থাকিবে না। হে ঈশ্বর! শুভ বুদ্ধি এই কয়টী লোককে দাও যাঁহারা আশা করিয়া এই ঘরে আসিলেন। পিতা! বড় দুঃখ হয়, ভাই ভগ্নীগুলি চতুর হইয়া আসে, আর সেই ভাবেই ঘরে ফিরিয়া যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না। তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তুমি কি আমাদের বড় ভ্রাতাদের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি কঠোর নয়নে দেখ? তোমারত পক্ষপাত নাই। ঐ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ কর। ঐ সুকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল! প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎকৃষ্ট শুভদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদের কল্যাণ কর। আন আন স্বর্গের সুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। যাহাতে তোমার শোভা দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হই, সুখী হই, শান্তি পাই, হে দয়াল প্রভু! কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর মধ্যাহ্নোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় সংক্ষেপে এই উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় "ধর্ম্মবন্ধু" বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। মুসলমান শাস্ত্রের অনুবাদিত গভীর এবং মধুর ধর্ম্মকথা সকল গিরিশ বাবুর মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া আমরা তাঁহার পাঠের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং যখন তিনি পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হন তখন ব্যাকুলতার সহিত আমাদের পিপাসু কর্ণ তাঁহার দিকে স্থির ভাব ধারণ করে। মুসলমান সাধু ভক্তদিগের সারগর্ভ উপদেশ সকল ইনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেন এবং যেরূপ সহজে তাহা পাঠ করেন তাহাতে সকলেরই হৃদয় বিদ্ধ হয়। "ধর্ম্ম বন্ধু" ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা সাহস করি না, কারণ তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্যকে মলিন করা হইবে। এই মাত্র বলিতে পারি, বন্ধুতা বিষয়ে এ প্রকার উচ্চ এবং বিশুদ্ধ ভাব আমাদের পাঠকেরা অতি অল্পই শুনিয়াছেন। যথার্থ স্বর্গীয় বন্ধুতার রসে আমরা সকলেই বঞ্চিত, প্রাণের মিলন, একাত্মতা কিরূপ সামগ্রী তাহা জানি না, কিন্তু ইহার লক্ষণ সকল শ্রবণ করিলে হৃদয় বিমুগ্ধ হয়। তজ্জন্য এই পুস্তকের কোন কোন সারাংস আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গিরিশ বাবুর পাঠ সাঙ্গ হইলে উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় কয়েক জন বন্ধুর সহিত সমস্বরে "ব্রহ্মগীতা" পাঠ করেন। আচার্য্য মহাশয় কুটীরে যোগ এবং ভক্তি বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া "ব্রহ্মগীতা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারই কিয়দংশ সে দিন পঠিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তদনন্তর এই রূপ উদ্বোধনের সহিত ধ্যান আরম্ভ হয়।

যে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে ধ্যান আরম্ভ হইতেছে, ইহাতেই বুঝিতে পার ধ্যান কি সুমধুর। এখন সুখপ্রদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। যে স্থানে যাইতেছ পৃথিবীতে সে স্থানের অপমান হইয়াছে। ধ্যানের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পাঁচটী লোক নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আকাশের ধ্যান করিয়াছে বলিয়া ধ্যান অবিশুদ্ধ নহে। ব্রহ্মনাম করা যেমন ভক্তি সাধনের একটী উপায়, ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করা আর এক উপায়। এই অপরাহ্নে যে প্রদেশে যাইতেছ সেই দেশে অনেক রত্ন দেখিতে পাইবে; অতএব প্রথমতঃ আশান্বিত হও। ধ্রুব বিশ্বাস, আশা ও আগ্রহের সহিত যাইবে। ম্লান বদনে ধ্যান করিতে যাইবে না। প্রেমফুল লইয়া, চক্ষুকে ভক্তিতে অনুরঞ্জিত করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। অতি সুন্দর দেশে যাইতেছ ইহা বিশ্বাস করিবে। আপাততঃ ব্রহ্মের মুখ ঢাকা। ক্ষুদ্র কীট মনুষ্য যখন অনন্ত আকাশবৎ প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখিবে তখন তাহার মন নিস্তব্ধ এবং শরীর স্তম্ভিত হইবে। যতই সেই গম্ভীর সত্তা দ্বারা সাধকের মন পরিবেষ্টিত হইবে, ততই তাহার হৃদয় গম্ভীর হইবে। কিন্তু কেবল এই বর্ত্তমানতা দেখিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। আরও চল, আকাশ ভেদ কর, দেখিবে তাহার ভিতরে একজন পুরুষের বাস। সেখানে লোকালয় নাই, হস্ত পদবিহীন সেই নিরাকার পুরুষ তোমার পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া আছেন, কেবলই চক্ষু। ব্রহ্মের নাম এখানে চক্ষু। চারিদিকে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের নয়ন। কিন্তু এই জ্ঞানময় পুরুষ কি কেবল জ্ঞানজালেই আমাদিগকে ধরিবার জন্য বসিয়া আছেন? না, আবার চল, দেখিবে সেই পুরুষ দেখিতে দেখিতে অতি সুন্দর হইলেন। এই তৃতীয় বার তাঁহাকে দর্শন করিলে বলিবে আর ইঁহাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না। যিনি অনন্তপ্রেম সাগর হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিবে না। যতই সেই প্রেমময় সুন্দর দেবতাকে দেখিবে ততই তাঁহার প্রতি তোমার প্রেম ঘনতর হইয়া আসিবে। সত্যের আকাশ জ্ঞানস্বরূপ হইল, জ্ঞানস্বরূপ প্রেম এবং আনন্দে সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই সুন্দর পুরুষ, ক্রমাগত সুন্দরতর হইয়া ধ্যান করেন যিনি তাঁহার চক্ষুকে আরও টানিয়া লইতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় ভক্ত ঈশ্বরের মুখে হাস্য দেখিতে পান। আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর সহাস্য মুখ ধারণ করিয়া যখন মনুষ্যের মন আকর্ষণ করেন তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং প্রেমস্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে; কিন্তু চতুর্থ বার যখন দেখে সেই পুরুষ ঘনপ্রেম এবং ঘন আনন্দে অত্যন্ত সুন্দর হইয়া হাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে

পারে না। সেই যে তাহার চক্ষু আনন্দসাগরে ডুবিল, আর তাহা ফিরিল না, তাহার ভিতরেই রহিল। এই কয়টী কথা উপাসকগণ! তোমাদের ধ্যানপথের সহায় হউক! এই চারিটী পান্থশালা। কল্পনা আসিতে দিবে না, যেমন তিনি, ঠিক তেমনি তাঁহাকে দেখিবে। দেখিয়া যদি শুদ্ধ, শুদ্ধ এবং আহ্লাদিত না হও, সেই দেখা মিথ্যা। একটী তুড়ি দেওয়া মাত্র যেমন সমস্ত ভেল্কী উড়িয়া যায়, সেইরূপ চক্ষু নিমীলিত করিলেই দেখিবে ভয়ানক নিবিড় অন্ধকার আসিল, এই সুন্দর সভা, এই ব্রহ্মমন্দির, এই পৃথিবী কোথায় উড়িয়া গেল, একটী আলোকও নাই। জগদীশ্বর, জগদীশ্বর বলিয়া চলিলাম। এই বিশ্বাস যে ব্রহ্মের দিকে যাইতেছি। প্রাচীন যোগী ঋষিদিগের পদচিহ্ন দেখিয়া চলিব। ক্রমাগত চলিতে চলিতে দেখিব পৃথিবী কত নীচে পড়িয়া রহিল। ইহলোক পরলোক এক হইয়াছে যেখানে সেখানে বসি। হস্তপদ সুস্থির করি, ইন্দ্রিয়দিগকে শান্ত করি। জগদীশ সহায়, জগদীশ সহায় বলিয়া সুখপ্রদ ধ্যানে নিমগ্ন হই। কৃপাময় অন্তরাত্মা একটী বার দেখা দিয়া তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতি জন্মের শরীর মন পবিত্র করুন।

ধ্যানের পর হইতে উৎসবের শান্তি আনন্দ অতীব ঘনীভূত হইয়াছিল এবং সেই ঘনীভূত আনন্দ ব্রাহ্মগণ শেষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। পরে কয়েকটী ভ্রাতা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর একতারা ও খঞ্জনীর সহিত সহজ সুরের এবং সহজ ভাবের কয়েকটী সঙ্গীত হয়। সন্ধ্যাকালের কীর্ত্তন অন্যান্য বার অপেক্ষা এবার কিছু সুনিয়মে এবং অধিক উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। নাম সংকীর্ত্তনের রসে উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় মন প্রমত্ত হইলে তার পরে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়।

সাতটী ব্রাহ্ম রীতি পূর্ব্বক আচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দীক্ষা প্রাপ্ত হন। দীক্ষিতদিগের প্রতি এবং উপাসকমণ্ডলীর প্রতি যে দুইটী উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা গেল।

তোমরা কয় জন পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মের সন্নিধানে ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্য যে উচ্চ ব্রত গ্রহণ করিতেছ বোধ হয় তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছ। ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর ব্রত নাই। বীর যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তোমরাও সাত জন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সংসারযুদ্ধে চলিলে। আশা করি এই সংগ্রাম শেষ হইলে তোমাদের জীবনে সত্যের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইবে। বীর যেমন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না তোমরাও জীবনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে সকল প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সত্যের জয়, পুণ্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত থাকিবে। মেষ যেমন ভয়ানক হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যে উপস্থিত হয় সেই রূপ তোমরাও শত্রুময় সংসারের মধ্যে চলিলে। পৃথিবী তোমাদের মিত্র নহে। পৃথিবীর লোক তোমাদের বন্ধু নহে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মিষ্ট কথা দ্বারা তাহারা তোমাদিগকে পরিতোষ করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুর বেশে তাহারা দস্যু, অতএব তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না। আজ যাহা টাকা বলিয়া ধরিতেছ, কাল দেখিবে তাহা ফাঁকি। তৃণও যেমন টাকাও তেমনি, আজ যাহা সুখের পাত্র বলিয়া পান করিতেছ কাল প্রাতে জানিবে তাহা ভয়ানক বিষের পাত্র। এখন আপনার বন্ধু বলিয়া যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ রাত্রি হইতে না হইতে দেখিবে সে ভয়ানক হিংস্র জন্তু। সংসারের এই অবস্থা। তোমরা সেই সকল হিংস্র জন্তুদিগের নিকট যাইতেছ। অত্যন্ত কোমল হৃদয়, প্রশান্ত এবং সুশীল হইয়া যাইবে। যদি ধর্ম্ম বলিতেন দুষ্টের নিকট দুষ্টভাবে যাও তাহা হইলে তোমাদের পথ সহজ হইত; কিন্তু ধর্ম্মের আজ্ঞা সে প্রকার নহে। ধর্ম্ম আজ্ঞা করিতেছেন সহস্র শত্রু যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে তথাপি তোমরা আক্রমণের বিনিময়ে আক্রমণ করিবে না।

মেষ যেমন ব্যাঘ্রের মধ্যে যায় তোমরাও সেইরূপ ভয়ানক সংসারের মধ্যে যাইতেছ। সমুদয় সংসার তোমাদের বিরোধী হইবে। যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তি রাখিতে চাও সংসার হইতে অনেক প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের আজ্ঞা, কটু কথার বিনিময়ে কটু কথা বলিবে না, অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচার করিবে না। বীরের ন্যায় ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু সংসারের দ্বারা বাণ-নিক্ষিপ্ত হইয়াও কোমল থাকিবে; জঙ্গলে যাইতেছ কিন্তু দুষ্ট হইবে না। কেবলই ক্ষমা করিবে। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল থাকিবে, শত্রুদিগের প্রতি শত্রুতা করিবে না।

তোমরা বলিতে পার কি লইয়া এত বড় ব্রত পালন করিব। কিছুমাত্র সম্বল নাই কি লইয়া এই ভয়ানক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইব। প্রার্থনাই তোমাদের এক মাত্র সম্বল। আর অন্য সম্বল নাই, আর অন্য কার্য্য নাই। তোমাদের দুটী চক্ষু স্বর্গের দিকে স্থির থাকিবে। বিপদে পড়িলে শিশু যেমন জননীকে ডাকে তোমরা সাত জন সেইরূপ ঈশ্বরকে ডাকিবে। হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, বিনীত অকপট ভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমরা জাননা পৃথিবী কিসে জয় হইবে। প্রার্থনা করিয়া পৃথিবীকে জয় করিবে। যদি পৃথি[illegible]রাজ্য হয় প্রার্থনা দ্বারা হইবে। কেবল প্রার্থনা তরী [illegible] করিয়া এই শোক দুঃখময় ভবসাগর অতিক্রম ক[illegible] শান্তি [illegible]কেতনে যাইবে। যদি তোমরা দুর্জ্জয় রিপু[illegible]কে জয় করিতে পার তবে দেখিবে কেবল প্রার্থনা [illegible]য়া পারিবে। যদি মনের দুঃখ ব্যাধি দূর করিতে পা[illegible] এই প্রার্থনা ঔষধ দ্বারা পারিবে। বিপদভঞ্জন ঐ প্রার্থনা। শান্তি দিতে পারে কেবল প্রার্থনা। তোমাদের চারিদিকের ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা

সাক্ষ্য দিবেন সকল দুঃখ দূরে যায় যদি প্রার্থনা করিতে পারি। অতএব প্রার্থনাকে সম্বল কর, প্রার্থনাকে অস্ত্র কর, প্রার্থনাকে বন্ধু কর, আর মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া চলিয়া যাও। বিপদে বিপন্ন হইবে না, রোগে রুগ্ন হইবে না, ভয়ানক মৃত্যুর ভিতর অমর থাকিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তোমরা এই ব্রত পালন করিতে পার।

সায়ংকালের উপদেশ।

তিন প্রকার নিরাকার আছে আমরা বলিতে পারি। এক প্রকার নিরাকার যাহা কিছুই নহে। দ্বিতীয় প্রকার নিরাকার পদার্থ বটে, কিন্তু শুষ্ক আকাশের ন্যায়। তৃতীয় প্রকার নিরাকার শুষ্ক নহে, তাহা চির সরস, চির প্রসন্ন পুরুষের মত। স্থির হইয়া শ্রবণ কর। নিরাকার অনেকের পক্ষে অসৎ। তাহাদের পক্ষে, যাহার আকার আছে তাহাই আছে, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, অর্থাৎ নিরাকার বলিলেই অপদার্থ বুঝায়। এই জন্য তাহাদের নিকট নিরাকারের উপাসক চিরকাল ঘৃণিত। তাহারা বলে নিরাকার গ্রহণ করা আর মিথ্যাকে সম্বোধন করা সমান। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক নিরাকার অসৎ এই কথা মানেন না, যাহার আকার নাই এমন পদার্থও আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা কি পদার্থ? আকাশের ন্যায় শুষ্ক গম্ভীর একটী সত্তা, খুব নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা দৃঢ় রূপে তাহার প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহাতে কোন রস নাই, তাহা হইতে কোন সুখ পাওয়া যায় না। যথার্থ নিরাকারের উপাসক তাঁহারা যাঁহারা এই দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া তৃতীয় প্রকার নিরাকারের উপাসনা করেন। তাঁহাদের নিরাকার সহাস্য। আপাততঃ ইহা নির্ব্বোধের কথা মনে হইবে। কিন্তু ইহাই ভক্তির প্রথম কথা এবং ইহাই ভক্তির শেষ কথা। যেখানে কতক গুলি লোক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত একটী শুষ্ক গম্ভীর নিরাকার পদার্থ দেখিতেছে সেখানে ভক্ত সহাস্য ঈশ্বরকে দেখেন। ইহা সত্য না হইলে ভক্তিশাস্ত্র গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত। তোমরা প্রেমময়ের পূজা কর, পবিত্র স্বরূপের পূজা কর আমি মানি; কিন্তু যদি তোমাদের নিরাকার আকাশ হাসিতেছেন ইহা না দেখিতে [illegible] তবে তোমরা যে চির কাল ধর্ম্ম সাধন করিবে তা[illegible] বিশ্বাস নাই। মনুষ্য যেমন প্রসন্ন হইলে হাস্যভাব [illegible] করে, যখন তোমাদের নিকটে সমস্ত আকাশ ঠিক [illegible] ভাব ধারণ করিবে তখন জানিব ভক্তিশাস্ত্রের শেষ [illegible] তোমাদের পাঠ চলিবে। হস্ত দ্বারা কাট কা[illegible] একটী সহাস্য বদন পুত্তল নির্ম্মাণ করিলে, তুলী লইয়া না[illegible] সুন্দর বর্ণ দ্বারা একটী সহাস্য বদন ছবি আঁকিলে অথবা প্রস্তর খোদিত করিয়া একটী সাহাস্য মুখ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিলে তাহা হইবে না। কিন্তু এই লও শূন্য আকাশ, এই লও ভক্তির তুলী হাতে, ভক্তি অনুরঞ্জিত চক্ষে তাকাইয়া যদি বল সমস্ত আকাশ সহাস্য তবে বলিব তুমি ভক্ত। আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের সহাস্য মুখ না দেখিলে কেহই চির কাল আপনাকে পরিত্রাণ পথে লইয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রেমমুখ দেখিলে আপনাকে পরিত্রাণ-পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব, ইহা ভক্তি শাস্ত্রের শেষ কথা নহে। শেষ কথা কখন? যখন ভক্তির অশ্রুতে সমস্ত আকাশকে সহাস্য দেখা যায়, যখন আপন হস্তে এই নিরাকার আকাশ হইতে সেই আনন্দময় সহাস্য পুরুষকে বাহির করিতে পারা যায়, যখন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি সমুদায় সেই আনন্দময় পুরুষকে অবলম্বন করিয়া করিতে হইবে তখনই ভক্তির পূর্ণাবস্থা হইবে। কেবল নিরাকার প্রেমিক পুরুষকে দেখিলে ভক্তির সমস্ত অঙ্গ সম্পন্ন হয় না, সকল সন্তাপ দূর হয় সেই আনন্দময় পুরুষকে লাভ করিলে। স্বর্গ কি? আনন্দধাম। ক্লেশধাম স্বর্গ নহে। স্বর্গ নিত্যানন্দধাম। স্বর্গের রাজা পূর্ণানন্দ পুরুষ। তুমি একটী প্রার্থনা এই পূর্ণানন্দ আকাশের ভিতর ফেলিয়া দাও, সেই প্রার্থনা সুখ আনিবে। একবার ভক্তি নয়নে তাকাইবে, আর দেখিবে যত দূর অন্যের পক্ষে নিরাকার আকাশ, কিম্বা ভয়ানক ঘোর অন্ধকার, তোমার পক্ষে তত দূর ঈশ্বরের উজ্জ্বল সহাস্য মুখ। ভয় করিবে না। অনেক পাপ যন্ত্রণা আছে; কিন্তু সেই সহাস্য মুখ দেখিলে সকল দুঃখ দূরে যাইবে। ঈশ্বরকে কেবল প্রেমময় বলিয়া জানিলে সকল সন্তাপ যাবে না। দুঃখী তাঁহার আনন্দ মুখ দর্শন করিতে চায়। ভয়ানক দুঃখ বিপদের মধ্যে একবার বন্ধুর পানে তাকাইলাম, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া একবার হাসিলেন, আর ঐ হাসির মধ্যে সুখের শাস্ত্র, পরিত্রাণের শাস্ত্র পাইলাম। তুমি নিরাশ হইলে কে তোমার নিরাশ অন্ধকার দূর করিবে? তুমি সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপের পূজা কর, কিন্তু তাহাতে তোমার বিপদ যায়। একবার আনন্দময়ের প্রতি তাকাও, যখনই একবার তিনি সহাস্য বদনে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তোমার সকল সন্তাপ দূর হইবে। আনন্দময় ঈশ্বর প্রসন্নতা দ্বারা তাহার ভক্তের প্রত্যেক প্রার্থনার উত্তর দেন। একবার তিনি ভগ্নহৃদয় ভক্তের প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন, আর তাহার সমস্ত পাপের যন্ত্রণা দূর হইল। ইহাকে বলে যথার্থ নিরাকার পূজা। ইহাই চিদানন্দের পূজা। যাহা অসত্য ছিল, অন্যের পক্ষে যাহা শূন্য, কিছুই নহে, সেস্থান বিশ্বাসীর নিকট দৃঢ় গম্ভীর সত্য হইল, আবার বিশ্বাস চক্ষে যাহা কেবল শুষ্ক সত্য ছিল ভক্তের নিকট তাহা আনন্দময় হইল। জগতের পিতা আকাশ রূপ ধারণ করিয়াও যখন হাসিতে পারেন তখন নিরাশার অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিতে

পারে? সেই সহাস্যভাব দেখিলে পাপ, তাপ, জড়তা, বিষণ্ণতা, নিরুৎসাহ আর থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরকে চিরপ্রফুল্ল, চির প্রসন্ন বলিয়া পূজা কর। অথচ আকাশভাব ছাড়িও না। কোন আকার নাই, অন্তরে বাহিরে, চারিদিকে নিরাকার আকাশ, অথচ অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে ঐ দেখ পূর্ণানন্দ পুরুষের সহাস্য মুখ। দেখিয়া পবিত্র হইবে, কৃতার্থ হইবে। ব্রহ্মময় আকাশ, সহাস্য মুখময়, প্রসন্ন বদনময় আকাশ। সহস্র চন্দ্র উদয় হইল হৃদয়াকাশে, কোটি চন্দ্র বাহিরের আকাশে। আমরা কতবার জঘন্য হই, বিষণ্ণ হই। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদা প্রসন্ন। আমরা যখন সুখে থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন, আমরা যখন দুঃখে থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন, আমরা যখন ভাল থাকি তখনও তিনি প্রসন্ন, আমরা যখন কাল হই তখনও তিনি প্রসন্ন। তিনি নিত্যানন্দ, সদানন্দ, তাঁহার নাম "চির প্রফুল্ল।" তিনি হাসিয়া প্রত্যেক কথায় উত্তর দেন। সেই হাসি দেখিয়া সুখীর সুখ প্রবর্দ্ধিত হয়, দুঃখীর দুঃখ দূর হয়; সাধুর সাধুতা বৃদ্ধি হয়, এবং পাপীর পাপক্ষয় হয়। সেই আহ্লাদপূর্ণ আকাশের উপাসনা কর। যেখানেও যাওনা কেন, যেখানেই থাকনা কেন, এই সহাস্য মুখময় আকাশ তোমাদের পানে তাকাইয়া হাসিবে। চক্ষে ভক্তির অঞ্জন মাখিয়া দেখিবে, আকাশ আনন্দজলধিতে পরিণত হইবে। এই আকাশ মনুষ্যের দুঃখ দূর করে, মনুষ্যের প্রাণ ভরিয়া সুখ, আহ্লাদ দেয়। এই আকাশ মনুষ্যের পক্ষে বৈকুণ্ঠ, এই আকাশ জীবিত, মৃত নহে, এই আকাশ ভক্তের বন্ধু। অতএব আকাশের সহাস্য ভাব দেখ, আকাশের কথা শুন, আকাশের সহবাসে থাক, চিরসুখী হইবে। আকাশ সহজ নহে, আকাশ সামান্য নহে।

ধর্ম্ম বন্ধু হইতে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে বন্ধুতা হয়, যাহা ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত হইতে পারে না, সেই বন্ধুতাই ধর্ম্মবন্ধুতা।

যিনি ধর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন নিবারণ করেন, অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য নিশ্চিন্ত করিয়া দেন, যদি এরূপ ব্যক্তির প্রতি বন্ধুতা স্থাপিত হয়, তবে সেই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্ধুতা। অনেক পণ্ডিত এবং ঋষি এই কারণে বদান্য ধনী লোকের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করেন। এই রূপ দাতা ও গৃহীতা উভয় পক্ষেরই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্ধুতা। ভৃত্যকে যদি এই দুই কারণে প্রেম কর, এক সে তোমার সেবা করে, দ্বিতীয় তোমার নিয়মিত কার্য্যের সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম সাধনার জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া দেয় তাহা হইলে সাধনাতে তুমি যে পরিমাণে প্রেম ও বিমুক্ত ভাব লাভ করিবে সেই পরিমাণে তাহার প্রতি তোমার ধর্ম্মবন্ধুতার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর প্রেমের বল বিশ্বাসের বল অনুসারে হইয়া থাকে। যে পরিমাণে বিশ্বাস সবল হইবে সেই পরিমাণে প্রেম বৃদ্ধি পাইবে। তৎপর সেই প্রেম ঈশ্বরের অনুগৃহীত প্রিয়পাত্রদিগের প্রতি সংক্রামিত হইবে। যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী ভক্তপ্রেমিকদিগকে প্রেম করেন, তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল "আর্য্য! ইহাঁরা কেমন লোক? মহম্মদ বলিলেন যে "যাঁহারা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুতা করিয়া থাকেন, এ তাঁহারা। ঈশ্বর বলিয়াছেন "যাহারা আমার জন্য পরস্পর বন্ধুতা করে, আমার জন্য পরস্পরকে সাক্ষাৎ করে, আমার জন্যে পরস্পরকে ক্ষমা করে, তাহারা আমার বন্ধু।" মহম্মদ এই কথাও বলিয়াছেন "সাত ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ করিবে, এক ন্যায়পরায়ণ রাজা, দ্বিতীয় সেই যুবক যে যৌবনের প্রারম্ভে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত। তৃতীয়, মস্জিদ্ হইতে নির্গত হওয়ার পর মস্জিদে পুনঃ প্রবেশ পর্য্যন্ত যাহার হৃদয় মস্জিদের ভাবে সংলগ্ন থাকে সেই ব্যক্তি। চতুর্থ, যে দুই জন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে সম্বদ্ধ হয়। পঞ্চম, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করে। ষষ্ঠ, কোন ঐশ্বর্য্যশালিনী রূপবতী যুবতী যে যুবাকে আহ্বান করিয়া কামাভিলাস জ্ঞাপন করিলে আমি ঈশ্বরকে ভয় করি বলিয়া সে তাহাতে পরাঙ্মুখ হয়। যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে দান করে তাহার বাম হস্ত জানিতে পারে না।

কতকগুলি লোক মহর্ষি ঈশাকে নিবেদন করিয়াছিল "প্রভো! আমরা কাহার সঙ্গে বাস করিব?" তিনি বলিলেন "তাহাদের সঙ্গে বাস করিবে, যাহাদের সহবাস তোমাদিগকে পরমেশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দিবে, যাহাদের কথা তোমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে, যাহাদের চরিত্র তোমাদিগকে স্বর্গ লোকের জন্য অনুরাগী করিবে।"

উদ্বাহ বন্ধনের ন্যায় ধর্ম্মবন্ধুতার বন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। মহাত্মা মহম্মদ বলিয়াছেন যে, দুই ভ্রাতা দুই হস্ত সদৃশ। দুই হস্ত যেমন পরস্পর এক অন্যকে প্রক্ষালন করে, তদ্রূপ দুই ধর্ম্মভ্রাতা পরস্পরের সেবক হয়।

কয়েক জন সুফি (ঋষি) মিথ্যা অপবাদে ধৃত হয়েন, বাদসাহ তাঁহাদের শিরশ্ছেদনের আদেশ করেন। ঘাতক হত্যা করিবার জন্য তরবাল নিষ্কোষিত করিলে, মহর্ষি অবুয়েল হোসেন নুরী যে সেই দলে ছিলেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন "সর্ব্বাগ্রে আমার শিরশ্ছেদন করিতে হইবে।" বাদসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন সর্ব্ব প্রথমে নিহত হইতে চাও?" তিনি বলিলেন "এই সকল সুফি আমার বন্ধু। আমি ইচ্ছা করি এই বন্ধুদিগের মৃত্যুর এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়।" বাদসাহ বলিলেন "সোব্‌হানাল্লা (পবিত্র পরমেশ্বর) যাহাদের এই প্রকার

প্রেম, তাহাদিগকে হত্যা করা কোনরূপে উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি সকলকে মুক্তি দান করিলেন।

ফকির আবু হরেরার নিকটে কেহ বলিয়াছিল যে "আমি ধর্ম্মবন্ধুতার সূত্রে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে ইচ্ছা করি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুতার স্বত্ব তুমি অবগত আছ?" সে বলিল "না" তিনি বলিলেন "স্বত্ব এই ধন সম্পত্তিতে আমার অপেক্ষা তোমার অধিকতর স্বামিত্ব থাকিবে না।" সে বলিল "আমি তাদৃশী উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই।" আবু হরেরা কহিলেন "চলিয়া যাও, এই কার্য্য তোমা দ্বারা হইবে না।" মহাত্মা এবনওমর বলিয়াছেন, "এক ব্যক্তি কোন মহর্ষিকে কোন দ্রব্য উপহার দিয়াছিল। তিনি এই উপহার পাইয়া বলিলেন, "আমার অমুক বন্ধু এই বস্তু অধিক ভাল বাসেন, তাঁহাকে দান করিলে উত্তম হয়।" এই বলিয়া তিনি উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই বন্ধুও তাহা তাঁহার অন্য এক বন্ধুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আবার আর এক জনকে দিলেন। এই প্রকার কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া সেই দ্রব্য সেই প্রথম ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল।

সকল কার্য্যেই বন্ধু প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সাহায্য করিবে। প্রফুল্লতা ও প্রশস্ত ললাটে বন্ধুর সেবা করিবে।

মহাত্মা হোসেন বসোরি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মভ্রাতা স্ত্রীপুত্র অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়, যেহেতু তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেন। স্ত্রী পুত্র সংসারকে স্মরণ করাইয়া দেয়।"

ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে ধর্ম্মবিশ্বাসী আপনার ত্রুটি অনুসন্ধান করেন, অবিশ্বাসী অপরের দোষ অন্বেষণ করে। বন্ধুর একটী উপকারের জন্য দশটী ত্রুটি ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বতন ধার্ম্মিক লোকেরা ইহাও বলিয়াছেন "এই প্রকার লোকের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিবে, যে তোমার যে সকল তত্ত্ব ঈশ্বর জানেন, তিনি তাহা জানেন; ঈশ্বর যে প্রকার তাহা গোপনে রাখেন, তিনিও সেরূপ গোপনে রাখেন।" এক ব্যক্তি স্বীয় গোপনীয় বিষয় বন্ধুকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি আমার এই কথা কি স্মরণে রাখিলে?" তিনি বলিলেন "না, ভুলিয়া গেলাম।"

কোন কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে বল চল, সে যদি তাহাতে কোন রূপ আপত্তি করে, তাহা হইলে সে তোমার সহবাসের উপযুক্ত নয়। চল বলিতে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। কোন প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়।"

বন্ধুকে প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষা দিবে। তাহাকে নরকের অগ্নি হইতে রক্ষা করা সংসারের দুঃখ বিপদ্ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য নাই। জ্ঞান শিক্ষা করিয়া যদি অনুষ্ঠান না করে, তাহাহইলে তাহাকে অনুযোগ করিবে, ও ঈশ্বরের প্রতি তাহার অন্তরে ভয় জন্মাইয়া দিবে। কিন্তু অনুযোগ গোপনে হওয়া আবশ্যক, তাহা যেন স্নেহের প্রমাণ হয়। প্রকাশ্য অনুযোগে বন্ধু আপনাকে অপমানিত বোধ করিতে পারেন। যাহা কিছু বলিবে কোমলতার সহিত বলিবে। কঠোর ভাবে নয়।

আবু আলী বলিয়াছেন যে "আমার বন্ধু আবদুলরাজীর সঙ্গে আমি দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। আবদুলরাজী যাত্রা কালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথে কাহার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। তোমার না আমার উপর? আমি বলিলাম "তোমার উপর," তাহাতে তিনি বলিলেন "তাহা হইলে আমি যাহা আদেশ করিব তাহার অধীনতা তোমার স্বীকার করিতে হইবে।" আমি বলিলাম "ইহা আমার শিরোধার্য্য।" তখন তিনি বস্ত্রাদির গাঁঠরী চাহিলেন আমি তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি উহা আপন পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া যাত্রা করিলেন। "আপনি ক্লান্ত হইবেন, আমাকে বহন করিতে দিন।" আমি ব্যগ্রতার সহিত এরূপ অনেক বলিলাম, গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন "আমি কর্ত্তা, তুমি অধীন, আমার, অভিমত অনুসারে তোমার চলিতে হইবে।" পথে এক দিন সমুদয় রাত্রি জল বর্ষণ হয়, আবদুলরাজী আমার উপর কম্বল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকেন। আমি কিছু বলিলেই বলিতেন, আমি সরদার তুমি তাবেদার। তখন আমি মনে মনে বলিতাম "হায়! আমি যদি সরদার হইতাম, ভাল হইত।

বন্ধুতা হইয়া গেলে, কোন রূপ দোষের জন্য তাহা ভঙ্গ করা অবৈধ। ইব্রাহিম বলিয়াছেন "ভ্রাতাকে কোন অপরাধের কারণে পরিত্যাগ করিবে না। আজ সে পাপ করিতেছে, হয়ত কল্য করিবে না।

সম্বাদ।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" যোগী ভক্ত সেবকদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করাকে ভ্রমের কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কি অর্থে ঐ তিন শ্রেণীর পার্থক্য ভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল, আমরা যোগী ভক্ত সেবকের লক্ষণ কি দিয়াছিলাম তাহা অগ্রে তাঁহার জানা উচিত ছিল। ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন হইলেও ইহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ ভাবে একাধারে অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। কোন ভাবকে এককালে বিনাশ করিয়া ও কোন ভাবের উন্নতি হয় না। "সকলেই মস্তকের মণি স্বরূপ" এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু স্বভাবের গতিকেও অবরোধ করিবার কাহার ক্ষমতা নাই। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভাবের বিকাশদ্বারা

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়া থাক। ধর্ম্ম একটী প্রকাণ্ড বিষয়, একাধারে তাহার সমুদয় অংশ পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় না, সমষ্টিতে হয়, ইহার বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করা কেবল বাক্যব্যয় মাত্র। যাহউক, সহযোগী যে এত দিন পরে, "ধর্ম্মের আদর্শকে নীচ করিয়া ফেলা উচিত হয় না" বলিলেন, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলেন না, ইহা অতি শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মমন্দিরে যাইবার পথে লং সাহেবের গির্জ্জার উত্তরে এবং যদুগোপাল চাটুর্য্যে এণ্ড কোম্পানীর কার্য্যালয়ের নিকট কতকগুলি দুষ্ট লোক বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। রবিবার সন্ধ্যার সময় যে সকল ব্রাহ্ম ঐ পথ দিয়া ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত করেন উহারা তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাক্য বলে। কখন কখন স্ত্রীলোকদিগের পাল্কী আক্রমণ করে। গত রবিবারে কয়েক জন ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে তাহারা পশ্চাতের দিক্ হইতে আসিয়া প্রহার করিয়া এবং গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যায়। এরূপ করিবার ইহাদের অভিপ্রায় কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সাবধানতার জন্য আমরা এই সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

"সঙ্গীত সুধাসিন্ধু" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য আট আনা, বাঁধান দশ আনা, প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা সঙ্গীতপ্রিয় অথচ সচরাচর ধর্ম্ম বিষয়ক গান করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং কুৎসিত সঙ্গীতও ভাল বাসেন না তাঁহাদিগকে "সঙ্গীত সুধাসিন্ধু" বিশেষ সাহায্য দান করিবে। ইহাতে সহজ সুরের এবং সহজ ভাবের অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। নিম্নলিখিত বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ এক শত নব্বইটী সঙ্গীত আছে। অন্তরবাণী, অন্তিমকালের, ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরবন্দনা, তত্ত্বোপদেশ, দেশহিতৈষণা, নীতিউপদেশ, নগরকীর্ত্তন, নামমালা, প্রিয়বিরহ, প্রেমবিষয়ক, পিতৃমাতৃ সম্বন্ধীয়, প্রিয়সম্মিলন, প্রার্থনা, বিধবার দুঃখ, বৈরাগ্য, বিবাহ, বৈষ্ণবদিগের, ভক্তের মহিমা, রাম বনবাস, রাজভক্তি, সংস্কৃত, সুরাপাননিবারিণী, স্বভাববর্ণন, হিন্দি গান।

গত বারে যে ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং তাহা আদর্শ স্বরূপ নহে। বিবাহপদ্ধতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনা মধ্যে "অন্তবাবহি" স্থলে "অন্তবাব" পাঠ করিতে হইবে।

মৈমনসিংহ জেলায় ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্ট্রারের পদে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদের ঢাকাস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় কিছু দিন হইল "বৈরাগ্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিলাম। সদ্যুক্তি এবং দৃষ্টান্ত সহকারে বক্তা স্বীয় বক্তব্য বিষয়কে সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন বৈরাগ্য না থাকিলে কোন কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। সংসারের উন্নতির জন্য, নিজের স্বার্থের জন্যও বৈরাগ্য সাধন আবশ্যক হইয়া থাকে। বক্তা বৈরাগ্যসম্বন্ধে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দ্বারা এইরূপে বৈরাগ্যের গৌরব প্রচারিত হওয়া অতীব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। বৈরাগ্য সাধনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দুর্গাদাস বাবু যে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ জনৈক পণ্ডিত বিষয়ান্বেষণে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কোন এক রাজ সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হইলেন। বেশভূষায় নিতান্ত দীন হইলেও রাজা দেখিলেন পণ্ডিতটী বিদ্যা বুদ্ধিতে অসাধারণ। সুতরাং তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় মন্ত্রীর পদে বরণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে মন্ত্রীর কার্য্য নিপুণতা অচিরে রাজার তুষ্টি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল। মন্ত্রীও নিত্য রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ধন মান ঐশ্বর্য্যে তিনি রাজ্য মধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া উঠি[illegible] কিয়ৎকাল এইরূপে গত হইলে, রাজা মন্ত্রী সম্বন্ধে লোক পরম্পরায় এই একটী অতীব আশ্চর্য্যকর কথা শুনিতে পাইলেন, যে মন্ত্রী প্রত্যহ অবকাশ কালে একটী নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত তথায় প্রহরেক কাল বসিয়া থাকেন। কৌতূহল কণ্ডূয়ন পরবশ হইয়া রাজা মন্ত্রীর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভুর কৌতূহল পূর্ণ করিবার আশায় মন্ত্রী তাঁহাকে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎপর গৃহস্থিত সযত্নে রক্ষিত একটী লৌহ সিন্দুক খুলিয়া তাহা হইতে শাণের বাঁধা একটী বোচ্কা বাহির করিলেন। বোচ্কার ভিতরে অত্যন্ত ময়লা ছেঁড়া যে কয়খানি নেকড়া ছিল তাহা লইলেন, এবং দরবারের বেশ ছাড়িয়া সেই কয়খানি পরিলেন। পরিয়া কহিলেন মহারাজ, এই সেই কয়খানি নেকড়া, যাহা পরিধান করিয়া আমি প্রথম মহারাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রত্যহ আমি এই বস্ত্র কয়খানি পরিধান করিবার মানসে এই নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকি। রাজা জিজ্ঞাসিলেন কেন? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, পাছে ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া আমি আমার পূর্ব্বের সে দিন ভুলিয়া যাই। আমি বলি পাছে আমরা আমাদের নিঃস্বতা ও নগ্নতার কথা ভুলিয়া যাই এজন্য আমাদিগকেও অন্ততঃ কিছু কালের তরে এক একবার বৈরাগ্যাবলম্বন করিতে হয়।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হরিরাম মিত্রের যন্ত্রে ১৭ ই ভাদ্র শ্রীমানমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, শনিবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় সুন্দর পুরুষ! হে ভক্তজন প্রাণবল্লভ চির সুহৃদ ঈশ্বর! এই পাপ জীবনে তোমার যে সকল দয়ার চিহ্ন দেখিয়াছি এবং তোমার প্রকৃতির মধুময় উদার ভাবের যে সকল সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আর দুঃখ করিবার কোন কারণ দেখিনা। তুমি যে কেবল শত শত প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা প্রচুর ভালবাসার পরিচয় দিয়াছ তাহা নহে, জন্মাবধি নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া পিতার ন্যায় পালন করিয়া আসিতেছ তাহাও নহে, এবং তুমি নিজ স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা এবং অটল মঙ্গল ভাব প্রদর্শন করিয়া মোহিত করিয়াছ কেবল তাহাও নহে, আবার নিজমুখে বারম্বার আশা বাক্য প্রচার করিয়াছ যে, "সন্তান! আমার শরণাপন্ন যে হয় তাহার ভাবনা নাই, আমি স্বয়ং তাহার সমুদয় ভার বহন করি"। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কে আর দুঃখ বিষাদে চির দিন আর্ত্তনাদ করিবে। তুমি যাহার সহায় তাহার আর অভাব কি আছে। দয়াময়, এত জানিয়া শুনিয়াও অল্প বিশ্বাসী দুর্ব্বল চিত্ত সময়ে সময়ে শোক নিরাশায় ভগ্ন হইয়া পড়ে, তুমি পূর্ণ মঙ্গল কৃপার সাগর দেবতা নিকটে থাকিতেও আমি তোমার কথা ভুলিয়া গিয়া মনে কতই ক্লেশ ভোগ করি। আমি আশা বাক্য শুনিয়াছি পরিত্রাণ পাইব, তুমি আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না, অনেক সুখ শান্তি তোমার দিবার আছে, আমার জন্য তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ সে সকল অনন্ত-কাল সম্ভোগ করিলেও ফুরাইবে না, এবং তুমি প্রত্যেক বারের সাক্ষাতে বিবিধ সৌন্দর্য্য ছটা দেখাইয়া আমাকে চমৎকৃত করিবে, কত কত নুতন অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া আমাকে আনন্দ সাগরে ভাসাইবে, আমি পাপী হই আর যাহা হই, কোন দিন তোমার নিকট নিরাশ অবিশ্বাসের কথা শুনি নাই, তবে আর কেন আমি মিথ্যা শোক করি। তোমার কোন ত্রুটি হইবে না তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম, কিন্তু আমার দোষে আমি তোমা ধনে অনেক সময় বঞ্চিত হইতেছি। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার আশাবাণী আমি কখন ভুলিয়া না যাই। যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহা করিবে তাহাই এখন ধরিতেছি না, যাহা করিয়াছ তাহাতেই যেন আমি জীবন্ত বিশ্বাসী এবং প্রশান্ত চিত্ত সেবক হইয়া সর্ব্বদা আপনার আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে

পারি। যে সকল দয়ার ঘটনা হৃদয় পটে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে তুমি লিখিয়া রাখিয়াছ পৃথিবীর মোহ জঞ্জালে তাহা যেন আবৃত হইয়া না যায়। আমি যেমনই হই, তোমার দয়া স্নেহ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া যেন আমি আশা ও আনন্দনীরে সতত সন্তরণ করিতে পারি।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপরোল্লিখিত এই পুরাতন মহাবাক্য ব্রাহ্মদিগের ইষ্ট মন্ত্র। আমরা কল্পনানির্ম্মিত সাকার দেব দেবীর পূজা করি না, যিনি এক অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ চৈতন্যময় ঈশ্বর, সর্ব্বত্র যিনি পরিব্যাপ্ত এবং অনন্ত তিনিই কেবল আমাদের উপাস্য দেবতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহা আদি অক্ষর এবং ইহাই শেষ। ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা অন্য কিছু বুঝিতে পারি আর না পারি, "আমাদের ঈশ্বর একই ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই" ইহা আমরা বুঝিয়াছি, জ্ঞান বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়াছি, হৃদয়েতে বিশ্বাস করিয়াছি, ব্রাহ্ম নাম লইয়া একথা জগতের নিকট প্রচারও করিয়াছি। প্রার্থনা উপাসনা ধ্যান ধারণ পূজা অর্চনা যোগ তপস্যা যাহা কিছু করিতে হয় তাহা সেই ব্রহ্মাণ্ডস্বামী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উদ্দেশেই করিতে হইবে। গৃহধর্ম্ম পালন করি বা বনবাসী তপস্বী হই, তিনি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। জন্ম মৃত্যু বিবাহ উপনয়ন যে কোন ঘটনা উপস্থিত হউক, সমুদায় কার্য্যে সেই রাজরাজেশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত হইবে। পরিবার মধ্যে, জনসমাজ মধ্যে যাবতীয় ক্রিয়ার এক মাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঈশ্বর, যখন আমরা ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছি তখন প্রকাশ্য অথবা মনে মনে এ কথা ঘোষণা করিয়াছি। হিন্দুসমাজ সেবিত পৌত্তলিকতা উপধর্ম্মের দুষিত আড়ম্বরের মধ্যে আমরা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিব ইহাই আমাদের জীবনের ব্রত। কিন্তু এই ব্রত ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কার্য্যে কত দূর পরিণত হইল তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পৌত্তলিকতা কুসংস্কারের প্রাচুর্ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে কি কিছু হ্রাস হইয়াছে? অবশ্য হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। তুমি আমি যে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম তাহার প্রমাণ কি? অনেকে ব্রাহ্ম হইয়াও ধর্ম্মজীবনকে পৌত্তলিকতার অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিতে পারেন নাই। অথবা তাহা সাকার ও নিরাকারের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। দেব দেবী, কুসংস্কার, অন্যায় দেশাচার ও উপধর্ম্মের নামে এক এক জন ব্রাহ্মকে এখন পর্য্যন্ত যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় ও শ্রদ্ধা সম্মান প্রকাশ করিতে হইতেছে তাহা এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা অধিক ন্যূন হইবে না। পৌত্তলিকতা পরিহার সম্বন্ধে মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে যে সকল প্রতিবন্ধকের কথা শ্রুত হওয়া যাইত, এত সভ্যতার উন্নতির মধ্যেও সে সকল অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে পৌত্তলিক সেই পৌত্তলিকই যদি থাকিতে হইল, কপট পৌত্তলিকতার দাসত্ব করিতে করিতে যদি জীবন চলিয়া গেল তবে আর ব্রাহ্ম হইবার আবশ্যক কি ছিল? ব্রাহ্মগণ বড় বড় সমাজসংস্কারক হইয়া দেশ নগর গ্রাম উদ্ধার করিবেন আপাততঃ সে আশা আমরা করিতেছি না, তাঁহারা যে মহা মহাযোগী তপস্বী ভক্ত সেবক হইয়া বঙ্গ দেশকে প্রেমরসে মত্ত করিয়া তুলিবেন সে আশাও এখন করিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সত্য যে এক ঈশ্বরের উপাসনা করা তাহা কেন আমরা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিব না? কোন ব্রাহ্ম যখন জানিয়া শুনিয়া ধন মান বা লোকানুরাগের অনুরোধে স্পষ্ট মিথ্যা ব্যবহার করেন, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের অদ্বিতীয় প্রত্যক্ষ সত্তায় বিশ্বাস করিয়াও তাঁহার সম্মুখে অসত্যের পূজায় প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি কি বলে? যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র

নিজের দেহ মন প্রাণ হৃদয়, বাহ্য জগৎ, জনসমাজ সকলে মিলিয়া যাঁহাকে এক মাত্র উপাস্য দেবতা পরিত্রাতা বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে ব্রাহ্ম অনায়াসে অম্লান বদনে কিরূপে তাঁহার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে সাহসী হন? প্রথম মূল সত্যটীও যদি তিনি পালন না করিবেন তবে কি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিতে বসিয়াছেন? আপনার ইষ্ট দেবতাকে যে সহজে পরিত্যাগ করে তাহার তুল্য নির্ব্বোধ কৃপাপাত্রও আর কেহ নাই। কোন নারী লোভ বশতঃ আপনার এক মাত্র বিবাহিত বৈধ স্বামীকে অতিক্রম করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে যেমন ভ্রষ্টাচারিণী বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত হয়, ব্রাহ্ম আপনার হৃদয়ের অদ্বিতীয় স্বামী ঈশ্বরকে অবস্থা এবং স্থান বিশেষে অস্বীকার করিলে সেই রূপ দোষে দূষিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিদেশে উৎসাহের সহিত যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন্ করেন স্বদেশে তাঁহাদিগকে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম বলিয়া যেন প্রতিবাসীরা চিনিতে পারে এবং "একমেবদ্বিতীয়ং" নাম তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কার্য্যে যেন অঙ্কিত থাকে এই আমাদের অনুরোধ।

প্রেম স্বয়ংই পুরস্কার।

যথার্থ স্বর্গীয় প্রেম কদাপি অবস্থার দাসত্ব করে না। ঈশ্বরের প্রেম যেমন গুণাগুণের বিচার না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীব সকলকে পোষণ করিতেছে, প্রেমপিপাসু মনুষ্যকেও তেমনি স্বাধীন ভাবে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। প্রেমের সাধন এক পক্ষ, অন্যে আমাকে গুণ ও সৌন্দর্য্যে মোহিত করিলে আমি তাহাকে প্রেম দান করিব, অগ্রে কেহ আমাকে ভালবাসিলে কিম্বা উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার করিলে পরে তাহাকে আমি ভালবাসিব ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ইহ জীবনে প্রেমের আস্বাদন লব্ধ হইবে না। অহঙ্কার ও চিরপোষিত স্বার্থপরতা আমাদিগকে এমনি অনুদার ও নীচাশয় করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা নিস্বার্থ ভাবে কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার প্রত্যাশাও অন্তরের গভীর স্থানে লুকায়িত থাকিবে। সঙ্কীর্ণহৃদয় জীব মনে করে, অন্যে আমাকে ঠকাইয়া ভালবাসা লইতেছে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিয়া প্রতারণাপূর্ব্বক আমার সেবা গ্রহণ করিতেছে; কেন আমি তবে লোকের হিত চেষ্টা করিব? আমার সেবার যদি কোন মূল্য না রহিল, তাহা যদি কেহ স্বীকারই না করিল তবে বৃথা কেন আমি পণ্ডশ্রম করি? কেনই বা আমি আমার মান মর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভৃত্যের ন্যায় লোকের দাসত্ব করিব? হৃদগত পুরাতন স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার এইরূপ কুমন্ত্রণা দিয়া মনুষ্যকে সাধুকার্য্য হইতে বিরত রাখে। কিন্তু এরূপে প্রবঞ্চিত হওয়াতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, প্রত্যুত ইহা অতিশয় লাভের বিষয়। কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া এবং ভালবাসিয়া যে কিছু কার্য্য করা যায় তাহাতে জীবন যেমন উন্নত হইবে এমন আর কিছুতেই হইবে না। অন্যের নিকট কোন পুরস্কার পাই আর না পাই, আমার প্রেমবৃত্তি যে যে কার্য্য দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় তাহা আমার একান্ত শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। কুটিল বুদ্ধি ক্ষুদ্রাশয় লোকে মনে করিতে পারে আমি কৌশলে অমুকের দ্বারা অমুক কার্য্য সাধন করিয়া লইলাম, কিন্তু প্রেমিক মনে করেন আমি চতুর, কারণ আমি প্রেম করিয়া নিজে ভাল হইয়া লইলাম। বস্তুতঃ পরের মঙ্গলে উদাসীন থাকিয়া নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় চির দিন অন্য কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়া অপেক্ষা নির্ব্বোধের ন্যায় পরকে প্রেম দান করা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ কার্য্য। অক্ষয় প্রেম ধন যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয় প্রেমিকেরা তাহাই করেন, সুতরাং তাঁহারা যেমন চতুর স্বার্থপর ব্যক্তি তেমন চতুর নহে। প্রেমের কার্য্য স্বয়ং প্রেমদাতার পুরস্কার স্বরূপ হইয়া তাহাকে বিবিধ

সাধুগুণে দিন দিন সমুন্নত করে। বিষয়-বুদ্ধিতে, সাংসারিক গণনায় ইহা লাভের ব্যবসায় বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহার যথার্থ লাভের অঙ্ক প্রতিভাত হয়। অতএব প্রেম সাধনের জন্য কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রেমিকের দূরে বা নিকটে কোনরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা না থাকিলেও তিনি হাতে হাতে ইহার ফল লাভ করেন। প্রেমের মত স্বাধীন ব্যবসায় আর কিছু নাই; মূল ধন এবং লাভ নিজের হাতেই অবস্থিতি করিতেছে। কবে কে কোন্ কালে সদয় হইয়া আমাকে ভালবাসিবে, তবে আমি সুখী হইব, এ প্রকার প্রত্যাশা করিয়া যিনি কালক্ষেপ করেন তিনি সঞ্চিত ধনে বঞ্চিত হইয়া কল্পিত দুরাশার পশ্চাতে ধাবিত হন। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমের ব্যবস্থা পাঠ করিয়া লোক নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেম দান করিবেন,তাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল লাভ হইবে। মহাত্মা ঈশা প্রভৃতি মহা পুরুষগণ যে সকল লোকদিগকে ভালবাসিয়া গিয়াছেন তাহাদের সততার উপর কি তাঁহাদের কিছু মাত্র নির্ভর ছিল? যে প্রেমিক সাধু হইবার অভিলাষ রাখে তাহাকে এক পক্ষ ভালবাসার ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন প্রেমসাধনের আর অন্য কোন বিধান নাই। প্রেম স্বয়ং যদি পুরস্কার হইল তবে আর অপরের ভাল হইবার প্রতীক্ষায় থাকিবারই বা প্রয়োজন কি? সংসারের সার বস্তু প্রেম, যে ব্যক্তি ইহা বিতরণ করিতে পারে সেই ধনী এবং সেই সুখী হয়, ইহ পরকালে তাহার জন্য স্বর্গ নিকেতনের দ্বার সদাকাল উন্মুক্ত থাকে।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

(১৪৫ পৃষ্ঠার পর)

এক দিন কতকগুলি কোরেশ লোক উপাসনালয়ে যাইয়া মহাত্মা মহম্মদকে আক্রমণ করে। তাহাতে তিনি তেজঃ ও বিক্রমের সহিত বলেন, "কোরেশগণ! আমার কথা শ্রবণ না করিলে ও অধীনতা স্বীকার না করিলে জানিও তোমাদের কণ্ঠ ছিন্ন করিব।" কথিত আছে এই বাক্য শুনিয়া সকলের মহা ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়াছিল। এক ব্যক্তি যে সর্ব্বাপেক্ষা সেই মহাপুরুষকে অধিক দুর্ব্বাক্য বলিত ও গালি দিত সে বিনম্রভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। মিষ্ট ও কোমল বাক্যে বলিল,"মহম্মদ! তুমি স্বস্থানে চলিয়া যাও, তুমি ঈশ্বরজ্ঞানী, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবিজ্ঞ নও, যাহা কিছু করিতেছ, জ্ঞানযোগেই করিতেছ।" অনন্তর মহম্মদ উপাসনার কার্য্য সমাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিবস সেই সকল কোরেশ লোক সেই স্থানে পুনর্ব্বার একত্রিত হয়। তখন তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, কল্য প্রথমতঃ আমারা মহম্মদকে এত গাল দিলাম, কিন্তু সে যখন আমাদিগকে গাল দিল আমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, মৌন রহিলাম, মূক হইয়া গেলাম। আমরা এ কি করিলাম! যাহা হউক, যদি এইক্ষণ তাহাকে পাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে কি করিতে হয় বুঝা যাইবে। তাহারা এই প্রকার কথোপকথন করিতেছিল ইতি মধ্যে মহাত্মা মহম্মদ তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। কয়েক জন কোরেশ যাহাদের তাঁহার প্রতি অত্যন্ত জাত ক্রোধ ছিল, তাহারা তাঁহাকে যাইয়া আক্রমণ করিল এবং বলিল,"তুই না আমাদের ও আমাদের দেবতাদিগের বিরুদ্ধে বলিয়া থাকিস্?" তিনি বলিলেন, "হাঁ আমিই বটি, আমিই তাহা বলিয়া থাকি।" এই কথা শুনিয়া একজন তাঁহার চাদর টানিয়া নিয়া তদ্দ্বারা তদীয় গলদেশ চাপিয়া ধরিল, তাহাতে তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তথায় আবু বেকর সদিক্ উপস্থিত ছিলেন, তিনি ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি বলিতেছেন "ঈশ্বর আমার প্রতিপালক" যিনি আমাদিগকে আলোকের পথ পদর্শন করিতেছেন তাঁহাকে বধ করিও না। ইহা শুনিয়া তাহারা হজরৎ মহম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া আবুবেকরকে যাইয়া ধরিল ও তাঁহার শ্মশ্রু আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিল, তাহাতে তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। তৎপর কোরেশগণ এই স্থির করিল যে মহম্মদকে আর জীবিত রাখিব না। কিছুতেই আর তাহার হত্যায় পরাঙ্মুখ থাকিব না। এই সংবাদ শুনিয়া ফতেমা কাঁদিতে কাঁদিতে জনকের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি ফতেমাকে কাঁদিতে দেখিয়া বাৎসল্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার শোকাকুল হওয়ার কারণ কি? ফতেমা বলিলেন "পূজনীয় পিতা! সকলে তোমাকে বধ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। হজরৎ মহম্মদ বলিলেন, "ভয় নাই। কিঞ্চিৎ জল দেও, আমি অজু করি, আমি বিশ্বাসরূপ অস্ত্র ধারণ

করিব, নমাজরূপ পবিত্র কবচে আচ্ছাদিত হইব।" অনন্তর তিনি অজু সমাপ্ত করিয়া মস্‌জিদে যাইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দৈববলে তাঁহার আশ্চর্য্য তেজঃ ও প্রতাপ হয়, বিপক্ষ দল তাহা দেখিয়া ভীত হইল, ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ইতি মধ্যে অনেক গুলি লোক হজরৎ মহম্মদের মত স্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। পিতৃব্য আবু তালেব বিশেষ সতর্কতার সহিত মহাত্মা মহম্মদকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, দুর্দ্দান্ত পৌত্তলিকগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সুযোগ পাইয়া উঠিত না। তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিও যাহাতে উৎপীড়ন না হয় আবু তালেবের আত্মীয় কুটুম্বগণ সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু কোথাও কোন মহম্মদীয় লোককে অসহায় দেখিতে পাইলেই দুর্জ্জয় কোরেশগণ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যৎ-পরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত। কোন কোন মুসলমানকে অনাহারে বন্দী করিয়া রাখিত, কাহাকে কাহাকে বা প্রচণ্ড গ্রীষ্ম উত্তাপের সময়ে উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিত ও প্রহার করিত। এবং বলিত মহম্মদের মত পরিত্যাগ কর। বেলাল নামক এক জন পরম বিশ্বাসী কাফ্রিকে প্রতি দিন উলঙ্গ করিয়া উষ্ণ বালুকার উপর শয়ন করাইয়া রাখিত ও বক্ষঃস্থলে উষ্ণ প্রস্তর স্থাপন করিয়া বলিত, "রে কাফ্রি! মহম্মদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আমা-দিগের লাত ও গরি দেবতাদিগকে বিশ্বাস কর। বেলাল বলিত,. আমি অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরকে পূজা করিব। এ রূপ সহিব্ ও খবাব, আম্‌মন্ ফহরা এবং আস্‌বা প্রভৃতি বিশ্বাসী মুসলমানদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিত। ধর্ম্ম পথের বিশ্বাসী যাত্রিকেরা সেই বিপদকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন এবং বলিতেন, "বিপদ্‌ ঈশ্বরের প্রেমের দান, তাঁহার দান পাইয়া খেদ করা অন্যায়"। পরিণামে অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কোরেশগণ মুসলমানদিগের প্রাণ বধে প্রবৃত্ত হইল। শুদ্ধ তাঁহাদের প্রাণ নাশ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাদের পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্বদিগকে পর্য্যন্ত বধ করিতে লাগিল। প্রয়োজন বশতঃ হজরৎ মহম্মদের আদেশ অনুসারে তাঁহার মতাবলম্বী বহু লোক আফ্রিকাতে গমন করিয়াছিল। তখন পৌত্তলিকগণ দল বল অল্প দেখিয়া হজরৎ মহম্মদকে বিশেষ রূপে উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। এক দিন জরহুল নদীর তীরে এক গোরস্তা-নের নিকটে আবু জেহেল তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছিল ও অপমান করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

হরি নামের মাহাত্ম্য।

একদা ভগবদ্ভক্ত পরম বৈরাগী দেবর্ষি নারদ মনে মনে ভাবিলেন, আমি যে এই বীণাযন্ত্র সহকারে চির দিন হরিনাম গান করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ করি, নামের মহিমা যে কি তাহাত আমি এপর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারিলাম না? নামের যথার্থ মহিমা জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আমি হরিনাম গান করিতে করিতে প্রাচীন হইলাম কিন্তু নামের প্রকৃত মাহাত্ম্য কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, আপনি আমাকে ইহার মহিমা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। চতুরানন ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ! আমিত এ নামের মহিমা তোমাকে বলিতে পারিলাম না। অতএব তুমি মহাযোগী মহাদেবের নিকট গমন কর। নারদ কৈলাস শিখরে উপনীত হইয়া পঞ্চাননকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাদেব বলিলেন, হরি নামের মাহাত্ম্য আমিও বলিতে পারিলাম না, তুমি বৈকুণ্ঠধামে স্বয়ং হরির নিকট গমন কর, তাঁহার নামের মহিমা তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। অতঃপর নারদ ঋষি গোলকধামে সর্ব্বলোকপালক ভগবান্ হরির সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে দেব! হে আদিপুরুষ ত্রিভুবন স্বামী পরমেশ্বর! হরি নামের মহিমা কি তাহা আপনি আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন। হরি বলিলেন ঋষে! আমার নামের মহিমা আমি বলিতে পারিলাম না। নারদ এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন, কৌতূহল চরিতার্থ হওয়া দূরে থাকুক তাহা আরও বৃদ্ধি হইল। ভাবিলেন এ কি প্রকার কথা! যাঁহার নাম তিনি নিজেই যদি তাহার মহিমা বলিতে অসমর্থ হইলেন তবে আর আমি কাহার নিকট যাইব? অনন্তর নারদ ভগবান্ হরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভো! ব্রহ্মা শিব এবং আপনি কেহই যদি নামের মহিমা বলিতে পারিলেন না তবে কি আমি এ জন্য যমালয়ে গমন করিব? হরি বলিলেন হাঁ, তুমি যমালয়েই গমন কর, সেইখানে এই নামের মহিমা জানিতে পারিবে। নারদ যমালয়ে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ বলিলেন ঋষে! আপনি আমার সঙ্গে দক্ষিণ দ্বারে চলুন। নারদ বীণাযন্ত্র সহকারে সুমধুর হরি নাম গান করিতে করিতে সেই দিকে চলিলেন। সহস্র সহস্র পাপী মনুষ্য তথায় ঘোর নরক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে-ছিল, তাহারা সহসা নারদের মুখে পতিতপাবন মধুর হরি-নাম ধ্বনি শ্রবণ মাত্র দলে দলে বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইতে লাগিল। নামের গুণে সেই সকল পাপীদিগকে এইরূপে স্বর্গে যাইতে দেখিয়া নারদ ঋষি ভক্তিতে বিগলিত হইলেন, এবং নামের মাহাত্ম্য কেমন তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। পাপীরাই নামের মাহাত্ম্য নারদকে বুঝাইয়া দিল। বস্তুতঃ ঔষধের যে গুণ তাহা কি সবল শরীর সুস্থকায় ব্যক্তি বুঝাইয়া দিতে পারে? রোগ যন্ত্রণায় যে অস্থির হইয়াছে, মহা বিকারে যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে

তাহারই নিকট ঔষধের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। স্বয়ং ঈশ্বর যিনি তিনিও নামের মহিমা বলিতে পারিলেন না, কারণ নরকবাসী পাপীদের নিকট তিনি স্বীয় নামের গৌরব প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! কি সুধা-মাখা হরিনাম শুনিলাম, এই বলিয়া মোহিত হইয়া পাপীরা স্বর্গে চলিয়া গেল।

ভাদ্রোৎসবে পঠিত।

কের যদি আক্রমণ কর, এমন আশীর্ব্বাদ ছুড়ে মারিব যে আর কখন পীড়ন করিতে পারিবে না।

সুরাপান করিলাম অথচ ঢলাঢলি করিলাম না, তাকে আর নেশা বলে না।

আমি হরিপ্রেমে মাতিয়াছি কি না তাকি আমার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতেছ না?

তারা বলে প্রাবল্য, আমার কিন্তু আবল্যেই প্রাবল্য।

জলের ভিতর ঘটি না ঘটির ভিতর জল, বাউল বলে দুইই।

তোমার গায়ে এত দুর্গন্ধ কেন? মুচিপাড়ায় বাড়ী।

পৃথিবীতে বাস করিলেই খাজানা দিতে হয় আকাশে বাস করিলে আর খাজানা দিতে হয় না।

যদি বুড় ছেলেমি করে আর ছেলে বুড়মি করে আমি তাকে ধর্ম্ম বলি।

সে দিন এক জন বলে ছিল, বয়স গণনা ১,২,৩,৪, কিন্তু ধর্ম্মের বয়স গণনা ৪,৩,২,১।

ঢের বয়স না হইলে আত্মা হামাগুড়ি দিতে পারে না।

তোমরা আমরা কয় জন? পাঁচ জন। তবে ভাল-বাসা নাই। যখন এক জন হইবে তখন প্রেমপরিবার হইবে।

আর কি মন ঘুমাইতে পারে? প্রাতঃকালের বায়ু আসিয়াছে, আর ঘুম হয় না।

ফল খাইলাম বটে কিন্তু তেমন স্বাদ নাই। অসময়ের ফল দেখিতে ভাল হইলেও সুস্বাদু হয় না।

আমার মন থলি কখন খালি হয় না। এই দেখিলাম একটীও পয়সা নাই, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যাই ঝাড়িলাম অমনি কতকগুলি টাকা বাহির হইল।

এই অগাধ জলে সাঁতার দিতেছিলাম এখনি শুষ্ক ভূমি দেখিতেছি। একি! সকলি মনেতে করে।

স্ত্রী পুত্র পরিবার কাপড়ের পোঁটলা, কাঁধে করিয়া চলিলে লাগে, ফেলিয়াও রাখা যায় না।

কি কাঙ্গালই আমার করেছেন মহাপ্রভু! কিন্তু সকলই সহ্য হয়, টাকা পাইয়াছি যথেষ্ট।

ঈশ্বরের সহজ কৃপা আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গানের জগঝম্পও অত্যন্ত সুমধুর।

একটী সর্ষপ কণার মধ্যে সাত রাজার ধন যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে এই ছোট মনের ভিতরে যাও।

আমাকে দেখিতে বড় গরিব, কিন্তু আমি বড় লোকের সন্তান ও আমার ঢের পৈতৃক সম্পত্তি তা জান?

প্রভুর মুখে ঈষৎ হাসি, যে বুঝিয়াছে সে উন্মত্ত হইয়াছে।

ঐ জন্যেতো জলে নামিতে চাই নাই, এখন পড়িয়া আর উঠিতে পারিতেছি না। যাহারা সাঁতার জানিত শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল, আমি যে পড়িলাম আর অমনি ডুবিলাম।

সার কথা বলি শুন, পাগল না হইলে কিছু হইবে না।

স্বর্গ কাহাকে বলে? যেখানে উন্মাদেরা মিলিয়া সুখ-ভোগ করে।

কাম ক্রোধকে মলমূত্রের ন্যায় যে ঘৃণা করে সেই সাধু।

এবারে দান কম, সুতরাং টাকা খুব কমিয়া গিয়াছে। না দিলে বাড়ে না।

আমার চারিটী কন্যা আমার দৈনিক সাধনের আয়োজন করিয়া দেয়। একটী পূজার সময় আসন পাতিয়া দেয়, আর একটী ঘরে আলো দেয়, আর একটী দুঃখ বিপদে সান্ত্বনা দান করে, আর একটী সংসার ও খাওয়া দাওয়া দেখে। এই চারি জনের নাম বিনয়, বিবেক, বিশ্বাস ও বৈরাগ্য।

আজ গায়ে খুব আতরের গন্ধ। ইহার কারণ, এই মাত্র সাধুসঙ্গ হইতে আসিলাম। সাধুসংসর্গের কি সৌরভ!

আমার উৎসাহ ঠিক যেন হাউই, উঠিবার সময় আলো, নাবিবার সময় একটী কাটি ও অন্ধকার।

স্বর্গ নরক এত কাছে পূর্ব্বে জানিতাম না। এক মিনিটে পড়ি, এক মিনিটে উঠি।

আমাদের দেশে এক সময়ে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়।

আগে সকল বিষয়ের দিন ক্ষণ ছিল। যখন কাঁদিবার কাঁদিতাম, যখন হাসিবার হাসিতাম। এখন কাঁদিতে কাঁদিতেই হাসিয়া ফেলি।

ভাদ্রোৎসব, প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

কেবল ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লইয়া বিবাদ করিও না, আর যাহা হয় করিও। কেবল মঙ্গলময়ের পরিত্রাণ বিধির সঙ্গে কলহ করিও না, আর যাহা হয় তাহা করিও। হে মনুষ্য! ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীর রাজসিংহাসনে বসাই-য়াছেন, তোমার জন্য সূর্য্য কিরণ দিতেছে, তোমার জন্য প্রাতঃসমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, তোমাকে সুখে রাখিবার জন্য সংসার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিতেছে। সংসারের

ভার তোমার হস্তে দিয়া ঠিক যেন পৃথিবীর ঈশ্বর বিদায় লইয়া গিয়াছেন। এখানে কেবা তোমাকে বারণ করে? কেবা তোমার প্রতিবন্ধকতা করে? যাহা ইচ্ছা তাহা কর। কেবল একটী স্থানে গিয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিও না। সেই স্থানটী এই, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। একটী ভার ঈশ্বর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। তাহা কি? জীবকে পরিত্রাণ দিবার ভার। এইটী হে মনুষ্য! তোমাকে দেন নাই। নতুবা ক্ষমতা বল, জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, ধর্ম্ম বল, রাজনীতি বল, সকলই তোমার হস্তে দিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে শত সহস্র লোক তোমার অনুগামী হইতেছে, বনের পশু সকল স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া তোমার অধীন হইতেছে। তুমি ইচ্ছা করিলে, আর ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কত বিজ্ঞান রচিত হইল। তোমার লেখনী দ্বারা কত পুস্তক লিখিত হইল। তোমার বক্তৃতা দ্বারা কত আশ্চর্য্য ফল প্রসূত হইল। তোমার কি সামান্য অধিকার! কিন্তু একটী স্থানে তোমার অধিকার নাই। সেখানে তোমার নীতি, তোমার নিয়ম স্থাপন করিও না। পরিত্রাণ দিবার ভার ঈশ্বর নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। সেখানকার সমুদয় বিষয়ের নিষ্পত্তির ভার তোমার নয় তাঁহার। যাহাতে তোমার এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে সেই প্রণালী তুমি জান না। হে পণ্ডিত! হে ধার্ম্মিক! মনুষ্য জীবনের মহা খেদ, এবং মহা দুঃখ আছে যাহার সান্ত্বনা তুমি দিতে পার না। সে শোক দুঃখের সান্ত্বনা কেবল এক জনের হস্তে আছে যিনি আপনার অস্তিত্বের অহঙ্কার করেন না। তিনি অন্ধকারে থাকেন, যখন দেখেন জীব নিতান্ত নিরাশ এবং ক্ষীণ হইল তখন আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া আবার অন্তর্দ্ধান হন। ধর্ম্মজীবনের দুই চারিটী কঠিন সমস্যা আছে যাহার মীমাংসা করিতে হে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! তুমি অক্ষম। একদিকে ভয়ানক অরণ্য, আর এক দিকে ভয়ানক সমুদ্র, উভয়দিকেই নিশ্চয় মৃত্যু। অরণ্যের হিংস্র জন্তুর হস্তে মরিব, না সমুদ্রে মরিব? হে নেতা! হে মনুষ্যদিগের চালক! হে বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ! তুমি আর পথ প্রদর্শন করিতে পারিলে না। তুমি মনে করিয়াছিলে যে পরিত্রাণ গঙ্গা নদীকে দক্ষিণদিকে লইয়া যাইবে, অমুক প্রস্তর এবং অমুক দেশ দিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না। আর একজন আসিয়া অন্য উপত্যকার মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। তুমিও বিভ্রান্ত, আমিও বিভ্রান্ত, উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। সেখানে সমুদয় পাণ্ডিত্য, সমুদয় চরিত্রের বল পরাস্ত হইয়া পড়ে, অত্যন্ত বলবান মনুষ্যও শিশুর ন্যায় হয়। সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া, পথভ্রান্ত হইয়া কেবল এক জনের দিকে তাকাইয়া থাকে। এই রূপে যাহারা তাকাইতে জানে তাহারা ধন্য। আর যাহারা জানে না, তাহারাও ধার্ম্মিক বটে; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে ইহা সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলময়ের হস্তে সমর্পিত। তুমি শ্রেষ্ঠ, গুণবান্, তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে ধন্যবাদ করি, যখন দুর্ব্বল হইয়াছিলাম তখন তুমি সাহায্য করিয়াছ; কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সম্পর্ক থাকে না। যে অবস্থায় যিনি দীন, বিনয়ী, এবং শিশুর ন্যায় অসহায় তাঁহারই জয়। মনে করিয়াছিলাম পূর্ব্বে যে অসহায় অবস্থা হইয়াছিল. যখন গৃহহীন হইয়াছিলাম, তখন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হইল, তখন জানিতাম না বিনয় সাধনের গভীরতর দেশ আছে। এই যে ধর্ম্মের রথ চালিত হইতেছে ইহার রাশ রজ্জু ঈশ্বরের হস্তে। ইহার মধ্যে হে মনুষ্য! তুমি যদি একটী কথা বল অমনি অমঙ্গলের হ্রদ মুখব্যাদন করিবে। এই ধর্ম্মবিধান কেবলই ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হইতেছে এই বিশ্বাস করিয়া স্থির হইয়া থাক। ঈশ্বর ভিন্ন এখানে আর অন্য সহায় নাই, ইহা জানিয়া কেবল তাঁহার দিকেই তাকাইয়া থাক। এই অসহায়তার ভিতরে এক গভীর সহায়তা পাইবে। আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা যতই কেন করি না, এই যে নিঃশঙ্ক নির্ভর, ইহার তুল্য আর কিছুই নাই। এই যে বিদ্যার মধ্যে মূর্খতা, এই যে পরাক্রমের মধ্যে দুর্ব্বলতা, এই যে মনের ভিতরে শিশুর অপেক্ষাও অসহায় অবস্থা, এই অসহায়তাই ব্রাহ্মের পরিত্রাণের সহায়, এই দুর্ব্বলতা তাঁহার বল, এবং এই মূর্খতাই তাঁহার জ্ঞান হয়। যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে তিনি বুঝিয়াছেন ঈশ্বরের হস্তে কোন্ ভার, এবং তাঁহার নিজের হস্তে কোন্ ভার। সেই যে ভিতরের গভীর জীবন তাহার সীমা নাই। পরিত্রাণরাজ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হয় সে নিজে কিছু করে না। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া এমনি চেষ্টা করে যে পৃথিবীর কোন চেষ্টার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। নিশ্চেষ্ট হইয়া যদি ঈশ্বরের চেষ্টা লাভ করা যায়, অসহায় হইয়া যদি ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হইল। আপনার সাধন এবং ধর্ম্মচেষ্টা নিষ্ফল বুঝিয়া যে পরিত্রাণের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করে সে ব্যক্তি ধন্য। যে ব্যক্তি জীবনের তাবৎ ভার বিধাতার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল তাহার ধর্ম্মকে কে পরাস্ত করিবে? যে বিধাতার গুণ বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝিয়াছে সে অবাতকম্পিত দীপের ন্যায় স্থির থাকে। কারণ সে জানে ঈশ্বরের হস্ত কম্পিত হইবার নহে। ঈশ্বরের হস্তে যে ভার তাহা সুসম্পন্ন হইবেই হইবে। যে তাঁহার অনুগমন করে, সে নিশ্চয়ই অপবিত্রতাকে চূর্ণ করিবে, সে দুঃখে পুড়ুক, সহস্র যন্ত্রণায় পেষিত হউক, পরিণামে তাহার জয়, পরিণামে তাহার শান্তি, পরিণামে তাহার পরিত্রাণ। এই পন্থা। কেবল ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই নর নারীর উদ্ধার।

ব্রাহ্মিকা সমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

শুক্রবার, ২১ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্মকন্যাগণ! সেই যে অন্ধকারের ভিতরে একজনকে দেখা গেল, ঘোর অন্ধকার মধ্যে একজন আছেন জানা গেল, তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। এক জন কে আমাদের চারিদিকে আছেন জানিলাম, কিন্তু ইহাতে আমাদের সকল অভাব মোচন হয় না, সকল সংশয় ছেদন হয় না। কেবল আছেন বলিলে কি হইবে? মনে কর একজন অন্ধ স্ত্রীলোক যদি শুনিতে পায় যে, তাহার মা আছেন তাহাতে কি তাহার সকল দুঃখ দূর হয়? তাহার হৃদয়ে এই সরল ইচ্ছা হয় কেমন মা, ইহাঁর রূপ কি গুণ কি, স্বভাব কেমন, ভাবভঙ্গী কেমন একবার দেখি। কি ছেলে, কি মেয়ে সকলেরই মনে স্বভাবতঃ সেই মাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়। যিনি এত প্রিয় হইয়া কাছে রহিয়াছেন ইনি কে? ইনি কেমন? ইহাঁকে না দেখিলে যে মনের দুঃখ যায় না। তিনি আছেন বটে; কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া রাখ, তাঁহাকে দেখা, তাঁহাকে জানা অনেক রকমে হয়। তিনি আছেন, সকলে আমরা বুঝিলাম; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতে পারি। তিনি নানা লোকের কাছে নানা রকমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান। মনে কর, যেমন এক স্থানে অনেক খানি মাটি আছে, পাঁচ জন কুমর সেই একই মাটি হইতে ভাঁড়, কুঁজো, ঘট, কলসী ইত্যাদি নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিল। অথবা মনে কর যেমন একখানি প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তাহার ভিতর হইতে নানা রকম প্রতিমূর্ত্তি বাহির হইল। কিম্বা মনে কর, যেমন একই জলের প্রকাণ্ড সমুদ্র, সেই জল নদী, পুকুর, বাটী, ঘটি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আধারে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সেইরূপ প্রকাণ্ড একটী সত্তা সকল আকাশে রহিয়াছে, তাহার ভিতর থেকে প্রেমময় ঈশ্বরকে বাহির করিতে হইবে। যিনি মাতা পিতা তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। ইহাতে অনেক ভ্রম এবং কুসংস্কার আসিতে পারে; কিন্তু এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতেই আমাদের দয়াময় ঠাকুরকে বাহির করিতে হইবে। ভক্তিচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। যদি কম ভক্তি থাকে তাঁহার রূপ কম দেখিবে। যদি ভক্তিশূন্য হইয়া শুষ্ক বুদ্ধি জ্ঞানে দেখিতে চাও কেবল একখানি পাথরের মত শুষ্ক কঠোর দেবতা দেখিবে। তুমি যদি রাগী হও, এক জন মহারাগী ঈশ্বরকে বাহির করিবে। তুমি যদি লোভী হও এমন একজন ঈশ্বরকে বাহির করিবে যিনি লোভে প্রশ্রয় এবং উৎসাহ দেন, এবং যিনি কদাচ বৈরাগ্যপ্রিয় হইতে পারেন না। এইরূপে তোমাদের আন্তরিক ভাব এবং চরিত্রের অনুসারে তোমাদের ঈশ্বরকে দেখিবে। এইটী না বুঝিলে তোমাদের জীবনে ঈশ্বরজ্ঞান উজ্জ্বল হইবে না। অন্তরে যথার্থ ভক্তি চক্ষু না ফুটিলে, তোমারা মুখে সহস্র বার সত্যময়, প্রেমময়, পুণ্যময় ঈশ্বর বল না কেন, কার্য্যেতে সেই শুষ্ক চক্ষে আকাশই দেখিবে। অন্ধকারে প্রবেশমাত্র গা কাপিয়া উঠিবে; কিন্তু অন্য সময় ভাবিতে গেলে কেহ বলিবেন শুষ্ক দেবতা, কেহ বলিবেন কি আশ্চর্য্য! শুষ্ক কৈ, আমিত দেখিলাম বড় সুন্দর এবং কোমল, এবং আমিত তাঁহাকে দেখিলেই আহ্লাদিত হই। একথা ঠিক বটে। সকলের মনে তেমন লাগে না। এক জনের চটা স্বভাব, তিনি খুব গম্ভীর ভাবে তাকাইলেন বটে, কিন্তু চটা স্বভাব একজন দেখিলেন। যেমন মন তোমার তেমনি তোমার দেবতা হয়। দেবতাত ঠিক যেমন তেমনিই রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখতে হবেত আমার এই চক্ষে? চক্ষে যদি দোষ থাকে, কিরূপে তাঁহাকে ঠিক সত্যরূপে দেখিব? যে দশ জন এক রকমের লোক তাঁহারা একই রকম দেখেন। চক্ষু যদি খাটি দিব্য হয়, মলা না থাকে, তাহার মধ্যে খাটি ভক্তি, জ্ঞান, সত্য পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলেই প্রতি ঘণ্টায় খাটি ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল তিনি প্রাতঃকালে যেন তাঁহার দেবতাকে সুন্দর, উজ্জ্বল দেখিলেন, বিদ্যালয়ে গেলেন সেখানেও সেই রূপ সেই সুন্দর পুরুষকে দেখিলেন, উপাসনা গৃহেও তাঁহার আসনের নিকট তাঁহাকেই দেখিলেন। সকল অবস্থায় সেই এক জনকেই তিনি দেখেন। আর যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা—এই আকাশ মধ্যে আপনার রুচি অনুসারে ঈশ্বরকে গঠন করে। যাহারা সরল বালকের মত খাটি বিশ্বাসী, তাহারা ঠিক যেমন এক ছোট ভাই কিম্বা এক ছোট ভগ্নী আর এক ভাই কিম্বা ভগ্নী কে বলে, দেখ দেখ! আকাশের মধ্যে কেমন সুন্দর এক জন আমাদের পানে তাকাইয়া দেখিতেছেন, ঐ দেখ আবার হাসিতেছেন, ঐ দেখ আবার ইসারা করিতেছেন কাছে যাইবার জন্য। এরা ছোট, এরা অনেক বই পড়ে নাই, এদের ভিতরে কুটিলতা আসে নাই, এরা পরস্পরকে বলে এমন সুন্দরতও দেখি নাই! কেমন হাসি হাসি মুখ, কেমন প্রফুল্ল বদন, এমন করে ক্রমাগত ডাক্‌ছেন! আবার দেখ দেখ! যখন যখন আমাদের ক্ষুধা হয় তখন ইনি হাতে করে ভাত নিয়ে ডাকেন। যখন আমাদের পিপাসা হয় তখন জল লইয়া নিকটে আসেন, যখন রোগ হয় তখন ঔষধ দেন। এই রকম দুই পাঁচটী ব্যাপার দেখিয়া দুটী ছেলে মেয়ে মুগ্ধ হইল। একটী লোক আকাশে, তাঁহার হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, মুখ নাই, অথচ রূপের ডালি। দেখ্‌লেন কে? ছোট সকল শিশু। দেখিয়া বলিলেন এবার হইতে ইহাঁকে পিতা মাতা বলিব, আমাদের দুঃখের কথা ইহাঁর জানাইব, ইহাঁকে কাছে বসিয়া চির সুখী হইব। যথেষ্ট হইল, তিনি দেখিতেছেন, জানিতেছেন। অন্যে

ভাই, ওরে ভগ্নী! আর সকল মিথ্যা, যে আকাশের ভিতর রূপ দেখে সেই সত্য দেখে। সেই লোকই ধন্য যিনি সরল হৃদয়ে আকাশের ভিতর রূপের ডালি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। কল্পনার কথা বলিতেছি না। আর অন্য ঈশ্বর নাই। কিন্তু কিরূপে তাকাইলে দেখিবে? খুব ভক্তি প্রেমের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমে তাকাইবে। যেমন গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত রত্ন পাওয়া যায় তেমনি আকাশের মধ্যে ভক্তেরা যাঁহাকে পিতা, মাতা, গুরু, এবং চিত্তবিনোদন বলেন তাঁহাকে দেখা যায়। এখন যদিও তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে না দেখিয়ত পাও নিরাশ হইও না। মনে করিবে এখন তুমি ঘোলা চক্ষে দেখিতেছ, সেই কুসংস্কারের রং মাখান চস্মা ফেলিয়া দিয়া যখন খাটি ভক্তি চক্ষে আকাশের মধ্যে তাকাইবে তখনই তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইবে। ভক্তের কাছে, সরল ছোট ছেলের কাছে, তিনি প্রকাশিত হন॥

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

উচ্চ অধিকার।

রবিবার, ২০শে পৌষ, ১৭৯৬ শক।

নিগূঢ় ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভাবিলে মনে হয় যেন ঈশ্বর পূর্ব্বেকার সাধন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ছিল যাহা মনুষ্যের হস্তে তাহা তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা অতি কষ্ট এবং আয়াস সাধ্য ছিল, তাহা সহজ হইয়াছে। এমন সময় ছিল, ছিল কেন, এখনও আছে, মনুষ্য বহু দূর গিয়া তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইত, সেখানে তাহাদের দেব দেবী দর্শন করিত, ইহাতে কেবল মনের কষ্ট নহে, শরীরেরও কষ্ট হইত। এই প্রণালীতে পরিত্রাণ পাওয়া দূরে থাকুক ইষ্ট দেবতা দর্শনও মহা কষ্টকর। দেবতাকে দেখিবার জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু উপায় নাই, সহায় নাই, অর্থ নাই, ইষ্ট দেবতা সহস্র ক্রোশ দূরে। পথে যদি হিংস্র জন্তু এবং তস্করদের উৎপাত থাকে দেব দর্শন আরও ভয়, ও আরও কষ্টের ব্যাপার। শরীরের সুস্থতা চাই, অর্থ চাই, এবং তীর্থ যদি বহু দূরে হয়, ছয় মাস কাল ক্রমাগত পথ ভ্রমণ করিয়া যদি প্রাণ বাঁচিয়া থাকে, তবে সেই দেশে উপস্থিত হইব যেখানে দেবকে মন্দির। তীর্থ মানিলে দেখ কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়। কিসের জন্য? পরিত্রাণের জন্য নহে, কেবল ঈশ্বরদর্শন জন্য, আগে দেবদর্শন করিবার জন্য এই প্রকার কঠোর সাধন প্রণালী ছিল। যখন সেই সকল ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনা করি, তখন বলি ধন্য জগদীশ্বর! তুমি নিকটে আসিয়া দেখা দিয়া আমাদিগের সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিলে। যাঁহারা বহু কষ্ট করিয়া তীর্থ দর্শন করিতেন, যখন তাঁহাদের দুঃখের কথা স্মরণ করি, তখন বুঝিতে পারি কত সৌভাগ্য তোমাদের। সেই জন্য বলিয়াছি, নিগূঢ় ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিলে মনে হয় যেন ঈশ্বর পূর্ব্বকার সাধন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কষ্ট, যন্ত্রণা, ভয় এবং নানা প্রকার রোগ সত্ত্বেও মনুষ্যদিগকে তীর্থ স্থানে যাইয়া দেবদর্শন করিতে হইত। এক্ষণে তোমরা ঈশ্বরকে দেখিতে যাও না; কিন্তু তিনি আসিয়া তোমাদিগকে দেখা দিলেন। এত কষ্টের পর তীর্থে যাইয়া আর দেব দর্শন করিতে হয় না, পথিমধ্যে হিংস্র জন্তুদের হাতে পড়িয়া প্রাণ যায় যায় এ সব দুর্ঘটনা আর নাই। ছিল তীর্থস্থান কাশী বৃন্দাবনে, হইল তীর্থস্থান হৃদয় মন্দিরের মধ্যে। ঈশ্বর ব্রাহ্মের অন্তরের অন্তরে আপনাকে প্রকাশিত করিলেন। তাঁহার দর্শনকে আমাদের কত সুলভ করিলেন। ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র, গৃহ ছাড়িয়া চলিলাম, দুই হস্ত পথ যাইতে না যাইতে হৃদয়ের ভিতর হইতে তিনি বলিলেন, যাও কোথায়? ঘরে বসিয়া যিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কি দূরে যাইতে হয়? ঈশ্বরদর্শনের জন্য বিলম্বও করিতে হয় না। কালেও ব্যবধান নাই, দেশেও ব্যবধান নাই। মনের দুঃখ জানাইব আজ, পঞ্চাশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। যখন দেখি আমাদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন কত সহজ তখন কি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করিব না? কত সময় ঈশ্বর এই সত্য বুঝাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার দর্শনসুখ সর্ব্বদাই আমরা সম্ভোগ করিতে পারি; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য তাহার মূল্য বুঝিল না, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হইল না। পৌত্তলিকদিগের কাছে তীর্থ বহু মূল্যবান রহিল, ব্রাহ্মের নিকট ব্রহ্মদর্শনের মূল্য সামান্য হইল। যদি ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য অনেক দূর যাইতে হইত, তাহা হইলে কত আয়াস এবং কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত; কিন্তু ঘরে বসিয়া যখন তাঁহাকে পাইলাম, কোথায় তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া দেখিব, না আমরা তাঁহার অপমান করিতেছি! আমরা যে যতবার ইচ্ছা করি ততবার ঈশ্বরকে দেখিতে পারি। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হইল না। যেখানে ছিলাম, সেখানেই রহিলাম, হয় নিমীলিত, নয় উন্মীলিত নয়নে তাঁহাকে দেখিলাম। প্রতি ব্রাহ্ম দেখিয়াছেন, যাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন প্রার্থনার পূর্ব্বে ঈশ্বর ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন। প্রার্থনা করিবার আগে তিনি দেখা দিয়া বসিয়া আছেন, কত সময় প্রার্থনার একটী শব্দও উচ্চারিত হয় নাই, মনে করিয়াছিলাম, অনেক দিন তাঁহার সঙ্গে

সাক্ষাৎ হয় নাই, আজ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিব, দেখি ইহা মনে করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পবিত্র প্রেমমুখ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। উপাসনার কোন কথা উচ্চারণ করিতে হইল না, আয়োজন কিছুমাত্র নাই, ব্রহ্ম ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন। বহু দূর ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে হয় না, বরং তিনি উপদ্রব করিয়া প্রতি ঘরে ঘরে যাইতেছেন। যাঁহার জন্য এত আয়োজন করিয়াছিলাম, তিনি আগেই অনিমন্ত্রিত হইয়া আমার ঘরে বাস করিতেছেন। একটী কথাও বলিতে হইল না। প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আসেন, এই যুক্তি কোথায় রহিল? পূর্ব্বে শুনিতাম অনেক কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিলে তবে সুরম্য স্থান দেখা যায়, কত লোকে কত বৎসর স্তব স্তুতি করিল তথাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু আমাদের কি সৌভাগ্য, প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই দেখি আমাদের অন্তরে সেই প্রেমানুরঞ্জিত মুখ প্রকাশিত। যাহা মনে করিয়াছিলাম, দয়াময়ের রাজ্যে যখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি তখন সাধন এবং ঈশ্বরদর্শন কষ্টকর বলিব কিরূপে? যখন দেখিতেছি আমাদিগের দেখা দিবার ভারও তিনি আপন হস্তে লইয়াছেন,তখন আর ব্রহ্মদর্শন কঠিন বলিব কি রূপে? আগেকার লোকদের কি কষ্ট ছিল, আর এখনকার অতি সামান্য ব্রাহ্মেরও কি উচ্চ অধিকার। আমি কত আয়োজন করিয়া ঘর সাজাইয়া তাঁহাকে ডাকিব মনে করিয়াছিলাম, একটু কষ্ট না লইলে কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব এই ভাবিয়া, এই যুক্তি মানিয়া, এই কথা ঠিক মনে করিয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার ছাড়িয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলাম, মনে করিলাম স্ত্রীর সঙ্গে, পুত্র কন্যার সঙ্গে দেখা না হয়, নাই হইল, যদি ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই কি হইবে এই প্রাণ লইয়া? বাস্তবিক ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য যখন প্রাণ আকুল হয়, তখন এই জগতের আর কিছুই আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত মনে বাহির হইয়া দেখি কি, পুণ্যের আদর্শ প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর সম্মুখে। তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলাম, অবাক্ হইলাম। তিনি বলিলেন সন্তান! আমাকে দেখিবার জন্য তোমাকে পথের পথিক হইতে হইবে না, শ্রান্ত হইতে হইবে না, দেখ তুমি অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার ঘরে আসিয়া বাস করিতেছি। কি বলিব, তাঁহাকে দেখিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিলাম না, কথা সরিল না, কৃতজ্ঞতাতে অবনত হৃদয় তাঁহার চরণ আলিঙ্গন করিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরিবার সংসার হইতে বিচ্ছেদ হইবে মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতে দিলেন না। তিনি বলিলেন সন্তান! পরিবার মধ্যে আমি তোমাকে দেখা দিব। কত উচ্চ অধিকার! পাপীর দুঃখ করিতে হইল না। আমাদের এই সৌভাগ্য, এই উচ্চ অধিকার স্মরণ পথে আসে; কিন্তু আবার বিলুপ্ত হয়। কেন আমরা ইহা সর্ব্বদা ভাবি না? কেন আমরা এ সকল চিন্তারূপ অমূল্য রত্ন সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করি না? আমাদের তীর্থ গেল, কষ্ট গেল, আমাদের ঈশ্বর চারিদিক্ আলোকিত করিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, দেখি কোন্ ব্রাহ্ম আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? দেখি বর্ত্তমান শতাব্দীর শত সহস্র জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত একত্র হইয়া আমাকে কুটিল যুক্তি অস্ত্রে ছেদন করিতে পারে কি না? দেখি পৃথিবীতে কাহারও ক্ষমতা আছে কি না, যে আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে? তীর্থের ইষ্ট দেবতা যিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য কত আয়াস কত পরিশ্রম, কত কষ্ট, কিন্তু সত্য ঈশ্বর যিনি তিনি বলিলেন, দেখি কোন্ মহাপাপী আমাকে তাহার নয়ন পথ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে? বস্তুত কাহার সাধ্য ঈশ্বরকে নয়ন পথ হইতে ফিরাইয়া দেয় আমরা ইচ্ছা করি না করি তিনি আমাদের সম্মুখে। ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এমন অমূল্য অধিকার পাইয়াও কি আমরা অকৃতজ্ঞ থাকিব? কখনও যেন না ভুলি, ঈশ্বর ব্রাহ্ম বলিয়া আমাদিগকে কেমন মহোচ্চ অধিকার দিয়াছেন।

প্রথমভাগ হিতোপাখ্যান মালা হইতে।

এক ঋষির শরীরে ক্ষত ছিল। কোন ঔষধেই তিনি সুস্থ হইলেন না। বহু কাল পীড়িত ছিলেন এবং সেই অবস্থায় ঈশ্বরকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ স্থলে পরমেশ্বরকে তোমার কৃতজ্ঞতা দানের বিষয় কি?” তিনি বলিলেন, “এই জন্য পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি যে বিপদে মাত্র আক্রান্ত হইয়াছি পাপেতে নয়। সেই প্রিয়তম বন্ধু যদি আমাকে হত্যা করিতে চাহেন, তবে আমি বলিব না যে প্রাণের জন্য আমার শোক হয়। শুদ্ধ এই কথা বলিব যে, দীন হীন দাস হইতে কি অপরাধ প্রকাশ পাইল যে তোমার মন অপ্রসন্ন হইল, আমার এই মাত্র শোক।

এক রাজা এক ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ওহে আমাকে কি তুমি স্মরণ করিয়া থাক?” ঋষি বলিলেন, “হাঁ যখন ঈশ্বরকে বিস্মৃত হই, তখন স্মরণ করি। যে ব্যক্তি সেই দ্বার হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সে নানা দ্বারে ভ্রমণ করে। যাহাকে তিনি আহ্বান করেন, তাহাকে কোন দ্বারে যাইতে হয় না।

কোন গুরু শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, “জীবিকার সঙ্গে মনুষ্য যেরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করে, যদি জীবিকাদাতার সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিত তাহা হইলে সে দেবলোকবাসী হইত।”

যখন তুমি জননীর গর্ভে অজ্ঞান মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলে, তখন ঈশ্বর তোমাতে প্রাণের সঞ্চার করেন; মনোবৃত্তি, শারীরিক লাবণ্য, চিন্তা ও বাক্‌শক্তি বুদ্ধি বিবেচনা তোমাকে প্রদান করেন। তিনি তোমার পাণিযুগে দশ অঙ্গুলী, দুই স্কন্ধে বাহুর যোজনা করিয়াছেন। হে অবিশ্বাসিন্! তুমি কি মনে কর যে তিনি এইক্ষণ তোমাকে অন্নদানে বঞ্চিত রাখিবেন?

একদা এক জন ঈশ্বরপ্রেমিক যোগী ধ্যান করিতেছিলেন। তিনি ধ্যানের গাম্ভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর এক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে উদ্যানে গিয়াছিলে তথা হইতে বন্ধুদিগের জন্য কি উপহার আনিলে?" তিনি বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম যে কুসুমতরুর নিকটে যাইয়া অঞ্চল ভরিয়া বন্ধুগণের জন্য কুসুম আহরণ করিব, যখন গেলাম, পুষ্পের সৌরভে এরূপ মত্ত হইয়া পড়িলাম যে আমার অঞ্চল হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল।

এক রাজা কয়েক জন ঋষির প্রতি অবজ্ঞার ভাবে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক ব্যক্তি উহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজন্! ইহ লোকে ধন সম্পদে আমরা তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু জীবনে অধিক সুখী, তোমার ও আমাদের মৃত্যুর অবস্থা তুল্য, কিন্তু আমরা পরলোকে শ্রেষ্ঠ।" কি মহৈশ্বর্য্যবান্ রাজ্যাধিকারী, কি দীন ভিক্ষুক, যখন বিধাতা ইচ্ছা করিবেন ইহার এবং উহার মৃত্যু হউক, তখন কেহই কোন পার্থিব বস্তু লইয়া পরলোকে যাইতে পারিবেন না। যদি সম্পদ সঙ্গে করিয়া ইহ লোক হইতে প্রস্থান করিতে চাও, তাহা হইলে রাজত্ব অপেক্ষা ঋষিত্ব শ্রেষ্ঠ।

বাহ্যে দরবেশের হীন মলিন বেশ, কিন্তু তাহার অন্তর জীবিত, শারীরিক বৃত্তি মৃত। যিনি শূন্য-হৃদয়, গর্ব্বিত, যিনি প্রতিকূল ব্যবহার দেখিলে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি দরবেশ নহেন। পর্ব্বত হইতে প্রস্তর গড়িয়া আসিলে যিনি ভয়ে সরিয়া যান, তিনি দরবেশ নহেন। এই কয়টী দরবেশের লক্ষণ—নাম সাধন, কৃতজ্ঞতা, সেবা, তপস্যা, উচ্চদান (নিজের অভিলষিত বস্তু পরহিতার্থ উৎসর্গ করা, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস, নির্ভর, আত্মোৎসর্গ, গাম্ভীর্য্য। যাঁহারা এই সকল গুণে গুণান্বিত, বস্তুতঃ তাঁহারাই দরবেশ। তাঁহার বাহ্য বেশ যেরূপ হউক না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। যে ব্যক্তি অনর্থ ভাষী, উপাসনাহীন, শারীরিক বৃত্তির পরিপোষক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, ভোগামোদে দিবা, আলস্য নিদ্রায় রজনী যাপন করে, যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই ভক্ষণ করে, যাহা মনে আইসে তাহাই বলে, সে দরবেশের কম্বল পরিধান করিলেও পাষণ্ড, নারকী।

এক রাজার পতাকা শ্রমসাধ্য সেবাতে বিরক্ত হইয়া যবনিকাকে বলিল, "যবনিকে! তুমি ও আমি উভয়ই রাজ পরিচারিকা, এক রাজ ভবনের দাসী। আমি ক্ষণকালের জন্য সেবার কষ্ট হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি না, কখন দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। কখন তুমি যুদ্ধ কি তাহা জান না, কোনপ্রকার ক্লেশ অনুভব কর না, প্রান্তরে যাও না, সধূলি বায়ু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি মহামান্যা সুন্দরী অন্তঃপুরিকাগণের নিকটে নিত্য অবস্থিতি করিতেছ, আমি অধম রাজ ভৃত্যদিগের হস্ত গত হইয়া আছি। আমি ভ্রমণ কার্য্যে ব্যাপৃত, আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান।" যবনিকা বলিল, "ভগিনি! আমি তোমার ন্যায় আকাশে শিরোদেশ উত্তোলন করি নাই, আমার মস্তক মন্দিরে অবনত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি বৃথা মস্তক উন্নমিত করে, তাহারই দুর্দ্দশা হয়।

এক সময়ে কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সাধারণের নিকট বিজাতীয় ঘৃণা ও নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন। পরে সাধু সহবাস ও ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার সমুদায় পাপ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় এবং তিনি এক জন পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠেন। কিন্তু তখনও লোকের সংস্কার তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ থাকে, তখনও তাঁহাকে দুষ্ক্রিয়াশীল বলিয়া সকলে অশ্রদ্ধা ও নিন্দা করে। অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা পাওয়া যায়, কিন্তু নিন্দক লোকের কটূক্তি হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এক দিন সেই সাধু পুরুষ নিন্দা অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় আচার্য্যকে আপন দুঃখ নিবেদন করিলেন। তাহাতে আচার্য্য তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। অসাধু থাকিয়া লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রশংসিত ও সমাদৃত হওয়া অপেক্ষা নিষ্পাপের পাপী বলিয়া সাধারণের ঘৃণাপাত্র হওয়া উত্তম। আমার জন্য দুঃখ ও শোক করিতে হয়, আমার প্রতি লোকের ভক্তি ও উচ্চ ভাব। কিন্তু আমি তাহার অনুপযুক্ত।"

সংবাদ।

আচার্য্য মহাশয় শীঘ্র প্রচার কার্য্যার্থ মফস্বলে গমন করিবেন। কোন স্বাস্থ্যকর নির্জ্জন স্থানে কিছু দিন বিশ্রাম লইবারও তাঁহার মানস আছে।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় আগামী সপ্তাহের মধ্যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইবেন। দেরাদুন এবং পঞ্জাব পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার সঙ্কল্প আছে।

এ বৎসর ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলায় আরও চারি পাঁচটী বিবাহ শীঘ্র হইবার কথা আছে। যাঁহারা পুত্র কন্যার বিবাহের অনুরোধে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন তাঁহাদের আর ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক যাঁহারা অন্তরস্থ ধর্ম্মবিশ্বাসকে সামাজিক ও পারিবারিক কার্য্যে পরিণত করিতে সমুৎসুক ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়।

বিগত ১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে নূতন রাজবিধি সঙ্গত আর একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব। পাত্রী বাগ্‌বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী বসু। পাত্র পাত্রী উভয়েই সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষিত। এই বিবাহে কালীনাথ বাবুর ভ্রাতৃগণ বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা বিবাহের আয়োজন সমুদয় নিষ্ফল করিবার জন্য দুই দিবস থাকিতে বলিলেন যে আমাদের পৈতৃক বাস ভবনে নূতন বিধি অনুসারে বিবাহ হইতে পারিবে না। তাঁহাদের অত্যাচারে কালীনাথ বাবুর সাহস বৃদ্ধি হইল এবং বিবাহ কার্য্যও অতি উৎসাহ ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়ে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবু ও কালীনাথ বাবুর এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা উপযুক্ত বয়সে এবং বিশুদ্ধ প্রণালীতে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া সত্য ও সৎশিক্ষার গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বিবাহ ভবনে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাবু কালীচরণ ঘোষ, কলিকাতা সমাজের উপাচার্য্য বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন হিন্দুও যোগ দিয়াছিলেন। উদ্বাহকার্য্য জাতীয় এবং বিশুদ্ধ প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মবিবাহকে যাঁহারা বিজাতীয় ভাবাপন্ন মনে করেন তাঁহারা যদি সে দিন উপস্থিত থাকিতেন তাহাহইলে তাঁহাদের সে ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইত। পুরাকালে আর্য্যদিগের মধ্যে যেরূপ বিশুদ্ধ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল ইহাকে তাহারই পুনরুদ্ধার মনে করিতে হইবে। বিবাহিত দম্পতি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া সৎপথে মঙ্গলের পথে চির দিন নিরাপদে অবস্থিতি করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

“হিতোপাখ্যান মালা” প্রথম ভাগ পুনরায় বর্দ্ধিত ও সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি সারগর্ভ নীতি কথায় পরিপূর্ণ। ইহা কবিবর সেখ সাদির “গোলেস্তাঁ” নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহা অনুবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কয়েকটী বিভাগের স্কুলসমূহে এই পুস্তক ব্যবহৃত হইতেছে। অবশিষ্ট অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইহা প্রবর্ত্তিত হইলে বালকগণের চরিত্র উন্নত হইতে পারে। ইহা হইতে কতকগুলি সার কথা আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যে সকল ব্রাহ্ম পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতে আসিতেন এখন ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহারা রবিবারের দিন সন্ধ্যার সময় কি গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা আমাদের জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহারা আর এখানে আসিয়া কি কোন উপকার পান না? অথবা সংসার কোলাহলে পতিত হইয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? উপকার হয় না এ কথা যথার্থ নহে, সে ভাব মনে থাকে না ইহাই যথার্থ। এমন সকল উৎকৃষ্ট গম্ভীর ধর্ম্মকথা শুনিবার অবসর পাইয়াও যাঁহারা তাহাতে অবহেলা করিতেছেন তাঁহাদের জানা উচিত যে এ প্রকার শুভ সময় চির দিন থাকিবে না। যদি আমরা ইহা বুঝিতে পারিতাম যে, সে সময় তাঁহারা কোন উচ্চতর ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের জীবন দিন দিন উন্নত হইতেছে তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার থাকিত না। যেখানে তাহার বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে সেখানে আর আমরা কিছু না বলিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব। যাঁহারা এখন মন্দিরে আসেন না তাঁহাদিগকে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, রবিবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বে তাঁহারা যে ভাবে সময় কাটাইতেন এক্ষণকার জীবনের সঙ্গে তাহার যেন তুলনা করিয়া দেখেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ আগস্ট ১৮৭৬।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেন	...	৫
,, ,, মধুসূদন সেন	...	১
,, ,, গোপালচন্দ্র দাস	...	।০
,, ,, মতিলাল শীল	...	॥০
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	...	১৸১০
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক	...	॥০
,, ,, শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	...	॥০
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	১
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
,, ,, কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	...	১
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন	...	৩
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	...	১
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	...	১
,, ,, তুলসীদাস দত্ত	...	১
,, ,, শ্রীনাথ পাল	...	১
,, ,, বসন্তকুমার গুহ	...	২
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	...	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৪
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ...	...	১৶৹
উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (এলাহাবাদ)		৫

বার্ষিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সরকার (দের দুন)	১

পাথেয় হিসাব।

চুঁচুড়ার ব্রাহ্মসমাজ ...	...	৪
কোন্নগর ঐ	...	১
গৌরীভা প্রার্থনাসমাজ	...	১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত লালা রলারাম (লাহোর) ..	১৭
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত... ...	৮
,, ,, চন্দ্রনাথ চৌধুরি (বরাহনগর)	৫
,, ,, কালীমোহন ঘোষ (দেরাদুন)	৪
,, ,, রামধন কর্ম্মকার (জঙ্গলবাড়ী)	১
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত (বিবাহ উপলক্ষে মৃত মাতার স্মরণার্থ) ...	২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (হাজারীবাগ)	৩৶৹
,, ,, কাশীচন্দ্র গুপ্ত (চট্টগ্রাম)	১
,, পণ্ডিত কাশীরাম (লাহোর)	৩৶০
,, ,, যদুনাথ ঘোষ (এলাহাবাদ)	২

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা আশ্বিন শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়নাথ প্রাণ সখা পরমেশ্বর! তোমার মহত্ত্ব ও গুণের পরিচয় যথেষ্ট পাইয়াছি; তুমি সারবস্তু পরম পদার্থ এবং অতি সুন্দর, তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও শান্তি নাই, তুমি চির দিনের আশ্রয়, তাহা বিপদে সম্পদে সুখ দুঃখে নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বুঝিয়াছি। বালক কাল হইতে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছ, এক দিনের জন্য পরিত্যাগ কর নাই। তোমার ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা গুণ ও সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া এবং তোমার পিতৃস্নেহ ও উদার প্রেম উপভোগ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি ভিন্ন আমার আত্মীয় কেহ নাই। কিন্তু হে নাথ! যেরূপ তোমাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় তাহা পারি না। এমন পরম সুহৃদ প্রাণের প্রিয় দেবতা তুমি, তথাপি আমি তোমাকে ভাল বাসিতে জানি না। আমি এখন দেখিতেছি তুমি মুগ্ধ না করিলে কেহ তোমাকে ভাল বাসিতে পারে না। আমার চিত্তকে তুমি আকর্ষণ কর; স্বীয় প্রেম মুখের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশিত করিয়া প্রাণকে টানিয়া লও। এমন করিয়া দেখা দাও এবং হৃদয়কে এমন করিয়া মোহিত কর যে আমি তোমার জন্য পাগল হইয়া বেড়াই। হায়! কি দেখিলাম, আবার কখন দেখিব, এই বলিয়া আমার প্রাণ তোমার জন্য ব্যাকুল হইবে, অস্থির হইবে, তোমার রূপের অপরূপ মাধুরী দিবানিশি অন্তরে জাগরিত থাকিবে, তবেত আমি তোমাকে ভাল বাসিতে পারিব। দুঃখ পাপ অগ্রের ভশান্ত দূর করিবার জন্য নিয়মাদি পালন করিয়া তোমার নিকট মনের ভাব জানাইতে পারি, কিন্তু ভাল বাসিতে পারি না। তুমি নিজ গুণে হৃদয় মন প্রাণ কাড়িয়া লইবে আর ফিরিয়া দিবে না, আমিও আর সকল ভুলিয়া গিয়া কেবল তোমার অন্বেষণে ভ্রমণ করিব, সে অবস্থাটি আনিয়া দেও। একবার আকর্ষণ কর, হে চিত্তহারী আনন্দময় পুরুষ! তুমি যদি আমার চিত্তকে হরণ কর তাহা হইলে কি আর আমি অন্য কোথাও গিয়া স্থির থাকিতে পারি? তাই বলিতেছি, তোমাকে যে আমি ভাল বাসিব সে ক্ষমতাও তোমারই হস্তে রহিয়াছে। যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভাল বাসাও তবে আমি ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ধর্ম্ম ও কবিত্ব।

সরল বাক্যে ভাবোদ্দীপন করিয়া কবিত্ব প্রকাশ করা কবির কার্য্য। তিনি এই রূপে অংশতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টারও কার্য্য করিয়া থাকেন। কেন না তিনি তাহাতে এমন চরিত্রসকল চিত্রিত করেন, যদ্দ্বারা পাপের প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্যের প্রতি শ্রোতা বা পাঠকের অনুরাগের সঞ্চার হয়। তবে কি আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন প্রদান করিব? কখনই না। কারণ তিনি কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধর্ম্মের উপদেশ দেন না, কিন্তু চরিত্ররাজির মধ্য দিয়া তাহা উজ্জ্বলরূপে পাঠক বা শ্রোতার নিকটে উপস্থিত করেন। ধর্ম্মোপদেষ্টার সহিত তাঁহার আরো প্রভেদ আছে। তিনি যে উপাদান লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করেন, সে সকল এক প্রকার নূতন সৃষ্টি, বাস্তব পদার্থের আদর্শানুরূপ অনুকৃতি। তিনি যে ছবি চিত্রিত করেন, তাহার অনুরূপ জগতে নাও থাকিতে পারে, কেন না তিনি তাঁহার ছবি গুলিকে অতুল সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবার জন্য বিবিধ স্থান হইতে ভূষণোপকরণ সংগ্রহ করেন। সুতরাং তাঁহার চিত্রিত ছবি কল্পনাসহাযোগে সত্যকে অতিক্রম করে। উপদেষ্টা যাহা বলেন বা শ্রোতাগণের মানসপটে মুদ্রিত করিবার জন্য চিত্রিত করেন, তাহা সত্য অতিক্রম করিয়া চিত্রিত হয় না, উহা চির দিন অব্যাহত ভাবে সত্যের অনুসরণ করে। যেখানে তিনি সত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিজের মনঃ কল্পনাকে পথপ্রদর্শক করেন, সেখানে তিনি ধর্ম্মোপদেষ্টার পদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক কবির পদ অপহরণ করেন, সেখানে আর তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব থাকে না। অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা এইরূপে স্বীয় পদের অগৌরব করিয়াছেন বলিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ও কবিত্ব এক হইয়া পড়িয়াছে, বস্তুতঃ এ দুয়ের এত প্রভেদ যে কোন কালে এ দুয়ের একত্র সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই।

ধর্ম্ম ও কবিত্বের মধ্যে তবে কি কোন সৌসাদৃশ্য নাই? এক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া উহা লৌকিক কবিত্বের সহিত এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। সত্য কবিত্ব, লোকাতীত কবিত্ব, স্বর্গীয় কবিত্ব আখ্যা প্রদান করিয়া যদি উহাকে সাধারণ কবিত্ব হইতে ভিন্ন করা হয়, তবে উহার তাদৃশ নামে অভিহিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সত্যের প্রেমের পবিত্রতার লোকাতীত সৌন্দর্য্য মনুষ্যের হৃদয় সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া অনুরূপ ভাবোদ্রেক করা ধর্ম্মের লক্ষ্য। কবিত্বেরও স্বীয় অধিকারানুরূপ ভাবোদ্রেক করা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু উহার আদর্শ সীমাবিশিষ্ট, অনেক আধার হইতে গুণ গ্রহণ করিয়া এক স্থানে সমাবিষ্ট, নিঃশেষ করিয়া বর্ণিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। যাঁহার হৃদয়ে সত্যের প্রেমের পবিত্রতার আলোক নিপতিত হইয়াছে, তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার অনুভূত সৌন্দর্য্য তিনি বাক্যে অতি অল্পই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন। তিনি সেই ভাব অভিব্যক্ত করিবার জন্য রূপক উপমা প্রভৃতি যাহাই কেন অবলম্বন করুন না, সকলই তাঁহার অনুভূত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। মনে কর ঈশ্বরের দয়া লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য উপদেষ্টা বলিলেন "ঈশ্বর শতবার অবমানিত হইয়াও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের বেশে প্রতি দিন বেড়াইতেছেন।" সেই অনন্ত করুণা যাহা সর্ব্বাবস্থায় একই ভাবে অবস্থিত থাকিয়া পাপীর মঙ্গল বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছে, এই রূপক বাক্য কি তাহার কণামাত্রও প্রকাশ করিল? তত দূর প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বক্তা যত দূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারও একাংশ উহার দ্বারা প্রকাশিত হইল কি না সন্দেহ। কবির কবিত্বে তাহা নহে। তিনি যাহা বর্ণন করিবেন তাহা এক প্রকার নিঃশেষ করিয়া বর্ণন করেন। আর কিছু তৎসম্বন্ধে -নীয়

অবশিষ্ট রহিল ইহা তিনি মনে করিতে পারেন না। যদি কোন অংশ অবর্ণিত রাখেন, তাহাও এ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া যান যে পাঠক বা শ্রোতা পাঠ বা শ্রবণ মাত্র অনায়াসে বুঝিয়া লন।

আমরা অতিসংক্ষেপে ধর্ম্ম ও কবিত্বের প্রভেদ প্রদর্শন করিলাম। এরূপ করিবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সাধকের মন যত ঈশ্বরের অলৌকিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়, ততই ব্যবহারিক ভাষা তাঁহার হৃদ্গত ভাব অভিব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। তখন তিনি স্বভাব কর্ত্তৃক নীত হইয়া রূপকাদির অনুসরণ করেন। অনেকে এই সকল রূপককে কবিত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, উহা যে ভাষার অতীত সত্য প্রকাশ করিবার জন্য নিতান্ত অনুপযুক্ত যন্ত্র, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং সে সত্যের আলোক গ্রহণ করিয়া তাঁহারা হৃদয়কে উজ্জ্বল করিতে একান্ত অক্ষম থাকেন। এ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব বশতঃ আমরা যাহাতে প্রেমোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের লোকাতীত সৌন্দর্য্যপূর্ণ বাক্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া তন্নিহিত সত্যের দ্বারা আত্মাকে আলোকিত করিতে বঞ্চিত না থাকি, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা কেবল তখনই সম্ভব, যখন আমরা ধর্ম্মের সত্য উপদেশকে কবিকল্পনাসম্ভূত নিরবচ্ছিন্ন রূপকবাক্য মনে না করিয়া উহা এক অনির্ব্বচনীয় প্রকাণ্ড সত্যের অংশ মাত্রের অভিব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করি।

নিত্য আধ্যাত্মিক প্রেম।

যে প্রেম ইহ পর লোক ব্যাপী, স্বদেশ বিদেশে প্রসারিত, এবং যাহা দেহ লীলার অবসানে অটল উজ্জ্বল ভাবে অমর আত্মার নিত্য সম্বল রূপে অবস্থিতি করে, সেই প্রেম সাধকদিগের প্রার্থনীয়। পর লোকে গিয়া আত্মীয় বান্ধব মাতা পিতা স্ত্রী পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলন হয় এটী অনেকেরই মনোগত বাসনা। এমন কি ঘোর সংশয়বাদী জন্ষ্টুয়ার্ট মিল্ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশ্বাস না থাকা প্রযুক্ত আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। অকৃত্রিম প্রেম যেখানে অঙ্কুরিত হয় সেখানে তাহার বিনাশাশঙ্কা থাকে না; চির দিন উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া নিত্য কাল অমৃতময় ফল সকল প্রসব করিবে এরূপ প্রত্যাশা সেখানে স্বাভাবিক, এবং ইহা প্রেমের একটী স্বভাব সিদ্ধ গুণও বটে। কিন্তু এই বাসনা পূর্ণ হইবার উপায় কি? সচরাচর লোকে পরস্পরের সহিত যে ভাবে প্রণয়ে বদ্ধ হয় তাহা অনিত্য বস্তুর উপর সংস্থাপিত; সুতরাং সেই অনিত্য প্রেম হইতে নিত্য ফল কিরূপে প্রসূত হইতে পারে। যাহাদের প্রেম অবস্থাঘটিত, শারীরিক সম্বন্ধ মূলক যাহাকে বিনিময় ব্যবসায় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা কি দেহ বিচ্ছেদে পর লোকের সহযাত্রী হইবে? ইহ জীবনে পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিতি কালে তাহা আমরা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব, না যাহা কিছু শারীরিক এবং পার্থিব তাহা দেহ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইবে? আত্মা অমর, সেই আত্মার আত্মার যে ভাল বাসা জন্মে তাহাই চির সম্বল হইয়া সকল কালে সকল অবস্থাতে স্থির থাকিবে। স্বামী স্ত্রী অথবা কোন বন্ধু দ্বয় যে প্রেমে এখন মুগ্ধ হইয়া আছেন, এবং আশা করিতেছেন তাঁহাদের কখন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে না, তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের প্রেমের ভূমি কোথায়? পরস্পারের রূপ গুণে মোহিত হইয়া কে কোন্ কালে নিত্য প্রেমের অধিকারী হইয়াছে? এত যে ভাল বাসার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, চক্ষের অন্তরাল হইলে তাহা কি হৃদয়ে জাগরূক থাকে; ব্রহ্মোপাসনার গভীর প্রেমে মগ্ন হইলে কি তখন বন্ধুকে মনে পড়ে? যে হলে বন্ধুর বর্ত্তমানতা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, তাঁহাদের প্রেমই নিত্য প্রেম।

চর্ম্ম চক্ষে বন্ধুর মুখশ্রী দেখি আর না দেখি, তিনি বিদেশে বা পর লোকে যেখানেই অবস্থিত করুন, তাঁহার অদৃশ্য প্রেমের নিরাকার প্রতিমূর্ত্তি আমার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহার সহিত আমার কখন বিচ্ছেদ হয় না। দয়াময় ঈশ্বরের চরণতলে প্রতি দিন তাঁহাকে দেখিতে পাই। এই রূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যদি হয় তবে তাহার ফল নিত্যকাল ভোগ করা যাইতে পারে। ঈশ্বর প্রেমিকের হৃদয় এই প্রেমের ভিখারী। তিনি অসার কৃত্রিমতা, পার্থিব প্রেমের বাহ্য আড়ম্বরে তৃপ্ত হইতে পারেন না।

অদ্বৈতবাদের মূলে কি কোন সত্য নাই?

আমরা অনেক দিন হইল, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহাতে লেখা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে সকল দেশের ধর্ম্ম ও দর্শন অদ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত। এ সময়েও অনেক দার্শনিক এবং ধার্ম্মিক দ্বৈতবাদী হইতে গিয়াও অদ্বৈতবাদে নিপতিত হয়েন ইহার কারণ কি? যে কোন মত বা ব্যবহার লোক মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে তাহার অবান্তর অংশ যত কেন ভ্রমমূলক হউকনা, মূলে একটী সত্য আছে এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যদি কেহ অদ্বৈতবাদকে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম বলিয়া নিরসন করিতে চান, তিনি কোন কালে কৃত কার্য্য হইবেন না। এ দেশের বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল ইহারা পরস্পর বিরোধী মত প্রচার করে সত্য, কিন্তু পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একালের পাশ্চাত্য দর্শন সকলও কোন না কোন প্রকারে ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিতেছে। যিনি জড়কে প্রধান করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত জড়ে, যিনি মন লইয়া দর্শনের সূত্রপাত করিয়াছেন তাঁহার দর্শন মনে, যিনি অনাদনন্ত মূল প্রাণ বা শক্তি লইয়া জগতের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন সেই মূল প্রাণ বা শক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অথচ এ সকলগুলির মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিলে যথার্থ দার্শনিক সত্য লাভ করা যায়। সত্যের একাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া কেন বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, আমরা স্থানান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি, অদ্য অদ্বৈতবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

পদার্থ নির্দ্ধারন করিতে গিয়া আমরা জড় ও চৈতন্য এই দ্বিবিধ পদার্থ প্রত্যক্ষ করি। জড় স্বয়ং কার্য্যাক্ষম, চৈতন্য সহযোগে তাহাতে কার্য্য লক্ষিত হয়। যে চৈতন্য সহযোগে জড়ের কার্য্য হয়, সেই চৈতন্যও আবার দ্বিবিধ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক আমার অন্তরে, অপর আমার ও সমুদায় জড়ের অভ্যন্তরে। যে চৈতন্য আমার ও সমুদয় জগতের অভ্যন্তরে লক্ষিত হয়, তাহার আমরা কোন সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। এই চৈতন্য জগৎও আমার নিয়ন্তা অসীম এবং অনন্ত; আমি সীমা ও অন্ত বিশিষ্ট, অস্বতন্ত্র এবং তদধীন। এই চৈতন্যের সহিত জগৎ ও আমার যে সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার করিয়াই আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান প্রেম এবং পবিত্রতার ভাব বিনিহিত আছে। এই জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা আমি বা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। নৈয়ায়িকগণ "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর জ্ঞান নহেন জ্ঞানবান্, আনন্দ নহেন আনন্দবান্, এইরূপ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে অনুমানের বিষয় করিয়াছেন তাঁহারা এরূপ বলিবেন বলুন, আমরা যথার্থ ঈশ্বরকে আত্ম প্রত্যক্ষ বলিয়া নিত্য অনুভব করি, তখন আমাদের এ সম্বন্ধ অনিশ্চয় জ্ঞান রাখিলে এক দিনও চলে না। আমরা বৈদান্তিকগণ সহ এক হইয়া বলি তিনিই সত্য তিনিই জ্ঞান তিনিই প্রেম তিনিই পবিত্রতা, তাঁহারই সত্তায় আমরা সত্তাবান্, তাঁহারই জ্ঞানে আমরা জ্ঞানী, তাঁহারই প্রেমে আমরা প্রেমিক, তাঁহারই পবিত্রতায় আমরা পবিত্র। নৈয়ায়িকেরা বলিবে, যখন তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, ইত্যাদিপে ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছ, তখন এগুলি ভিন্ন ন

স্পষ্ট স্বীকার করা হইল। আমরা বলি এরূপ বলা সম্পূর্ণ ভেদ নির্দ্দেশ জন্য নহে, উহার অন্য কারণ আছে। আমরা তাঁহার গুণ নিচয় আংশিকমাত্র অনুভব করি, যাহা অনুভ করি তদপেক্ষা তাঁহাতে আরো কত অনন্ত গুণ আছে, এই জন্য আমাদের অনুভূত অংশে "তাঁহার" এই সর্বনাম পদ প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই পদ প্রয়োগ না করিলে যত টুকু জ্ঞান, যত টুকু আনন্দ, যত টুকু পবিত্রতা আমাদ্বারা অনুভূত হয়, তাহাই তিনি এরূপ নির্দ্দেষ হইয়া দোষ পড়ে। সে যাহা হউক, আমাদিগের অনুভূত সত্তা, জ্ঞান প্রেম, এবং পবিত্রতা যদি তিনি হইলেন তবে আমরা কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক হইলেই আমাতে এবং ঈশ্বরেতে চির প্রভেদ সংস্থাপিত হইল, অথচ অদ্বৈতবাদ নিহিত সত্যও আমাদিগের আয়ত্ত হইল। আমি কি? না সত্তের যেখানে পর্য্যবসান হইয়া অসত্তের আরম্ভ হইল জ্ঞানের পর্য্যবসান হইয়া অজ্ঞানতার আরম্ভ হইল, প্রেমের পর্য্যবসান হইয়া অপ্রেমের আরম্ভ হইল, পবিত্রতার পর্য্যবসান হইয়া অপবিত্রতার আরম্ভ হইল, সেখানেই আমার আরম্ভ। অর্থাৎ আমাতে যে সত্তা জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতা আছে তাহা ঈশ্বরের। উহা যে আমাতে অংশতঃ মাত্র প্রকাশ পায় তাহার কারণ কেবল অসত্য অজ্ঞানতা অপ্রেম ও অপবিত্রতা রূপ আমি। যে পরিমাণে এই সকল আমাতে ক্ষীণ হইয়া আসিবে, সেই পরিমাণে তিনি আমাতে প্রকাশিত হইবেন, আমার আমিত্ব সেই পরিমাণে তাঁহার হস্তগত হইবে। সাধারণ মনুষ্য এবং মহাপুরুষ যদি কোন প্রভেদ থাকে, তবে তাহা এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের বিশেষ লক্ষ্য স্থলে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। তাঁহাদিগের সেই জীবনের বহির্ভূত স্থানেই তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিবেন "আমি যখন অসৎ" বলা হইল তখন আর দ্বৈত পদার্থ রহিল কোথায়! সমুদায় অদ্বৈত পর্য্যবসান হইল। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সৎপদার্থ হইতে অন্তরিত করিয়া লইলে আমি অসৎ সন্দেহ কি? কিন্তু যখনি সৎসহ অন্বিত থাকিয়া অবস্থিতি করিতেছি, এবং অনন্ত কাল এইরূপ থাকিব বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেছি, তখন আমি স্বয়ং অসৎ হইয়াও সৎকে অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ববান্। যাঁহা এক দিন কিছুই ছিল না, অধিষ্ঠান বলে বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এমন এক দিন আসিবে যে দিন আবার অসত্য রূপে উহা পরিণত হইবে, এ বিতর্ক কোন কার্য্যকর নহে। কারণ অধিষ্ঠানের নিত্যতাই উহার নিত্যতার কারণ। তবে যাঁহার ইচ্ছাতে উহা সত্তাবান্ হইল তাঁহার যদি ইচ্ছা হয় তবে পুনর্ব্বার উহা অসত্তায় পরিণত হইবে, এ কথায় কাহার আপত্তি নাই।

উপরি উক্ত মত সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে এতদ্দ্বারা জীবনের সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। অজ্ঞানতা পাপ অপ্রেম দ্বারা আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র এবং অসম্মিলন নিবারণ হইয়া যে পরিমাণে আমি জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা দ্বারা নীত হইব সেই পরিমাণে আমি তাঁহার জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলাম। পৃথিবীর সম্পত্তি পিতা মাতা হইতে ভিন্ন, এ স্বর্গীয় সম্পত্তি স্বয়ং সেই স্বর্গীয় পিতা এবং মাতা। আমার শরীরের শোণিত আমার শরীর পোষক শরীরাচ্ছাদন আহার ও পরিচ্ছদ, এ সকলই তাঁহার, আমি ভোগ করিতেছি মাত্র। সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সত্য এ কথায় এক বার বিশ্বাস করিলে সমুদায় জগতের ভাব আমাদিগের নিকট পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। জ্ঞানে এ কথা প্রায় অনেকেই স্বীকার করেন, কিন্তু সহস্রের মধ্যে দু এক জন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন কি না সন্দেহ। যাহাকে চণ্ডাল বলিয়া লোকে ঘৃণা করে, সেও যদি এই প্রত্যক্ষ সত্য দ্বারা নীত হয়, তখনি সে মনুষ্য মণ্ডলীর নমস্য হইয়া পড়ে। কেনন সে জন সাধারণ মনুষ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া মহাপুরুষগণের পদবীতে আরোহণ করিল। কবে আমাদিগের এই জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া আমরা শান্তিসাগরে নিমগ্ন হইব? কারণ এই জ্ঞানেই আমাদিগের মুক্তি, এই জ্ঞানেই আমাদিগের পরিত্রাণ। এতাদৃশ প্রেমই বা কোথায় পাওয়া যায়, যাহাতে আপনাকে অস্বীকার করিয়া প্রেমিক, প্রেমাস্পদের সহিত এক হইয়া যান। এই জ্ঞানেই সেই

প্রেমের আরম্ভ, এই জ্ঞান সেই প্রেমের পরিণতি। ধন্য তিনি যিনি এই জ্ঞান ও প্রেম অত্যল্প পরিমাণেও জীবনে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

(১৯৭ পৃষ্ঠার পর)

হজরত মহম্মদের পিতৃব্য হামজা মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিন দিন ক্রমাগত অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া একটী পশুও বধ করিতে পারেন নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অন্ন চাহিলেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্ন উপস্থিত করিল। হামজা দৃষ্টি করিয়া দেখেন যে স্ত্রী ক্রন্দন করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কাঁদ কেন? সে বলিল কেমন করিয়া রোদন না করিয়া থাকিব। আবদল মতলবের হৃদয়রঞ্জনের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, কোন নিরাশ্রয়ের প্রতি সেরূপ হয় না। হামজা কহিলেন "প্রকাশ করিয়া বল।" কহিল "আবু জেহেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, সে কথা আর বলিব কি?" হামজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অবস্থা ঘটিয়াছে, কি ব্যাপার হইয়াছে?" তাঁহার পত্নী বলিল "আবু জেহেল কতকগুলি পাষণ্ড লোককে সহায় করিয়া মহম্মদকে এরূপ প্রহার করিয়াছে যে তাহার ললাট হইতে শোণিত স্রাব হইয়াছে, তাহার সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল মুখমণ্ডলকে ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়াছে। হামজা জিজ্ঞাসা করিল "তাহার পিতৃব্য আবুতালেব তখন কোথায় ছিল?" স্ত্রী বলিল "তিনি তখন গুহাভ্যন্তরে ছাগপাল চরাইতেছিলেন। তিনি এই ঘটনার তত্ত্ব রাখেন না।" হামজা বলিলেন "আবু লেহেব তখন সেখানে ছিল?" বলিল "সেই পাষাণহৃদয় পাপাত্মা সেখানে উপবিষ্ট ছিল এবং বলিতেছিল মার এবং বধ কর এই মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিককে।" "হামজা জিজ্ঞাসা করিলেন আব্বাস্ কোথায় ছিল?" পত্নী উত্তর করিল "পতঙ্গ যেমন দীপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তিনি তদ্রূপ মহম্মদকে প্রদক্ষিণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন ইহার প্রতি দয়া কর। কিন্তু সেই সকল হতভাগাদের কেহই তাঁহার কথায় মনোযোগ করে নাই।" হামজা ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিন দিনের অনাহার, তথাপি আর অন্ন স্পর্শ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "যে পর্য্যন্ত আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের শত্রুতার প্রতিশোধ না তুলিব অন্ন পান আমার পক্ষে হারাম (অবৈধ)।" তৎপর তিনি হজরত মহম্মদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। মক্কার মসজিদের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন, তিনি জানুতে মস্তক স্থাপন করিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিলেন হামজা তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন "এস্ সেলাম আলিয়ক। হে ভ্রাতুষ্পুত্র চাহিয়া দেখ তোমার শত্রুকে প্রতিফল দিবার জন্য তোমার পিতৃব্য উপস্থিত। তখন জনাব মহম্মদ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ অনাথকে ছাড়িয়া দাও, আমার পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, আমার পিতৃব্য নাই, বন্ধু নাই, সহায় নাই, সহানুভূতিকারী লোকও নাই।" ইহা শুনিয়া হামজা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, লাত এবং অজ্জি দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।" হজরত মহম্মদ বলিলেন "যিনি আমাকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লোকমণ্ডলীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সত্য পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি সুতীক্ষ্ণ তরবাল দ্বারা নীচ বহুদেবোপাসকদিগকে নিহত কর, ও আমার সাহায্য করিতে অগ্রসর হও তাহা হইলে তুমি আপনাকে শোণিতে কলঙ্কিত করিবে, পুণ্যময় সত্য পরমেশ্বর হইতে দূরে পড়িবে। যদি ঈশ্বরের একত্বে এবং আমি তাঁহার প্রেরিত এই সত্যে তুমি বিশ্বাস না কর, তোমার যুদ্ধ বিবাদে কিছুই ফল হইবে না। পিতৃব্য! যদি তুমি বাৎসল্যরূপ সরবত আমাকে প্রদান করিতে চাও, আমার আহত হৃদয়ে আরোগ্যের ঔষধ লেপন করিতে চাও, তবে লাএলাহ এলেল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা (ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত) এই বাক্য উচ্চারণ কর।" হামজা বলিলেন "বৎস! যদি আমি এই কল্‌মা (বাক্য) উচ্চারণ করি তাহা হইলে কি তুমি সন্তুষ্ট হও? হজরত মহম্মদ বলিলেন "হাঁ। এই কল্‌মাতে আমার সন্তোষ ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা বদ্ধ রহিয়াছে।" হামজা এই ধর্ম্মদীক্ষার কল্‌মা উচ্চারণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন এবং মস্‌জিদ হইতে বহির্গত হইয়া আবু জেহেলকে প্রতিফল প্রদান করিতে গমন করিলেন। তখন তাহার গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে কতকগুলি আরবীয় ভদ্র লোকের সঙ্গে বসিয়া আছে। হামজার হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল, তুই মহম্মদকে গাল দিস্, উৎপীড়ন করিস্ এই বলিয়া অকুতোভয়ে আবুজেহেলের মস্তকে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া শোণিত নিঃসৃত হইল। তখন সেই দলের এক জন বলিল "হে ক্রুদ্ধ হামজা! কিঞ্চিৎ সুস্থির হও, অনুতাপিত হইবে।" হামজা বলিল "আমি কেন অনুতাপিত হইব। সত্যই আমি সাক্ষ্য দিতেছি, ঈশ্বর এক এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত। আমি এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।"

কোরেশগণ এই কথা শুনিয়া দুঃখিত ও চিন্তাকুল হইল, মহম্মদের ধর্ম্মকে প্রবল ও গৌরবান্বিত বোধ করিল। সেই সময়ে সুবিখ্যাত ওমর উপরি উক্ত কল্‌মা স্বীকার করিয়া দীক্ষিত হইলেন। ওমরের দীক্ষাতে মুসলমানদিগের বল বিক্রম সাহস অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। পৌত্তলিকগণ যখন দেখিল যে মুসলমানেরা দিন দিন প্রবল হইতেছে এবং

হজরত মহম্মদের কার্য্য সুসিদ্ধ হইতেছে, তখন তাহাদের শত্রুতা ও ঈর্ষা বৃদ্ধি হইল। সেই মহাপুরুষকে বধ করিতে পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিয়া আবুতালেবের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিল, সংগ্রাম ও রক্তপাতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। আবুতালেব বনুহাসেম ও বনুমোত্তল মতলব নামক দুই আত্মীয়কে একত্রিত করিলেন ও হজরত মহম্মদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। একেশ্বরবাদিগণ ও তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোক যাঁহারা কোরেশদিগের সঙ্গে হত্যা ব্যাপারে যোগ দিলেন না তাঁহারা সকলেই আবুতালেব যে গুহাতে বাস করিতেন, সেখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ও হজরত মহম্মদকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলে সতর্ক রহিলেন। কোরেশগণ প্রতিজ্ঞা করিল যে মহম্মদীয় কোন লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা বিবাহাদির যোগ রাখিবে না, তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিবে না, দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিবে। কেহ প্রয়োজন বশতঃ গুহার বাহিরে আসিলে কোরেশগণ তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত। কোরেশদিগের ভয়ে কেহই তাঁহাদের নিকটে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিত না। তিন বৎসর এই অবস্থায় তাঁহারা সেই গুহাতে বদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। বৃদ্ধগণের ও শিশুবৃন্দের আর্ত্তনাদে ও ক্রন্দনে কোন মক্কাবাসিগণ রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারিত না। তিন বৎসর অন্তে ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা সকলে গুহা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তাহার প্রায় নয় মাস অন্তে আবুতালেব লোকান্তর গমন করেন। আবুতালেবের মৃত্যুতে মহাত্মা মহম্মদ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই ঘটনার এক মাস পরে হজরত মহম্মদের সহধর্ম্মিণী খদিজা পরলোক গমন করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি স্বীয় গর্ভজাত কন্যা ফাতমাকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে তুমি যখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলে, তখন তোমার শিরে যে উষ্ণীষ ছিল, সেই উষ্ণীষবস্ত্রে আমার মৃতদেহকে আচ্ছাদিত করিয়া সমাহিত করিবে। তিনি আর একটী কথা এই বলেন যে "আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, তোমার সহবাস হইতে দূরে থাকিব এই আমার খেদ। পরলোকে যাইব তজ্জন্য আমার ভয় কি? ভয় এই, আমি মরিব আর তুমি অন্যের প্রাণনাথ হইবে।" খদিজার মৃত্যুতে হজরৎ মহম্মদ অতিশয় শোকাক্রান্ত হয়েন, খদিজা তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ছিলেন, ইনিই প্রথমে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হজরত মহম্মদের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৫ ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

একটী কথা জানা আবশ্যক যে ঈশ্বরের রাজ্যের সকল ঘরে ছবি আছে। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ঈশ্বরের প্রত্যেক ঘরে ছবি আছে। ছবি শব্দের অর্থ এই যে বস্তুটী ছবিতে অঙ্কিত আছে সে পদার্থ সেখানে নাই, কিন্তু সেই ব্যাপারটী অল্প পরিমাণে সেখানে দেখিতে পাই। ছবি কেবল বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি, অথবা আভাস মাত্র। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যেক কুটীর মধ্যে এবং প্রত্যেক অট্টালিকার প্রাচীরে ছবি দেখা যায়; কিন্তু সেই ছবি যে বস্তুর কিম্বা যে ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি, সেই বস্তু অথবা সেই ব্যক্তিকে সেখানে দেখা যায় না। তবে সেই ছবি কি বুঝাইয়া দেয়? কোন উচ্চতর রাজ্য কিম্বা সুন্দরতর দেশে সেই প্রকার বস্তু আছে ঐ ছবি যাহার প্রতিরূপ। অন্য কোন উন্নত স্থানে আরোহণ করিলে সেই বস্তু দেখা যায়। এই জন্য বলিলাম ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যেক ঘরে ছবি আছে। আদর্শের জন্য, উন্নত স্থানে যাইবার জন্য এ সকল ছবি। ছবি অনুসারে এক একটী পদার্থ দর্শন করিতে অভিলাষ হয়। কি আশ্চর্য্য! নূতন ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র আর এক খানি ছবি দেখিলাম, এখানেও নর নারী আছে, নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করা যায়, তথাপি এমন একটী স্পৃহা থাকে যাহা চরিতার্থ হয় না। তুমি জানিবে কিরূপে? ঐ ছবি দ্বারা। বস্তু না থাকিলে ছবি হয় না। বস্তুর সাহায্য ব্যতীত কল্পনাও চিত্র করিতে পারে না। যথার্থ বস্তু অবশ্যই আছে। উচ্চতর ঘরে প্রবেশ করিলাম, সেখানেও দেখি আর একটী উৎকৃষ্টতর ছবি আছে। দেব লোক যখন পটে দেখিলাম তখন দেব লোক অবশ্যই আছে। যদি এখানকার জীবন এখানেই ফুরাইল তবে ছবি কেন? প্রত্যেক ছবি বলে ঐ স্থান এ স্থান নহে। এখানে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মমন্দির, ব্রহ্মভক্তদিগের সংকীর্ত্তন দেখিলাম, শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্ম রাজ্যের যে ঘরে এখন বাস করিতেছি সেখানে একটী ছবি আছে যাহা পরলোকে বিশ্বাস করাইতেছে। এখানে ভাই, ভগ্নী, স্বামী, স্ত্রী, মাতা, পিতা এবং সন্তান হইয়া মনুষ্য যে প্রকার কার্য্য করে সেখানে এরূপ কোন ব্যাপার হইতে পারে কি না, সেখানে সামাজিক প্রণালী মতে কিছু আছে কি না, এ সকল প্রশ্নের উত্তর বেদেও নাই, কোরাণেও নাই, কিন্তু ছবিতে আছে। মনুষ্য এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু শেষ করিতে পারিল না। পরলোকে এমন স্থান আছে যেখানে সত্য আছে, যেখানে বিচ্ছিন্ন যোগী ধ্যান করেন ইহা যেমন সত্য তেমনি ঈশ্বর প্রেমিকগণ দলবদ্ধ হইয়া ভক্তি সরোবরে অবগাহন করেন ইহাও সত্য।

এ সকল পবিত্র ছবি মনুষ্যের মনে ঈশ্বর চিরকালের জন্য মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যের প্রকৃতি জানিয়া ঈশ্বর অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এক এক খানি ছবি টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। সুখ দুঃখের সময় সেই ছবি দেখিতে হইবে। ছবি মনোহর শাস্ত্র। শাস্ত্রেতে সে সকল কথা অতি সুন্দর এবং সরল রঙ্গে অনুরঞ্জিত। শাস্ত্রের কথা নীরস, ছবির কথা সুমিষ্ট। শাস্ত্র যত মিষ্ট হউক না কেন ছবির বর্ণের মত হৃদয় গ্রাহী নহে। সেই স্বর্গ ধাম, পরলোক পুণ্যধাম, প্রেম ধামের এক এক খানি ছবি দেখিলে হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়া যায়। সুন্দর ছবি এক বার দেখিয়া দূরে রাখিতে পারি না। প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিলেন বন্ধু বন্ধুকে দেখে স্বর্গের ঘরে। যাঁহারা ঈশ্বরের যথার্থ নিত্য প্রেম যোগে সম্বদ্ধ হন তাঁহারা একীভূত হন! সেই সমষ্টি আত্মা পরলোকে। যাঁহারা সংযুক্ত এখানে, তাঁহারা সংযুক্ত পরলোকে। এক প্রেম সাগরে সন্তরণ করেন। এক প্রাণ সখাকে লইয়া সকলে সুখী। এই সুখের কথা পরে বলা হইবে। আপাততঃ এই মূল সত্য মানিতে হইবে। দুই, পাঁচ, দশ কিম্বা এক শত জন যাঁহারা এখানে ঈশ্বরকে মধ্যে লইয়া পরস্পর প্রাণে প্রাণে বদ্ধ হইলেন তাঁহারা পরলোকের এই সম্মিলন সম্ভোগ করিবেন। যাঁহারা এখানকার মন্দিরে এক প্রাণ হইয়া ঈশ্বরের নাম সুধা পান করেন সেই সাধক মণ্ডলী সেখানকার মন্দিরেও একত্র হইয়া উচ্চতর, মধুরতর ভাবে তাঁহার নাম পান করিবেন। এখানে যাহা একটু স্পষ্ট এবং একটু অস্পষ্ট দেখিতেছি সেখানে তাহা স্পষ্টতর দেখিব এই আশা এই ভরসা।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

রবিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৭৯৮ শক।

সঙ্কেতপূর্ণ সংসার। মনুষ্য কতবার ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রায় সকলেই ইহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইল। যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের বোধ কেমন নিগূঢ়, যাহারা বুঝিতে পারে না তাহাদের অজ্ঞানতা কত ঘন। সকল সঙ্কেতের মধ্যে আলোক অন্ধকারের সঙ্কেত শ্রেষ্ঠ। যত প্রকার আন্তরিক শক্তি, জ্ঞান, মেধা প্রভৃতি আলোকের সঙ্গে উপমিত হয়। আলোকের ন্যায় জ্ঞানপ্রদ, সুখপ্রদ এমন আর কি আছে? আলোক যেমন বস্তু প্রকাশ করে এমন আর কে পারে? আলোকের পুনরাগমনে জীবনের পুনরাগমন। সমুদয়ের সঙ্গে এই আলোকের তুলনা। সম্পদ কি? আলোক। যাঁহার ঘরে সম্পদ তাঁহার ঘরে কত আলোক জ্বলে, তাঁহার চক্ষে কত জ্যোতিঃ বাহির হয়। যেখানে সৌভাগ্য সম্পদ সেখানে কত হীরক, মুক্তা, এবং স্বর্ণের চাকচিক্য। সম্পদের আলোক যেখানে নাই সেখানে যদি আলোক জ্বলে তাহাতে অন্ধকার ঘনতর দেখায়। যেখানে বিপদ সেখানে অন্ধকার, সেখানে কোন স্ফূর্ত্তি দেখা যায় না। অন্ধকার সমুদয় ঢাকিল আলোক সমুদয় প্রকাশ করিল। আমি বলি ঠিক ইহার বিপরীত। আলোক সমুদয় ঢাকিয়া রাখে অন্ধকার সমুদয় প্রকাশ করে। এক পৃথিবী সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হয় আর আকাশের সমুদয় পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়। সূর্য্য যতক্ষণ অস্ত না হইবে ততক্ষণ মনুষ্য মনে করিবে এই সূর্য্য ভিন্ন আর সূর্য্য নাই; কিন্তু যাই সূর্য্য অস্ত হইল, আকাশে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। অন্ধকার না আসিলে এত পৃথিবীর সমাচার আনিত কে? সহস্র পৃথিবীর সমাচার আনিয়া দিল এই অন্ধকার। সামান্য চিন্তায় দেখা গেল, আলোক ঢাকিয়া রাখে, অন্ধকার দেখায়। বাহিরের অন্ধকার যদি সহস্র সহস্র পৃথিবী প্রকাশ করে, অন্তরের অন্ধকার আরও অধিক প্রকাশ করে। যতক্ষণ ধন, মান, বিদ্যা, এবং সুখ ভোগের লালসা রূপ আলোক জ্বলিতে থাকে ততক্ষণ তাহারা লুক্কায়িত থাকে। যে অন্তরে বিদ্যার গর্ব্ব জ্বলিতেছে সে মনে করে বিদ্যার আলোক ভিন্ন আর কি কোন জ্যোতিঃ আছে? এই বলিয়া আলোকের অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে। আর দুই চার জন লোক যাঁহাদের উপর স্বর্গীয় কৃপা প্রকাশ হইয়াছে তাঁহারা বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া শ্রান্ত হন, এবং সকল প্রকার সাংসারিক আলোক দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা ভয়ানক ঘোরান্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিতে ভাল বাসেন। এবং যখনি সেই অন্ধকারের ভিতরে প্রবেশ করেন, অমনি তাঁহার গম্ভীর জীবনাকাশে প্রথমে একটী নক্ষত্র, ক্রমে দশটী নক্ষত্র, পরে শত সহস্র নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে অপরূপ ব্যাপার সকল প্রদর্শন করে। মনুষ্যের অসার বাসনার জ্যোতিঃ তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে, সেই আলোক কি গম্ভীর জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখে! অতএব এই অন্ধকার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অপরূপ জ্যোতিঃ সম্ভোগ কর। উচ্চ হইতে উচ্চতর সূর্য্য দর্শন কর। এই অন্তঃকরণের ভিতরে অপরূপ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল। কে দেখাইবে? ঈশ্বরের কৃপা আসিয়া অবতীর্ণ হইল। দিব্য জ্ঞান আসিয়া তাহার হস্ত ধরিল। আলোক যাঁহার প্রকাশের সহস্র ভাগের এক ভাগও নহে তিনি অন্ধকার মধ্যে এই চমৎকার ব্যাপারের অর্থ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যিনি অন্ধকার মধ্যে এ সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন তিনি রাত্রি আসিবে কবে এই বলিয়া দিবাতে অধীর হন, এবং বাহিরের আলোক হইতে বিদায় লইয়া অন্তরের যে অনন্ত আলোক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম ভোগ করেন, আরাম এবং চির শান্তি লাভ করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বর বলেন এবং লেখেন। নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি বলেন, পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি লেখেন। নূতন বিধি মুখে প্রচার করেন, পুরাতন বিধি তিনি লিখিয়া প্রচার করেন। স্বর্গের [illegible]নব তত্ত্ব তিনি মুখে জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যক্ত করেন। যাহা ঘটিয়াছে জগতের মঙ্গলের জন্য তৎ সমুদয় রচনা করিয়া মনুষ্যের মানসপটে লিখিয়া রাখেন। এমন কথা যাহা জীবন্ত ভাবে আসা আবশ্যক সে কথা বাচনিক। এমন ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, অথবা এমন সকল প্রেমের ব্যাপার যাহা সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে, সে সকল স্মরণ করাইয়া রাখিবার জন্য লিখাইয়া দেন। গুরুর দুইটী কার্য্য। একবার বলেন উদ্বোধন জন্য, পুণ্যের আলোক প্রকাশ করিবার জন্য, আর একবার গুরু লিখিয়া দেন। লিখিয়া না রাখিলে উৎসাহের পুনর্জ্জীবন হয় না। একবার জানিলেই যদি হইত প্রচারকেরা দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন না। ঈশ্বরের কথা বারম্বার স্মরণ করা আবশ্যক। একবার নূতন আলোক দেখি, বার বার ভাবি কেমন সেই আলোক। একবার জলপ্লাবন দেখি বার বার তাহার ইতিহাস পড়ি। এমন অনেক মনোহর কথা শুনিয়াছি যাহা মনে থাকে না। অত্যন্ত প্রধান তত্ত্বও অনেক কথা ভুলিয়া যান। পুরাতন অভ্যস্ত পাপের অত্যাচারে জ্ঞান বিলোপ করে। ঈশ্বরের সুন্দর বচন গুলি কিছু কাল পর আর তত সুবোধ থাকে না, কেননা ভুলিয়া যাই। পুরাতন হইলে তাহার আদর থাকে না। নূতন বস্তুকে ক্ষুদ্র শিশুও আদর করে। পুরাতনের প্রতি অনুরাগী হওয়া কঠিন ব্যাপার। শ্রবণ যেমন পরিত্রাণের দ্বার, পাঠ তেমনি আর একটী দ্বার। পাঠ কি? সমুদায় ঘটনা ঈশ্বর ঘটাইয়া দিয়াছেন। সে সমুদয় লিপিবদ্ধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র হয়। সেই ধর্ম্মশাস্ত্র গুলি বারম্বার পাঠ কর ভক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। যতবার উপাসনা করিতে হয় যতবার উপদেশ দিতে হয় সে সকল পুরাতন শাস্ত্র পাঠ হয়। পাঠ দ্বারা পুরাতন নির্জ্জীব ধর্ম্মভাব সজীব হইয়া উঠে। ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এবং প্রত্যেক জীবনের ইতিহাস আছে। তাহা কোন মানুষ লেখে নাই যিনি লিখিবার তিনি লিখিয়াছেন। ব্রাহ্ম! তোমার জীবনের ইতিহাস আছে। ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত আসিয়া কেমন আশ্চর্য্যরূপে পাপ হইতে রক্ষা করিল, তাঁহার কৃপাতে তোমার হৃদয়ে কত প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছিল এ সমুদয়ের ইতিহাস আছে। তুমি চেষ্টা করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারিতে না। মানুষ তাহা লিখিতে পারে না। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত করিতে হয় তবে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা রচনা করিবেন। সেই যে দুঃখের সময় কেমন করিয়া অন্ন দিলেন, সেই যখন পাপের প্রলোভন প্রবল হইয়াছিল তখন ঈশ্বর কেমন অপূর্ব্ব কৌশল করিয়া সৎসঙ্গে আনিলেন, এখন যদি অনেক চেষ্টা করি তথাপি এ সকল লিখিতে পারি না। পুরাতন কথা আর তেমন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ হয় না এই জন্য বলি, ব্রাহ্ম! তুমি নূতনতা-প্রিয় হইয়াছ, পুরাতনের প্রতি তোমার অনুরাগ, লালসা নাই। তুমি কেবল টাকা সংগ্রহ করিতে চাহ, সঞ্চয় করিতে চাহ না। বারম্বার ঈশ্বরকে বল, নূতন দাও নূতন বিধি প্রচার কর। অনন্তকাল নূতন দিলেও তাঁহার ভাণ্ডার শেষ হইবে না; কিন্তু তুমি নূতনতা প্রিয় হইয়া পুরাতনের প্রতি অনুরাগী হইলে না, তুমি ভক্ত হইলে না। যদি পুরাতনকে অগ্রাহ্য কর আর নূতন সত্য তোমার নিকট আসিবে না। উপকার পাইয়াও যদি ভুলিয়া যাও, সত্যের অবমাননা হইবে। ঈশ্বর স্বহস্তে আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রত্যেক ঘটনা লিখিয়া রাখেন। আমরা ঈশ্বরকে কেন বলি না যে, আমাদিগকে তোমার পুরাতন স্নেহের কথা স্মরণ করিতে দাও। তাঁহার মঙ্গল ঘটনা সকল মধ্যে মধ্যে স্মরণ করা নিতান্ত উচিত। কোন্ শকের কোন্ মাসে, কি বারে, কোন্ স্থানে, কোন্ বন্ধুর মুখে কি কি সুসমাচার শুনিয়াছিলে, সমুদয় ডাকিয়া আন, দেখিবে সে সকল কথা একত্র হইয়া এক খানি ঠিক ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। জীবের পরিত্রাণ জন্য প্রত্যেক যুগে সত্যের পর সত্য আসিয়াছে। কোথায় দেখিবে? হৃদয় পটে ঈশ্বর স্বহস্তে সমস্ত লিখিয়া দিয়াছেন। পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধা করিও না, এই কথাটী হৃদয়ে লইয়া যাও। ইহা হইলে পুরাতন নূতন হইবে। ভূতকাল বর্ত্তমান হইবে। ঈশ্বরের সম্পত্তি ভবিষ্যতের জন্য যত্ন করিয়া রাখিতে পারিবে। কেবল অবিশ্বাসীরাই নূতন ধন সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। পুরাতন জীবন দেখে না, পূর্ব্বে কত যে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইয়াছে ভুলিয়া যায়। যদি নূতন সত্য চাও, তবে পুরাতন শাস্ত্রে আদর রাখিও। ঈশ্বরের বাচনিক আদেশ যদি শুনিয়া থাক তাঁহার লিখিত শাস্ত্রও শিরোধার্য্য করিয়া রাখিও।

ব্রাহ্মিকা সমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

বুধবার, ২৬ শ্রাবণ ১৭৯৮ শক।

আমরা ঘোর অন্ধকারের ভিতরে নির্জ্জন থাকিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একাকী বসিয়া থাকিয়া শূন্য মধ্যে কে বসিয়া আছেন নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক জন সুন্দর পুরুষকে দেখিলাম, তাঁহাকে পিতা, মাতা বলিলাম। জীবন পথে এক জন পরম সহায় লাভ করিলাম। ধর্ম্মে উন্নত হইতে লাগিলাম। কখন একা।

যাইতেছি, কখনও একটী দল বাঁধিয়া যাইতেছি। কখনও আলোকের মধ্য দিয়া যাইতেছি, কখনও অন্ধকারের ভিতর দিয়া যাইতেছি। পথে চলিতে চলিতে কাহারও পায়ে কত কাঁটা ফুটিল, প্রখর সূর্য্য কিরণ গায়ে লাগিয়া কত লোককে বিবর্ণ করিল, কত প্রকার রোগ ব্যাধি কত পথিকের শরীর জর্জ্জরিত করিল। পথ চলিতে চলিতে একটী একটী করিয়া কএকটী মরিয়া গেল। পান্থশালায় একটু নিদ্রা যাইতেছি এমন সময় এক দল চোর আসিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিল, প্রাতে উঠিয়া দেখি একটী পয়সা নাই, যদ্দ্বারা আহারের উদ্যোগ করিতে পারি এবং কাপড় চোপড় যাহা ছিল সমুদয় লইয়া গিয়াছে। যাহাদের মুখ দেখিয়া একটু বল হইতেছিল, তাহাদের মৃত দেহ পথে ফেলিয়া চলিতে হইল। দুঃখের শাস্ত্র পূর্ণ হইল, ক্রমে শরীর মন অবসন্ন হইল, শ্রান্ত, সন্তপ্ত, দুঃখিত, রোগে জর্জ্জরিত পথিক গাছের তলায় পা দুটী ছড়াইয়া বসিল, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, মুখে আর হাসি নাই। আবার যখন ভাবিল তবে বুঝি পথিকেরা আমাকে ফেলিয়া চলিল, তখন কাঁদিয়া ভাসাইল। অনেক দুঃখ বিপদ সহিল, ভূতকালের দুঃখ রাশি দেখিয়া কাঁদিল, আবার ভবিষ্যতে যদি আরও দুঃখ হয় এই ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইল। আপনার যাহারা ছিল সে সব মরিয়া গিয়াছে, সঙ্গের সঙ্গী কেহই নাই, একা পথিক জীবন পথে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইল, খানিক পরেই সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক অন্ধকার আসিবে, কি বিপদ ঘটে কিছুই জানে না, কোন জন্তু আসিয়া হয়ত মারিবে এই ভয়ে ভীত, মনে করিল এবার বুঝি শেষ হইল। এই ভাবিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল হায়! কি দুঃখ! কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আরও কত দুঃখ আছে জানি না। নিকটে লোকালয় নাই, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া বহু দূরে আসিয়াছি। এই মধ্য স্থলে বুঝি মারা যাই। হায়! দুঃখের জীবন বুঝি এই শেষ হইল। সেই অশ্রুপূর্ণ নয়নে এক বার পশ্চিম দিকে দৃষ্টি করিল, একটু একটু সূর্য্য কিরণ মেঘের উপর পরিয়া, অতি সুন্দর দেখাইতেছে; কিন্তু আর কিছু কাল পরে থাকিবে না। দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিল, কত গুলি লোক যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কত গুলি অনেক দূরে নহে, অথচ খুব নিকটেও নহে যে ভাল রূপে দেখা যায়। এই লোক গুলিকে দেখিবামাত্র পথিকের অমন যে ভাঙ্গা শরীর এবং ভাঙ্গা মন, আবার সতেজ হইয়া উঠিল। পথিক আহ্লাদের সহিত বলিল, ঐত লোকালয় দেখা যাইতেছে। চক্ষু দেখিল, তাইতো আহ্লাদ হইল। কাণও কত গুলি শব্দ শুনিতেছে, খুব নিকটে নয় তাই শব্দ শুনা গেল না। খুব হাহা করিয়া আনন্দে হাসিলে যেমন একটী আনন্দ ধ্বনি হয়, সেইরূপ একটী শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় হাসিল। মনে করিয়াছিল কর্ণে বিপদের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শুনিবে, সেই কর্ণ আনন্দ ধ্বনি শুনিল এবং যে চক্ষু বিকট আকার দেখিবে ভাবিয়াছিলেন সেই চক্ষু সুন্দর একটী নিকেতন দেখিল। পথিক রোগ, শোক, জীর্ণতা, এবং সমস্ত বিপদের গল্প ভুলিয়া গেল। তাহার মনে আবার তেজ হইল, জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন শরীরে কান্তি আসিল, অবসন্ন, জর্জ্জরিত মনে আবার বালকের স্বভাব আসিল। বৃদ্ধের আনন্দ কেবল আশা। সঙ্গে পয়সা নাই, একটী লাঠী মাত্র সম্বল, তাহা আশার আনন্দ। যত বাড়ীর কাছে যায় বৃদ্ধের তত আনন্দ। কি মেয়ে কি ছেলে যত সেই আনন্দ জলে স্নান করে, সেই আনন্দ জল পান করে কেবলই হাসে। আবার কি আশ্চর্য্য! এই যে অন্ধকারের ভিতরে এক জন লোক তিনি আবার ঐ দিকেও গিয়া বসিয়াছেন। যাহাদিগকে কাছে লইয়া বসিয়াছেন তাহারা কত আনন্দের ধ্বনি করিতেছে। পথিক এই আহ্লাদের দৃশ্য দেখিয়া লাফ দিয়া চলিতে লাগিল। যাহা শুনিলে, ইহা পরকালের কথা। পরকালই আমাদের যথার্থ গৃহ এই পৃথিবী আমাদের থাকিবার স্থান নহে। ঐ সামনে একটী জায়গা আছে, তাহা অত্যন্ত সুন্দর। দূর থেকে ঝাপসা দেখিবে। যদি সহজ এবং স্বাভাবিক মন হয়, উহা দেখিলে নিরাশের আশা হইবে। দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। ঐ স্থানে এমন ভাল ভাল ভাই, এমন ভাল ভাল ভগ্নী, তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া মিসিব? তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি ভাবে দয়াল নাম গান করিব। এখানে যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, তাহাদের শেষ দিবস এমন হবে? আর ইচ্ছা হবে না সেই স্বর্গের ঘর ছাড়িয়া জ্বালাতন হই। পথে যাত্রীরা দয়া করিবে না, এক দিন যদি দেরি করিতে দেখে তাহারা আমাদিগকে ফেলে পালাইবে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র ঐ ঘরে গিয়া প্রবেশ করি। আমরাও ঐ পাঁচ জনের ভিতরে গিয়া বসিব। তোমাদের এখানে শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, ঐ দিকে তাকাও, আর এই দিকে তাকাইও না। যেমন অন্ধকারে পাইলে পিতাকে, তেমনি অন্ধকার বিপদের মধ্যে পাইলে একটী ঘর।

সার সঙ্কলন।

১। সকল প্রকার প্রেমের মূল, দয়া। প্রসূতির মনে প্রথমেই প্রেম স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না। প্রথমে ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র অসহায় সন্তানের প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। পরিবারস্থ অন্য সকল বালক অপেক্ষা রুগ্ন ও দুর্ব্বল বালককে সকলে অধিক পরিমাণে ভাল বাসে। যদি জগৎবাসী সকলকে ভালবাসিতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে সকলকে দয়া করিতে শিক্ষা কর। যখন তোমার সম্মুখস্থ শত্রুর তোমাকে আঘাত করিবার ক্ষমতা না থাকে তখন তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে ও ভালবাসিতে পার। তদ্রূপ

বলা যায় যে দুর্ব্বল, পাপী মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম তাহার পক্ষে দয়া। মনুষ্য পাপী ও জঘন্য বলিয়াই অনন্ত দয়া তাহার জন্য ব্যস্ত। যেরূপ ন্যায় পরতা সকল সৎকার্য্যের মূল, সেইরূপ সুমিষ্ট দয়া সকল সদ্ভাবের মূল।

২। ধর্ম্মকে কখন বিদূরিত করিতে পারিবে না। ইহা মানব স্বভাবের একটী উচ্চতম প্রবৃত্তি। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্ম কেবল কুসংস্কার, কালে ইহা চলিয়া যাইবে এবং এমন সময় আসিবে যখন মনুষ্য নিজের বুদ্ধি হইতে নিজের সমস্ত অভাব পূরণ করিবে, এবং যখন সকলে ধর্ম্মকে নিকৃষ্টতম কুসংস্কারের ন্যায় উপহাসের সহিত উঠাইয়া দিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা নির্ব্বোধের কথা আর কি হইতে পারে? মনুষ্যের চিরন্তন, গভীর অভিজ্ঞতা ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে! কারণ মনুষ্যের জীবনে এমন সময় আসে যখন যুক্তিও বুদ্ধি অপেক্ষা গভীরতর স্থান হইতে মনুষ্য এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া উঠে " আমাকে আমার প্রকৃত অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থায় লইয়া যাও "।

৩। দয়া এই এক কথার মধ্যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র নিহিত। এই কথাটীর চতুর্দ্দিকে কত উচ্চ সত্য উজ্জ্বল ভাবে চির দিন প্রকাশিত রহিয়াছে! আমাদিগের আত্মাকে উত্তেজিত করিতে পারে এমন অনেক সত্য আছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার দয়া। ইহা মনুষ্যের পক্ষে অশেষ দয়া ও শক্তির প্রত্যাদেশ। ইহা অন্ধকারের আলোক। ইহা জঘন্যতম পাপী মনুষ্যের নিকট পরম পবিত্র পরমেশ্বরকে আনিয়া দেয়।

৪। প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতে দাও। কিন্তু যখন সেই মত কার্য্য করিবে তখন যেন স্মরণ থাকে যে অন্য লোকেরও বিবেক আছে; সুতরাং যেন এত স্বাধীন ভাবে চলা না হয় যে তাহাতে অন্যের স্বাধীনতা চূর্ণ হইয়া যায়!

শ্রীমদ্ভাগবত।

৭ম স্কন্ধ। ৬ অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন, বয়স্যগণ! এই অর্থপ্রদ মনুষ্যজন্মে কৌমার কালেই প্রজ্ঞাবান্‌দিগের ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ, মনুষ্যজন্ম অতিশয় দুর্ল্লভ, কদাচিৎ লভ্য হয়, তাহাও আবার নিতান্ত অস্থির। অতএব পরম দয়ালু মহাপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে চিত্তসমর্পণ করা অবশ্য বিধেয়। তিনিই সর্ব্ব ভূতের এক মাত্র প্রিয়, অদ্বিতীয় মিত্র, পরমাত্মস্বরূপ ও পরমেশ্বর। ভ্রাতৃগণ! দেহীদিগের ইন্দ্রিয় জন্য সুখ দেহ যোগ দ্বারা কেবল দুঃখ বৎ প্রতিভাত হয়। * * পশুরাও অনায়াসে সে সুখ অনুভব করে, তজ্জন্য প্রয়াস করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাতে কেবল পরমায়ুর বিনাশমাত্র। বিশেষতঃ হরিচরণ সেবায় যাদৃশ সুখ অনুভূত হয়, ইন্দ্রিয় বিষয়ে কদাচ তাদৃশ সুখ জন্মে না। অতএব মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাবৎ শরীর পুষ্ট থাকে এবং যাবৎ বিনষ্ট না হয়, তাবৎ যথার্থ সুখের জন্যই যত্ন করা উচিত। হে ভ্রাতৃগণ! পুরুষদিগের পরমায়ু শত বৎসর, কিন্তু অজিতাত্মাদিগের কেবল তদর্দ্ধমাত্র; যেহেতু তাহারা নিশাভাগে ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিরর্থক শয়ন করিয়া থাকে। (অর্দ্ধমাত্র পরমায়ুর মধ্যেও আবার) বাল্য ও কৈশোরে মুগ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারা বিংশতি বৎসর এবং বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণ দেহ হইলে অশক্ততা নিবন্ধন অপর বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করে। অবশিষ্ট যে দশ বৎসর মাত্র রহিল। তাঁহাও আবার দুঃখ পরিপূর্ণ কাম এবং বলবান্ মোহের বশীভূত হইয়া মত্ততা ও বিষয় বাসনায় বিনাশ করে। (ফলতঃ এক বার বিষয়াভিসক্ত হইলে আর ভদ্রতা নাই।) কারণ, কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ গৃহাভিসক্ত এবং স্নেহময় রজ্জু দ্বারা দৃঢ়তর নিবদ্ধ আত্মাকে উন্মোচন করিতে উৎসাহী হইয়াছে কোন পুরুষই বা অর্থ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়াছে। বয়স্যগণ! অর্থ তৃষ্ণা নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য। বিষয়িগণ অর্থকে প্রাণ হইতেও গুরুতর জ্ঞান করে। তস্কর, সেবক ও বণিক্ ইহারা প্রাণ হানি স্বীকার করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অপর, যাহারা (এক বার) সুহৃজ্জনের স্নেহে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্পরিহার্য্য; যাহারা (একবার) বালকদিগের (অস্ফুটাক্ষর) মধুরালাপ কর্ণগোচর করিয়াছে, তাহারা কোন রূপেই উহা বিস্মরণ করিতে পারে না। অপিচ, তনয়, শ্বশুরালয়স্থ সুন্দরী তনয়া, ভ্রাতা, স্বসা তথা দরিদ্র পিতা ও মাতা এবং মনোহর পরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, কুলপরম্পরাগত বৃত্তি, পশুগণ এবং ভৃত্যগণ এ সকলকে স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে? যে প্রকার কোশকারী কীট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে অবশেষে আপনার নির্গমনের পথও রাখে না, সেই প্রকার, তাহারাও অবিতৃপ্ত কাম হইয়া লোভবশতঃ নিরন্তর কর্ম্মই করিতে থাকে; তাহারা যে কখন বিরক্ত হইবে, সে দিকে কটাক্ষপাতও করে না!

অতএব হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা এখনই বিষয়াসক্ত অসুরগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণের শরনাপন্ন হও; যে হেতু, তিনিই অপবর্গ স্বরূপ, মুনিগণ মুক্ত সঙ্গ হইয়া একান্ত চিত্তে তাঁহারই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। অসুরাত্মজগণ! ভগবান্‌কে প্রীতি করা বহু প্রয়াসের কর্ম্ম নহে, কারণ, তিনি সর্ব্ব ভূতের আত্মা, এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। সেই ব্রহ্ম স্বরূপ অব্যয় ভগবান্ পরমেশ্বর এক হইয়াও স্থাবর প্রভৃতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জীব, ভৌতিকবিকার অর্থাৎ (ঘটাদি নির্জ্জীব পদার্থ সমুদায়, মহদ্ভূত অর্থাৎ আকাশাদি, সত্ত্বাদিগুণ,

গুণ মানা এবং গুণ ব্যক্তি কর প্রভৃতি সম্প্রদায়েরই আত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। হে বয়স্যগণ! যদি ও পরমেশ্বর এই রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, তথাপি মায়ার গুণ সৃষ্টি দ্বারা আপনার ঐশ্বর্য্য সংবরণ করাতে দ্রষ্টৃ ও ভোক্তৃ স্বরূপে ব্যাপক বলিয়া তথা ভোগ্য দেহাদিরূপে ব্যাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ্য ও বিকল্পিত হয়েন। পরন্তু কেবল অনুভবানন্দই তাঁহার রূপ, বস্তুতঃ তিনি অনির্দ্দেশ্যও ও অবিকল্পিত।

অতএব, হে বয়স্যগণ! তোমরা আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব ভূতের প্রতিই দয়া প্রকাশ কর, সকল প্রাণীর প্রতিই সুহৃদের ন্যায় আচরণ কর তাহা হইলেই ভগবান তুষ্টি লাভ করিবেন। সেই আদি দেব অনন্ত পরিতুষ্ট হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না সকলই করস্থিতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। গুণের ব্যতিকর হেতু, বিনা যত্নে সিদ্ধ যে সকল ধর্ম্মাদি তদ্দ্বারা কি প্রয়োজন? আর মোক্ষ কামনাই বা কেন? আমরা নিরন্তর হরি কথা গান করিতেছি, নিরন্তর তদীয় পাদপদ্মের সুধাপান করিতেছি, আমাদের মোক্ষ কামনায় কি ফল (অপর) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এবং তদর্থ আত্ম-বিদ্যা, কর্ম্ম বিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং বিবিধ জীবিকা এ সমুদায়ই নিয়ম প্রতিপাদ্য, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু ঐ সমুদায় ত্রৈগুণ্য বেদে উক্ত হইয়াছে। অতএব অন্তর্যামী পরম পুরুষ পরমেশ্বরে যে আত্ম সমর্পণ তাহাই নিত্য এবং তাহাই নিস্ত্রৈগুণ্য লক্ষণ।

সংবাদ।

গাজিপুরের একটী বন্ধুর পত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ৯ই আশ্বিন রবিবার বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে আসিয়াছি। সিদ্ধেশ্বর বাবু (এক জন উৎসাহি ব্রাহ্ম) অনেক যত্ন করিতেছেন সহরের প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী বড় বাগান বাড়ীতে আমরা আছি। রবিবার সন্ধ্যার সময় এখানে সামাজিক উপাসনা হইয়াছে, আচার্য্য মহাশয় উপাসনা বাঙ্গলাতে উপদেশ ও প্রার্থনা হিন্দিতে করিয়াছিলেন। হর বংশ লালা নামক এক জন হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে সমাজের কার্য্য হইয়া থাকে; হর বংশ লালার বয়ঃক্রম প্রায় আশি বৎসর। বেশ বিনীত ও দীন ভাব, তিনি নিয়মিত রূপে সমাজে যোগ দান ও প্রাত্যহিক উপাসনাদি করিয়া থাকেন। দুই ক্রোশ দূর এক গ্রাম হইতে আর একটী অতি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সমাজে উপাসনা করিতে আসেন। ৩।৪টী হিন্দুস্থানী লইয়াই এখানকার সমাজ। সিদ্ধেশ্বর বাবু হিন্দিতে সমাজের কার্য্য করেন। ২।৩টী বাঙ্গালী যোগ দান করিয়া থাকেন। কল্য প্রায় এক শত লোক উপস্থিত ছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মগরার নিকট আকনা ভাস্তাড়া প্রভৃতি স্থানে, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার রামপুর হাটে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু চন্দননগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে, এবং শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় কুমারখালী গ্রামে প্রচার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। আমরা আশা করি সঙ্গীত ও উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা প্রচারক মহাশয়েরা পল্লিগ্রামস্থ সাধারণ লোক দিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার সত্য সকল সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিবেন। আমরা পল্লিগ্রামবাসী কয়েকটী বন্ধুর নিকট হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের যাইবার জন্য উৎসাহ পূর্ণ অনুরোধ পত্র পাইয়াছি।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কৃষ্ণনগর গমন করিয়াছেন তথায় এক পক্ষ কাল বাস করিবার ইচ্ছা আছে।

বিগত ১লা আশ্বিন শনিবার বেরিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান অতি সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়াছে অনেক গুলিন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তথায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই রূপ অনুষ্ঠানে অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। সকল ব্রাহ্মেরই সাংসারিক শুভ কার্য্য সকল উপাসনাদি দ্বারায় সুসম্পন্ন করা, পারিবারিক জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারায় হৃদয় সরস হয়। আশা করি আনন্দমোহন বাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত অনেকে অনুকরণ করিবেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদন।

মহাশয়! ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক বা দর্শকগণের সতর্কতা সংবিধান করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি প্রকাশিত হইলে একান্ত আহ্লাদিত হইব। বিগত ১৭৯৪ শকে ১৬ ই ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে যে "ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মাবলী" প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একাদশ নিয়মে প্রকাশিত আছে "দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার এবং উপাসনা আরম্ভের অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে মন্দির মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কেহ কোন প্রকার কথোপকথন করিবেন না।" কিন্তু এই নিয়মের সচরাচর এরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় যে, তজ্জন্য অনেকের "মনসংযোগ" বা ভাবচিন্তার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কি শোচনীয় বিষয়! অনেক পরিচিত ব্রাহ্ম মহোদয়ও এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন। অনেকে পবিত্র উপাসনা মন্দিরে বসিয়া গৃহকর্ম্মের কথোপকথনও করেন। সমস্ত সপ্তাহে দিন রাত্রি গৃহকর্ম্মের কথা কহিয়া সপ্তাহের এক দিন ২।৩ ঘণ্টা কি জিহ্বাকে ওদিক হইতে বিনিবৃত্ত রাখিতে পারেন না? এরূপ হইলে ব্রাহ্মজগতের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভয়ানক বাধার বর্ত্তমানতা স্বীকার করিতে হইবে। ভরসা করি ব্রাহ্মগণ, একটু সতর্ক হইয়া আপনাদিগের ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনার্থী সাধারণের শুভ সাধন করিবেন।

১০ই আশ্বিন, ১৭৯৮। কলিকাতা।

অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী. শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ব্রাহ্মসমাজ মিশন যন্ত্রে ১৭ই আশ্বিন শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ১৯ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, সোমবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।৷০ মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে দুঃখীর পিতা মাতা সন্তানবৎসল পরমেশ্বর! এই সংসার বিদেশে বন্ধুহীন অস্বাস্থ্যকর স্থানে বল আর কত দিন এইরূপে দুঃখ ভোগ করিব। এখানে পাপের দুর্গন্ধে, অসার বিষয় কোলাহলে আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, আর তিষ্ঠিতে পারি না। এই জগতও মহা অশান্তির স্থল হইয়া উঠিয়াছে, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ এক এক বার আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চায়, কিন্তু একটু কাঁদিবারও স্থান নাই। সকলেই বিদেশী, কাহাকেও আত্মীয় দেখিতেছি না, আপনার ভাই বলিয়া আদর করিয়া প্রেমালিঙ্গন দেয় এমন একটী লোকও নাই। দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার মন ক্রন্দন করিতেছে। কবে গৃহে গিয়া আপনার জননী ও প্রাণের প্রিয়তম ভাইদিগকে দেখিব, উহাঁদের চরণ বন্দনা করিয়া বিদেশের দুঃখ বিস্মৃত হইব তাহাই কেবল ভাবি। বহু দূরে আপনার গৃহ পিতা মাতা ভাইদিগকে ছাড়িয়া বিমাতার আলয়ে আসিয়াছি, তাহার ভালবাসা আমার বিনাশের কারণ হইয়াছে, বিমাতার সন্তানদিগের সঙ্গে আর থাকিতে মন টেকে না, কিছুই ভাল লাগে না, শীঘ্র শীঘ্র নিজ মাতৃসন্নিধানে পৌঁছিতে পারিলে প্রাণ শীতল হয়। বিদেশগত সন্তান যেমন বহুদিন পরে আপনার মাতা ও ভ্রাতাদিগকে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়, হায়! কবে আমি সেই রূপ শান্তিগৃহ লাভ করিয়া সংসারের যন্ত্রণা সকল ভুলিব। হে মাতঃ! হে আমার প্রেমময়ী জননি! কবে আমি নিজালয়ে তোমার নিকটে গিয়া বিদেশের দুঃখের কথা সকল বলিব এবং আপনার সহোদর ভাই দিগের চরণ চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইব? যে দিনে তুমি আপনার স্নেহপূর্ণ হস্ত আমার ব্যথিত অঙ্গে স্থাপন করিবে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আদর পূর্ব্বক ডাকিয়া আমাকে আলিঙ্গন দান করিবেন, ঘরে বসিয়া সকলকে লইয়া আমোদ করিব, প্রেমপরিবারের স্নেহ সম্ভোগ করিব, সেই দিন আমার এই গভীর ক্লেশ যন্ত্রণা দুর হইবে। এখন কাতরতার সহিত এই মিনতি করি, দয়াময়! আর এখানে তুমি আমাকে রাখিও না। বাড়ীর জন্য, দেশের জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে। তোমাকে এবং ভাইদিগকে দেখিয়া যাহাতে আমার সকল কষ্ট নিবারণ হয় তাহা কর। তুমি স্বয়ং আমার দেশ এবং ঘর বাড়ী, আমার আপনার

লোকেরা, প্রাণের সুহৃদ ব্যক্তিরাও সকলে তোমারই নিকট থাকেন, এ সমস্ত ফেলিয়া আমি একাকী দূরদেশে কেমন করিয়া থাকিব বল। এই অধীন সন্তানের প্রতি একবার ফিরিয়া চাও, চাহিয়া তোমার স্বর্গ ধামের এক জন দূত প্রেরণ কর। যে স্বর্গীয় দূতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে ছয় মাসের পথ এক দিনে যাওয়া যায় তাঁহাকে পাঠাইয়া দাও। নতুবা বল আমাকে কে লইয়া যাইবে? আমি একে দুর্ব্বল পীড়িত তাহাতে পথ চিনি না, কেমন করিয়া যাইব? অধিক দিন এখানে থাকিলে প্রাণ বাঁচিবে না, তাই প্রার্থনা করি তুমি নিজে বন্দোবস্ত করিয়া আমার কোন উপায় কর। হে নিরুপায়ের উপায় পরমেশ্বর! একবার তোমার পায়ে করিয়া এই নরাধমকে ঠেলিয়া দাও, দ্রুতবেগে গড়াইতে গড়াইতে একবারে গিয়া যথাস্থানে উপনীত হই। যে রূপেই হউক, আমাকে ঘরে ডাকিয়া লও এই আমার বিনীত নিবেদন।

জীবনের ছবির পাণ্ডুলেখ্য।

মনুষ্যসমাজ চিত্রকরের ন্যায় দিবানিশি আপনাপন প্রতিকৃতি চিত্র করিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকেরই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন. গভীরদর্শী ব্যক্তিরা মনশ্চক্ষু দ্বারা এই সকল বিচিত্র ছবি দর্শন করেন। পৃথিবীরূপ শিল্পাগারে অসংখ্য প্রকারের অগণ্য ছবি প্রস্তুত হইতেছে। কতদিনে চিত্রকার্য্য শেষ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহার আদর্শ যেমন তাহার ছবি তেমনি হইতেছে, অন্ততঃ সেই দিকে যাইতেছে। অধিকাংশ ছবি কৃষ্ণবর্ণ স্ফীতোদর, তাহারা আকর্ণ মুখ ব্যাদান করিয়া নরশোণিতলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় সংসারের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহাদের কিছুতেই ক্ষুধা শান্তি হইতেছে না। কিন্তু অনেকে আবার পরিবর্ত্তনশীল। শিশু সন্তান যেমন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন প্রকার মুখশ্রী ধারণ করে, ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মূর্ত্তি তেমনি কাল সহকারে কখন কখন ঈষৎ গৌরবর্ণ সুন্দর শ্রী পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক ছবি কদাকার হইয়াই পরলোকস্থ শিল্পমন্দিরে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া আবার তাহাদের বর্ণ এবং গঠন প্রণালী ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। সংসার যাহাদের আদর্শ তাহাদের ছবি এই রূপ। ধর্ম্ম রাজ্যেও এই প্রকার বিচিত্রবর্ণ ও অদ্ভুত আকারের প্রতিকৃতি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও বহু প্রকার আদর্শ আছে। কেহ বা স্বীয় জীবনকে দিব্যদেহবিশিষ্ট ঠাকুরের ন্যায় করিয়া তুলিতেছেন, কেহ বা আপনাকে কপিসদৃশ কদর্য্য রূপে চিত্রিত করিতেছেন। কেহ এক এক স্থানে এমনি ঘন কালি ঢালিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা পরিষ্কার করিতে করিতে বুঝি তাঁহার ইহ জীবনই শেষ হইয়া যায়। কেহ প্রথমে দেবতার ন্যায় অতি সুন্দর শ্রী প্রাপ্ত হইয়া পরে আবার প্রেতের ন্যায় গভীর কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ শীর্ণ আকারে পরিণত হইয়াছেন; কেহ বা বিবিধ যত্ন ও অধ্যবসায়ে পূর্ব্বকার মসীবর্ণ ধৌত করত পরমসুন্দর অঙ্গ কান্তি লাভ করিতেছেন। কতক গুলি লোক একবার করিয়া কালি মাখিয়া ভূত সাজিতেছেন, আবার পর দিন তাহাতে যত্ন বারি সিঞ্চন করত কতক পরিমাণে সুন্দর হইয়া উঠিতেছেন, পুনরায় পর দিন খানিক বেশী কালি ঢালিয়া আবার মলিন মুখে প্রকাশ পাইতেছেন। নিরন্তর এই রূপ চিত্রকার্য্য চলিতেছে। অদ্য যাঁহাকে যে ভাবে দেখিলাম, কল্য আর তাঁহার সে প্রকার ভাব দেখিতে পাইব না। প্রাতে যিনি সজল নয়নে বিনীত ভাবে আদর্শের অনুকরণ করিতেছিলেন, সন্ধ্যাতে দেখি তিনি কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অহঙ্কারের সহিত মস্তক সঞ্চালন করিতেছেন। ধর্ম্মসমাজ সাধনতুলিকা দ্বারা বিশ্বাসের মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া জীবন-

রূপ চিত্রপটকে কখন উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ছটায় শোভিত করিতেছে, কখন তাহার উপরে পাপের কালি পতিত হইয়া সমুদায় শ্রী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেকের চিত্র কার্য্য এই ভাবে চিরকাল চলে তাহার আর উন্নতি দেখা যায় না। কেহ বহু যত্নে অঙ্গবিশেষকে সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয়ী এবং বিষয়ী ও ধর্ম্মানুরাগীর মধ্যবর্ত্তী এই দুই শ্রেণীর ছবির কথা বলা হইল। এক্ষণে সাধকদিগের ছবির কথা বলা যাইতেছে। তাঁহারা বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুনিপুণ শিল্পিগণের ন্যায় চিত্র কার্য্যে দিনানিশি মগ্ন রহিয়াছেন। ভক্তি প্রেমের রঙ্গ লইয়া সুন্দর সাধনতুলিকা দ্বারা বিশ্বাসপটে আপনাদের দেব মূর্ত্তি চিত্র করিতেছেন। কিন্তু কখন কখন তাঁহাদের ছবিও কদাকার হইয়া উঠে। কেননা তাঁহারা সময়ে সময়ে আদর্শের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভুলিয়া যান। এই অবসরে পাপরূপ মসীবিন্দু সেই উজ্জ্বল চিত্রপটকে কলঙ্কিত করে। যাই অন্যমনা হইয়া তুলিকা সঞ্চালন, অমনি চিত্রিত ছবি বিকৃত অনুজ্জ্বল মলিন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সেই কালির দাগ পড়িতে না পড়িতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে উঠাইয়া ফেলিতে যত্ন করেন, সতর্কতার সহিত আদর্শের প্রতি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখেন। তথাপি ইহাতে তাঁহাদের কার্য্যের কিছু ব্যঘাত হয়। যাঁহারা ইহা অপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর সাধক, তাঁহাদের চক্ষু একবার আদর্শের দিকে চাহিতেছে, আবার তাহার প্রতিলিপি চিত্র করিতেছে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সর্ব্বক্ষণ এই কার্য্যেই তাঁহাদের চিত্ত মগ্ন রহিয়াছে। আর সকলের মধ্যে মধ্যে রঙ্গের পাত্র শূন্য হইয়া যায়, হয় তো তাহাতে জল মিশাইতেও হয়, কিন্তু ইহাদের রঙ্গ যেমন উজ্জ্বল তেমনি অপর্য্যাপ্ত, আদর্শও চক্ষের সম্মুখে। সুতরাং একবারেই সুন্দর ছবি চিত্রিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা আর পুনর্ব্বার সংশোধনের প্রয়োজন হইবে না। ইহাঁরা যে কেবল নিজ নিজ ছবিকে পূর্ণ আদর্শের অনুযায়ী করিতেছেন তাহা নহে, অন্যান্য অপরিপক্ক শিল্পিগণের চিত্রিত ছবির অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধন ও মসী বিন্দু সকল ধৌত করিয়া দিতেছেন। ধর্ম্মসাধনের অর্থ বাস্তবিক কেবল ঈশ্বরের আদর্শানুসারে মনের প্রকৃতিকে চিত্র করা। পাপাসক্ত বিষয়লোভী মানবগণ স্বহস্তে আপনাদিগকে রাক্ষসের ন্যায় বিকট বেশে সজ্জিত করিতেছে। তাহাদের কার্য্যের কিছুই উন্নতি নাই, অনেকের মূল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ সকল ছবি স্বর্গনিকেতনে স্থান পাইবে না, কিন্তু সাধুদিগের সুন্দর ছবি সকল সমাদরে তথায় পরিগৃহীত হইবে। এরূপ ছবির মূল্যও অধিক এবং তাহা অতি দুষ্প্রাপনীয়। অল্প কয়েক খণ্ড ছবি মাত্র তথায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই সে ঘর আলোকিত হইয়াছে। পাঠক! তোমার আমার ছবির কথা আর কি বলিব, কত কত প্রধান শিল্পীর মস্তক সেখানে তুচ্ছ হইবে। অতএব আদর্শের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য কর, এখানে আপনার মনোমত চলিলে চলিবে না।

সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে চিন্তার ফল।

সমুদায় বিষয় দুই প্রকারে আলোচিত হয়; সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে। এক বৃহৎ ভূমিখণ্ডস্থ সমগ্র বৃক্ষগুলিকে একত্র লইয়া উহাকে বন বলিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে, ইহাই সমষ্টি চিন্তা। আবার উহার একটী একটী বৃক্ষকেও আলোচনার বিষয় করা যাইতে পারে, ইহাই ব্যষ্টিতে চিন্তা। জগতের সমুদায় পদার্থ সম্বন্ধে এই সমষ্টি ব্যষ্টিতে চিন্তা নিয়োগ হইয়া থাকে। শুদ্ধ ব্যষ্টিচিন্তা দ্বারা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, এ জন্য বিজ্ঞানে সমষ্টিচিন্তারই সমধিক সমাদর। সত্য বটে সমষ্টিতে চিন্তা করিবার পূর্ব্বে উহার ব্যষ্টিগত গুণাগুণ অগ্রে নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হয়, কিন্তু ব্যষ্টিগত

প্রতিব্যক্তির সাধারণ গুণগুলি মাত্র সমষ্টিতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, উহার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণ আর সমষ্টিতে অবস্থিতি করে না। ইহাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়াও সমষ্টিতে ফল প্রায় একরূপ ঠিক হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদেরা ইহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন। জড় বিজ্ঞানে এইরূপ চিন্তা স্থিরতর সিদ্ধান্ত আনয়ন করিয়া থাকে। সমাজবিজ্ঞান অতিজটিল, সুতরাং উহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত সহজে নিঃসৃত করা যাইতে না পারিলেও, উহাতেও ঐ প্রণালী ভিন্ন রীতিতে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

আমরা এ স্থলে অন্য বিজ্ঞানের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হই নাই। মনুষ্যই আমাদিগের এখানে আলোচ্য বিষয়। মনুষ্যসম্বন্ধে সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে চিন্তা দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে বিরুদ্ধপ্রায় ভাসমান মত সকল প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয় গ্রহণ করিতেছি, তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

প্রথমতঃ, নীতিসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, এক দলের লোক মনুষ্যের স্বাধীনতা মানেন না, অপর দল মনুষ্যের স্বাধীনতাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করেন। প্রথম দলস্থ লোকেরা বৈজ্ঞানিক রীতিতে সমষ্টিচিন্তায় অভিনিবিষ্ট, দ্বিতীয় দলস্থ লোকেরা ব্যষ্টিচিন্তায় অনুরত। প্রতি মনুষ্যকে চিন্তার বিষয় না করিয়া যদি মনুষ্যের ইতিবৃত্তকে আমরা আমাদিগের চিন্তার বিষয় করি, তবে আমরা একত্র সমষ্টিতে মনুষ্যের কার্য্য অবলোকন করি। এখানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমষ্টিতে কোন ফল উৎপন্ন হইবার সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। যদিও বা কিছু ব্যতিক্রমতা জন্মায়, বহু কালব্যাপী ইতিবৃত্তের মধ্যে উহার কার্য্য অলক্ষিত হইয়া যায়। সুতরাং মনুষ্য সমাজের কার্য্য জড়ের ন্যায় চিরনিবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। যাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন, তাঁহারা মনুষ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। কেননা স্বাধীন এবং নিয়মে বদ্ধ এই দুই পরস্পর বিরোধী।

দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বিগণ ব্যষ্টিতে এক এক ব্যক্তির কার্য্য আলোচনা করেন। ইহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য বিভিন্ন এবং এক সাধারণ নিয়মের অনুগত নয় বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ইহাঁরা মনুষ্যের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এ দুই পক্ষই আংশিক ভ্রমে নিপতিত। দুয়ের একত্র সমাবেশে যথার্থ সত্য নিঃসৃত হয়। মনুষ্য সীমাবিশিষ্ট জীব, তাহার সকলই সীমাবিশিষ্ট, তাহার স্বাধীনতাও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। সে যে কার্য্য করে, অন্য সহস্র কার্য্য দ্বারা তাহা রূপান্তরিত, ভিন্ন এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহার ব্যক্তিনিষ্ঠ বিশেষ কার্য্য সমষ্টি কার্য্যের মধ্যে অলক্ষিত হইয়া পড়ে। ইহা বলিয়া এ কথা কেহ বলিতে পারে না, সেই ব্যক্তি যখন আপনি কার্য্য করিতেছিল, তখন সে কোন স্থলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করে নাই। যখন প্রতিব্যক্তি নিজ নিজ ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়া কার্য্য করে, অনেক সময়ে অনেক বিপরীত দিকের প্রবল আকর্ষণকে পরাজয় করে, এমন কি প্রকৃতির দুর্জ্জয় বলকেও অনেক সময়ে স্ববশে আনয়ন করে, তখন কে বলিবে যে তাহার কিছু স্বাধীনতা নাই। আবার যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই স্বাধীনতার কার্য্য সীমাবিশিষ্ট, অনেক স্থলে অতি সূক্ষ্ম, শক্ত্যন্তরের কার্য্য দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্ত্য, তখন সেই স্বাধীনতাকে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না, বরং সমষ্টি মধ্যে উহা বিলুপ্ত প্রায়ই বলিতে হইবে! এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা স্বাধীনতা একেবারে মানিতেছেন না তাঁহারও যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা মনুষ্যের একান্ত স্বাধীনতা মানিতেছেন, তাঁহারও তেমনি ভ্রান্ত।

আমরা নীতিসম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম, ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঐ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে পারি। যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে সমষ্টিতে চিন্তা করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র এক মাত্র ঈশ্বরের কার্য্যই অবলোকন করেন, মনুষ্য সর্ব্বথা জড়ের ন্যায় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত তাঁহাদিগের প্রতীত হয়। অপর পক্ষ আবার ব্যষ্টিতে চিন্তা করিয়া ঈশ্বরকে সর্ব্বথা সমুদয় কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত করত মনুষ্যকেই সমুদায় কার্য্যের মূল করিয়া তুলেন। আমরা পূর্ব্বে নীতিসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, এখানেও তাহাই বলা যাইতে পারে। কারণ একটু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, আমাদিগের জীবনের মধ্যে একই

সময়ে দুই ব্যক্তির * কার্য্য হইতেছে। যেখানে উভয়ের ইচ্ছার মিলন হইতেছে, সেখানে কোন নিষেধবাক্য উত্থিত হইতেছে না, কিন্তু যাই উভয় ইচ্ছার প্রতিঘাত উপস্থিত হইতেছে, অমনি সে কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য স্পষ্ট প্রতিষেধ আসিতেছে। যখন প্রতিষেধের বিরোধে মনুষ্য কার্য্য করিল, তখন সে ইচ্ছার কার্য্য স্থগিত হইল তাহা নহে, বিরোধী ইচ্ছাকে স্ববশে আনয়ন জন্য যেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহাই তদ্দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুতরাং সেই ব্যক্তির জীবনের সমষ্টি বা ব্যক্তিসমূহের কার্য্যের সমষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাই, পরিশেষে সেই ইচ্ছারই জয় হইয়াছে, অন্যতর ইচ্ছার কার্য্য কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং এ স্থলেও দুই পক্ষ দুই দিক্ থাকিয়া একই বিষয় অবলোকন করত পরস্পর বিরুদ্ধপ্রায় আভাসমান মতে অবতরণ করিয়াছেন। যিনি মনুষ্যের সমস্ত জীবন অথবা মনুষ্য সমূহের জীবন সমষ্টিতে চিন্তা করেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের কার্য্য দর্শন করিয়া মনুষ্যের স্বাধীনতা দেখিতে পান না। আবার যিনি কেবলই মনুষ্যের একটী একটী করিয়া কার্য্য আলোচনা করেন, তিনি কেবল মনুষ্যের ইচ্ছারই কার্য্য দর্শন করেন, ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পান না। ধর্ম্মরাজ্যে সাধকগণ এইরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একএকটী কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং শুদ্ধ স্বীয় কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ হওয়াতে তাঁহারা পুরুষকারকে এক মাত্র চরিত্র শোধনের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন। আবার যাঁহারা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সমুদায় জীবনের মূল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা স্বীয় স্বাধীনতা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। এ দুই ভাবকে একত্রিত রাখিলেই যথার্থ সত্য অনুসরণ করা হয়। আমরা সমষ্টি ব্যষ্টি চিন্তার ফল যাহা প্রদর্শন করিলাম, বোধ হয় পাঠকবর্গ তাহার অবলম্বন করিয়া প্রাচীন এবং আধুনিক দার্শনিক ও ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্গণের মত ভেদের কারণ অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তাঁহারা বুঝিবেন তাঁহারা কোন শ্রেণীস্থ, এবং তাঁহাদিগের ভ্রম কোথায় অবস্থিত। এ স্থানে আমাদিগের সেই সকল গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা এত প্রসিদ্ধ যে এই প্রবন্ধ পাঠমাত্র তাঁহাদিগের দুচারি জনের নাম প্রতিজনেরই মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা।

* । পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Self and True Self. নামে এ দুইকে অভিহিত করিয়াছেন।

———

কৃষ্ণের জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে কি না?

এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা কিছু সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি বিরক্তি প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন "অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥" এই সত্যে আমরা দীক্ষিত হইয়াছি, তখন লোকের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাদিগকে পরিত্যক্ত ঘৃণিত স্থান হইতেও সার গ্রহণ করিতে হইবে। যে সম্বন্ধে আমরা পুরাতন ধার্ম্মিক মহাপুরুষদিগকে সমাদর করিয়া থাকি, যে উদার নীতির বশম্বদ হইয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্রদ্ধার সহিত সত্য সকল গ্রহণ করিতেছি, কৃষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে যদি সেরূপ কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা কেন আমরা পরিত্যাগ করিব? তিনি এক জন যথার্থ সৎ লোক ছিলেন কি না, যদি ছিলেন তবে তাঁহার চরিত্র বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও তদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগের বদ্ধমূল দূষিত সংস্কারের করাল দংষ্ট্রা হইতে উদ্ধার করা উচিত কি না, এবং তিনি পৃথিবীকে কোন একটী অমূল্য সত্য দিয়া তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন কি না, এ সকল চিন্তাশীল উদারহৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচনার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে প্রকার দূষিত ভাব লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগের ঔদার্য্যের সীমার মধ্যে ইহা স্থান পাওয়া এক প্রকার সুদূরপরাহত। তথাপি সত্যের অনুরোধে, উদারতার অনুরোধে অদ্য আমরা কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা যে এ বিষয়ে অন্যেও যথোচিত অনুসন্ধান করিবেন।

কৃষ্ণের নামে সাধারণে বিশেষতঃ সভ্যসমাজে যেরূপ ভয়ঙ্কর সংস্কার হইয়া আছে, তাহাতে এ নাম শুনিবা মাত্র প্রাচীন কবিগণের কুৎসিত রুচি অনুসারে বর্ণিত কুৎসিত ঘটনা সকলই আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি যে অর্জ্জুনকে এত গভীর যোগের

তত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সংযমের কথা শিক্ষা দিলেন তাহা রাস প্রভৃতি কদর্য্যভাবে বর্ণিত ঘটনাবলীর কোলাহল মধ্যে কোথায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অন্যান্য সহস্র গুণের কথা বিস্মৃত হইয়া লোকে কেবল তাঁহার প্রথম বয়সের কার্য্য গুলি মনে করিয়া রাখিয়াছে। সাধু ভক্ত গোস্বামিগণ ভাগবতাদিতে বর্ণিত ব্যাপার গুলি অস্বীকার করিলেন না। উহাতে পরকীয়াত্ব দোষ থাকিলে রসাভাস হইবে, ধর্ম্মবিগর্হিত হইবে, এজন্য কষ্টকল্পনার স্বকীয়াত্ব সংঘটন করিলেন। যত পারিলেন নিজ নিজ কল্পনানুসারে রসের সমুদায় ভাব ও বিকার উহাতে যোগ করিয়া দিলেন। উপাস্য যেরূপ উপাসক সেইরূপ হইয়া থাকে ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং এত বর্ণনার পর বলিয়া দিলেন "রহস্যলীলাতু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈর্নোপাস্যা"। কিন্তু এ নিষেধে কোন ফল না ফলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তাহার বিপরীত ফল প্রসূত হইল, এবং ইহাতেই বৈষ্ণবসম্প্রদায় উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের ঘৃণার্হ হইয়াছে। বলিতে হইবে বৈষ্ণবগণ স্বয়ংই এই দুর্নামের অনেকটা কারণ। সে যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইয়া সাধারণতঃ ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে যখন কৃষ্ণের প্রথম বয়সের ঘটনা সকল সহজে দূষিত বলিয়া প্রতীত হয়, তখন এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সকলের নিকটেই সাহসিকতা প্রতীত হইবে। তবে সেই সকল গ্রন্থে আবার তাঁহার চরিত্রের অন্যতর ছবি যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণের সপক্ষ হইয়া দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। তিনি যদি বাস্তবিকই এক জন মহৎ লোক হন, তবেত আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করিতেছি। সহজ জ্ঞানে ও সরল নিরপেক্ষ মনে যে কয়েকটী ভাব উদয় হয় তাহাই এ স্থলে বক্তব্য। ইহা দ্বারা যদি কাহারো মনে এ বিষয়ে বিচার করিবারও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলেও আমরা আমাদের সাহসিকতার কিছু ফল হইল মনে করিব।

প্রথমতঃ আমরা বলি, অবশ্য আধুনিক বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত অপবিত্র লীলাদির কথার প্রতি সন্দিহান হইয়া বলি যে যাঁহাকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভদ্রাভদ্র নরনারী ভক্তি করিতেছে, বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাকে একবারে এরূপ জঘন্যচরিত্র, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিয়া কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। বৃন্দাবনে গোপীদিগের সঙ্গে তাঁহার যে ব্যবহার তাহাই কেবল তাঁহার দুশ্চরিত্রতার পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে তিনি যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর দূরদর্শিতা দয়া স্নেহ ও মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতায় তিনি যেরূপ আধ্যাত্মিক যোগের কথা শিক্ষা দিয়াছেন, ব্রজধাম ছাড়িয়া মথুরায় গিয়া গোপীদিগের প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ত ভাব দেখাইয়াছেন, এ সকল তাঁহার মহত্ত্ব প্রতিপাদন পক্ষে সামান্য প্রমাণ নহে। গোপীদিগের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার নির্দ্দোষ কি সদোষ তাহার যাথার্থ্য নিরূপণের উপর সমুদায় নির্ভর করিতেছে। আমরা যদি বলি তিনি তাহাদিগের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাবে প্রেম করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্য এবং যবন রাজগণ যেরূপ শতসহস্র নারী সহ যথেচ্ছাচার করেন এবং করিতেন সে প্রকার তাঁহার প্রেম নয়, তাহা হইলে দোষ হয় কি? এ সিদ্ধান্ত সাধারণ সংস্কারের বিপরীত। তর্কস্থলে স্বীকার করা গেল কৃষ্ণকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার পক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ নাই বরং তাহার বিপরীত পক্ষ আছে। কিন্তু কতকগুলি সহজ জ্ঞানোদ্ভূত যুক্তি কৃষ্ণের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। মনে কর, তিনি যদি অপবিত্র ভাবে সর্ব্বদা স্ত্রী সমাজে থাকিতেন তাহা হইলে কি কখন সেখানে শান্তি থাকিত? রাজসন্তান বলিয়া প্রকাশ্য অনিষ্ট করিতে ভয় করিলেও অন্ততঃ কেহ হিংসা বশতঃ সংগোপনেও তাঁহার প্রাণ লইতে পারিত*। আরও বিবেচনা কর, যদি তাঁহার মন্দ আসক্তিই হইবে তবে মথুরায় আসিবা মাত্র সমস্ত কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন? তিন ক্রোশ পথ দূরে রহিলেন, অথচ তাহাদের সংবাদও লইলেন না। আর এক কথা এই, তিনি যদি ঈদৃশ বিলাসপরায়ণ হইতেন তাহা হইলে কি কখন গভীর বিচক্ষণতার সহিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের এ প্রকার আয়োজন করিতে পারিতেন? রাজন্যবর্গ তাঁহার হস্তের যন্ত্রবৎ ছিল, প্রধান প্রধান জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকদিগকে তিনি অনুগত সৈন্যের ন্যায় সমর প্রাঙ্গনে ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়াছেন, দুই পক্ষের রণবীর পণ্ডিতগণ সশস্ত্র যুদ্ধে দণ্ডায়মান তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন, এমন সকল চিন্তা ও বুদ্ধির কার্য্য কি বিলাসপরায়ণ ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির দ্বারা কখন সম্পাদিত হইতে পারে? যদি বল যুবা বয়সে তিনি মন্দ স্বভাব ছিলেন তার পরে ভাল হইতে পারেন। শেষে যদি ভালই হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে লোকে ব্রজলীলার অবতার রূপেই বা কেন দেখিবে? সেণ্ট পল ও সেণ্ট আগষ্টাইন প্রভৃতি কত বড় বড় লোক প্রথম বয়সেত সাধু ছিলেন না। তাঁহাদিগকে এখন কেহত দুষ্ক্রিয়াশীল বলিতে সাহস করেন না, তবে কৃষ্ণেরই বা এত দোষ কেন হয়? এরূপ প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে যে, যদি তাঁহার কোন অপবিত্র

* ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া না হইবার কারণ ভাগবতে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহারা তাহাদিগের স্ব স্ব স্ত্রীকে নিজ নিজ পার্শ্বে শয়ানা দেখিত। ইহাতে কি প্রতীত হয়? ব্রজাঙ্গনাগণ তাহাদিগের নিজ নিজ স্বামীর প্রতি উপেক্ষাশীল ছিলনা ইহাই বুঝা যায়।

কামনা, দুরভিসন্ধি না থাকিবে তবে সর্ব্বদা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া আমোদ করিবার কারণ কি? এই স্থানেই কৃষ্ণের নীচতা ও মহত্ত্ব উভয়ই অবস্থিতি করিতেছে। এই ব্যাপারের মধ্য হইতেই তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কৃষ্ণাবতারের অভিপ্রায় কি? তিনি কি বিশেষ কার্য্য ভার (Mission) লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? আমরা যদি তৎপূর্ব্বকালের কঠোর যোগ তপস্যার ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব বৈদিক সময়ে এবং তাহার পরেও কিছু কাল পর্য্যন্ত প্রেমের ধর্ম্ম ছিল না। নীরস সমাধি ও সর্ব্বত্যাগ বৈরাগ্যের ধর্ম্ম ছিল। স্ত্রী জাতির প্রতি উচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই। যদিও মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণা দুই একটী নারীর কথা উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইহা প্রমাণ হইতেছে না যে স্ত্রী জাতির প্রতি তখন সাধারণ ভাবে পবিত্র ভাব ছিল। ধর্ম্মের যে অঙ্গ পরিপূর্ণ করিবার ভার স্ত্রী প্রকৃতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে সে অঙ্গ তৎকালে অপূর্ণ ছিল। যোগী তপস্বিগণ স্ত্রীদিগকে প্রলোভন মনে করিয়া চিরকাল প্রত্যাখান করিয়াই আসিয়াছিল। কৃষ্ণের দ্বারা [illegible] শুষ্ক বৈরাগ্যের নীরস ভাব বহু পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছে। তিনি স্ত্রীপ্রকৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া কঠোর বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে প্রেম স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেম প্রচার করা তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য ভার ছিল। যাহাদিগকে যোগীরা অপবিত্র প্রলোভন এবং ধর্ম্মপথের কণ্টক মনে করিয়া দূরে পরিত্যাগ করিতেন, কৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া পবিত্র প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তবে কি ইহাঁর বীরত্ব যোগী তপস্বীদিগের বীরত্ব অপেক্ষা অধিক নহে? চৈতন্য দেব স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে প্রেমভক্তি প্রচার করেন, শ্রীকৃষ্ণ নারীজাতিকে ভালবাসিয়া তাহাদিগকে নিকটে রাখিয়া জগতে প্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি এমন ভালবাসিতেন যে ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার প্রেমে এক কালে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা অবলা অশিক্ষিতা কেহ বা মন্দও ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের প্রীতিব্যবহারে তাহারা উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছিল, বংশীরব শুনিলে আর গৃহে থাকিতে পারিত না। বিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রেমের যে কি প্রবল আকর্ষণ তাহা আমরা জানি না বলিয়া স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পবিত্র প্রেম দেখিতে পাই না, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা যাহা তাহা শারীরিক নহে, মানসিক। সংশয় হইতে পারে কৃষ্ণ কিরূপে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখিলেন? তিনি নিজে অকামী ছিলেন। অনেক সাধক আপনাকে প্রকৃতিভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত সাধন করিয়া থাকেন। মনে করা যাইতে পারে তিনি প্রকৃতিকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য স্বীয় পুরুষ ভাবকে প্রকৃতিভাবে পরিণত করিয়াছিলেন। কেহ যদি আপনাকে এরূপ ভাবাপন্ন করিতে পারেন তবে আর তাহার পক্ষে প্রলোভন কি রহিল? এক জন হিন্দুসাধক, যিনি স্ত্রীবেশ গ্রহণপূর্ব্বক সখীভাবে প্রথম রিপুটীকে সর্ব্বথা উচ্ছেদ করিয়াছেন, তিনি বলেন কৃষ্ণ যে প্রকৃতিভাবাপন্ন ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তিতে কৃষ্ণের মুখশ্রী পুরুষের ন্যায় নহে, নাসিকায় নলক দোদুল্যমান, ঠিক স্ত্রীমুখের মত মুখ। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে এই জন্যই প্রেমের অবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবে যুগলরূপ দর্শন করত বিগলিত চিত্ত হন, দৈহিক অপবিত্র ভাব তাঁহাদের মনে আসে না। মহাত্মা চৈতন্য এই ভাবেই কৃষ্ণকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ লিখিত গ্রন্থে ঐরূপই লিখিত আছে। বস্তুতঃ গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের যে বিশুদ্ধ ব্যবহার তাহা এ দেশীয়দিগের চক্ষে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ইউরোপবাসীরা মনে করিলে উহার মধ্যে নির্দ্দোষ প্রেম অনুভব করিতে পারেন। ইউরোপীয় সভ্য পুরুষগণ যদি স্ত্রী জাতির সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাবে সখ্য ব্যবহার করিতে পারেন, তবে কৃষ্ণ কেন না পারিবেন*? এই ভাবে দেখিলে বাস্তবিক তাঁহাকে অতিশয় উন্নত চিত্ত মহাপুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। আমাদের কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, রাসলীলা ইংরাজদের বলের অর্থাৎ নাচের মত হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ আধুনিক গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণই কৃষ্ণের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা ব্রজলীলার মধ্যে পবিত্র ভাব না দেখিয়া অপবিত্র ভাব স্বীকার করিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছেন।

আমরা কৃষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিলাম প্রাচীন কালের লেখায় তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না সকলেই জানিতে উৎসুক হইতে পারেন। আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধে একটী ভাব সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ণিত আছে এবং এই ভাবসম্বন্ধে তাঁহার প্রতি সকলের প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ন্যায় বিশুদ্ধচরিত্র লোক কর্ত্তৃক সর্ব্বদা তিনি সমাদৃত হইতেন। কৃষ্ণ যখনই উপদেশ করিতেন তখনই নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ভোগে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার জীবন যে এই উপদেশের অনুরূপ ছিল, সকলেরই তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। গোপালতাপনীতে লিখিত আছে, ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণের পর এই সকল ভক্ষ্য বস্তু কাহাকে অর্পণ করা যাইবে?"

* পূর্ণযৌবন বৃহস্পতি পুত্র কচ এবং শুক্র কন্যা দেবযানী দীর্ঘকাল যাবৎ নির্জ্জনে নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং দেবযানীর কচের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল অথচ ব্রহ্মচর্য্যান্তে কচ তাঁহাকে পূজনীয়া মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতেই বুঝা যায় সেকালে বিশুদ্ধ প্রণয় ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ হইতে আর্য্যগণ হীন ছিলেন না।

তিনি বলিলেন "দুর্ব্বাসাকে"। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া কি প্রকারে যাইব?" তিনি উত্তর করিলেন "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এই কথা বলিলেই যমুনা তোমাদিগকে পথ দিবেন।" প্রধানা গোপিনী গান্ধর্ব্বী দুর্ব্বাসাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হইলেন কিরূপে?" তাহাতে তিনি সযুক্তি কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "যো হি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।" যো হি বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি।" যে ব্যক্তি সকাম হইয়া কামনার বিষয় সকল ভোগ করে সে কামী, আর যে ব্যক্তি অকাম হইয়া কামনার বিষয় সকল উপভোগ করে সে অকামী।" তন্ত্রে গোপীগণসম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং" গোপীগণের বিশুদ্ধ প্রেমই কাম বলিয়া লোক খ্যাত হইয়াছে। গোপালতাপনীর বিবৃতিকার এই কারণেই "সকামাঃ শর্ব্বরীমুষিত্বা" ইহার অর্থ "প্রেম্না সহ বর্ত্তমানাঃ" করিয়াছেন।

ফলতঃ যে রাসক্রীড়ার জন্য কৃষ্ণের নাম সাধারণের নিকট ঘৃণাস্পদ হইয়া রহিয়াছে, ঐ রাসক্রীড়ার উদ্দেশ্য কামবিজয়, ইহা ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

> "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
> স সত্যসঙ্কল্পোঽনুরতাবলাগণঃ।
> সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
> সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥"
>
> ভা, ১০স্ক, ৩৩অ, ২৩ শ্লো।

এখানে "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" এই বিশেষণ দ্বারা রাসে যে কামগন্ধ ছিল না, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণের সত্যসঙ্কল্পত্ব এবং ব্রজাঙ্গনাগণের অনুরাগ এইরূপ কামগন্ধশূন্য হইবার কারণ ইহাও অপর দুই বিশেষণ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে। কৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্মচারী কেন বলিয়াছিলেন, তাহা এখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। রাসপঞ্চাধ্যায়ের উপসংহারে গ্রন্থকার কৃষ্ণের কাম বিজয়ের দৃষ্টান্ত রাসক্রীড়া শ্রবণ বর্ণনে আশু হৃদয়ের প্রবল রোগ কাম পরিত্যক্ত হয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

> "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
> শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
> ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
> হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"
>
> ভা, ১০স্ক, ৩৩ অ, ৩৯ শ্লো।

কৃষ্ণের এই অসাধারণ তেজস্বিতা ও সাহসিকতার কর্ম্ম তাঁহাতেই সম্ভব ছিল, অন্যে ইহার অনুকরণ করিতে গেলে আত্মবিনাশ উপস্থিত হইবে, ভাগবতে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার জীবনের যাহা লক্ষ্য, তাহা তাহার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। এক জন আর এক জনের লক্ষ্য লইলে তাহাতে গরলই উৎপন্ন হইবে। এক ব্যক্তি যত কেন বড় হউন না অপরের লক্ষ্য তাঁহার পক্ষে অসাধ্য এবং অসম্ভব। মহাত্মা চৈতন্য কৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রেম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ না করিয়া স্ত্রীসম্পর্কবর্জ্জিত সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিলেন। এই স্থলে জন যাহা ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ খাটে "আমি তাঁহার চরণের বাধা স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহি।" কোন কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায় অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইয়া অহঙ্কার বশতঃ কৃষ্ণের কার্য্য আপনারা করিতে গিয়া দুরপনের পাপকলঙ্করাশিতে নিমগ্ন হইয়াছে।

কৃষ্ণ যখন ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন মহিষীগণসম্বন্ধেও তাঁহার এই ভাব বর্ণিত হইয়াছে। "মন্যতে তময়ং লোকোহ্যসক্তমপি সঙ্গিনং।" "তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাং স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ।" তিনি আপনি যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাও এই কথার অনুরূপ।

> "আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
> সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
> তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে।
> স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"
>
> গীতা ২ অ, ৭০ শ্লো।

নানা দিগ হইতে নদ নদী সকল আসিয়া সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে, অথচ সমুদ্র অনতিক্রান্তমর্য্যাদ হইয়া অবস্থিত করিতেছে। তেমনি যাঁহাতে কামনার বিষয়সকল আসিয়া উপস্থিত হয়, অথচ তাহাতে তাঁহার কোন আন্তরিক বিক্রিয়া জন্মাইতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন, ভোগকামনাশীল কখন শান্তিলাভ করিতে পারে না।

তিনি যে বিষয়সম্বন্ধে নিতান্ত নির্লিপ্ত ছিলেন শেষ জীবনও তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। নিজের সন্তানসন্ততিগণ সম্মুখে গৃহবিচ্ছেদে হত হইল, নিজ মহিষীগণ তখন তিনি ভিন্ন অনন্যোপায়, তিনি পরিত্যাগ করিলেই অসভ্যগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে অপহরণ করিবে, এ সকল জানিয়াও তিনি অনায়াসে দ্বারকার অতুল সম্পত্তি এবং মহিষীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করত প্রাণত্যাগে উদ্যুক্ত হইলেন। ভাগবতে লিখিত আছে তিনি "আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা" শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মৌসল পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে;

> "মেনে ততঃ সংক্রমণস্য কালং
> ততশ্চকারেন্দ্রিয়সংনিরোধং।
> তথা চ লোকত্রয়পালনার্থ
> মাত্রেয়বাক্যপ্রতিপালনায়॥
> দেবোঽপি সন্দেহবিমোক্ষতো
> নির্ণীতমৈচ্ছৎ সকলার্থতত্ত্ববিৎ।

স সংনিরুদ্ধেন্দ্রিয়বাঙ্‌মনাস্তু
শিশ্যে মহাযোগমুপেত্য কৃষ্ণঃ ॥
জরাহথ তং দেশমুপাজগাম
লুব্ধস্তদানীং মৃগসংলিপ্সুরুগ্রঃ।
স কেশবং যোগযুক্তং শয়ানং
মৃগাশঙ্কী লুব্ধকঃ শায়কেন।
জরাহবিধ্যৎ পাদতলে——— "

* * * *

"ততো রাজন্ ভগবানুগ্রতেজা
নারায়ণঃ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ।
যোগাচার্য্যো রোদসী প্রাপ্য লক্ষ্ম্যা
স্থানংপ্রাপ স্বংমহাত্মাপ্রমেয়ং ॥"

মৌসলপর্ব্বণি ৪ অ, ১২৪-৩০ শ্লো।

এখানে আমরা দেখিতেছি, যোগাবস্থায় তিনি ব্যাধ কর্ত্তৃক আহত হন, এবং যোগেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে সে সময়ে যোগ শিক্ষা দিয়া খ্যাত ছিলেন "যোগাচার্য্য" বলিয়া তাঁহার আখ্যা প্রদান করাতেই তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। তাঁহার মৃত দেহ সম্বন্ধে কোন অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয় নাই, কারণ কিছু দূর পরেই লিখিত হইয়াছে;

"ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥"

৭ অ, ২০১ শ্লো।

চৈতন্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ যে ব্রজের সমুদায় ব্যাপার আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অধিক প্রমাণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃতের রামানন্দ পরিচ্ছেদ পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্রজভাবের বিষয় লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ী করা হইয়াছে। তাহাতেও "মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী" ইত্যাদি শ্লোক গুলির ব্যাখ্যাতে সমুদায় বাপার আধ্যাত্মিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা সে সকল প্রমাণ এ স্থলে তুলিয়া প্রস্তাব আর দীর্ঘ করিতে চাই না করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজনও নাই। আমরা আরম্ভেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, যদি এ প্রস্তাব দ্বারা সকলের এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি একটু সুবিচার হইবার পন্থা পরিষ্কৃত হয়, তবেই আমরা আমাদিগকে কৃতকার্য্য মনে করিব।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

২১১ পৃষ্ঠার পর।

আবুতালেবের মৃত্যুর পর কোরেশগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইল। যত প্রকার উৎপীড়ন হইতে পারে হজরত মহম্মদের প্রতি তাহার প্রয়োগ করিতে তাহারা ত্রুটি করিল না। পরিণামে এই হইল যে তিনি আর মক্কায় থাকিতে পারিলেন না। অত্যাচার অসহমান হইয়া তায়েকে চলিয়া গেলেন। সেখানেও গুরুতর উৎপীড়ন হইল। তথা হইতে পুনর্ব্বার মক্কায় আসিলেন। দশ দশ বৎসর কাল তিনি মক্কাতে থাকিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, পরে অনন্যোপায় হইয়া মদিনায় চলিয়া যান। সে স্থানেও ইহুদিগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্ত ধূর্ত্ত লোকেরা গোপনে কুচক্রান্ত ও প্রবঞ্চনার জাল বিস্তার করে। বহু দেবোপাসক কোরেসগণ সংগ্রাম ও শোণিত পাতের জন্য মুশলমানদিগের প্রতি প্রধাবিত হয়। কোরশদিগের সঙ্গে মুশলমানগণের এই প্রথম যুদ্ধ। এই সংগ্রামে হজরত মহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। বদর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। শত্রু পক্ষে নয় শত পঞ্চাশ জন যোদ্ধা, এক শত অশ্ব, সাত উষ্ট্র ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মুশলমান সৈন্য তিন শত পঞ্চাশ জন ছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই অস্ত্র ছিল না। যুদ্ধ সম্বলের মধ্যে সত্তরটী উষ্ট্র, দুইটী ঘোটক, ছয় বর্ম্ম, আট খানা তরবার ছিল। সৈন্য সকল শ্রেণী বদ্ধ হইলে শত্রু দল হইতে হজরত মহম্মদের জ্ঞাতি, আত্‌বার পুত্র, অলিদ এই তিন জন সর্ব্বাগ্রে সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধের জন্য মহম্মদীয় সেনাদিগকে আহ্বান করে। হজরত মহম্মদের পক্ষ হইতে ভিন্ন বংশীয় তিন জন বীরপুরুষ সমর ভূমিতে উপনীত হয়েন, আত্‌বা প্রভৃতি তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া বলিল, তোমাদিগকে চাহি না, আমরা মহম্মদের আত্মীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। ইহা বলিয়াই তাহাদের এক জন উচ্চ নাদে কহিল হে মহম্মদ! আমাদের জ্ঞাতিদিগকে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ কর। তাহা শ্রবণ করিয়া হজরৎ মহম্মদ আবিদা, হামজা এবং আলিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন। আলিও হামজা সিরা ও অলিদকে বধ করেন। আবিদা আত্‌বা কর্ত্তৃক গুরুতর রূপে আহত হয়েন, তাহা দেখিয়া হামজা ও আলি যাইয়া আত্‌বাকে বিনাশ করেন। এই যুদ্ধে কোরেশগণ পরাস্ত হয়। বদর হইতে প্রত্যাগমন কালে পথে আহত আবিদা প্রাণত্যাগ করে। আবিদা পরিণত বয়স্ক ছিলেন। হজরত মহম্মদ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ আহদ নামক স্থানে হয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগের জয় দেখিয়া কোরেশগণের বিদ্বেষানল প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিবার জন্য তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে। তাহাদের মধ্যে সাতশত কবচধারী পুরুষছিল, দুই শত অশ্ব, তিন সহস্র উষ্ট্র সঙ্গে ছিল। তাহারা মদিনাতে আসিয়া আহদ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করে। হজরত মহম্মদ সাত শত লোকের সঙ্গে তাঁহাদের সম্মুখীন হয়েন। আহদ গিরি পশ্চাৎ ভাগে মদিনা সম্মুখে এবং আয়নিন পর্ব্বত বাম দিকে রাখিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। আয়নিন পর্ব্বতেবিপদ সঙ্কু

এক গিরি সঙ্কট ছিল। শত্রুগণ সেই গিরিসঙ্কটদিয়া আসিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিত। হজরত মহম্মদ সেই পার্ব্বত্য পথ রক্ষার জন্য আবদুল্লা জবির নামক ব্যক্তিকে পঞ্চাশ জন ধনুর্দ্ধারী পুরুষের সঙ্গে তথায় নিযুক্ত করেন। সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইলে বিপক্ষ দল হইতে প্রথমতঃ তল্হা নামক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া যুদ্ধের জন্য মহম্মদীয় সেনা আহ্বান করে। তখন আলি উপস্থিত হইয়া করবাণের আঘাতে তাহাকে নিহত করেন। তলহার ভ্রাতা সমর ক্ষেত্রে আসিয়া হামজার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে। এই রূপে কোরেশ দলের প্রধান দুই জন সেনা নিহত হইলে মুসলমান-গণ প্রবল পরাক্রমে তাহাদিগকে সেনা নিবেশ হইতে দূর করিয়া দেয় ও তাহাদের শিবির লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। তখন গিরিসঙ্কটের রক্ষকগণ, কোরেশদিগের পলায়ন ও তাহা-দের ধন সামগ্রী বিলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে চলিয়া আসে। এবেন জবির অল্প সংখ্যক সেনা সঙ্গে তথায় থাকেন। কোরেশগণ গিরিসঙ্কট শূন্য দেখিয়া তদভিমুখে আক্রমণ করে। এবেন জবির বন্ধুগণের সহিত তাহাদের হস্তে নিহত হয়েন। তৎ-পর তাহারা মহম্মদীয় সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্র ভঙ্গ করিয়া দেয়। যে সকল কোরেশ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল, এই সময়ে তাহারাও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করে। তখন মহম্মদীয় সৈন্যের ত্রিবিধ অবস্থা হইয়াছিল। কতক পরাজিত হইয়া মদিনাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, কতক হজরত মহম্মদের নিকটে ছিল, কতক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৫ই আষাঢ় ১৭৯৩ শক।

এক দিকে মহান্ পরমেশ্বর অসীম আকাশকে অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার স্বরূপ যেমন অনন্ত; দেশ এবং কালেও তিনি অনন্ত। তাঁহার সকলই অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, প্রেম অনন্ত, পবিত্রতা অনন্ত। ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি তাঁহাকে বুদ্ধি মনের দ্বারা আয়ত্ত করে? মনুষ্য তাঁহাকে আপনার জ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিল, ঈশ্বর বুদ্ধি মনের অতীত হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মসাধক বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার মহান্ সত্তা অধিকার করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর তাহার সকল চেষ্টা অতিক্রম করিয়া অসীম ভাবে বুদ্ধি মনের অগম্য হইয়া রহিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন তিনি অনন্ত, আমাদের বুদ্ধি মনের অগম্য, আর এক দিকে তাঁহার নাম সামান্য। যে তুমাকে ধারণ করিতে পারিল না তাহার নিরাশার কারণ নাই। অসীম আকাশ ভাবিতে গেলে কুল কিনারা কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু সামান্য নাম সকলেই ধারণ করিতে পারে। সূর্য্য সমস্ত আকাশে কিরণ বিস্তৃত করিতেছে; ঐ কিরণ শত যোজন স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সামান্য কাচের দ্বারা তাহা আমরা একটী ক্ষুদ্র স্থানে একত্রিত দেখিতে পাই। সেইরূপ ঈশ্বর অসীম ভাবে অনন্ত স্থানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; কিন্তু আমরা কএকটী ক্ষুদ্র নামের দ্বারা তাঁহাকে চিন্তা করি, তাঁহাকে দর্শন করি এবং তাঁহার আনন্দ সম্ভোগ করি।

এক দিকে পিতা মহান্ আর এক দিকে তাঁহার ক্ষুদ্র নাম। ঈশ্বর এক দিকে জ্ঞানের সাগর, দয়ার সাগর; কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া পাছে ভক্তেরা ভয় পায় এই জন্য এক একটী নামের মধ্যে তিনি সাধকের নিকট এক একটী সরোবর প্রকাশিত করেন। ভক্ত তাঁহার অনন্ত সাগর রূপ প্রেম ধারণ করিতে পারেন না; কিন্তু একটী শব্দের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম সরোবর দেখিতে পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। এক দিকে তাঁহার প্রেম-সাগর অসীম, আর এক দিকে তাঁহার নামরূপ ক্ষুদ্র সরোবর। ভক্ত সেই সরোবরের তীরে যাইয়া আপনার পাপ প্রক্ষা-লন করিয়া অন্তর নির্ম্মল করিয়া লন। নামের শক্তি কত, ভক্তেরা জানেন। পিতা দয়া করিয়া আমাদিগকে নামামৃত দিয়াছেন। যাঁহারা এই নামের মধ্যে পিতার প্রেম সরোবর দেখেন নাই, তাঁহারা ইহাকে সামান্য শব্দ বলিয়া, বর্ণমালা বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন। বাহিরের সামান্য কএকটী অক্ষরকে কে ধর্ম্মরাজ্যের সোপান বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? ব্রাহ্মেরা পারেন। পৃথিবীর পিতা মাতার নাম শুনিলে যদি কর্ণ জুড়ায়, ঈশ্বর যিনি সকল প্রকার আদরের বস্তু, তাঁহার নাম কি আমাদের নিকট মিষ্ট হইবে না? ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন আনন্দ হইবে তেমনি তাঁহার নামেও আনন্দ হইবে। সেই নাম তাঁহার ভাব উদ্বোধন করিয়া দেয়। নামের প্রতি যদি ভক্তি হইত আজ ব্রাহ্মদের এই দুর্দ্দশা থাকিত না। নাম ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার। এই নাম আপাততঃ দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধু প্রকা-শিত হইবে। এই নাম সাধন করিয়া তোমাদের জীবনকে পবিত্র কর। ক্রমে ক্রমে দেখিবে ইহার মধ্যে ঈশ্বরের সমুদয় স্বরূপ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার মধ্যে অল্প হইতে অধিক এবং ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য দেখিবে। নাম সাধনের প্রয়োজন কি? এই জন্য যে ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সমস্ত ভাব একেবারে ধারণ করিতে পারেন না! সুতরাং নির্জ্জনে তিনি "ব্রহ্ম ব্রহ্ম, দয়াময় দয়াময়, পিতা পিতা," বলিয়া উচ্চারণ করেন এবং যতই দয়াময় নাম শ্রবণ করিয়া

হৃদয় পুলকিত হয় ততই অধিক পরিমাণে তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয়! এইরূপে নামরূপ সামান্য উপকরণ লইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করেন, অবশেষে ব্রহ্মরূপ প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন।

এই সংসার অরণ্য মধ্যে কোন্ দিন কোন্ বিপদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে কিছুই জানি না। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কেমন চমৎকার কৌশল! তিনি কেমন এক একটী সামান্য উপায়ে আমাদিগকে মহা বিপদ সকল হইতে উদ্ধার করিতেছেন। কতবার দেখিলাম তাঁহার কৌশলে, এক একটী সামান্য ক্ষুদ্র ঔষধ কেমন আশ্চর্য্যরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত বহুকালের প্রকাণ্ড রোগ সকল বিনাশ করিল। সেই অনুমাত্র ঔষধ দ্বারা সমস্ত শরীর পরিবর্ত্তিত এবং সংশোধিত হইল। আত্মাও সেইরূপ যখন দুর্ব্বল হইয়াতেজোবিহীন এবং অচেতন হইয়া যায়, সেই ভয়ানক রোগগ্রস্ত সঙ্কট রোগাক্রান্ত পাপীকে একবার ব্রহ্মমন্দিরে আনিয়া কেবল তাঁহার নিকট দয়াময় দয়াময় নাম বল। আত্মার গভীর স্থানে যদি একবার এই নাম স্থান পায়, দেখিতে দেখিতে সেই পাষাণের ন্যায় যে চক্ষু তাহা ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাৎ করিবে, সেই পাষাণের ন্যায় যে হৃদয় ঐ নামে নিশ্চয়ই বিগলিত হইবে। কিসের এত মহিমা, কেবল এই চার অক্ষর দয়াময় নামের এত ক্ষমতা। পাপী নামামৃত পান করিল, নামামৃত ভক্তিরসে পরিণত হইল, ভক্তিরস শান্তিরসে পরিণত হইল, শান্তিরস পুণ্যস্রোতে তাহার হৃদয় প্লাবিত করিল। দয়াময় নাম অতি সামান্য, কিন্তু সাধন কর, ইহার মধ্যে সমস্ত ব্যাধি, এবং সমুদয় পাপ বিকারের ভেষজ দেখিতে পাইবে। যেখানে বাহ্যিক সাধনের উপায় নাই, যদি সেখানে কোন আন্তরিক পাপ বিকার আসিয়া হৃদয়কে অবসন্ন করে, তখন কাহার সাধ্য আমাদিগকে রক্ষা করে? তখন নাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই! যতক্ষণ ব্রহ্মনাম সম্বল রহিয়াছে ততক্ষণ আমাদের কোন ভয় নাই। যদি এই নাম কবচে সজ্জিত থাক এবং এই নাম ধনে ধনী হই তবে কোন্ রিপুর সাধ্য যে আমাদিগকে আক্রমণ করে? রোগের সময় এই নাম আমাদের ঔষধ। যখন আত্মা অবসন্ন হইয়া মৃতপ্রায় হয় তখন এই নামামৃত পান করিয়া নবজীবন লাভ করি। এই নামের সুমিষ্টরস পান করিলে অন্তরের সকল প্রকার বিষাদ দূর হয়। এই নাম রূপ জ্যোৎস্না চারিদিকের অন্ধকার তিরোহিত করে। অনেক আড়ম্বর সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না, ধর্ম্মের প্রকাণ্ড সাধন সকল সর্ব্বদা আয়ত্ত করিয়া রাখা যায় না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র নাম সকল অবস্থাতেই জপ করিতে পারি। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন। নাম ধরিয়া ভাবিবা মাত্র তিনি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা যেন সংসারী ভাবে কখনও ব্রহ্মনাম গ্রহণ করি না। তিনি যেমন গম্ভীর, তাঁহার নামও গম্ভীর। শুষ্ক ভাবে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে। যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছি, তিনি সম্মুখে বিদ্যমান ইহা অনুভব করিতে হইবে। নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে যেন অকারণে তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ না করি। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে পরমাত্মার পবিত্র নাম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার প্রেম, এবং তাঁহার পবিত্রতা হৃদয়কে অধিকার করিবে। নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত ভক্তবৃন্দ ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমরা ব্রহ্মনাম রূপ অমূল্য ধন পাইয়াছি। এই নামের মধ্যে আমাদের স্বর্গ, ইহার মধ্যে আমাদের সর্ব্বস্ব। যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইত্যাদি উচ্চারণ করিব তখন যেন হৃদয় এই সকল নামের অনুরূপ গম্ভীর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভক্তিতে আর্দ্র হয়। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার নাম করিতে করিতে সকল ইন্দ্রিয় দমন, সকল প্রকার পাপ বিকার বিনাশ করিতে পারি এবং জীবনের বহুকালের সঞ্চিত দুঃখ জ্বালা নিবৃত্তি করিতে পারি।

হে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর! তুমি যে আমাদিগকে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে অধিকার দিয়াছ সে অধিকার যে কত উচ্চ তাহা সংসার আসক্ত হইয়া দেখিলাম না। জগদীশ! তোমাকে দয়াময়, পিতা, পরিত্রাতা বলিয়া ভাবি এ সকল শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া দাও। পিতা! যদি তোমার নামের যথার্থ অর্থ জানিতাম, তাহা হইলে সুদীর্ঘ উপাসনা করিতে হইত না। তুমি যে নামের মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছ। ঐ নাম আমাদের সুখ, পরিত্রাণ, আমাদের সকলই। কিন্তু জগদীশ! অনেক বার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি তবে কেন তোমার নামের সুধা পান করিতে পারি না। যে দিন ব্রাহ্ম করিয়াছ, সে দিন হইতে কতবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছি ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইচ্ছা হইলেই পিতা, তোমাকে 'দয়াময়' বলিতে পারি, 'তোমার মুখ সুন্দর' বলিতে পারি; কিন্তু পিতা, দেখ মন তোমাকে ভালরূপে স্বীকার করিতে চায় না! তাই তোমার প্রসন্ন ভাব দেখিতে পাই না। বুঝিয়াছি পিতা, বলিতে হইবে না, যদি ভাবের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারিতাম, তবে আর দুঃখ থাকিত না। দেখ জগদীশ! তোমার ব্রাহ্মসন্তান প্রতিদিন তোমাকে কত নাম ধরিয়া ডাকেন, দয়াময়, প্রেমসিন্ধু, দীনবন্ধু, পতিতপাবন, ইত্যাদি কত প্রকার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকেন; কিন্তু দেখ পিতা, তাঁহারাই এই বলিয়া রোদন করেন কৈ পিতাকে ডাকিলাম, তিনিত উত্তর দিলেন না। তাঁহার সঙ্গে তো দেখা হইল না। পিতা, এই রোগের ঔষধ বলিয়া দাও, তোমার নামে যেন কলঙ্ক না হয়। তোমার সন্তানেরা শূন্য আকাশের পূজা করিয়া যেন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ না করেন। পিতা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই নাম ভক্তির সহিত লইতে পারি। আর বৃথা তোমার নাম করিতে চাই না। যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, তখনি বলিবে "দেখ আমি আসিয়াছি" পিতা, আমাদিগকে এই অবস্থা আনিয়া দাও। পিতা, তোমার কাছে আর কি ভিক্ষা চাহিব, পুত্র কন্যাকে বলিয়া দাও কি সজনে কি নির্জ্জনে যখন তোমার নাম ধরিয়া ডাকিবেন তখনি নাম যে সুমিষ্ট তাহা যেন বুঝিতে পারেন। নাথ! আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

সংবাদ।

গাজিপুর নগরের প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর গঙ্গা তীরে ১২।১৩ বৎসর যাবৎ এক যোগী বাস করিতেছেন। তিনি অন্ধকারময় গম্ভীর গর্ত্তে দিবা রজনী প্রাণায়াম যোগে নিমগ্ন থাকেন। পনর বিশ দিন কি এক মাসান্তর গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া দর্শন দেন, কিছুই আহার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে এই রূপ অনেক অলৌকিক কথা শ্রবণ করিয়া আমা-

দের আচার্য্য মহাশয় দর্শন কৌতূহলী হন। গত ১৮ই আশ্বিন বাবাজি গর্ত্তের বাহিরে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। যোগীর বয়ঃক্রম চল্লিশের অধিক হইবে না। তিনি সুপুরুষ, গৌর কান্তি, অতি প্রশান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি; কিন্তু একটী চক্ষু হীন। তাঁহার শ্মশ্রু বিমণ্ডিত মুখ মণ্ডল বিনয় ও হাস্যশ্রীতে উজ্জ্বল। তিনি যাহাকে তাহাকে দেখিলেই অগ্রে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন। ধর্ম্মের কথা তাঁহার নিকটে অধিক শুনিতে পাওয়া যায় না, তিনিও কাহার নিকটে কিছুই জানিতে চাহেন না। তিনি অতি-[illegible]তা প্রিয়। লোকটী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ভক্তি মার্গানুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন আচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রসঙ্গ করিলে বাবাজি স্বীয় ভাষা হিন্দিতে বলিলেন ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি কৃপা করিয়া তাহা শিক্ষা দিন। আচার্য্য মহাশয় বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন আমাকে করুণা করিয়া সেই দশা প্রদান করুন। ভক্তির কথা হইলে বলিলেন ভক্তি জ্ঞান কি জানি, আচার্য্য লোকেরা জানেন। তীর্থ পর্য্যটনের ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয় এই চাই। যোগী নির্ভরের বিষয়ে বলিলেন যে যত নির্ভর হয় তত তাতে নিমগ্ন হওয়া যায়। আচার্য্য মহাশয় আপনি কিছুই আহার করেন না বলাতে যোগী বলিলেন তিনি দিলে খাই না দিলে না খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। যোগী আচার্য্য মহাশয়কে স্বামিজি বলিয়া বার বার সম্বোধন করিয়াছিলেন। স্বামীজির চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত, পরিধানে কৌপিন। শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তাঁহার এই বেশ। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের কয়েকটী ধাতুময় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই মন্দিরের ভিতরেই গর্ত্তের দ্বার। শুনিলাম সুড়ঙ্গ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু গর্ত্ত কিরূপ কেহ দেখে নাই। গর্ত্তের মুখে কাষ্ঠ ফলক স্থাপিত আছে। তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দ্বারের পার্শ্বে উপবেশন করেন। অন্য সময়ে মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। মন্দিরে বড় বড় ইন্দুর ও সাপ বেড়াইতেছে অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতি দিন দুই প্রহর রাত্রির সময় বাহির হইয়া নাকি গঙ্গা স্নান করিয়া থাকেন। কখন কখন আরতি ও বিগ্রহকে বীজন করেন। লোকটী একেবারে পৌত্তলিকতা সংস্রব শূন্য নহে; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণই সার বাহির কিছুই নয়। যোগীর সংস্কৃত জানা আছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাহ সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল সেন ৫
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ (যোড়পুকুর) ৫
" " যদুনাথ রায় রামপুরহাট ১০
" " রাজ মোহন বসু ১
" " অক্ষয় কুমার রায় ১
" " মধুসূদন সেন ১
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা ১
" " কৃষ্ণদয়াল রায় ১
" " চন্দ্র নাথ মল্লিক ... ... ॥০
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ১
" " মাধবচন্দ্র সিংহ ... ... ॥০
" " মহেন্দ্র নাথ মল্লিক ... ... ॥০
" " [illegible] সেন ৮৶৫
" " কালীকুমার বসু (ময়মনসিংহ) ... ১৷৴১০
" " গোপাল চন্দ্র মল্লিক ২
" " হরিদাস শ্রীমানি ১
" " নিমাইচাঁদ সিল বস্ত্র ২ জোড়া ... ৩
শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু ২
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ৬
উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৫
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ৪
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ ১০
গয়া ব্রাহ্ম সমাজ ১৬
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ১৬৷০

পাথেয় হিসাব।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ৮
" " ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১
" " শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহ ২০
ভ্রাহ্মন ব্রাহ্মসমাজ ১৫
রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ ৩
কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ ৪
চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ (হাটখোলা) ... ২

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর দাস ১
" " কাশিচন্দ্র বসু চট্টগ্রাম ... ১
" " কাশীচন্দ্র গুপ্ত ঐ ১
" " অনন্তদেব বন্দোপাধ্যায় (রামপুরহাট) ২
" " নীলমণি ধর মেদিনীপুর ... ৫
" " কালীপ্রসন্ন দে মুঙ্গির ২
জনৈক বন্ধু ১৮০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর ২০
" " পণ্ডিত বসন্ত রাম মুলতান ৫
" " কালী নাথ বসু (বস্ত্র আনুমানিক মূল্য) ১২
" " যাদবচন্দ্র রায় বস্ত্র ও নগদ ... ... ৩"
" " লালমোহন সোম মেদিনীপুর ... ১
শ্রীমতী কাদম্বিনী গুপ্ত ১

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৭ নং কলেজ স্কোয়ার হাঃ গুলাম মিরর যন্ত্রে ১লা কার্ত্তিক শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে শান্তিদাতা বিপদের বন্ধু দয়াময় ঈশ্বর, দুঃখ বিপদে—রোগ শোকে—দারিদ্র্য কষ্টে পতিত হইয়া শান্তি লাভের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ কে কোথায় আছে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই; কিন্তু নিকটে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। যখন রোগ শয্যায় নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়া থাকি—ত্রিতাপ জ্বালায় অস্থির হই তখন কেবল স্নেহময়ী মাতার সুকোমল শীতল হস্ত মনে পড়ে। যখন বিদেশে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা অনিদ্রায় অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলে শয়ন করি তখন প্রিয়তম বন্ধু, প্রাণসম ভ্রাতা ভগিনীদিগের স্নেহ মমতা অকৃত্রিম ভালবাসার কথা স্মরণ হয়। কিন্তু পিতৃমাতৃ হীন অনাথ দীন জনের সে অভাব কি পূর্ণ হয়, মনের খেদ মনেতেই মিলাইয়া যায়। এখন হৃদয়ের সকল অভাব, সকল ইচ্ছার পূর্ণকারী এক মাত্র তুমি। আত্মীয় অন্তরঙ্গ অন্বেষণ করিতে যাই দেখি যে তুমি সম্মুখে। জননীর স্নেহের কথা মনে হইয়া প্রাণ আকুল হয়, অমনি তুমি মাতার বেশ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হও। যে দিকে চাই তোমারই মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ে। তবে আর আমি কেন বৃথা অন্য আত্মীয় অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম কেহ কোথাও নাই, সব যেন ধূ ধূ করিতেছে। তবে আমি এবার তোমারই চরণ পদ্ম ভাল করিয়া ধরি। হে প্রাণবল্লভ! অনাথ নাথ! একবার ভাল করিয়া তোমার কোল পানে আমাকে টানিয়া লও। এই দগ্ধ মস্তক ঐ শান্তিক্রোড়ে স্থাপন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিছু দিন নিদ্রা যাই। জননি, দুঃখের সময় জননী বলিয়া একবার তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলেও আমার হৃদয়ের ভার লঘু হয়। পাপে দুঃখে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, এখন এই দুর্ব্বল নিঃপীড়িত মস্তক তোমার শীতল ক্রোড়ে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। সকল দিক্ অন্ধকার হইয়াছে, তোমার প্রেমমুখের আলোক এখন বিস্তার কর। হে পরম শান্তির আলয়, নিরাপদের দুর্গ, একবার দয়া করিয়া তোমার ঐ শান্তিপ্রদ মধুময় ক্রোড় প্রসারিত কর, করিয়া পাপীর মস্তক গ্রহণ কর। এক দিন তোমার কোলে সুখে নিদ্রা যাইব এই আশায় হে নাথ, এত দিন সংসারের বিবিধ দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিয়া আসিতেছি। আরামের স্থান একমাত্র তোমার ঐ পবিত্র

পদছায়া। দয়াময়! তুমি আপনার দিকে টানিয়া না লইলে আর আমার অন্য গতি নাই। ঐ কৃপা হস্তে পাপীর দুঃখের অশ্রুজল চিরদিনের জন্য মোচন করিয়া দাও এই আমার প্রার্থনা।

বিশ্বাসের দৃঢ়তা সাধন।

বাহ্য প্রকৃতির কৌশল পূর্ণ বিচিত্র কারু কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়, আত্মতত্ত্বের গভীর ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া সকল অনুধাবন করিলে অন্তরে উল্লাস জন্মে, পুরাকালের ইতিহাস, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও সাধু জীবনের মনোহর আখ্যান শ্রবণে, প্রাত্যহিক উপাসনা সাধনে, সাধু সঙ্গে রসপূর্ণ ধর্ম্মকথা আলাপনে হৃদয়ের প্রীতি কলিকা এবং বিচিত্র ভাব কুসুম সকল বিকসিত হইয়া উঠে, কিন্তু এই সমস্ত তত্ত্বালোচনা এবং সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা কি দিন দিন তরল বিশ্বাস ঘনতর হয়? স্বভাবের নিয়মে বিশ্বাস ক্রমে ঘনীভূত হওয়া উচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা লক্ষিত হয় না। বরং অনেকের জীবনে এমন দেখা যায় যে, জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অধিক কিন্তু সে সকল অতি তরল বিশ্বাসের উপর অস্থির ভাবে সংস্থাপিত। যে পরিমাণে বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্ম জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতেছে সেই পরিমাণে কি বিশ্বাসের ভূমি দৃঢ়ীভূত হইতেছে, জীবন দেখিলে তাহা বোধ হয় না। যদি তাহা হইত, এত দিন আমরা কত ব্যক্তির জীবনে বিশ্বাসের পবিত্র অগ্নি দেখিতে পাইতাম। যাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরাগী ধর্ম্ম পিপাসু বলিয়া আমরা জানি তাঁহাদেরও বিশ্বাস ঘনতরলা, অর্থাৎ কখন ঘন, কখন তরল, অটল সুদৃঢ় বিশ্বাস অল্প লোকেই উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছেন।

দিবসে দিবসে, মাসে মাসে, বা বর্ষে বর্ষে আমরা সাধুসঙ্গ, ধর্ম্ম চর্চ্চা, গ্রন্থপাঠ, উপাসনা এবং উৎসবাদি করি তাহাতে আমাদিগের চিত্তের আনন্দ বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় সত্য, সময় বিশেষে কোন সাধুর সহবাস লাভ হইলে মন পবিত্র হয়, আশা উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে কি বিশ্বাস দৃঢ় হয়? না কেবল সাময়িক উপকার দর্শে? যদিও তদ্দ্বারা ক্ষণকাল সুখে থাকা যায়, কিন্তু বিশ্বাসের ভাণ্ডারে স্থায়ী ফল সঞ্চিত না হইলে সকলই বৃথা। বিশ্বাসই আনন্দের একমাত্র প্রস্রবণ, ধর্ম্মরাজ্যের বাহ্যাকর্ষণ মনকে কত দিন সুখী করিয়া রাখিতে পারে? ধর্ম্ম সাধনের মধ্যে এইটী লক্ষ্য থাকা উচিত যে আমার বিশ্বাস বাড়িতেছে কি না; নতুবা যদি সহস্র বার উপাসনা করি, চির দিন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করি, অথচ যদি চিরকালই মূল বিশ্বাসের ভূমি লইয়া পুনঃ পুনঃ তর্ক আলোচনা করিতে থাকি তাহা হইলে ধর্ম্মের ব্যাপার সকল স্বপ্নবৎ নিমেষের মধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। কারণ বিশ্বাসের মূল যদি দৃঢ় বদ্ধ না হয় তবে বাহিরের কার্য্য এবং জ্ঞান গরিমা কল্পনার খেলা বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে আর কতক্ষণ লাগে।

জীবনের সঙ্গে বিশ্বাসেরই কেবল চির এবং নিকট সম্বন্ধ আর যত কিছু দেখিতেছ সকল বাহিরের। জ্ঞান অনুষ্ঠান প্রভৃতি কেবল উপায় মাত্র, ইহাদের দ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয় না। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা কিছু করনা কেন, বিশ্বাস ঘনীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইতেছে কি না তাহার দিকে অগ্রে দৃষ্টি রাখিবে। এ জন্য বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার ঘটনা সকল পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর্ত্তব্য এবং করুণার প্রতি নির্ভর রাখিয়া আশাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। মূল বিশ্বাসকে বুদ্ধির অহঙ্কার দূষিত অপবিত্র হস্ত দ্বারা কদাপি আঘাত করিবে না, কিন্তু জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যে সকল মঙ্গল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছ তাহা দ্বারা উহাকে আরও প্রমাণী কৃত করিবে। বিশ্বাস করিলে সকলই পরি-

পূর্ণ, না করিলে চারি দিক্ কেবল শূন্য। অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ধর্ম্ম জগতের প্রত্যক্ষ ব্যাপার সকল কল্পনা বলিয়া অনুভূত হয়। বিশ্বাসেতে বিশ্বাস জন্মে, অবিশ্বাস পাপ ও অশান্তির প্রসূতি। সর্ব্ব প্রযত্নে বিশ্বাসকে অটল ঘনীভূত করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিতে হইবে। ক্রমে দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইবে, বাহ্য জগৎ অদৃশ্য হইয়া যাইবে, বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান শক্তি ম্লান এবং হীন প্রভ হইবে, কিন্তু গত জীবনের সমুদায় অভিজ্ঞতা, ধর্ম্ম সাধন, পুণ্য কর্ম্ম, ব্রত পালন বিশ্বাসকে সুপক্ক এবং সুদৃঢ় অটল করিয়া দিয়া যাইবে; সমুদায় চলিয়া যাউক ক্ষতি নাই, আমার সম্বন্ধে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হউক, কিন্তু বিশ্বাস আমার হৃদয়ের ভূষণ হইয়া উজ্জ্বল মণির ন্যায় চির দিন অবস্থিতি করুক। বিশ্বাস রূপ মহারত্ন উপার্জ্জনের জন্যই এই জীবন, এখানকার যাবতীয় কার্য্য আমার বিশ্বাসের পক্ষে সাহায্য দান করুক। তরল বিশ্বাসীরা আশু আমোদ প্রিয় অপরিমিত ব্যয়ী অদূরদর্শী ধনীর ন্যায় সহজে সম্বল বিহীন হইয়া পড়ে, তাহাদের পথ কদাপি অনুসরণীয় নহে। এখানে কৃপণ ধনীর জীবন অনুকরণীয়। সে আমোদ আহ্লাদে প্রমত্ত হইয়া মুল ধন কখন ব্যয় করে না, আমোদ বা সুখ তাহার লক্ষ্যও নহে; কিন্তু যাহাতে চিরকাল সুখ ও আনন্দের উৎপত্তি হয় তাহার দিকেই সে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে। আমাদিগকে কৃপণের ন্যায় সঞ্চয়ী ও সতর্ক হইয়া বিশ্বাসকে উপার্জ্জন করিতে হইবে।

সৎসঙ্গ।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মনুষ্যের মন তেমনি পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানবদেহ যেমন নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকে, মনুষ্যের মনও সেই রূপ অন্তরের ভাব নিঃসরণ ও সহবাসী মনের নিঃসারিত ভাব অন্তরস্থ করে। এই পারস্পরিক আকর্ষণ একত্রবাসের হেতু এবং এই পরস্পরের আন্তরিক ভাবের স্বাভাবিক বিনিময় সৎসঙ্গ লালসার হেতু; কেননা যখন স্বভাবত মনুষ্য পারস্পরিক আকর্ষণ দ্বারা একত্র বাসে বাধ হইল, এবং একের আন্তরিক ভাব অন্যকে অপরিজ্ঞাত রূপে গ্রহণ করিতে হইল, তখন স্বভাবত সত্যলোলুপ মনুষ্যের নিকট সতের সঙ্গই প্রার্থনীয়।

যাহা সৎ তাহাই জীবন্ত, যাহা অসৎ তাহা নির্জ্জীব, সত্যের শক্তি ও আকর্ষণ অসতের শক্তি ও আকর্ষণ অপেক্ষা দৃঢ় ও প্রবলতর। সৎ কেবল ঈশ্বর, পূর্ণ সত্ত্বা আর কিছুতেই নাই ও হইতে পারে না। সতের আশ্রয় লাভ, করিলে অসৎ আংশিক সদ্ভাব ধারণ করে; মানবাত্মা যত সতের আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন অসৎ হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। সত্যের দিকে যে মনুষ্যের আত্মার রতি ও মতি স্থির হয় সে ব্যক্তিকে সৎপদে ব্যাখ্যা করা যায়, এবং সেরূপ ব্যক্তির সহবাস লাভ করিবার জন্য স্বভাবত সাধারণ লোকের স্পৃহা জন্মে, আবার সেই সদাত্মার প্রবলতর আকর্ষণে নিকৃষ্টাত্মা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার সহবাস সম্ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন নীলবর্ণ পত্রের রস নীল, লোহিতবর্ণের লোহিত, পীতের পীত ও হরিতের হরিদ্বর্ণই হইয়া থাকে সেই রূপ সদাত্মার আন্তরিক ভাব সৎই হইয়া থাকে। মানব আত্মার স্বাভাবিক নিঃসারিণী শক্তির দ্বারা সদাত্মার আধ্যাত্মিক প্রভব নিঃসৃত হইয়া সহবাসী আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং সহবাসী আত্মা নিজ পরিগ্রহ শক্তির দ্বারা সেই প্রভাবকে সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা আপনাকে প্রতিভাত করে। এমন কি দাতা গৃহীতা উভয়ের অগোচরে ও স্বভাবের নিয়মে এই রূপ কার্য্য চলিয়া থাকে। হৃদয়ের ভাব, মনের চিন্তা, প্রবৃত্তির রুচি, ইচ্ছার বল, বিবেকের শক্তি ও আত্মার সৌন্দর্য্য এই সমুদায়ের প্রভাবই পরিগ্রহ শক্তির যোগ্যতানুসারে প্রতিভাত হয়, এবং নিয়ত পরিচালন দ্বারা পরিগ্রহ শক্তি ও ধারণাধার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই রূপে সাধারণ আত্মার পারস্পরিক

আকর্ষণে আবার পরস্পরের মধ্যেও সদ্ভাবের প্রভাব বিস্তারিত হইয়া থাকে।

সহস্র সাধনে, ব্রত পালনে যাহা না হয় এক সৎ-সঙ্গ দ্বারা তাহার সমধিক ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাভারতের বন পর্ব্বে লিখিত আছে "অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধু সমাগমঃ। প্রতিদিন সাধু সহবাসে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। "সতাং সকৃৎ সঙ্গতমী প্সিতঃ পরং। ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে॥ নচাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং। ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥ সাধুসঙ্গ বরং এক বারও প্রার্থনীয়, তাহাকেই পরম মিত্র বলিতে হইবে। সাধুদিগের সহিত সহবাস কখন বিফল হয় না, অতএব সর্ব্বদাই সাধুসমাগমে অবস্থিতি করিবে।" যদি জ্ঞানকে জাগ্রত ও সচেতন করিতে চাও, বিশ্বাসকে অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ করিতে চাও এবং ভক্তিকে স্বচ্ছ ও প্রশান্ত করিতে চাও, তবে সদাত্মার দিকে দৃষ্টি কর। যদি সদাত্মার প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করিতে চাও গর্ব্ব ত্যাগ কর, যদি সহজে না পার জীবনের একটা গুরুতর কার্য্য উদ্ধারের জন্য না হয় দুদশ দিন একটু হীনতা স্বীকার করিয়াই দেখ না, ফল কিরূপ হয়। উচ্চতম সাধু মহাপুরুষেরাও তো বিনয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে তো তাঁহাদের লোক সমাজে ঘৃণিত বা নীচ হইতে হয় নাই পরন্তু পৌরুষ ও গৌরবেরই বৃদ্ধি হইয়াছে।

যদি ঈশ্বরোপাসনায় মজিতে চাও দর্শনকে প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত উপলব্ধির বিষয় করিতে চাও, সত্তাসাগরে ডুবিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে চাও, সন্দেহ ও পাপকে এককালে অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে চাও, এবং আপনার অসার, অসৎ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মার অস্তিত্ব ও জীবন্ত ভাবকে প্রতিপন্ন করিতে চাও, সদা সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গরূপ তীর্থে অবগাহন করিতে অভ্যাস কর; শূন্য মধুকুম্ভকে জলে অবগাহিত করিলে যেমন দেখিতে দেখিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত ও জল পূর্ণ হইয়া যায়, ঘন তমসাচ্ছন্ন আকাশস্থিত কাচময় নরমূর্ত্তি মধ্যে দীপ স্থাপন করিলে তাঁহার অন্ধকারাবৃত শূন্য গর্ভ দেহ যেমন একটী অগ্নিময় তেজোপুঞ্জ মানবাকারে প্রকাশ পায়, সাধু সহবাসের প্রভাবে তোমার মলিন আত্মাও তেমনি জাগ্রত জ্ঞান, প্রশান্ত ভক্তি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাস লাভ করিয়া ভক্তের ন্যায় ঈশ্বরারাধনা ও ঈশ্বরের দর্শনের অধিকার পাইবে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই অবিরোধ সাধন ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া এ জীবনেই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

২২৬ পৃষ্ঠার পর।

আহদের যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া যখন হজ্‌রত মহম্মদকে একাকী রাখিয়া পলায়ন করিতেছিল হজ্‌রত ক্রুদ্ধ মনে সেই অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তখন আলিকে আপন পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন "আলি! এই কি, তুমি যে অন্যান্য পলায়িত বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হও নাই!" আলি বলিলেন "আর্য্য! নীত ব্যক্তি নেতাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে। এই রূপ কথা হইতেছিল ইতি মধ্যে অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের কতকগুলি সৈন্য উপস্থিত হইয়া হজ্‌রত্ মহম্মদকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন আলি তাহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি একাকী অনেককে নিহত করিয়া দলটী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তৎপর কোরেশদিগের আর এক দল উপস্থিত হইল। চারি ব্যক্তি মহাত্মা মহম্মদকে বধ করিবে বলিয়া অঙ্গীকারে বদ্ধ হইল। সেই চারি জনে এব্‌ন সহাব্, এব্‌ন কমিয়া এব্‌ন হোমিদ্ ও আত্‌বা বন্ আবিওকাস্। এই সময়ে কোরেশগণ জিত ও পরাক্রান্ত, মুসলমানগণ পরাজিত ও পলায়িত। হজ্‌রত মহম্মদ অল্প সংখ্যক সহচর সমভিব্যাহারে এক গ্রামেতে ছিলেন। এই সুযোগে এব্‌ন সহাব প্রভৃতি তাহার উপর প্রস্তর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবন কমিয়ার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে তাঁহার ললাট দেশ আহত হয়, শোণিত স্রোতে তদীয় শ্মশ্রু ও মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া যায়। এব্‌ন সহাব এক প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার বাহুকে আহত করে। এব্‌ন আবিওকাস্ এক প্রস্তর দ্বারা তাঁহার ওষ্ঠ বিদীর্ণ করে ও একটী দন্ত ভগ্ন করিয়া ফেলে। তিনি প্রস্তরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত কলেবর, এমত সময়ে এব্‌ন কমিয়া তাঁহার উপরে তরবারির আঘাত করে। ভাগ্য ক্রমে সেই আঘাত শরীরে না বসিতেই তিনি এক গর্ত্তে পড়িয়া যান। তাঁহার সেই সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল সেই দুরাত্মাদিগের নয়নের অন্তরাল হয়। তাঁহার বন্ধুদিগের চক্ষে দিবা অন্ধকার রজনী হইয়া যায়। এব্‌ন কমিয়া মনে করিল যে মহম্মদের জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে সে মহম্মদকে বধ করিয়াছি বলিয়া আপন বন্ধুগণকে সংবাদ দিল। অল্প সময়ের মধ্যে এই সংবাদ দেশময় ব্যাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মদিনাস্থ শত্রু মিত্র সমুদায় লোক এই সংবাদ জানিতে পাইল। বহু দেবোপাসকগণ মহা উৎসাহে জয় ধ্বনি করিয়া

মহম্মদীয় সেনাদিগের শিবির লুণ্ঠন করিতে ধাবমান হইল। এদিকে কিয়ৎ ক্ষণ পরেই হজরত মহম্মদ গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া গুহার অভিমুখে চলিয়া আসিলেন তখন কতিপয় বন্ধু আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হজরত মহম্মদের প্রিয়তম পিতৃব্য হামজা নিহত হয়েন। হামজার হত্যা বিবরণ এই।

জবির নামক আরব দেশের এক জন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ওহসি নামক এক বীর্য্যশালী কাফ্রি ক্রীতদাস ছিল। যখন কোরেশ সৈন্যদল মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করে তখন জবির ওহসিকে ডাকাইয়া বলে "দাস! তুমি জান আমার পিতৃব্য তাম্মাবন্‌আদিকে মুসলমানেরা কেমন যন্ত্রণা দান করিয়া বধ করিয়াছিল, তিনিই আমার একমাত্র পিতৃব্য ছিলেন, এক্ষণ মহম্মদের দুই পিতৃব্য বিদ্যমান, হাম্‌জা ও আব্বাস্। আব্বাস্ মক্কাতে, হাম্‌জা মদিনাতে আছে। যদি তুমি হাম্‌জাকে বধ করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিব। এবং প্রচুর ধন পুরস্কার দিব। ওহসি এই কার্য্য সাধনে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। হারস্‌বন আমরের কন্যাও ওহসিকে ডাকাইয়া বলে যে আমার পিতা বদরে হত হইয়াছেন। মহম্মদ বা আলি কিম্বা হাম্‌জা তাঁহাকে বধ করিয়া থাকিবে এই তিন জনের এক জনকেও হত্যা করিতে পারিলে আমি পুরস্কার দানে তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। ওহসি স্বীকৃত হইয়া কার্য্য সাধনের জন্য প্রস্থান করিল। সে হজরত মহম্মদকে আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বিফল হইল। আলির সম্বন্ধেও কৃতকার্য্য হইল না। পরিশেষে হাম্‌জার প্রতি মনোযোগী হইল। হামজা মহা পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া কোরেশ সেনাবৃন্দকে ছত্রভঙ্গ করিতেছিলেন। তিনি উভয় হস্তে সমানে অসি চালাইতেছিলেন কোরেশ দলের কাহারও সাহস ছিল না যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি নির্ভয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া শত্রু সংহার করিতেছিলেন। ওহসি এক গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইতি মধ্যে তিনি এক স্থানে পদব্রজে ধাবমান হইয়াছিলেন, বন্ধুর ভূমিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। ওহসি গুপ্ত স্থান হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালনা করে তদ্দ্বারা তাঁহার শরীর ভেদ হইয়া যায়। হামজা গাত্রোত্থান করিয়া কে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল অনুসন্ধান লইতে চাহিলেন, পদ চালনা করিতে পারিলেন না, অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলেন ও অবিলম্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ

দিব্যজ্ঞান এবং অসার পাণ্ডিত্য।

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি প্রখরবুদ্ধি, তত্ত্বরস-পিপাসু লোক জন্ম গ্রহণ করেন যাহাদের সমুদায় জ্ঞান শক্তি উৎসাহ অধ্যবসায় অনুরাগ আসক্তি ঘোর প্রহেলিকা রূপ এই বিশাল সৃষ্টি তত্ত্বের অন্তর্ভেদ করিবার জন্য সমর্পিত হয়। তাঁহাদের কৌতূহল প্রবৃত্তি ও জ্ঞান পিপাসা এমনই বলবতী, পৃথিবীর সুকৌশল সম্পন্ন গভীর জ্ঞান গর্ব্ব পদার্থ সমূহ তাঁহাদিগের মনকে এমন প্রবল বেগে আকর্ষণ করে যে, তাঁহারা অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতম স্থানে গিয়া শেষে আপনাকে হারাইয়া ফেলেন আর পথ দেখিতে পান না। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বিনয়ী সরল হৃদয় জ্ঞানী তাঁহারা এই স্থান হইতে মহাজ্ঞানী বিধাতা পুরুষকে নমস্কার পূর্ব্বক আপনাদের জ্ঞানাভিমান পরিহার করেন এবং সেই পরম দেবতাকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিয়া তাঁহার চরণে শান্তি লাভ করেন। কিন্তু বুদ্ধিকে যাঁহারা অভ্রান্তনেত্র বলিয়া জানেন, আপনার ক্ষমতার উপর যাঁহাদের অমোঘ বিশ্বাস তাঁহারা কোন এক অসার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সংশয় নিরাশার বিস্তীর্ণ সাগরে ঝম্প প্রদান করত অসার পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতে থাকেন। বরং যে সকল পণ্ডিতগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত জগদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের হৃদয় পরিতৃপ্ত হউক আর না হউক, তদ্দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার বহুবিধ সুচারু নিয়ম কৌশল ও মঙ্গল জনক অভিপ্রায় সাধারণ জনসমাজের নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চাদনুবর্ত্তীগণ যাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে আপনাদের স্বচক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব পাঠ করেন নাই, অথচ জ্ঞানের উৎস, সৃষ্টির মূলাধার ঈশ্বরের নিকটেও কখন যান নাই, কেবল লিখিত গ্রন্থরাশিকে কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং আবশ্যক মতে টিণ্ডেল্ হাক্সলি; কম্‌টি মিল ডারুইন, স্পেন্সর্ প্রভৃতি প্রতিভা সম্পন্ন বিখ্যাত নাম পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারেন তাঁহাদের দ্বারা যে পৃথিবীর কি উপকার হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মূল শাস্ত্রকার আবিষ্কর্ত্তাদিগের যে বিনয়, মহত্ত্ব, ঋণকারী পাঠক মহাশয়দিগের সে গুণ টুকুও নাই, প্রত্যুত গুরুর অপেক্ষা শিষ্যের জ্ঞান গরিমা অহঙ্কার আস্ফালন আরও অধিক দেখা যায়। সে যা হউক ফলতঃ যে সকল লোক অসীম সৃষ্টির অগাধ সাগরের তলস্পর্শ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে আপনাদের ক্ষুদ্র তরণী বাঁধিয়াছে তাহারা গুরু শিষ্য উভয়েই অকূলে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।

আর এক শ্রেণীর লোক যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করত দিব্য জ্ঞানালোক প্রচার করিয়া জগদ্বাসী অন্ধ মনুষ্য সন্তানদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সৃষ্টির সমুদায় পরিধি নিজ পথ করিয়া, যাবতীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তাহার পরে সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হন না। বাহ্য পদার্থদর্শী জ্ঞানীরা জগদ্গ্রন্থ পাঠ করেন, দিব্য জ্ঞান পথাবলম্বীরা ব্রহ্মপুস্তক পাঠ করেন। সমুদায় বিশ্বরাজ্য ভ্রমণ না করিয়া, জগতের সমুদায় ঐশ্বর্য্য এক

একটী কবিয়া গণনা না করিয়া অগ্রে কর্ত্তার সঙ্গে যাহাতে পরিচয় হয় শেষোক্ত ব্যক্তিরা তাহারই চেষ্টায় থাকেন। যদি কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং প্রণয় হয় তবে তাঁহার কোথায় কি সম্পত্তি আছে তাহা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলে হইতে পারে। ব্রহ্মপুস্তক অধ্যয়ন করিলে দিব্যজ্ঞান লব্ধ হয়, সেই জ্ঞানী লোকের নিকট সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তুমি জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য চিরকাল মস্তিষ্ককে নিষ্পীড়ন কর, কিন্তু তাহাতে আলোক পাইবে না। কণ্ঠস্থ বা পুস্তকস্থ জ্ঞান, পথদেখাইতে পারে না, ইহাতে কেবল অল্প বুদ্ধি মানবগণের অহঙ্কার ও অসার পাণ্ডিত্যকে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বর্ত্তমান সময়ে বিশেষতঃ আমাদের দেশে এই রূপ ঋণগ্রস্ত জ্ঞানির সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণের রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া আপনাদের রচনাকে সজ্জিত করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন। যেখানে পুরাকালের বর্ণিত ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব দেখেন সেখানে আর কোন মূল্য প্রদান করেন না। কিন্তু মৃতজ্ঞানে কি কিছু রস আছে? কোন সত্যকে প্রমাণ করিবার পক্ষে এ সকল পুরাতন কথা বিশেষ উপযোগী বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে আলোক নাই। বুদ্ধিবলে সৃষ্টি পুস্তক পাঠ করিলে কিছু দূর পর্য্যন্ত আলোক পাওয়া যায় তাহার পর সমুদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু বিশ্বাস চক্ষুতে ব্রহ্মপুস্তক পাঠ কর ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক দেখিতে পাইবে। বিশ্বাসের এক মনোহর বিজ্ঞানের আলোক যাহার মধ্যে আছে তাহাকেই দিব্যজ্ঞান প্রসূত বলা যায়। বাহিরের পুস্তক, মৃত শাস্ত্র পাঠ করিলে কি প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়? জীবন্ত শাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর, যখন যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক হয় তাঁহাকেই পাঠ কর, তিনি নিজেই গুরু হইয়া আপনার গ্রন্থ আপনি পড়াইবেন। এইরূপে যে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় তাহার এক বিন্দুও যথেষ্ট, বাহিরের জ্ঞানের সমুদ্র শোষণ করিলেও সেরূপ ফল পাওয়া যায় না। অতএব দিবা নিশি ব্রহ্মপুস্তক জীবন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, চিরকাল দিব্যজ্ঞানালোকের মধ্যে বাস করিবে।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

রবিবার ৭ই কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক।

নানা প্রকার মঙ্গলাচরণের মধ্যে নূতন গৃহে প্রবেশ করা এ দেশীয় লোকের মধ্যে একটী প্রধান মঙ্গলাচরণ। জীবন শীঘ্রই এত পুরাতন হইয়া উঠে, এখানকার বন্ধুতা, সুখ, এত পুরাতন এবং অভ্যস্ত হইয়া যায় যে মধ্যে মধ্যে কোন একটী নূতন ব্যাপারে যোগ না দিলে মনে সুখ হয় না। নূতনতা মনুষ্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা। মনুষ্য বৃদ্ধ সুখ, বৃদ্ধবন্ধুসঙ্গ ভালবাসে না। ইন্দ্রিয় সুখার্থী নূতন নূতন ইন্দ্রিয় সুখ অন্বেষণ করে। জ্ঞানার্থী নূতন নূতন সত্য লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ধর্ম্মার্থী মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মের ভাব আকাঙ্ক্ষা করে। পুরাতন গৃহে কেহই বহুকাল বাস করিতে চায় না। যে দিন কোন সম্পন্ন ব্যক্তি পুরাতন জীর্ণ গৃহ, পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করেন সেই দিন তাঁহাদের মনে কত আনন্দ। এই যে, প্রায় সকল বিষয়েই মনুষ্য জাতির নূতনতা স্পৃহা, ইহার মধ্যে সুগভীর অর্থ আছে। মনুষ্য জীবনে যেমন এই ইচ্ছা, এই নূতনতা স্পৃহা বর্ত্তমান, সমস্ত বিশ্ব সংসারেও ইহা চরিতার্থ করিয়া আয়োজন হইতেছে। পুরাতন সূর্য্য প্রত্যেক দিন নূতন হইয়া আসিতেছে। যদি সূর্য্য, একই রকম থাকিত, যদি সম্বৎসর কাল সেই মধ্যাহ্ন প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণ থাকিত কে তাহা সহ্য করিতে পারিত? এই জন্য নূতন সূর্য্য এবং নূতন পূর্ণচন্দ্রিমার এত আদর। সৃষ্টির প্রায় তাবৎ বস্তুই পুরাতনতা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ভাব ধারণ করে। প্রত্যেক বৃক্ষ বৎসরান্তে পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া বসন্তের আগমনে নূতন পত্র ধারণ করে। অতএব কি মনুষ্য জীবনে, কি পৃথিবীতে নূতনতাই নিয়ম, নূতনতাই সুখ। কিন্তু হে ব্রাহ্ম! এই যে নূতন বৎসর, নূতন সূর্য্য, নূতন চন্দ্র আসিতেছে, চারিদিকে কত নূতন ব্যাপার হইতেছে, এ সকলের মধ্যেও তোমার জীবন কি পুরাতন থাকিবে? তুমি যে ভগ্ন গৃহে বাস করিতেছ, তাহা কি নূতন হইবে না? তোমার মনের বার্দ্ধক্য কি দূর হইবে না। সংসারে যত পুরাতন বৃক্ষ ছিল, বসন্তাগমে নূতন পত্র পুষ্পে শোভিত হইল কিন্তু তোমার ভক্তি লতাতে কি পত্র পুষ্প আসিবে না? যে সমস্ত নদী শুকাইয়াছিল বর্ষার জলে আবার পূর্ণ হইয়া তাহাদের কেমন শোভা হইল, কিন্তু তোমার পঙ্কিল হৃদয় তড়াগে কি প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে না? সকলের দরিদ্রতা ঘুচিল, ধর্ম্ম ধন পাইয়া তোমার দারিদ্র্য কি ঘুচিবে না? তুমি জ্ঞানের চর্চ্চা কি কর? তুমি সাম্বৎসরিকের সময় কি সমারোহ কর? যদি তোমার চক্ষে শান্তি বারি বর্ষণ না হইল, যদি তোমার চক্ষু পুণ্যজলে পবিত্র এবং প্রফুল্ল না হইল তোমার এ সকল আড়ম্বর করিয়া কি লাভ? হে আত্মন! দেখ সমুদায় সংসার তোমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। প্রত্যেক কুসুম যাহা প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হয়, এই বলিয়া তোমাকে তিরস্কার করিতেছে, "তুমি এত নূতন ব্যাপার দেখিলে, এত নূতন নূতন চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ সম্ভোগ করিলে তবু তোমার শুষ্ক পুরাতন অন্তর নূতন প্রেম সৌরভে পূর্ণ হইল না?" পথের তৃণ পর্য্যন্ত নিত্য নূতন বেশ ধারণ

করিয়া আমাকে নিন্দা ও ধিক্কার করিতেছে। যত লোক পুরাতন কুটীর ত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিতেছে তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে ঐ দুর্ভাগার অন্তঃকরণ এখনও শুষ্ক রহিল। আকাশের পক্ষীরা আনন্দে কলরব করিয়া তাহাদের কুলায় প্রবেশ করিল, জলের মৎস্যেরা সুখে জল স্রোতে সন্তরণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগা ব্রাহ্ম তাহার ভগ্ন হৃদয় রাখিবার জন্য কোথাও আশ্রয় স্থান পাইল না। অথচ চারি দিকে ঈশ্বরের প্রেম সিন্ধু উচ্ছসিত হইতেছে। চন্দ্র সূর্য্যকে নূতনতা কে দেয়? সেই ঐশ্বর্য্যশালী প্রাণময় ঈশ্বর। তুমি কেন তবে শোভার সাগর তটে বসিয়া কুৎসিত হইয়া রহিলে? ধনীতে ধনীতে, দরিদ্রে দরিদ্রে, বন্ধুতা হইল, নদীর জলে জ্যোৎস্না মিলিয়া উভয়ে হাস্য করিতে লাগিল; কিন্তু ব্রাহ্ম! "তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে মিলিলে না। তোমার নূতন আনন্দ হইল না। বল তুমি কেন জন্মিয়াছিলে? কেন ব্রাহ্ম হইলে! কেন ঘটা করিয়া সাম্বৎসরিক কর? যদিতোমার চরিত্রে সৌন্দর্য শান্তি না থাকে, যদি তোমার আত্মাতে নূতন পবিত্রতা না আসে, তোমার জীবনে প্রয়োজন কি? এ সকল কথা মনে হইলে আপনার পুরাতন মলিনতা দেখিয়া কাহার না মন ক্ষুণ্ণ হয়? ভাল হইতে পার, যদি সেই চির নূতন সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বরের পদাশ্রয় গ্রহণ কর। তিনিই এক মাত্র নব জীবন দাতা। তাঁহার কাছে গিয়া বল "বৃদ্ধ পাপী, পুরাতন দুরাত্মা আমি, তুমি নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের আধার, তোমার স্পর্শে তুমি আমাকে নূতন এবং পবিত্র করিয়া লও।" আমি সত্য করিয়া বলিতে পারি, যদি এইরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হই আমার জীর্ণ পুরাতন জীবনও নূতন গৃহে প্রবেশ করিবে। যে ঈশ্বরকে দর্শন করে তাহার মুখশ্রীর নিকটে কোথায় থাকে প্রাতঃ সূর্য্যের জ্যোতিঃ, কোথায় থাকে প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য্য!! সূর্য্যের জ্যোতিঃ বল, পূর্ণিমা বল, বসন্ত বল, সংসারের সুখ বল, কত ক্ষণের জন্য? একটু মেঘ, একটু বিপ্লব, একটু বাত্যাতে, সূর্য্যের জ্যোতিঃ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, সংসারের সুখ কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু যাহার চিত্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে বসিয়া শান্তি রস পান করে, যাহার অন্তরে সেই পাদ পদ্ম হইতে চির পবিত্রতার বারিধারা আসিয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ে মেঘ নাই, ঝটিকা নাই, এবং অন্য কোন বিপ্লবের আশঙ্কা নাই। ঐ দেখ তাহার সম্মুখে ঈশ্বরের চির উজ্জ্বল গৃহ। ঐ দেখ চির বিশ্রামের শয্যা তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দেখ প্রেমময় পিতা, আনন্দময়ী মাতা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কখন সন্তান নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিবে। ঐ দেখ ভক্তগণের মুখশ্রীতে কি নূতন পবিত্র জ্যোৎস্না, কি মধুর আনন্দের হাস্য!! এই উৎসবে তোমাদের এবং আমার জীবন নূতন শোভা লাভ করুক! অদ্যকার দিনের এই শিক্ষা, এই অভিপ্রায়!

ব্রাহ্মিকা সমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ। (পরলোক)

শুক্রবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

সেই যে পরলোকের গল্প তোমাদিগকে বলিলাম শুনিয়াছ, সেই যে অন্ধকার মধ্যে একটী ঘর আছে বলিলাম সে ইটের বাড়ীও নহে, পাথরের বাড়ীও নহে, অথবা সাধুর পর্ণ কুটীরের ন্যায় তাহা গাছের পাতা দিয়াও নির্ম্মিত নহে, অথচ বলিলাম ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটী সুন্দর বাড়ী আছে যেখানে আমরা। যাইতেছি আমরা ঈশ্বরকে কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করি না, তবে যে বাড়ীতে আমরা থাকিব তাহা চুন, সুরকী, ইট, রঙ্গ এবং কাঠ প্রভৃতি দিয়া নির্মাণ করিব কেন? আমাদের ঈশ্বর এবং বাড়ী দুইই নিরাকার। ভগ্নি, তুমি যদি জড় বস্তু প্রিয় হও, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু এ নির্ব্বোধের কায। যে মেয়ের পরিষ্কার মন সে কি চাবে? ঈশ্বর যেমন আছেন ঠিক তেমনি তাঁহাকে দেখিতে পায়, আর ঘর খানি তিনি যেমন নির্ম্মাণ করেছেন ঠিক সেই রূপ থাকে। যাহাদের মলিন মন তাহাদের ইচ্ছা এমন একটী অট্টালিকাতে বাস করে, যাহার চারিদিকে সুন্দর উদ্যান, যেখানে সর্ব্বদা পাখীতে গান করিতেছে এবং যেখানে বিচিত্র মনোহর বস্তু সকল আছে; কিন্তু তাহারা পরলোকে চলিয়া গেলে তাহাদের শরীর যেমন পড়িয়া থাকিবে, এই কল্পনার বাড়ীও তেমনি পড়িয়া থাকিবে। আমি যে ঘরের কথা বলিতেছি যদিও তাহা নিরাকার; কিন্তু মৃত্যুর পরে এই ঘরেই বাস করিতে হইবে, এবং এই ঘরটী বড় সুন্দর। অল্প বিশ্বাসীরা ইহা কোথায়ও খুঁজিয়া পায় না, অথচ ইহা আছে। যদি আঙুল দিয়ে দেখাই ঐ দেখ ঈশ্বর আছেন, ঐ দেখ তোমার পাতের কাছে তোমার মা তোমাকে আহার করাইবার জন্য বসিয়া আছেন, [যদিও তাঁহার শরীর নাই, তিনি তাঁহার নিজের রূপে আলো করিয়া বসিয়া আছেন। যদিও তাঁহাকে বাহিরের চক্ষে দেখা যায় না, তথাপি তিনি আছেন,] ইহা যেমন বিশ্বাসের কথা, সেইরূপ পরলোকের কিছুই দেখা যায় না, অথচ পরলোক আছে, ইহাও বিশ্বাসের কথা। দুইই প্রেমিক হৃদয়ের কথা। সেই যে অন্ধকার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে যেমন ভাল বাসা যায়, সেই রূপ অন্ধকার মধ্যে যে পরলোক রূপ ঘর আছে উহার প্রতিও ভালবাসা হয়। মৃত্যু ভয়ে ভীত হইলে পরলোক দেখা যায়। যদিও সেই ঘরের কোন বাহ্যিক

গঠন নাই, তাহার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই, জানালা নাই, দরজা নাই, তথাপি সেই বাড়ী আছে। পৃথিবীতে বাপের বাড়ী কত প্রিয় তাহা তোমরা জান। যেখানে ছেলে বেলা কত খেলা করিতে, মা, বাপ, ভাই, ভগ্নীদের সঙ্গে কত আমোদ করিতে সেই বাড়ী কেমন প্রিয়। কিন্তু আমি যে বাড়ীর কথা বলিতেছি ইহার একটা দিকও দেখিবার যো নাই, তবে এই বাড়ী ভাল বাসিবে, কিরূপে? যেমন ঈশ্বরের শরীর নাই অথচ তাঁহার রূপ আছে, গুণ আছে এবং এই জন্য তাঁহাকে ভালবাসা যায়, তেমনি এ বাড়ীখানিও যদিও দেখিতে তেমন খুব সুন্দর চিত্র করা নহে, তথাপি ইহার গুণ আছে বলিয়া ইহাকে ভাল বাসা যায়। জিজ্ঞাসা করি ভগ্নি, সুন্দর হয় কিসে? আমি বলি সুন্দর হয় সুখে, আনন্দে। বাপের বাড়ীকে কেন সুন্দর বলি, বাহ্যিক শোভাতে নহে, কিন্তু এই জন্য যে দুঃখের সময় কত সুখ পেয়েছ, মা বাপকে নিয়ে কত আনন্দ, এবং কত গল্প করেছ। যদি সুখের ধাম সুন্দর হইল, তবে যে বাড়ীতে সুখ আছে, পুণ্য আছে, ভাল বাসা আছে, তাহা কত সুন্দর। আত্মার সুখ হয় পুণ্যেতে, প্রেমেতে, উপাসনাতে। সেই পরলোক রূপ বাড়ীতে এমন সকল উপাসনার জায়গা আছে যাহা তোমরা কল্পনাতেও ভাব নাই। আর সেখানে উপাসনার আয়োজনই বা কত। রাশি রাশি স্তব স্তুতি, কত সঙ্গীত, কত প্রার্থনা সেই বাড়ীর চারি দিকে টাঙ্গান আছে, সেই বাড়ীর ভক্তগণের কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, সেই জন্য বলি, ঐ বাড়ী বড় মনোহর। ঐ বাড়ীর ছবি বুকের উপরে রাখিলে প্রাণ জুড়ায়। উহার বাহ্যিক রঙ্গে নহে, কিন্তু উহার মধ্যে যে প্রেম সিন্ধু হইতে দক্ষিণের বাতাস এবং শান্তির নির্ম্মল জলের স্রোত বহিতেছে তাহাতেই হৃদয় শীতল হয়। ব্রহ্মের শ্রীপাদ হইতে গঙ্গা বাহির হইতেছে, সেই নদীতে ভক্তেরা স্নান করিতেছেন। সেই পুণ্যের জল, সেই প্রেমের জল, এমন মিষ্ট যে সেইরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রেমের ছবি, পুণ্যের ছবি দেখিলে কত আহ্লাদ হয়। যথার্থ পুণ্যের নিকেতন, প্রেমের বাড়ী, সেখানে কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত আহ্লাদ, আত্মার পুষ্টির জন্য সেখানে কত চাল, কত দাউল রহিয়াছে!! এক দিনও ভাবিতে হইবে না, আজ কি খাইব, কাল কি খাইব। এমন বাড়ীর কথা বলিলে নিশ্চয়ই আহ্লাদ হয়। ঈশ্বর যথার্থই স্নেহময় পিতা। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদিগকে কত সুখ দিতেছেন। আবার পৃথিবী ছেড়ে যখন চলে যাব ভাল বাড়ীতে নিয়ে রাখিবেন। তবে তিনি অত্যন্ত দয়াল। পাঁচ বৎসরের সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে নহে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোটি কোটি বৎসরের সম্পর্ক। আমরা যদি পাপ করিয়া থাকি সেই ঘর আমাদের সম্পর্কে বহু দূরে থাকিবে, তাহা আমরা দেখিতে পাইব না, আর যদি আমরা পবিত্র হইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, যে ঘরে বসে আছি মন্ত্রের চোটে ইহাকে পরলোক করিতে পারি। আমাদের ঈশ্বর কোথায়? এখানেও আছেন পরলোকেও আছেন। সাধন করিতে করিতে পরলোকে যাওয়া যায়। আমরা যাই, তোমরাও যাইতে পার। একবার যখন খুব ভক্তিভাবে ঈশ্বরের কাছে বসা যায় তখন সেই পরলোকের ঘর নিকটে অনুভব করা যায়। এখনই আমরা ভাবিতে ভাবিতে পিতার বুকের কাছে বসিলাম। খুব যদি প্রেমিক হই, বিশ্বাস চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া এখনই সেই পরলোক দেখিবে। সেই গোল দীঘির ধারের বাড়ী, আশ্রমের বারাণ্ডাওয়ালা ঘর কোথায় উড়িয়া গেল। বাস্তবিক ১৩ নং বাটীতে বসিয়া আছি, অথচ, সেই বাটী নাই, পরলোকের ঘরে গিয়া বসিয়াছি। তবে একি ভ্রম, একি কল্পনা? তাহা নহে, নিশ্চয় বলিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর যদি সত্য হন তবে পরলোকও সত্য। মনের পবিত্রতানুসারে হয় দশ মিনিট নয় অধিকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পরেই আবার এই অসার পৃথিবীতে আসিয়া পড়ি। পরলোকে বাস ঘুচিয়া যায়। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। সেই আহ্লাদের স্বপ্ন আর দেখা যায় না। দূর হউক জঘন্য পাপের আসক্তি যাহা স্বর্গধাম হইতে পৃথিবির মলিন পথে নিক্ষেপ করে। হে ব্রাহ্মিকা! তুমি কাহারও কথায় ভুল না, তুমি আপনার পরলোকের বাটীকে বুকের মধ্যে রাখিতে যত্ন কর। ইহকাল তাড়াইয়া দিয়া যাহাতে পরলোকেরই শান্তিধামের সুখ ভোগ করিতে পার, হে ভগ্নীগণ, এই প্রার্থনা কর।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৩ শক।

পিতা চাই, ভ্রাতা ভগ্নী চাই, এবং ঘর চাই। এই তিন একত্র হইলে পবিত্র পরিবার সংস্থাপিত হয়। যখন এই তিনটী একত্র হয় তখনি জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গরাজ্য এবং ঈশ্বরের প্রেম পরিবার আর কিছুই নহে। যেখানে এই তিনটী সম্মিলিত, সেখানেই স্বর্গ, সেখানেই প্রেমরাজ্য। ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই ত্রিবিধ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, এই পৃথিবীতেই পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

যখন জগতের সমুদয় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তখন দেখি সেই মাতার মাতা, পিতার পিতা, অন্তরের নিভৃত স্থানে তাঁহার সত্য এবং তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, তখন অন্তরে ব্রহ্মোপাসনা, অন্তরে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন এবং অন্তরে ব্রহ্মোৎসব।

তখন নীমিলিত নয়নে ব্রহ্মদর্শন করি। যেমন তিনি তেমনি তাঁহাকে দেখি। অন্তরে এক প্রকার এবং বাহিরে আর এক প্রকার ইহা তাঁহার স্বভাব নহে। তাঁহার অন্তরে যেমন পূর্ণ প্রেম, বাহিরেও তেমনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ; এক প্রকার অন্তরে, আর এক প্রকার বহিরে তিনি দেখাইতে পারেন না। এই জন্যই জগতে তাঁহার নাম সত্যম্। বাহিরে যেমন তাঁহার সুন্দর কার্য্যস্রোত, অন্তরেও তেমনি ঠিক তাঁহার সুন্দর সত্যভাব। কি অন্তরে, কি বাহিরে তাঁহার সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র সমান। যেমন তাঁহার অন্তর সুন্দর তেমনি তাঁহার কার্য্য সুন্দর। এই জন্যই তাঁহার নাম সত্যং সুন্দরম্। এই প্রকারে যখন তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয় চরিতার্থ হয়, তখন জগতে তাঁহার সেই সুন্দর সত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণ আকুল হয়। তখন কিরূপে প্রেম পরিবার স্থাপন করিতে পারিব এই জন্য যত্নবান হই, চতুর্দ্দিকে ভাই ভগিনীদিগকে অন্বেষণ করি; কিন্তু অন্তরে পিতাকে দেখিলে যেমন প্রফুল্ল হই, তেমন কি আমরা ভাই ভগিনীদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হই? তাঁহাদিগের মধ্যে তেমন কি সত্যের ভাব দেখিতে পাই? তাঁহারা বাহিরে যেমন অন্তরেও কি ঠিক সেইরূপ? এইটী চিন্তা করিতে গেলে বড় দুঃখ হয়। এত কাল আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সাধন করিলাম; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এখনত তেমন সত্য ভাব দেখিতে পাই না। মানিলাম, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য, যে সময়ে সময়ে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি; এবং কত সময়ে অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকটেও ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করি। কিন্তু ইহাই কি এত কাল ধর্ম্ম সাধনের শেষ হইল? এই ভাবে কি কখনও পবিত্র পরিবার স্থায়ী হইতে পারে? কিছু কালের জন্য পরস্পরের সদ্গুণ দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, পরস্পরকে ভাল বাসিলাম, কিন্তু যাই কাহারও কোন দোষ প্রকাশিত হইল, তখনি তাহার নিকট হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিলাম এই প্রকার অস্থির সম্বন্ধে কে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে?

ব্রাহ্ম সমাজের এই দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না। এখনি যদি পরস্পরকে হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে হয়, এখনি হয়ত আমাদিগকে সমুদয় ভাই ভগিনীদের পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইতে হয়। সাধারণ ভাবে আমরা জানি আমরা সকলেই পাপী; কিন্তু কে কখন ভ্রাতার নিকট এক একটী করিয়া সমুদয় পাপ প্রকাশ করিয়াছেন? আমাদের মনের মধ্যে যে জীবন-স্রোত তাহা কি আমরা বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহস করি? যেখানে এই প্রকার গুপ্ত ভাব, যেখানে ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে এই প্রকার আত্ম-সংগোপন, সেখানে কিরূপে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে? যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে যতই পরস্পরকে জানিতাম ততই তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে পারিতাম। দয়াময় পিতাকে দেখিলে হৃদয় কেমন শীতল হয়, যতই তাঁহাকে দেখি ততই তাঁহাকে ভালবাসি; কিন্তু যাই জগতে প্রবেশ করি, মনের সমুদয় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দেখি চতুর্দ্দিকে কপটতার রাজ্য, কেহ আপনার অল্প বিশ্বাসকে জগতের নিকট অধিক বিশ্বাস বলিয়া জানাইতেছেন, কেহ বহু দিন হইতে কুটিলভাব পোষণ করিয়া বাহিরে সাধুভাব প্রকাশ করিতেছেন, কেহ ঘোর বিষয়াসক্ত হইয়া অন্যের নিকট নিঃস্বার্থ ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। এ সকল দেখিয়া মন সহজেই জিজ্ঞাসা করে, জগতে কখন্ সত্যরাজ্য প্রকাশিত হইবে? মনের মধ্যে গরল সঞ্চয় রাখিয়া মনুষ্য আর কত কাল বাহিরে সভ্যতা প্রকাশ করিবে? প্রস্তর যদি জল বলিয়া পরিচয় দিতে যায়, মিথ্যা যদি সত্য বলিয়া পরিচিত হয়, এবং কপট যদি আপনাকে ভক্ত বলিয়া জানায়, তবে আর ধর্ম্ম কোথায় রহিল? যখন ব্রাহ্ম জগতের মধ্যেও প্রতিদিন এই প্রকার প্রতারণা, তখন সত্য রাজ্য কোথায়? সত্যবাদী হওয়া যদি ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য হয়, ব্রাহ্মগণ! তবে আর আত্ম-সংগোপন করিও না; এক প্রকার অন্তরে, বাহিরে আর এক প্রকার দেখাইও না। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে এই প্রকার মিথ্যা ব্যবহার নিশ্চয়ই এক দিন প্রকাশিত হইবে। তোমাদের মধ্যে প্রেম আছে, পরস্পরকে দেখিলে দশ বৎসরের শোক দুঃখ চলিয়া যায়, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তোমরা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পার? "আমি অন্তরে যেমন বাহিরেও তেমন।" যদি ভাইয়ের নিকট আপনি যেমন তেমন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও, তবে তোমাদের প্রেম মিথ্যার উপর স্থাপিত, যাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। প্রেমের সঙ্গে সত্যের নিগূঢ় যোগ। সত্য যে প্রেমের মূল নহে, তাহা প্রবঞ্চনা, এবং সেই প্রবঞ্চনার মধ্যে কিরূপে যিনি সত্যের সত্য তিনি আসন গ্রহণ করিবেন? কপটতা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক পাপ, যে আত্মসংগোপন করে, সে আত্মাপহারী চোর। অতএব, এখনই এই পাপ পরিত্যাগ কর। যেমন আমরা তেমন যেন পরস্পরের নিকট প্রকাশ করি। প্রেমের সঙ্গে সত্যকে সম্মিলিত কর, যত গুণে জগতের লোক তোমাদিগকে সাধু মনে করে ঠিক সেইরূপ হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। তখন দেখিবে অন্তরে যেমন ব্রহ্মগৃহ, বাহিরেও তেমনি ব্রহ্মগৃহ। যাঁহারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদিগের নিকট কি আমরা এই শিক্ষা করিব না যে ঈশ্বরের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমরা সেই সমাদরের উপযুক্ত হইব। কৈ, তাঁহারা অন্য লোককেত এত শ্রদ্ধা করেন না। আমাদের কি যথার্থ তেমন সদ্গুণ আছে? বাস্তবিক সেইরূপ যোগ্যতা আমাদের নাই। ঈশ্বর অসাধু এবং অনুপযুক্ত জানিয়াও প্রত্যেক ব্রাহ্মকে এক একটী উচ্চ কার্য্যে ব্রতী করিতেছেন কেন? তাঁহার

নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে বাহিরে যেমন আমরা অপরের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছি, অন্তরেও ঠিক তেমনি সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত হইতে যত্নবান হইব। যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মগণ! প্রেমরাজ্য যদি সংস্থাপন করিতে চাও, তবে যেমন অন্যের প্রেম গ্রহণ করিবে তেমনি অন্যকে প্রেম দান করিবে। পরস্পরকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে। সাবধান হইয়া ঠিক আপনি যেমন, ভাই ভগিনীদের নিকটেও সেইরূপ দেখাইবে। এইরূপে যখন ভ্রাতা ভ্রাতার প্রণয়ের উপযুক্ত হইবে, তখন সেই সত্য স্বরূপকে দেখিবে। তখন দেখিবে তিনি যেমন সুন্দর, তাঁহার পুত্র কন্যাও সুন্দর এবং তাঁহার জগৎও সুন্দর। তখন তাঁহার হস্ত-নির্ম্মিত বৃক্ষ লতা, আকাশে তাঁহার স্থাপিত নক্ষত্র এবং চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি তাঁহার পবিত্র হস্ত-রচিত সমুদয় জড় জগৎ আমাদের ঘর হইবে। তখন নিমীলিত নয়নে অন্তরে তাঁহার সহবাসের আনন্দ এবং উন্মীলিত নয়নে বাহিরে তাঁহার প্রেম ব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক হইবে। এইরূপে অন্তরে বাহিরে একটী প্রেমরাজ্য দেখিতে পাইব। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে আমরা এই রাজ্যে নিরন্তর বাস করি। এখন সময়ে সময়ে এই পরিবারের আভাস পাইতেছি; কিন্তু সেই দিন আসিতেছে সেই সত্যের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, সরলতার রাজ্য দিন দিন নিকট হইতেছে, যখন পিতা, ভ্রাতা, এবং ঘর এই তিনটী লাভ করিয়া আমরা একটী পবিত্র পরিবার হইব। তখন সরল ভাবে সত্যস্বরূপ পিতার নিকট যেমন হৃদয় প্রকাশ করিব, ভাই ভগিনীদের নিকটেও তেমনি সরল ভাবে আপনার সকলই দেখাইব। যতই অন্তরে ঈশ্বরের সহবাস এবং জগতে তাঁহার আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল, এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে তাঁহার পরিবার প্রত্যক্ষ করিব ততই আমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব সকলে একত্র হইয়া এই তিনটী সাধন কর।

হে ঈশ্বর, একবার অন্তরে দর্শন দাও। নাথ, বলিব কি, যখন নির্জ্জনে তোমাকে দেখি তখন হৃদয় শীতল হয়; কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীদের সহবাসে সেইরূপ সুখ পাই না। তোমার জগৎ যে এখনও মরুভূমি রহিয়াছে, তোমার সংসার যে এখনও শ্মশান; এখনও যে পরস্পরের সঙ্গে চোরের ন্যায় ব্যবহার করি। পরস্পরকে যদি জানিতাম, তবে এখন যে প্রণয় দিই তাহাও দিতাম না। এখন পরস্পরকে জানিনা, ইহা আমাদের সৌভাগ্য হইল। আপনাদিগের যথার্থ স্বভাব ঢাকিয়া মিথ্যার উপর প্রণয় স্থাপন করিয়াছি। তোমার ভিতরে এক এবং বাহিরে আর এক ইহাত কখনই হইতে পারে না। তোমার নাম যে সত্য। তোমার অন্তরে যেমন মলিনতা নাই, বাহিরেও তেমনি তাহার কোন চিহ্ন দেখি না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেন এত প্রতারণা, এত কপটতা থাকিবে? কবে পিতা, ব্রাহ্মসমাজ, জগতে তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? পিতা! কেন আমাদের মধ্যে তেমন সরলতা এবং প্রণয় হয় না? কবে পিতা, যেমন তোমার স্বর্গরাজ্যে, তেমনি আমাদের মধ্যে প্রেম পবিত্রতা বিস্তার হইবে? কত দিন একত্র হইয়া তোমার উপাসনা করিলাম, কিন্তু এখনওত তোমার পরিবার হইতে পারিলাম না। পিতা, একটী ঘর করিয়া দাও, নইলে যে কখনই পবিত্র হইতে পারিব না। তোমাকে না জানলে কেহই ভাইকে ভালবাসিতে পারে না, আবার ভাইকে না ভালবাসিলে কেহই তোমাকে ভালবাসিতে পারে না, ইহাত তুমি কত বার বলিয়াছ; কিন্তু আমরা যে তোমার কথা শুনিয়াও শুনি না। আমরা তোমার উপাসনা করিতে বসি, কিন্তু কৈ আমাদের মনেত তেমন প্রেম নাই। পিতা, তুমিই বা কি মনে কর। সেই প্রতারক গুলি আসিয়া বার বার পুরাতন প্রণালী মতে তোমাকে ফাঁকি দেয়, এই প্রকার প্রতারণা আর কত কাল সহ্য করিবে? পিতা, প্রাণ থাকিতে থাকিতে কপটতা বিনাশ করিয়া আমরা যেন একটী পরিবার হইতে পারি। অন্ততঃ পাঁচ জন লোকও যেন অকৃত্রিমভাবে তোমার নিকটে বাস করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। পিতা, আর দুঃখ সহ্য হয় না, অন্তরের যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ কর।

ব্রাহ্ম সঙ্গত।

১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

প্র। ভাল লোকের মধ্যেও ভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন?

উ। সচরাচর ভাল লোকদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর লোকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ (Religious) অপর শ্রেণীর নীতিপরায়ণ (Moral)। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদের ভাব, কথা, কার্য্য, ব্যবহার, আকৃতি প্রকৃতি সমুদয়ের মধ্যে একটী বিশেষ ভাব লক্ষিত হয়। তাঁহাদের সর্ব্বাবয়ব যেন মাধুর্য্য, শান্তি, নম্রতা, বিনয় এবং কোমলতা দ্বারা সংগঠিত। নীতিপরায়ণ লোকদিগের ভাব সেরূপ নহে তাঁহারাও সদনুষ্ঠানপ্রিয়, বিশুদ্ধ চরিত্র এবং হয়ত উপাসনাশীল কিন্তু তাঁহাদের ভাব ভিন্ন প্রকার। কঠোর নীতি পালনই তাঁহাদের জীবনের ও মনের উপাদান। কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারা শুষ্কভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন সুতরাং তাঁহাদের ব্যবহার রীতি, নীতি, চরিত্র কিছুতেই তত রস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

প্র। ব্রাহ্মদিগকে ইহার কোন শ্রেণীতে গণনা করা যায়?

উ। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা ভাল এবং নীতিপরায়ণ এরূপ বলা যাইতে পারে কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ লোক

নহেন। ব্রাহ্মের উপাসনা, কার্য্য, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সকলই নীতিপরায়ণ মনুষ্যের কঠোরতা প্রধান। ধর্ম্মপরায়ণ লোকের বিনয় ও কোমলতা মিশ্রিত নহে। আমাদের নীতিতে ধর্ম্মের কোমলতা অল্প কিন্তু কঠোরতা অধিক পরিমাণে আছে সেই জন্য তাহা যেন ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত এই রূপই বোধ হয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে আমাদের ব্যবহার, কথা, ভাব, চিন্তা, সমস্ত কঠোর ভাবাপন্ন হইয়া যায়; কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মের ভাবে কার্য্যারম্ভ করিতাম তাহা হইলে তাহাতে এমন একটী কোমল ও মধুর ভাব নিশ্চয় থাকিত যে সকলের মনই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতাম।

প্র। আমাদের পরস্পরের সম্পর্কও কি এইরূপ?

উ। সে সম্পর্ক নিশ্চয়ই ধর্ম্মের সম্পর্ক নহে, নীতির কঠোর সম্পর্ক। পরস্পরের সম্পর্ক নিয়মিত করনে রাজবিধি (law) এবং পারিবারিক বন্ধনে যত দূর অন্তর কর্ত্তব্যের কঠোর সম্পর্ক ও ধর্ম্মের কোমল সম্পর্কেও তত দূর। ধর্ম্মের সম্পর্ক পারিবারিক সম্বন্ধের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত পিতা পুত্রের এবং পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতা ভগ্নীর ঘনিষ্ঠ, সরস ও কোমল সম্পর্ক, ইহার কর্ত্তব্য পালনে আচার ব্যবহারে কঠোরতা নাই। আমাদের সম্পর্ক এরূপ নহে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে নীতির কঠোর সম্পর্ক। আমরা যখন শাসন দ্বারা কাহার দোষ সংশোধন করিতে যাই তখন আমাদের ব্যবহারে প্রেম ও ক্ষমার অভাব থাকে সুতরাং অনেক সময় উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল লক্ষিত হয়। ইহাতে বিচ্ছেদ জন্মায়, মিলন হয় না।

প্র। আমরা কি ঈশ্বরের সহিত পিতাপুত্র এবং পরস্পরের সহিত ভ্রাতাভগ্নী সম্পর্ক স্বীকার করি না?

উ। করি, কিন্তু সেটী নীতির সম্পূর্ণতার জন্য এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ নীরস ও কঠোর ভাবে করেন আমারাও তদ্রূপ করি। ইহাতে ধর্ম্মের কোমলতা নাই। এই দুই ভাবের পার্থক্য এই আমাদের যোর করিয়া গড়ান ভ্রাতৃভাব, আর ধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব স্বাভাবিক।

প্র। আমাদের মধ্যে এরূপ হইবার কারণ কি?

উ। মনে কর যখন আমরা পৌত্তলিকতার সহিত যোগ ছাড়িয়াছিলাম, কেহ বা উপবীত ছিন্ন করিলেন, কেহ বা পিতা মাতার আশ্রয় হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন তখন আমরা কি ভাব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিলাম? পৌত্তলিকতা মিথ্যা, উহার চিহ্ন কি [illegible] রাখিব এই প্রকার কঠোর এবং শুষ্ক মত ও কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারা নীত হইয়াই তদ্রূপ করি, সুতরাং তখন আমাদের সকলেরই মস্তক উন্নত, হৃদয় নীরস, জীবন কঠোর ভাবাপন্ন ছিল। আমরা সেই ভাবে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছি। আমাদের হৃদয় কঠোর থাকিবার এই একটী কারণ। ইউরোপের নীতি বহুপরিমাণে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সেই ইউরোপীয় জীবন বাহুল্য রূপে আমাদের অনেকেরই আদর্শ, ইহাই আমাদের নৈতিক কঠোরতার অন্যতর কারণ। সকল ছাড়িলাম অথচ আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও হীন এরূপ মনোভাব তাঁহাদের যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী। তাঁহাদের জীবন কেমন কোমল ও বিনয়ী, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য কেমন উজ্জ্বল! যাঁহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত হন তাঁহাদের উপর ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্যের আভা নিপতিত থাকে সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণ জীবনের সৌন্দর্য্যে সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়।

প্র। ধর্ম্মপরায়ণ জীবন ও ভক্তজীবন এই দুইটী কথা কি একই ভাবব্যঞ্জক?

উ। না। ভক্তি বলিলে মনুষ্য হৃদয়ের একটী ভাব বুঝায়। উহা জীবনের বিভাগ মাত্র সমগ্র জীবন নহে। ধর্ম্মপরায়ণ জীবনের বিষয় যাহা বলা হইতেছে তাহা সমস্ত জীবনের ভাব কোন বিশেষ বিভাগের বিষয় নহে।

প্র। নীতিপরায়ণ জীবনের পরিণতিই কি ধর্ম্মপরায়ণ জীবন?

উ। না। এই দুই জীবনের সাধন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই দুইকে এক মনে করাতেই আমাদের ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে। বরং এ কথা বলা যাইতে পারে যে ধর্ম্মসাধন (Religious Culture) হইতে নৈতিক জীবন সংগঠিত হইতে পারে কিন্তু নৈতিক সাধনের পরিণাম ধর্ম্মপরায়ণতা এটী একটী বিষম ভ্রম। আমাদের জীবনে নৈতিক সাধন কতকটা হইয়াছে, কিন্তু কৈ ধর্ম্মপরায়ণতার মধুরতা ত এখনও লক্ষিত হয় না। আমাদের এখনকার অবস্থায় ধর্ম্মজীবনের গভীরতা সাধন একান্ত প্রয়োজন। জীবনের গতি এই ভাবের দিকে ফিরাইতে হইলে অনেকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। তদ্বিষয় পরে আলোচ্য।

প্র। পূর্ব্বতন ঋষিগণ ধর্ম্মপরায়ণতা শিক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যবাসী হইতেন; আমরাও দেখিতে পাই, পরস্পরের সঙ্গে থাকিলে নানা প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সেই জন্য এইরূপ সাধন অবলম্বন করিলে কি একাকী করাই শ্রেয়?

উ। পূর্ব্বকালের ঋষিগণও সময় সময় একত্র হইতেন এবং তাহার উপকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ তখনকার সাধন প্রণালী ও সময় অন্যরূপ ছিল। এখন সে সময় অতীত হইয়াছে। এখন পরস্পরের যোগ ব্যতীত সাধন করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য আমরা এরূপ বলিতে পারি। আমাদের যাহা কিছু উন্নতি তাহা পরস্পরের মিলনেই হইয়াছে এবং ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব এই যোগ না থাকিলে কখনই এতটা উন্নতি হইত না। যাঁহারা এই যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের অবস্থা সন্তোষজনক দৃষ্ট হয় না। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সকলে একত্র থাকা বশতঃ সময়ে সময়ে অনেক বিবাদের আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। সে বিবাদের ক্লেশ গভীর

এবং উত্তেজনাও অত্যন্ত। এইরূপ পরস্পরের সংঘর্ষণে ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ব্যাঘাত লক্ষিত হইলেও ইহা নিশ্চিত যে উহাতে সুমহৎ ফল সকলও উৎপন্ন হইয়াছে। কে না স্বীকার করিবে যে, বিদ্বান, ধনবান কি যশস্বী হইতে গেলে সংঘর্ষণের প্রয়োজন? ধর্ম্ম জীবনের পক্ষেও তদ্রূপ। সংঘর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া উপকার কাহার হয় নাই, হইতে পারেও না। আমাদের ইতিহাস এই যে পরস্পরের সাহায্যে মহৎ মহৎ উপকার হইয়াছে। এই শতাব্দির বিধান এই। এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিধান অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহারা তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। এই বিধানে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় নাই তজ্জন্যই আমরা সংঘর্ষণকে বিচ্ছেদে পরিণত হইতে দিই এবং বিচ্ছেদ ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকিত যে পরস্পরকে ছাড়িলে বাঁচিব না তাহা হইলে কখনই আমরা বিচ্ছেদকে বৃদ্ধি হইতে দিতাম না, সকলেই বিচ্ছেদ নিবারণে সযত্ন হইতাম। বাস্তবিক বিচ্ছেদের যে বিষময় ফল তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। কেবল যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারাই নহেন যাঁহারা এখনও একত্র আছেন তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ও সেই জন্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। এখন সার কথা এই নির্ম্মল হইবার উপায় ধর্ম্মবিধানের মধ্য বিন্দুর সঙ্গে যোগ থাকিলেই ভাল হওয়া যায় নতুবা গভীর অনিষ্ট। এক জন কবি বর্ণনা করিয়াছেন এক ব্যক্তি সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন আকাশ ও চারিদিক পরিষ্কৃত, স্থানটী নির্জ্জন, বাতাস মন্দবেগে বহিতেছিল। সমুদ্রের উপকূলস্থিত একটী মাত্র বৃহৎ বৃক্ষে একটী বিহঙ্গম কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে আস্তে আস্তে গান করিতেছিল। ভ্রমণকারীর কর্ণে সেই গান এমন অমৃত বর্ষণ করিল যে তিনি অবিলম্বে বৃক্ষে উঠিয়া কুলার সহিত পক্ষীকে ধরিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুবর্ণ পিঞ্জরে তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। তার পরও পক্ষী গান করিল কিন্তু সেই ব্যক্তির কর্ণে আর তাহা তেমন সুমিষ্ট অনুভূত হইল না। তখন তিনি বলিলেন এখানে পক্ষী এবং তাহার গান আছে বটে; কিন্তু সে সমুদ্রের উপকূল নাই, এবং সেই আকাশাদি নাই সুতরাং সে মধুরতা আর কি রূপে সম্ভব হইবে? ব্রাহ্মজীবনের পক্ষেও তাহাই। বিচ্ছেদে সকল মিষ্টতা হইতেই আমরা বঞ্চিত হই।

সংবাদ।

বিদেশবাসী প্রচারক মহাশয়দিগের বর্ত্তমান অবস্থিতি স্থান।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এলাহাবাদ, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত, পঞ্জাব। শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায়, ময়মনসিংহ। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, গয়া। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন, লক্ষ্ণৌ। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, মোজাফরপুর। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সিতামারি।

বিগত ১১ই কার্ত্তিক বৃহস্পতি বার হইতে ব্রাহ্মসংগত সভার কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীটের ১৩নং ভবনে উক্ত সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতি, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নিয়োগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। গতবারের আলোচনা আমরা যথা স্থানে প্রকাশ করিলাম। আশা করি ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত এই সভার কার্য্যে যোগ দান করিয়া আপনাপন জীবনের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হইবেন।

এক মাসের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় দুইটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমটী ইটনা নিবাসী প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অন্নদা ময়ীর সহিত, তথাকার স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ বিশ্বাসের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়, এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিশ্বাস মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠাও নির্ভর দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ২য়টী ময়মনসিংহ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ, পাত্র এবং ঢাকা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ পাত্রী। শ্রীনাথ বাবু একটী উৎসাহশীল ব্রাহ্ম, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, ইনি অনেক দিন হইতে স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান করিয়া আপন জীবনের উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। ইনি ৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর একটী অল্প বয়স্কা বিধবা ভগ্নীর বিবাহ দিয়া ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরীক্ষা দিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিজেও একটী অসহায় বিধবার পাণি গ্রহণ করিলেন। শ্রীমতী বামাসুন্দরীর বয়ক্রম ১৬।১৭ বৎসর। অতি অল্প বয়সেই ইনি বিধবা হইয়াছিলেন, ইহাঁর একটী ভ্রাতার পরিশ্রম ও যত্নে ইনি বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছেন। আমরা পাত্র পাত্রির মঙ্গলের জন্য সর্ব্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি ইহাঁদিগের উভয়কে চির দিনের জন্য পদছায়া প্রদান করিয়া সুখী করুন!

আমাদিগের তেজপুরস্থ একটী ব্রাহ্ম ভ্রাতা ধর্ম্মতত্ত্বের বিগত ২ খণ্ডে প্রচার কাযের সাহায্যার্থ দান স্বীকারে পূর্ব্বাপেক্ষা দান সংখ্যা ন্যূন এবং নিয়মিত দাতাগণের মধ্যে অনেকের নাম না দেখিয়া নিতান্ত [illegible] হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। তিনি [illegible] সরল হৃদয়ে প্রচারকগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইলাম। আমাদের আরো সন্তুষ্টির বিষয় এই যে এবার প্রচারকগণ প্রচার কার্য্য ছাড়িয়া কলিকাতায় অধিক দিন কেন ছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রচারকগণের শরীর এবং আত্মা উভয়ের যাঁহারা অনুসন্ধান লন, তাঁহারা আমাদিগের চির কৃতজ্ঞতা পাত্র।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হাওরাম মিত্রর যন্ত্রে ১৬ই কার্ত্তিক শ্রীমনিমোহন [illegible] দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
২১ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা।

হে পরম পবিত্র শ্রীমন্ত দেবতা, তুমি অন্তর্যামী হৃদয়দর্শী হইয়া আমার মনের সকল অবস্থাই জানিতেছ। পাপের হস্ত হইতে আমি কত দূর নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি তাহা তোমার ঐ অন্তর্ভেদী জ্ঞান নয়নের নিকট কিছুই অবিদিত নাই। কোন দুর্ভাগ্য মনুষ্যকে গভীর নরক কুণ্ডে পতিত হইতে দেখিলে তাহার প্রতি মনে মনে কতই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহার জঘন্য কুৎসিত আচার দর্শন করিয়া কতই ক্রোধ প্রকাশ করি, কিন্তু তুমি যদি দয়া করিয়া আমাকে প্রলোভন পরীক্ষা হইতে দূরে না রাখিতে, আমি যদি তেমন কোন কঠিন পরীক্ষায় কখন পতিত হইতাম তাহা হইলে আমার দশা কি হইত তাহাই বা কে বলিতে পারে? অনেক সময় কার্য্যেতে পাপ প্রকাশিত হউক আর না হউক, তাহার মূল যে এখনও অন্তরে লুক্কায়িত আছে, অবসর পাইলেই যে তাহা বিষ উদ্গীরণ করে তাহা আর কেমন করে অস্বীকার করিব? অনেক সময় তোমার অনুগ্রহ বলে বাঁচিয়া যাই, নতুবা পাপের ভয় হইতে এখনও নিরাপদ হইতে পারি নাই। তোমাকে ধন্যবাদ করি এবং প্রণাম করি যে তুমি নিরাশ হইতে দাও নাই। পাপের কু-অভ্যাস সকল জীবন ব্যাপী হইলেও পুণ্যের বলের নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতেই হয়। বহু দিনের পুরাতন বন্ধু হইলেও তাহার প্রতারণা প্ররোচনা তুমি বুঝাইয়া দাও। কিন্তু এক একটী রিপু আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম স্থানে এমনি দৃঢ়রূপে আপনার মূলবদ্ধ করিয়াছে যে তাহা উৎপাটন করিতে এক এক সময় চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। তাহাদের বাহ্য ক্রিয়া সকল সময় দেখি আর না দেখি; তাহারা অলক্ষিত ভাবে পুরাতন প্রকৃতির অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সময় পাইলে হৃদয়কে কলুষিত করিয়া ভক্তি প্রেম পুণ্য সমস্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, সে ভয় হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইতেছি না। এই জন্য কাতর হৃদয়ে ভিক্ষা করি, কেবল পাপানুষ্ঠান হইতে হস্তকে দূরে রাখিলে চলিবে না, যাহাতে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারি, এ জীবনে আর যাহাতে সে সকল পুরাতন পাপের ভীষণ আকৃতি না দেখিতে হয়, চিন্তা কল্পনা ভাব পবিত্র থাকে, শয়নে স্বপনে জাগ্রত সুষুপ্তিতে তোমার পবিত্রতার উত্তাপ প্রকৃতির গূঢ় অভ্যন্তরে অবস্থান করে তাহার উপায় করিয়া

দাও। যেমন না জানিয়া বিষ ভোজন করিয়াছিলাম তেমনি তাহার প্রতিফল হইয়াছে,—যথেষ্ট হইয়াছে,যথোচিত বিড়ম্বনা,লাঞ্ছনা হইল; এখন রক্ষা কর। পুরাতন পাপের জন্য ভাবি না, ভবিষ্যতে আর যাহাতে না হয় তাহা করিয়া দাও। অন্তর হইতে দুষ্প্রবৃত্তির মূল একেবারে চিরদিনের জন্য উৎপাটন করিয়া দিয়া এই অপরাধী সন্তানকে অভয় দান কর।

ব্রহ্মের সহিত গুপ্ত সহবাস।

প্রকাশ্য ভজনালয়ে জন কোলাহলের মধ্যে সেই হৃদয়ের দেবতা পরম বন্ধু পরমেশ্বরের সঙ্গে যে দেখা সাক্ষাৎ-আলাপ পরিচয় হয় তাহাতে অন্তরের গূঢ় প্রেম পিপাসা কখন নিবৃত্ত হয় না, এইজন্য অনুরাগী সাধক মাত্রেই তাঁহার গুপ্ত সহবাসের প্রার্থী হইয়া থাকেন। সাধারণ ভাবে সকলের সঙ্গে যে কিছু প্রসাদ সম্ভোগ করা যায় তাহা ব্যতীত একাকী নির্জ্জনে বসিয়া আরামের সহিত তাঁহার স্বহস্ত পরিবেশিত পবিত্র সুমিষ্ট প্রেমান্ন ভোজন না করিলে তাঁহাদের ক্ষুধা শান্তি হয় না। ভ্রাতা ভগিনীগণের সঙ্গে একত্রে দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীচরণ পূজা করা এবং সমস্বরে তাঁহার পবিত্র যশঃ কীর্ত্তন করা যেমন একটি সুখকর উচ্চ অধিকার, আবার একাকী বিরলে উপবিষ্ট হইয়া সংগোপনে তাঁহার, সঙ্গে দেখা করা আলাপ করা তেমনি একটি মহত্তর অধিকার। পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই, রাজা বা রাজপ্রতিনিধিগণের নিকট প্রধান প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজ ভক্তি প্রদর্শন করত রাজ প্রসাদ লাভ করেন, আবার সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিরা গোপনে তাঁহাদের নিকট যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শেষোক্তদিগের মানসম্ভ্রম গৌরব এইজন্য অধিকতর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। গোপনে যিনি রাজ প্রসাদ সম্ভোগে অধিকারী হইয়াছেন তিনি অনেক নিগূঢ় সংবাদ শুনিতে পান, রাজার সঙ্গে তাঁহার কত প্রকার আত্মীয়তা ও সখ্য ব্যবহার হয়, প্রকাশ্য দরবারে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। সুতরাং ইহাঁর সম্মান ও অধিকার সকলের অপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে। প্রেমিক সাধকগণ স্বর্গ রাজ্যের গুপ্ত রাজপ্রসাদ এইরূপে ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্ম নিকেতনের গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অতি গোপনে গোপনে তথাকার রাজার নিকট যান, তাঁহার নিকটে গিয়া বসিয়া থাকেন, কথাবার্ত্তা বলেন ও শ্রবণ করেন, কখন বা সেই রূপ উচ্চাধিকারী কোন কোন ভক্তদিগের সঙ্গে তথায় মিলিত হন; সেখানে কোন কোলাহল নাই,কঠোর নীরস রাজনৈতিক ব্যবহার নাই, বিশেষ ভাবে বিশেষ দর্শন এবং মৃদু মধুর বাণী শ্রবণ। কোলাহল প্রিয় সমারোহ প্রিয়, ব্যক্তিরা এই উচ্চ অধিকারের জন্য লালায়িত নহে, তাহারা জনতার মধ্যে থাকিয়া দূর হইতে অস্পষ্ট ভাবে রাজ দর্শন করে, নিকট সহবাস সম্ভোগ করত গূঢ় রূপে পরিচিত হইতে পারেনা। কিন্তু এই গুপ্ত সহবাসের আস্বাদন যিনি একবার পাইয়াছেন তিনি আর কখন তাহা ভুলিতে পারেন না। সাধারণ লোক পরিবার মধ্যে, পিতা মাতা ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্রের সহবাসে থাকিয়া সুখ অনুভব করে, বাহিরে বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া আমোদিত হয়, ইহা ব্যতীত অন্য কোন গুপ্ত বন্ধুকে তাহারা চিনেনা, সুতরাং ব্রহ্ম সহবাসের আকর্ষণ তাহাদিগের নিকট কল্পনাবৎ প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীতে কয় ব্যক্তিকে আমরা একাকী বসিয়া নির্জ্জন ব্রহ্ম সহবাসের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে দেখিতে পাই? যখন জন কোলাহল নিবৃত্তি হয়, নিকটে কেহ থাকে না তখন ঘোর বিষয়ীরা নিদ্রা যায়, জ্ঞানীরা গ্রন্থ পাঠ করে, তত্ত্বদর্শিরা সৃষ্টির বিবিধ বিষয়ক চিন্তাতে মগ্ন হয়, সংসার সুখে বঞ্চিত কিম্বা প্রত্যাশিত বিষয়ে ভগ্ন মনোরথ ব্যক্তিরা বিষণ্ন

হৃদয়ে উম্মাদের ন্যায় অসার চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, দুষ্ক্রিয়াসক্ত পামরেরা দুরভিসন্ধি চরিতার্থের নানাবিধ অসদুপায় আবিষ্কার ও চিন্তা করে, কিন্তু প্রাণের প্রাণ সৌন্দর্য্যের আকর, অনন্ত গুণের নিধি পরম সুন্দর প্রকৃতি আনন্দময় ব্রহ্মের বিষয় ভাবিবার লোক কৈ! তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে বসিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে কে তাঁহার অরূপ সৌন্দর্য্য সুধা পান করে? আর আর সকলে বিষয় বাণিজ্যের ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়া গেল, কেহ বা অসার আমোদে জীবন সমর্পণ করিল, কেহ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, কিন্তু যোগী যোগ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, জড় ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিলেন, চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল, ঘোর মোহ নিদ্রা, তিনি একাকী গোপনে সেই চির জাগ্রত চৈতন্য ময় পুরুষের নিকট গিয়া বসিয়া রহিলেন। কত শোভা দেখিলেন, কত মনোহর উপন্যাস শুনিলেন, কত আমোদ সম্ভোগ করিলেন তাহা পৃথিবীর লোকে কি বুঝিবে? সকলে সংসার লইয়া, অসার সুখ সম্পদ, বৃথা জল্পনা ও আমোদ লইয়া ভুলিয়া রহিল, ভক্ত রস সাগরে অবগাহন করিয়া তদুপরি সুখে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের চন্দ্র সহস্র ধারে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে প্রীতি কলিকা বিকসিত হইয়া মধু গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিল, ভক্তি বারি সম্পৃক্ত শীতল প্রেম বায়ুর হিল্লোলে ভক্তের জীবন মধুময় হইয়া গেল, জাগ্রত থাকিয়া কে এই শোভা দেখে? কেহই নহে, ভক্ত এবং ভক্ত বৎসল উভয়ে নির্জ্জনে বিরলে বসিয়া এইরূপে আমোদ করিতেছেন, আর ভক্তিরাজ্যের পরম রমণীয় শোভা দর্শন করিতেছেন। গুপ্ত সহবাসের উন্নত অধিকারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর হৃদয়কে আকর্ষণ করুক এবং ইহার সুমধুর রসাস্বাদনে সকলের অনুরাগ বর্দ্ধিত হউক!

পতন ও নিরাশা।

আপনাপন আদর্শ অনুসারে বিলম্বে বা অবিলম্বে অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। যিনি সামান্য প্রলোভন ক্ষুদ্র পরীক্ষা সকল অতিক্রম করিতে পারেন তিনি গুরুতর প্রলোভন এবং কঠিনতর পরীক্ষায় পতিত হইলে আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন না। যৌবনের নবোদ্যমে নবীন ধর্ম্মোৎসাহের সময় যিনি বীরের ন্যায় অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পরিনত বা প্রাচীন বয়সে তাঁহাকে অতি সহজে পাপের হস্তে পতিত হইতে হয়। কেহ প্রতিকূল অবস্থায় প্রভূত ধর্ম্ম বল প্রকাশ করিয়া অনুকূল অবস্থায় পাপের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, কেহ বা অনুকূল অবস্থায় পবিত্র চিত্ত ধর্ম্মানুরাগী থাকিয়া প্রতিকূল অবস্থায় অবিশ্বাস নিরাশার কূপে আত্মবিসর্জ্জন করেন। উচ্চ নীচ, সম্পদ বিপদ, রোগ সুস্থতা সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের পতন আছে। জীবনের গতিই পতন ও উত্থান, একবারে নির্বিঘ্নে কেহই আদর্শের নিকট পৌঁছিতে পারেন না। মনুষ্য জীবনের উন্নতির বিধান যদি এইরূপ হইল, যিনি যে সোপানে আরোহণ করেন যদি অল্পাধিক সকলেরই পতন সম্ভাবনা থাকিল তবে লোকে নিরাশ হইয়া সমুদয় চেষ্টা পরিত্যাগ করে কেন? অপূর্ণতা যদি মানব স্বভাবের ধর্ম্ম হয় তবে তাহার তারতম্য দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইবার অভিপ্রায় কি?

নিরাশের কারণ আছে, ইহা পাপ যাতনা ও আত্মগ্লানির বিষম ফল। যিনি যত দূর উচ্চ হইতে পতিত হন তাঁহার মনস্তাপ আত্মগ্লানি তত অধিক হয়। শৈশবাবস্থায় বালক বালিকারা বারম্বার পতিত হইয়া আঘাত পায়, এমন কি সময়ে সময়ে অনেক উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়াতে তাহাদের অস্থি পর্য্যন্ত ভগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু কাল সহকারে তাহাদের ভগ্নাস্থি ব্যথিত অঙ্গ সুস্থতা লাভ করে। বৃদ্ধ বয়সের সুপক্ব অস্থি ভগ্ন হইলে আর তাহা প্রায় পুনঃ সংযোজিত হয় না। আত্মার সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্ত বিলক্ষণ সংলগ্ন হইতে পারে। ধর্ম্ম সাধনের প্রথমাবস্থায় বার বার পদস্খলন হইলেও পুনরুত্থানের আশা ভরসা যথেষ্ট থাকে; যত দিন ঈশ্বর, পরকাল, পাপ পুণ্য বিষয়ে উদাসীন হইয়া

লোকে নিরন্তর প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান হয় তথনও তাহার আশা নির্ব্বাণ হয় না; কিন্তু পাপ অধর্ম্মে বহুকাল জীবন ক্ষয় করিয়া শেষাবস্থায় যে ধর্ম্মের শরণাগত হইয়াছে, উৎসাহের সহিত কিছু কাল সাধন ভজন করিয়াছে তাহার ফলও পাইয়াছে, তাহার যদি পুনরায় অধঃপতন হয় তবে সে বড় ভয়ানক অবস্থা। যিনি অনেক দিন হইতে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মোপসনার বলে আপনাকে বহু পরিমাণে উন্নত পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ কখনও তাঁহার যদি পতন হয় তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ গুরুতর আঘাত পাইতে হইবে। এই জন্য যে তাঁহার এ জগতে কোথাও আর আরামের স্থল থাকিবে না। তথন এক দিকে তিনি নিজে এই মনে করিবেন যে, এত দিন যত্ন চেষ্টা করিয়া যদি শেষ দশা এই হইল তবে আর আমার কোন উপায় নাই, পূজা অর্চনা, ইন্দ্রিয় সংযম, সাধুসঙ্গ করিয়া আর কি করিব? অপর দিকে লোকে তাঁহাকে মহা পাষণ্ড দুরাত্মা বলিয়া ঘৃণা করিবে, দয়াময় পতিতপাবন ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর তখনও যে আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে যে শত পাপে অপরাধী,তাহা কেহ ভাবিবে না, কিন্তু চির কাল ঐ ব্যক্তিকে অতি ঘৃণিত জঘন্য বলিয়া নিন্দা করিবে। এই দুই কারণে তাঁহার পতনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর প্রতীয়মান হয়, নিরাশা এই গুরুতর আঘাতের ফল।

লোকগঞ্জনা আত্মগ্লানি অপেক্ষা নিরাশা পাপের এক বিষম দণ্ড। ইহাতে মনুষ্য গভীর হইতে গভীরতম নরককুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার অপরাধ এত অধিক যে, সে ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী তখন আর শুনিতে পায় না। সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মহা সঙ্কট কালে চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অগতির গতি পাপীর বন্ধু পরমেশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছেন “হে পাপভারাক্রান্ত সন্তান সকল! আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব।” হে পতিত নিরাশ মনুষ্য! কেন আর তবে দুঃখের অকূল পাথারে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। সকল দিক্ অন্ধকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রেমময় দীনবন্ধু ঈশ্বরের প্রেমদৃষ্টি কি তোমার অশ্রুবিন্দু গণনা করিতেছে না? নিরাশগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কি ভীষণ আকৃতি! তাহারা স্বর্গ এবং পৃথিবীকে কেবল অভিসম্পাৎ করে, কিন্তু দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রন্দন করিতে চাহে না। সে আপনার দোষে পাপ করিল, শেষ অবিশ্বাসী হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িল, উপাসনা ত্যাগ করিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নাম যেখানে আছে সেখানে যাইব না। কোথায় দিবানিশি ক্রন্দন করিবে, কাতর হৃদয়ে পতিতপাবনের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিবে, কুসংসর্গ, কুস্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের পদাশ্রয় লইবে তাহা নয়, কেমন করিয়া পাপক্রিয়া দ্বারা পাপের বোধ শক্তিকে এককালে বিনাশ করিয়া আত্মগ্লানি লোকলজ্জার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবে তাহারই চেষ্টা করে। কি ভয়ানক বিকৃতি। অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে তবে মদ্য পান করিয়া, কুসঙ্গে আমোদে মাতিয়া সকল বেদনা বিস্মৃত হও। কি ভয়ানক ব্যবস্থা! বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া, সে পথ পাইবার উপায় ছাড়িয়া অবিশ্বাস নিরাশা ও পাপের সমুদ্রে গিয়া ঝম্প প্রদান করিলে কি হইবে? দুই দিনের জন্য পাপ যাতনা বিস্মৃত হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যু আছে, পরলোক আছে, সেখানে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার আছে। অতএব যৌবনেই হউক বা বার্দ্ধক্যেই হউক, অল্প উচ্চ হইতে পতিত হও কিম্বা অধিক উচ্চ স্থান হইতেই পড়, নিরাশ হইবে না। উদ্ধারের আশা সকলেরই আছে। নিরাশা হওয়ার আর এক অর্থ এই যে, আরও পাপ করিব। এ প্রকার দুর্ম্মতি যেন কোন পতিত ব্রাহ্মের না হয়।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

২৩৩ পৃষ্ঠার পর।

যখন হজরত মহম্মদ নিহত হইয়াছেন বলিয়া মদিনাতে জনরব উঠিয়াছিল তখন ফাতেমা গৃহের পশ্চাৎ ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। একজন পলায়িত সৈন্যকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চাহিলেন যে তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া পিতৃদেবের বিবরণ অবগত হয়েন। লজ্জা তাহাতে বাধা দিল। যাহা হউক সেই পল্লীর কোন এক ব্যক্তি সিপাহীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে এই বলিল “যুদ্ধাভ্যন্তরের অবস্থা জানাইতে পারিনা, যার দেশ শোণিত লিপ্ত দর্শনকর।” সেই ব্যক্তি

এই মর্ম্ম ফাতেমাকে জানাইল। ফতেমা রোদন করিতে লাগিলেন ও মহাচিন্তাকুল হইলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল হে মুসলমান সকল! তোমাদের পেগাম্বর হত হইয়াছেন। ফাতেমা এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অন্য অন্য মহিলাগণ মুখে জল সেক করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা আপনোদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ অন্তর সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি পিতা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর অবগুণ্ঠিত বদনে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে পদ ব্রজে আহদগিরি অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার বিমাতা আয়সা ও হজ্‌রত মহম্মদের পিতৃস্বসা মফিয়া এবং অন্য অনেক মহিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। পথে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিল "দেবি! তুমি কোথায় যাইতেছ?,, ফাতেমা বলিলেন পিতৃ দেবের নিকট যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু চলিতে পারিতেছিনা। সেই নারী বলিল 'সৈয়দ নন্দিনি! তুমি এস্থানে অবস্থান কর, আমি যাইব আমি তোমার জন্য সংবাদ আনয়ন করিতেছি। তোমার মহামান্য পিতা তোমাকে এই অবস্থায় দর্শন করিলে ব্যথিত হইবেন।" এই কথা শুনিয়া ফাতেমা এক প্রাচীরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন বালে! পিতৃদেবকে দর্শন করিবামাত্র আমার সেলাম ও মিনতি জানাইবে ও আমার অবস্থা তুমি যাহা দেখিতেছ নিবেদন করিবে। স্ত্রীলোকটী চলিয়া গেল।ফাতেমা শোকার্ত্ত ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই নারী সমর ভূমিতে উপনীত হইয়া যাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাকেই হজরত মহম্মদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহার পিতা ভ্রাতা ও পুত্র আহত হইয়া রণক্ষেত্রে নিপতিত ছিল, সে তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়াও উপেক্ষা করিয়া ব্যাকুল অন্তরে হজ্‌রত মহম্মদের অন্বেষণ করিতে করিতে আহদ গিরিসন্নিধেশে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল যেখানে হজ্‌রত মহম্মদ গুহা হইতে নির্গত হইয়া রণ পতাকার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণ তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল নারী দেখিয়াই তাঁহার চরণে আসিয়া নিপতিত হইল এবং নিবেদন করিল "মহাত্মন্! ফাতেমার সেলাম আনয়ন করিয়াছি। তাঁহার সংবাদ তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? নারী সমদায় বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "তুমি শীঘ্র প্রতিগমন কর ও আমি জীবিত আছি এই সংবাদ তাহাকে প্রদান কর। ও কোন দ্বিধা না করিয়া তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" উক্ত স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ফাতেমার নিকটে যাইয়া এই শুভ সংবাদ দান করিল ও সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে হজ্‌রত মহম্মদের নিকটে লইয়া আসিল। তিনি বাৎসল্যভরে ফাতেমাকে ক্রোড়ে করিলেন। ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন হজ্‌রত মহম্মদ নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

উদ্দেশ্য সাধন।

রবিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১০৯৩ শক।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তাহার ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে? যে অবস্থায় সর্ব্বদাই জাগ্রৎ হইয়া থাকিতে হয় সে অবস্থায় যে ব্যক্তি অচেতন হইয়া পড়ে এবং জানিয়া শুনিয়া আপনাকে শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করে তাহা অপেক্ষা নির্ব্বোধ জগতে আর কে আছে? জীবন রূপ নির্দ্দিষ্ট সময় দিয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেকের উপর এক কার্য্য ভার দিয়াছেন যে শত বর্ষ সাধন করিলেও তাহা নিঃশেষ হয় না। আমরা যদি সে ভার ভুলিয়া সকল প্রকার ধর্ম্ম-জ্ঞান, ধর্ম্ম-চিন্তা, এবং ধর্ম্ম-কার্য্য বিরহিত হইয়া আলস্য এবং সংসার সুখে মোহিত হইয়া থাকি তবে আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ আর কে আছে? জীবন এবং সময়ে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই, অতএব আপনাকে বিনাশ করা যদি আত্ম-হত্যা হয় তাহা হইলে সময়কে বিনাশ করা কি আত্ম-হত্যা হয় না? যে ব্যক্তি সময় বিনষ্ট করিতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনাকে আত্ম-হত্যা দোষে কলঙ্কিত করিতেছে।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা কি করিলাম যদি আলোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখি আলস্য, নিদ্রা এবং সংসারের উপাসনাতেই সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। যদি এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায় তবে আমাদের কি ভয়ানক অবস্থা! দিনের সমষ্টি মাস,এবং মাসের সমষ্টি সমস্ত বৎসর যদি এই প্রকারে ধর্ম্মশূন্য উৎসাহশূন্য এবং পবিত্রতাশূন্য হইল তাহা হইলে যে জীবন ধারণ বৃথা। সময় বিনষ্ট হইলেই জীবন বিফল হয় ইহা কে অস্বীকার করিবে? যে সময়, জীবনের আকর যদি তাহাতেই গরল প্রবেশ করিল তবে আর সুখ কোথায়? আমাদের মধ্যে কে বলিতে পারেন, যে তাঁহার সময় কখনও বিনষ্ট হয় নাই; কিন্তু সমস্ত মাস এবং সমস্ত বৎসর তিনি ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন? কে না সময়কে বিনষ্ট করিয়া গভীর পাপে জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন? ফলতঃ সময় আর কিছুই নহে, ইহারই নাম জীবন কিম্বা ইহকাল। যে পরিমাণে সময়কে দুশ্চিন্তা, অসাধু কার্য্য, কিম্বা নিদ্রাতে নিক্ষেপ করি সেই পরিমাণে জীবনকে বিনষ্ট করি। সময়ের অসদ্ব্যবহার সামান্য

দোষ নহে। এই পৃথিবীতে ষাট বৎসর বসতি করিয়া যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় দেখিবেন, যে তাঁহার জীবনের কেবল দশ বৎসর সদনুষ্ঠানে গত হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট পঞ্চাশ বৎসর আলস্য, নিদ্রা এবং অপবিত্র কার্য্যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই ঘোর অনুতাপ অগ্নিতে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইবে, এবং দুঃসহ আত্মগ্লানি তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে।

আমরা ইহকালে অতি অল্প সময় পাইয়াছি তাহার অধিকাংশও যদি অবহেলা করিয়া বিনষ্ট করি তবে আমাদের কি উপায় হইবে? ঈশ্বরের কার্য্য এত অধিক যে সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিলেও সম্পূর্ণ রূপে তাহা সাধন করা যায় না। এই অবস্থায় আমরা ষাট বৎসর বাঁচিয়া যদি কেবল নিজের কার্য্যেই সেই সময়টুক অতিবাহিত করি তবে কোন্ মুখে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব? ঈশ্বর আমাদিগকে কি জন্য জীবন দান করিলেন, এবং আমাদের নিকট তিনি কি প্রত্যাশা করেন, এ সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া যদি কেবলই আমরা আলস্য, নিদ্রা এবং স্বার্থপরতায় সমস্ত সময় বিনষ্ট করি তাহা হইলে কিরূপে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব? এইজন্য সাবধান হইতেহইবে। যদি নিদ্রা দিন দিন এক ঘণ্টা করিয়া আমাদের সময় অপহরণ করে, অনেক বৎসরের সমষ্টি করিলে তাহা ভীষণ ব্যাপার হইবে। অল্প সময় বলিয়া এক ঘণ্টার জন্য অনেকের দুঃখ হয় না। ইহা বিষম ভ্রম। বড় বড় পাপ দূর করিবার জন্য সাধারণতঃ সকলেই সাবধান হন, এবং অনেক সময় তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন কিন্তু ক্ষুদ্র পাপ সকল বিনাশ করিবার জন্য আমরা তেমন সচকিত থাকি না; এজন্যই তাঁহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করে। এই সামান্য চোর সকল যে কত ব্রাহ্মের ধর্ম্মধন হরণ করিয়াছে চিন্তা করিলেও ভয় হয়। চল্লিশ বৎসর হইতে অধিক হইল ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই চল্লিশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক কত দূর চলিয়া যাইতে পারিত; কত দেশের অন্ধকার তিরোহিত করিতে পারিত; কিন্তু আমার দোষে ইহা এখনও ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। আমরা যদি যথা পরিমাণে কার্য্য করিতাম তাহা হইলে আজ ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কত উন্নত হইত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া আমরা ঈশ্বর হইতে কি এমন কোন কার্য্য গ্রহণ করি সমস্ত দিন যাহা সাধন করিলে রাত্রিতে শান্তি লাভ করিতে পারি? নিদ্রা হইতে উঠিবামাত্র পিতা কি বলিলেন তাহা কি আমরা শ্রবণ করি? শরীরের প্রত্যেক রক্ত বিন্দু প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য আমরা কি অভিলাষ করি? ভ্রাতৃগণ! বল সমস্ত দিনের মধ্যে তোমরা কত সময় নষ্ট কর, এবং কত সময়ের সদ্ব্যবহার কর। সময় নষ্ট করিলে তোমাদের মনে কষ্ট হয়? দিন দিন তোমরা আলস্য, নিদ্রা এবং নিরুৎসাহে সময় নষ্ট করিতেছ তোমরা মনে কর তোমাদের এই পাপ কেহই দেখিতে পায় না; কিন্তু জগৎ তাহা জানিতেছে, সহস্র চক্ষু উন্মীলিত হইয়া তোমাদের এই অপরাধ নিরীক্ষণ করিতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের এই পাপ দেখিতেছেন তাহা গোপন করিতে পার না। যদি ভক্ত হইতে চাও যদি জীবন সার্থক করিতে চাও তবে আলস্য পরিত্যাগ কর; পরীক্ষা করিয়া দেখ সময়ের সাধু ব্যবহার করিলে কি হয়। পাঁচ বৎসর যদি সাধন কর দেখিবে কত ভক্তি তোমাদের হৃদয় অলঙ্কৃত করিবে। দশ বৎসরের সদ্ব্যবহার করিলে ১০০ বৎসরে যাহা পাওয়া যায়না তাহা লাভ করিতে পারিবে। যদি একদিন প্রকৃত রূপে ব্রহ্ম সাধন করিতে পার তবে সেই এক দিনের পবিত্র জ্যোতিতে সমস্ত পরকালের সম্বল করিয়া লইতে পারিবে। একদণ্ড যদি ব্রহ্ম সহবাসে বসিয়া আনন্দিত হইতে পার অনন্তকাল সুখে থাকিবার উপায় লাভ করিতে পারিবে। আমরা এখন কেবল অল্প সময় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য দান করি, অবশিষ্ট সময় কাহারও হয়ত কেবল কার্য্যেতে কাহারও হয়ত কেবল জ্ঞান উপার্জ্জনেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবনের লক্ষণ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য করিলাম তাহাতেই বা কি, কার্য্য করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, সঙ্গীত করিয়া হৃদয়ের ভার দূর করিলাম তাহাতেই বা কি? শরীরের শক্তি সকল পরিচালনা করিলে অন্তরে সুখোদয় হইবেই ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। পশুরাও এই ভাবে কত কার্য্য করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। পশুর ন্যায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলাম, এবং পশুর ন্যায় আনন্দ লাভ করিলাম, ইহাতে মনুষ্য জীবনের কি লক্ষ্য সিদ্ধ হইল? কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত, কেন না জ্ঞান তাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা কীটের ন্যায় দিবানিশি পুস্তকের মধ্যেই বিচরণ করেন; আপনার ইচ্ছাতে, আপনার জ্ঞান লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ইহা যে সময়ের সদ্ব্যবহার হইল তাহা নহে। কতক্ষণ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিব তাহা তিনিই জানেন হয়ত কোন দিবস সমস্ত দিন ব্রহ্মোৎসব করিতে হইবে, কোন দিবস হয়ত সমস্ত দিন কার্য্য করিতে হইবে। আমরা কেবল কর যোড়ে দণ্ডায়মান থাকিব, পিতা যে আজ্ঞা করিবেন তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিব, কারণ আমরা আপনারা আপনাদের প্রভু নই, পিতা যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা পবিত্র উদ্যমের সহিত সম্পন্ন করিব। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী হইয়া সময়কে যথোপযুক্ত ব্যবহার করিব। নতুবা নিজের ইচ্ছাতে যদি সমস্ত দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা জ্ঞানোপার্জ্জন করি তাহা স্বার্থপরতা, এবং তাহাতে কখনই সময়ের সদ্ব্যবহার হয় না। অতএব ব্রাহ্মগণ, কেবল কার্য্য করিলে কিম্বা কেবল জ্ঞান-লাভ করিলেই যে সময়ের সাধু ব্যবহার হইল কখনও এই প্রকার মনে করিও না। অপরাজিত চিত্তে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিলেই সময়ের যথার্থ সাধন হয়। যে দিন পিতার আজ্ঞা পালন করি নাই সেই দিন তাঁহার প্রত

অমূল্য সময় রত্ন নষ্ট করিলাম ইহা মনে করিয়া যেন আমরা দুঃখিত হই। সময়ের অপব্যবহার করিয়া অনুতপ্ত না হইলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবে অবশেষে মৃত্যুর সময় দেখিব জীবন বৃথা কার্য্যে অবসান হইল, তখন অনুতাপ এবং আত্মগ্লানির শেষ থাকিবে না। পিতা অনেক আদর করিয়া আমাদের হস্তে অনেক কার্য্য ভার দিলেন, তাঁহার কার্য্য করিয়া আমরা সুখী হইব, পরিত্রাণ পাইব, এই তাঁহার অভিপ্রায়, কিন্তু আমরা সমস্ত দিন যদি নিজের এবং সংসারের সেবা করি এবং তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতেছি বলিয়া সমুদয় দিনের মধ্যে পাঁচটী সৎ কর্ম্ম করিয়া যদি ধর্ম্মাভিমান করি, তবে যে আমাদের জীবন ধারণ বৃথা। প্রতিদিন যে পঞ্চাশটী কার্য্য পিতার বিরুদ্ধে সম্পন্ন হয়, সে সকল কাহার কার্য্য? আপনাদের, না জন সমাজের, না পরিবারের? যদি সে সকল ঈশ্বরের কার্য্য না হয় তবে এখনি তাহা গঙ্গা জলে নিক্ষেপ কর। সমস্ত দিন সংসারের দাসত্ব করিয়া কেবল পাঁচটী সৎকর্ম্ম করিয়া কি তোমরা আত্ম—গৌরব করিবে? জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরকে ফাঁকি দিবার জন্য দুই একটী সদনুষ্ঠান করিয়া কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পার? প্রতিদিন ব্রাহ্মেরা এইরূপে ঈশ্বরের নিকট প্রতারণা করিতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মেরা জানেন না, এবং ঈশ্বর কি ইহা দেখেন না যে এই ভাবে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্য অবহেলা করিতেছি? এই সকল ঘটনা প্রতিদিন ব্রাহ্ম জগতে চলিতেছে। আলস্য, নিদ্রা এবং সংসারের কার্য্য জীবনের অধিকাংশ গ্রাস করিয়াছে, এই অবস্থায় প্রাতঃকালে আধ ঘন্টা এবং সন্ধ্যার সময় আধ ঘন্টা উপাসনা করিয়া কি হইবে? প্রতিদিন মহাসাগরের ন্যায় অধিকাংশ জীবন সংসারের উপাসনায় অতিবাহিত হইতেছে। যাহার জীবনে সমস্ত দিন আলস্য, সাংসারিকতা, এবং পশু ভাব তাঁহার পক্ষে আধঘন্টার ধর্ম্ম-চিন্তা কি করিতে পারে? মহাসাগরের ন্যায় সমুদয় দিন যে সংসারের কার্য্য এবং নিদ্রায় বিনষ্ট হইতেছে, ইহার যদি সদ্ব্যবহার হইত তাহা হইলে অনায়াসে পরিত্রাণের নৌকায় আরোহন করিয়া সকলে ভব সাগর পার হইতে পারিতেন। অতএব ব্রাহ্মগণ, প্রতিদিন সাবধান হইয়া কার্য্য কর। ধন্য তিনি যিনি বিবেকের অধীন হইয়া বলিতে পারেন, আমি এখনি মরিতে প্রস্তুত। প্রভুর কার্য্য করিতে যাঁহার আলস্য নাই, মৃত্যুকে তাঁহার ভয় কি? সাধু তিনি যাঁহার অন্তর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এখনি যদি মৃত্যু আসিয়া বলে, "চল, আর এ পৃথিবীতে তোমার বাস করিবার অধিকার নাই।" কে আমাদের মধ্যে এমন সাহসী যিনি মৃত্যুকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর জয় গান করিতে করিতে পরলোকে চলিয়া যাইবেন? কেনা দুঃখের সহিত বলিবেন এখনও আমি জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি নাই, এখনও আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ঈশ্বরের কার্য্য করি নাই এবং এই অবস্থায় কেমন করিয়া পরলোকে যাইব সেই দিন কবে উপস্থিত হইবে যখন আমরা নির্ভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, এবং সেই মৃত্যুর ভয়ানক বাক্যও স্বর্গের সুধার ন্যায় আমাদের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত করিবে? ব্রাহ্মগণ, এখনও তোমাদের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে, শ্রান্ত হইয়াছ বলিলে চলিবে না, শয়ন করিবার সময় নাই, উঠ, জাগ্রৎ হও। যে কাল সময় আছে তাহা পিতার গৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত কর। সকল কর্ম্মকার একত্র হও, আনন্দের সহিত পিতার গৃহ নির্ম্মাণ কর। পিতার জ্ঞান প্রচার, পিতার নাম কীর্ত্তন, এবং পিতার কার্য্য সাধন করিতে করিতে যেন তোমাদের জীবন গত হয়।

হে ঈশ্বর, কবে তুমি পরলোকে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবে তাহারত কিছুই স্থিরতা নাই, কিন্তু আমরা এমন করিয়া জীবন যাপন করিতেছি যেন অনেক বৎসর এখানে থাকিব। তুমি যে বলিতেছ শীঘ্রই কার্য্য সাধন করিয়া লও, কিন্তু আমরা যে তোমার অবাধ্য হইয়া পথে নিদ্রা যাই। একে অল্প জীবন তোমার কাছে পাইয়াছি, তাহাতে ইহার অর্দ্ধেকের অধিক নানা প্রকার আলস্য এবং নিরুৎসাহের ব্যাপারে নিক্ষেপ করিয়াছি। মৃত্যুর দিন যে কাছে আসিতেছে, এ সময়ে আমাদের কাছে আসিয়া দয়া কর। তোমার ব্রাহ্ম সন্তান সকল সময়ের অসদ্ব্যবহার করিলে যে আত্ম হত্যা হয় ইহা বুঝিতেছেননা অনন্তকাল সম্মুখে আছে এই মনে করিয়া বর্ত্তমান কালের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। এই পাপ হইতে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে উদ্ধার কর। আমরা একটু একটু তোমার কার্য্য করিয়া লোকের কাছে কত অভিমান করিয়া বেড়াই। যত ভক্তি সুধা আমাদের পাওয়া উচিত, তাহা বিবেচনা করিলে আমাদের আত্মা দগ্ধ কাষ্টের ন্যায় শুষ্ক, যত জ্ঞানে সুপণ্ডিত হওয়া উচিত তাহার তুলনায় আমরা জঘন্য মূর্খ। যখন মৃত্যু আসিয়া বলিবে চল, তখন বলিতে হইবে, জ্ঞান হইল না, ভক্তি হইল না কেমন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব। জগদীশ, আর এই প্রকার অচেতন অবস্থায় থাকিতে পারি না। আমাদিগকে তোমার অনুগত দাস দাসী করিয়া লও। সেই দিন আনিয়া দাও, যখন যাহা বলিবে তাই করিব, যাহা বলাইবে তাহাই বলিব, যাহাতে কেবল তোমার কার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি আমাদের সকলকে এই প্রকার ক্ষমতা বিধান কর।

ব্রাহ্মিকাসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

বিবেক।

বুধবার, ১লা ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বর আমার নিকটে, আমার যথার্থ গৃহ আমার সম্মুখে; কিন্তু দুয়ের সঙ্গে আমাকে বাঁধিবে কে? ঈশ্বর

জ্ঞান, পরলোক জ্ঞান জন্মিল। বুঝিলাম ঈশ্বর নিরাকার হইয়া আমার কাছে আছেন, বুঝিলাম পরলোক নামে একটী ঘর আমার নিকট। বিপদ কালে নয়ন গোচর হইয়া তাহা আমাদের আশা ভরসা উদ্দীপন করে। ইহাও বুঝিলাম সেই পরলোক শূন্য ঘর নহে, তাহাতে অনেক আনন্দ আহ্লাদ হয়। সুখের পিতা মাতাকে পাইলাম, সুখের ঘর পাইলাম। বাকি কি ব্রাহ্মিকা? দুটী পাইলাম, আর একটী পাইলে সব পূর্ণ হয়। ঈশ্বরকে জানিলাম, তাঁহাকে ভাবিব কেন? পরলোক ঘর থাকিলই বা তার জন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন কি? কেন ঈশ্বরকে দেখা করিতে যাব? কেন পরকালের জন্য প্রস্তুত হব? আমাদের এখানে কত টাকা কড়ি আছে, মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলে কত সুখ হয়। যাহাতে টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম, সুখ সম্পদ বাড়ে এ সকল করিব না কেন? ঈশ্বর, ঈশ্বর, পরকাল, পরকাল করিয়া কেন মরিব? খুসি হয় করিব, না হয় করিব না। যদি একটু একটু পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি মানুষকে শক্ত কথা বলিলে সুখ হয় কেন সেইরূপ করিব না? এমন সময় কোথা হইতে গম্ভীর ধ্বনিতে একটী কথা আসিল "যাহা আদেশ তাহা পালন কর।" মনের ভিতর গিয়া দেখিলাম, কে এই কথা বলিল বুঝিতে পারিলাম না। মন চঞ্চল হইল, ঐ বিষয়ে সন্দেহ রহিল। এমন সময় একটী গম্ভীর স্বর কোথায় হইতে আসিল! কল্পনা প্রিয় লোক বলিল কল্পনা। "যাহা সত্য, যাহা আদেশ তাহা সাধন কর" এ অবশ্য কোন রাজার কথা। কোন বড় লোক, কোন গুরু জনের কথা। ঠাওরে দেখি কোন মানুষ বলিল না নিরাকার মুখ হইতে বাহির হইল। সেই গম্ভীর স্বর গা কাঁপাইয়া দিল। পাপ করিতে যাইতেছিলাম, সংসার বাজারে নানা প্রকার জঘন্য জিনিষ কিনিতে যাইতেছিলাম, সেই স্বর শুনিবা মাত্র আর পা অগ্রসর হয় না, আর হাত এগোয় না। মাথায় হাত দিয়া বসে পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তুমি? তোমার আজ্ঞা কি? অবশ্যই তুমি আমার গুরু, নতুবা তোমার কথার এমন গুরুত্ব কেন? মনের বিবেক আত্ম—পরিচয় দিল, বিবেক বলিল আমি রাজার প্রতিনিধি, নিজে রাজা নই। আমার ভিতর দিয়া স্বর্গের রাজা রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। কোন্ পথে যাবে, কোন্ পথে যাবে না, কোন্ কার্য্য করিবে, কোন্ কার্য্য করিবে না, কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিবে সমুদয় বলিয়া দিব। আমার সমুদয় বিধি বলিয়া দিব একটী কথা নড় চড় করিতে পারিবে না। যখন বিবেকের মুখে এই কথা শুনিলাম তখন দীক্ষা হইল, সেই প্রথম শুদ্ধতার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মিকা, তুমি কি সেই কথা শুন নাই? যেমন ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে এই দুই সত্য, ঈশ্বর কথা কন, ইহাও তেমনি সত্য। পিতার কথা শুনা চমৎকার ব্যাপার। ঈশ্বরের নিকট কথা শুনা, গুরুর উপদেশ শুনা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন দেখিবে মনের মধ্যে কোন পাপ নাই, রাগ নাই, মোহ নাই, কলহ নাই, তখন একাকী শান্ত ভাবে বসিয়া মনের ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করিও, তখন ঈশ্বরের যে দুই পাঁচটী কথা শুনিবে, তাহাতে জীবন পবিত্র হইবে। তোমরা বই পড়, লোকের কাছে উপদেশ শুন; কিন্তু তোমাদের প্রাণের ভিতরে যে এক জন গুরু, এক জন আচার্য্য আছেন তাঁহার একটী কথা শুনিলে আর কোন প্রকার সংশয় থাকিবে না। তাঁহার কথা বজ্র ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি যদি বাজারের কোলাহলের মধ্যে বাড়ী কর, আর তোমার নিকটে যদি "হারমোনিয়াম" বাজে তুমি কেমন করিয়া তাহা শুনিবে? তুমি স্থির হয়ে বসো তবেত এই গুরুর কথা শুনিবে। মানুষ—গুরুকে ছেড়ে পালান যায়; কিন্তু এই গুরুকে অতিক্রম করা যায় না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রিতে শুইতে যাই, সবাই ঘুমালো; কিন্তু এই গুরুর নিদ্রা নাই, ইনি পাপীকে খোঁচা মারছেন, কষ্ট দিচ্ছেন, ধমক দিচ্ছেন। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেকের কি ভয়ানক আওয়াজ, সেই আওয়াজ আমাদিগকে দুষ্ট দেখিলে আরও ধমক দেয়। ঈশ্বর নাকি বুড় দয়াল, এই জন্য তাঁহার আদেশে এই সদ্গুরু আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। শান্ত হও, অনেক কথা শুনবে। গুরুর কাছে অনেক লেখা আছে। সকাল বেলা শয্যা হইতে উঠে কি করিবে, কার প্রতি কি কর্ত্তব্য, সেই গুরু বলে দিবেন। তোমার প্রাণের গুরু বিবেক যখন বলিবেন, তুমি এটী কর না, খবরদার দেখ সেটী কর না। যদি বিবেকের কথা লঙ্ঘন কর তবে পরে তাঁহার কথা কম শুনিবে। বিবেকের কথার প্রতিবাদ করিলে অনেক বৎসর তাহার শাস্তি সহ্য করিতে হইবে। অতএব বিবেককে যত্ন করে রেখ। বিবেক যাহা বলিলেন তাহা করো। ব্রাহ্মিকা, সাবধান বিবেকের কথা লঙ্ঘন করিও না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপদেশ।

রবিবার, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯৮ শক।

ইতিহাস সমুদয় বিদ্যার মূল, কেননা ইহার পৃষ্ঠাতে সমস্ত মানব জাতির কীর্ত্তি লিখিত হয়। ইতিহাসে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নীচত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি শ্রেষ্ঠ হইতে চাও, যদি দোষ, লজ্জা হইতে মুক্ত হইয়া সৎকার্য্যে উৎসাহী হইতে চাও তবে ইতিহাস পাঠ কর। কোন্ ইতিহাসের কথা বলিতেছি? ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসের

কথা। যেমন পৃথিবীর বিদ্যালয়ে নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিতে হয়, তেমনি ধর্ম্ম বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম জীবনের ইতিহাস পাঠ করিতে হয়। ধর্ম্মালয়ে ইতিহাস কোথায়? নানা জাতির ধর্ম্ম গ্রন্থের কথা বলিতেছি না। তাহা অপেক্ষা নিগূঢ় গ্রন্থের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদ্র বিশেষ, তাহা মন্থন করিয়া রত্ন লাভ করা অনেক সময়ের কার্য্য। এক খানি ইতিহাসের পুস্তক তোমার নিকটে লুকায়িত আছে, যাহা তুমি পাঠ কর নাই। ঋকবেদ, যজুর্ব্বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল এবং কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছ; কিন্তু সেই ইতিহাস বন্ধ রহিয়াছে, তাহার পত্র পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই। অন্য সকলের ইতিহাস পড়া হইল; কিন্তু নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করা হইল না। আমার সম্পর্কে মঙ্গলময়ের ইচ্ছা কি তাহা যদি কেহ আমাকে শিক্ষা দিতে পারে তাহা আমার আপনার জীবনের ইতিহাস। আমার সম্বন্ধে অন্য কোন স্থানে ঈশ্বরের অঙ্গুলি-লিখিত গ্রন্থ নাই। তাঁহার নিজের স্বাক্ষর যদি কোথায়ও থাকে তাহা আমার নিজের জীবন পুস্তকে। আমার জীবনে যে সকল বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা আমি আপনি আপনার মস্তকে আনি নাই, যে সকল পাপ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, আমার নিজের চেষ্টাতে সে সকল হইতে অব্যাহতি পাই নাই। বাস্তবিক আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে ঈশ্বরের হস্তের স্বাক্ষর রহিয়াছে। জীবন শব্দের অর্থ কি? যাহা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে, যাহা ঘটিবে। যে সমস্ত আন্তরিক শক্তি ব্যবহার করিয়াছি, ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহার করিব, সে সমুদয় জীবনের মূল। অতএব যত দিন এ সকল শক্তি থাকিবে তত দিন, আমার জীবনের ভিতরে, আমার প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি কার্য্য করিবে। হইতে পারে অতীত জীবনের ঘটনা সকল এক প্রকার অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনা সকল অন্য প্রকার অক্ষরে লিখিত হইবে। কিন্তু গত জীবনে যিনি আমাকে আশ্চর্য্য রূপে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় পুরুষই ভবিষ্যতেও আমার সমক্ষে কোন পাপ প্রলোভন আসিলে তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। পূর্ব্বে যিনি পাপ ছাড়িবার জন্য গভীর অর্থপূর্ণ সঙ্কেত করিয়াছেন পরেও তিনিই প্রত্যাদেশ করিয়া আমাকে পুণ্য পথে লইয়া যাইবেন। প্রলোভন অতিক্রম করার উপরে ভবিষ্যতের জীবন নির্ভর করে। হে মনুষ্য, তুমি ঈশ্বরের নিকটে পরিচিত ব্যক্তি। তোমার এবং তাঁহার সঙ্গে অনেক ঘটনা হইয়াছে। এই জন্য নয় যে তুমি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই জন্য যে তুমি তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত। অতএব জিজ্ঞাসা করি তোমার গত জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইতে বর্ত্তমান সময়ে তোমার জীবন সম্পর্কে ঈশ্বরের কি ইচ্ছা এই বিষয়ে কি কোন আলোক পাও? গত জীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া কি বর্ত্তমান সময়ের কঠিন প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে পার? ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি চলিবে পূর্ব্ব ঘটনাবলীর আলোক দ্বারা কি ইচ্ছা বুঝিতে পার? যদি নিজের জীবনে অন্ধকার দেখ তবে আর কেহই তোমাকে আলোক দিতে পারিবে না। তোমার কঠিন প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজের জীবন পুস্তকে লিখিত আছে। প্রতি দিন আপনার জীবনের ইতিহাস পাঠ কর, দিব্য জ্ঞান পাইবে, আলোক পাইবে, সুমধুর সান্ত্বনা পাইবে। সকল লোক তোমার বিপক্ষ হইলেও তোমাকে বিপথে লইয়া যাইতে পারিবে না, তোমাকে দুঃখ দিতে পারিবে না। তোমার নিজের জীবন ইতিহাসে তোমার সম্পর্কে ঈশ্বরের বিধান সকল পরিষ্কাররূপে তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন। সেই জ্ঞানপূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমার আপনার জীবন পুস্তক দ্বারা তোমাকে যে সকল গভীর শিক্ষা দিয়াছেন, সে সকল বারম্বার অধ্যয়ন কর। কিরূপে মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিবে, কিরূপে গূঢ় পাপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এ সকল পথ সেই পুস্তকে অঙ্কিত আছে। কেমন করিয়া যাতনা দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল এবং গভীর হয় এ সকল সঙ্কেত তোমার জীবনের ইতিহাসে ঈশ্বরের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করে, আপনার জীবনে তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা অনুভব করে, ঘোর বিপদের মধ্যে, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মধ্যে, ঈশ্বরের সুমধুর সান্ত্বনা এবং আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করে তাহাকে কেহ বিনাশ করিবে এমন সম্ভাবনা নাই। কি আক্ষেপের বিষয় আমার সঙ্গে আমার ইষ্ট দেবতার ক্রীড়া আর সকলে দেখিল; কিন্তু আমি নিজে দেখিলাম না। আমার সম্পর্কে ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়, আমি যদি জানিতে পারি, আমার জীবনের ইতিহাস যদি আমি পাঠ করিতে পারি তবে যাঁহাদের দ্বারা ঈশ্বরের বিধান রূপ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে আমিও তাঁহাদের এক জন হইব। নিজের জীবন না পাঠ করিতে পারিলে অন্ধকারে থাকিব, ঈশ্বরের বিধান আমার নিকট প্রকাশিত হইবে না।

ব্রাহ্ম সঙ্গত।

১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার।

প্র। আত্ম জীবনে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা কিরূপ?

উ। আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব নির্ম্মল চরিত্র ধর্ম্ম পরায়ণ সাধুদিগের জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অনেক উপকৃত হইয়াছি। সাধু জীবনে যে যে ধর্ম্মের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের আত্ম জীবনের অনেক লক্ষণ আমাদিগকে প্রদান করে। তথাপি ইহা বলিতেই হইবে প্রত্যেকের

স্বকীয় জীবনে মঙ্গলময়ের কার্য্য প্রণালী যেমন পরিষ্কার এমন আর কোথাও নহে। সাধু জীবনে সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী বুঝা যায় কিন্তু সে প্রণালীর প্রত্যেক অক্ষর নিজ জীবনে পাঠ না করিলে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। মনুষ্য নিজের ভাবের আলোকে সাধু জীবন পাঠ করে সুতরাং ক্রাইষ্ট আদি মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে লোকের এত বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের অভ্রান্ততা ও উজ্জ্বলতা কোথায়? মনে কর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, পূর্ণপবিত্র এই সমুদয় নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ না করিলে উপদেশে কি সাধু জীবন পাঠে কি বুঝিবে? বিশেষতঃ অপর এক ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার প্রতি ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিব? কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হয় বটে, কিন্তু একেবারে সন্দেহ ভঞ্জনের উপায় কোথায়? এই জন্য আমরা স্বীকার করি সাধু জীবন পাঠে অনেক উপকার আছে বটে কিন্তু তাহা আত্ম জীবনে ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী বুঝার তুল্য নহে। এইজন্যই এক জন বলিয়া গিয়াছেন যে সক্রেটিস, যিশু কি পল অপেক্ষা, স্বীয় জীবন আলোচনা করা লোকের নিকট অধিক উপকারী। ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আপনার কাছে বাহিরে নহে। আত্ম জীবনে ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী বুঝিবার জন্য "Know thyself" আপনাকে জান এই উপদেশটী অত্যন্ত সারগর্ভ। মনুষ্যের পক্ষে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি, গুণগ্রাম যত অজ্ঞাসিত থাকে ততই ভাল, কিন্তু আমার অন্তরে থাকিয়া ঈশ্বর কি রূপে কার্য্য করিতেছেন, তাহা জানাই প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান। আমার মধ্যে তিনি এই স্থান টুকু অধিকার করিয়া আছেন, অর্থাৎ আমার এই এই ভাবের মধ্যে তাঁহার শক্তি ও অভিপ্রায় কার্য্য করিতেছে, আমি তাঁহার মধ্যে এই বিন্দু মাত্র স্থান লাভ করিয়াছি, আমি এই এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় করিয়া থাকি, তাঁহার বর্ত্তমানতা আত্মার মধ্যে, তিনিই আত্মার প্রাণ এই সমুদয় অনুভব করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জীবন ইতিবৃত্তের কলঙ্কময় অনেক অধ্যায় আমি লিখিয়াছি কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক পরিচ্ছেদ ঈশ্বর স্বয়ং স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর আছে। সেই সেই স্থলে তাঁহার ক্ষমতা প্রেম শান্তি এবং অগ্নিময় উৎসাহ জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হয়। ইহা পাঠ করিলেই আমার অন্তরে তাঁহার কার্য্য প্রণালী এবং আদেশ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যিনি এই ভাবে আত্ম জীবন পাঠ করিয়াছেন তাঁহারই ধর্ম্ম প্রামাণিক authoritative অটল এবং স্থায়ী, তিনিই ধর্ম্ম জগতে দাঁড়াইবার একটী সুদৃঢ় ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারবিশ্বাস অকাট্য, মন শান্ত, হৃদয় বিনয় এবং ভক্তিপূর্ণ। এইরূপ আত্মজ্ঞানেই অহংকারের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

প্র। মহাপুরুষগণ কি এইরূপে তাঁহার কার্য্য প্রণালী পাঠ করেন?

উ। তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী পাঠ করিবেন কি? তাঁহাদের পক্ষে ঐশ্বরিক অভিপ্রায় আত্মার স্থায়ী অবস্থা। ইহা তাঁহাদের মধ্যে মহোত্তেজিত প্রবৃত্তির ন্যায় কার্য্য করে সুতরাং তাঁহারা তাঁহার হাতের যন্ত্র স্বরূপ। অপর সাধারণের জীবনে তাঁহার অধিকৃত স্থান অতি সংকীর্ণ, কেহ কেহ বা আদেশ অনুসারে চলিয়া ঐ স্থানকে কিঞ্চিৎ প্রসস্ত হইতে দেন কিন্তু অত্যুন্নত সাধু জীবনের সমস্ত প্রদেশ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা সমাচ্ছাদিত, তাঁহার ইচ্ছার আর স্বতন্ত্রতা দেখা যায় না। সুতরাং তদ্রূপ পুরুষদিগের মধ্যে একজন "আমি এবং আমার পিতা একই" এই উচ্চ বাক্য বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনেকে জীবনের মহামূল্য অংশ গুলিকে তাচ্ছিল্য করেন, বলেন আমাতে ও সব ঈশ্বরের ভাব ও কার্য্য কিছুই নাই, আমি নরাধম, আমার পক্ষে কি ইহা সম্ভব? এইরূপ ভাব প্রকৃত বিনয় নহে—ইহাই বাস্তবিক নিরাশা এবং সকল সর্ব্বনাশের মূল। অতিশয় অনুন্নত লোকের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, সুতরাং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবেন আমার জীবনেও এরূপ একটী স্থান আছে। যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম সে ঘটনাটি কি? "ঈশ্বর দ্বারা আহুত" ইহার অর্থ কি? আমরা বলি যে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই, অবস্থার চক্রে পড়িয়া এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। "অবস্থার চক্রের" অর্থ ঈশ্বরের প্রবল ইচ্ছা। যাহা আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, এবং অতীত জীবনের বিপরীত, আমা হইতে নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যদি আমার জীবনে তাহা ঘটে তাহা হইলে সে স্থলে ঈশ্বরের কার্য্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এখন দেখিতে হইবে সেই ইচ্ছা জীবনের কোন্ বিভাগে কার্য্য করিয়াছে। তথায় তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়া তদ্রূপ অবস্থা যখন জীবনে ঘটে তখন উপাসনায় কি অন্য কোন ভাল মুহূর্ত্তে পাপ কাহাকে বলে, প্রকৃত প্রার্থনা কি, পরের সহিত সম্পর্ক কি, ঈশ্বরের স্বরূপ গুলি কি রূপ, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার বিধান কি না এই সমুদয় কূট প্রশ্নের মিমাংসা তাঁহার লিখিত জীবন ইতিবৃত্ত হইতে লাভ করিতে পারিলেই সকলে পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া তাঁহার অঙ্গুলির নির্দ্দেশ অনুসারে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। যিনি আত্ম জীবনে এইরূপ আলোক প্রাপ্ত না হন তাঁহার নিকট সকলই অন্ধকার, অবিশ্বাস ও নিরাশার মেঘ তাঁহার চক্ষু হইতে সকল উন্নতির পথ আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ঈশ্বর কেমন, তিনি আছেন কি নাই এই সমুদয় বিষয় যাহার মন পরিষ্কার রূপে বুঝিতে না পারে তাহার আবার ধর্ম্ম কি, তাহার নিকট সকলই মিথ্যা অথবা গভীর সন্দেহের বিষয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যও এই উপায় দ্বারা জানা যায়, কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই নহে; কিঞ্চিৎ উন্নতির পর। যাঁহার লক্ষ্য ঠিক করিয়া না লইলে চলে না, অথবা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা যাহার লক্ষ্য স্থির হইয়া যায় তাহার পক্ষেই তাহা

সহজ। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের মিমাংসা সকলের পক্ষেই আপাততঃ প্রয়োজন, সেই সমুদয় বিষয়ের জীবন হইতে মিমাংসা সকলের সম্বন্ধেই সম্ভব।

প্র। কাহার কাহার মন দৃঢ়, সকল বিষয়ে সহজে একটা মিমাংসা করিতে সক্ষম তাহাদের পক্ষেই এরূপ করা সহজ, কিন্তু যাহারা তদ্রূপ নয় তাহারা কি করিবে?

উ। যাঁহারা দৃঢ়-প্রকৃতি বিশিষ্ট তাঁহারাই বরং এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে চেষ্টা করেন, জীবনের গতি সহজে পরিবর্ত্তণ করেন না। যাহারা অস্থিরচিত্ত তাহাদের পক্ষেই ইহা অতি সহজ। তাহারা মনের নিকট যত বার প্রশ্ন করে তত বার একই উত্তর প্রাপ্ত হয় অথচ সে উত্তর তাহার আত্ম পরিচালিত জীবনাংশের সহিত কোন প্রকারে সমন্বয় হয় না। তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সেই আদেশ যত বার উল্লঙ্ঘন করে তত বার অবস্থার চক্রে পতিত হইয়া তথায় আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের কার্য্য বলা ব্যতীত ইহার আর কি মিমাংসা আছে?

প্র। বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য-জ্ঞান আদেশ করিতেছে যখন তাহা পালন করিয়া গেলেই ক্রমে জীবন প্রকৃতিস্থ হইতে পারে তখন অতীত জীবন আলোড়ন করিবার প্রয়োজন কি?

উ। বর্ত্তমানে অভ্রান্ত রূপে বুঝা এবং তাহাতে অচল বিশ্বাস স্থাপন করা তত সহজ নহে। বিশেষতঃ যে অমূল্য রত্ন-খনি গত জীবনে রহিয়াছে তাহা ছাড়িব কেন? এরূপ প্রয়াস সঞ্চিত ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান অবহেলা করিয়া ধন ও জ্ঞান পুনঃ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়ার ন্যায় নিরর্থক।

প্র। এইরূপ আত্মদৃষ্টি লাভ করিবার উপায় কি?

উ। ভক্তি কি ধর্ম্ম ভাবের উচ্ছাসে কিম্বা অতিশয় শক্ত অবস্থায় পড়িলে আপনার উপর আপনার চক্ষু পরা সহজ। এইজন্য আমাদের পক্ষে জীবনের গভীর সন্দেহের বিষয় (Difficulties) প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিয়া চিন্তা দ্বারা স্থির করা উচিত। জীবনে যখন ভাল সময় উপস্থিত হয়, অথবা ভাল উপাসনার পর, কিম্বা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের হস্ত লিখিত জীবনাংশ হইতে ঐ সমুদয় সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইয়া স্মরণার্থ পুস্তকে লিখিয়া রাখা প্রত্যেকের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। প্রতিজনের পক্ষে উহাই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র। উহাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তদনুসারে জীবন পরিচালন করিতে পারিলেই আত্মা ক্রমে সুস্থ হইতে সমর্থ হইবে।

(প্রাপ্ত)

নিশীথ প্রার্থনা।

হে চৈতন্যময় গভীর পুরুষ, তোমাকে আমি কি রূপে বুঝিব? আমি সমস্ত দিন যে মনকে সংসারের মধ্যে আসক্ত করিয়া রাখি, সে মনে তোমাকে কিরূপে পাইব? কিন্তু এখন এই যে চতুর্দ্দিকের গাম্ভীর্য্য, আলোকের স্থানে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার, ঐ যে অন্ধকারময় বিস্তৃত আকাশ দেখিতেছি যাহার বিস্তৃতি ভাবিয়া উঠা যায় না এবং ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, এই সকলের সহিত মিলিয়া মনের এই কথঞ্চিৎ শান্ত গম্ভীর ভাব তোমার ভাব মনে আনিতেছে। হে ঈশ্বর, তোমাকে প্রণিপাত করি, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। মহৎ, গম্ভীর বস্তু বুঝি তুমিই। হে পরমেশ্বর, মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে ছোট সামান্য বস্তুতে, পাপেতে কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না, বিষবৎ তাহা পরিত্যাগ করে। তুমিই আমার প্রাণের বস্তু হে প্রভো, তুমি যদি আমার প্রাণের নিকটস্থ হইয়া মনের সকল পাপ এবং সকল ক্ষুদ্রতা নির্ম্মূল করিয়া দেও তবেই আমি আমার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা এবং মহত্ত্ব লাভ করিতে পারি। হে ঈশ্বর, তুমি আমার নিকটস্থ হও, আমি আমার ক্ষুদ্রতাপূর্ণ আমিত্ব পরিত্যাগ করি। হে ঈশ্বর, পাপের মধ্যে, মোহ-ক্ষুদ্রতার মধ্যে আর কতদিন লুণ্ঠিত হইব? এখন চতুর্দ্দিক তোমার মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য্য প্রচার করিতেছে তাই আমি তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু নাথ, যখন সমস্ত দিন সংসারের কার্য্য এবং কর্ত্তব্য লইয়া থাকিব তখন তোমাকে কোথায় পাইব? প্রভো, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমার মন মোহে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়ে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পাপাসক্ত হইয়া পড়ে, তবে নাথ, তোমাকে কোথায় পাইব? প্রভো, আমার কিছু সংগতি বিধান কর। হে ঈশ্বর, সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও যেন মনের গাম্ভীর্য্য এবং শান্তভাব রক্ষা করিতে পারি, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে পারি এবং তোমার রচনার গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া সর্ব্বদা যেন তোমাকে স্মরণ করিতে পারি। হে ঈশ্বর, পাপদগ্ধ, সংসারদগ্ধ আমার হৃদয়ের পিপাসা কইত শান্ত হইল না। তুমি আমার দগ্ধ হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া দেও, পাপীর পাপ দগ্ধ করিয়া দেও। হে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ত তোমার আসনের স্থান নয়, তবে এখানে তোমাকে কিরূপে ডাকিব? হে ঈশ্বর, আমার মন পাপে ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ তবে তোমাকে এখানে কিরূপে স্থান দিতে পারিব? প্রভো, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! প্রভো, তোমাকে প্রণাম করি।

সংবাদ।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দাসের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ইনি শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। গত ২১ কার্ত্তিক রজনী শেষ ভাগে ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার ৩১ বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল। ইনি একটি অতি সরল স্বভাবা দয়াশীলা ধর্ম্ম-পরায়ণা ব্রাহ্মিকা ছিলেন। ইঁহার পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই ইনি এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে

এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। সর্ব্বদাই বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিতেন "আমি এবার বাঁচিব না, আমি মরিতে কিছু মাত্র ভয় করি না"। অত্যন্ত রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও ইনি বলিতেন "এই আমার মাতা আমার হৃদয় মধ্যে রহিয়াছেন আমি আমার মাতার নিকটে রহিয়াছি।" মৃত্যুর ছয় দিবস পূর্ব্বে ইনি অজ্ঞান হন, এই জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহাকেও কোন কথা বিশেষ রূপে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। দয়াময় পিতা যেমন কল্যাণকর মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া ইঁহাকে দারুণ রোগের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছেন তেমনি ইঁহার আত্মাকে চিরদিনের জন্য তাঁহার অভয় পদ ছায়া প্রদান করিয়া তাহার স্বর্গধামের উপযুক্ত করিয়া লউন!

২৯ কার্ত্তিক সোমবার ঢাকা নগরে আর একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কালিগচ্ছ গ্রামের সুবিখ্যাত কায়স্থ পরিবারস্থ শ্রীমান কৈলাসচন্দ্র নন্দী পাত্র, ইনি এক্ষণে ঢাকা, পূর্ব্ব বাঙ্গালা যন্ত্রের ও ইষ্ট নামক ইংরাজী পত্রের অধ্যক্ষতা করেন। বয়ক্রম ২৬। ২৭ বৎসর। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোহাগদল গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণবংশীয় কুমারী বগলা সুন্দরী গঙ্গোপাধ্যায় পাত্রী। ইনি ঢাকা স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ইঁহার বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা বর কন্যার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। তিনি কৃপা করিয়া ইঁহাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করুন!

ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় জব্বলপুর গমন করিয়াছেন তথায় অল্প দিন থাকিবার কথা।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত দেরাদুনে, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ঢাকায় এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার বাঁকিপুরে অবস্থান করিতেছেন।

নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে নূতন সমাজ ও প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বঙ্গের অধীন ভাউনগরী; জেলা ঢাকার অধীন মুন্সিগঞ্জ, জেলা যশোহরের অধীন ঝিনাইদহ, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, আগরা।

---o---

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।।

মাহ অক্টবর।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর	...	১৲
,, ,, তুলসিদাস দত্ত	...	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লন	...	||৹
,, ,, তারকনাথ দত্ত	...	১
,, ,, জয়গোপাল সেন	...	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	২
,, ,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী মুনসিগঞ্জ	...	৩
,, রেবাল রায় আদমনি (সিন্ধু)	...	১৫
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	...	২
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১৸৹
কোন্নগর ঐ	...	৪
লক্ষ্ণৌ ঐ	...	৩

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী সাহা (কুমারখালী)	১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বসু সিতামারি	...	১০
,, ,, কেদারনাথ কুলফি বাঁকুড়া	...	১
একটী অপরিচিত দাতা	...	৫০
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণনগর	...	৫
,, ,, চন্দ্রনাথ চৌধুরী বরাহনগর	...	১
,, ,, গঙ্গাধর দাস মামুকী	...	১

পুস্তক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস সরকার	...	১
শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	৩

নিবেদন।

গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের সামান্য ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য এত শীঘ্র না দিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না, যখন হয় দেওয়া যাইবে। তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহাদের সামান্যই আমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের এই একটু অমনোযোগের জন্য আমাদের যে কত সময় কত কষ্টে পড়িতে হয় তাহা আর কে বুঝিবে। বর্ত্তমান বৎসরের ১১ মাস চলিয়া যায় আজও কি আমরা গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট হইতে এ বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারি না? আমরা জানি অন্যান্য সংবাদ পত্রের গ্রাহকের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার গ্রাহক নহে, তবে কি জন্য যে আমরা মূল্য আদায়ের সময় এরূপ দুঃখে পড়ি তাহাতো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মহাশয়গণ, বৎসরতো যায় এ সময় আমাদিগকে বাজারের ঋণ জাল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনারা কি সচেষ্ট হইবেন না? পুরাতন ঋণ শেষ করিয়া নূতন বৎসরে প্রবেশ করিবার মানসেই এই নিবেদন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হ. ওয়ান মিরর যন্ত্রে ১লা অগ্রহায়ণ শ্রীযদিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বল ঐ ৩৷০

প্রার্থনা

হে প্রাণবল্লভ হৃদয়সখা পরমেশ্বর! চিত্তের চাঞ্চল্য এবং মনের উদ্বেগ বশতঃ অনেক সময় নূতন নূতন লোকের সহবাস, ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় প্রদেশ ও সুদৃশ্য মনোহর স্থান ভ্রমণের এবং বাহ্য অবস্থা পরিবর্ত্তনের সুখ সম্ভোগ করিয়া জীবনকে পবিত্র ও আনন্দিত করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে কেবল ভ্রমমাত্র। কারণ, আমার সুখ শান্তি আরাম যাহা কিছু তোমাকে লইয়া, যেখানে যে অবস্থায় তোমাকে পাই তাহাই আমার পক্ষে স্বর্গ। তোমার আবির্ভাবে মরুভূমি কুসুম কানন পরিবেষ্টিত সুরম্য সরোবর রূপে পরিণত হয়, ভীষণ ভয়াবহ শ্মশান স্থানেও আনন্দের জ্যোৎস্না রাশি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। তুমি সকল সৌন্দর্য্য ও সুখের নিদান, এবং তুমি শান্তিরসের অনন্ত প্রস্রবণ। আমি যেখানে যে অবস্থায় থাকি, বিগত জ্বর হইয়া তোমার চরণ পল্লবের শীতল ছায়ায় থাকিতে পারিলেই আমার পরম সুখ। স্বভাবের শোভা সৌন্দর্য্য, শিল্পের সুচারু কারুকার্য্য তবদর্শনপিপাসু হৃদয়কে কি অধিক ক্ষণ ভুলাইতে পারে? বাহ্য অবস্থা ও দেশ কাল পরিবর্ত্তনের যে আমোদ তাহাও সম্ভোগ করিয়া দেখিলাম, নূতন মনুষ্য, নূতন দৃশ্য, ও সৃষ্টির বিচিত্রতা সন্দর্শনের যে প্রীতি আনন্দ তাহাও জানিতে অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে এক মাত্র বাসনা ও প্রার্থনা এই, তোমাতে সদাকাল অবস্থিতি করিয়া যেন সকল অবস্থা এবং সকল স্থানকে ব্রহ্মময় করিয়া লইতে পারি। তুমি প্রতি নিমেষে নিমেষে আমার চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর। তোমার মধ্যে অনেক নূতনত্ব, প্রচুর কবিত্ব ও মাধুর্য্য রস সঞ্চিত আছে তাহাতেই যেন আমি চির কাল মুগ্ধ হইয়া থাকি। নক্ষত্র খচিত বিস্তীর্ণ সুনীল গগণ নিয়ত তোমার আবির্ভাবের সুধা আমার মস্তকে বর্ষণ করুক। বায়ু তোমার পবিত্র নামের মধু চারিদিকে বহিয়া লইয়া যাউক। অন্তরে শান্তির উৎস উৎসারিত করিয়া দাও, তদ্দারা বহিঃব্যাপার সকল আপনিই মধুময় ভাব ধারণ করিবে। যদি তোমার সহবাস ভিন্ন আর আমার কোথাও শান্তি নাই তবে আর আমি অন্য প্রার্থনা কি করিব? আমি উত্তম দেশ অনুকূল অবস্থাও চাহি না, সুন্দর বাসভবন বা নিস্তব্ধ নির্জ্জন গিরি গুহাও প্রার্থনা করি না, কেবল বিগত জ্বর হইয়া তোমার চরণ তলে সর্ব্বদা থাকিতে চাই। হে আমার চির আবাস-

গৃহ পরম শান্তির আলয় ঈশ্বর! তুমি আমার গম্য স্থান এবং লক্ষ্য হইয়া চক্ষের সম্মুখে অনুক্ষণ প্রকাশিত থাক।

প্রেমপিপাসার উৎকর্ষ সাধন।

পৃথিবীর যে বস্তু এবং যে ব্যক্তি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ সুখ পাই তাহাদিগকে কিরূপে ভালবাসিতে হয় তাহা আমরা শিখিয়াছি। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ধন সম্পদ মান মর্য্যাদা ও অনুগত বাধ্য ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের প্রেম প্রধাবিত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রেরই ইহা একটী সাধারণ ধর্ম্ম। সুখপ্রদ সামগ্রীর প্রতি অনুরাগী হইয়া লোকে অম্লান বদনে বিবিধ দুঃখ যন্ত্রণাও সহ্য করিতেছে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এত আসক্তি অনুরাগ সত্ত্বেও কাহারো জীবন সুখী নহে। যথার্থ প্রসন্নতার বিমল সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ অতি অল্প লোকেরই মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। যদিও হৃদয়ের প্রেমপিপাসার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, কিন্তু তাহা পার্থিব সম্বন্ধ এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়েতেই সম্বদ্ধ, স্বর্গের দিকে উত্থিত হয় না অথবা স্বর্গীয় সম্বন্ধকেও স্পর্শ করে না। বিশুদ্ধ প্রেমের উৎকর্ষ সাধনেই প্রকৃত শান্তি। যাহাতে স্বার্থ নাই, মোহ বিকার নাই সেই, প্রেমপিপাসা বৃদ্ধিও চরিতার্থ হইলে জীবন সর্ব্বদা রসপূর্ণ থাকে।

মানব হৃদয়ে যিনি প্রেম সঞ্চারিত করিয়াছেন সেই রসস্বরূপ সুন্দর পুরুষকে প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহার পবিত্র মধুর স্পর্শসুখ অনুভব করাতেই প্রেমের সার্থকতা। তিনি নিরাকার অরূপী দেবতা, আমাদের প্রেমও নিরাকার পদার্থ, কিন্তু উভয়ের শুভ সংমিলনে অন্তরে যে উচ্ছ্বাস হয় তাহার অনুভূতি সাকার অপেক্ষাও স্পর্শনীয়। তাঁহাকে নিরাকার পরব্রহ্ম বলিয়া চিরকাল দূর হইতে স্তব স্তুতি বন্দনা করিলে কি প্রেমবৃদ্ধি ও হৃদয় পিপাসা নিবৃত্তি হইতে পারে? অতি নিকটে গিয়া বসিব, অনুরাগের সহিত গদগদ ভাবে বিগলিত হৃদয়ে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিব, কখন বা এক দৃষ্টে স্থির নয়নে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার প্রেমানুরঞ্জিত প্রসন্ন বদনের পানে চাহিয়া থাকিব, বারবার তাঁহার শান্তিপ্রদ অভয় চরণে পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব, কখন আনন্দে প্রমত্ত হইয়া নানা প্রকার গল্প করিব এবং শুনিব, আমোদে পুলকিত হইয়া হাস্য করিব, তাঁহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া নানা মতে আদর করিব, এরূপ না হইলে কি হৃদয়ের গভীর পিপাসা নিবৃত্তি হয়? তিনি প্রেমের প্রতিমা, সহজে স্বাভাবিক নিয়মে হৃদয়দ্বার প্রমুক্ত করিয়া অগ্রে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। আত্মীয় বন্ধু উপকারী ও অনিত্য পদার্থকে প্রেম দান করিলে যদি মনে সুখ হয়, তবে যিনি শান্তিরসের আধার, সৌন্দর্য্যের আকর তাঁহাকে ভাল বাসিলে কি আমরা অনন্ত গুণে সুখী হইব না? আমরা যদি ঐকান্তিক প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রণয়াস্পদ প্রিয়তমের দাসত্ব করি, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া উন্মত্ত হই, কতক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে সর্ব্বদা যদি এই রূপ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তাঁহার দর্শন মাত্র যদি একবারে প্রেমরসে গলিয়া যাই তাহা কি আমাদের অত্যন্ত সুখের অবস্থা নহে? যে সকল প্রেমের লক্ষণ সচরাচর আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই সেই গুলি যদি প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রতি প্রকাশ পায়, প্রতিদিন যদি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারি, যদি তাঁহাকে গলার হার হৃদয়ের ভূষণ করিয়া প্রাণের মধ্যে রাখিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কতই না আনন্দ হয়!

এই রূপে নির্জ্জনে তাঁহাকে ভাল বাসিয়া, তাঁহার পবিত্র প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া

জনসমাজে প্রবেশ করিতে হইবে। তাঁহাকে ভাল বাসিলে যেমন মনে সুখ হয়, মনুষ্যকে নিস্বার্থ প্রেমের চক্ষে দেখিলেও তেমনি আহ্লাদ জন্মে। সাধকদিগকে তিনি যে প্রেম দান করেন তাহা সহজেই পৃথিবীর দিকে চলিয়া আসে। ধর্ম্ম বস্তুতঃ প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বরকে ভালবাস আর মনুষ্যকে ভালবাস, ইহাই ধর্ম্মের সার। যে ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানে বদ্ধ তাহাতে শান্তি নাই রস নাই। এক প্রেমসূত্রে যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহার আর অন্য সাধনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। জ্ঞান ক্ষমতা মান ঐশ্বর্য্য যদি না থাকে তাহাতে কি? এক প্রেমেতেই মনুষ্য পরম সুখী হইতে পারে। এই প্রেমের পিপাসা যতই চরিতার্থ হইবে ততই ইহা বৃদ্ধি হইবে; যতই বৃদ্ধি হইবে ততই আবার প্রেমের গূঢ় লক্ষণ সকল প্রস্ফুটিত হইবে। ইহার গূঢ় লক্ষণ সকল যতই প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে হৃদয় তত শান্তিরসে অভিসিক্ত হইয়া আনন্দ বিধান করিবে। হৃদয়ের এক দিকে ঈশ্বর অপর দিকে মনুষ্যমণ্ডলীকে রাখিয়া ক্রমাগত প্রেম পিপাসাকে পরিবর্দ্ধিত কর, তাহাতে প্রবৃত্ত হও, সুখের উপর সুখ আনন্দের উপর আনন্দ ধারা বর্ষিত হইবে॥ অসার প্রেমের উৎকর্ষ সাধনে কেবল মোহের বৃদ্ধি হয়; মোহেতে পাপে পাপে মৃত্যু, কিন্তু নিত্য স্বর্গীয় প্রেমপিপাসা যত প্রবল হয় ততই তাহা অমৃত বর্ষণ করে॥

—o—

বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও সহজ বিশ্বাস।

বর্ত্তমান সময়ে কৃতবিদ্য বিজ্ঞানপ্রিয় মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বিশ্বাসের অবিকৃত সুন্দর সহজ ভাব প্রায় লক্ষিত হয় না। এক হস্তে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম মানদণ্ড অপর হস্তে বিশ্বাসের সাক্ষ্য, ইহাই এক্ষণকার সাধারণ প্রচলিত ব্যবস্থা। এমন কি নিজের অস্তিত্বকেও লোকে সময়ে সময়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল সূত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হয়। আহার নিদ্রা পান ভোজন ও সামান্য শারীরিক ক্রিয়া সকল বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে এখন কাহার মন পরিতৃপ্ত হয় না। যুবা বৃদ্ধ নর নারী সকলেই যেন মহা মহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছেন; বিশ্বাস কর পরিত্রাণ হইবে এরূপ সরল বাক্য আর তাঁহাদের কাহারো নিকট সমাদৃত নহে। এক দিকে দেখিতে গেলে ইহা একটী শুভ লক্ষণ বটে, মানবসমাজ বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা পরিচালনা দ্বারা অমঙ্গলকর অন্ধ বিশ্বাসের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। বাহ্য বস্তু ও ভৌতিক ঘটনা সকল যাহা অগ্রে অলৌকিক দৈবশক্তি মূলক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত এক্ষণে তাহার যথার্থ স্বরূপ বিজ্ঞানালোকের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়েও বিজ্ঞান অনেক সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা পরিদৃশ্যমান বাহ্য বস্তু ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য ঘটনার উপর যেরূপ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ বিশ্বাস জন্মে, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে সেরূপ প্রত্যক্ষ সরল বিশ্বাস জন্মিতে দেখা যায় না। ধর্ম্মবিজ্ঞান যেমন বিশুদ্ধরূপে ঈশ্বরের যথার্থ প্রকৃতি এবং তাঁহার সঙ্গে মনুষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে তেমন বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা সম্পাদনে সক্ষম হয় নাই। বিজ্ঞানালোক যেমন ভৌতিক পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার আভ্যন্তরিক তত্ত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উহা ততদূর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ঈশ্বর বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নিতান্ত নীরস প্রাণশূন্য এবং অপ্রত্যক্ষ, ইহার দুর্ব্বল আলোক সেই বিজ্ঞানময় পুরুষের জ্বলন্ত জ্যোতির সম্মুখীন হইতে পারে না। যখন আমরা পূর্ব্বকালের সহজবিশ্বাসী সরল হৃদয় ভক্তদিগের দৃঢ় অটল বিশ্বাসের সহিত বর্ত্তমানকালের জ্ঞানিগণের বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের তুলনা করিয়া দেখি তখন এতদুভয়ের মধ্যে কত গভীর প্রভেদ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের যে সকল দুরতিক্রমণীয় কুটিল ও বক্র পথ আছে তাহার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতেই বিশ্বাস চক্ষুর জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া যায়। সুতরাং শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্যক্ রূপ চরিতার্থ করিলেও বিশ্বাসের বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয় না। এইজন্য আমরা আধুনিক বিজ্ঞানপ্রিয় ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান অতি অল্পই দেখিতে পাই। ইহাঁদের ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মজীবন এক পথে চলে না কেবল তাহা নহে, কখন কখন পরস্পর বিপরীত পথেও গমন করিয়া থাকে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ সহজ বিশ্বাসের নিকট বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস অন্ধকার রূপে প্রকাশ পায়। তদ্দ্বারা জীবনে বল সঞ্চারিত হয় না। অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ হউক, ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি বিষয়ে বিজ্ঞানের বিশ্বাস ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের ব্রহ্মদর্শন লালসা কখন নিবৃত্ত করিতে পারে না। প্রত্যুত উহা দর্শন পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্য দিয়া যখন কেহ ঈশ্বর সমীপে গমন করে তখন তাহার বুদ্ধির আলো কই

সর্ব্বস্ব হয়, এবং তাহার নিজের ক্ষমতার উপরেই অধিক নির্ভর থাকে, সুতরাং অহঙ্কার আত্মাভিমান আসিয়া তাহাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসীর উপদেশ সকল অতীব শ্রবণমধুর, যুক্তিযুক্ত এবং জ্ঞানগর্ভ, তিনি ঈশ্বরের শাসন বিধানের সূক্ষ্ম কৌশল ও দয়ার কথা যাহা বলেন তাহা শুনিলে বাস্তবিক হৃদয় বিগলিত হয়, ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব-জ্ঞান তাঁহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু তিনি নিজে ব্রহ্মদর্শনের পবিত্র রসাস্বাদনে বঞ্চিত, প্রত্যক্ষ সরস ধর্ম্মভাব, জীবন্ত ধর্ম্মোপদেশ তাঁহার মুখ হইতে কদাপি বিনির্গত হয় না। তিনি কেবল জানেন্ন পিতা আছেন, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ এই এই, কিন্তু তৃতীয় পুরুষে তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধ থাকে। এই আমার পিতা, এই আমি তোমার পার্শ্বে বসিয়া তোমার স্নেহ সম্ভোগ করিতেছি, একথা তিনি কখন বলিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ বিশ্বাস একটী স্বভাবজাত পদার্থ, বিজ্ঞান তাহার উত্তেজক মাত্র। যখনই ঈশ্বরের নিকট কোন কার্য্যের জন্য যাইব তখনই যদি দ্যুলোক ভূলোকের ভিতর দিয়া যুক্তি ও ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র গণনা করিতে করিতে যাইতে হয় তবে বিশ্বাসের বিষয় কেমন করিয়া উপলব্ধি হইবে? সুতরাং তাহাকে বিশ্বাসই বলা যাইতে পারে না। যখন বিপদ ঘটিবে, বন্ধু বিয়োগে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, পাপ যন্ত্রণা ও রোগ শোকে আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিবে তখন যদি একবার সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবা মাত্র অথবা বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলন করিবা মাত্র তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে না পাই তবে আমার কি দশা হইবে? বরং অন্য সময় বুদ্ধির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের নিকটে যাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, বিদ্যা গৌরবে স্ফীত হইয়া মূঢ়ের ন্যায় অহঙ্কারে আস্ফালন করা যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখের সময় এ প্রকার চলে না। তখন কোথায় বা বিজ্ঞান আর কোথায় বা বিদ্যা বুদ্ধি তর্ক যুক্তি, "দয়াময়" নাম কেবল এক মাত্র ভরসা। বিশ্বাস যত দিন বুদ্ধিগত থাকে ততদিন তাহা কোন কার্য্যেরই নহে; প্রকৃতিগত হইয়া এককালে সংস্কার বদ্ধ না হইলে সে বিশ্বাস দ্বারা কখন আমরা বস্তু সম্ভোগ করিতে পারি না। মনে কর তুমি কোন একটী বিপদ হইতে হঠাৎ উদ্ধার হইলে, কিম্বা কোন দুর্লক্ষ্য সূত্রে কোন একটী ভয়ানক দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া অন্তরে প্রভূত ধর্ম্মবল লাভ করিলে, কিন্তু সে সময় যদি তুমি সহজে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ রসে পরিপ্লাবিত না হইয়া কিরূপে কোন্ কার্য্য কারণ সূত্রে বাঁচিলে তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হও এবং অনেক বিচার তর্কের পর অন্য কোন কারণ আবিষ্কার করিতে অক্ষম হইয়া যদি তখন ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তোমার সে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসমূলক কৃতজ্ঞতা হইল, তাহাতে জীবনে পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হইবে না।

যাহা অব্যবহিত ব্যবধানশূন্য প্রত্যক্ষ তাহাই সহজ বিশ্বাস। মুমুক্ষুদিগের পক্ষে এইরূপ বিশ্বাসের নিতান্ত প্রয়োজন। বিশ্বাসের বিষয় উপলব্ধি করিতে যদি কাল বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ মস্তিষ্ককে পেষণ করত নানা প্রকার বুদ্ধি কৌশল উৎপাদন করিতে হয় তবে তাহা প্রকৃত বিশ্বাস হইল না। ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন এ বিষয়ে আর বিন্দু মাত্র সংশয় থাকিবে না। যেমন সম্মুখস্থ দীপশিখা আলোক বিস্তার করিতেছে, যেমন তুমি আমি এখানে বসিয়া আছি সত্য, তেমনি তিনি সাক্ষীরূপে এখানে বর্ত্তমান আছেন ইহা সত্য। যদি কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তবে এই যে, ঈশ্বর আমার নিকটে আছেন। ইহার জন্য বিজ্ঞান দর্শনেরও প্রয়োজন নাই, যুক্তি বিচারেরও আবশ্যকতা নাই। বিজ্ঞান যুক্তি জানি না, এই জানি যে আমি সর্ব্বদা মাত সন্নিধানে বাস করিতেছি। বিশ্বাস যখন এইরূপে প্রকৃতিগত সংস্কারবদ্ধ হইয়া যায় তখনই উপাসনা প্রার্থনার যথার্থ ফল লাভ হয়, তদ্ভিন্ন সকলই শূন্য নিরাকার। জ্ঞান বুদ্ধির বিকার বিনষ্ট না হইলে, অন্তরে যথার্থ স্বর্গীয় বিনয় দীনতা না জন্মিলে, শিশুর ন্যায় অবিকৃত চিত্ত না হইলে সহজ বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হয় না। আমরা যেমন সহজে আহার পান করি, পিতা মাতা বলিয়া ডাকি, যেমন সহজে বিনা আয়াসে পৃথিবীতে বিচরণ করি এবং সকলের সঙ্গে ব্যবহার করি, তেমনি সহজ সরল ভাবের উদয় হইলে ঈশ্বরের সূক্ষ্ম জীবন্ত সত্তা প্রত্যক্ষ গোচর হইবে। কথিত আছে একদা কোন দেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বিশ্বাসীগণ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতে যাইতেছিলেন। একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহা শুনিয়া এবং নিশ্চয় বৃষ্টিপাত হইবে স্থির করিয়া সঙ্গে ছত্র লইয়াছিল। প্রার্থনা করিলেই বৃষ্টি হইবে, সুতরাং ফিরিয়া আসিবার সময় ছত্রের প্রয়োজন হইবে। কি তাহার মধুর বিশ্বাস! এইরূপ সরল বিশ্বাস ব্যতীত আমাদের প্রার্থনা সিদ্ধির অন্য উপায় কি আছে? এই জন্য যথার্থ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে জ্ঞানের গরিমা কিছুই দেখা যায় না। ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্য বালকের ন্যায় বিশ্বাসী হইবেন বলিয়াই পূর্ব্বেকার সমুদায় পাণ্ডিত্য জ্ঞানাভিমান বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যে মহাজ্ঞানী প্রতাপান্বিত পুরুষের নিকট আমাদের যাইবার প্রয়োজন তাঁহার কাছে এ সকল অসার জ্ঞানের আস্ফালন কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অন্যত্র যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি দেখিবার সাধ থাকে তবে তাঁহার নিকট অগ্রে মূর্খ হও এবং অক্লেশে সহজে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সহজ বিশ্বাসের আনন্দ কেমন সুখকর এবং অভয়প্রদ তাহা আমরা শিশু বালকের নিকট যেন শিক্ষা করি। বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য্য কার্য্যকারী হয় না। এখানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া ঐশীশক্তিকে বিনা বাধায় স্বাধীন ভাবে অন্তরে আসিতে দিতে হয়। তাহা হইলেই আশা পূর্ণ হইতে পারে।

বন্যা ও বাত্যাপীড়িত দেশের অবস্থা।

অনন্ত গুণশালী মঙ্গলময় বিধাতার শাসনপ্রণালীর গূঢ় গভীর তত্ত্ব চিরকালই লোক লোচনের অগোচরে রহিয়াছে। তাঁহার রাজ্যে শোকের বিষন্ন মুখ, মৃত্যুর ভীষণ আকৃতি, দুঃখ যন্ত্রণার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও রাজবিপ্লবের প্রভৃত কষ্ট যন্ত্রণাও আছে, আবার চারিদিকে আনন্দ শান্তি সুখ সৌন্দর্য্যের সহাস্য বদন, সম্পদ ও জীবন যৌবনের মনোহর রূপ লাবণ্য এবং উল্লাসকর জয়ধ্বনিও আছে। এই যে আড়াই লক্ষ প্রাণী তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে নিধন প্রাপ্ত হইল এবং লক্ষ লক্ষ লোক জীবিত থাকিয়া মৃত্যুর শতগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ইহার অর্থ তাৎপর্য্য কে বুঝিবে? জীবন মরণ, বিপদ সম্পদ, সুখ দুঃখ সকলই তাঁহার হস্তে, আমরা কিছু বুঝিতে পারি আর না পারি সকল অবস্থাতে তাঁহার চরণে অটল ভক্তি রাখিয়া তিনি যখন যে আদেশ করেন তাহা যেন আমরা সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই।

মানব জীবনে যত প্রকার ভয়ানক হৃদয়বিদারক ও যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা আমরা কল্পনা করিতে পারি সেই সমস্ত ঘটনা একত্রিত হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সমুদ্র ও মেঘনা নদীর উপকূলবাসী প্রজাদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়াছে। দশ লক্ষ মনুষ্য ঘোর নিশীথ সময়ে সুখে নিদ্রিত আছে এমন সময় হঠাৎ প্রবল বাত্যা সহযোগে সমুদ্রের জল স্ফীত হইল এবং তাহার তিনটী প্রকাণ্ড উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উপর্য্যুপরি হাতিয়া, সন্দ্বীপ, দৌলতখাঁ এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল, নওয়াখালীর কোন কোন অংশের প্রজাগণের বাসস্থানকে প্লাবিত করিল। চারি ঘণ্টার মধ্যে অনুমান দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ইহা যখন আমরা চিন্তা করি তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এ প্রকার অদ্ভুত রোমহর্ষণ ঘটনা বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাস মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা পরলোকগত হইয়াছে তাহাদের সকল দুঃখ কষ্ট অল্প ক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগকে এক্ষণে সংসারোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে। কত মাতা স্বামী পুত্র হারাইয়া অনাথিনী হইল, কত যুবতী পরিবারচ্যুত হইয়া কোন্ দূর দেশে অরণ্য প্রান্তরে বা দস্যুহস্তে একাকিনী পড়িয়া রহিল। কত সবল সুস্থকায় পুত্র কন্যা পিতা মাতার হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ শোক শেল বিদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের চক্ষের সম্মুখে মহা জলপ্লাবনে বিলীন হইয়াছে, কত শোকার্ত্ত জননী সমুদায় সন্তানগুলিকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখের অকূল জলধি মধ্যে একাকিনী আর্ত্তনাদ করিতেছে। ঘোর বিপদে পড়িয়া বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া কত পিতা মাতা প্রাণসম সন্তানগণকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া বিষম শোক যাতনা ভোগ করিবার জন্য আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। কত নারী বিধবা ও পুত্রহীন হইল, কত বালক বালিকা পিতৃ মাতৃহীন হইয়া চির দুঃখ সাগরে ডুবিল, কতক বা বিশাল জল রাশিতে ভাসিতে ভাসিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। বাস ভবনের চিহ্ন মাত্র নাই, সঞ্চিত খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্রালঙ্কার ধন সম্পত্তি কোন্ গভীর সমুদ্র জলে ডুবিয়া গিয়াছে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র অগাধ লবণাম্বু রাশিতে বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া নদীর জলপথ রুদ্ধ করত অবস্থিতি করিতেছে। চতুর্দ্দিকে গলিত বৃক্ষপত্র, লক্ষ লক্ষ ছাগ মেষ মহিষ গবাদি জন্তু এবং আকাশ বিহারী ও বিবিধ বন্য বিহঙ্গকুলের মৃত দেহ বিকটাকার মানব দেহের সহিত একত্রিত হইয়া বিষম পূতি গন্ধে বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সরোবরাদি জলাশয় সকল সমুদ্রের লবণ জলে বিকৃত, পানীয় জল নাই, আহারের দ্রব্য, পরিধানের বস্ত্র, শয়নের শয্যা, বিশ্রামের জন্য গৃহ কিছুই নাই। একে আত্মীয় বিয়োগ শোকে হৃদয় ভগ্ন, তাহাতে তৃষ্ণা অনাহার অনিদ্রা শীতাতপে শরীর মৃত প্রায়, তাহার উপরে আবার দেশব্যাপী জ্বর বিসূচিকা আদি মহামারী উপস্থিত। জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মারিভয় তিন একত্রিত হইয়া জীবিত ব্যক্তিদিগকেও মৃতবৎ করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে মহামারী হাহাকার, বিষম বিপ্লব, লোক সকল যেন উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। কাহারো একটী বিপদ হইলে কিম্বা একটী সন্তান মরিলে তাহাকে প্রবোধ দিবার উপায় থাকে, ইহাতে আর সে পথ নাই। সাংসারিক বিপদে পড়িলে লোকে সাংসারিক সম্পদের আশাকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু এই বর্ত্তমান দুরবস্থায় সে আশা সুদূর পরাহত হইয়াছে। সংসারই যাহাদিগের জীবনের এক মাত্র অবলম্বন এ বিপদে তাহাদের অন্য গতি কি রহিল? ঝটিকা ও জলপ্লাবনে নিহত ও বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের বিস্তারিত বিবরণ যতই পাঠ করা যায় ততই যেন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বঙ্গদেশীয় শাসনকর্ত্তা স্বয়ং কোন কোন স্থান দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, প্রজাদের তত অধিক কষ্ট নাই, সুতরাং রাজভাণ্ডার হইতে সাহায্য দিবারও অধিক প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথার উপর নির্ভর করিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের উচিত? এরূপ ভয়ানক বিপদে যাহারা পতিত হইয়াছে তাহাদিগকে যে প্রচুররূপে সাহায্য দান করা আবশ্যক তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, বিদেশী রাজা দুঃখি বাঙ্গালীর মর্ম্মব্যথা কি বুঝিবে? এ সময় দেশীয় সহৃদয় মহোদয়গণ যথা সাধ্য কিছু কিছু সাহায্য করুন। এমন দয়ার পাত্র বোধ করি জগতে আর অন্য কোথাও নাই। আমরা আমাদের পাঠকগণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন। চট্টগ্রামের কয়েকটী পরোপকারী ব্রাহ্মবন্ধু পাড়িতদিগকে ঔষধ

পথ্যের সাহায্য করিবার জন্য স্বতঃপরতঃ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এ সময় তাঁহাদিগকে সকল স্থান হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাঠাইলে বিশেষ উপকার হয়। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ যে যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা যথা স্থানে প্রেরণ করিব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

চিরবন্ধুতা।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২৮শে ভাদ্র ১৭৯৮ শক।

বন্ধুর নিকট কোন বন্ধু বিদায় লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন এই দেখা হইল, আবার দেখা কবে হইবে? প্রেমিকহৃদয় এই কথা স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে। মিলন হইলেই বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদ হইলেই প্রেমিকহৃদয় জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে মিলন হইবে? আবার এইরূপে সুখে বসিয়া সদালাপ করিব কবে? যাহার বিশ্বাস এবং প্রেম অল্প সে নিরুত্তর থাকিবে; কিন্তু প্রেমিক বলিবে নিশ্চয়ই আবার দেখা হইবে। স্বর্গধাম, যেখানে ভক্তগণ বাস করেন, এখানে নহে ওখানে। সেখানে নিশ্চয়ই পুনর্ম্মিলন হইবে। বিশ্বাসী প্রেমিক বলেন আমার বন্ধুকে আমি দেখিবই দেখিব। এই উদাহরন ইতিহাস মধ্যে পাওয়া কঠিন, ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়; কিন্তু দৈনিক জীবনে দেখা যায় না। কোন্ বন্ধু এই কথা বলিতে পারেন যে বিদেশে যাওয়া হইলে কিম্বা পরলোকে গেলে প্রণয় ছিন্ন ভিন্ন হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ প্রণয়ের সমাজ, ধর্ম্মবন্ধুতার সমাজ, নতুবা ব্রাহ্মসমাজ কিছুই নহে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কোন্ দুই জন পরস্পরকে এই আশ্বাস দিতে পার যে বিচ্ছেদ হইলে আবার পরলোকে পুনর্ম্মিলন হইবে? পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া কেহ বলিতে পারে না, যেমন তুমি আছ চন্দ্র! যেমন তুমি সূর্য্য আছ! ইহা সত্য, তেমনি আমরা দুই জন পরলোকে মিলিত হইব ইহা সত্য। এ কথা কে বলিতে পারে? সকলেই এই কথা বলে যত বার একত্র হইতে পার এই পৃথিবীতে হও। সোমবার, মঙ্গলবার, যত পার সপ্তাহের সমস্ত বার একত্র হও, কেন না শমন প্রকাণ্ড অস্ত্র লইয়া তোমার প্রণয় ছেদন করিতে আসিতেছে। কিন্তু যত বারই দেখা হউক না কেন তাহাতে কি মনের সাধ মিটে? যদি ব্রাহ্মবন্ধু হইয়া, ঈশ্বরের দাস হইয়া এক ফোটা অমৃত পান করি, তবে শত সহস্র ফোটা পান করিতে লালসা হয়। প্রভুর প্রসন্ন মুখ দেখিয়া এক বিন্দু আনন্দ পাইলে সিন্ধুপ্রায় আনন্দ পাইতে ইচ্ছা হয়। সেইরূপ বন্ধুকে কাছে লইয়া যদি এক ঘণ্টা নাম সুধা পান করি, তাহা হইলে দুই ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে সেই সুধা পান করিতে ইচ্ছা হইবে, সময় আরও বৃদ্ধি হউক, সেই সুখ চিরস্থায়ী হউক, যত কাল জীবিত থাকিব এইরূপ মিষ্ট বন্ধুতা চির দিন ভোগ করিতে লালসা হইবে। যেখানে প্রকৃত বন্ধুতা হয় না সেখানে শীঘ্রই ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, এবং শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু যথার্থ বন্ধুতার গল্প শেষ হয় না। তোমার সঙ্গে কি কখনও হরিনাম করিয়াছি? তোমার সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে যদি চক্ষুর এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে তবে তোমার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ঈশ্বর যাহাদিগকে একত্র করেন মৃত্যুও তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। যদি একবার শুভ মিলন হইল এবং মৃত্যুও যদি তাহা বিনাশ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের বন্ধুতা চিরস্থায়ী হইল। মৃত্যু ঘটনায় আমাদের বন্ধুতা এই পৃথিবীতে শেষ হইবে; কিন্তু চিরকালের জন্য শেষ হইবে না। আরও দৃঢ়তর বিশ্বাসের সহিত পরলোকে সম্মিলিত হইব। ব্রাহ্মসমাজ মস্তক নাড়িয়া বলিতেছে এখানে বন্ধুতার শেষ হয় না। এই যে দেবলোক, যেখানে বসিয়া উপাসনা করিতেছ। এই মন্দিরে বসিয়া থাকিতে থাকিতে যতক্ষণ তাঁহার নাম রসে মগ্ন থাক ততক্ষণও স্বর্গে স্থিতি কর। এই দেবলোকে ধর্ম্মবন্ধুও উপভোগ করিতে পারা যায়। তবে বিচ্ছেদের ভয় কেন? বাস্তবিক মন যদি লালায়িত হয়, যদি তুমি এবং আমি ঈশ্বরের হৃদয় মধ্যে গিয়া বসি তবে তিনি যে রজ্জুতে আমাদিগকে বাঁধিবেন, কাহার সাধ্য তাহা ছেদন করে? ঈশ্বরত নড়িবেন না, সুতরাং আমরাও নড়িব না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিবে আমি তোমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিব। এখানে বিশ্বাস প্রেম এত দূর প্রবল যে সাধকেরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন, অমুক অমুক পরলোকে একত্র হইবে, নিশ্চিত হইবে। নতুবা এখানকার সমাজ এখানে রহিল। যেমন সংসারের ধন ছাড়িব, তেমনি কি বন্ধুগণ! তোমাদিগকে ছাড়িব? তাহা হইলে সংসারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ এক হইবে। পরলোকে কিছুই গেল না। তোমাদের প্রণয় যদি যথার্থ হয় তবে হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের ভয় নাই, পরলোকে অশরীরী হইয়াও ঈশ্বরের নাম লইয়া পরস্পরে মিলিয়া উচ্চতর, পবিত্রতর সুখে সুখী হইবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভক্তির লক্ষণ।

রবিবার, ২রা আশ্বিন ১৭৯৮ শক।

জল না স্থল? ভক্ত উত্তর দিলেন জল। যথার্থ ভক্তিভাব জলের ন্যায়, স্থলের ন্যায় নহে। ভক্তিশাস্ত্র জলের শাস্ত্র। ভক্ত স্থল স্পর্শ করেন না। কঠিন ভূমিকে উপমার স্থলে পরিত্যাগ করেন এবং জল গ্রহণ করেন। ভক্তির জন্ম জলেতে, ভক্তির ভ্রমণ জলেতে। ভক্তির স্বর্গ জলেতে। ব্যাকুলতার জলে ভক্তির জন্ম। কোথায় ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর বলিতে বলিতে চক্ষুর প্রথম জল বিন্দুতে ভক্তির জন্ম। কেবল সেই চক্ষে ভক্তি হইয়াছে যে চক্ষে জল

হইয়াছে, যে চক্ষে জল আসিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে কত জ্ঞান চর্চ্চা ছিল, কিন্তু ভক্তি আসে নাই। যাই চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল, তখনই ভক্তি আসিলেন। জল বাহির না হইলে ভক্তি আসিবে না এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। ভক্তির পিপাসা হয়, ভক্তির ক্ষুধা হয়। এই ক্ষুধা পিপাসা উভয়ের শান্তি হয় সুধাপানে। ভক্তি কঠিন খাদ্য চান না। ভক্তির ক্ষুধা পিপাসা হইল, আর সেই স্বর্গের জল সুধার আকার ধরিয়া তাঁহার মুখে আসিল। প্রাতঃকালে ভক্তি বলেন, সুধা দাও, দ্বিপ্রহর দিবাতে ভক্তি বলেন সুধা দাও, রজনীতে ভক্তি বলেন সুধা দাও। এইরূপে ভক্তি সর্ব্বদাই সুধা প্রার্থনা করেন। একটী তাঁর পরিপুষ্টির কারণ সুধা পান। ভক্তি ঈশ্বরের প্রেম সরোবরে অবগাহন করেন। ভক্তি মরুভূমিতে বসিয়া থাকেন না, সুতরাং ইহার জন্য ঈশ্বর প্রকাণ্ড সরোবর সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তি সেই জলে ডুব দেন, যতই তাহার মধ্যে অবগাহন করেন ততই পরিতুষ্ট হন। ভক্তি যখন অবগাহন করেন, প্রথমে জল অল্প। সেখান হইতে উঠিয়া সংসারে আসেন, আবার পৃথিবীর উত্তাপ লাগে, আবার জলে পড়েন, আবার উঠিয়া সংসারে আসেন. কিন্তু শেষে এমন অবস্থা হয় যে সংসারে আসিবা মাত্র সেখানকার রৌদ্রের উত্তাপ এত দূর অসহ্য হয় যে আর সেখানে নিমেষের জন্যও থাকিতে ইচ্ছা হয় না, কেবলই সেই জলে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় এবং উপরের গরম জল ছাড়িয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর জলে নামিতে বাসনা হয়। যতই ভক্তি বৃদ্ধি হয় ততই সেই মধুর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা হয়। আবার সেই সমুদ্র ছাড়িয়া সংসারে আসিতে হয়, আবার শীঘ্রই সংসার ছাড়িয়া সেই সমুদ্রে মগ্ন হইতে হয়। এইরূপে বার বার সংসারে আসা এবং বার বার শান্তিসমুদ্রে ডুবা ভক্তির জীবনের কার্য্য। কিন্তু ক্রমে সংসারের দিকে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা অল্প থাকে। প্রথমাবস্থায় ভক্তি সাগরের উপরি ভাগে সাঁতার দেন, আবার যখন ফিরিয়া যান বুঝিতে পারেন এত দূর আসিলাম। উপরি ভাগে যাঁহারা সাঁতার দেন তাঁহারা নিকৃষ্ট ভক্ত সম্প্রদায়। জলতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, যাঁহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে, ভক্তি সাগরেও বুদ্ধি তাঁহাদের নেতা হইয়া কার্য্য করিতেছে। ভক্ত যখন ডুব সাঁতারের অবস্থা পান, তখন তিনি বুঝিতে পারেন না যে কোথায় আছেন। যতই নিম্নদিকে যান ততই আর দিগ্‌বিদিক বোধ থাকে না। পূর্ব্ব পশ্চিম জানেন না। তিনি ঘুরিতেছেন আর ডুবিতেছেন, জলমগ্ন হইয়া সাঁতার দিতেছেন। তাঁহার ভক্তি তাঁহাকে এত ডুবাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার ভক্তির ভাব ক্রমে অধিক হইল, যে আর ইচ্ছা হইলেও তিনি ফিরিয়া আসিতে পারেন না। ফিরিবার ইচ্ছা হইলেও যে দিকে যান আরও গভীরতর স্থানে গিয়া পড়েন, এবং আরও আনন্দসাগরে মগ্ন হন। স্থলের সংস্পর্শ নাই। স্থলে বেড়ায় যাহারা তাহারা জ্ঞানী, ভক্ত স্থলচর হইতে চেষ্টা করেন না। তিনি শুষ্ক মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া জলের ভিতর জলচর হইয়া জল লইয়া আমোদ করেন। তিনি তাহাকেই ডুবিয়া যাওয়া বলেন যেখানে দিক্ জ্ঞান থাকে না। অতএব ব্রাহ্ম! যখনই শুষ্কতা, কিম্বা বিষাদ অনুভব করিবে তখনই ঈশ্বরের প্রেমসাগরে ডুব দিবে। তখন কি দেখিবে? কেবল প্রেমজল, পুণ্যজল, আনন্দ জল। অধিবাস করিতে লাগিলে প্রেম জল এবং আনন্দ জলের মধ্যে। ব্রাহ্ম? তুমি যত শ্রেষ্ঠ হওনা কেন, যদি বল আমি এ দিক্ ওদিক্ চিনি তবে তুমি প্রমত্ত হও নাই। ভক্ত কেবল ডুবিয়া যান। স্থলে টান থাকে না। জলেতেই স্রোত, জলেতেই টান। যদি বাঁচিতে চাও জলের ভিতর আপনাকে ছাড়িয়া দাও, এমন এক আবর্ত্তের ভিতরে লইয়া যাইবে আর উঠিতে পারিবে না, ক্রমাগত স্বর্গের দিকে চলিতে থাকিবে। গভীর সাগরে পতিত হইলে জ্ঞান বুদ্ধি থাকিবে না। তিনি হতচৈতন্য পাগলের ন্যায় হইয়া পড়েন। তিনি বুদ্ধি সহকারে কিছু করিতে পারেন না। পশ্চিমে যাইব মনে করেন পূর্ব্বে যান। তিনি ঈশ্বরের হইয়াছেন। তবে আর কেন আপনার ইচ্ছা রাখ। অল্প ভক্ত হইলে ঐ সংসার দেখিতে পাইবে। যদি গভীর ভক্তি চাও তবে কেবলই ডুবিয়া থাক, ডুবিয়া সুধা খাও ডুবিয়া ঈশ্বরের প্রেমে আরও মগ্ন হও।

ব্রাহ্মিকাসমাজ।

(বিবেক)

শুক্রবার, ৩০শে ভাদ্র ১৭৯৭ শক।

বিবেকের স্বর হে ব্রহ্মকন্যা, গম্ভীর স্বর এবং সুস্বর। সেই শব্দটী নিশ্চয় শব্দ, সেই শব্দ আসিতেছে, কাণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা ধরিতেছি, এইটী নিশ্চয় সত্য। এক রাজা আদেশ করিলেন, আমরা শ্রবণ করিলাম। অন্ধকার মধ্যে একটী ভয়ানক শব্দ হইল যাহা আমাদিগকে জাগাইয়া দিল, এটী আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি। আজ শুনিতেছি সেই কথাটী মিষ্ট। সেই শব্দটী যেমন একদিকে গম্ভীর তেমনি আর এক দিকে মধুর। তাহা শুনিলে যেমন প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তেমনি আবার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। প্রথমে জানিলে ঈশ্বর আছেন, তার পর জানিলে ঈশ্বর সুন্দর। পরে জানিলে অন্ধকার মধ্যে একটী ঘর আছে, পরলোক নামে আমাদের জন্য একটী সুন্দর পুণ্য এবং প্রেম নিকেতন আছে। পরে জানিলে ঈশ্বরের আদেশ হয়, আজ শুনিতেছি সেই স্বর মিষ্ট, সেই স্বর সুস্বর, ঈশ্বরের আদেশ কঠোর নহে। কেবল কতকগুলি অত্যন্ত নীরস আজ্ঞা নহে। যদি বল তাঁহার আজ্ঞা মধুর নহে, তবে তুমি ভক্ত নহ, তুমি সেই রাজবিধির ভিতরে গভীররূপে প্রবেশ কর

নাই, সেই বিধি তুমি কেবল ভাসা ভাসা শুনিয়াছ। "তুমি ঐ বাড়ী যাও, তুমি অমুক কার্য্য করো না, তুমি সাধুসঙ্গে থাক" এ সকল কথাতে মিষ্টতা কি আছে? এত কেবল জ্ঞানের কথা, এতে সুধা কৈ? আপাততঃ দেখিয়া এ সকলকে কতকগুলি জ্ঞানের কঠোর শুষ্ক উপদেশ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভগ্নি! যেমন ঈশ্বরকে দেখিলে আছেন, এবং তার পর দেখিতে দেখিতে তিনি সুন্দর হইয়া উঠেন, তেমনি এই শব্দ গুলি ঈশ্বরের মুখে শুনিতে শুনিতে মিষ্ট হয়। যিনি তাঁহার গম্ভীর আদেশ দ্বারা পাপীকে কাঁপাইয়া দেন, তাঁহারাই আদেশ শুনিয়া ভক্ত গলিয়া যান। তাঁহার আজ্ঞা গুলি সত্য এবং অতি সুন্দর ও মিষ্ট। আমাদের কাণে এখন সেই আজ্ঞা মিষ্ট নয়, কেননা আমি পাপ করি, তুমি পাপ কর। পাপের কাণে সেই কথায় মিষ্টতা নাই। পাপীর মন পাপাসক্ত, তার কাছে রাজনিয়ম ভাল লাগে না। সে বাঁ দিকে যেতে চাচ্ছে, এক জন ডাহিনে যেতে বল্ছেন, সে কথা তাঁহার শুনিতে ইচ্ছা হবে কেন? তার ইচ্ছা হচ্ছে খুব টাকা জমা করি, ঈশ্বরের আদেশ হইল "খবরদার আর টাকা জমাস্ না" এই আকাশবাণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইল। যে মদে আসক্ত সে চায় খুব মদ খেতে, আর একজন যদি বলে "মদ খাস্ নে" কাজেই সে কথা তার কাছে তিক্ত বোধ হয়, সেই শব্দ শুনিলেই তার কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। সেই শব্দ নিজে তিক্ত নয়, তাহার কাণের দোষেই তিক্ত বোধ হয়। তোমারই জিহ্বার দোষে চিনি তিক্ত, বাস্তবিক চিনি তিক্ত নয়। আমি বলিতেছি ঈশ্বরের শব্দ একদিন মহাপাপীর কাণেও মিষ্ট হবেই হবে। স্থির এবং শান্ত ভাবে শুনিয়া সেই কথা গুলি পালন কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখিবে সেই শব্দ তোমার কেশ, তোমার হাত, তোমার চক্ষুকে ধরিল, আর একটী আদেশ তোমার কাণটী ধরিল। এইরূপে পাঁচটী কি ছয়টী আজ্ঞা বেশ মনের সহিত পালন কর, দেখিতে দেখিতে তোমার মন কেমন হবে যে, আর সেই বন্ধুর কল্যাণকর শব্দ কখনও তিক্ত বোধ হইবে না এবং সেই সুস্বর আর ভুলিতে পারিবে না, এবং আবার সেই শব্দ শুনিতে ইচ্ছা হইবে। প্রতীক্ষা করিয়া থাক, অলস হইও না, সেই শব্দ আটবার দশ বার ক্রমাগত শুন পরে তোমার এমন মনে হইবে যে সেই শব্দটী কাণেই লেগে আছে। তুমি যদি হারমোনিয়ামের একটী নূতন শব্দ শুন, আবার কি তোমার তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয় না? যাহাকে আপনার বলিয়া ভালবাস, যেমন আপনার ছেলে, আপনার মা বাপ, আপনার স্বামী, তাহাদের শব্দ কেমন ভাল লাগে। আর সকলের শব্দ, ঐ যে কাক ডাকিতেছে তাহার শব্দের মত কর্কশ বোধ হয়, যে শব্দ ভালবাসি কাণ সেই দিকেই যায়। সেই শব্দ সুমধুর সেই শব্দে উপকার করে, যে শব্দ প্রাণকে আরাম দেয়। তোমার কাণ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন বুঝিবে হাঁ এইটী তাঁহার আদেশ, এবং এই আদেশটী দ্বারা নিশ্চয়ই আমার কল্যাণ হইবে, তখন তাহা ভাল লাগিবে সুমিষ্ট হইবে। পালন করিলে উপকার হয়, এই আকাশবাণী সুখের জিনিস। সৌভাগ্যবতী নারী যদি তুমি হও, সেই শব্দ রোজ শুনিবে। সাধারণ নিয়ম শুনিবে, "সত্য কথা কহিও, সকলকে ভাল বাসিবে, তুমি আমার কন্যা, তুমি আমার দাসী" এই কথা গুলি আসিবেই আসবে। যদি মা জানেন তুমি এ গুলি লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে এরূপ আদেশ শুনিবে "রাগ করিও না, মিথ্যা বলিও না, বিবাদ করিও না" আবার যেখানে তুমি শুন না সেখানে এমন ভাবে আদেশ আসিবে যে তাহা তোমাকে জানাইয়া দিবে। গুরু হইয়া ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহার সন্তানদিগকে উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁহার রাজাজ্ঞার এক বিভাগ শাসনের অবস্থা। এই বিভাগ সমাপ্ত হইলে পরে তুমি সেই মধুময় উপদেশের বিভাগে যাইবে। মাতা বলিবেন, "তুমি দাসী ছিলে এখন কন্যা হইয়া কাছে এস। তোমাকে এত দিন শাসন করিয়াছি, ভর্ৎসনা করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এখন কন্যা! তুমি কাছে এস।" তুমি ঐ জায়গা ছেড়ে গাছ তলায় আধ ঘণ্টা বসো দেখি, এই আদেশ করিলেন তোমাকে সুখ দিবেন বলে। সেখানে বসে তুমি এমনি উপাসনা করিলে যে জীবনে কখনও সেরূপ উপাসনা কর নাই। উপাসনার পরে বলিবে, মা, ভাগ্যে সেই আদেশ করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার করি। আর একদিন এই আদেশ শুনিবে, ঐ যে গরিব লোকটী যাচ্ছে তাকে দুটী পয়সা দাও যেন কেহ না জানে। সেই লোকটী আশীর্ব্বাদ করে গেল, সমস্ত দিন তোমার মনে আহ্লাদ রহিল। আর এক দিন শুনিলে এই দুটী পয়সা দিয়া অমুক ছেলেকে ঔষধ খাওয়াও তুমি ঔষধ খাওয়াইলে, সেই ঔষধ দ্বারা সেই ছেলেটী বাঁচিল, আর তোমার অন্তরে কত আহ্লাদ হইল। এমনি করে ঈশ্বর অনেক রকমে সুমধুর কথা বলিবেন। তখন বুঝিবে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়নে তাকাইতেছেন, অনেক সুমধুর কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি বলেন, তুমি তোমার অমুক ভগ্নীকে লইয়া ছাতে বসিবে। তুমি তোমার সেই ভগ্নীকে গিয়া বলিলে পিতা আজ আমাকে বলে ছিলেন তোমাকে লইয়া ছাতে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে। তিনিও আহ্লাদিত হইয়া তোমার সঙ্গে গিয়া ছাতে বসিলেন। উভয়ে বসিয়া ধর্ম্মের প্রণয় সম্ভোগ করিলে, উভয়ে মিলিয়া পিতাকে ডাকিয়া তাঁহার বিশেষ প্রসাদ লাভ করিলে, এই রকমে পিতার মধুর আদেশ শুনিয়া সুখী হও। বিবেককে নেতা করিয়া ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কর। সেই আদেশ ক্রমে অতি সুমিষ্ট এবং শান্তিপ্রদ হইবে। আগত প্রায় ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে তোমরা এই ছয়টী বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিলে।

(১) ঈশ্বর আছেন। (২) তিনি সুন্দর। (৩) পরলোক আমাদের ঘর (৪) সেই ঘর সুন্দর। (৫) ঈশ্বর বিবেকের ভিতর দিয়া কথা বলেন। (৬) সেই কথা মিষ্ট। এই সকল বিষয় শ্রদ্ধার সহিত মনে রেখ, তাহা হইলে ইহলোক এবং পরলোকে সুখী হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতা।

রবিবার ২১ কার্ত্তিক ১৭৯৮ শক।

গভীর জল নদীর কোন্ স্থানে? যেখানে শব্দ নাই, যেখানে, আড়ম্বর নাই। যেখানে জলের মহা কোলহল সেখানে অতি অল্প দূর সেই জলের গভীরতা। আর যেখানে জলের অত্যন্ত গভীরতা সেখানে জল স্থির ও পরিষ্কার। তেমনি যে সকল সত্য অতি গভীর তাহা কোলাহল বিহীন, অতি পুরাতন, সরল এবং পরিষ্কার। একটী সত্যের কথা আজ বলিতে চাই, সেইটী কি? ঈশ্বর শক্তিরূপ। শক্তিদেবতা, শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং ধারণকর্ত্তা। যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিলে তখন কি বুঝিলে? শক্তি দুই হয় না। শক্তি এক। কি আগুনের, কি জলের, কি বজ্রের সমুদয়ের এক শক্তি। সকলের মূলে এক শক্তি। সেই এক শক্তি সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি যতক্ষণ শরীরে আছেন ততক্ষণ চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, রক্ত চলিতেছে, ইত্যাদি। আর এই প্রাণশক্তি শরীর হইতে কাড়িয়া লও, জলে জল, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা মিশিয়া যাইবে। যেমন নরদেহে শক্তি, তেমনি পশু দেহেও সেই শক্তি। যেমন চেতনে শক্তি, তেমন জড়ে শক্তি। আবার শক্তিতে শক্তিতে যোগ দেখ। কোথায় সূর্য্য আর কোথায় তোমার দেহ; কিন্তু সূর্য্যের শক্তি তোমার দেহের শক্তির ভাবান্তর করিল। অগ্নির মধ্যে অঙ্গুলী রাখ, কিম্বা জলের মধ্যে অঙ্গুলী রাখ, অগ্নির শক্তি এবং জলের শক্তি তোমার অঙ্গুলির শক্তির ভাবান্তর করিবে। চন্দ্র তারার শক্তি নাই কে বলিল? এইরূপ সমুদয় শক্তির মধ্যে পরস্পর যোগ রহিয়াছে। যে মৃত্তিকা হইতে আমার আহার্য্য উৎপন্ন হইল, আমার দেহ আবার সেই মৃত্তিকা হইয়া অন্যের আহার্য্য হইল। এইরূপে শক্তি চক্র ঘুরিতেছে। একই শক্তি সকলের মূল। এই আদি শক্তি যিনি বুঝিলেন তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব জানিলেন। এই শক্তির বাহ্যিক আকার বিদূরিত কর। শক্তি নিরাকার। জড়ের নিজের কোন শক্তি নাই, আমার হস্ত জড়, হস্ত নিজে কিছু করিতে পারে না; কিন্তু মন বলিলেন হস্ত উর্দ্ধ দিকে উঠুক, হস্ত উঠিল। হস্তের আর স্বতন্ত্র শক্তি কি? অতএব শক্তি নিরাকার অথচ আছে। কিছু চিরকাল আছে ইহা যদি স্থির হয় তাহা শক্তি। কেননা শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ এই আছে এই নাই। এই একই শক্তি সমুদয় ভূতের মধ্যে কার্য্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই শক্তি কোথায় হইতে আসে? আধার ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। শক্তির অবলম্বন কি? শক্তির মূল কি? আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর, বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, ভক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। ভক্তি দেখিলেন, চন্দ্রের মধ্যে মাধুর্য্য শক্তি, বজ্রের মধ্যে ভয়ানক শক্তি, সায়ংকালের বিচিত্র ব্যাপারে, এবং উষাকালে অরুণোদয় সময়ে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি; কিন্তু এ সমুদয় শক্তির মূলে এক জনের শক্তি দেখিয়া ভক্তি তাঁহাকে জগতের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহাকে ভক্তি জগতের প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন তাঁহাকে বিজ্ঞান জগতের আদি শক্তি বলিল। তাঁহাকেই শাস্ত্রকারেরা চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের মন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এখানে শেষ হইল না। এই পর্য্যন্ত কবিত্ব এবং বিজ্ঞানের সীমা। তার পরে ধার্ম্মিকের কার্য্য আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন এই শক্তির ভিতরে আমি বাঁচিয়া আছি, যতটুকু এই শক্তির ভিতরে আছি ততটুকু আছি, ইহার বাহিরে অন্ধকার মৃত্যু। ধর্ম্মজীবন এই শক্তির অংশ। ততক্ষণ জ্ঞান, সত্য লাভ করি, এই শক্তির ভিতরে যতক্ষণ আছি। ততক্ষণ প্রেম কি বুঝিতে পারি যতক্ষণ এই শক্তির মধ্যে আছি। ততক্ষণ অন্তরে পুণ্যতেজঃ থাকে যতক্ষণ এই শক্তির বর্ত্তমানতা অনুভব করি। আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার পুণ্য সমস্ত এই শক্তির আবির্ভাবে। এই শক্তির অবর্ত্তমানে যত মিথ্যা দুর্ব্বলতা, অন্ধকার, অপ্রেম, পাপ, তাহা আমি। এই শক্তি অন্তর্হিত হইলে যাহা থাকে তাহাই আমি। অর্থাৎ আমি অপদার্থ এবং পাপরাশি, এই শক্তি হইতে বিচ্যুত। যতটুকু এই শক্তি ততটুকু প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি। সমুদয় সৎ বস্তুর আধার এই শক্তি। ইহার মধ্যে বিচিত্র ভাব। শক্তি বলিলে কত বুঝায়। শক্তি বলিলে জীবন, প্রেম, সৌন্দর্য্য সকলই বুঝায়। অতএব যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলি তখন তাঁহার মধ্যে গভীর অতলস্পর্শ প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি, সৌন্দর্য্য সকলই আছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই যে শক্তি ঈশ্বর, এই শক্তিশাস্ত্র হইতে এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে আমার প্রাণ, এবং রক্ত সঞ্চালন, ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা, ঈশ্বরের আবির্ভাবের ফল। আমার জীবন এই শক্তিরূপী ঈশ্বরের আন্তরিক বর্ত্তমানতা। অতএব অহঙ্কার, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তিকে ডাকিয়া লও। তাঁহার জ্ঞানের ক্ষমতাতে অজ্ঞানতা থাকিবে না, তাঁহার প্রেমের আবির্ভাবে অপ্রেম দূর হইবে, তাঁহার পবিত্র বর্ত্তমানতার প্রভাবে পাপ অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে। এমনি গভীর এই শক্তিতত্ত্ব। অতএব সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতেই যেন আমরা জীবিত থাকি, কার্য্য করি, এবং এই শক্তির উপরেই যেন আমাদের ইহকাল পরকাল সমর্পিত হয়।

সাহেব বৈরাগী।

শিরনামা পাঠ করিয়া হয়ত অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা স্বচক্ষে সাহেব বৈরাগী দেখিয়াছি। হঠাৎ ইহা শুনিলে যেমন মনে হয়, এক জন হৃষ্ট পুষ্ট গৌরকান্তি পুরুষ, মালা তিলক ধারণ করিয়া বৈরাগী হইয়াছেন, তাহাও নহে, ইহাঁকে দেখিবা মাত্র ভক্তির উদয় হয় এবং ইনি যে অনুরাগী সরল চিত্ত তাহাও তাঁহার বাহ্য দর্শনেই প্রকাশ পায়। বয়ঃক্রম যদিও বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু পথশ্রমে অনাহার অনিদ্রায় রৌদ্রতাপে বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে সাহেব বলিয়া বিশ্বাস হয় না, ঠিক যেন এক জন আমাদের দেশীয় সাধু বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, কিন্তু ইংরাজি কথা এবং তাহার জাতীয় উচ্চারণ শুনিলে সে সন্দেহ আর থাকে না। নাম ইহাঁর হরিদাস।

হরিদাস কানপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা এক জন আয়ারল্যাণ্ড দেশীয় লোক, সৈনিক সম্প্রদায়ে তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হরিদাস মধ্য ভারতবর্ষে ইন্দোরের নিকট নাগোড রাজ্যের কোন রাজার সংসারে কার্য্য করিতেন। একদা সমীপস্থ নিবিড় অরণ্য মধ্যে মৃগয়া করিতে বাহির হন। পূর্ব্বে ইনি রোমান্‌কাথলিক সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, ধর্ম্মানুরাগ তখনও ছিল। মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন সেই হিংস্রক জন্তু সঙ্কুল অরণ্য মধ্যে এক সাধু দুই জন শিষ্যের সহিত অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া হরিদাসের চিত্ত উচাটন হইল। বন্দুক দূরে রাখিয়া ক্রমে তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু তাঁহাকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, আমি মৃগয়া করিতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া সেই সাধু ঈষৎ ক্রোধ ও দুঃখের সহিত বলিলেন, কি তুমি নির্দ্দোষ প্রাণিদিগকে বধ করিয়া থাক? এমন কায করিও না, তোমার জীবন যেমন তাহাদের জীবনকেও তেমনি মূল্যবান জ্ঞান করিবে। এই কথা এবং আরও অন্যান্য উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া হরিদাসের মন কেমন হইয়া গেল। অর্থাৎ মনে বৈরাগ্যোদয় হইল। তদনন্তর যেখানকার বন্দুক্ সেইখানে রহিল, অন্যমনস্ক ও পরিবর্ত্তিত চিত্ত হইয়া বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। বোধ হয় সেই অরণ্যবাসী সাধু তাঁহাকে কোন মন্ত্রও দিয়া থাকিবেন, তাহা লইয়া তিনি কার্য্যস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগীর বেশ ধারণ করত পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় এক সপ্তাহ হইল এখানে পৌঁছিয়াছেন। ইহাঁর স্ত্রী সন্তানাদি আলাহাবাদে আছে তাহাদের সঙ্গে আর দেখাও করেন নাই। সম্পূর্ণ সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া এখন দিবা নিশি "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" এই নাম জপ করিয়া থাকেন। কাহারো নিকট যাচ্‌ঞা করেন না, সমুদয় পথ চলিয়া আসিয়াছেন, কোন কোন স্থানে নদী সন্তরণ করি পার হইয়াছেন। এখানেও পয়সা অভাবে গঙ্গার সেতুর উপর দিয়া আসিতে পারেন নাই, সাঁতরাইয়া আসিয়াছেন। শুনা যায় দেড় বৎসর হইল ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ম্লেচ্ছাচার কিছুই নাই, সামান্য কিঞ্চিৎ আহার করেন। এখানে আসিয়া প্রথমে গঙ্গার পোলের নিকট নূতন ঘাটে থাকিতেন। নগরবাসী কোন ভদ্র লোক তথা হইতে তাঁহাকে আপনার বাটীতে রাখিয়াছেন। হরিদাসের অঙ্গে এক খানি ধোসা, এবং মস্তকে এক কাণ ঢাকা টুপি, হাতে হরিনামের মালা ও ঝুলি। অতি নিরীহ ভাল মানুষ বিনীত স্বভাব। আমরা বলিলাম কিছু ভক্তির কথা আমাদিগকে বলুন। তিনি উত্তর করিলেন আমি ক্ষুধার্ত্ত, আপনারা আমাকে উপদেশ দিন, আমি কিছুই জানি না। যিনি আমাকে উপদেশ দিবেন তাঁহাকে আমি পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিব। অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার আর দৃষ্টি নাই, কেবল জপের মালা গাছটী অতি যত্নে রক্ষা করেন। তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন, এখন জগন্নাথ তীর্থে যাইবেন। মতামত কিছুই নাই, বরং পূর্ব্বের খৃষ্টীয়ান মত ভিতরে আছে, কেবল নামজপে সদা মগ্ন হইয়া থাকেন। আমরা বলিলাম নামে ভক্তি কিরূপে হয়? তাহাতে বলিলেন, "আরে ওনুকা আজব্ লীলা কোন্ জান্তা হ্যায়"। বাস্তবিক আজব লীলাই বটে, তিনি এমন বন্দুকধারী মৃগয়া-প্রিয় সাহেবকেও শিকার করিয়া তাহাকে প্রেমজালে বদ্ধ করিলেন। পূর্ব্বে এক যবন হরিদাস ছিলেন, ইনিও হরিদাস নাম ধারণ করিয়াছেন। ইনিও যে একবারে স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা দেখিলে অনেকটা বুঝা যায়।

ব্রাহ্মসঙ্গত।

২৪শে কার্ত্তিক বুধবার।

প্র। আমার সমস্ত শক্তি ঈশ্বরের, ঈশ্বরের শক্তিতে আমি শক্ত ইহার অর্থ কি?

উ। ইহার অর্থ এই, শারীরিক জীবন এবং ধর্ম্মজীবন এই দুইটী যে শক্তি প্রভাবে পরিচালিত হয় সেই শক্তিটি আমাদের নহে, কিন্তু ঈশ্বরের। প্রথমতঃ শরীর,—রক্ত-প্রবাহ, নিশ্বাস-ক্রিয়া, পরিপাক, শরীর-চালন এই সমুদয় কার্য্যের মূলে যে শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আমার নহে। মূলে এক তাঁহারই শক্তি অবস্থিতি করিতেছে, কেবল বিষয়ের ভিন্নতায় তাহার প্রকাশেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। মানুষ এই শক্তির অধীন ইহার কর্ত্তা নহে। সে এই পৃথিবীতে ইচ্ছা করিয়া আসে নাই, ইচ্ছা করিয়া মরে না, ইচ্ছা করিলেই সর্ব্বদা এই শরীরকে আপনার আয়ত্বের অধীন করিতে পারে না। সমস্ত শক্তির আগমন প্রস্থান এবং কার্য্য মনুষ্যের ইচ্ছার অতীত, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমরা তাঁহারই শক্তিতে জীবিত ও কার্য্যক্ষম রহিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মজীবন,—আমরা সকলেই জানি প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, জ্ঞান, আনন্দ, তৃপ্তি এবং উন্নতি নিজে ইচ্ছা করিলেই হয় না। এই সমুদয় তাঁহারই কৃপার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র। যে শক্তি দ্বারা এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ জীবনে সংঘটিত হয় তাহা ঈশ্বরের। তাঁহার নিকট হইতে আমরা যতদূরে, এই সমুদয় ভাবের প্রকাশ আমাদের মধ্যে তত অল্প।

প্র। কার্য্যের প্রভেদ সত্ত্বেও কি আমরা কারণের একতা স্বীকার করিব?

উ। বিজ্ঞান বাহ্য-জগতের সমুদয় শক্তিকে কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে প্রত্যেক শক্তিকে অন্যটীতে পরিণত করা যায়। ইহাতেই শক্তি এক, তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন ইচ্ছাই সমুদয় মানবীয় শক্তির মূল, এবং ইচ্ছা থাকাতেই মনুষ্য শক্তি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। জগতে যত কিছু শক্তির প্রকাশ তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত, তাহার কার্য্য নানা রূপ, প্রকাশ সহস্র রকম, কিন্তু মূলে শক্তি এক। মনে কর এক প্রীতির প্রকাশ কত প্রকার—জনকজননীর হৃদয়ে স্নেহরূপে, বন্ধুর হৃদয়ে প্রণয়রূপে, সন্তানের হৃদয়ে ভক্তিরূপে, স্বদেশানুরাগীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রিয়তারূপে, উদার-চরিত্র মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে মনুষ্য-প্রকৃতিপ্রিয়তারূপে-কিন্তু মূলে একই প্রীতি। সেই রূপ একই জ্ঞানের প্রকাশ গণিত, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ন ইত্যাদি, একই পুণ্যের প্রকাশ—সতীত্ব, দান, তপস্যা, ধর্ম্মব্রত, ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি। সেইরূপ ধর্ম্ম, বিনয়, প্রেম, পুণ্য, বুদ্ধি সকল তাঁহারই শক্তির প্রকাশ। ধর্ম্মের অত্যন্ত গভীর সাধন যে ধ্যান তাহা আর কি? কেবল তাঁহার শক্তিতে আপনার অস্তিত্ব ও স্থিতি এইটী উপলব্ধির অভ্যাস। এইটীতে নিমগ্ন হইয়া সংসার চিন্তা হইতে বিমুক্ত হওয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিক অবস্থা। যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন তাঁহারা আপনার মধ্যে এবং বাহ্য-জগতে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরে বাহ্য-জগত ও আপনাকে প্রত্যক্ষ করেন।

প্র। সমুদয় শক্তিই যদি তাঁহার তাহা হইলে আমিই বা কোথায় রহিলাম আর পাপই বা কি?

উ। সহজ জ্ঞানে আমরা বুঝি যে আমি আছি। তাঁহার শক্তিতে আমার অস্তিত্ব, আপনার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এই পর্য্যন্ত। আমি নিজে অশক্ত, তাঁহার শক্তি ঘটনার একটী আধার মাত্র। এই স্থানে আমরা অদ্বৈতবাদ মত হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী। পাপ কেবল ভাল হওয়ার শক্তির অভাব—অশক্ততা অথবা দুর্ব্বলতা। অপর দিকে যে শক্তির অপব্যবহারে আমরা পাপী হই তাহা ঈশ্বরের। শক্তি তাঁহার, আমা কর্ত্তৃক তাহা পাপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না, কেবল আমিই অপবিত্র হই। আমার ইচ্ছাতে পাপ সংক্রামিত হয়, কিন্তু শক্তি যেমন পবিত্র তেমনি থাকে। স্বাধীন ইচ্ছা আমার, শক্তি তাঁহার। যাহা আমি করিলাম পাপ জন্য, অপর একটী জীব যদি তাহাই করে তাহা হইলে তাহাতে এবং আমাতে একই শক্তির ব্যবহার হয়, কিন্তু সে নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকে, কেবল আমিই পাপী মধ্যে পরিগণিত হই। সুতরাং পাপ আমার ইচ্ছাতে তাঁহার চির নিষ্কলঙ্ক শক্তির ব্যবহার হইলেও তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয় না।

প্র। পূর্ব্ব সঙ্গতের আলোচনার সহিত অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধ কি?

উ। মনুষ্য তাঁহাতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে এইটী যখন অনুভব করে তখনই জীবনের তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরকে এইরূপে সমুদয় শক্তির মূলে অবস্থিত দেখিলে কোথায় থাকিয়া তিনি কার্য্য করিতেছেন তাহা বুঝা যায়। সময় সময় অতি অধিক পরিমাণে জ্ঞান কি ভাবের প্রবাহ আমরা সকলেই বুঝিতে পারি, তখন আমরা তাঁহাকে আত্মার মধ্যে স্বীকার করি। কিন্তু সাধারণতঃ সকল শক্তিই তাঁহার ইহা আর আমরা সর্ব্বদা মনে করি না। আমরা মনে করি যাহা সাধারণ তাহা আমার স্বকীয়, যাহা অসাধারণ তাহাই তাঁহার। এইটী কিন্তু এইটী বিষম ভ্রম। আমরা চৈতন্য লাভ করিয়া ঐ সমুদয়ের মূলে সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব এই অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপে স্বয়ং কখন কখন অধিক প্রকাশিত হন, সুতরাং আমরা যদি সাধারণ ভাবের মূলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করি তাহা হইলে সে প্রকাশের ফল জীবনে আর কিছুই স্থায়ী হয় না।

প্র। এইরূপে সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার ফল কি কি?

উ। প্রথমতঃ আপনার সমুদয় শক্তির মূলে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিলে সেই শক্তিকে পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিতে মনুষ্য অশক্ত হইয়া পড়ে। কি করিতেছি বলিয়া আত্মা নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়। দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের মধ্যে সেই শক্তিই অল্লাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে ইহা অনুভব করিতে পারিলে এক দিকে যেমন আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখি অপরদিকে তেমনি পরস্পরের পাপ দেখিলে পাপীর প্রতি গভীর ঘৃণার ভাব আমাদিগের মধ্য হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। কোন লোককে আর আমরা ঘৃণা করিতে পারি না, বরং তাহার পাপ দেখিয়া আমাদের মনে শোক এবং দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে আর বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আমরা সকলেই আহূত ইহা জানিয়া আর কেহ কাহাকে প্রত্যাখ্যান করার ভাব মনে আনিতে পারেন না। তৃতীয়তঃ মনুষ্য মধ্য হইতে অহঙ্কার একেবারে সমূলে উৎপাটিত হয়। মনে হয় সকলই তাঁহারই শক্তি, আমার অহঙ্কার করিবার আর কি আছে? চতুর্থতঃ সমস্ত জগতে যখন তাঁহাকে অনুভব করা যায় তখন জগত এক নূতন পুণ্যের পবিত্র বসনে পরিহিত

বোধ হয়। পঞ্চমতঃ নারী-জাতি সম্বন্ধে মনুষ্য হৃদয়ের যত পাপ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জগতে নর নারীর একটী নূতন পবিত্র সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরকে অন্তরে এবং বাহিরে শক্তিরূপে অনুভব করিলে সকলের সহিত নিত্য ও পবিত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, এবং অন্তর ও বাহ্যজগত সমস্ত পুণ্যের আলয় হইয়া যায়।

—০—

সংবাদ।

বিগত ১১ই অগ্রহায়ন সিন্দূরিয়াপটীর পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা কার্য্য করেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গাজীপুরের বাঙ্গালী ভ্রাতারা তথাকার সমাজের প্রতি অনুরাগী হইয়া উপাসনার জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইয়াছেন এবং তাহাতে উৎসাহের সহিত অনেকে যোগ দান করিয়াছেন। এখানে অনেক গুলি সচ্চরিত্র ভদ্র বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহারা যদি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হন তাহা হইলে সুখী ও ধন্য হইবেন। কিন্তু দুই একবার উৎসাহ প্রকাশ করাতে আমরা তত মঙ্গলের চিহ্ন মনে করি না। সমাজে যোগ দিয়া যাহাতে জীবনে নিত্য সম্বল সকলে সঞ্চয় করিতে পারেন এবং আনন্দে মিলিত হইয়া চিরকাল ব্রহ্মোপাসনা করিতে সক্ষম হন তজ্জন্য তাঁহারা উৎসাহী হউন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনের উপস্থিতিতে ইহাঁদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের আচার্য্য মহাশয় প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দুই দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। উভয়ের সম্মিলনে অনেক সৎপ্রসঙ্গ ও ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। কবিবর হাফেজের প্রেমরসাভিষিক্ত পদাবলী সকল ইহাঁদের হৃদয়ে মত্ততা আনিয়া দিয়াছিল। অন্য কোন মতবিবাদের কথা না হইয়া যদি মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেমালাপ হয় তাহা হইলে সামান্য মতভেদ সকল আপনিই চলিয়া যাইতে পারে। উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের কথা প্রসঙ্গে যেমন ইহাঁরা আনন্দানুভব করিতে পারেন তেমন আর কে পারিবে?

কিছুদিন গত হইল আমাদের কোন বন্ধু হিমালয়ের পার্শ্বস্থ কোন পর্ব্বত কন্দরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় সেই নির্জ্জন রম্য স্থানে দেখিলেন দুইটী যোগী সাধন করিতেছেন। এক জন মৌনব্রতধারী অপর জন ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমাদের বন্ধু বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা বনবাসী যোগী, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অনেক সংবাদ রাখেন। আমাদের বন্ধু বলেন, সেই নির্ঝর বারিনিনাদিত বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ গিরিকন্দর যোগ সাধনের পক্ষে অতীব অনুকূল স্থান।

আমাদের স্নেহাস্পদ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া পাটনা কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি বাঁকিপুরের মৃতপ্রায় সমাজটী তাঁহা দ্বারা উপকৃত হইবে। তাঁহার উপার্জ্জিত ধর্ম্মজ্ঞান, চরিত্রের দৃষ্টান্তে স্থানীয় পুরাতন ব্রাহ্মগণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবেন। তিনি যে কয়েক দিন এখানে থাকেন ইহার মধ্যে ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে দুই চারিটী প্রকাশ্য বক্তৃতা দিলে আমরা শুনিয়া সুখী হইতাম।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সিলং হইতে কোন ভ্রাতা আপনার নাম গোপন রাখিয়া প্রচারক পরিবারের সাহায্যার্থ সহৃদয়তার সহিত দুইটী টাকা দান করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার সহধর্ম্মিণির আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের কোন বিজ্ঞ বন্ধু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতীর বিষয়ে নিম্নলিখিত মনোহর সম্বাদটী পাঠাইয়াছেন :—

“শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী লক্ষ্ণৌ নগরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনা মুক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় সাত আটটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তব্য বিষয়গুলি প্রগাঢ় যুক্তি, ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ ও নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিশুদ্ধ প্রণালীতে পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেমন তেজস্বিনী তেমনি ভাবপূর্ণা ও রস ব্যঞ্জিকা। তিনি রসিকতা দ্বারা লোকদিগকে হাসাইয়াছেন, আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির পরিচয় দিয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। তাঁহার মত ও ভাব দিন দিন অধিকতর প্রশস্ত ও উদার হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণ তিনি আর কেবল কঠোর জ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন, ভাবের দিকে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাতে আর উগ্র ও অবিনয়ের ভাব দেখা যায় না। তিনি “সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি ব্রহ্মস্বরূপ এবং “অসতো মা সদ্গময়” ইত্যাদি প্রার্থনার যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় যে [illegible] সম্ভোগ করিয়াছে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মের ন্যায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন, উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার মতের কোন প্রভেদ বুঝা যায় না। প্রভেদের মধ্যে তিনি বেদকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন করেন সেই প্রভেদ সামান্য। প্রভেদ নয় বলিলেই হয়। তিনি বলেন আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি বেদ পূর্ণ। কখন নাকি ইহাও বলিয়াছেন যাহা সত্য তাহাই বেদ। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে মতের কিছু গোল থাকিতে পারে। বক্তৃতাতে পুনর্জ্জন্মাদির উল্লেখ বড় করেন না। যাহা হউক তিনি কুসংস্কার, অজ্ঞানতা ও পৌত্তলিকতার মূলে তীক্ষ্ণ কুঠার মারিতেছেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। দুই দিন বক্তৃতাতে তিনি তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া ও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সেই শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক্ষণ কপূর্ত্তলা রাজধানী অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, শুনিলাম তথা হইতে কাশ্মীরে যাইবার ইচ্ছা করেন। শেষ বক্তৃতার দিন এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, ভ্রাতৃগণ! প্রীতির সহিত এত দিন এখানে আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি, এক্ষণ বিদায় লইতেছি যেখানে, যাই প্রীতিতে যেন বদ্ধ থাকি। আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। এস, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিয়া সকল বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জ্জন দি”।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৯ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে ২০শে অগ্রহায়ণ শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১০ম ভাগ।
২৩ সংখ্যা।

১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

—০—

জননীর বস্ত্রাঞ্চল আচ্ছাদিত ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান যেমন মাতার মুখের পানে চাহিয়া নানা প্রকার ক্রীড়া করে, কখন নিদ্রা যায়, কখন আহ্লাদে প্রফুল্লিত হইয়া হাস্য করে, তেমনি হে পরম মাতঃ বিশ্বজননি! তোমার আশ্রিত ভক্ত সন্তানগণ তোমার প্রেমমুখের দিকে চাহিয়া পরমানন্দে বিহার করেন। তদীয় কমনীয় স্পর্শসুখ, এবং সান্নিধ্য প্রেমিক সাধকের পরম প্রার্থনীয় বস্তু। তোমার ঐ সুধাময় দৃষ্টি রেখার বাহিরে যাইতে কাহার ইচ্ছা এবং সাহস হয়? আমারও প্রাণ সর্ব্বদা তোমার নিকটে নিকটে থাকিতে ভালবাসে। তোমার পবিত্র শান্তিপূর্ণ সত্তা যদিও আমাকে সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু আমি বিকলিত চিত্ত তাহার স্পর্শজনিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হয় হে দেব! মনে বড় ইচ্ছা হয় ঐরূপ ক্রোড়স্থ নির্ভীক শিশু সন্তানের ন্যায় তোমার স্নেহক্রোড়ে বাস করি। তোমা হইতে আর আমি অধিক দূরে যাইতে চাহি না। মাতার উপস্থিতিতে নির্ভয় হইয়া শিশু যেমন কখন কখন কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ক্রীড়া করে, অথচ সে তাঁহার স্নেহদৃষ্টির অন্তরাল হইতে সাহসী হয় না, তেমনি নির্ভয়ে আমি যেন তোমার দৃষ্টিপথের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করি। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অধিক দূর চলিয়া গেলে পাপের পিশাচ সকল আমাকে ধরিয়া রাখিবে, কোথায় কোন্ অপরিচিত দুর্গম স্থানে লইয়া ফেলিবে, আর শীঘ্র আসিতে দিবে না, এই জন্য হে অনাথনাথ! আর এখন দূরে যাইতে সাহস হয় না। কেমই বা আমি যাইব? কে আমাকে তোমার ন্যায় আদর করিবে এবং ভালবাসিবে? তুমি আমার নিরাপদের দুর্গ, শান্তির আলয়, তোমার সহবাসের পবিত্র সুশীতল বায়ুর মধ্যে থাকিয়া আমি সুখী হইব, আর কোথাও যাইব না। তোমার পুণ্যময় আবির্ভাবের সুধাময় আঘ্রাণ যেন আমার মস্তিষ্কের মধ্যে সর্ব্বদা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এমন ঘ্রাণশক্তি দাও যাহাতে কোথায় পৃথিবীর দুর্গন্ধ আর কোথায় বা তোমার মধুময় সত্তার সুগন্ধ, এতদুভয়ের সীমা সহজে বুঝিতে পারি। বিকলেন্দ্রিয় হইয়া যেন কখন না থাকি। হে পবিত্র পরমেশ্বর! তোমার রাজ্যের সীমা মধ্যে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কোন ভয় থাকে না। এই প্রার্থনা যেন মোহবশতঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে ভ্রষ্ট না হই।

বাহ্যাবস্থার সহিত ধর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য।

বাহিরের অবস্থা ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল বলিয়া অনেক সময় আমরা আত্মোন্নতি বিষয়িণী অতি গুরুতর এবং একান্ত কুশলপ্রদ কর্ত্তব্য সাধন হইতে আপনাদিগকে অব্যাহতি দিয়া নিরপরাধী সপ্রমাণ করিতে যত্নশীল হই। কিন্তু কোন্ অবস্থাটী পরিত্রাণ পথের অনুকূল, এই সংসারে কি প্রকার অবস্থায় সংস্থাপিত হইলে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি, তাহা স্থির করিয়া উঠা বড় সহজ হইবে না। বহু পরিশ্রমে এবং অল্প আয়ে এক বৃদ্ধিশীল বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করা যদি ধর্ম্মপথের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয়, তবে অনায়াসলভ্য প্রচুর ধনে ধনী ব্যক্তি নিরন্তর সুখশয্যায় শয়ান থাকিয়াও কেন পরমার্থ চিন্তার সময় পান না? কঠোর কর্কশভাষী ক্ষমাগুণবিহীন শ্বেতকায় প্রভুর অধীনে দশ ঘটিকা হইতে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য করিলে যদি ধর্ম্ম ন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তবে স্বাধীন ব্যবসায়ী উকিল ডাক্তার, বণিক শিল্পী ইহাঁদিগের দিনান্তে একবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবার অবসর হয় না কেন? যদি বল, অর্থের জন্য কোন দুশ্চিন্তা না থাকে, সে বিষয়ে কেহ অপমান বা বিরক্ত না করে, সন্তান ও পরিবারগণের পীড়া না হয়, উৎকৃষ্ট বাসভবন, উপাদেয় স্বাস্থ্যকর আহার্য্য সামগ্রী, মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ভদ্র বসন ভূষণ যথেষ্ট থাকে, কোন বিষয়ের জন্য কাহারো দ্বারস্থ হইতে না হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের পক্ষে যত দূর সম্ভব তত দূর নিরাপদ সুখের অবস্থায় যদি থাকা যায় তবে নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেরূপ অবস্থারও শত শত মনুষ্য কি পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই না? তাহারাই বা কৈ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া জীবনকে উন্নত করিতে সমর্থ হইতেছে? সংসারের গুরুভারে প্রপীড়িত, অন্ন চিন্তায় কাতর সরল হৃদয় ব্রাহ্ম, তুমি হয়ত বলিবে যে আমি যদি সে অবস্থা পাই তাহা হইলে নিশ্চয় সুখে ভজন সাধন করিতে পারি, উৎসাহ অনুরাগের সহিত ধর্ম্ম উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম। যখন তুমি সেই অভিলষিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ইহাকেই বলে সংসার মায়া। বাহিরের অবস্থা অনুকূল হইলে ধার্ম্মিক হইব এ কথার কোন অর্থ নাই। সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম বল বুদ্ধি স্বাস্থ্য যে ধর্ম্ম সাধনের পথকে সুপরিষ্কৃত রাজবর্ত্মের ন্যায় করিয়া দিতে পারে না জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্নাবস্থার লোকের জীবন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বরানুরাগ আপনি বাহিরের বিঘ্নজনক অবস্থাকে অনুকূল করিয়া লয়, যে কেহ ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন তাঁহারা এ কথা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রভাব যাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাঁহার বাহ্য প্রতিবন্ধক সকল বন্ধুর ন্যায় অনেক সময় সাহায্য দান করে। তিনি জানেন না কিরূপে তাঁহার জীবনের মহৎ ব্রত প্রতিপালিত হইবে, তুমি আমিও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কারণ আমরা দেখিতেছি এ ব্যক্তির আট ঘণ্টা পরিশ্রম ব্যতীত কিছুতেই সংসার চলে না, উপাসনা করিতে বসিয়াও কোন কোন সময় ইহাকে প্রভু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কার্য্যালয়ে যাইতে হয়, যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকে তাহা পরিবার পুত্রদিগের প্রতি অবশ্য কর্ত্তব্য সাধনে চলিয়া যায়, কার্য্যচ্যুত হইলে আর ইহার একদিনও চলিবে না, প্রয়োজনীয় অভাব মোচনের চিন্তায় ইহার দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, বাহিরেও সময় নাই, অন্তরেও সংসার চিন্তার বিরাম নাই, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপাসনা করিতে বসিলে ইহার মনশ্চক্ষুর

সম্মুখে উত্তমর্ণের রুদ্রমূর্ত্তি, প্রতিপালক প্রভুর আরক্তিম লোচন প্রকাশিত হয়, তবে আর ইহার ধর্ম্ম হইবে কিরূপে? কিন্তু যথার্থ অনুরাগ ব্যাকুলতা যাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে সে সমুদয় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার ইষ্টপূজা ও ধর্ম্মচিন্তার সময় করিয়া লইবেই লইবে। অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য সে সংসারচিন্তা শূন্য হইয়া ঈশ্বরের প্রসাদ প্রচুররূপে সম্ভোগ করিবে। কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে সে এক একবার ঊর্দ্ধ নয়নে যে ঈশ্বরের পানে চায় তাহাতেই তাহার শত শত উপাসনার ফল লাভ হয়। অতএব আন্তরিক অনুরাগই বাহিরের অবস্থাকে অনুকূল করিয়া আনে। অনুরাগ না থাকিলে বাহিরের কোন অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূলতা সাধন করিতে পারে না। যদিও কোন কোন অবস্থায় মন পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু তাহার ফল অস্থায়ী।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুসমাজের শেষ সংগ্রাম।

আমরা শুনিয়াছি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন এ দেশে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং যখন এই নগর মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার গৃহ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিখ্যাত হিন্দু রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর "ধর্ম্মসভা" সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অচিরে স্বাভাবিক নিয়মে সে "ধর্ম্ম সভা" ধ্বংস হইল এবং ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য চারি দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তৎপরে বিপক্ষ পক্ষদিগের সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কোন স্থানে মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন, এবং অসহায় দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগকে পরাজয়ও করিয়াছিলেন। তদন্তর যে বৎসর আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় প্রথমে ঢাকা নগরে প্রচারার্থ গমন করেন সেবার পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। উক্ত নগরে তিনি ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েকটী বক্তৃতা করেন তাহা শ্রবণে সেখানকার প্রধান প্রধান হিন্দুগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব দর্শনে সেই সময় কতকগুলি কপট ও অকপট হিন্দুর প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ব্রাহ্মদিগকে নির্যাতন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারণ মানসে ঢাকা নগরে তাঁহারা এক "হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী" সভা স্থাপন করিলেন। প্রথমে সেখানে বিস্তর আড়ম্বর হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ভোজন ও বিদায় পাইতেন, ব্রাহ্মসমাজের মত বক্তৃতাদি হইত, সংবাদপত্রও বাহির হইয়াছিল। ঐ সকল বক্তৃতা এবং সংবাদ পত্র ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যাপবাদ ও জঘন্য নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকিত। ঢাকার দৃষ্টান্তে রাজসাহী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, অবশেষে কলিকাতায় মহা সমারোহের সহিত "হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী" সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহাতে কিছু দিন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে যত রক্ষা করিলেন তাহা আমরা দিব্য চক্ষে এখন দেখিতেছি, কিন্তু প্রধান ব্রাহ্মদিগের নামে নিন্দা প্রচার করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও উত্তরাঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক বিভাগ ও উপবিভাগে এইরূপ সৈনিকনিবাস স্থাপিত হয়। কথিত আছে একদা কুমারখালী ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহাশয়েরা পণ্ডিতদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, আপনারা যদি কেশব বাবুর দুর্ণামসূচক বক্তৃতা করিতে পারেন তবে বিদায় পাইবেন নতুবা কিছু হইবে না। অর্থলোভী ব্রাহ্মণেরা কি করেন, তাহাতেই সম্মত হইলেন। এইরূপে কিছু দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। ইহাকে আমরা মুমূর্ষু প্রাচীন বীর হিন্দুধর্ম্মের শেষ চীৎকার বলিব কিম্বা কৃত্রিম সংগ্রাম বলিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। বোধ করি উভয় লক্ষণই ইহাতে প্রয়োগ হইতে পারে। অন্তরে বিশ্বাস নাই, প্রত্যুত সংগোপনে তাহার বিপরীত ব্যবহার আছে, এমন স্থলে কেবল বাহিরের সমারোহ এবং বৃথা ভ্রুকুটি ও আস্ফালনে কি হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজের তাদৃশ ধন জন বুদ্ধিবল কিম্বা ধর্ম্মবল ছিল না, তথাপি সময়ের এমনি গুণ, সত্যধর্ম্মের এমনি প্রভাব, বিশ্বাসবিহীন বিদ্বেষবিজৃম্ভিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের এমনি অসারতা যে ক্রমে ক্রমে সভা গুলিন বিলোপ হইয়া গেল। ঢাকা নগরে তৎকালে যিনি সর্ব্বপ্রধান এবং শুদ্ধাচার হিন্দু ছিলেন, যাঁহার উদ্যোগে তথায় সভা সংস্থাপিত হয়, তাঁহারই সন্তান ও পরিবারস্থ নর নারীগণ এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পরলোক গত হইলেন এ দিকে "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভা উঠিয়া যাইবে তাহার সূচনা হইতেছে। এখন কোথায় বা সে বক্তৃতা আর কোথায় বা সে ব্রাহ্মদিগের ভূরি নিন্দাপবাদপূর্ণ সংবাদপত্র। যেখানে যত "হরিসভা" ধর্ম্মসভা দৃষ্ট হয় ইহাদের উৎপত্তি ব্রাহ্মসমাজ হইতে। যে কয়টী এখন জীবিত আছে তাহাদের মধ্যে সংগ্রামকুশল বলিষ্ঠ সৈন্য আর নাই, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের যে শেষ আক্রমণ তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের গৌরব ইহাতে কিছু নাই, ইহা সময়ের গুণ, বিধাতার ধর্ম্ম-

বিধানের অপ্রতিহত প্রভাবের ফল। ব্রাহ্মগণ যদি এই কৃত্রিম সংগ্রামে প্রবৃত্ত বৃথা আস্ফালনকারী সংশয়ের সেবক হিন্দুদিগের ভ্রূকুটি দর্শনে ভীত না হইতেন, তাঁহাদের নিজের বিশ্বাস বৈরাগ্য যদি যথা পরিমাণে থাকিত, আর যদি তাঁহারা হিন্দুসমাজ মধ্যে কপট হিন্দু-ব্রাহ্ম বেশ ধারণপূর্ব্বক আত্মগোপন না করিতেন তাহা হইলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য আরো বহুদূর বিস্তৃত দেখিতে পাইতাম। বিধাতা সহায়, সময় অনুকূল, বিপক্ষেরা নিরস্ত্র নির্ব্বীর্য্য, ইহাতেও যদি ব্রাহ্মগণ উৎসাহ ও বীরত্বের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বিস্তার না করেন তবে তাঁহাদিগকে কি বলিতে হয়? ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে তাঁহারা চৌর্য্যাপহৃত ধনের ন্যায় লুক্কায়িত রাখি-য়াছেন এবং তাঁহাদের উন্নতির যথার্থ শত্রু তাঁহাদের আপনাদের অন্তরে, বাহিরে নহে, সুতরাং তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের পথের কণ্টক হইয়া রহিয়াছেন বলিতে হইবে। পুনর্ব্বার সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একবার চারিদিকে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, রণভূমি শত্রুশূন্য হইয়াছে, এখন হৃদগত চিরপোষিত ইন্দ্রিয় ও বাসনারূপ পুরাতন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া অতি বেগে দ্রুত গতিতে ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হও। সেনাপতি বিশ্বপতি স্বয়ং সহায় রহিয়াছেন ভয় ভাবনা পরিত্যাগ কর।

মহাপুরুষ মহম্মদ।

(২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

আহদের সংগ্রামের পর হিজরি অষ্টম সালে সর্ জয়েল্ নামক এক জন প্রবল পৌত্তলিক হজরত মহম্মদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। সর জয়লের পদাতিক ও অশ্বারূঢ় সেনা ন্যূনাধিক এক লক্ষ ছিল। মহম্মদের তিন সহস্র মাত্র। এই যুদ্ধে হজরতের পিতৃব্যপুত্র ও তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ শিষ্য জাফের অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রুহস্তে নিহত হন। ইনি জামাতা আলির ভ্রাতা ও আবুতালেবের পুত্র ছিলেন। প্রথমতঃ ইনি কতিপয় ধর্ম্মবন্ধুকে সঙ্গে করিয়া আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাঁর মৃত্যুতে হজরত মহম্মদ অত্যন্ত শোক প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের আরও কোন কোন বিখ্যাত বীরপুরুষ নিহত হন। যাহাহউক, পরিণামে হজরত মহম্মদই সকল শত্রুর উপর জয় লাভ করিয়াছিলেন।

হিজরি অষ্টম সালে মারিয়া বেগমের গর্ভে হজরত মহম্মদের এক পুত্র সন্তান হয়। তিনি তাঁহার ইব্রাহেম নাম রাখেন। কিন্তু দুই বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ না করিতেই সেই শিশুটীর মৃত্যু হয়।

মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত এইখানে হইতেই শেষ করিতে হইল। তাঁহার সমুদায় কার্য্যবিবরণ লিখিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে এবং লেখককে তজ্জন্য অগ্রে অনেক আরবি পারসি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। হজরত মহম্মদ জ্বলন্ত বিশ্বাস, অসাধারণ উৎসাহ ও বীরত্বের সহিত জগতে এক মহা ব্যাপার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রবল শত্রুদল দ্বারা সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকিয়া ও বিপদের পর বিপদে নিপতিত হইয়াও অবিচলিত উৎসাহের সহিত অকুতো-ভয়ে এবং অবিরাম পরিশ্রম ও যত্নে "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়" এই মহা সত্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন ও শিষ্যমণ্ডলীকে সাধন প্রণালী ও ধর্ম্মজগতের গূঢ় গভীর তত্ত্ব সকল উপদেশ দিয়াছেন। তেসট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়, বিশ বৎসর কালের মধ্যে স্বর্গীয় বিশ্বাস ও নির্ভরের বলে তিনি জগতে এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ও নীতি বিষয়ে তাঁহার পুঞ্জ পুঞ্জ জ্বলন্ত উপদেশ নানা পুস্তকে পাওয়া যায়। সেই সকল উপদেশের আলোকেই তাঁহার পরবর্ত্তী দরবেশগণের এত গৌরব ও মাহাত্ম্য হয়। যদিচ তাঁহার পরলোক ও স্বর্গ নরকাদি সম্বন্ধীয় মত সকলকে আমরা কুসংস্কারবর্জ্জিত বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, তথাপি ঈশ্বরের স্বরূপ, প্রার্থনা, নির্ভর ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ সকলকে অমূল্য স্বর্গীয় রত্ন বলিয়া আমা-দিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। সুযোগ মতে সময়ান্তরে তাঁহার উপদেশ ও অন্যান্য কার্য্যবৃত্তান্ত যথোপযুক্তরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-বিষয়ে যিনি উদাসীন ছিলেন, পঁচিশ বৎসর বয়সেও যিনি পশুচারণ করেন, যিনি ঘোর পাপাচারী দুর্দ্দান্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রতিবেশীমণ্ডলীর মধ্যে এতাধিক কাল জীবন যাপন-পূর্ব্বক নানা বিঘ্ন দারিদ্র্য কষ্ট, শত্রুর ভীষণ আক্রমণ ও অত্যাচার বহন করিয়া এই মহা ব্যাপার সাধন করিয়া গিয়াছেন, কে তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্ব ও দেবত্ব অস্বীকার করিতে পারে? তিনি পরমেশ্বরের চিহ্নিত বিশেষ ভৃত্য ছিলেন, দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ভক্তি ও অভিবাদন করি। কিন্তু তাঁহার জীবনের দুইটী কার্য্যে মুসলমান সমা-জের অনেক অনিষ্ট ও অবনতি হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এক বহুদার পরিগ্রহ, দ্বিতীয় সংগ্রাম। তিনি যে কারণেই বহু স্ত্রীর পানিগ্রহণ ও যে ভাবেই তাঁহা-দের সঙ্গে ব্যবহার করুন না কেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়াসক্তি, জঘন্য অধিবেদন প্রথার প্রতি অনুরাগ, নীতি ও পবিত্রতার প্রতি শিথিল দৃষ্টি তাঁহার সেই দৃষ্টা-ন্তের যে এক প্রধান ফল তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ যদিও তিনি বহু বৎসর শত্রু কর্ত্তৃক নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া ও ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরে যুদ্ধের জন্য আহূত ও শত্রু সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি এই দৃষ্টান্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহা অপকার ঘটিয়াছে। এই দৃষ্টান্তেই অধিকাংশ মুসলমানকে উদ্ধত রণপ্রিয় ও কাফেরের

শোণিতলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে। কেবল দৃষ্টান্ত নয়, তাঁহার অনেক উপদেশ ও জাহাদ (কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম) ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এক জন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহা পুরুষের জীবনের এইরূপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত গুরুতর। দুর্ব্বল প্রকৃতি সাধারণ লোক মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক গভীর ভাব ও পবিত্রতার আলোক অল্পই বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাহারা তাঁহাদের জীবনের নীচ কার্য্য গুলিকে আদর্শ করিয়া লয়। এ বিষয়ে মহর্ষি ঈশার স্বর্গীয় প্রেম আমাদের উচ্চতম আদর্শ। তিনি শত্রু কর্ত্তৃক নানা প্রকারে অপমানিত ও নিপীড়িত হইয়া প্রাণ দান করিলেন ও মৃত্যু সময় সেই শত্রুদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

হজরৎ মহম্মদ মদিনা প্রস্থানের একাদশ বৎসর অর্থাৎ হিজরি একাদশ সালে সফর মাসের অষ্ট বিংশতি দিবসে বুধবার রজনীতে জ্বর রোগে উক্ত নগরে পরলোক প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিয়তমা দুহিতা ফাতমা ও দুহিতৃপতি আলিকে অনেক স্নেহের কথা বলিয়াছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদসূচক এই কয়েকটী কথা বলেন, "মহা আনন্দ, স্থায়ী সম্পদ, প্রচুর শান্তি তোমাদের লাভ হউক। ঈশ্বর তোমাদিগকে সম্মিলনে রাখুন, বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করুন। ঈশ্বর তোমাদিগকে অনুগ্রহ করুন ও তাঁহার অনুগ্রহ তোমাদের সম্বন্ধে চিরস্থায়ী হউক। ভয় বিপদে ঈশ্বর তোমাদিগকে আশ্রয় দান করুন। ঈশ্বর তোমাদিগের ভগ্নতা সংযোগে পরিবর্ত্তন করুন। ঈশ্বর সকল অবস্থাতে তোমাদের সহায় ও অনুকূল থাকুন ঈশ্বর তোমাদের গৌরব পরিবর্দ্ধন করুন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের সঙ্গী হউক। ঈশ্বরের দ্বারা পরিগৃহীত হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করুন। ঈশ্বর আপন কৃপা ও মহিমার আশ্রয়ে তোমাদিগকে স্থান দান করুন। ঈশ্বর তোমাদিগের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউন। অকর্ত্তব্য ও অন্যায় হইতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন। তোমাদিগকে বৈরাগ্য ও সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরের প্রতি ভয় স্থাপন বিষয়ে অন্তিম উপদেশ দিতেছি। আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। ঈশ্বরকে তোমাদের অভিভাবক করিয়া দিতেছি। ঈশ্বরের দণ্ড বিষয়ে তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছি। গর্ব্ব ও অভিমানের পথে যাইয়া ঈশ্বরের ভৃত্যদিগের অনিষ্ট করিও না। তাঁহার রাজ্যে উৎপাত ও অত্যাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিও না। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে আমি পারলৌকিক সম্পদের গৃহ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি যাহারা ইহলোকে গর্ব্বিত ও উন্নত মস্তক হইতে চায় না।"

সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ধর্ম্ম।

সকল বিষয়েতেই আমরা দুইটী অংশ দেখিতে পাই, একটী নিত্য একটী অনিত্য, একটী স্থায়ী একটী অস্থায়ী। যাহা অস্থায়ী এবং অনিত্য তাহাকে স্থায়ী এবং নিত্যের দেহরূপে বর্ণন করা যাইতে পারে। নিত্য এবং স্থায়ীর যেমন ক্রমিক উন্নতি হইতে থাকে, দেহের তৎ সঙ্গে সঙ্গে তেমনি পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন দেহ সম্বন্ধে ক্রমিক ধ্বংস বলা যাইতে পারে। কেন না বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদিগের এ দেহ আর সে দেহ থাকে না, পুনরায় উহা নূতন কলেবররূপে পরিণত হয়। আমরা যে অস্থায়ী অনিত্য দেহের কথা বলিতেছি তাহাও তদ্রূপ। প্রথমতঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি দেখিতে পাই, উহারও একটী দেহ আছে, যাহা অস্থায়ী এবং অনিত্য, সদা পরিবর্ত্তনশীল। ইটিকে বিজ্ঞানবিদেরা উপপাদ্য (Theory) বলেন। বৈজ্ঞানিক সত্য এই উপপাদ্যের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ আপনাকে প্রকাশিত করে। এই আত্মপ্রকাশে উপপাদ্যের অনেক সময়ে আংশিক ক্ষয় হয়, কখন কখন বা একেবারে বিলয় প্রাপ্তি হয়। যদি কেহ বলেন উপপাদ্যই তো পরিশেষে উপপত্তি হইতে পারে, ইহাতে আর উপপাদ্য দেহবৎ ক্ষণধ্বংসী হইল কোথায়? ইহার উত্তর এই, যদি কোন উপপাদ্য উপপত্তি হয়, তবে আর উহা উপপাদ্য থাকে না। উহাই সেই অভ্যন্তরবর্ত্তী স্থায়ী সত্য, যাহা প্রথমতঃ উপপাদ্যরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

ধর্ম্মের মধ্যেও এই প্রকার দুই অংশ আছে। একটী অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল, আর একটী নিত্য এবং স্থায়ী। এ কথা আমরা অনেক দিন হইল বলিয়াছি, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন করে না। আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই, আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের এই দুই বিভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না? দেশীয় শাস্ত্রকারেরা উত্তরোত্তর ত্যাগের যে প্রকার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে যাঁহার অতি অল্প মাত্রও শাস্ত্র-দর্শন আছে, তিনিও বলিবেন শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এমন কি, যে বেদ অমান্য করিলে পাষণ্ড নামে আখ্যাত হইতে হয়, সেই বেদকেও তাঁহারা উপেক্ষার বিষয় করিয়াছেন।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগ মবাপ্স্যসি॥"
"যদা যস্যানুগৃহ্নতি ভগবানাত্ম ভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদেচ পরিনিষ্ঠিতাং॥"

এখন দেখিতে হইতেছে, যে সকল ঋষি "শ্রুতি প্রমাণকো ধর্ম্মঃ" "চোদনা লক্ষণোহর্থো। ধর্ম্মঃ" "বেদোহখিলো ধর্ম্মমূলং" ইত্যাদি বলিয়া বেদকে নিখিল ধর্ম্মের মূল এবং

অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার তাহাকে "ফলশ্রুতি কুসুমিতাং" ইত্যাদি বলিয়া হেয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই কেন? শ্রুতি এবং তদনুসারিণী স্মৃতি এ দুইকে যুক্তি তর্ক আশ্রয় করিয়া অতিক্রম করিলে সে নাস্তিক এবং অধ্যয়নাদি কার্য্য হইতে তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"

কেন সকলে বেদকে ধর্ম্ম জগতের বাল্য কালোচিত বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করিয়াছেন? এমন কি, যে বৈষ্ণবেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাঁহারাও,

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"
"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ।
ন বিষ্ণু ভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মাচ্ছানা হরি॥"

এই সকল শাস্ত্রবাক্যের মীমাংসা না করিয়া স্বাধীন মত প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। যদি কেহ বলেন মনু যেখানে বেদকে নিখিল ধর্ম্মের মূল বলিয়াছেন, সেখানে স্মৃতি, শীল, * সাধুগণের আচরণ এবং আত্মতুষ্টি এ চারি টীকেও ধর্ম্মের প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইহাতে মনু মতবিষয়ে বিলক্ষণ স্বাধীনতাই দিয়াছেন। আপাততঃ দেখিতে এইরূপই প্রতীত হয় বটে, কিন্তু এ সকলের মধ্যেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর হস্ত পদ বেদশৃঙ্খলে বিলক্ষণ বদ্ধ রহিয়াছে।

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনা মাত্মন স্তুষ্টি রেবচ॥"

এ শ্লোকে "তদ্বিদাং" এই বিশেষণ দ্বারা স্মৃতি ও শীলকে বেদমূলক করা হইয়াছে। যে শীল দ্বারা সাধুত্ব, সেই শীল যখন বেদ-জালে বদ্ধ, তখন আর সাধুগণের আচরণই বা নিরঙ্কুশ রহিল কোথায়? তবে এক আত্মতুষ্টি অবশেষ রহিল। বেদবহিষ্কৃত আত্মতুষ্টি কি কখন মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণের অনুমত হইতে পারে? তবে আর "বেদনিন্দক" চার্ব্বাকের আত্মতুষ্টির প্রতি কঠোর কটাক্ষ পাত কেন? ফলতঃ এ আত্মতুষ্টির স্থল বিকল্প সম্বন্ধে।

"তুল্য বল বিরোধে বিকল্পঃ।"—গৌতমঃ
"বৈকল্পিকে আত্মতুষ্টিঃ প্রমাণং।"—গর্গব্যাসঃ।

যেখানে দুইই প্রামাণিক সেখানে বিকল্প। বিকল্প উপস্থিত হইলে সেখানে আত্মতুষ্টি প্রমাণ অর্থাৎ আত্মার যাহাতে অভিরুচি হয় তাহাই গ্রহণীয়।

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্যস্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্ত বর্জ্জয়েৎ।"

মনুর এই আপাত স্বাধীনতাপ্রদ বাক্যে মন উচ্ছ্বসিত হয় বটে, কিন্তু ইহাও সেই বিকল্প বা যে সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ নাই, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং যে দিক্ দিয়া যাওয়া যায়, দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর হস্ত পদ বেদরূপ লৌহনিগড়ে কঠোররূপে আবদ্ধ। এ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার উপায় কি? কোন্ উপায়েই বা পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ উহা ভঙ্গ করিয়া স্বাধীন মত প্রচার করিয়াছেন? মনুষ্যমন স্বভাবতঃ উন্নতি চায়। তাহাকে যে রূপেই কেন আবদ্ধ কর না, সে আপনার হৃদয়সম্ভূত উচ্চতর সত্যকে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া জগতের নিকটে প্রচার করিবেই করিবে। ভাষ্যের উপর ভাষ্য, টীকার উপর টীকা করিয়া লোকে আপনার সেই হৃদ্গত সত্যকে প্রতিপন্ন করিতে নিশ্চয় যত্ন করিবে। কি করে, তাহার আর উপায়ান্তর নাই। যিনি সমুদায় জগতের উপদেষ্টা।*

"শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা।"
"শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতাং যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাতং কঃ কেন শাস্যতে॥"

তাঁহার দ্বারা তাহার হৃদয়, অয়স্কান্ত সন্নিধানে লৌহের ন্যায় অবশভাবে পরিচালিত হইতেছে।

"যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মণ স্বয়মাকর্ষ সন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণে যদৃচ্ছয়া॥"

সে আর কি করিবে? তিনি আদিম কালে আদিকবির হৃদয়ে বেদ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে,

"তেনে ব্রহ্ম হৃদায় আদি কবয়ে।"

তিনি যদি হৃদয় প্রেরণ করিলেন, তবে আর তাহার উপায়ান্তর কি? তাহাকে সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কথা জগতে প্রচার করিতেই হইবে। যাঁহার হস্তপদ কোন গ্রন্থ বিশেষ দ্বারা আবদ্ধ নহে, "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্র্যুক্ত সত্য যিনি স্বীয় আত্মপ্রত্যয় দ্বারা একান্ত বিশ্বাসী, তাঁহার পক্ষে কিছুই বিঘ্ন রহিল না। কিন্তু যাঁহারা বেদকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বাক্য বলিতেন, তাঁহারা কোন্ পথ দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন আমাদিগের তাহাই দেখা উদ্দেশ্য।

"তুল্য বল বিরোধে বিকল্পঃ" এই মূল সূত্রই তাঁহাদিগের নিষ্কৃতি লাভের কারণ হইয়াছে। তাঁহারা স্বীয় চিত্তের বিপরীত মতকে প্রমাণান্তর দ্বারা বিকল্প স্থলে আনয়ন করিয়া স্বমত পরিপোষণ করিয়াছেন; এবং অনুগৃহীত

* "ব্রহ্মণ্যতা দেব পিতৃ ভক্তুতা সৌমতা অপরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশ বিধং শীলং।" হারীতঃ।

* যাঁহারা ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞেয় বলেন তাঁহারাও এ সত্য বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্পেন্সার সাধারণের জ্ঞানের অতীত, সংস্কারের অতীত সত্যকে এই যুক্তিতেই অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করিতে উৎসাহকর বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন।

মতকে নিকৃষ্টাধিকারীর প্রতি বিধান করা হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা কি মিথ্যার অনুসরণ করিয়াছেন, কখনই নহে? যিনি উচ্চ সত্য বুঝিলেন, তিনি নিম্নস্থ লোকের উপযোগী বিষয়কে, তাহাদিগের অধিকারের বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন তাহাতে ক্ষতি কি? তবে তাঁহার এই একটু ভ্রম ও অপরাধ রহিল যে, তিনি যাহা বুঝিলেন, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার অথচ অন্যকে কনিষ্ঠাধিকারী মনে করিয়া তাহাকে সেখানে রাখিতে যত্ন করিলেন। যাহার স্বীয় হস্তপদ নিবদ্ধ, সে অনেক সময়ে না বুঝিয়া এরূপ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু জগৎ তাহার স্বাধীন মত প্রচারের ফলভাগী তখন বা পর সময়ে অবশ্যই হয়।

আমরা উপরে "সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ধর্ম্ম" বলিয়া যে কেন শিরোনাম প্রদান করিয়াছি, তাহা এক প্রকার বিবৃত হইল। সবিকল্প ধর্ম্ম তাহা যাহাতে মতভেদ আছে। মতভেদ সেই সকল বিষয়ে হইয়া থাকে, যেখানে দুই ব্যক্তি এক ভূমিতে দণ্ডায়মান নহেন। একই সূর্য্য যেমন লোকের স্থিতির তারতম্যে দুই সময়ে নয়নগোচর হয়; তেমনি একই সত্য দর্শকের স্থিতি অনুসারে অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্ট হয়। নিম্ন ভূমিতে যিনি দণ্ডায়মান তিনি নিম্ন ভূমির অনুরূপ সত্যের পূর্ব্বাভাস দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট কেবল ঊষার অন্ধকারের মধ্য দিয়া একটু আলোকের ছটা আসিতেছে, কিন্তু যিনি উচ্চ পর্ব্বতে দণ্ডায়মান তিনি জ্বলন্ত হিরণ্য রাশি-তুল্য সত্যের অতুল আলোক অবলোকন করিয়া মোহিত হইতেছেন। এইরূপ দর্শনের তারতম্যে দর্শক দ্বয়ের মধ্যে বিভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়। এই বিভিন্ন যখন বাহিরে প্রকাশ পায় অনুরূপ পরিচ্ছদ লইয়া প্রকাশ পায়। যতই দর্শনের ঔজ্জ্বল্য হয়, ততই এই পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হয়, কোন সময়ে পূর্ব্ব পরিচ্ছদের একেবারে বিনাশ হইয়া যায়। সুতরাং ইটী কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য. ইটী মধ্যমাধিকারীর জন্য, ইটী জ্যেষ্ঠাধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, এইরূপ শাস্ত্রীয় বিষয় সকলের মীমাংসা দ্বারা যাহারা আপনাদের প্রচ্ছন্ন স্বাধীন ভাবের পরিচয় দেন, তাঁহারা এক দিকে সত্য বলেন, কিন্তু কালও যে এমন অগ্রসর হয় যাহাতে আর পূর্ব্ব পরিচ্ছদ সাধারণের অযোগ্য হইয়া পড়ে; এই না বুঝাতে তাঁহাদের ভ্রম, এবং এই ভ্রমকে চিরস্থায়ী করিবার যত্নে তাঁহাদিগের অপরাধ ঘটে। সে যাহা হউক, অদ্য সংক্ষেপে মূল প্রশ্নের উত্তর দিয়া নির্ব্বিকল্প ধর্ম্মের বিষয়ে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাউক। মূল প্রশ্ন আমরা এই উত্থাপন করিয়াছিলাম তাঁহারা বেদকে হেয় করিলেন কি প্রকারে? উপনিষদ্ বা বেদান্ত দ্বারা, উপনিষদ্ সকল সাধারণতঃ শ্রুতিনামে অভিহিত। এই শ্রুতি এবং বেদ উভয়ই অভিন্ন।

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো বা ধর্ম্মশাস্ত্রেস্তঠে স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্ব মীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ম্মতৌ।"

সুতরাং যখন শ্রুতি বলিল,

'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্ববেদঃ।'

'অবিদ্যায়া বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যাভিমন্যন্তে বালাঃ।'

তখন মন্ত্রবিভাগ ব্রাহ্মণ বিভাগ দুই বিভাগের উপরই স্বাধীন মত প্রচারের পথ প্রবিষ্কৃত হইল।

"শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তদ্ ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।"

শ্রুতিদ্বৈধ স্থলে যখন উভয়টীই ধর্ম্ম হইল, তখন অধিকারী ভেদ কল্পনাই উত্তম কল্প। সুতরাং বেদ বালকের ও মূর্খের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য স্বর্গভোগাদি লড্ডুক প্রদর্শন করিয়াছেন এ কথা বলিতে শুক প্রভৃতিও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ফলতঃ হৃদয়ে ঈশ্বর প্রেরণাই যথার্থ বেদ শ্রুতি, তাহার নিকটে লৌকিক বেদশ্রুতি মৃত ও অকর্ম্মণ্য। যাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে শ্রবণ করি, তাহা অকাট্য এবং অভ্রান্ত শ্রুতি, যাহা তাঁহা হইতে জানিতে পাই তাহাই অভ্রান্ত বেদ। পূর্ব্ব আচার্য্য ও মহর্ষিগণ কার্য্যকালে অনেক সময়ে তাহাই করিয়াছেন। তার মধ্যপথে এক "বিকল্প" কল্পনা করিয়া, অপরের শ্রুত ও জ্ঞাত বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। যদি তাঁহারা এই মত্র স্বীকার করিতেন শ্রুত ও জ্ঞাত বিষয়কে মনুষ্য স্বীয় আত্মার অবস্থানুসারে পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ করে, পরিচ্ছদ অস্থায়ী ও পরিহার্য্য, তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না। তাঁহারা বাক্যে ইহা স্বীকার করুন আর না করুন, কার্য্যে তাহাই হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

(প্রকৃত প্রার্থনা)

রবিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বরকে টানিয়া বিচারে আন, তোমরাই হারিয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তোমরা অভিযোগ কি কর নাই? করিয়াছ। এই অভিযোগ যে, ডাকিলে তিনি শুনেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে শরীরকে অস্থিচর্ম্ম সার করিলাম, মনকে মৃতপ্রায় করিলাম, তথাপি প্রভুর অনুগ্রহ পাইলাম না। যদি তিনি ভবেরকাণ্ডারী দয়ালু হইতেন তবে কি তাঁহার দয়া হইত না? নিরাশ্রয় পাপী বলিতে পারে, আমি ক্রমাগত দশ বৎসর এত যে কাঁদিলাম তথাপি যে তাঁহার দয়া হইল না ইহাতে তাঁহার দয়াতে কি দোষ আসিতেছে না? এইরূপ নানা প্রকার কাগজ পত্র লইয়া পাপী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিস উপস্থিত করে। অমুক নগরে অমুক ব্রাহ্ম অনেক অনুতাপ করিল, অনেক কাঁদিল, অমুক গাছের তলায়, অমুক সাধক এত কঠোর সাধন এবং জপ তপঃ করিল তথাপি প্রভুর দয়া হইল না।

এ সকল কথা বাস্তবিক প্রেমময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ইহাতে এই বুঝায় যেন যথা সময়ে পাপীদিগের প্রতি ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ হয় না। কিন্তু বিবেককর্ণ যদি থাকে, ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এত কাল সৃষ্টি হওয়া অবধি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এরূপ নালিস বারম্বার হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম কি নিরুত্তর? এ সমুদয় যুক্তি দ্বারা কি এই স্থির করিব যে ঈশ্বরকে ডাকিলে তিনি আমাদের কথা শুনেন না এবং কথা কন না? একটু ভাবিলে বুঝা যায়, সেই প্রেমময় শান্ত মূর্ত্তি এই কথা বলিয়া আমাদের অভিযোগের উত্তর দিতেছেন। সেই কথাটী কি? "তোমরা সহস্র বার ডাক" এই কথার গূঢ় অর্থ আছে। তাঁহাকে যদি আমরা একবার ডাকিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমাদের এই দুঃখ থাকিত না। আমরা অনেক বার ডাকি এই জন্য তিনি যে আমাদের কথা শুনেন তাহা বুঝিতে পারি না। হে পিতা! হে পিতা! বলিয়া বার বার ডাকিলাম উত্তর না পাইয়া মনে করি যেন তিনি শুনিতে পান নাই। মনুষ্যের স্বভাব এরূপ কার্য্য করে। মানুষ বিচার করিয়া এরূপ করে না। দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, হে ঈশ্বর! এই পাপ যেন আমি ছাড়িতে পারি। যদি দেখি দশটী বৎসর চলিয়া গেল অথচ সেই পাপ যায় না, তাহা আমার হাড় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, তখন কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিব ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। প্রতিদিন এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম, হে দুঃখবিমোচন! এই দুঃখটী টানিয়া বাহির কর, নতুবা বাঁচিব না। আবার বলিলাম, ঈশ্বর! আমার এই বিশেষ পাপটী দূর কর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম হয়ত দশ বৎসর এইরূপে কাঁদিয়াছেন তথাপি একটী পাপও যায় নাই। ইহা দেখিয়া কি মনে করিব? ব্রাহ্মগণ! ইহাতে ঈশ্বরের উত্তর কি তাহা অবগত হইতে চেষ্টা কর। তিনি বলিতেছেন "তুমি এত বার ডাকিলে কেন একবার ডাকিলেই ত পাইতে"? এই অভিযোগ, সুতরাং এই অভিযোগে আমাদেরই কুটিলতা এবং চতুরতা ব্যক্ত হইল, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল। একবার ডাকিলেই ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজনিয়ম এই তিনি আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন, "পাপী আমাকে একবার ডাকিতে না ডাকিতেই আমি আসিয়া দেখা দিব" কিন্তু হে ব্রাহ্ম! তুমি যদি আবার পাপ করিবে এইরূপ মনে করিয়া কপট ভাবে তাঁহাকে ডাক তোমার কথা ঈশ্বর শুনিবেন কেন? অতএব ঈশ্বরেরই প্রেমের জয় হইল। তিনি বলেন "একবার কাঁদ দেখি এখনই দেখিবে কেমন আমি দেখা না দিয় থাকিতে পারি? কিন্তু তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া বারম্বার কাঁদ, পাপ ছাড়িবে না অথচ হে ঈশ্বর! আমার পাপ দূর কর! হে ঈশ্বর, আমার পাপ দূর কর এই বলিয়া তাঁহাকে ডাক এবং ডাকিয়া তাহার উত্তর শুনিতে না পাও তবে তোমার দোষ না ঈশ্বরের দোষ? সরল শিশুর ন্যায় সেই বিশ্বাসী একবার ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিল আর তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। অস্ফুট ভাষায় সে বলিল, মা! আমার রাগটী দমন কর। আর তাহার রাগ রহিল না, সে প্রেমিক হইল। আর তুমি আমি কি করি? বারম্বার বলি, হে ঈশ্বর! আমি বড় অহঙ্কারী, হে ঈশ্বর! আমি বড় অহঙ্কারী, হে ঈশ্বর! আমি অসুরের ন্যায় দুর্দ্দান্ত আমাকে উদ্ধার কর। আজ বারম্বার এই সকল কথা বলিলাম, ঠিক এ সকল কথা কালকে বলিব, দশ বৎসর পরেও আমাদের মুখে এ সকল কথা শুনিবে। যাহারা এরূপ কপটভাবে ঈশ্বরকে বারম্বার ডাকে, লক্ষ বার ডাকিলেও তাহারা ঈশ্বরের উত্তর শুনিতে পায় না। কিন্তু ঐ ছোট ছেলে ঈশ্বরের সিংহাসন তলে আসিয়া বলিল, পিতঃ! আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর আর সহিতে পারি না। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর তাহাকে কোলে লইলেন তাহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল সে বিনয়ী হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল। এইরূপ এক একটী পাপ সম্পর্কে এক একবার ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়। তোমারা একটী দোষ সম্পর্কে যে বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর তাহা যাইবে না, তোমাদের প্রার্থনা আকাশ গ্রাস করিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরকে বলিয়াছিলে আজ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াও যদি সেই পুরাতন কথা বল, দেখিবে তোমার প্রতি ব্রহ্ম বিমুখ, তিনি যেন তোমার কথা শুনিতেছেন না। প্রার্থনা করে কে? যে চায়। ভাই! তুমি কি চাও? এই যে দশ বৎসর ক্রমাগত ডাকিতেছ, তোমার মুখের পানে তাকাইলে ঈশ্বর কি সরল প্রার্থনার চিহ্ন দেখিতে পান? যে চায় সেই সরল হৃদয় পুত্রের কাছে ঈশ্বর দাঁড়াইলেন, আর যখনই সে প্রার্থনা করিল তখনই তাহার হাত ভরিয়া ধন দিলেন। না ডাকিতে ডাকিতে সে তাঁহাকে পাইল। তাঁহার সেই ছোট ছেলেটী আমাদের দুই জনকে লজ্জা দিয়া ঈশ্বরের হাত হইতে ধন লইয়া চলিয়া গেল। কোন্ প্রাণে আমরা তাঁহাকে বলিব, সেই যে তিন শত বার আমার রাগ দমন কর, রাগ দমন কর এই বলিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করিলাম, যখন তুমি আমাদের সেই সকল প্রার্থনার উত্তর দিলে না তখন কিরূপে বলিব যে আমাদের প্রতি তোমার দয়া আছে এবং তুমি আমাদের কথা শুন? ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, যদি আমরা কোন মনুষ্যকে বলি ভাই! তোমাকে বলিতেছি আমি আর যাহাতে পাড়ার লোকের প্রতি উপদ্রব অত্যাচার না করি আমাকে এমন উপদেশ দেও। সেখান হইতে আসিয়া আবার যদি সেইরূপ উপদ্রব অত্যাচার করি এবং আবার দ্বিতীয় দিন তাঁহার নিকটে সেইরূপ উপদেশ শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করি, তিনি হয়ত সেই দিন ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু পুনর্ব্বার সেইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া তৃতীয় দিন তাঁহার নিকটে গেলে নিশ্চয়ই

তিনি তাঁহার দ্বার বন্ধ করিবেন এবং তাঁহার দ্বারবানকে বলিয়া দিবেন ঐ কপট ধূর্ত্তকে এখানে আসিতে দিও না। তবে স্থির হইল প্রথম প্রার্থনাটী ঈশ্বরের কাছে যায়, তার পর কপটতার উপর কপটতা মূলক যে সকল প্রার্থনা, তাহা তুমি আপনিই শ্রবণ কর ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না। কপট দুশ্চরিত্রের প্রার্থনা এইরূপ হয়। নতুবা পিতা পুত্রের দুঃখের কথা শুনিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? তোমরা কতবার সঙ্গীত দ্বারা বলিয়াছ, একবার ডাকিলেই তিনি দেখা দেন। যদি জীবনে ইহা বিশ্বাস না কর তবে সঙ্গীত পুস্তক হইতে সেই গানগুলি বিদায় করিয়া দেও। যদি এক বিষয়ের জন্য এক সহস্র বার প্রার্থনা করিয়া থাক, সেগুলি নিশ্চয় জানিও ঈশ্বরের কাছে যায় নাই। তবে কি নিরাশ হইবে? না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমাদের অভিযোগে ঈশ্বরেরই প্রেমের জয় হইয়াছে। একটী বার ডাকিলে তাঁহাকে পাইবে। একবার কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে বলিলেই যদি দেখি যে, যে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলিলাম তাহা গেল, তবে জানিব সেটী যথার্থ প্রার্থনা। আর গুলি কল্পনা। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, মানুষ যেন এক একটী পাপের জন্য এক একটী প্রার্থনা করিয়া সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

অশ্রুজলের মাহাত্ম্য।

রবিবার ৩০ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

সংসার করিতে গেলে অনেক জলের প্রয়োজন, ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলেও অনেক জলের প্রয়োজন। কূপ, সরোবর, নদী, সাগর, মহাসাগর, আকাশ হইতে বারি বর্ষণ এ সকলই সংসারের পক্ষে অতি উপকারী। জল বিনা সংসার চলে না, সেই রূপ ধর্ম্মরাজ্যেও হৃদয় শুষ্ক হইলে আর আশা থাকে না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় সত্যপূর্ণ রাশি রাশি শাস্ত্র পাইলে আমাদের কি হইবে যদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়োজন না থাকে? হৃদয়ে যদি প্রেমজল না থাকে এ সকল থাকিবে না। তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য, শরীরের মলা প্রক্ষালন করিবার জন্য, যেমন জল চাই, সেই রূপ ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার জন্যও অনেক জল চাই। এই যে চক্ষু দেখিতেছ ইহার মধ্যে জল থাকে। ইহা ব্যতীত অন্তরের মধ্যেও জল থাকে, কিন্তু সে সকল নিরাকার জল। আজ এই চক্ষের জলের বিষয় বলা হইতেছে। যাহারা অশ্রুবিদ্বেষী অবিশ্বাসী অপ্রেমিক তাহারাই বলে এক ফোটা জল ফেলিলেই কি লোক স্বর্গে চলিয়া যায়? এতই কি অশ্রুর ক্ষমতা? তাহাদের নিকট চক্ষু অতিসামান্য যন্ত্র, ইহার কোন মর্য্যাদা নাই। কিন্তু বাস্তবিক আকাশ হইতে বারি বর্ষণ না হইলে যেমন শস্যাদি জন্মে না এবং সংসার চলে না, সেই রূপ চক্ষু হইতে বারি বর্ষণ না হইলে ধর্ম্মজীবন হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণ সকল সর্ব্বদা প্রকাশ করা আবশ্যক নহে। কিন্তু ভক্তির প্রকাশ মনুষ্যের হস্তে নাই। "উথলে হৃদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে" হৃদয়ে যদি নদ নদী উচ্ছ্বসিত হয় কাহার সাধ্য চক্ষুকে শুষ্ক রাখে? ইহা ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা। শোক উথলিয়া উঠিলে, আনন্দ উথলিয়া উঠিলে মানুষ কাঁদে। যাঁহার যত অধিক ভাব হইবে সেই ভাব তত অধিক পরিমাণে জলরূপে পরিণত হইবে। একটী সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলেই ভাব অশ্রুরূপে পরিণত হয়। এই সীমার মধ্যে থাকিলে অশ্রুজল দেখা যায় না। একটী অবস্থা আছে যখন অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম আসিয়াছে বটে, কিন্তু এত দূর আসে নাই যে উচ্ছ্বাস হইবে। আধার যদি বড় থাকে, আর জল যদি অল্প হয়, উচ্ছ্বাস হয় না, চক্ষু একটী পথ বই নহে। ভাবের ঘনতা ভিন্ন অশ্রুপাত হয় না। ঘোর বিপদের সময় যখন ঈশ্বরের বিশেষ করুণা দেখিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, তখন চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। ক্রমে ক্রমে ভাব ঘনীভূত না হইলে তাহা হইতে বারি বর্ষণ হয় না। আকাশে যেমন ক্রমে বাষ্প জমা হয়, এবং অনেক ক্ষণ পর মেঘ হয়। এবং সেই মেঘ আবার ঘনীভূত না হইলে বৃষ্টি হয় না, হৃদয়াকাশেও ঠিক সেই রূপ। আমারই বা অশ্রুপাত হয় না কেন? তোমার বা অশ্রুপাত হয় কেন? এক মিনিট ভাবিতে না ভাবিতেই তোমার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়ে, আর আমি ছয় মাস কাল ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেছি, কত সুমধুর সঙ্গীত শুনিলাম, কত বার বুঝিলাম যেন আমিও ঈশ্বরকে ভাল বাসিতেছি, তথাপি আমার চক্ষু দুটী রুক্ষ রহিল কেন? আমার কেন তেমন ঘন প্রেম ভাব হইল না যাহাতে বৃষ্টি হয়। তোমার কেমন সৌভাগ্য যে ব্রহ্মের চরণ ভাবিবা মাত্র তোমার অশ্রুপাত হয়। তুমি একটী গাছের নবীন পত্র দেখিলেই কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হও, আর আমি পাঁচ সহস্র গাছ এ দেশে ও দেশে দেখিলাম অথচ আমার চক্ষে এক ফোটা জল আসিল না। তুমি একটী পাখীর গান শুনিয়া বিহ্বল হইয়া গেলে, তোমার বিষয়কার্য্য কোথায় পড়িয়া রহিল, দুই ঘণ্টা কাঁদিতে লাগিলে, আর বলিতে আরম্ভ করিলে হায় পাখী, আবার গান কর। তবে কি তোমার চক্ষু এক পদার্থে নির্ম্মিত এবং আমার চক্ষু অন্য পদার্থে নির্ম্মিত? না তাহা নহে। একই হস্ত একই পদার্থে উভয়ের চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছে, তবে যে এক চক্ষে শীঘ্রই জল

পড়ে, এবং আর এক চক্ষু রুক্ষ থাকে তাহার কারণ আছে। আমরা প্রেমকে ঘনীভূত হইতে দিই না। স্থির হইয়া যদি ব্রহ্মের পানে তাকাই এবং তাঁহার প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রেম ঘনীভূত হইয়া আসিবে। ইহাতে মানুষের হাত নাই। মানুষ চক্ষের জল বারণ করিতে পারে না। হে অশ্রু-বিদ্বেষী! যদি বল চক্ষুতে এক ফোটা জল আসিল না আসিল কি হইল? আমার সাধন এবং যোগবল আছে, এই অহঙ্কার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে। আমরা ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ক্রন্দন করিয়াছি, এবং যত দিন জীবন তত দিন ক্রন্দন করিব, তবে কি না উন্নত জীবন লাভ করিলে উন্নত ভাবে ক্রন্দন কবিব। পৃথিবীতে আসিয়াছি কেবল কাঁদিবার জন্য। দয়াল ঠাকুর বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিব, পরে প্রেমসুন্দর ঈশ্বর যখন দেখা দিবেন আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিব। নির্জনে বিরলে বসিয়া কাঁদিব এই জন্য ধ্যান করি। একটী নাম রসনাতে লইলাম, আর চক্ষের জল পড়িল, কেন তাহা জানি না। স্মরণ দ্বারা ঈশ্বরের পুরাতন ঘটনা সকল ডাকিয়া আনিলে অশ্রুপাত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে তেমন তৃপ্তি নাই। প্রত্যক্ষ রূপে তাঁহাকে দেখিলে যে নয়ন বারি পতিত হয়, তাহাতে হৃদয় শীতল হয়। ইহা সাধনের প্রথমাবস্থায় চলে। হে ব্রাহ্ম! আমি শুনিলাম তুমি এখন নানাবিধ উচ্চতর ব্রত পালনে মনোযোগী হইয়াছ; কিন্তু "প্রাণনাথ" এই চারিটী অক্ষর সুমধুর হইয়াছে কি না? এই অক্ষর গুলি উচ্চারণ করিতে করিতে যদি ভক্তিরসে বিহ্বল না হও তবে তুমি ব্রাহ্ম-সমাজে মুখ দেখাইবার উপযুক্ত নহ। কেবল যে কাঁদিব আমরা এমন নহে তুমি এ কথা বলিতে পার। আমিও তোমাকে প্রতিদিন ক্রন্দন করিতে বলিতেছি না। আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ঈশ্বরের মুখ দেখিবা মাত্র প্রগল্ভা ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় কি না? আগে যে মুখ দেখিতে এখনও সেই মুখ দেখিলে প্রেম ঘনতর হয় কি না? ঈশ্বরদর্শন মাত্র অনেক ভক্তিজল বাহিরে আসিয়া আবার ফিরিয়া বাড়ী যায়; কিন্তু যত অশ্রু চাপিয়া রাখ না কেন, সেই অতুল প্রেমানন দেখিলেই ভক্তি-সিন্ধু উথলিয়া উঠিবে। ঈশ্বরদর্শনে প্রেমজল উথলিয়া উঠে, আবার সেই স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া স্বর্গের ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নানা প্রকার অশ্রুজল আছে। অশ্রুতত্ত্বশাস্ত্র অতি প্রকাণ্ড। আমি কেবল এই বলিতেছি, চক্ষের জল ফেলা সামান্য মনে করিও না। কি রকম করিয়া কাঁদিলে সমস্ত জীবন ভাল যায় তাহা শিক্ষা কর। যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বলিব হে ঈশ্বর! এস একবার কাঁদি, তখন আর কি জ্ঞান বুদ্ধি থাকিবে? ঐ কে যে আছে আসিয়া বসিয়াছেন। ইহা বলিতে বলিতে কথা জড়াইয়া যাইবে। তোমার স্তব স্তুতি কেবল চক্ষের জল ফেলা, ইহার এত শোভা যে ইহাতে আপনাপনি মোহিত হইবে। আপনাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, যত দিন তুমি পৃথিবীতে থাকিবে এইরূপে কাঁদিবে। পিতার চরণ বক্ষে ধরিয়া কাঁদিলে যত আহ্লাদ হয় এমন আহ্লাদ আর নাই।

ব্রাহ্মসঙ্গত।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার।

প্র। আমরা জীবন ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, ধর্ম্মজীবন কখন উঠিতেছে কখন পড়িতেছে, পড়িয়া পুনরায় পূর্ব্বকার অবস্থায় দাঁড়াইতেছে। এইরূপ অবস্থায় অধোগতির সীমা কি উপায়ে ক্রমে উর্দ্ধবর্ত্তী করা যায়।

উ। কতকদূর পর্য্যন্ত মন্দ হইবার শক্তি সকলেরই থাকে এবং এই ক্ষমতার ব্যবহার সকলেই করে। উত্থানের শক্তি ও উপায় ক্রমে যত বৃদ্ধি হয় ততই ভাল, তজ্জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস একটী গুরুতর কথা সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে এইটী নিশ্চিত যে, যে স্থান হইতে যাহার জীবন আরম্ভ হইয়াছে মঙ্গলময় কাহাকেও তাহার নিম্নে নামিতে দেন নাই। ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে আমরা যে পাপ করি নাই, ব্রাহ্ম হইয়াও তাহা করি নাই, এই কথা আমাদের সকলেই বলিতে সমর্থ। আমাদের মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এক প্রকার রাখাও সম্ভবপর নহে; কিন্তু চরিত্র বিষয়ে আমাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইয়া যাইতেছে ইহা কেহই বলিবেন না। একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিয়া কেহ যাইতে পারেন না; যাঁহারা যান তাঁহারা এক হয় সমাজের সঙ্গে সংস্রব আপনাপনি পরিত্যাগ করেন নতুবা ধরা পড়িয়া জীবন সংশোধনপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন। মন্দ হইয়াছে অথচ ধরা পড়ে নাই, সমাজ মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে এইটী নিশ্চিত যে ব্রাহ্মসমাজে এমন একটী সীমা রহিয়াছে যাহা অতিক্রম করিয়া মন্দ হইয়া সমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিবার সাধ্য কাহার নাই। মন্দ হইলেই ধরা পড়িতেন। ধরা পড়িলে এক দিক ঠিক হইয়া যাইবে, কিন্তু ভেল্কি কেহ চালাইতে পারিবেন না। এই কথাটী এক দিকে যেমন আমাদের আশার বিষয় তেমনি অপর দিকে অত্যন্ত ভয়ের কারণ সন্দেহ নাই। কেন না ব্রাহ্মসমাজে এমন একটী পবিত্রতার চক্র ঘুরিতেছে যাহা আমাকে নির্দ্দিষ্ট সীমার নিম্নে নামিতে দেয় না, ইহা যেমন একটী আশার কথা, নামিলে হয় ধরা পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে, নতুবা চলিয়া যাইবে ইহা তেমনি একটী ভয়ের কথা। অতএব সকলের সাবধান হওয়া উচিত যাহাতে আমাদের

এরূপ দুরবস্থা কাহারও না হয় যে আমরা সীমা অতিক্রম করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হই।

প্র। ব্রাহ্ম সংখ্যা কম, পরস্পরের উপর পরস্পরের দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহাই কি ব্রাহ্মসমাজের এরূপ শুভ্রতার কারণ নহে?

উ। তাহা বলা যায় না। দক্ষিণ ভারতবর্ষে এরূপ স্বামীনারায়ণ এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে যাহারা এক সময়ে চরিত্র শুদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা অপর একটী বল্লভাচার্য্য বৈষ্ণব কলুষিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিকূলাচরণ করিবার জন্যই সমুত্থিত হয়। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক ও বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইতে না হইতেই তাহাদের মধ্যে গোল প্রবেশ করিয়াছে। অপর দিকে আমাদের সমাজের নেতৃগণ কেবল অল্প কতিপয় লোকের উপরেই দৃষ্টি রাখিতে পারেন, অন্যান্য ব্রাহ্মগণ যেন বানের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে দেখিবার কেহই নাই, অথচ এই সমাজ মধ্যে এমন একটী অটল পবিত্রতার ভাব সংরক্ষিত থাকা সামান্য কথা নহে। ইহা দেখিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে এই ব্রাহ্মসমাজ একটী প্রবল পবিত্র শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে, যাহা সমাজমধ্যে কাহাকেও মন্দ হইয়া থাকিতে দেয় না।

প্র। আমাদের মধ্যে পবিত্রতার উর্দ্ধ সীমা ক্রমে কমিতেছে না বৃদ্ধি পাইতেছে?

উ। চরিত্রের দুইটী ভাগ—প্রথম আত্মসম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় দমনাদি ইহার বিষয়, দ্বিতীয় পরসম্বন্ধীয়—সততা পরোপকার ইত্যাদি ইহার বিষয়। সচরাচর লোক এই শেষটিকেই ব্রাহ্মদের বিশেষ দোষ বলিয়া ধরে। আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে এই দিকে দোষ থাকিলে ক্রমে সকল দিক্ দোষাশ্রিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং দেনা পাওনা, অঙ্গীকার, নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে কার্য্য, এই সকল বিষয়ে সকলের সতর্ক হওয়া বিধেয়। হয় কেহ অঙ্গীকার করিবেন না, করিলে তাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে। যাঁহাদের পূর্ব্বকৃত ঋণ রহিয়াছে অথচ পরিশোধ করিবার উপায় নাই, তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব উত্তমর্ণদিগের নিকট রাখিয়া তাঁহাদিগের দয়ার ভিখারী হইবেন। আমাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, প্রথমতঃ যাঁহারা আপনাপন পরিবার প্রতিপালন করেন, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা অন্যের পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা শোধ করিবার উপায় না থাকিলে ঋণ কখনও না করেন। বরং তাঁহাদের পক্ষে ভিক্ষাও বিধেয়। যাঁহাদিগের দেনা ও তাহা শোধ করিবার উপায় দুইই আছে তাঁহারা এক দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবেন এইরূপ একটী নিয়ম স্থির করিয়া ক্রমে ঋণ আদায় করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যাঁহাদের পরিবার প্রতিপালন করেন তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহাতে আপনাপন ধর্ম্ম নষ্ট না হয় এরূপ কোন বিশেষ বন্দোবস্ত শীঘ্রই করিয়া লইবেন। দুই সপ্তাহের পর এই বিষয় সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হইবে।

ব্রহ্মমন্দির পুনঃসংস্কার।

প্রায় ৯ বৎসর হইল ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে এ পর্য্যন্ত একবারও ভাল করিয়া তাহার মেরামত হয় নাই। যে সকল সাধারণ স্থানে অনেক লোকের সমাগম হয় তাহার ৩।৪ বৎসর অন্তর মেরামত করা আবশ্যক, এবং এই প্রণালীই চলিত আছে। অর্থাভাবে এত দিন এ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। এমন কি মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ের এখনও পাঁচ শত টাকা ঋণ আছে। যদিও সে বৎসর ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের বদান্যতায় ২৫০০ শত টাকা ঋণ শোধ হইয়াছে, কিন্তু ঋণ তখন একেবারে শোধ হয় নাই। ঋণের শেষ রাখিতে নাই। সম্প্রতি মন্দির এবং Organ মেরামত করণার্থ প্রায় ৭০০ টাকা প্রয়োজন। অতএব কলিকাতাস্থ এবং বিদেশীয় ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, যেমন তাঁহারা পূর্ব্বে শ্রদ্ধার সহিত যথেষ্ট দান করিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এবারও সেই রূপ অনুগ্রহ করিয়া অল্প অল্প দান করিয়া মন্দিরটীকে রক্ষা করুন। যেন এ বৎসর ১১ মাঘের সময় সকলে সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব সম্ভোগ করিতে পারেন, এবং আমরাও মন্দিরের ঋণ হইতে মুক্ত হই।

সঙ্গীত।

বাউলে সুর।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না ভাই আত্মপর॥

প্রেম এমনি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তার মতন, ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন; ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে, হৃদয় যুড়ে সুধাকর।

প্রেমিক চায়নাক জ্ঞাতি, প্রেমিক চায় না সুখ্যাতি, ভাবে হৃদয়পূর্ণ হয় না ক্ষুণ্ন রটলে অখ্যাতি, ও তার হস্তগত সুখের চাবি, থাকবে কেন অন্য ডর।

প্রেমিকের চালটে বেয়াড়া, বেদ বিধি ছাড়', ও সে আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তাই মুখে নাই সাড়া, ও সে ধ্বংস হলে চৌদ্দ ভুবন, আসমানেতে বানায় ঘর।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! দয়া করিয়া এই প্রস্তাবটি পত্রস্থ করিলে বড় বাধিত হইব। খৃষ্টানদের উপাসনালয়ে একটী প্রতি উৎ-

কৃষ্ট প্রথা দেখা যায়, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে পিতার নাম গান হইয়া থাকে। আমাদের মন্দিরে এ প্রথাটি প্রচলিত হইলে ভাল হয়। সত্য, যে অনেকের পক্ষে প্রত্যহ একত্রিত হইয়া উপাসনা করা সুবিধাকর হইবে না, কিন্তু যে কয় জন আসিতে পারিবেন তাঁহাদের জন্যও অন্ততঃ এ সুবিধা টুকু করা বিধেয়। অনেকে বাটীতে নির্জ্জন উপাসনা করিয়াও এমনি একটী অভাব বোধ করেন যাহা প্রাত্যহিক স্বজন উপাসনা ভিন্ন পূর্ণ হইতে পারে না। যাঁহারা মোটে নির্জ্জন উপাসনা করেন না, অথবা করিতে তেমন সুযোগ পান না তাঁহাদের পক্ষে এইটী বিশেষ ফলদায়ক হইবে। নিয়মিত উপাসনা না হইয়া দুই একটী গানের পর একটী সংক্ষেপ প্রার্থনা, ও শেষে কয়েকটি সংকীর্ত্তন হইলে, আমার বিবেচনায় যথেষ্ট হইবে। একত্র সংকীর্ত্তন করাতে ব্রাহ্মদের মধ্যে ভক্তির ভাব অনেকটা আসিবে। কলিকাতায় কোন না কোন প্রচারক থাকেনই, তাঁহার উপরেই এই ভারটী দেওয়া হইলে ভাল হয়। বাহিরের লোক না হইলেও মন্দিরে প্রত্যহ দয়াময়ের নাম কীর্ত্তিত হওয়া ভাল। আশা করি আপনারা এ বিষয়টী একটু বিবেচনা করিবেন।

অনুগত শ্রী

সংবাদ।

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ শনিবাসরে আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায় চৌধুরির কন্যা শ্রীমতী প্রিয়বালার ব্রাহ্মবিধান মতে [illegible] অনুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের বয়ঃক্রম চব্বিশ, পাত্রীর চতুর্দ্দশ। ইহাঁরা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। কলিকাতার অনেক গুলি ব্রাহ্ম সপরিবারে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ব্রহ্মময়ীর "জীবন আলেখ্য" নামক পুস্তকের দুই শত পঞ্চাশ খণ্ড ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। ইহাতে দুর্গামোহন বাবুর নিজেরও ধর্ম্মজীবনের কোন কোন বৃত্তান্ত লিখিত আছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য তিন আনা স্থির করা হইয়াছে, প্রচার কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠে অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন পাঠক কেবল লিখিয়াছেন কৃষ্ণচরিত্রে আমার ভক্তি হয় না। এ বিষয়ে সাধারণ সংস্কার দূর করা সহজ নহে, হইবে এমন আশাও আমরা করিতে পারি না।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ম্যাঙ্গালোর নিবাসী মেঃ আরাসাফা পরলোক গত হইয়াছেন। ইনি সে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এখান হইতে কয়েক বার প্রচারক মহাশয়দিগকে লইয়া যান এবং কিছু দিন তাঁহাদিগকে তথায় রাখেন। ম্যাঙ্গালোর নগরে উপাসনার জন্য একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে আরাসাফার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এমন কি শুনা যায়, তাঁহার অর্থাগমের একমাত্র উপায় যে তাড়ির কণ্ট্র্যাক্ট, কিছু দিন পূর্ব্বে তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে অশ্লীল ও পরনিন্দাসূচক নাটকাভিনয় এবং যাত্রা নিবারক একটী উৎকৃষ্ট রাজবিধি প্রচার হইয়াছে। এ সকল নীতি বিগর্হিত অনুষ্ঠান সামাজিক শাসনের দ্বারা নিবারিত হওয়া উচিত, কিন্তু এ দেশ এখনও তত দূর সভ্য হয় নাই। সুতরাং এমন স্থলে রাজবিধি প্রার্থনীয়। যাঁহারা অন্যায় রূপে যাত্রা অভিনয় করিবেন বা তাহা শুনিবেন তাঁহাদের উভয়েরই উপযুক্ত দণ্ড হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

নবেম্বর।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	২
,, ,, চন্দ্রনাথ মল্লিক	১
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	১
,, ,, তুলসীদাস দত্ত	১
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস খাঁটুরা ...	২০
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	২
,, ,, জয়গোপাল সেন	৫
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	১৮১০
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, ,, মতিলাল শীল	॥০
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন ...	৩
,, ,, শ্রীনাথ পাল	১
,, ,, নবীনচন্দ্র রায় আগরা ...	১০
,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ বাজিৎপুর ...	৮
,, ,, গুরুপ্রসাদ সেন বাঁকিপুর ...	২৪
,, ,, বিপিনবিহারী বসু এলাহাবাদ	১০
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	৫০
শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী	১

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	২।০
,, ,, মাধবচন্দ্র রায় মজফরপুর ...	৮
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৩
জামালপুর ঐ	৪।/০
গয়া ঐ	১৬॥০

এককালীন দান।

একটী বন্ধু	১
একটী বন্ধু সিলং	২
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ বসু... ...	৫
,, ,, কেদারনাথ দে জলন্দর ...	৫
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মজুমদার কৃষ্ণনগর	২
বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ	৫

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা পৌষ শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১০ম ভাগ। ২৪ সংখ্যা।	১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৭৯৮ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

—o—

আমি যখন ভাবি হে সর্ব্বাধিপতি পরম দেবতা! যে তুমি আমার মন্ত্রদাতা গুরু, জ্ঞানদাতা শিক্ষক, প্রতিপালক প্রভু, প্রেমদাতা বন্ধু, এবং স্নেহময় পিতা; যখন আমার মনে হয় আমি তোমার আশ্রিত ও অনুগৃহীত হইয়া অতি ঘনিষ্ঠ প্রীতিযোগে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছি, তখন আর আমার কোন দুঃখই থাকে না। তখন আমি আমাকে জ্ঞানী ধনী উন্নত পদস্থ লোকদিগের অপেক্ষা কোন অংশে অসুখী মনে করিতে পারি না। সেই তুমি পরম ধন পরশমণি আমার এই পাপদগ্ধ হৃদয়ে শোভা পাইতেছ, আমার কণ্ঠের অমূল্য রত্নহার হইয়া রহিয়াছ, তবে আর আমি দরিদ্র কিরূপে হইলাম? যে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, অনন্ত গুণের আধার, যোগী ও ভক্তগণের প্রাণবল্লভ, যাঁহার উদ্দেশে কত কত মহাপুরুষ সাধু মহাজনেরা পার্থিব সুখ পরিহারপূর্ব্বক কঠোর দুঃখ রাশিকে সার করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে চাহেন না; যাঁহার উদার স্নেহ, অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী অবলোকনে কত মহাপাষণ্ডের হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছে; যিনি যোগীজন হৃদয়বিহারী হইয়া গোপনে আপনার অনুগত দাসদিগকে দেখা দিয়া কৃতার্থ করেন; সেই দুর্লভ রতন, পরম পদার্থ, নিত্য বস্তু, দেববাঞ্ছনীয় ঈশ্বর তুমি আমার হৃদয়ে! আমি তোমাকে পাইয়া পরম ধনে ধনী হইয়াছি। অমূল্য ধন পরশমণি তুমি, তুমি যার ঘরে হে নাথ! তাহার আর অভাব কি বল? কিন্তু দয়াময়! বড় দুঃখের সহিত বলিতেছি, তোমাকে পাইয়াও চিনিতে পারি নাই, তোমার মূল্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি চিরকালের দরিদ্র দুঃখী অনাথ কিরূপে তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হইব? এই জন্য এমন পরশমণি হস্তে পাইয়াও আমার দুঃখ যাইতেছে না। দরিদ্রের ভাগ্যকে প্রসন্ন করিয়া যদি হে দেব! তাহার ঘরে আসিলে তবে দিব্যচক্ষু দাও তোমাকে চিনিয়া লই। তোমার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হই। আমি নীচাশয় লঘুচেতা, নিকৃষ্ট বিষয়ের দাস, তোমার মহিমা কিরূপে বুঝিব? তবে যদি তুমি নিজে বুঝাইয়া দাও এবং এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল কর যে আমি স্বর্গের রাজাকে অন্তরে পাইয়াছি, অমূল্য ধন সার বস্তু আমার অধিকারে আছে, আর আমার কোন অভাব নাই, তাহা হইলে

আমি কৃতকৃতার্থ হই। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন বহুমূল্য মণি চিনিতে না পারিয়া তাহাকে দূরে রাখে এবং চিরকাল ক্লেশ ভোগ করে, আমার দশা ঠিক তদ্রূপ। তাই বলি যে, যেমন ধন দিলে তেমনি তাহা চিনিবার ক্ষমতাও আমাকে দান কর।

উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা।

অগ্রে উপাসনা শিক্ষা করিয়া পরে উপাসনা করিতে হয়। একবারে হঠাৎ যেমন কোন বিষয় আয়ত্ত করা যায় না, তেমনি উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব সহসা সাধ্যায়ত্ত হয় না। এখানে শিক্ষার অর্থ কেবল তদ্বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস, সাধন এবং পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে পরিমাণে শিক্ষার উন্নতি হইবে সেই পরিমাণে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফল ভোগেও কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে। শিক্ষা ও সম্ভোগ একত্রে আরম্ভ হইয়া ক্রমে যতই জ্ঞান অভিজ্ঞতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই সম্ভোগ ঘনতর এবং সমুজ্জ্বলিত হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্মদীক্ষার সময় হইতে আচার্য্যের নিকট ইষ্টপূজা বিধিপূর্ব্বক শিক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্য ঋষিদিগের সময়ে জ্ঞান শিক্ষাও ধর্ম্মপ্রধান ছিল। কেমন বাধ্যতার সহিত গুরুর নিকট শিষ্যেরা ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন রাখে না। যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি করা যায় তাহাতেই দেখা যায়, যে কেবল এই ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্যই গুরু পুরোহিতের বিশেষ পদ সৃজিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। কেবল স্বীকার করিতে চাহেন না তাহা নহে, অনেকে ইহাকে অনিষ্টকর প্রথা বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হন। ব্রাহ্মগণ স্বয়ং সিদ্ধ হইবেন মনে করেন এবং শিক্ষার পূর্ব্বেই ফল উপভোগ করিতে চাহেন। ধর্ম্মতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ অবগত হইবার অনেকের ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপাসনাতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী শিক্ষা করিবার প্রতি অল্প লোকেরই অনুরাগ লক্ষিত হইয়া থাকে। গুরু শিষ্যের প্রথা প্রচলিত থাকিলে ব্যক্তি বিশেষের আধিপত্য বৃদ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার্থীর সাধনতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে, তজ্জনিত তাঁহার অভিমানের উপর আঘাত লাগিবে এই সকল কারণেই বোধ হয় এ পথে কেহ আসিতে ইচ্ছা করেন না। সুতরাং আপনিই আপনার গুরু হইয়া কেহ দিনান্তে দুই মিনিট্ কাল উপাসনার জন্য বসিলেন কেহ বা বসিলেনও না। যাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া উপাসনা করেন আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কেবল শূন্য নিরাকারের পূজা করিয়া থাকেন। অধিকাংশের মনে সংসার চিন্তা, অন্ধকার, অসার কল্পনা যে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আরাধনা, ও ধ্যান আমরা জানি প্রায় সকলে অত্যন্ত নীরস বোধ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানসপটে এইরূপে সংসারের প্রতিরূপ পূজা করিয়া তাঁহারা কালাতিপাত করিতেছেন। এ বিষয়ে কেহ কাহারো নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করেন না, এবং শুনিতেও চাহেন না। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, যথার্থ উপাসনাতত্ত্ব এবং তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান এই সকল ব্যক্তির নিকট ভ্রম কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক দিকে আত্মাভিমান মনের দুর্ব্বলতাকে ক্রমাগত গোপন করিতেছে, অন্য দিকে অবিশ্বাস দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া প্রকৃত উপাসনাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া উপদেশ দিতেছে, সুতরাং শিক্ষার পথ একবারে বন্ধ। এক শত ব্রাহ্মের মধ্যে যে দশ জন উপাসনাকে

নিত্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও শিক্ষার অভাবে অন্ধকারে পড়িয়া আছেন, অথচ পথদর্শকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে দেবদেবী কিম্বা অবতার পূজাকে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করা যেমন সহজ, ঈশ্বরকে নিরাকার অদ্বিতীয় এবং প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া প্রচার করা যেমন অল্পায়াসসাধ্য,সেই জ্ঞানময় চৈতন্যরূপী সূক্ষ্মস্বভাব দেবতাকে পূজা করা তেমন সহজ নহে। উপধর্ম্মে অবিশ্বাস, একেশ্বরবাদ মতে আস্থা প্রকাশ, আর ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মযোগ ইহার মধ্যে অনেক প্রভেদ। ব্রহ্মোপাসনা শুষ্কভূমিস্থিত সরল বর্ত্মের ন্যায় নহে, ইহা অসীম সমুদ্রের জলপথের সদৃশ। এ পথে পদে পদে অভিজ্ঞ এবং সুনিপুণ পথদর্শকের সহায়তা আবশ্যক হয়। আত্মতত্ত্বদর্শী সাধুদিগের নিকট ইহার মানচিত্র আছে, কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ কোন্ স্থান দিয়া যাইতে হয় তাহার সমস্ত বিধি ব্যবস্থা তাঁহারা জানেন। তুমি হঠাৎ বলিয়া বসিলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা বসিয়া ২ নিরাকার দেবতাকে কি ধ্যান করিব ? ও সকল কিছুই নহে, সমস্ত কল্পনা। কিন্তু সে পথের পথিক যদি তোমাকে উপায় বলিয়া দেন তবে তুমি অনায়াসে ধ্যান করিয়া সুখী হইবে, এবং আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিবে, তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমার গুরু ঠাকুর। তখন শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হইবে এবং গুরু কি সামগ্রী তাহাও জানা যাইবে।

তুমি সার আর সকল অসার।

যিনি বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু রাশিতে পরিবৃত হইয়া প্রতিনিয়ত সংসার বাসনানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন, অর্থের উপর প্রচুর অর্থ, সম্পত্তির উপর সম্পত্তি, সন্তানের উপর সন্তান, সম্মানের উপর সম্মান কামনায় যাঁহাকে ব্রহ্মচিন্তার জন্য তিলার্দ্ধ কাল অবকাশ দেয় না, সংসারচক্রে পতিত হইয়া প্রভূত বেগে যিনি ঘূর্ণমান রহিয়াছেন তিনি এ কথার ঠিক বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিবেন। যাঁহার ভোগস্পৃহা কেবল মাত্র চরিতার্থ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাঁহার নিকট ইহা অতিশয় দুঃখের সংবাদ, সুতরাং অযুক্ত কথা। তিনি যাহা হইতে সর্ব্বদা অজস্র সুখ শান্তি উপভোগ করিতেছেন তাহাদিগকে তিনি কেমন করিয়া অসার বলিবেন ? বরং তিনি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন যে, সংসার নিত্য এবং সার, ধর্ম্মই অসার। বিষয়হ্রদে মগ্ন এবং ইন্দ্রিয় সুখে বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট প্রস্তরনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় বৈরাগ্য বচন সকল চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। আসক্তিতে তাহাদের হৃদয় মন এমন কঠিন পাষাণবৎ যে সহসা ধর্ম্মভাব তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারকে যিনি যতই কেন ভালবাসুন না, আসক্তিতে অন্ধ প্রায় হইয়া পার্থিব সুখ সম্পদ, দারা পুত্র ধন মানকে যত কেন প্রিয় বোধ করুন না, এ সকল যে অসার অস্থায়ী তাহা এক দিন বুঝিতেই হইবে। যাহার যত মমতা ও আসক্তি অধিক, পরিণামে তিনি তত অধিক পরিমাণে যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। কেবল পরিণামে কেন, যখন ঐশ্বর্য্যসুখে নিমগ্ন থাকিবেন তখনও শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন না। চিত্ত যাহার চঞ্চল, নিদ্রা কালেও যাহাকে বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করে না, তাহার শান্তি কোথায় ? যোগযুক্ত স্থিরচিত্ত না হইলে যথার্থ শান্তি অনুভূত হয় না। এই নিমিত্ত আমরা বলি, ব্রহ্মেতে সমাধিস্থ হইবার জন্য "তুমি সার, আর সকল অসার" এই সত্য বচন সময় সময় জপ করা বিধেয়। যাঁহারা জীবের পরিণাম চিন্তা করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের "শেষের সে দিন মন অতি ভয়ঙ্কর" গান শুনিয়াছেন, যুবাকে জরা, ধনীকে দরিদ্র, জীবিতকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা উপরোল্লিখিত মন্ত্র জপ করিলে ব্রহ্মযোগের আস্বাদন অনুভব করত অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। পুনঃ পুনঃ ইহার আলোচনা ও ধারণা করিলে মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হইবে। অসত্য কল্পনাতে চিত্ত সমাধান করিয়া কত লোকে যেখানে অবস্তুকে বস্তু, ছায়াকে সার বোধ করিতেছে, সেখানে যথার্থ সৎ পদার্থের চিন্তায় কি হৃদয় শান্তি লাভ করিবে না ? "তুমি সার" ইহা সাধন ও ধারণ করিতে করিতে উহা পদার্থরূপে প্রকাশিত হইবে ; আর "সংসার অসার" বলিতে বলিতে মন অনাসক্ত বৈরাগী হইয়া একবারে চিদাকাশের উচ্চ দেশে উড্ডীন হইতে থাকিবে। ইহা কেবল কয়েকটী শব্দ মাত্র নহে, উহার ভিতরে অনেক বিধ ভাব নিহিত আছে। গভীর চিন্তা ও অটল অধ্যবসায় সহকারে তদ্গত চিত্ত হইয়া যতই ঐ মন্ত্র জপ করিবে ততই দেখিবে "তুমি" এই শব্দের অভ্যন্তর হইতে এক প্রকাণ্ড রাজ্য বাহির হইয়া পড়িবে, এবং তাহার মধ্যে দৃশ্যমান জড় ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইয়া যাইবে। যদিও আমরা মোহবশতঃ এক্ষণে ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু বস্তুতঃ "তুমি সার আর সকল অসার"।

এ কথা যে নিশ্চয় সত্য, অভ্রান্ত সত্য তাহাতে কি আর বিন্দুমাত্র সংশয় আছে? ঈশ্বরকে যখন সার সত্য, নিত্য পদার্থ, পরম পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি তখন সকলই অসার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। নির্জ্জনে বসিয়া প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত এইরূপ সাধন করিলে অধ্যাত্ম জগতের অনেক তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়ে। বুদ্ধিতে তর্ক করিলে ইহার আস্বাদন পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধন করিলে সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায়। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব সাধন ব্যতীত কেহই অবগত হইতে পারেন না। ঈশ্বর যাহা সাধন সাপেক্ষ করিয়াছেন, বুদ্ধি যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা তাহা কিরূপে আবিষ্কৃত এবং উপলব্ধ হইবে? মন্ত্র অতি সহজ, প্রণালী অতি পরিষ্কার, অনুক্ষণ মস্তকের উপর যদি এই চিন্তাটী থাকে যে "তুমি সার আর সকল অসার" তাহা হইলে যোগানন্দ ও বৈরাগ্যের মধুর শান্তি লাভ করিয়া আমরা জীবন্মুক্ত হইতে পারি।

তত্ত্ববোধিনীর ভ্রম সংশোধন।

১লা পৌষের পত্রিকায় "নিরীশ্বর বিবাহ" শির্ষক প্রস্তাবে যে কয়েকটী ভ্রম আছে তাহা আমরা সংশোধন করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত প্রস্তাব পাঠে কোন বুদ্ধিমান কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মের মন আন্দোলিত হইয়াছে এরূপ যদিও আমরা আশঙ্কা করি না, এবং ইহার প্রতিবাদ করিলে যে কলিকাতা সমাজের সভ্যগণের বিবাহ বিধিবিষয়ে পূর্ব্ব সংস্কার সহসা দূর হইবে তাহারও বড় প্রত্যাশা নাই, তথাপি যাহা সত্য তাহাই প্রচার করা কর্ত্তব্য।

"ঐ আইন বিহিত বিবাহ প্রণালীতে কোন স্থানে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই।" এ কথা সত্য, কারণ বিবাহিত দম্পতিকে উত্তরাধিকারিত্ব সত্ব প্রদান করাই উহার উদ্দেশ্য, সুতরাং ঈশ্বরের নাম গন্ধ বা ধর্ম্মের কথা উহাতে থাকিবার কথা নহে। আইনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম গন্ধ থাকিবে এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক। ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ কিম্বা কোন বিশেষ ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ পদ্ধতির জন্য কেহ রাজদ্বারে প্রার্থী হন নাই, রাজপুরুষেরাও তাহা দিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তবে এ কথা কেন বলা হইল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। রেজিষ্টারী করিলে নিরীশ্বর বিবাহ হয় তাহারাই বা অর্থ কি? দলিল রেজিষ্টার করা "নিরীশ্বর অনুষ্ঠান" বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু রাজবিধি সঙ্গত ব্রাহ্ম বিবাহের আদ্যোপান্ত ধর্ম্মভাবে পূর্ণ এ কথা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ প্রায় ব্রাহ্ম রেজিষ্ট্রার দ্বারা সর্ব্বত্র রেজিষ্ট্রারি কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং উহা ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ পদ্ধতির একবারে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহের ধর্ম্মপ্রধান ভাব দর্শনে হিন্দুরাও মুগ্ধ হন।

উক্ত আইন ব্রাহ্ম বিবাহের জন্য হইল, এ কথা বলাতে কোন ক্ষতি দেখা যায় না, যেহেতু প্রথমতঃ ব্রাহ্মদিগের জন্যই উহা আবশ্যক হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন স্বাধীন ও উদার আইনও তেমনি স্বাধীন এবং উদার হইয়াছে। অন্য লোকেও ইহার সহায়তা পাইবে।

"ধর্ম্মের সঙ্গে পার্থিক বিবেচনা" না করিয়া আইনের পূর্ব্বেও অনেকে বিবাহ করিয়াছেন। আইন হওয়াতে পার্থিব বিবেচনা ধর্ম্মকে অতিক্রম করে নাই, বরং অনুগমন করিয়াছে। আইনের দোষ প্রক্ষালন জন্য ঈশ্বর উপাসনা করা হয় না। দুইটী বিভাগ স্বতন্ত্র, আইনে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই নাই, অথচ উহাকে ধর্ম্মানুপ্রাণিত করা যাইতে পারে। যথা অন্যান্য বিষয় কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী তাঁহারা দুইটীর সমন্বয় করিয়া লইবেন। ইহাতে উপাসনা কলঙ্কিত হয়, কি ঈশ্বরের অবমাননা হয়, কিম্বা উপাসনা করিলেও আইনের নিরীশ্বরবাদিতা দোষ প্রক্ষালিত হয় না, এ সকল কেবল দৈহিক বলের কথা।

এ বিষয়ে অন্যকে সাবধান করা এখন নিষ্ফল, কেন না অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! গণ্ডায় গণ্ডায় বিবাহ হইতে চলিল এক্ষণে আর বৃথা চীৎকার করা কেবল আত্মবিড়ম্বনা। যাঁহারা এই প্রণালী অনুসারে বিবাহ করেন তাঁহারা হিন্দু সমাজচ্যুত হইবার ভয় অতি অল্পই রাখেন। বীরত্ব সৎসাহস তাঁহাদের যথেষ্ট আছে। সম্প্রতি যে ভদ্র বংশে একটী বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা যথার্থ ব্রাহ্মোচিত ও পুরুষোচিত কার্য্যই করিয়াছেন।

কলিকাতা সমাজের যে দুই একজন ব্রাহ্মমতে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন তাঁহারা "হিন্দু নই" এ কথা না বলিয়াও হিন্দুসমাজচ্যুত। তাঁহাদের বিবাহ প্রণালীকে অসিদ্ধ বলিয়া এ দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল্ মত দিয়াছেন, তবে আর অন্যকে হিন্দু থাকিবার আশা ও সাহস দেওয়া কেন হয়?

স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে এই আইন মতে পরিত্যাগ করিতে পারে, পাত্রের অষ্টাদশ, কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে বিবাহ হইবে না, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে চলিবে, কেহ এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিবে না, বহু বিবাহ বাল্য বিবাহের পথ বন্ধ, এ সকল যদি দোষ বলিয়া গণ্য হয় তবে সে দোষ আইনের নহে, এ গুলিন সময়ের দোষ, উন্নতিশীল মানবসমাজের উন্নতির ফল, সুতরাং ব্রাহ্ম হইয়া তদ্বিষয়ে খেদ করা ভাল দেখায় না।

আমাদের রাজ্য বিষয়ক স্বাধীনতা গিয়াছে, সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা এই আইনের দ্বারা গেল এ আশঙ্কারই বা কারণ কি? বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার জন্য উহা প্রচারিত হয় নাই, সাধারণের হিতের জন্য হইয়াছে,

যাঁহার ইচ্ছা তিনি ইহার সহায়তা লইতে পারেন, নাও লইতে পারেন। লেখকের মস্তকে এ প্রকার অমূলক অযৌক্তিক ভাবনা চিন্তা কিরূপে প্রবেশ করিল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম হইলাম। আইনটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ক্রমে তাহা হইবে। একবারেই তাহার পূর্ণতা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

আমরা এখনও বলিতেছি, কলিকাতা সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যে দুই একটী পরিবার ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দিয়া থাকেন তাঁহারা নূতন আইনের সহায়তা গ্রহণ করুন, ইহাতে লজ্জা বা অপমানের বিষয় কিছুই নাই। শেষে কোন দুঃখিনীকে সন্তানের সহিত যদি বিষয়চ্যুত হইতে হয়, অত্যন্ত শোকের কারণ হইবে। "কল্যকার জন্য ভাবিওনা" এই মতের অনুরোধেই আমরা ইহা বলিতেছি। তাঁহারা কি বাস্তবিক মনে করেন "হিন্দু নই" এ কথা না বলিলেই হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবে? সে প্রত্যাশা যদি রাখেন তবে নিশ্চয়ই কিছু অধিক পরিমাণে অবিশ্বাসী হিন্দু হইতে হইবে। এইজন্য আমাদের সৎপরামর্শ এই যে, সমাজের অনুরোধে শেষে যেন ধর্ম্ম ত্যাগ না করিতে হয়। উপরে যে যে ভ্রম প্রদর্শিত হইল তাহা তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন সে বিষয়ে একবার সকলে যেন বিবেচনা করেন।

ঈশ্বরের শক্তি ও পাপীর কার্য্য।

আমরা বহু দিন পরে যখন অদৃষ্টবাদের বিষয় লিখি তখন তাহাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বের সমকালিকত্ব অথচ স্বতন্ত্রত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে বলিয়াছিলাম। এবার আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে একটী জটিল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। আমরা প্রথম বারে বলিয়াছিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পদার্থ ছিল আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং কি সৃষ্ট জড় জগৎ কি সৃষ্ট জীব সকলেরই মূল শক্তি ঈশ্বর। ঈশ্বরের শক্তিতেই তাহাদিগের শক্তি, তাঁহার শক্তি প্রত্যাহৃত হইলে তাহারা একেবারে শক্তিহীন অপদার্থ হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পাপী যদি ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন চিন্তা করিতে না পারিল, তাহার প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়া যদি সেই শক্তির উপরে নির্ভর করে, তবে ঈশ্বর পাপীকে শক্তি বিধান করিয়া তাহার পাপ কার্য্য হইতে কি প্রকারে আপনাকে প্রমুক্ত রাখিতে পারেন। ঈশ্বর পুণ্যের কর্ত্তা পাপের নহেন, এ কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? "হে মানব! তোমার যে কোন মঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে, এবং যে কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা আপনা হইতে" এ কথাই বা সঙ্গত হয় কিরূপে? বিষয়টী আপাততঃ নিতান্ত জটিল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ভরসা করি আমরা দেখাইয়া দিতে পারিব, উহা যত জটিল বোধ হয়, বস্তুতঃ তত জটিল নহে।

প্রকৃত বিষয় অনুসরন করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত, আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে কি মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। দেশীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে,

"এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমূর্দ্ধং নিনীষতি, এষহ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি যমধো নিনীষতি।"

"ইনি যাহাকে স্বর্গে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কার্য্য করান, ইনি যাহাকে নরকে লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অসাধু কার্য্য করান।" ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শ্রুতি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের উপরেই পাপ পুণ্য সমানে আরোপ করিয়াছেন। যোগাচার্য্য কৃষ্ণ এ বিষয়ের অন্যরূপ মীমাংসা করিয়াছেন।

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

"ঈশ্বর লোকের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, এবং কর্ম্মফলপ্রাপ্তি স্বয়ং সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই লোকের কর্ত্তৃত্বাদির প্রবর্ত্তক।" স্বামী এ স্থলে অর্থ করিয়াছেন,

"প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্তয়তি। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে, ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ।"

"প্রভু ঈশ্বর জীবলোকের কর্ত্তৃত্বাদি সৃজন করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব অবিদ্যাই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্ত হয়। অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যা কামবশত লোক সকল প্রবৃত্তিস্বভাব। ঈশ্বর সেই প্রবৃত্তিস্বভাব লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাদি সৃজন করেন না।" স্বামী এরূপ অর্থ করিয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায়কে অতিক্রম করেন নাই। কেননা গীতার অন্যত্র মনুষ্যের স্বভাব ও কর্ম্ম পারতন্ত্র্য উল্লেখ করিয়া স্বমত জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন;

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

"হে অর্জ্জুন! যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম বস্তুগুলি যেমন সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তেমনি ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত করিয়া সর্ব্বভূতকে নিজ শক্তিতে ভ্রমণ করান।" ঈশ্বরে বৈষম্যদোষনিরসনার্থ যে এক অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যা কর্ম্ম কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতেও বৈষম্যনিরসন হয় না। কারণ মনু লিখিয়াছেন,—

"যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ন্তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥"

"প্রথমে প্রজাপতি যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া স্বয়ংই সেই সকল আচরণ করিয়া থাকে।"

উপরে শাস্ত্রকারগণের যে মতের উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে সার নিষ্কর্ষণ করিতে গেলে এই বলিতে হয়, ঈশ্বর যাহাকে যে স্বভাব দিয়া সৃজন করিয়াছেন, সে সেই স্বভাবের অনুসরণ করে। ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বভাবানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল এই স্বভাবানুসারে হইয়া থাকে। স্বভাব সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত। মনুষ্যাদি জীব এই সকল গুণের অধীন। সুতরাং শাস্ত্রমতে সকলেই স্বভাবপরতন্ত্র। সাধনাদি দ্বারা মনুষ্য যতই গুণাতীত হয়, ততই সে স্বাধীন এবং ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করে। দ্বৈতবাদিগণ আত্মাকে স্বাধীন বলেন। এজন্য তাঁহারা আত্মার স্বীয় কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শ্রুতি আদি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ স্থলে, "জ্ঞো ২তএব" "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" "যথা চ তক্ষোভয়থা" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র এবং বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতে ২ পিচ" "সো ২শ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" "প্রাণা হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ জীবের প্রকৃতির অধীনতা এবং ভোগ ও কর্ত্তৃত্ববর্ণন দ্বারা তাহার স্বাধীনতা, এ উভয়ই শাস্ত্রকারগণের লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অস্বতন্ত্রতা শাস্ত্রে ও লোকে কেন প্রধানরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন বিষয় নহে। মনুষ্যের স্বাধীনতা এত সূক্ষ্ম যে তাহাতে অধীনতাই চিন্তাশীল লোকের নিকট সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহাতে পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা অধীনতাকে প্রাধান্য অর্পণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? মনুষ্যের অধীনতা ও স্বাধীনতা কেমন সূক্ষ্মরেখাব্যবহিত আমরা নানা সময়ে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন অন্যান্য দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক শাস্ত্রকার ও দর্শনকারগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন অল্প অনুসন্ধান করিলেই সকলে জানিতে পাইবেন, আমাদের তৎপ্রদর্শনে প্রয়াস পাইবার আবশ্যক নাই। এবার আমরা বিষয়টীর এই পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া শেষ করিলাম, বারান্তরে উহার জটিলাংশ বিশদ করিতে আমরা যত্ন করিব।

হাফেজ।

আমি সেই উদ্দেশ্যে আছি যে এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব, তাহা সিদ্ধ হইলে আমার ক্লেশের অবসান হইবে।

হৃদয় অন্য জনের সহবাসের ভূমি নয়, যখন তাহা হইতে দৈত্য চলিয়া দেবতা আগমন করেন।

প্রভুত্বশালী লোকদিগের সহবাস তামসী নিশার অন্ধকারের ন্যায়। সূর্য্যের নিকটে জ্যোতিঃ প্রার্থনা কর, বিকীর্ণ হইবে।

মহত্ত্বহীন সাংসারিক লোকের দ্বারে, প্রভু কখন বহির্গত হইবেন, এই প্রতীক্ষায় কতকাল বসিয়া থাকিবে?

বিষাধিক কটু এই সংসার, ইহা হইতে বাহির হও, পরে শর্করার ন্যায় মিষ্ট সংসার প্রকাশ পাইবে।

সদসৎ লোকে আপন আপন সম্পত্তি প্রদর্শন করে, এই উদ্দেশ্যে যে তাহার কিছুতে লোকের দৃষ্টি পড়ে কি না গ্রাহ্য হয় কি না।

প্রেমিক বোল্‌বোল্‌ বিহঙ্গ! তুমি আপনার জীবন প্রার্থনা কর, যেহেতু পরিশেষে উদ্যান হরিৎ কান্তি ধারণ করিবে ও কুসুম প্রস্ফুটিত হইবে।

ধৈর্য্য এবং সিদ্ধি এই দুই পরস্পর পুরাতন বন্ধু, ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই সিদ্ধি সমাগত হয়।

এই সংসারালয়ে হাফেজের ঔদাসিন্য আশ্চর্য্য নহে, যে ব্যক্তি সুরালয়ে যায় সে অচেতন হইয়া থাকে।

যে পর্য্যন্ত সুরালয় ও সুরার নাম ও চিহ্ন থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমার মস্তক গুরু অগ্নি উপাসকের পথের ভূমিতে স্থাপিত থাকিবে।

জন্মাবধি আমি গুরু অগ্নি উপাসকের দাসত্বের কুণ্ডল কর্ণে ধারণ করিয়াছি আমি যেরূপ ছিলাম, সেরূপ আছি, ও সেরূপ থাকিব।

আমার সমাধি ভূমিতে গমন করিলে আশীর্ব্বাদ করিও, যেহেতু তাহা জগতের প্রেমিক লোকের তীর্থ স্থান হইবে।

যে ভূমিতে তোমার পদচিহ্ন তাহা চিরকাল তত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের প্রণামের স্থল থাকে।

চলিয়া যাও হে অহঙ্কারী সন্ন্যাসী! আমার এবং তোমার চক্ষে এই যবনিকার অন্তরালের তত্ত্ব গুপ্ত আছে ও থাকিবে।

আমার প্রেমিকঘাতী সখা অদ্য প্রমত্তভাবে বাহির হইয়াছেন, জানি না আজ কাহার হৃদয়ের শোণিত প্রবাহিত হইবে।

মহাশয়! তুমি প্রমত্তদিগের দোষ ধরিও না, কে জানে এই পুরাতন পান্থশালা হইতে কাহার কি ভাবে প্রস্থান হয়?

আমার নয়ন তোমার অনুরাগযুক্ত হইয়া যখন সমাধি গর্ভে প্রবেশ করিবে, তখন হইতে কেয়ামতের উষাকাল পর্য্যন্ত তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে।

হাফেজের মনোহর কবিতা কে বুঝিতে পারে? যাহার হৃদয় কোমল ও কবিত্ব শক্তি আছে, সেই পারে।

সুগন্ধি সুরা দ্বারা প্রাণের মস্তিষ্ককে আমোদিত করিব, যেহেতু কুটিরনিবাসী খির্কাধারী দরবেশদিগের গাত্র হইতে কপটতার গন্ধ পাইয়াছে।

ধর্ম্মযাত্রিক ঋষি ঈশ্বরতত্ত্ব কাহাকেও বলিল না, আমি আশ্চর্য্যান্বিত যে সুরাবণিক তাহা কোথা হইতে জানিতে পাইল!

হে ঈশ্বর! বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ লোক কোথায়? যে ব্যক্তি হৃদয় কি দেখিয়াছে ও কি সকল শ্রবণ করিয়াছে এক মুহূর্ত্ত তাহা বর্ণন করে।

অদ্য যে আমি বাদ্য বাজাইয়া সুরা গ্রহণ করিতেছি তাহা নয়, বহুকাল হইল এই ধ্বনি আকাশের চূড়া শ্রবণ করিয়াছে।

চক্রেশ্বর! এস, প্রেম উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন যে, যে জন আমা হইতে শ্রবণ করিয়াছে সেই আমার কথা বলিয়াছে।

জ্ঞানির উপদেশ অতি উত্তম ও অতি কল্যাণকর, কিন্তু তিনিই ভাগ্যবান, যিনি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন।

হাফেজ! প্রার্থনা তোমার নিত্যব্রত ও তাহাই যথেষ্ট, কেহ উহা শ্রবণ করিল, কি না করিল তুমি সেই চিন্তায় থাকিও না।

ভয় পাইতেছি, অশ্রু বা আমার প্রেমযন্ত্রণা সম্বন্ধীয় আবরণ মুক্ত করে, ও এই দৃঢ়বদ্ধ গূঢ় তত্ত্ব জগতে প্রচার হইয়া পড়ে।

লোকে বলে সময়ে পাষাণগর্ভে রত্ন হয়, তাহা বটে, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত দানে হয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে বিচারার্থী হইয়া সুরালয়ের দিকে যাইতে চাই, হয়তো হৃদয় ক্লেশের হস্ত হইতে সেখানে মুক্ত হইবে।

চারিদিক্ হইতে প্রার্থনারূপ বাণ চালনা করিলাম, হয়তো তাহার কোন একটী সফল হইবে।

তোমার প্রেমরূপ স্পর্শমণি যোগে আমার মুখ সুবর্ণ হইয়াছে, যথার্থই তোমার প্রসাদে মৃত্তিকা স্বর্ণ হয়।

মন! আমার বিবরণ সখার নিকটে নিবেদন কর, কিন্তু এমন ভাবে বলিবে যে সমীরণ যেন শুনিতে না পায়।

কোন দিন শোক পাইলে তুমি বিষণ্ণ থাকিও না, মুখখানি মিষ্ট রাখিও, যেহেতু মন্দভাবে অধিকতর মন্দ হয়।

হৃদয় ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাক, দুঃখিত হইও না, রজনীর পর দিবা আসিয়া থাকে।

যদি তাঁহার দ্বারের মৃত্তিকা তোমাদের চরণে সংলগ্ন হয়, হাফেজ সেই চরণ চুম্বন করিবার জন্য কবর হইতে মস্তক উত্তোলন করিবে।

উপদেশ বাক্যাবলী।

কেহ দরবেশ জুলনুনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তপস্যা কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের দাস হওয়াই তপস্যা। তিনি যেমন সর্ব্বতোভাবে প্রভু, তাঁহার প্রভুত্বে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি নাই, তদ্রূপ মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাস হওয়া কর্ত্তব্য, দাসত্বে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকা উচিত নয়।

যখন পরস্পর বিরোধী দুইটী কার্য্য হঠাৎ তোমার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তুমি বুঝিয়া উঠিতে পার না যে সেই দুই কার্য্যের কোন্ কার্য্য করিবে, কোন্টীর পক্ষ কল্যাণজনক, কোন্টী অযুক্ত ও পরিত্যাজ্য; তখন দৃষ্টি করিবে যে সেই দুই কার্য্যের কোন্ কার্য্যটী তোমার স্বেচ্ছা ও সাংসারিক প্রবৃত্তির সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে, তাহাকেই বিরুদ্ধ বলিয়া জানিও, তাহা সম্পাদন করিও না। কারণ, যাহা সত্য ও কল্যাণ তাহা মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিরোধী হইয়া থাকে।

চারিটী বিষয় মনুষ্যের লক্ষণ,—জ্ঞানের প্রতি প্রীতি, সাধুতা দ্বারা অসাধুতার পরাজয়, ক্রোধ দমন, কথার সদুত্তর দান।

তিনি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী, যিনি প্রতিকূল অবস্থায় ক্ষুব্ধ হয়েন না। তিনি সৎসাহসী, যিনি সাংসারিক সম্পদ তুচ্ছ করিয়া পারলৌকিক সম্পদ গ্রহণ করেন।

কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে বিদ্বান্ তাহাকেই বলা যায়, বিদ্যা যাহাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখে।

ঈশ্বরের নিকটে কি চাহিতে হইবে? ইহ পরলোকের শান্তি ও কল্যাণ।

জীবন কি প্রকারে যাপন করিতে হইবে? সন্তোষ ও অহিংসায়।

কোন্ কোন লক্ষণ দ্বারা ভাগ্যবান্ চিনা যায়? তিনটী লক্ষণ দ্বারা,—জ্ঞানানুরাগ, বদান্যতা, সন্তোষ।

সৎকার্য্য কি? জ্ঞানীলোকের সহবাস এবং তাহাদের সহবাসের ফলভোগ করা।

লোকের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর কোন বস্তু? ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, বিষয়ীর অর্থ।

মিত্র কিরূপে চিনা যায়? অভাবের সময়ে শত্রু মিত্র উভয় চিনা যায়।

মনুষ্য কিসে সকলের প্রিয় হইতে পারে? সদ্ ব্যবহার ও প্রফুল্লতায়।

হিংসা কিরূপে খর্ব্ব করা যায়? আপনাকে সমুদায় প্রাণী অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও অধম জানিলে।

ধনবান্দিগের কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ? দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান, অতিথি সৎকার।

প্রকৃত বন্ধুর লক্ষণ কি? সদনুষ্ঠানে সহায়তা ও অসদনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা।

[গোল্জার দেবিস্তান]

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

দেহের বার্দ্ধক্য আত্মার শৈশব।

রবিবার ৯ই শ্রাবণ, ১৭৯৮।

ইহা আশ্চর্য্য কিন্তু সত্য কথা যে শরীরের বয়স যেমন বৃদ্ধি হইবে আত্মার বয়স হ্রাস হইবে। শরীরের বার্দ্ধক্য, আত্মার শৈশব। শরীরের বয়োবৃদ্ধি আত্মার বয়োবৃদ্ধি

নহে। বয়স অধিক হইলে বৃদ্ধের ন্যায় কুটিল গম্ভীর জ্ঞান সঞ্চয় করিব, উৎসাহবিহীন হইব তাহা নহে। আত্মা শরীরের ধর্ম্ম স্বীকার করে না। শরীরের বয়স যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, আত্মা সেই পরিমাণে দিন দিন শিশু হইবে। যদি ধর্ম্মের ভিতর হইতে ক্রিয়া কলাপের আড়ম্বর বাদ দিতে পারি তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম আমরা সম্ভোগ করিব। যদি বৃদ্ধ হইয়াছি বলিয়া অহঙ্কার ত্যাগ করি এবং যে সকল কুটিল জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা ভুলি, তাহা হইলেই প্রকৃত ধর্ম্ম আস্বাদন করিব। বয়স ভাবিলেই অহঙ্কার আসিবে, পূর্ব্বের শিক্ষা এবং পূর্ব্ব সংস্কার আমাদের নেতা হইয়া আমাদিগকে পরিচালিত করিবে। যতই মনে করিব দিন দিন বালক হইতেছি, দিন দিন বয়স বাড়িতেছে না বয়স কমিতেছে, আগে ছিলাম বিশ বৎসরের যুবা, এখন ছয় বৎসরের বালক, ক্রমে দুই বৎসরের শিশু হইব, ততই ধর্ম্মের উন্নতি হইবে। কিন্তু যে অহঙ্কার করিয়া বলিবে আগে ছিলাম বিশ বৎসরের, এখন চল্লিশ বৎসরের, ক্রমে ষাট বৎসরের লোক হইব, তাহার ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে না। যতক্ষণ বহুদর্শী হইয়াছি বলিয়া অভিমান থাকিবে ততক্ষণ বালকের ন্যায় সরল হইতে পারি না। জ্ঞানের অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া শিশু হইতে পারিলে ধার্ম্মিক হইব। আগে ইংরাজী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা শিখিয়াছিলাম, এখন সে সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছি। এখন শিশুর অর্দ্ধস্ফুট ভাষা, মনের ভাব মনেই থাকে, কেবল মুখের ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ হয়। এইরূপে যদি বিনয়ী হইতে পারি তাহা হইলেই ধর্ম্মের ফল ফলিবে। আর যে বলে আগে একটী ভাষা জানিতাম এখন অনেক ভাষা শিখিয়াছি, অনেক বক্তৃতা করিতে পারি, সে ব্যক্তির উন্নতির পথ একটী একটী করিয়া বন্ধ হইতেছে। এ সকল যৌবনের এবং বৃদ্ধের কথা, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নহে। বয়স বাড়িতেছে বলিয়া যে অহঙ্কার করে তাহার ধর্ম্মজীবন হ্রাস হইয়া যায়। যাঁহারা ধর্ম্ম চান তাঁহারা ১, ২, ৩, ৪, এইরূপে বয়স বাড়িল এ প্রকার গণনা করেন না; কিন্তু তাঁহারা ৪, ৩, ২, ১, এইরূপে বয়স কমিল এ প্রকার গণনা করেন। শৈশব গিয়া যৌবন, যৌবন গিয়া বার্দ্ধক্য আসিল ইহা দেখিলে তাঁহারা ক্রন্দন করেন। শরীরের বয়স চল্লিশ বৎসর হইলে তাঁহারা সরলতা এবং বিনয়েতে এক বৎসরের শিশু হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা এই বলিয়া ক্রন্দন করেন সংসারের নানা প্রকার জঘন্য পথের কেন পরিচয় পাইলাম, পূর্ব্বে জানিতাম না ভাল ছিল এখন কেন সে সকল কুটিল মন্দ কথা শিখিলাম? এখন কেন বলি আর কাহাকেও সরল বলিব না? যদি অনেক দিন পৃথিবীতে না বেড়াইতাম এই কথা বলিতাম না। তোমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল যত [illegible]ইতেছে তত পাপ অধিক দেখিতেছ কি না? মি[illegible] প্রকারে বলা যায়, অল্প বয়সে কি কি পাপ কি কি প্রলোভনে পড়িতে হয়, অধিক বয়সে কি কি দুষ্কর্ম্ম করিতে হয় এ সকল কুটিল জ্ঞান পাইয়াছ কি না? বালক হইয়া পৃথিবীতে থাকিলে মনে উত্তেজনা হইত না। রাশি রাশি টাকা আসিত খেলা করিতাম, বিপদকেও হাতে করিতাম। অহঙ্কারী জ্ঞানীর যন্ত্রণা পাইতে হইত না। অতএব শৈশবাবস্থা ভাল যে অবস্থায় মাকে চিনিতে পারা যায়, পরস্পরকে বিশ্বাস করা যায়। যদি হৃদয় কুটিল হয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় লইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ শিশুদিগের সমাজ। দুই এক বৎসরের শিশুরা যেখানে বেড়ায়, হাসে, কাঁদে সেই খানে ব্রাহ্মসমাজ, সেই স্থান স্বর্গরাজ্য, সেই স্থান অন্বেষণ কর। চেষ্টা দ্বারা সাধন দ্বারা অনায়াসে চল্লিশ বৎসরকে চারি বৎসরে পরিণত করা যায়। চল্লিশ বৎসরের লোক চার বৎসরের শিশু হইতে পারেন, পৃথিবীর সকল সাধক দেখিয়া বলিবেন এ ব্যক্তি সরল শিশু। বিষ কি, গরল কি, শিশু জানে না, পিতার মুখের পানে তাকাইয়া একটী হাসি, ছেলে মানুষের ন্যায় পিতার পা ধরিয়া টানা টানি করে। আমাদের মত কুটিলদিগের অন্তরে কখনই ভক্তি হইতে পারে না; কিন্তু সেই সকল পরলোকবাসী যাঁহাদের সহস্র সহস্র বৎসর হইল অথচ এক বৎসরও বয়স হয় নাই, সেই সকল ভক্ত শিশুরা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। তাঁহাদের কথা শুনিলে, অতএব ভাই! বয়স অনেক হইয়াছে বলিয়া আর অহঙ্কার করিও না। বালক বালিকা হও। সেই অর্দ্ধস্ফুট কথা বলিলে অন্তর্যামী পিতা বলিবেন, "তোমাদের মনের ভাব বুঝিলাম, যাও স্বর্গ রাজ্যে গিয়া স্থান গ্রহণ কর।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(সাধুভক্তি)

রবিবার ১৬ই শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়েক জন গরিব বিষ্ণুভক্ত একটী গান করিতেছিল, সেই গানটী চৈতন্য সম্বন্ধীয়। সেই গানটী এই ভাব প্রকাশ করিল;—সেই গৌরাঙ্গকে ভুলিব মনে করি ভুলিতে পারি না। সেই রূপ দেখিয়া মন বিমোহিত হইয়াছে, মন হইতে সেই চিন্তা যায় না। চারিদিকে অন্তরে বাহিরে সেইরূপ দেখি। ইহা ভক্তের কথা। কেবল ভাবের কথা নহে; কিন্তু সত্যমূলক ভাবের কথা। এই সুন্দর গানটী শ্রবণ করিয়া মনে এই প্রশ্ন হইল, এই গানে কি ব্রহ্ম যোগ দিতে পারেন? ব্রাহ্ম কি ঈশ্বরের প্রেমিক মহাজনদিগকে এরূপ মুগ্ধ ভাবে ভক্তি করিতে পারেন? স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সাধকদিগের শ্রীচরণে প্রণত হইতে বলিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেমন

মুগ্ধ হই তাঁহার কোন সন্তানের রূপ দেখিয়া কি তেমন মোহিত হইতে পারি? আমরা কি পরলোকবাসী কোন মহাজনের রূপে মুগ্ধ হইতে পারি? যাঁহাকে দেখিলাম না তাঁহাতে মোহিত হইব কি রূপে? তুমি বল ঈশ্বরের চরিত্র-মনোহর, তিনি চিত্তবিনোদন, সহাস্য বদন, প্রসন্ন মুখ, তাহাতে আমার কি? আমি যদি অন্ধ হই, আমি যদি কখনও ব্রহ্মরূপ না দেখিয়া থাকি আমি মোহিত হইতে পারি না। কিন্তু কে পরলোকবাসী চৈতন্য এবং সেই ধ্যানপরায়ণ মহর্ষিদিগকে দেখিয়াছে যে তাঁহাদের রূপে মুগ্ধ হইবে? চারি শত বৎসরের অধিক হইল, উল্লিখিত গানটী রচনা করিয়া কোন ব্যক্তি মনে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, কেননা তিনি গৌরাঙ্গের সেই পবিত্র রূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরাত সেই রূপ দেখি নাই, আমরা কি রূপে বিমোহিত হইব? কিন্তু আমরা সেরূপ দেখি নাই কে বলিল? কি দেখি নাই? আকার। চরিত্র দেখিয়াছি, মনে চরিত্রের মনোহর ছবি চিত্রিত হয়। আঠার বৎসর পূর্ব্বে কোন মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চারি শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন যোগী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, শরীর সম্বন্ধে তাঁহাদের এখন কোন চিহ্ন মাত্র নাই। আজ আছে কি? তাঁহাদের চরিত্র মনোহর আছে। আমরা তাঁহাদের গুণ জানি। সেই দুই একটী গুণ লইয়া চিত্র করিলে যে সুন্দর ছবি হয় তাহাই আমার চৈতন্য, তাহাই আমার ঈশা। যদি ইহা না করি ঈশ্বরের অপমান করা হয়। কঠোর সাধন আমাদের নহে। হৃদয়ের ভক্তি এবং কোমলতার সহিত মহাজনদিগের চরিত্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইলে, ঈশ্বরের ভক্ত পুত্রদিগের প্রতি অপমান জন্য আমাদের মহাপাপ হইবে। যদি বল মহাজনদিগকে দেখি নাই, কি রূপে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিব, আমি বলি ইহা পাষণ্ডের কথা। যখন প্রাণ প্রত্যেক মহাজনের চরিত্র দেখিতেছে তখন কি রূপে বলিব মহাজনকে দেখি নাই। সেই চরিত্রই তাঁহারা। আমি রূপের কাঙ্গাল নহি। আমি আকার এবং রূপকে অগ্রাহ্য করি। আমি তাঁহাদের চরিত্র মনোহর, গুণ জানিতে চাই। তাঁহারা যখন আমার অন্তরে নিরাকার ভাবে আসেন তখন অবশ্যই আমরাও এই গানে যোগ দিতে পারি। এক জন মহর্ষি কেবল ধ্যানপরায়ণ হইয়া জীবন কাটাইতেন, আমার অন্তরের অন্তরে সেই ছবি দেখিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িবে। আর আমি সেই ঋষিকে দেখিতে চাই না। তাঁহার মুখের কি বর্ণ ছিল আমি জানিতে চাই না। এক জন বলিলেন "হে পিত! শত্রুরা যদিও আমার প্রাণ বধ করিল তথাপি তাহারা যেন তোমার দয়া হইতে বঞ্চিত না হয়।" ইহা শুনিবামাত্র এক জন প্রেমে ঢলিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অনবরত ভক্তির স্রোতঃ বহিতে লাগিল। আর কিছু জানিতে চাই না, ঐ ছবি আমার পক্ষে যথেষ্ট। ঐ ছবিতে যে কান্তি দেখিব তাহাতেই আমার মন মুগ্ধ হইবে। শুনিলাম এক জন ভাবুক দয়াময় নাম শুনিয়া ভাবে নাচেন। ঐ কথা শুনিবা মাত্র আমি তাঁহার রূপ দেখিলাম। তুমি যদি বল দেখি নাই তোমার কথা মিথ্যা বলিব। আমি মানুষের আকার দর্শনের প্রার্থী নহি, আমি সেই ছবি আঁকি নাই। ঐ যে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার ভক্তির সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, মনুষ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা সেই প্রমুগ্ধ অবস্থার পরিচয় দিতেছে। কেবল যে কল্পনাচক্ষে দেখি তাহা নহে। যথার্থ সত্য প্রেমনয়নে এ সকল ঘটনা দেখিব। দেখি না বলিয়া আমাদের সুখ অল্প। পিতার রূপ গুণ অনন্তগুণে মনোহর, কিন্তু দুই চারিটী জ্যেষ্ঠ ভাই যাঁহারা পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের রূপ ভাবিলে আমাদের প্রাণ প্রমত্ত হইবে। যে ব্রাহ্ম বৃক্ষতলে কিম্বা নদীতটে বসিয়া সেই রূপ ভাবিবেন অমনি তাঁহার প্রাণ প্রমত্ত হইবে। যোগীগণ, ভক্তগণ, সাধকগণ, যদি আমাদের হৃদয়ে স্থান না পান আমরা কেবলই দুঃখী থাকিব। ঐ যে ভক্ত-ভাবে এক জন নাচিতেছেন, যত সেই রূপ দেখিবে, দেখিতে দেখিতে, ভাবিতে ভাবিতে ঠিক তোমারও সেই রূপ হইবে। সেই কয়েকটী ভাইকে সমক্ষে রাখিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সাধন করিলে তাঁহাদের মুখের আলোক তোমার মুখের উপর পড়িবে। ভক্তদিগকে এই ভাবে সমাদর কর। কল্পনা করিবে না। তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত প্রশংসা দিবে না। তাঁহাদের মনোহর চরিত্র অন্তরে দেখিয়া মোহিত হইবে। তবে ব্রহ্মনগরে যাইতে অধিকার পাইবে। তাহা হইলে ইহলোক পরলোক এক হইবে। আমাদের স্বর্গে যাইবার জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।

ব্রাহ্ম সঙ্গত।

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

বিগত সঙ্গতের পূর্ব্ব সঙ্গতে অদ্য ঋণ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হওয়ার প্রস্তাব ছিল, তদনুসারে কথা হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে, যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা আপনাপন দেনা ও খরচ ইত্যাদি বিষয়ে সুশৃঙ্খল করণে পারদর্শী অন্য কাহার সহিত পরামর্শ করিবেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে খরচ কমাইয়া ঋণ পরিশোধ করা যাইতে পারে তাহা নিজে অনেক সময় স্থির করা যায় না, অন্যে তাহা ধরিয়া দিতে পারেন, সেই জন্য এরূপ কাহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ বিধেয়। যাঁহারা ইচ্ছা করেন স্বয়ংই কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া চলিবেন তাঁহারা শীঘ্রই তাহা করিয়া লউন,

আর যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের নিকট পরামর্শ গ্রহণে প্রস্তুত তাঁহারা এই রূপ লোকে যাহা পরামর্শ দিবেন তদনুযায়ী কার্য্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবে করিবেন। নির্দ্ধারিত নিয়মে খরচ করিয়া যদি কোন বিষয়ে অকুলন অথবা সাময়িক কোন বিশেষ অভাব উপস্থিত হয় তাহা হইলেও তাঁহাদের পরামর্শ ভিন্ন কেহ কার্য্য করিবেন না। ইহা হইলে সকেন্দ্র খরচের উপর এক প্রকার কার্য্যকর প্রতিবন্ধক স্থাপিত হইবে। অবস্থা ও ব্যক্তি বিশেষে পরামর্শ স্বতন্ত্র রকম হইবে সুতরাং সঙ্গত হইতে সাধারণ কোন নিয়ম অবধারিত হইতে পারে না সেই জন্য এই রূপ পরামর্শদায়ী লোকের একান্ত প্রয়োজন। উপস্থিতমত কোন গুরুতর বিষয়ে আবার এরূপ পরামর্শদায়ী ব্যক্তিগণ সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিবেন। সম্প্রতি সঙ্গত হইতে তিন জন লোক পরামর্শ দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন, ইহাঁরা প্রতি বুধবারে একত্র হইবেন।

প্র। প্রতিজনের এক একটী বিশেষ পাপ থাকে। সাধারণ দোষগুণ অনেক পরিমাণে অভ্যাসের ফল কিন্তু এই বিশেষ দোষকে আমরা প্রকৃতির গঠনানুসারী এক প্রকারে বলিতে পারি। সেই দিগে আমাদের মনের এক প্রকার ঝোঁক থাকে, যে ঝোঁক সংশোধন করা বড়ই কঠিন। প্রত্যেকের পক্ষে অন্যান্য দোষ অভ্যাস বশতঃ, উপায় অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই বিশেষ দোষে লোক সহস্র বার উঠে পুনরায় সহস্র বার পড়ে। যদি কাহার আত্মার পাপে মৃত্যু হয় তাহা তাহার বিশেষ পাপেই ঘটিয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ পাপ ক্ষয় হয় তখন মনুষ্য সহজে পরিত্রাণের দিকে চলিয়া যায়। আমাদের প্রতিজনের এই বিশেষ বিশেষ পাপ ব্রাহ্ম হওয়ার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল অদ্যাপিও সেই রূপ রহিয়াছে না কমিয়া গিয়াছে?

উ। তজ্জন্য সংগ্রাম সকলের জীবনেই চলিতেছে, তাহার ফল এই রূপ দেখা যায় যে কখন সেই পাপ প্রবল হইতেছে কখন আমরা প্রবল হইতেছি। যখন ভাল উপাসনা হয় তখন ইহা কতকটা চাপা থাকে। কিন্তু সেই পাপ হইতে বিমুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

প্র। সেই পাপ বিনাশ করিবার উপায় কি?

উ। প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হওয়া ইহার প্রধান উপায়। এই পাপ বিনাশ করিব বলিয়া চেষ্টা করিলে সে কোন বিশেষ ফল দর্শে এরূপ বোধ হয় না। যখন ভাল উপাসনা হয় তখন পাপ আপনি কমিয়া যায় ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি; সেই রূপ নূতন জীবন অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইলে সেই জীবনের সুখে মন এমনি মগ্ন হইয়া যায় যে স্বভাবতঃ প্রত্যেকের বিশেষ পাপ আপনাপনি ক্রমে ক্ষয় হইয়া নির্ম্মূল হয়।

প্র। এমন কোন প্রণালী আছে কি না যাহা অবলম্বন করিলে বিশেষ পাপ নির্ম্মূল করা যায়?

উ। কোন পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তকে ইহার একটি প্রণালী দেখা গিয়াছে। সে প্রণালীর প্রথম সাধন শ্রদ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্র এবং গুরুবাক্য এই তিনটীতে দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বিতীয় সাধন সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া মনকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করা। তৎপর ভজন, ত্যাগ-স্বীকার ইত্যাদি। এই সমুদয় বিষয়ে মনুষ্যের মতি হওয়া সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। এই জন্য ভক্তিকে অহেতুকী বলা হইয়াছে।

প্র। আমাদের অবলম্বন করিবার উপযুক্ত কোন উপায় আছে কি না?

উ। পূর্ব্বে আমাদিগের একটী মত ছিল যাহা এখন কার্য্যতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা স্বীকার করিতাম, এখনও মত করিয়া থাকি, যে অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কার্য্য কালে এখন আর সে মতের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখা যায় না। কোন পাপ করিলেই স্বভাবতঃ একটি আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এইরূপ ক্ষণিক অনুশোচনাকে আমরা প্রকৃত অনুতাপ বলি না। প্রকৃত অনুতাপ অতীত এবং বর্ত্তমান পাপের জন্য হৃদয়ের একটী গভীর এবং স্থায়ী খেদের অবস্থা যাহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অনেক সেইণ্ট (saint) দিগের জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ অবস্থার সময় জীবনের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক অসহনীয় হয়। তখন কেহ কেহ অঙ্গচ্ছেদও করিয়া ফেলেন। তখন আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও অধম এবং সকলের অপেক্ষা নীচ জাতীয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ স্থায়ী গভীর খেদ ব্যতীত বিশেষ পাপ কাহার ছাড়িবার প্রবৃত্তি হয় না। পাপের জন্য দণ্ড ভোগ সকলকেই করিতে হইবে, কেননা দণ্ড না পাইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুভব হয় না। ন্যায়বান ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার অপূর্ণ থাকিবার নহে। এই জন্য ঈশ্বরের পূর্ণ ন্যায়পরতা স্মরণ রাখিয়া বিশেষ পাপের সহিত বিশেষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ন্যায়বান রাজার বিরুদ্ধে পাপ ইহা মনে করিয়া আমাদের কত অধিক ভীত ও দণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত হওয়া বিধেয়? খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ ক্রাইষ্টের রক্তপাতেই তাঁহাদের সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছে বিশ্বাস করিয়াও কত মুহুঃসহ অনুতাপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন তাহা সেইণ্ট আগষ্টাইন (St. Augustine) আদি মহাত্মাদিগের জীবন ও পাপ-স্বীকারের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়; আর আমরা অনুতাপ ব্যতীত অন্য উপায় কিম্বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিয়াও তদ্বিষয়ে এত দূর উদাসীন রহিয়াছি ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। এই প্রকার অনুতাপ হৃদয়ে আনিবার জন্য সপ্তাহে ন্যূনকল্পে এক দিন অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল প্রত্যেকে নির্জ্জনে আত্মপাপ আলোচনা ও তজ্জন্য অনুতাপ করিবেন। ইহাতে কি

ফল হয় তাহা তাঁহাকে বলিতে হইবে। সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে জীবনে দুইটী কূপ খাত হইতেছে, একটী নরকের দুর্গন্ধময় অপরিষ্কারে পরিপূর্ণ, অপরটী স্বর্গের মনোরম পদার্থের নির্ঝর। প্রথমটী যাহাতে শীঘ্র ভরাট এবং দ্বিতীয়টী বিস্তীর্ণ হয় চেষ্টা দ্বারা তাহার উপায় করিতে হইবে।

সংবাদ।

ব্রহ্মমন্দির প্রকরণে ধ্যানের সময়টী অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করে। পূর্ব্বাপেক্ষা ধ্যানের সময় যদিও এখনি প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। উপাসকমণ্ডলী ক্রমে এ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। এই ধ্যান সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ব্রহ্মধর্ম্মের যথার্থ মধুরতা ও শান্তি সকলে অনুভব করিতে পারিবেন। গত দুই রবিবারে আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে ধ্যানের তত্ত্ব যেরূপ পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এক সুগভীর অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিশেষ। কিন্তু সার কথা এই, যে বিনা সাধনে কেবল বুদ্ধি দ্বারা ইহার ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। এই যোগপ্রধান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কেহ যেন চিরদিন অরণ্যে ক্রন্দন না করেন। ধ্যান ব্যতীত প্রকৃত বস্তু কেহই ধারণ করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল উপাসকের নির্দ্দিষ্ট আসন নাই তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, মন্দির সংস্কারের জন্য আগামী রবিবারে সকলে যেন কিছু কিছু সাহায্য দান করেন। এ জন্য উক্ত দিবস বিশেষ দান সংগ্রহ হইবে। অভাবপক্ষে প্রত্যেকে এক এক টাকা দিলেও অনেক হইবে। সাম্বৎসরিক উৎসব নিকটবর্ত্তী, এই কয় দিনের মধ্যে মন্দির সংস্কার করা আবশ্যক।

বিগত ১১ই পৌষ সোমবারে মুলিয়ালী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অনেক গুলি ব্রাহ্ম ও দর্শকবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। "নিউটেষ্টমেণ্ট" হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ঈশার অনেকগুলি উপদেশ সে দিন বিশেষ ভাবের সহিত পঠিত হয়। ঈশ্বর নিরাকার, অনন্ত অথচ তিনি পুরুষ, একটী ব্যক্তি; এবং জ্ঞানগত বিশ্বাসে তাঁহার অনন্তভাব মনে রাখিয়া হৃদ্গত বিশ্বাসে তাঁহাকে সমীপস্থ পিতা ও বন্ধুর ন্যায় প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সমাজসংস্থাপক আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব বর্ষে বর্ষে এখানে ব্রাহ্মদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেন। উৎসবটী কেবল উপাসনাতেই শেষ হয় না, সমাগত কুটুম্ব ও ব্রাহ্মদিগকে এবং প্রতিবাসী দুঃখিদিগকে কুঞ্জ বাবু অতি শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইয়া থাকেন। উপাসনা মণ্ডপটী অতি মনোরম্য, স্থান, চারিদিকে বৃক্ষলতা, সম্মুখে লতামণ্ডপ ও পুষ্পকানন। স্থানটীর জন্য সেখানে বিশেষ আনন্দানুভব হয়।

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত ও কৃতজ্ঞ হইলাম বন্যা পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ আমাদের আবেদন নিষ্ফল হয় নাই। লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ সিন্ধিয়া এবং দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজের সহৃদয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ প্রায় আড়াই শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

গত ১৩ই পৌষ বুধবারে নূতন বিধি অনুসারে আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস, জাতিতে বৈদ্য, ইনি পুর্ণিয়া জেলার এক জন প্রধান উকিল। পাত্রীর নাম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস বিক্রমপুর। ইনি ঢাকার "হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী" সভার সংস্থাপক প্রসিদ্ধ হিন্দু শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্রী অল্প বয়সে বিধবা হন, আপনার মাতুলদিগের যত্নে হিন্দু কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া কিছু দিন দুর্গামোহন বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের সূচীপত্র।

১৭৯৭ শকের মাঘ মাস হইতে ১৭৯৮ শকের পৌষ পর্য্যন্ত।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হাঁওরাম মিত্রের যন্ত্রে ১৬ই পৌষ শ্রীমদনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।